বিজ্ঞাপন।

আমি ১২৭৬ সালে ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত আর্য্যকুলের মহোপকারী মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরাৎপর ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় রাজা, রাজ্ঞী, ভূম্যধিকারী, মধ্যবর্ত্তী ও বিদ্যোৎসাহী মহানুভবগণের অনুগ্রহে ৬ বৎসরে এই কার্য্যটী সমাধা করিয়াছি। গ্রাহকগণকে আমার ভারতের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৪২ টাকা দিতে হইয়াছিল এবং ইহাতে আমাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যাহা হউক, ভারত পরিসমাপ্ত হইলেও তন্নিবন্ধন আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই, বরং মধ্যে মধ্যে কষ্টই অনুভব করিয়াছি। যেহেতু মূল্য অতিরিক্ত হওয়া প্রযুক্ত আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির ইহাতে কোন ফল দর্শে নাই। ভগবান্ বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই যে মহোপকারী, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্যমাত্র। অতএব এই অমূল্য ভারতগ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের হস্তগত না হওয়া যে অতীব দুঃখের বিষয়, তাহে সন্দেহ নাই।

আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালা গমন করিয়া দেখি, কতকগুলি ধনাঢ্য ব্যক্তিই মৎপ্রকাশিত ভারত পাঠ করিয়া থাকেন, আমার ন্যায় অর্থহীন ব্যক্তিরা ভারত রসাস্বাদনে একবারেই বঞ্চিত রহিয়াছেন। এই কারণে আমি মৎপ্রকাশিত ভারত বিনামূল্যে বিতরণ পূর্ব্বক সাধারণের গোচর করিতে উৎসুক হইয়াছি এবং মদীয় ভারত পরিসমাপ্তির পর আমার নিকট যে কতকগুলি সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও কতকগুলি পর্ব্বমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় বিনামূল্যে ভারতপ্রার্থী মাত্রেকেই কাহাকে বা এক

অংশ কাহাকেও বা দুই অংশ কাহাকে বা ততোধিক অংশ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হওত প্রায় দুই সহস্র লোককে বিতরণ করিয়াছি। ভারতগ্রাহকগণ মৎপ্রদত্ত কতিপয় পর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেও সম্পূর্ণ ভারত প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহাদের সেই হর্ষে বিষাদের উদয় হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সাধারণকে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভারত বিনামূল্যে বিতরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক পরম যত্নসহকারে ভারতীয় প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিলাম। ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হইলেই কি, আমি, কি গ্রাহক, কি পাঠক সকলেই পরম সন্তোষ লাভ ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এক্ষণে সাধারণের উপকারার্থ এই কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া এতদ্দেশীয় রাজা, রাজ্ঞী, জমীদার, ভূম্যধিকারিণী ও ধনশালী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রহিল। অতএব যে সকল উদারস্বভাব মহাত্মা যাহা কিছু দানস্বরূপে প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে সাধারণের উপকারার্থ গৃহীত হইবে। দানশীল মহাত্মগণ অল্পদানে কুণ্ঠিত হইবেন না। যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, সাধারণের উপকারার্থ দান করিয়া বিপুল ধর্ম্ম, পুণ্য ও যশোলাভ করিতে থাকুন।

অবশেষে সাধারণসমীপে আমার সবিনয়ে প্রার্থনা যে, এই ভারত মৎপূর্ব্বভারতের অবিকল মুদ্রণ বলিয়া পূর্ব্বে ইহার শিরোভাগে বা নিম্নভাগে যে সকল নাম ও ধাম সংস্থাপিত ছিল, এক্ষণেও তাহাই রহিল; তজ্জন্য কোন মহাত্মা ক্ষুণ্ণমনা হইবেন না, অলমতি বিস্তরেণ।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়।

সুবিখ্যাতনাম্নী, পুণ্যশীলা, বিশুদ্ধহৃদয়া

শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া

সর্ব্বক্ষেমালয়েষু

বিজ্ঞাপিতমিদং

মহাভারত অনুবাদের পূর্ব্বেই উহা আপনাকে উপহার দিব বলিয়া আমার স্থিরসঙ্কল্প ছিল। কারণ, আপনি ভগবদ্ভক্তা, ধর্ম্মনিরতা ও ভারতানুরক্তা এবং নিত্য সমাহিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে তাহার প্রথম খণ্ড অনুবাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। অতএব উহা আপনার পরম পবিত্র করকমলে সমর্পণ করিলাম; অনুগ্রহ পূর্ব্বক কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ, ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়।

রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায়।

অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

অধ্যায়	প্রকরণ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি

শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়।

দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

অধ্যায়	প্রকরণ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
৫৩ শ, অঃ	দুর্য্যোধনের পিতার নিকটে যুধিষ্ঠিরের গৌরব এবং		
,,	আপনার হীনতা কথন	১৭৫	৪
৫৪ শ, অঃ	ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা	১৭৮	৮
৫৫ শ, অঃ	ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে দুর্য্যোধনের রাজনীতি প্রদর্শন		
,,	দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য হরণের ইচ্ছা প্রকাশ	১৮০	২১
৫৬ শ, অঃ	দ্যূত দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্যহরণার্থে শকুনির উৎসাহ		
,,	প্রদান। দুর্য্যোধনের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অক্ষক্রীড়ায়		
,,	অনুমতি। পাশক্রীড়ার উদ্যোগ	১৮২	১১
৫৭ শ, অঃ	বিদুরকে খাণ্ডবপ্রস্থে যাইতে অনুমতি	১৮৫	২
৫৮ শ, অঃ	যুধিষ্ঠিরের আনয়নার্থে বিদুরের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন	১৮৬	২
৫৯ শ, অঃ	দ্যূতারম্ভে শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন;		
,,	শকুনির অক্ষনিক্ষেপ	১৯০	২
৬০ ষ্টি, অঃ	অক্ষক্ষেপন, যুধিষ্ঠিরের পুনঃ পুনঃ পরাজয়	১৯৩	১৬
৬১ ঐ, অঃ	ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ কথন	১৯৬	১৬
৬২ ঐ, অঃ	বিদুরবাক্য সমাপ্তি	১৯৯	২
৬৩ ঐ, অঃ	দুর্য্যোধন ও বিদুরের উক্তি প্রত্যুক্তি	২০০	১৬
৬৪ ঐ, অঃ	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া		
,,	ক্রীড়া এবং পরাজয়	২০৩	১৬
৬৫ ঐ, অঃ	দুর্য্যোধনের প্রতি বিদুরের তিরস্কার	২০৭	১৯
৬৬ ঐ, অঃ	দুর্য্যোধনবাক্যে প্রাতিকামীর দ্রৌপদী আনয়নার্থ গমন,		
,,	দ্রৌপদীর উক্তি, প্রাতিকামীর প্রত্যাবৃত্তি ও দ্রৌপদীবাক্য		
,,	কথন; দুঃশাসনের দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন; দ্রৌপদীর		
,,	বিলাপ; ভীষ্মদ্রৌপদীসংবাদ	২০৯	১৫
৬৭ ঐ, অঃ	যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের ও ভীমের প্রতি অর্জ্জুনের		
,,	উক্তি, বিকর্ণ ও কর্ণের উক্তি; দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণস্মরণ;		
,,	ভীমের বাক্য; প্রহ্লাদাঙ্গিরসসংবাদ কথন	২১৭	২০
৬৮ ঐ, অঃ	দ্রৌপদীর বিলাপোক্তি এবং ভীষ্মের বাক্য	২২৫	১৭
৬৯ ঐ, অঃ	দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের বাক্য এবং		
,,	ভীমের ক্রোধোক্তি	২২৮	২
৭০ তি, অঃ	দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি দুর্য্যোধনের		

অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

সভাপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিতে হইবে।

একদা নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে লোমহর্ষণসুত পুরাণবিৎ উগ্রশ্রবা সৌতি তথায় উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার মানসে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। সৌতি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই সমুদায় মুনি-দিগকে অভিবাদন করিলেন এবং সেই সকল সাধুকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগের তপস্যাবৃদ্ধির সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সেই সকল তপস্বীরা উপবিষ্ট হইলে, লোমহর্ষণপুত্র সৌতিও বিনীতভাবে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর তাঁহাকে সুখোপবিষ্ট ও বিশ্রান্ত দেখিয়া এক জন ঋষি কথার উপক্রম করিলেন; হে কমলপত্রাক্ষ সূত-পুত্র! আপনি এক্ষণে কোন্ স্থান হইতে নৈমিষারণ্যে আসিতে-ছেন এবং এত দিন কোথায় ভ্রমণ করিলেন, তাহার আদ্যো-পান্ত বর্ণনা করুন। বাক্যবিশারদ সৌতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শান্তস্বভাব মুনিগণসমক্ষে সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা রাজা জনমেজয়ের

সর্পযজ্ঞে ভগবান্ বৈশম্পায়ন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরচিত মহাভারতীয় নানাবিধ পবিত্র কথা সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমি সেই পবিত্র কথা সমুদায় শুনিয়াছিলাম। তৎপরে আমি নানা তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থ স্থানে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে পূর্ব্বকালে কুরুপাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অনন্তর সেখান হইতে এই পবিত্র আশ্রমে আপনাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। কারণ, আপনারা আমাদিগের সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। হে সূর্য্যসমতেজাঃ মহাত্মা মুনিগণ! আপনারা সকলেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদানপুরঃসর একত্রে সুখে বসিয়া রহিয়াছেন। কি ধর্ম্মপৌরাণিক কথা, কি অন্যান্য রাজগণের বিচিত্র ইতিহাস, কি মুনিগণের চরিত্রক্রিয়ার কলাপাদি, যাহা শুনিতে অভিরুচি হয়, আজ্ঞা করুন্, বলিব। ঋষিরা বলিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রবণ করিয়া যাহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমরাও সেই অপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, সেই উপাখ্যান সকলের প্রশংসনীয়; তাহাতে বিবিধ পদ ও পর্ব্ব বিন্যাস হইয়াছে। তাহা অতি সূক্ষ্মার্থেরও প্রতিপাদক এবং বেদার্থেরও অনুগত। তাহাতে আত্মতত্ত্ব বিষয়েরও সমীচীন মীমাংসা রহিয়াছে। ভক্তিসহকারে তাহা শ্রবণ করিলে পাপভয় দূরীভূত হয়। অতএব সেই পবিত্র উপাখ্যান শুনিতে অভিলাষ করি।

উগ্রশ্রবা সৌতি মুনিগণের প্রার্থনায় তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া বলিলেন, যিনি এই স্থূল সূক্ষ্মাদি অখণ্ড বিশ্বমণ্ডলের আদি পুরুষ ও ঈশ্বর; যিনি এই সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাদি সৃজন

করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন; শাস্ত্রে যাঁহাকে অদ্বিতীয় একমাত্র পরম ব্রহ্ম বলিয়া থাকে;' যিনি সদসৎ হইতে পৃথক্; যাঁহার সন্তোষ উৎপাদনার্থে জ্বলন্ত অনলে মন্ত্রপূত আহুতি নিক্ষেপ করিতেছে; কেহ কেহ বা যাঁহার সাক্ষাৎকার পাইবার প্রার্থনায় শত সহস্র বৎসরও বিজন বনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতেছেন; কেহ কেহ বা নানাবিধ ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কেহ বা এই মায়াময় জগতের উপর বিরক্ত হইয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পরমপ্রণয়াস্পদ পুত্রকলত্রও পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন; এই জগৎস্থ সমস্ত লোকই যাঁহার প্রাপ্তির আশায় অতি দুষ্কর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না; সেই ইন্দ্রিয়াধিপতি চরাচরগুরু বিশ্বপালনকর্ত্তা অনাদি অনন্ত মঙ্গলমূর্ত্তি হরির চরণে নমস্কার করিয়া সর্ব্বলোকপূজিত মহাত্মা মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই জগন্মণ্ডলে কোন কোন মহানুভব পণ্ডিতেরা এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কোন কোন মহাত্মা এখনও বর্ণনা করিতেছেন এবং কোন কোন মহোদয় ভবিষ্যতে বর্ণনা করিবেন। এই ইতিহাস সমস্ত জ্ঞানের আকর। ইহা ত্রিলোকে বিস্তৃত হইয়াছে। কারণ, ব্রাহ্মণগণ ইহা বিস্তার পূর্ব্বকই হউক, আর সংক্ষেপেই হউক, ধারণ করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মা বেদব্যাস ইহাকে বেদশাস্ত্রার্থানুগত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে বেদাদি সমুদয় শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং লৌকিক আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কোমল শব্দ সকলও বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা রমণীয়তর ভাবাদিতে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ ছন্দে ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধনই পণ্ডিতেরা ইহার সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমে এই জগৎসংসার কেবল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ইহাতে আলোক বা কোনরূপ জ্যোতিঃপ্রভা ছিল না। অনন্তর সমস্ত পদার্থের বীজস্বরূপ এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। অণ্ডের ভিতরে আদিহীন অন্তরহিত অচিন্ত্যনীয় সত্য সনাতন জ্যোতির্ম্ময় পরম ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি এই চরাচর জগৎপ্রপঞ্চের সূক্ষ্ম কারণস্বরূপ। সেই অণ্ড হইতে সর্ব্ব-লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন। তাহার পর স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ ও দক্ষের সাত পুত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং চতুর্দ্দশ মনু জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। মহর্ষিরা যাঁহাকে একাগ্রমনে উপাসনা ও যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন, সেই বিরাট পুরুষ ও দশ বিশ্বদেব, অষ্ট বসু, আদিত্য, যমজ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ এবং পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বগুণবিভূষিত বিদ্বান্ ও প্রশান্তচেতা ব্রহ্মর্ষিগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। ক্রমে জল, পৃথ্বী, বায়ু, শূন্য দিক্, বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবা, রাত্রি এবং অন্যান্য লোক সাধারণও সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইল।

প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান এই জগন্মণ্ডল প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, সেই অদ্বিতীয় পরম-ব্রহ্মে লীন হইবে; যেমন কোন ঋতুর প্রাদুর্ভাবে সেই ঋতুর লক্ষণ সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় এবং পুনর্ব্বার ঋতুর অবসানে সেই চিহ্ন সমুদায় ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ যুগের আরম্ভকালে যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হয়, প্রলয়কালে তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি; দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি; তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস; আবার উৎপত্তি ইত্যাদিক্রমে সংসার-চক্র নিয়ত চলিতেছে।

এইরূপে তেত্রিশ হাজার তেত্রিশ শত সংখ্যক দেবতারা সংক্ষেপে উৎপন্ন হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু,

সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, মহ্য, ইহারা অদিতগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মহ্যের দুই পুত্র; দেবভ্রাট্ ও সুভ্রাট্। দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ এবং সহস্রজ্যোতিঃ নামক সুভ্রাটের তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা অতিশয় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। উদারচেতা দশজ্যোতির দশ হাজার পুত্র জন্মে। শতজ্যোতির লক্ষ এবং সহস্র-জ্যোতির দশ লক্ষ। ঐ সকল পুত্র হইতেই কুরুবংশ, যদু-বংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষাকুবংশ ও অন্যান্য নানা-রাজবংশের উদ্ভব হয়। সেই উদ্ভূত বংশ সকল এক্ষণে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নগর, গ্রাম, রাজধানী, দুর্গ, তীর্থপ্রভৃতি সমুদায়ই সেই সৃষ্ট জীবগণের অধিবাসভূমি। ধর্ম্মের রহস্য, অর্থের রহস্য এবং কামের রহস্য; চারি বেদ ও যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মার্থকামবিষয়ক বিবিধ শাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সংসারযাত্রার নিয়ামক শাস্ত্র সকল মহর্ষি বেদব্যাস জানিতেন। তৎসমুদায় ও নানা ইতিহাসাদি এবং বিবিধ শ্রুতি এই মহাভারত গ্রন্থে মহর্ষি বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সেই সমুদায় বিষয়ই এই বিস্তীর্ণ ভারতগ্রন্থের প্রতিপাদ্য। কেহ বা ইহা সংক্ষেপে জানিতে অভিলাষ করেন। কোন কোন মহাত্মারা বিস্তার পূর্ব্বকও জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হন। এই বুঝিয়া ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাস ইহা সংক্ষেপে ও বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন কৃত-বিদ্য যুবা মহাভারতের প্রার্থনাবিধি অর্থাৎ "নারায়ণং নম-স্কৃত্য" হইতে, কেহ বা আস্তীকপর্ব্ব হইতে, কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে গ্রন্থারম্ভ বিবেচনা করি-বেন। কোন কোন পণ্ডিত এই ভারতের গূঢ় মর্ম্ম সমা-লোচন করিয়া প্রখ্যাপিত করেন। কেহ বা ইহার অর্থ করিতে ক্ষমতাবান্; কেহ বা ইহার ব্যাখ্যাধারণে দক্ষ।

মহাভারত।

পরাসরসুত বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ নিয়মশালী, ব্রহ্মর্ষি সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব স্বীয় তপোবলে ও ব্রহ্মণ্যপ্রভাবে সনাতন বেদ চতুষ্টয়ের সারসঙ্কলন করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণন করিবার পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ঋষি বেদব্যাস ভাবিতে লাগিলেন, আমি কিরূপে এই উৎকৃষ্ট ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইব। মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্যাসদেবের সন্তোষবিধান ও মানবকুলের হিতসাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মহর্ষি ব্যাসদেব আশ্চর্য্য হইয়া মুনিগণ সমভিব্যাহারে প্রণাম করিলেন। উপবেশন করিবার নিমিত্ত উত্তম আসনও প্রদান করিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আসন পরিগ্রহ করিলে, মহর্ষি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডাইয়া রহিলেন। পিতামহ অনুমতি করিলে, মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রফুল্লনয়নে ও সহাস্যবদনে তৎসমীপে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালবিলম্বে তেজস্বী মহর্ষি প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বেদচতুষ্টয় অতি দুরূহ; সুতরাং তাহা সাধারণের পাঠ্য নহে। অতএব সেই বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম এবং বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ প্রভৃতি কঠোর গ্রন্থ সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অনুধাবন এবং বর্ত্তমানাদি কালত্রয়ের নির্দ্ধারণ, জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধিভয় ও ভাবাভাব নানাবিধ ধর্ম্মের ও আশ্রমের এবং বর্ণের লক্ষণ, আচার, ব্যবহার, তপস্যা, গ্রহনক্ষত্রাদির ও চারিযুগের প্রমাণ, ঋক্, যজু, সাম এবং আত্মতত্ত্ব, দর্শন, শিক্ষা, চিকিৎসা, দান ও পাশুপতধর্ম্ম; ভগবান্ লোকস্থিতির নিমিত্ত কি দিব্য, কি মানব, যখন যে আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, নদী, পর্ব্বত, বন, সাগর, স্বর্ণপুরী, উপবন, দুর্গ, সেনা, ব্যূহরচনাদি, রণনৈপুণ্য, বাক্য, জাতি এবং লোকযাত্রা যাহাতে

বর্ণিত আছে; এরূপ একখানি অপরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করিতে মানস করিয়াছি। যিনি এই বিশাল বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম ব্রহ্মই সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। কিন্তু জগতে তদুপযুক্ত লেখক দুষ্প্রাপ্য।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! তুমি তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া ভূমণ্ডলস্থ সাধ্যসম্পন্ন মুনিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আজন্ম কখনই মিথ্যা কহ নাই। তোমার মুখ হইতে সর্ব্বদা ব্রহ্মবাক্য নির্গত হইয়া থাকে। অতএব তৎগ্রন্থ, তুমি বলিয়াছ বলিয়া, জগন্মণ্ডলে কাব্যগ্রন্থমধ্যেই গণনীয় ও বিখ্যাত হইবে। অন্যান্য আশ্রম অপেক্ষা যেমন গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ অন্যান্য কবিপ্রণীত কাব্য অপেক্ষা তোমার এই কাব্যও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে। কেহ কখন এরূপ উৎকৃষ্ট বাক্য বর্ণনা করিতে পারিবেন না। এক্ষণে তুমি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গণপতিকে আহ্বান করিয়া লেখকপদে বরণ কর। তাঁহা হইতেই তোমার এই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এইরূপ বলিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতার অন্তর্দ্ধান হইলে, সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব পার্ব্বতীপুত্র গণপতিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র গণেশ তথায় উপনীত হইলেন। বেদব্যাস গণপতিকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে গণপতে! আমি ভারতাখ্য একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি; আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া তাহার লেখক হইতে হইবে। বিঘ্নহর হরপুত্র গণেশ তাহা শুনিয়া বলিলেন, মুনে! আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে, যদি লেখনীর বিশ্রাম না হয়, তবে আমি ভবৎপ্রার্থনানুসারে তাহা লিখিতে স্বীকৃত হই। আপনি মুখে বলিয়া যাইবেন। আমি ক্রমাগত লিখিয়া যাইব। লেখনীর বিশ্রাম হইলেই আমি ক্ষান্ত হইব, আর লিখিব না। তাহা শুনিয়া ব্যাস-

দেব বলিলেন, গণাধিপতে! আপনি যখন লিখিতে আরম্ভ করিবেন, তখন কিন্তু আপনাকে প্রত্যেক শ্লোকের যথার্থ অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। যদি ইহা স্বীকার করেন, তবে আমার মানস সফল হয়। গণদেব তথাস্তু বলিয়া তাহাতেই সম্মতি দিয়া লেখকপদে বৃত হইলেন। তন্নিবন্ধনই বেদব্যাস মধ্যে মধ্যে গ্রন্থগ্রন্থি অর্থাৎ কূটশ্লোক (সহজে যাহার অর্থ বোধগম্য হয় না) প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ দুর্জ্ঞেয় কূটার্থ অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক মহাভারতে দৃষ্ট হয়। তাহার যথার্থ অর্থ কেবল গ্রন্থকর্ত্তা বেদব্যাস ও মুনিপুঙ্গব শুকদেব জানেন। সঞ্জয় সকল জানেন, কি না, বলিতে পারি না। সেই সমস্ত দুর্জ্ঞেয় ব্যাসকূটের বিষম অর্থ অদ্যাপি কোন পণ্ডিতই তাঁহার কোন নম্র শিষ্যকেও বুঝাইয়া দিতে পারেন না। অধিক কি বলিব, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াও গণপতিকে লিখনসময়ে সেই সমুদয় ব্যাসকূটের অর্থ বুঝিতে অনেক ক্ষণ ভাবিতে হইত। সেই সময়েই বেদব্যাস অন্যান্য বহুতর শ্লোক-রচনা করিয়া লইতেন।

মহাভারতই অজ্ঞানতিমিরাবৃত লোকসমূহের মোহাবরণ অপনয়ন করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সংক্ষেপতঃ ও বিস্তারতঃ বর্ণিত হইয়াছে। ভারতভাস্কর জীবসম্প্রদায়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়াছে। এই ভারত ভারত উজ্জ্বল করিয়াছে। বেদব্যাসপ্রণীত পুরাণপূর্ণচন্দ্র ভূমণ্ডলে উদিত হইয়া শ্রুতিকিরণ বিতরণপূর্ব্বক মানবগণের মনঃকুমুদ বিকাসিত করিয়াছে। তাহাতেই জীববর্গের মোহান্ধকার নিরস্ত হইয়া উজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বসংসারকে দেদীপ্যমান করিতেছে। মেঘ যেরূপ প্রজাবর্গের উপজীব্য, এই ভারত সেইরূপ মহামহোপাধ্যায় কবিগণের প্রধান উপজীব্য। সংগ্রহাধ্যায় এই ভারততরুর বীজ; পৌলো

এবং আস্তীকপর্ব্ব এই বৃক্ষের মূল, সম্ভবপর্ব্ব ইহার স্কন্ধ, সভা ও বনপর্ব্ব এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা; অরণীপর্ব্ব এই তরুর পর্ব্ব, বিরাটপর্ব্ব ও উদ্যোগপর্ব্ব এই বৃক্ষের সারভাগ; ভীষ্মপর্ব্ব ইহার শাখা; দ্রোণপর্ব্ব এই ভারতবৃক্ষের পত্র; কর্ণপর্ব্ব এই তরুর কুসুম; শল্য পর্ব্ব এই কুসুমের সৌরভ; স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব্ব এই বৃক্ষের ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার ফল; অশ্বমেধপর্ব্ব ঐ ফলের পীযূষতুল্য রস; আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আধার; মৌসলপর্ব্ব এই ভারততরুর বিস্তৃত শাখার অগ্রভাগ। এই বৃক্ষের ফল দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য; সুস্বাদপূত নিত্য ধর্ম্মকর্ম্ম কুসুম ও মোক্ষ ফল এক্ষণে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলাম।

স্মৃতিপূর্ব্বকালে ধর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জননীর অনুমত্যনুসারে ও প্রজ্ঞাচক্ষু ধার্ম্মিকবর ভীষ্মদেবের নিয়োগের বশবর্ত্তী হইয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়প্রতিম পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ঐ তিন পুত্রের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে নামকরণ করিয়া তপস্যার্থে পুনস্তপোবনে গমন করিলেন। পুত্রত্রয় বৃদ্ধবয়সে প্রকৃতি অনুসারে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলে, মহর্ষি ব্যাসদেব এই পবিত্র ভারত ভারতমধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তপোবনবাসী ঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজরাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তথায় ভগবান্ বেদব্যাসসমীপে রাজা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ আগ্রহপূর্ব্বক মহাভারতান্তর্গত ইতিবৃত্ত শ্রবণ প্রার্থনা করিলে, দয়ালুস্বভাব ঋষিপ্রবর ব্যাসদেব সমীপোপবিষ্ট নিজশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারতবর্ণনে অনুমতি প্রদান করিলেন। যজ্ঞকার্য্য সমাপনানন্তর ঋষিশিষ্য বৈশম্পায়ন প্রতিদিন সেই মুনিগণকে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই ভারতগ্রন্থে কুরুরাজগণের বিস্তৃত উপাখ্যান, গান্ধারীর ধর্ম্মপরায়ণতা, বিদুরের ধীশক্তি, কুন্তীর গাম্ভীর্য্য, কৃষ্ণের বিভূতা, পাণ্ডবগণের সদাচারপরায়ণতা, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কুব্যবহার বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে উপাখ্যানাংশ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে এই ভারত রচনা করেন। পরে সার্দ্ধশত শ্লোকে অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করিলেন। এই মহাভারত রচনা করিয়া প্রথমতঃ স্বসুত শুককে পাঠ করান। ক্রমে উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া শিষ্যদিগের মধ্যেও প্রচার করেন। পরে ষষ্টিলক্ষ শ্লোকে আর এক খানি ভারতসংহিতা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে স্বর্গে ত্রিংশৎ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ এবং গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে। একলক্ষ শ্লোক মর্ত্ত্যলোকে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ ভারতসংহিতা দেবর্ষি নারদ দেবলোকে প্রচার করেন; অসিতদেবল পিতৃলোকে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং শুকদেক গোস্বামী গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি অপরাপর লোককে ঐ ভারত শুনাইয়াছিলেন। সর্ব্ববেদবেত্তা ধর্ম্মতত্ত্ববিশারদ ব্যাসদেবশিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ সময়ে ঐ লক্ষ শ্লোকপূরিতা ভারতসংহিতা নরলোকে প্রচার করেন; আমি তাহাই এক্ষণে আপনাদিগকে শ্রবণ করাইতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

দুর্য্যোধনের ক্রোধই মহান্ বৃক্ষ; তাহার স্ক[illegible] শকুনি ঐ দীর্ঘ বৃক্ষের শাখা; দুঃশাসন তাহার [illegible] ফলপুষ্প; মোহাচ্ছন্ন চক্ষুহীন ধীচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তা[illegible] যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মক বৃক্ষ; অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ; ভীম[illegible] শাখা, নকুল ও সহদেব তাহার ফলপুষ্প এবং [illegible] বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ তাহার মূলস্বরূপ। ধর্ম্মাত্মা[illegible] নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়; ভীমসেনের না[illegible]

পাপধ্বংস হয়; অর্জ্জুনের নাম করিলে বলোপচয় হয় এবং নকুল ও সহদেবের নাম কীর্ত্তন করিলে সকল রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পুরাকালে পাণ্ডু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি নিজবুদ্ধি ও বাহুবলে নানা জনপদ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া বনবাসী মুনিগণের সহিত বনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি দৈবাৎ সম্ভোগরত মৃগদম্পতীর মধ্যে মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অব্যর্থ সন্ধানে মৃগমিথুনমধ্যে মৃগ শরব্য হইল এবং মরণসময়ে রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে, মহারাজ! সম্ভোগসময়ে আমাকে মারিলেন; অতএব আপনিও স্ত্রীসম্ভোগ করিলে, আমার ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবেন। যে সময়ে মৃগ ঐ শাপ দেয়, তখন রাজার সন্তান হয় নাই। অতএব নিঃসন্তান হইয়া বংশলোপ করিলাম এই ভাবিয়া, রাজা সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিলেন। তখন ঐ বিপজ্জালে জড়িত হইয়া কি করেন, সুতরাং আপদ্ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র দ্বারা জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তীর গর্ব্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয় দ্বারা মাদ্রীর গর্ব্ভে নকুল ও সহদেবের উৎপাদন করাইয়া লইলেন। কুন্তী ও মাদ্রী সেই তপোবনেই জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। পরে এক দিন তপস্বীরা জটাবল্কল পরিধান করাইয়া ঐ পুণ্যাশ্রম হইতে তাঁহাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইহারা পাণ্ডুর পুত্র; আমরা এতদিন ইহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছি। ইহারা আপনার পুত্র, শিষ্য, ভ্রাতা এবং সুহৃৎ; ঋষিগণ ইহা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে দেখিয়া শান্তপ্রকৃতি কুরুবংশীয়েরা ও অপর সাধারণে আনন্দকোলাহল করিতে লাগিল।

তম্মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, ইহারা সেই মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র নহেন। কেহ বা বলিল যে, ইহারাই তাঁহার পুত্র বটে, আমরা জানি। কেহ বলিল, বহুদিবস অতীত হইল, রাজাধিরাজ পাণ্ডু মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; কিরূপে তাহার সন্তান হইল? আজি আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, মহারাজ পাণ্ডুর সন্তান দর্শন করিলাম; এই কথা সকলে বলিতে লাগিল। পরে আকাশবাণী হইল; পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল: সুগন্ধ সমীরণ চারিদিকে প্রবাহিত হইল; শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল এবং পাণ্ডুপুত্রগণের পুর-প্রবেশকালে পুরবাসিগণ হর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ৫·

পরে পাণ্ডবেরা তথায় সমস্ত বেদ ও নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল; সমস্ত প্রকৃতিবর্গেই তাঁহাদিগের প্রশংসা ও সম্মান করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের নির্ম্মল স্বভাব এবং ভীমসেনের গভীরভাব, অর্জ্জুনের প্রবলপ্রতাপ, নকুল ও সহদেবের নম্রতা এবং কুন্তী দেবীর গুরুভক্তি ও গুরুসেবা অবলোকন করিয়া সকলেই পরম অপ্যায়িত হইল। অনন্তর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসমাজে বহুরাজগণসমক্ষে অর্জ্জুন অতুল দুর্লক্ষ্য লক্ষ ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের বাহুবলপ্রভাবেই দিগ্দিগন্তরস্থ নৃপতিগণকে জয় করিয়া যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরে ভগবান্ কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে অসীমভুজবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া দীনদুঃখীদিগকে অর্থদান, ক্ষুধিতদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদান করিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। বিদেশীয় রাজগণ ঐ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া রত্ন, কাঞ্চন, বসন, আস্তরণ প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সন্তোষবিধান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের

সেই ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া দুরাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণ দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। অসুরশিল্পী ময় ঐ যজ্ঞের সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সাতিশয় মনস্তাপ হইতে লাগিল। সভায় আসিবার সময় দুর্য্যোধনের স্থলে জলভ্রমবশতঃ গতি স্খলিত হইল; তাহা দেখিয়া ভীমসেন নীচের ন্যায় কৃষ্ণের সমক্ষেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধন অতিশয় অপ্রস্তুত ও অপমানিত হইলেন। পুত্রপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র স্বপুত্রের মনোগত ভাব অবগত হইয়া তদ্দুঃখবিমোচনমানসে পাশক্রীড়ার উদ্যোগে অনুমতি করিলেন। তাহা দেখিয়া বাসুদেবের মনে কোপোদয় হইল। তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন, বিরোধের অনুমোদন করিলেন, অথচ তাহার নিবারণচেষ্টায় উপেক্ষা করিলেন না। অতএব কি বিদুর, কি ভীষ্ম, কি দ্রোণ, কি কৃপ, সমুদায় অপরিসীমবুদ্ধিমান্‌গণের অসম্মতিতেই ঐ বিপুল ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। পাণ্ডবেরা সমরে জয়লাভ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র সেই সুমহৎ অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন, সঞ্জয়! আমি সমুদায় বিষয় বিস্তারিত করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য। অতএব শুনিয়াই আমার দোষ দিও না। আমার জ্ঞাতিগণের সহিত বিবাদে অভিলাষ নাই এবং কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। পাণ্ডুর পুত্রে ও আমার সন্তানে কিছু প্রভেদ নাই। কিন্তু দ্বেষপরবশ মদীয় পুত্রেরা আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করে। আমার চক্ষু নাই; সুতরাং সন্তানের কার্য্য বলিয়া স্নেহে কিছুতেই কিছু বলি না। দুর্য্যোধন অজ্ঞানতানিবন্ধন মুগ্ধ হইলে আমাকেও মুগ্ধ হইতে হয়। রাজসূয়সময়ে পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া এবং ভীমের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধন

অসূয়াপরবশ হইয়াছিল। সেই হেতু, সমরভূমিতে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, গান্ধারাধিপতি শকুনির সমভিব্যাহারে পরামর্শপূর্ব্বক কপট পাশার আয়োজন করিল। সে সময়ে আমি যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সেই সকল অবগত হইলেই আমার বুদ্ধিমত্তা এবং অভিজ্ঞতা জানিতে পারিবে।

আমি যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন নিজ বাহুবলে শরাসন আকর্ষণ করতঃ সেই দুর্লক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা দেবীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়াছে এবং বলরাম ও বাসুদেব তৎসঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, সঞ্জয়! সেই সময়েই আমি জয়ের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দেবরাজকৃত বর্ষণ নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহনপুরঃসর অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বারণাবতে জতুগৃহ হইতে কুন্তী ও তৎপুত্রগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং মহামতি বিদুর তাহাদিগের মঙ্গলসাধনার্থ তৎসমভিব্যাহারে মিলিত হইয়াছে, তখনি আমি বিজয়াশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। যখন শুনিলাম, স্বয়ম্বরসমাজে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালসেনা একত্র মিলিত হইয়াছে, সঞ্জয়! তখন আর জয়ের আশা কোথায়? যখন শুনিলাম, ক্ষত্রিয়মধ্যে দেদীপ্যমান মহাবল পরাক্রমশালী মগধেশ্বর জরাসন্ধকে ভীমসেন বিনাশ করিয়াছে, আমি তদবধিই বিজয়াশা ছাড়িয়াছি। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুপুত্রেরা দিগ্বিজয়ে সমস্ত ভূপালকে পরাজয় করিয়া মহাযজ্ঞ রাজসূয় সম্পাদন করি-

য়াছে, তখন আর আমাদিগের জয়ের আশা নাই। হে সঞ্জয়! যখন একবস্ত্রপরিধানা ঋতুমতী দুঃখপরায়ণা দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে সভায় আসিয়াছিল, আমি তখনই জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। সঞ্জয়! যখন শুনিলাম, অজ্ঞান দুঃশাসন সেই রাজগণসমক্ষেই দ্রৌপদীর অঙ্গবস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদে উঁহাকে নির্ল্লজ্জা করিতে পারে নাই, সঞ্জয়! বল দেখি, তখন আর জয়ের আশা কোথায় রহিল। যখন শুনিলাম, শকুনি কপট পাশক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিয়া তাহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, সঞ্জয়! তখন আর বিজয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রেরা বনে গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের সন্তোষবিধানার্থ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতেছে, হে সঞ্জয়! তখন আর বিজয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাত্মা সহস্র সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণগণ বনবাসী ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন বিজয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ইন্দ্রকীলে তপস্যা করিতে গিয়া ব্যাধবেশধারী মহাদেবকে সমরে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধনঞ্জয় স্বর্গে গমন করিয়া দেবরাজসমীপে যথাবিধি দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সঞ্জয়! তখন আর আমাদিগের জয়ের আশা নাই। যখন শুনিলাম, দেবগণের বরদানে অহঙ্কৃত অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয় প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত অসুরগণকে অর্জ্জুন নিপাত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুবিমর্দ্দন অর্জ্জুন অসুরবিনাশার্থ স্বর্গলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডুপুত্রেরা মানবের প্রচারবিরহিত স্থানে গমন করিয়া যক্ষরাজের সহিত মিলিত

হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের বুদ্ধিপ্রেরিত হইয়া আমার তনয়েরা ঘোষযাত্রায় গমন করতঃ গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছে এবং অবশেষে অর্জ্জুন আসিয়া মুক্ত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম আপনি রক্ষদেহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে গুটীকত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটভবনে কৃষ্ণাসমভিব্যাহারে পাণ্ডুপুত্রেরা গুপ্তভাবে কালযাপন করিয়াছে এবং আমার পুত্রেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোনমতে উদ্ভাবনে সমর্থ হয় নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিরাটরাষ্ট্রবাসী অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে একাকীই জয় করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটপতি স্বীয় দুহিতা উত্তরাকে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া সম্প্রদান করিলে, অর্জ্জুন তাহাকে আত্মজ অভিমন্যুর জন্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশাও করি নাই। যখন শুনিলাম, জিত, নিঃস্ব, নির্ব্বাসিত, আত্মীয়বিরহিত ধর্ম্মরাজ সাত অক্ষৌহিণী যোদ্ধা একত্রিত করিয়াছে এবং বাসুদেব, যিনি বলীর দর্পহরণকালে সমগ্র ভূমণ্ডল একমাত্র পদে আক্রমণ করিয়াছিলেন, স্বয়ং তাঁহার আনুকূল্য করিতেছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ণ নরনারায়ণ এবং তিনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মধামে দেখিয়া থাকেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কেশব মনুষ্যের মঙ্গলার্থে কৌরবদিগের দ্বন্দ্বশান্তি করিতে গিয়া অবমানিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও সুযোধন বাসুদেবের অপমান করিতে বিলক্ষণ যত্নবান্ আছে, কেবল তিনি আপনার অশেষ মূর্ত্তি

দেখাইয়া তাহাদিগকে ভগ্নোদ্যম করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবকীনন্দন, গমনকালীন একান্ত কাতরা নিঃসহায়া কুন্তী রথাভিমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিয়া তাঁহাকে বহুবিধ আশ্বাসবাক্যে সাহস দিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ ও জাহ্নবীতনয় পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরামর্শ দিতেছেন এবং দ্রোণাচার্য্য নিরত তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম কর্ণকে বলিয়াছেন, "আমি তোমার পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব না" এবং সেই হেতু সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, উগ্রবীর্য্য কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও গাণ্ডীব শরাসন, তিনই একত্র সমবেত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধনঞ্জয় পরিম্লান ও বিমূঢ় হইলে, বাসুদেব নিজদেহে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ লোক অবলোকন করাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, গঙ্গাতনয় যুদ্ধে নিত্য দশ সহস্র শত্রু বিনাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু একটীমাত্রও বিখ্যাত ব্যক্তির সংহারে সমর্থ হন নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিজের সংহারোপায় বলিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা হৃষ্টচিত্ত হইয়া সে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের বীর্য্যহানি করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শান্তনুতনয় বহুসংখ্যক সৈনিকের নিপাতন হেতুক অল্পাবশেষ ক্ষয়িত অরাতিবাণে বিদ্ধ হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন মার্গণবিদারিত ধরণীর কুক্ষিবিনিঃসৃত সলিল দ্বারা শরশয্যাগত

ভীষ্মদেবের তৃষ্ণাশান্তি করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পবন, দেবরাজ ও দিবাকর পাণ্ডবগণের পক্ষ হইয়াছেন এবং ভীষণ হিংস্র জন্তু সকল প্রয়াণসময়ে আমাদিগকে বহুবিধ আশঙ্কা প্রদর্শন করিতেছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অতুল পরাক্রম দ্রোণাচার্য্য সমরে অশেষ অস্ত্রবিদ্যায় পারিপাট্য প্রকাশ করিয়াও পাণ্ডবদিগের গণ্য একজনেরও সংহার করিতে সমর্থ হন নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, তাহার বিনাশের জন্য সংস্থাপিত মহারথ সংশপ্তক সকল সংহার করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যু শস্ত্রপাণি-দ্রোণাচার্য্য-পরিরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করিয়া একাকীই তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে সংহার করিয়া ধনঞ্জয়বধের আনন্দ অনুভব করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কৌরবদিগকে অভিমন্যুবধহেতুক সাতিশয় হর্ষিত শুনিয়া জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিপক্ষসমক্ষে সিন্ধুরাজকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়ের ঘোটকচতুষ্টয় শ্রান্ত হইলে তাহাদিগকে জলপান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে সংযুক্ত করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ঘোটক শ্রান্ত হইলে, রথের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া অর্জ্জুন একাকী সমুদয় যোদ্ধৃবর্গের নিবারণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণে রক্ষিত নাগবলসঙ্কুল মহাসৈন্য পরাস্ত করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়েরা কৃষ্ণার্জ্জুনের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি

নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুষ্কোটি দ্বারা বৃকোদরেক আকর্ষণ করতঃ বিনাশ করে নাই, কেবল তিরস্কার করিয়া-মাত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য প্রতিবিধানে তাচ্ছীল্য করিয়া সম্মুখে জয়দ্রথবধ সহ্য করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ইন্দ্রদত্ত শক্তি মায়ারূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের নিধ-নের নিমিত্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুননিধনের জন্য রক্ষিত এক-পুরুষঘাতিনী শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়, অস্ত্রত্যাগী, রথারূঢ় দ্রোণাচার্য্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামার অভি-মুখী হইয়া মাদ্রীতনয় নকুল বহুল লোক প্রত্যক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা পিতৃমরণে চঞ্চল হইয়া নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের বধসাধন করিতে সমর্থ হন নাই, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বৃকো-দর সমরে দুঃশাসনের উরোরক্ত পান করিয়াছে এবং সুযো-ধন আদি অনেকে উপস্থিত থাকিয়াও প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় বীর অঙ্গরাজের প্রাণহরণ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম-রাজ দুর্জ্জয় দুঃশাসন, অতুলবীর্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে জয় করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। শল্য কৃষ্ণকে জয় করিব বলিয়া নিয়তই দর্প করিত; কিন্তু যখন শুনিলাম, সমরে যুধিষ্ঠির তাহার জীবনসংহার করিয়াছে,

তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব বিবাদ ও পাশক্রীড়াদি দুর্নয়ের একপ্রভব ও ঘোরতর ছল-জীবী দুর্দ্দান্ত শকুনির প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সুযোধন হীনবল ও সহায়হীন হইয়া জলস্তম্ভ করতঃ সলিলোদরে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুতনয়েরা কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে হ্রদের কূলে দাঁড়াইয়া মানী দুর্য্যোধনকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সুযো-ধন গদাযুদ্ধে বিলক্ষণ শিক্ষাপারিপাট্য দেখাইয়াছিল; কিন্তু বৃকোদর আত্মোচিত বীর্য্য বিস্তার করিয়া তাহাকে নিপা-তিত করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য কতিপয় যোদ্ধা মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর নিদ্রাভিভূত পঞ্চ শিশু সন্তানের শিরশ্ছে-দন করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সব্যশাচী "স্বস্তি" উচ্চারণ করতঃ অশ্বত্থামার অব্যর্থসন্ধান ব্রহ্মশির অস্ত্রের অবরোধ করিয়াছে এবং অশ্ব-ত্থামা তাহার তৃপ্তির জন্য মণিরত্ন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মন্ত্রো-চ্চারণপুরঃসর অস্ত্রসন্ধান করতঃ উত্তরার কুক্ষিস্থ সন্তানের অনিষ্টসাধন করিয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যাস ও মাধব তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। সঞ্জয়! এখন গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, জনক, সহোদরপ্রভৃতি সমস্ত বন্ধু বান্ধবের বিনাশহেতুক এরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পাণ্ডুপুত্রেরা অক্লেশে সুকর ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া চরমে সিংহাসন আত্মসাৎ করিয়াছে; এখন আমাদিগের মধ্যে তিন ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে সপ্ত, এই-মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট আছে। এই ঘোরতর সমরে অষ্টাদশ

অক্ষৌহিণী বাহিনী নিধন পাইয়াছে। সঞ্জয়! সেই সকল যখনই মনে উদ্ভূত হইতেছে, তখনই মূর্চ্ছা আসিয়া চেতনা অপহরণ করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন, দিক্‌চতুষ্টয় রিক্ত ও জীবমাত্রই শোকসন্তপ্ত। আমার সংজ্ঞালোপ হইয়াছে! মন একান্ত বিভ্রান্ত!

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকারে মনঃপীড়া প্রকাশ করিয়াই বিলুপ্তচেতন হইলেন। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! এ অবস্থায় জীবনে স্পৃহা করা পুরুষের উচিত নহে। আর আমার জীবনেও কোন আবশ্যকতা নাই; অতএব এই সময় প্রাণপরিত্যাগ করিতে পারিলেই আমার মঙ্গল। ভূপতিকে সাতিশয় খিদ্যমান দেখিয়া সঞ্জয় বলিলেন, রাজন্! ব্যাস ও নারদের নিকট আপনি অবগত হইয়াছেন, শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্যাতি, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীশ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, রাম, পরশুরাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, জনমেজয় এবং শুভকর্ম্মা যযাতি সকলেই বিখ্যাত রাজর্ষিকুলে সমুদ্ভূত হইয়া অলোকসামান্য খ্যাতি, অসাধারণ প্রতিপত্তি ও ন্যায় যুদ্ধে জয়োপার্জ্জন করিয়া চরমে যথাসময়ে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে ভূপতি শৈব্য আত্মজবিনাশে সাতিশয় অভিভূত হইলে, নারদ এই চতুর্ব্বিংশতি ভূপালের আখ্যান তাঁহার নিকট উল্লেখ করেন। তদতিরিক্ত পুরু, কুরু, যদু, শূর বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দমোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, পরশু, পুন্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, প্রিয়ভৃত্য,

শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত্ত, দৃঢ়েষুধি, অবিক্ষিৎ, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি প্রভৃতি আরও অনেকানেক বিখ্যাত ভূপাল ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভোগে উপরত হইয়া কালবশেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক শাস্ত্রবিৎ কবিরা পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত বর্ণনকালীন এই সমস্ত নরেশের অসাধারণ বল, খ্যাতি, ঔদার্য্য, অকাপট্য, ঈশ্বরশ্রদ্ধা, সত্য, পবিত্রতা ও দয়া কথাচ্ছলে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যখন নানাসদ্গুণের অধিকারী হইয়াও ইহাঁদিগের কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তখন আপনার অসদাশয়, লোভশীল, ক্রোধপরবশ পুত্রেরা পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? বিশেষতঃ মহারাজ সুবোধ এবং নিয়তই শাস্ত্রানুশীলন করিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ বোদ্ধা হইয়া শোকে অভিভূত হওয়া সঙ্গত হয় না। আপনি দৈবের প্রসাদ ও বৈমুখ্যের অস্থিরতা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পূর্ব্বে বিশেষ প্রতিবিধানচেষ্টা করিলেও যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া থাকে; অতএব পশ্চাত্তাপ অনুচিত। ভূমণ্ডলে অদ্যাবধি কেহই বুদ্ধিচাতুর্য্যে ভাগ্যের অন্যথাকরণে সমর্থ হয় নাই। সত্তা ও অসত্তা, সুখ ও দুঃখ সমুদায় কালক্রমে সতত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালই প্রাণী প্রসব করিয়া থাকে এবং কালই তাহার উচ্ছেদ করে। কালই সমস্ত জীবের পীড়া উৎপাদন করে এবং কালই তাহার উপশম করে। সংসারের মঙ্গলামঙ্গল সমুদায়ই কালের অধীন। জীবের উৎপত্তি ও ধ্বংস কাল হইতেই হইয়া থাকে। প্রাণিবর্গ সমস্তই অচেতন, কেবল একমাত্র কাল নিয়ত জাগরূক আছে। কাল সর্ব্বত্র সকলভূতে একরূপ বর্ত্তমান আছে। অতীত বা ভবিষ্যৎ বা উপস্থিত সকলই কালজনিত, ভাবিয়া আপনি প্রকৃতিস্থ হউন।

এই প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে সঞ্জয় তনুজনাশপীড়িত ধৃত-রাষ্ট্রকে শান্ত করিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই প্রসঙ্গ অধিকার করিয়া এক উপনিষৎ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সুনিপুণ কবিরা সেই উপনিষৎ পুরাণে বর্ণন করেন।

এই মহাভারত পাঠ করিলে পাপধ্বংস হইয়া পুণ্যের উদ্রেক হয়। এমন কি, শ্লোকের একপাদমাত্র কীর্ত্তন করিলেও পাপের আশঙ্কা থাকে না। এই ভারতে দেব, দেবর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির অপূর্ব্ব আখ্যান কথিত হইয়াছে। যিনি অদ্বিতীয় শুদ্ধ ও সত্য, অবিনশ্বর পরব্রহ্ম; শাস্ত্রবেত্তারা যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টির কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; যিনি উৎপন্নের প্রযোক্তা; যে অচিন্ত্যনীয় পুরুষের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মমালা জগতের মঙ্গলসাধন করিতেছে; যিনি স্থিতিসংহারের বশবর্ত্তী করিয়া জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন; যোগী সকল যোগমাহাত্ম্যে যাঁহার প্রতিরূপ হৃদয়ে অবলোকন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হন; যাঁহার প্রীতির জন্য নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান আচরিত হয়; সেই কারণরহিত অক্ষয় জগৎকারণ-ভগবান্ কৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র এই ভারতে অতি বিস্তরতঃ বর্ণিত আছে। ধার্ম্মিক ও ভক্ত ব্যক্তি, যথানিয়মে এই অধ্যায় অধ্যয়ন করিলে, পাপ হইতে পরিত্রাণ পান। সন্ধ্যাদ্বয়ে এই অনুক্রমণিকাধ্যায় অধ্যয়ন করিলে, মানবেরা নিশ্চয়ই দিবারাত্রিকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। এই অধ্যায় ভারতের দেহস্বরূপ; ইহা হইতে সত্য ও পীয়ূষ এই দুই পাওয়া যায়। যেমন দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে দ্বিজ, চতুর্ব্বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে জলধি এবং চতুষ্পদের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী উৎকৃষ্ট, তেমনি ইতিবৃত্তের মধ্যে ব্যাসকৃত ভারত সর্ব্বপ্রধান। শ্রাদ্ধকালীন ভারতসংহিতার একপদ মাত্র পঠিত হইলে সমর্পিত পিণ্ডোদক চিরকালের নিমিত্ত পিতৃদিগের অসীম

তৃপ্তি উৎপাদন করে। ব্যাসরচিত মহাভারত পাঠ করিয়া পণ্ডিতেরা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং ভ্রূণহত্যাদি অতি মহাপাতক হইতেও মুক্ত হন। পর্ব্বে পর্ব্বে পবিত্রান্তঃকরণে ভারতের দুই চারি অধ্যায়ও অধ্যয়ন করিলে মনুষ্য সমস্ত ভারতপাঠের পুণ্যোপার্জ্জন করেন। যিনি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন, তিনি সংসারে দীর্ঘ জীবন ও অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং অন্তে দেবলোকে স্থান পান।

পূর্ব্বকালে দেবগণ মিলিত হইয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে এই ভারত ও অন্য দিকে বেদচতুষ্টয় স্থাপন করিয়া দেখেন, সরহস্য বেদচতুষ্টয় হইতে সারবত্তা ও মাহাত্ম্যগুণে ভারত নামিয়া পড়িল। তদবধি তাঁহারা ইহার নাম মহাভারত রাখিয়াছেন। যোগ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং সমর ও অবরোধাদি দুষ্টাভিসন্ধিপ্রযুক্ত হইলেই পাপের প্রসূতি হইয়া থাকে।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পর্ব্বসংগ্রহ।

তাপসেরা বলিলেন, সূতাত্মজ! আমরা মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায় শ্রবণ করিলাম; এখন পূর্ব্বোল্লিখিত সমন্তপঞ্চক তীর্থের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, শুনিতে বাসনা করি; অনুগ্রহ করিয়া বাসনাপূর্ণ করুন।

তপস্বীদিগের যাচ্ঞায় প্রীত হইয়া শান্তস্বভাব সূতনন্দন বলিতে আরম্ভ করিলেন, ঋষিগণ! আমি সমন্তপঞ্চক

তীর্থসংক্রান্ত সমুদায়ই ইতিহাসচ্ছলে] উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বাপর ও কলিযুগের মিলনসময়ে বীরশ্রেষ্ঠ ভার্গব পিতৃমরণহেতুক অমর্ষজ্বলিত হইয়া একবিংশতি বার পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের উচ্ছেদ করেন। সেই নিহত ক্ষত্রিয়দিগের প্রভূত শোণিতে পাঁচটী হ্রদ উৎপন্ন হয়। ঐ শোণিতসলিলে পরশুরাম পিতৃতর্পণ করেন। তাহাতে ঋচীকাদি পিতৃগণ আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার এই অকপট ও অসাধারণ পিতৃভক্তি দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি; এখন বাসনানুরূপ বর প্রার্থনা কর। ভার্গব কহিলেন, পিতৃগণ! যদি অনুকূল হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া এরূপ বর প্রদান করুন; যাহাতে আমি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়ধ্বংসজন্য পাপ হইতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতসলিল হ্রদপঞ্চক তীর্থ বলিয়া পৃথিবীতে সমাদৃত হয়। পিতৃগণ তথাস্তু বলিয়া বলিলেন, ভার্গব! এই ঘৃণিত ব্যাপার হইতে বিরত হও। সেই অবধি পরশুরাম ক্ষত্রিয়বিরোধ বিসর্জ্জন করেন। সেই হ্রদপঞ্চক তৎসন্নিহিত কিয়দ্দূরবিস্তৃত প্রদেশ লইয়া সমন্তপঞ্চক নামে বিখ্যাত। কারণ, মনীষী ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, কোন বিশেষ নিদর্শন উল্লেখ করিয়া পদার্থের নাম করণ হয়। ঐ স্থানে দ্বাপরের অন্ত ও কলির প্রারম্ভ; দুয়ের মিলনকালে কুরু ও পাণ্ডুবংশীয়েরা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যোদ্ধা ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে মিলিত ও নিপাতিত হয়। ঋষিগণ! সমন্তপঞ্চকতীর্থের এই যথার্থ ব্যুৎপত্তি। এই তীর্থ সাতিশয় শুচি ও মনোরম। যে কারণে ঐ স্থান জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিলাম।

তাপসেরা বলিলেন, সৌতে! কত নর, কত গজ, কত বাজী ও কত রথে এক অক্ষৌহিণী পরিগণিত হয়; আমরা অবগত নহি। তিনি কহিলেন, একটী গজ, তিনটী অশ্ব, এক খানি রথ

এবং পাঁচটী সৈনিকে এক পত্তি হয়, এইরূপ তিন পত্তিতে এক সেনামুখ হয়; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমূ এবং তিন চমূতে এক অনীকিনী গণিত হয়। এরূপ দশ অনীকিনী একত্রিত হইলে এক অক্ষৌহিণী কহা যায়। এরূপে এক অক্ষৌহিণীতে একুশ হাজার আট শত সোত্তর খানি রথ, ততগুলি হস্তী, এক লক্ষ নয় হাজার তিনশত পঞ্চাশটী পাদচারী সৈনিক এবং পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয়শত দশটি বাজী আছে। গণিতবেত্তারা অক্ষৌহিণী শব্দের এই অর্থ করেন। এইরূপ কুরুপাণ্ডব পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমন্তপঞ্চকে একত্রিত হয়। ঐ সেনা উভয়ের নিমিত্ত তথায় বিনষ্ট হয়। তন্মধ্যে যোদ্ধৃচূড়ামণি গাঙ্গেয় দশ এবং দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিবস কুরুসৈন্যের নায়কতা করেন। বিপক্ষদলন অঙ্গরাজ দুই দিন এবং শল্য অর্দ্ধ দিনমাত্র যুদ্ধ করেন। অবশেষে ভীমসেন ও সুযোধন গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেও অর্দ্ধ দিনমাত্র অধিকার করে। ঐ দিবস দিবাকর অস্তমিত হইলে, দ্রোণপুত্র, কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মিলিত হইয়া সাহসভরে শিবিরে প্রবেশ করত নিদ্রাগত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করেন।

শৌনক! ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে যে ভারত বর্ণন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই কহিতে মানস করিয়াছি। এই ভারতের পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বে মহানুভব মহীন্দ্রগণের অসাধারণ চরিত বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ইহাতে নানা ইতিহাস ও সাংসারিক রীতি নীতি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন সংসারবিরতি মুমুক্ষুদিগের একমাত্র অবলম্বন, সেইরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ মনুজদিগের এই মহাভারত বিশিষ্ট আশ্রয়। যেমন পদার্থ জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আত্মাকে জানিতে হয়; যেমন ভাল বাসিতে হইলে

অগ্রে স্বীয় জীবনকে ভাল বাসিতে হয়; সেইরূপ শাস্ত্র জানিতে হইলে অগ্রে এই ভারতের যথার্থ মর্ম্ম জানিতে হয়। যেমন অশন ও পানীয় ব্যতীত প্রাণরক্ষার অন্য কোন সাধন নাই, সেইরূপ ভারতোক্ত চিত্তরঞ্জন প্রবন্ধভিন্ন ধরায় অন্য কোন প্রবন্ধই নাই। যেমন প্রভুভক্ত সেবকেরা আভিজাত্য-সম্পন্ন প্রভুকে উন্নতিলালসায় সেবা করে, সেইরূপ পণ্ডিতেরা অশেষ জ্ঞানলালসায় ভারতের উপাসনা করেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের লৌকিক বা বৈদিক সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রচার আছে, সেইরূপ এই অপূর্ব্ব আখ্যান যাবতীয় মঙ্গলদায়িনী ধীশক্তি অধিকার করিয়াছে।

তাপসগণ! এখন বেদোক্ত নিত্যধর্ম্মভূষিত অপূর্ব্ব মীমাংসাসম্পৃক্ত নৈপুণ্যসম্বন্ধ মহাভারতের পর্ব্বগুলি যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আদৌ অনুক্রমণিকাপর্ব্ব; দ্বিতীয় সংগ্রহপর্ব্ব; ক্রমে পৌষ্য ও পৌলোমপর্ব্ব; আস্তীক ও বংশাবতারপর্ব্ব; পরে অদ্ভুত সম্ভবপর্ব্ব; জতুগৃহদাহ; হিড়িম্ববধ ও বকবধ; ক্রমে চৈত্ররথপর্ব্ব; দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও বিবাহ; পরে বিদুরাগমন ও রাজ্যপ্রাপ্তিপর্ব্ব; ক্রমে অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ ও যৌতুকাহরণপর্ব্ব; পরে খাণ্ডবদাহ, ময়দর্শন ও সভাপর্ব্ব; ক্রমে মন্ত্রপর্ব্ব; জরাসন্ধবধ ও দিগ্বিজয়পর্ব্ব; পরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞারম্ভ, অর্ঘাভিহরণ, শিশুপালবধ, দ্যূত ও অনুদ্যূতপর্ব্ব; তদুত্তর অরণ্যপর্ব্ব, কির্ম্মীরবধ ও অর্জ্জুনের অভিগমন; ক্রমে কিরাতপর্ব্ব, যাহাতে ত্রিশূলপাণি ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে; তদুত্তর অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমনবৃত্তান্ত, নলচরিত ও তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়; ক্রমে জটাসুরবধ, যক্ষদিগের সহিত সংগ্রাম ও নিবাতকবচ বধ; তদুত্তর অজগরপর্ব্ব; মার্কণ্ডেয়সমস্যা, দ্রৌপদী ও সত্যভামার ইতিহাস, ঘোষযাত্রা ও মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্ব; ক্রমে ব্রীহিদ্রো-

পাশ্রয় ইতিবৃত্ত, ঐন্দ্রদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীহরণ : তৎপরে জয়দ্রথ-মোক্ষণ ও রামচরিত ; তদুত্তর সাবিত্রীমাহাত্ম্যোল্লেখ, কুণ্ডলাহরণ ও আরণ্যেয় ; তৎপরে বিরাটপর্ব্ব ; পাণ্ডুপুত্রদিগের বিরাটনগর প্রবেশ ও প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন ; ক্রমে কীচকবধ, গোগ্রহ, অভিমন্যু ও উত্তরার পরিণয় এবং উদ্যোগপর্ব্ব ; তদুত্তর সঞ্জয়াগমনপর্ব্ব ; ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগজনিত প্রজাগর-পর্ব্ব ; সনৎসুজাতপর্ব্ব ও যানসন্ধি পর্ব্ব ; ক্রমে কৃষ্ণের যাত্রা ; মাতলির আখ্যান ও গালবচরিত ; তদুত্তর সাবিত্রী, বামদেব, বৈণ্য ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান ; পরে ষোড়শরাজিক-পর্ব্ব ; পরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ; বিদুলাপুত্রশাসন, সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যানপর্ব্ব , তদুত্তর মন্ত্রণানিশ্চিতপূর্ব্বক কর্ত্তব্যপর্য্যালোচনা। ক্রমে সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ, শ্বেত ও বাসুদেব আখ্যান ; কর্ণবিবাদ ও নগর হইতে কৌরব ও পাণ্ডবীয় সৈন্যের বহির্নিঃসরণ ; পরে রথী ও অতিরথী-নির্দ্ধারণ, ক্রোধোদ্দীপন উলূকের উপস্থিতি ও অম্বোপাখ্যান, তদুত্তর ভীষ্মাভিষেক, জম্বুদ্বীপনির্ম্মাণ ও ভূমিপর্ব্ব ; ক্রমে দ্বীপবিস্তারকথনপর্ব্ব, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ ; পরে দ্রোণাভিষেক, সংশপ্তকবধ ও অভিমন্যুবধপর্ব্ব ; তদুত্তর প্রতিজ্ঞা ও জয়দ্রথবধপর্ব্ব ; ক্রমে ঘটোৎকচবধ, দ্রোণপর্ব্ব ও নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগপর্ব্ব। তৎপরে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণবধ ও শল্য-পর্ব্ব ; অবশেষে দুর্য্যোধনের জলাশয়প্রবেশ ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ। ক্রমে সারস্বততীর্থবংশানুকীর্ত্তনপর্ব্ব, ব্রীড়াজনক সৌপ্তিকপর্ব্ব, অতি নিষ্ঠুর ঐষিকপর্ব্ব, জলদানিকপর্ব্ব ও স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব। তদুত্তর কুরুবংশীয়গণের ঔর্দ্ধদেহিকশ্রাদ্ধ-পর্ব্ব, দ্বিজরূপী চার্ব্বাকরাক্ষসের নিধনপর্ব্ব, যুধিষ্ঠিরাভিষেক-পর্ব্ব ও গৃহপ্রবিভাগপর্ব্ব ; ক্রমশ শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব, আপদ্ধর্ম্মপর্ব্ব। ঐ মোক্ষধর্ম্মপর্ব্ব, শুকপ্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নাভিগমন, দুর্ব্বাসার উদ্ভব ও মায়ার সহিত বাদানু-

বাদ বর্ণিত আছে। পরে অনুশাসনপর্ব্ব; ইহাতে গাঙ্গেয়ে স্বর্গগমন নির্ণীত হইয়াছে। তদুত্তর নিখিলদুরিতবিলোপী অশ্বমেধ পর্ব্ব, আত্মাধিকার অনুগীতাপর্ব্ব, আশ্রমবাসপর্ব্ব, পুত্ত্রসংদর্শনপর্ব্ব, নারদোপস্থিতি ও সমধিক ভয়জনক নিষ্ঠুর মৌসলপর্ব্ব; ক্রমশঃ মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব, চরমে স্বর্গপ্রয়াণ ও খিলাভিধ হরিবংশপর্ব্ব। এই শেষ পর্ব্বে বিষ্ণুপর্ব্ব। শিশুচর্য্যা, শ্রীকৃষ্ণের কংশনিধন ও অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যপর্ব্ব কীর্ত্তিত আছে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই শত পর্ব্ব প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে সূতপুত্ত্র নৈমিষারণ্যে সংক্ষেপে অষ্টাদশপর্ব্ব ক্রমশঃ বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সংক্ষিপ্ত অষ্টাদশ পর্ব্ব উল্লেখিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্তের মধ্যে পৌষ্য, পৌলম, আস্তীক, আদিবংশাবতার, সম্ভব, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ববধ, বকাসুরবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীস্বয়ম্বর, [illegible], বিদুরাগম, রাজ্যপ্রাপ্তি, অর্জ্জুনের অরণ্যবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকাহরণ, খাণ্ডবদাহন ও ময়পুরদর্শন আদিপর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে। পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের ঔদার্য্য এবং পৌলোমপর্ব্বে ভৃগুসন্ততির প্রপঞ্চপ্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। আস্তীকপর্ব্বে গরুত্মান্ ও নাগকুলের উদ্ভবসংবাদ, নীরধিবিলোড়ন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্মবৃত্তান্ত ও জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে ভারতকুলাশ্রয় ভারতকথা কথিত আছে। সম্ভবপর্ব্বে ভূপালবর্গ ও আর আর বীরগণ এবং ঋষিপুঙ্গব কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মকথা, সুরগণের আংশিক অবতার; দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প; গন্ধর্ব্ব, বিহঙ্গ ও নানাবিধ জীবের উদ্ভব এবং ভরতবংশের আদিপুরুষ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত দুষ্মন্ততনুজ ভরতরাজার উপাখ্যান উল্লিখিত আছে। এই পর্ব্বে শান্তনুনিকেতনে জাহ্নবীর উদরে বসুগণের সম্ভব, পুনঃস্বর্গারোহণ ও তেজোভাবসম্পত্তি প্রচারিত আছে। ইহাতেই

ভীষ্মের উৎপত্তি, রাজ্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যপরিগ্রহ ও সময়প্রতি-পালন; তৎকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ও তাঁহার বিনাশানন্তর তদীয় অবরজ বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা ও সিংহাসনে সংস্থাপন; অনীমাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের মর্ত্ত্যদেহ পরিগ্রহ; ব্যাসদত্ত-বরমাহাত্ম্যে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর উৎপত্তি; পাণ্ডুপুত্রদিগকে বারণাবতে প্রেরণে দুর্য্যোধনের পরামর্শ ও তাঁহাদিগের নিকট তৎপ্রহিত পুরোচনের দৌত্য, পথে শুভাকাঙ্ক্ষী বিদুরকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি কর্ত্তব্যোপদেশ, বিদুরমন্ত্রণায় সুরঙ্গখনন, পুত্রপঞ্চক লইয়া নিদ্রাভিভূত নিষাদীর ও পুরোচনের জতুগৃহদাহে ভস্মীভবন; অরণ্যে হিড়িম্বাসাক্ষাৎকার ও ভীমকর্ত্তৃক সেই রাক্ষসীর ভ্রাতা হিড়িম্বের বধ, ঘটোৎকচের জন্মবৃত্তান্ত, পাণ্ডুপুত্রদিগের ব্যাসসঙ্গম ও তদুপদেশক্রমে একচক্রানগরীতে দ্বিজ নিকেতনে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি, বকাসুরবধ ও তদবলোকনে নাগরীকদিগের বিস্ময়, কৃষ্ণা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রভবসংবাদ, ব্রাহ্মণমুখে স্বয়ম্বরসমাচার প্রাপ্ত হইয়া দ্রৌপদীলালসায় ব্যাসানুজ্ঞাত পাণ্ডবদিগের পাঞ্চালযাত্রা, ভাগীরথীতীরে অর্জ্জুনের অঙ্গারপর্ণনামে গন্ধর্ব্বপরাজয়, তাহার সহিত মৈত্রীকরণ এবং তদুক্ত তপতী, বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বোপাখ্যান শ্রবণ। পাণ্ডবদিগের পাঞ্চালনগর-প্রাপ্তি, লক্ষ্যচ্ছেদানন্তর অর্জ্জুনের দ্রৌপদীলাভ ও তন্নিবন্ধন প্রবৃত্ত সংগ্রামে ভীম ও অর্জ্জুন হইতে শল্য, কর্ণ ও অপরাপর যাবতীয় নরপতিদিগের পরাভব; সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শৌর্য্য-সন্দর্শনে তাহাদিগকে পাণ্ডবরূপে নিশ্চয় করিয়া সঙ্গমলালসায় চতুর বলরাম ও বাসুদেবের ভার্গবসন্নিধানে গমন; দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি হইবে শুনিয়া দ্রুপদের চিত্তগ্লানি; তদ্দ্বেতুক অত্যাশ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্র ইতিহাস; দ্রৌপদীর দেবজনিত অলোকসাধারণ পরিণয়, পাণ্ডবসন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রপ্রযুক্ত বিদুরের দৌত্য, বিদুরের আগমন ও কৃষ্ণাবলোকন, পাণ্ডবগণের

খাণ্ডবপ্রস্থে অভিনিবেশ ও অর্দ্ধরাজ্যশাসন; নারদের অনুমতিক্রমে পাণ্ডুপুত্রদিগের কৃষ্ণাসহবাসের সময়নিরাকরণ, সুন্দোপসুন্দের ইতিবৃত্ত; ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের নিমিত্ত অস্ত্র লইতে গিয়া গৃহে একোপবিষ্ট দ্রৌপদীযুধিষ্ঠিরকে দর্শন করত প্রতিজ্ঞানুসারে অর্জ্জুনের অরণ্যযাত্রা; বনবাসসময়ে অর্জ্জুনের নাগতনয়া উলূপীর সহিত পথে মিলন ও পুণ্যতীর্থদর্শন, বব্রুবাহনের উদ্ভব, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণশাপহেতুক গ্রহরূপিণী পঞ্চ সুরকামিনীর উদ্ধার, প্রভাসতীর্থে মাধব ও অর্জ্জুনের মিলন; কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের কামযান দ্বারা সুভদ্রাহরণ, যৌতুক লইয়া কৃষ্ণের খাণ্ডবপ্রস্থে প্রয়াণ, সুভদ্রাগর্ভে শৌর্য্যরাশি অভিমন্যুর উৎপত্তি, যাজ্ঞসেনীর পুত্রপ্রসব, সলিলক্রীড়ার নিমিত্ত যমুনাতীরগত মাধব ও ধনঞ্জয়ের চক্র ও শরাসন লাভ; খাণ্ডবদাহ; ময়দানব ও ভুজঙ্গের অনলনিষ্কৃতি, শার্ঙ্গীর উদরে তাপসশ্রেষ্ঠ মন্দপালের সন্তানোৎপাদন ইত্যাদি নির্ণীত হইয়াছে। এই পর্ব্বে দুই শত সপ্তবিংশতি সংখ্যক ব্যাসকৃত অধ্যায়। সেই দুই শত সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে আট হাজার আট শত চৌরাশী শ্লোক।

সভা নামে সুবিস্তর দ্বিতীয় পর্ব্ব। এই পর্ব্বে পাণ্ডুপুত্রদিগের সদসীসংস্থাপন, কিঙ্করসমালোকন, স্বর্গলোকপরিচয়সম্পন্ন নারদকর্ত্তৃক লোকপালদিগের সদসীবর্ণন, রাজসূয়সত্রের উদ্যোগ, জরাসন্ধনিধন, কন্দরানিবদ্ধ ভূপালদিগের বাসুদেবকর্ত্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের পৃথিবীজয়, উপহার লইয়া পৃথিবীন্দ্রদিগের রাজসূয়সত্রে উপস্থিতি; অর্ঘ্যদান লইয়া বিবদমান দমঘোষতনয়ের নিধন, যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে খিদ্যমান ও মাৎসর্য্যাভিযুক্ত দুর্য্যোধনের প্রতি সভাস্থলে ভীমসেনের উপহাস, তদ্ধেতুক কুরুরাজের অমর্ষোদ্রেক ও পাশক্রীড়ার উদ্যোগ, মহামায়ী শকুনি হইতে ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, বিজ্ঞচূড়ামণি ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক পাশনীরধি-

তে যাজ্ঞসেনীর মোক্ষণ, তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের পুনঃ-প্রোদ্যোগ, পুনঃপরাজিত যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃসহিত নির্ব্বাসন প্রভৃতি কথিত আছে। এই পর্ব্ব অষ্টসপ্ততি অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা দুই হাজার পাচ শত একাদশ।

তৃতীয় পর্ব্বের নাম আরণ্যক। এই পর্ব্বে নাগারিক-দিগের বনগামী পাণ্ডুপুত্রদিগের অনুসরণ, আশ্রিত বিপ্র-মণ্ডলীর ভরণপোষণসাধনের জন্য অন্ন ও ওষধিলালসায় ধৌম্যোপদিষ্ট যুধিষ্ঠিরের অর্কার্চ্চনা, মার্ত্তণ্ডপ্রসাদাৎ তল্লাভ, ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যথার্থবাদী বিদুরের নিরাকরণ, পাণ্ডবসন্নিধানে তাঁহার উপস্থিতি এবং যাচিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন; অঙ্গরাজের সহিত সুযোধনের কাননচারী পাণ্ডুপুত্রদিগের বিনাশের নিমিত্ত পরামর্শ, তাহা শুনিয়া ব্যাসের উপস্থিতি ও তৎকর্ত্তৃক দুর্যোধনের বনাভিসারাবরোধ; সুরভিবৃত্তান্ত, মৈত্রেয়ের উপস্থিতি, ধৃতরাষ্ট্রকে কর্ত্তব্যকথন ও দুর্য্যোধনের প্রতি অভিশাপ, ভীমের কির্মীর-বধ, যুধিষ্ঠিরের শকুনিকৃত পরাজয় শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয় ও পাঞ্চালদিগের তৎসন্নিধানেউপস্থিতি, ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক ক্রুদ্ধ যাদবের ক্রোধনিরাকরণ, মাধবসন্নিধানে যাজ্ঞসেনীর খেদোক্তি, কৃষ্ণের আশ্বাসদান, সৌভবধকথন, সপুত্রা সুভদ্রার কৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্বারকায় এবং দ্রৌপদীপুত্রগণের ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পাঞ্চালদেশে নয়ন, অতি মনোহর দ্বৈতবনে পাণ্ডু-পুত্রদিগের অভিসার; ভীম, যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর আলাপ, ব্যাসের পাণ্ডবপ্রাপ্তি ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি-বিদ্যাসমর্পণ; দ্বৈপায়নের বিদায়ানন্তর পাণ্ডবদিগের কাম্য-কাননাভিসার, দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তিবাসনায় অমিতবীর্য্য ধনঞ্জয়ের নির্ব্বাসন ও ব্যাধরূপী শূলপাণির সহিত সংগ্রাম, অর্জ্জুনের লোকপালসাক্ষাৎকার ও দিব্যাস্ত্রলাভ, অস্ত্রবিদ্যাধিগমের নিমিত্ত অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে প্রয়াণ, তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের

উৎকণ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের পরমার্থবিৎ ঋষিপুঙ্গব বৃহদশ্বের সহিত সাক্ষাৎকার ও তৎসন্নিধানে খেদোক্তি, করুণরসসম্পৃক্ত নলচরিত, বৃহদশ্বের নিকট যুধিষ্ঠিরের অক্ষহৃদয় নামে বিদ্যা-সমাগম, দেবলোক হইতে লোমশ মুনির পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন ও স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের সংবাদসমর্পণ; অর্জ্জুনের পরা-মর্শে পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা, তীর্থের ফল ও পবিত্রতা বর্ণন, নারদের পুলস্ততীর্থাভিগমন, পাণ্ডুপুত্রদিগেরও তথায় উপ-স্থিতি, কুণ্ডলযুগ বিনিময় দিয়া সহস্রাক্ষ হইতে কর্ণের উদ্ধার, গয়াসুরের যজ্ঞকীর্ত্তন, অগস্ত্যের বৃত্তান্ত ও বাতা-পিভক্ষণ, সন্তান জন্মাইবার নিমিত্ত ঋষির লোপামুদ্রার সহিত পরিণয়, কৌমারব্রতচারী ঋষ্যশৃঙ্গের বৃত্তান্ত, পরশু-রামচরিত, কার্ত্তবীর্য্যবিনাশ, হৈহয়বিনাশ, বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত পাণ্ডবদিগের প্রভাসতীর্থে মিলন, সুকন্যাবৃত্তান্ত, সর্য্যাতিসত্রে ভর্গব চ্যবনমুনিকর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারযুগলকে সোমরস দান, ঋষিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তারুণ্যদান, মান্ধাতাবৃত্তান্ত, জন্তুসংজ্ঞক রাজতনয়ের বৃত্তান্ত, বহুপুত্র-লালসায় পুত্রবধপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া সোমক রাজার বাঞ্ছিত-সমাগম, অদ্ভুত শ্যেনকপোতোপাখ্যান, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধর্ম্মকর্ত্তৃক শিবিরাজার পরীক্ষা, আষ্টাবক্রসংবাদ, জনকসত্রে তার্কিকশিরোমণি বরুণপুত্র বন্দীর সহিত অষ্টাবক্রের তর্ক ও বন্দীর পরাজয়, অষ্টাবক্রের সাগরান্তর্গত কহোড়া-ভিধ নিজ জনকে উদ্ধার, যবক্রীত ও রৈভ্যসংবাদ, পাণ্ডবদিগের গন্ধমাদনাভিসার ও নরনারায়ণাশ্রমে অব-স্থিতি, ঐ কালে দ্রৌপদীর প্রার্থনায় সৌগন্ধিক আনিতে গিয়া ভীমের কদলীবনে মারুতিসমাগম, ভীমের কমল-কাননধ্বংস ও তন্নিবন্ধন তত্রত্য যক্ষ রক্ষোদিগের সহিত সংগ্রাম; জটাসুরবধ, পাণ্ডবদিগের বৃষপর্ব্ব ঋষির সহিত সমাগম, পাণ্ডবদিগের আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে প্রস্থান ও বাস।

দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভীমের উদ্যোগসংবর্দ্ধন, ভীমের কৈলাসে গমন ও তথায় মণিমৎ প্রভৃতি যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ, পাণ্ডব ও কুবেরের পরস্পর সাক্ষাৎকার, অর্জ্জুনের ভ্রাতৃগণের সহিত মিলন, অস্ত্রলাভ করিয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় অর্জ্জুনের সুরশত্রু নিবাতকবচ ও কালকেয়দিগের বধ; যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রদর্শনে প্রয়াস ও নারদকর্ত্তৃক তদ্বিষয়ের নিষেধ; গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবতরণ; কাননে ভীমকায় সর্পকর্ত্তৃক ভীমের বন্ধন ও প্রশ্নের উত্তর দিয়া যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক তাঁহার মোক্ষণ; পাণ্ডবদিগের কাম্যবনে পুনরুপস্থিতি, তথায় পাণ্ডবদিদৃক্ষু মাধবের পুনরাগমন, মার্কণ্ডেয়সমস্যাবিষয়ক বহুবিধ বৃত্তান্ত; মার্কণ্ডেয় হইতে বেণাত্মজ পৃথুরাজার কথা শ্রবণ; সরস্বতী ও তার্ক্ষ্যের বৃত্তান্ত; মৎস্যচরিত, মার্কণ্ডেয়সমস্যা ও ইতিবৃত্তোল্লেখ; ইন্দ্রদ্যুম্নচরিত, ধুন্ধুমারচরিত, পতিব্রতাবৃত্তান্ত, অঙ্গিরা বৃত্তান্ত, দ্রৌপদী ও সত্যভামার বৃত্তান্ত, পাণ্ডুপুত্রদিগের দ্বৈত-বনে পুনঃপ্রবেশ; ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের গ্রহণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক মোক্ষণ; যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নোপলব্ধি ও কাম্যবনে পুনরাবৃত্তি, ব্রীহিদ্রোণঘটিত বৃত্তান্ত, দুর্ব্বাসার আখ্যান, জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণ ও ভীমের তৎপশ্চাৎ ধাবন, ভীমকর্ত্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখাসম্পাদন; রামায়ণ, সাবিত্রী উপাখ্যান, ইন্দ্রকে কুণ্ডলযুগল অর্পণ করিয়া তৎসন্নিধানে কর্ণের একঘাতিনী শক্তিপ্রাপ্তি; আরণ্যেয় আখ্যান, ধর্ম্মের নিজ তনয়কে কর্ত্তব্যোপদেশ, বর পাইয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান, এই সমস্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে সমুদায়ে এগার হাজার আট শত চৌষট্টি শ্লোক আছে।

বিরাটনামে চতুর্থ পর্ব্ব। ইহাতে বিরাটনগরী প্রাপ্ত হইয়া শ্মশানমধ্যস্থ বৃহৎ শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদিগের অস্ত্ররক্ষা,

রাজভবনে অজ্ঞাতবাস, স্মরজ্বরপীড়িত কীচকের দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচারোদ্যোগ ও ভীমকর্ত্তৃক তাহার নিধন; পাণ্ডবদিগের উদ্ভাবনের নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্তে প্রেরিত চরমণ্ডলীর প্রয়াসবৈফল্য; ত্রিগর্ত্তীয়েরা গোধন হরণ করিলে, তাহাদিগের সহিত বিরাটরাজার সংগ্রাম ও গ্রহণ; ভীমকর্ত্তৃক বিরাটের উদ্ধার ও পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক গোধনপ্রত্যাহরণ; কৌরবদিগের বিরাটরাজার গোধনহরণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কুরুসৈন্য পরাজয়ানন্তর তাহার উদ্ধার; অভিমন্যুদ্দেশে বিরাটসম্প্রদত্ত উত্তরাকে অর্জ্জুনের স্বীকরণ এই সমস্ত কথা কথিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব সপ্তষষ্টি অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে সমুদায়ে দুই হাজার পঞ্চাশটি শ্লোক আছে।

পঞ্চম পর্ব্বের নাম উদ্যোগ। পাণ্ডবদিগের উপপ্লব্যপ্রদেশে অবস্থিতিকালীন অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনের মাধবসন্নিধানে প্রয়াণ ও ভাবি যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা; তচ্ছ্রবণে 'সচিবস্বরূপে আমি ও এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা, এই দুয়ের মধ্যে আপনারা কে কি ইচ্ছা করেন?' কৃষ্ণের এই প্রশ্ন; দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সেনাযাচ্ঞা ও ধনঞ্জয়ের কৃষ্ণকে অমাত্যরূপে স্বীকার; পাণ্ডবসন্নিধানে প্রয়াণকালীন পথে ধূর্ত্ততাপ্রহিত সৎকারে প্রীত হইয়া মদ্ররাজ শল্যের দুর্য্যোধনকে বরদানে অঙ্গীকার; দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক যুদ্ধে তাঁহার আনুকূল্যপ্রার্থনা, মদ্ররাজের স্বীকার ও পাণ্ডবসন্নিধানে প্রস্থান, তথায় উপস্থিতি ও যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসপ্রদান এবং ইন্দ্রের বিজয়কথা; দুর্য্যোধনসন্নিধানে যুধিষ্ঠিরের ঋত্বিক্‌প্রেরণ, ঋত্বিক্‌প্রমুখাৎ বৃত্রাসুর বিজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিদুরের পরামর্শে সন্ধিকামনায় পাণ্ডবদিগের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়কে প্রেরণ; কৃষ্ণ ও পাণ্ডুতনয়দিগের অনুষ্ঠান জানিতে পারিয়া উৎকণ্ঠায় ধৃতরাষ্ট্রের জাগরদশা; ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উপদেশ; সনৎসুজাত তাপস হইতে খেদখিন্ন

পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আত্মতত্ত্বশ্রবণ; সূর্য্যাগমে সদসীগত সঞ্জয়কর্ত্তৃক মাধবধনঞ্জয়ের একাত্মতাকথন; সন্ধিকরণোদ্দেশে কৃষ্ণের কৌরবসভায় আগমন, তাঁহার প্রস্তাবে দুর্য্যোধনের উপেক্ষা, দম্ভোদ্ভববৃত্তান্ত, মাতলির নিজতনয়ার নিমিত্ত ভর্ত্তৃমার্গণ, গালববৃত্তান্ত, বিদুলার পুত্রানুশাসন, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের ভূপালদিগের প্রতি আপনার ঈশ্বরত্ব প্রকটীকরণ, কর্ণকে নিজরথে লইয়া কৃষ্ণের উপদেশ ও কর্ণের তিতিক্ষা, হস্তিনায় প্রত্যাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরসমক্ষে কৃষ্ণের নিখিলসমাচারদান; তচ্ছ্রবণে বিশেষ পরামর্শ করিয়া পাণ্ডবদিগের সমরোদ্যোগ, সমরের উদ্দেশে হস্তিনা হইতে রথ, অশ্ব ও গজাদির বহির্গমন, যোদ্ধৃসংখ্যা, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব দিনে পাণ্ডবশিবিরে যুধিষ্ঠিরপ্রহিত উলূকের দূতস্বরূপে উপস্থিতি, রথসংখ্যা, অতিরথসংখ্যা, অম্ববৃত্তান্ত এই সমস্ত উপাখ্যান এই পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্যোগ পর্ব্ব শত ও ষড়শীতি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা সমুদায়ে ছয় হাজার ছয় শত অষ্টনবতি।

ভীষ্মনামে ষষ্ঠ পর্ব্ব। ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয়ের জম্বুদ্বীপগঠনকীর্ত্তন, কুরুসৈন্যের বিষাদ; প্রথম দশ দিনের সমরকালীন বিবিধ যোগকীর্ত্তনপূর্ব্বক বাসুদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের মোহনিরাকরণ; পাণ্ডবপক্ষপাতী কৃষ্ণের গদাহস্তে ভীষ্মনিধনে প্রয়াস; বাগসিদ্ধারা কৃষ্ণের অর্জ্জুনোপরি আঘাত, শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধ করত অর্জ্জুনের বাণপ্রহার দ্বারা ভীষ্মকে ভূতলে পাতন; ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন এই সমস্ত নির্ণীত হইয়াছে। এই পর্ব্ব ব্যাসকৃত একশত সপ্তদশ অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা পাঁচহাজার আটশত চৌরাশী।

সপ্তমের নাম দ্রোণপর্ব্ব। এই পর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের সৈনাপত্য স্বীকার; কুরুরাজের তুষ্টিদানবাসনায় দ্রোণের

যুধিষ্ঠিরের বন্দীকরণপ্রতিজ্ঞা; সংশপ্তকপরাভূত অর্জ্জুনের সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন, সমরে সুপ্রতীকনামা ভগদত্তহস্তীর ঐরাবত তুল্য পরাক্রমবিস্তার, অর্জ্জুনহস্তে ভগদত্তের নিধনপ্রাপ্তি, জয়দ্রথপ্রমুখ সপ্ত মহারথীর হস্তে অপ্রাপ্তবয়স্ক অসহায় অভিমন্যুর নিধন, পুত্রবধামর্ষিত অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও জয়দ্রথের বধ, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অর্জ্জুনের অন্বেষণ করত কৌরবসেনাভ্যন্তরে ভীম ও সাত্যকির প্রবেশ, অল্পাবশিষ্ট সংশপ্তক বধ; অলম্বুষবধ; শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, বিরাট, দ্রুপদ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি অন্যান্য অনেকানেক শূরগণের বিনাশ; দ্রোণাচার্য্যের নিধনে কোপজ্বলিত অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ, বিস্তরতঃ রুদ্রমাহাত্ম্যকথন, ব্যাসের উপস্থিতি ও কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন বিস্তৃত আছে। এই পর্ব্বে প্রায় সকল রাজারই বিনাশ। ইহাতে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও আটহাজার নয়শত শ্লোক আছে।

অষ্টম কর্ণপর্ব্ব। ইহাতে মদ্ররাজের সারথ্যস্বীকার, ত্রিপুরনিপাত; সমরপ্রয়াণসময়ে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কলহ, কর্ণকে উপহাস করিয়া শল্যের হংসকাকীয় উপাখ্যান কথন, অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক পাণ্ড্যবিনাশ, দণ্ড ও দণ্ডসেনবধ, উভয় প্রবৃত্তসংগ্রামে কর্ণহস্তে যুধিষ্ঠিরের জীবনশংসয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি ক্রোধোদ্রেক, অনুনয় করিয়া কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের কোপপ্রশমন, সমরাঙ্গনে দুঃশাসনের বক্ষোনিঃসৃত রুধির পান করিয়া ভীমের প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন ও পরস্পর যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে কর্ণের নাশপ্রাপ্তি কথিত আছে। কর্ণপর্ব্ব একোনসপ্ততি অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে সর্ব্বসমেত চারিহাজার নয়শত চতুঃষষ্টি শ্লোক।

শল্যনামে নবম পর্ব্ব। শল্যপর্ব্বে শল্যের সেনাপতিপদে অভিষেক; নানারথীর এক এক করিয়া যুদ্ধকীর্ত্তন; কৌরব-

দিগের প্রধান প্রধান বীরনিধন; যুধিষ্ঠিরহস্তে শল্যের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি; স্বীয় বল শেষপ্রায় হইলে দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি; ভীমকর্ত্তৃক কিরাতমুখে তৎসংবাদ-প্রাপ্তি; যুধিষ্ঠিরের অধিক্ষেপবাক্যে মানী দুর্য্যোধনের সলিলগর্ব্ভ হইতে উত্থান; বলরামের আগমন; সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থের পাবনতা কীর্ত্তন; ভীম ও সুযোধনের গদা-যুদ্ধ আরম্ভ, ভীমকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ এই সমস্ত উল্লিখিত আছে। ইহাতে একোনষষ্টি অধ্যায় ও তিনহাজার দুই শত বিংশতি শ্লোক আছে।

সৌপ্তিক নামে দশম পর্ব্ব। রণস্থলে নিপতিত ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও অশ্বত্থামা তাঁহার সেই অবস্থাদর্শনে সাতিশয় খিন্ন হইলেন; এবং শৌর্য্যরাশি দ্রৌণি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চালবর্গ ও কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের উচ্ছেদ না করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব না, পরে রাজার নিকট বিদায় লইয়া তিন জনে সূর্য্যাস্তসময়ে কাননে প্রবেশ করত এক বট বৃক্ষচ্ছায়ায় আসীন হইলেন। ঐ সময়ে পেচকচ্ছিন্ন অসংখ্য বায়সমুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা চিন্তা করিতে লাগিলেন, নিদ্রাকালে চেতনা-বিরহিত অসীমপরাক্রম পাণ্ডুপুত্রদিগকে বিনাশ করা বড় কঠিন হইবে না। তাহাতে সাহসী হইয়া পাণ্ডবদিগের শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটা ভীমকায় রাক্ষস দ্বার রক্ষা করিতেছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তদুদ্দেশে অস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৈলাসনাথের তুষ্টিসম্পাদন করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপের সহিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত নিঃশঙ্কচিত্ত সমস্ত পঞ্চালবংশীয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চ-

তনয়ের প্রাণ সংহার করিলেন। সাত্যকি ও পঞ্চ পাণ্ডব যাদবের বুদ্ধিবলে তাহা হইতে পরিত্রাণ পান। আর আর সকলেই বিনষ্ট হয়। অশ্বত্থামা আপন হস্তেই পঞ্চালদিগের উচ্ছেদ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নসারথি দ্রৌণিকৃত এই নিষ্ঠুর সংবাদ লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইল। দ্রৌপদী পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিধনহেতুক শোকে অধীর হইয়া প্রায়োপবেশন দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ভীম কোপজ্বলিত হইয়া গদাহস্তে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ অভিগমন করিতে লাগিলেন। দ্রৌণি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণের নিবারণ অগ্রাহ্য করত পাণ্ডুপুত্রদিগের সংহারের নিমিত্ত অস্ত্রমোচন করিলেন। অর্জ্জুন নিজ অস্ত্রদ্বারা তাঁহার অস্ত্রনিবৃত্তি করিলেন; দ্রৌণি ও দ্বৈপায়ন পরস্পর অভিশাপ করিলেন; পাণ্ডবেরা দ্রোণাত্মজের শিরোমণি হরণ করিয়া পরমাহ্লাদে যাজ্ঞসেনীকে উপহার দিলেন। সৌপ্তিক পর্ব্বে এই সমস্ত ব্যাপার কীর্ত্তিত আছে। মুনি এই পর্ব্বকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাতে সমুদায়ে আটশত সপ্ততি শ্লোক আছে। ঐষিক পর্ব্বও ইহার অন্তর্ভূত।

স্ত্রীনামে একাদশ পর্ব্ব। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র সন্ততির উচ্ছেদে কাতর হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে ভীমের সংহার করিতে মনন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে লৌহনির্ম্মিত ভীমের কলেবর চূর্ণীকৃত করিয়া বিফলপ্রয়াস হন। বিদুরের নিকটে মোক্ষ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া মায়ার শান্তি হইলে, ধৃতরাষ্ট্র স্বপরিবারভুক্ত কামিনীগণ সমভিব্যাহারে সমরস্থলী নিরীক্ষণ করিতে বহির্গত হন। তথায় মহিলাকুল তারস্বরে শোক প্রকাশ করেন এবং ধৃতরাষ্ট্র নিজ পত্নীর সহিত বিলুপ্তচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হন। কামিনীরা সমরশায়ী নিজ নিজ ভর্ত্তা, পিতা ও পুত্রদিগকে অবলোকন করেন। গান্ধারী

পুত্রবিনাশহেতুক কোপপ্রকাশ করিলে, কৃষ্ণ আসিয়া সান্ত্বনা করেন। ধার্ম্মিকচূড়ামণি যুধিষ্ঠির সমরনিহত রাজকুলের বিধিবৎ সৎকার আদেশ করেন। জলদানবিধির আরম্ভ হইলে, কুন্তী কর্ণকে আপনার পুত্ররূপে অঙ্গীকার করত সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। স্ত্রীপর্ব্বে অতি করুণ এই সমস্ত বিন্যস্ত হইয়াছে। স্ত্রীপর্ব্ব অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে অতি নৃশংসেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। এই পর্ব্ব ব্যাসকৃত সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে সর্ব্বসমেত সাত শত পঞ্চসপ্ততি শ্লোক।

দ্বাদশের নাম শান্তিপর্ব্ব। এই পর্ব্বে পিতৃ, ভ্রাতৃ, পুত্র, স্বজন, মাতুল প্রভৃতি সমুদায়ের নিধনানন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বেদদশাপ্রাপ্তি এবং শরশয্যাগত বিজ্ঞবর ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মনুষ্য অশেষ বিজ্ঞতা লাভ করে; সুতরাং এই পর্ব্ব সকলেরই পাঠ্য, শ্রাব্য ও জ্ঞেয়। এই পর্ব্বে সমুদায়ে তিন শত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও চোদ্দহাজার সাত শত সাতটী শ্লোক আছে।

অনুশাসন নামে ত্রয়োদশ পর্ব্ব। অনুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মমুখে ধর্ম্মনির্দ্ধারণ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের শোকবিরতি ও মনস্তৃপ্তি; ধর্ম্মতাৎপর্য্যসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানোল্লেখ; নানাবিধ দানের অশেষ প্রকার ফলসংকীর্ত্তন; দানের উপযুক্ত পাত্রবিবৃতি, দানপ্রয়োগকীর্ত্তন, আচার নির্দ্ধারণ, সত্যের যাথার্থ্যবর্ণন, গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যোল্লেখ, দেশকালোচিত ধর্ম্মের প্রকার নির্ণয় এবং গঙ্গাতনয়ের স্বর্গারোহণ উল্লিখিত আছে। ইহাতে অশেষ ধর্ম্মের অনুশাসন বিন্যস্ত হইয়াছে। এই পর্ব্ব ব্যাসকৃত এক শত ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহার শ্লোকসংখ্যা সমুদায়ে আট হাজার।

চতুর্দ্দশের নাম অশ্বমেধ। অশ্বমেধ পর্ব্বে সম্বর্ত্ত ও মরুত্তো-

পাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণকোষাধিগম; প্রথমতঃ দ্রৌণির শস্ত্রদহনজ্বলিত পশ্চাৎ কৃষ্ণপালিত পরীক্ষিতের উৎপত্তি; যজ্ঞের অশ্বরক্ষা করত অর্জ্জুনের অশেষ নরপতিজয়, চিত্রাঙ্গদার উদরসমুদ্ভূত আপন ঔরসজাত বভ্রুবাহনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিধনসম্ভাবনা, অশ্বমেধকালীন নকুলের বৃত্তান্ত এই সমস্ত বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাসকৃত সর্ব্বসমেত একশত তিন অধ্যায় ও তিন হাজার তিন শত বিংশতি শ্লোক আছে।

আশ্রমবাস নামে পঞ্চদশ পর্ব্ব। গান্ধারীসমভিব্যাহারে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে বনে প্রয়াণ করিতে দেখিয়া গুরুজনের পরিচর্য্যারত কুন্তীর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন, বনে ব্যাসের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্রের, স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ সমরবিনিহত পুত্রগণের সহিত সাক্ষাৎকার, অনন্তর নিজ জায়ার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সদ্গতিপ্রাপ্তি, গবলগণাত্মজ সঞ্জয় ও বিদুরের পরম সিদ্ধিলাভ, নারদমুখে যুধিষ্ঠিরের যদুকুলধ্বংস শ্রবণ এই সমস্ত অতি বিস্তার পূর্ব্বক এই আশ্রমবাস পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাসকৃত দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও সমুদায়ে এক হাজার পাঁচ শত ছয়টী শ্লোক আছে।

মৌসলনামে ষোড়শ পর্ব্ব। লবণসাগরের উপকূলে সুরাপানে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যদুবংশীয়েরা পরস্পরের প্রতি এরকতৃণস্বরূপ অশনি নিক্ষেপ করত নিধনপ্রাপ্ত হন। বংশনিধন সম্পন্ন করিয়া অবশেষে কৃষ্ণ ও রোহিণীনন্দন উভয়ে পরলোক প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যদুবংশীয়দিগের সংক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করত অশেষ পরিতাপ করেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইয়া ধনঞ্জয়, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ক্রমান্বয়ে সৎকারবিধি সম্পন্ন করত অবশিষ্ট বৃদ্ধ ও বালকবৃন্দসমভিব্যাহারে দ্বারাবতী হইতে প্রস্থান করেন। পথে

শঙ্কটনিবন্ধন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অর্জ্জুন দেখিলেন, গাণ্ডীবের আর প্রাক্তন ক্ষমতা নাই এবং সুরশস্ত্রেরাও আর সেরূপ আনুকূল্য করে না। অনন্তর অর্জ্জুন যদুকুলকামিনী-দিগের ক্ষয় ও ঐশ্বর্য্যের বিনশ্বরতা দেখিয়া সংসারের প্রতি বিরতরাগ হন এবং ব্যাসের আজ্ঞায় জ্যেষ্ঠের নিকট উপ-স্থিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহে অনুমতি যাচ্ঞা করেন। মৌসলপর্ব্বে এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আট অধ্যায় ও সর্ব্বসমেত তিন শত আট শ্লোক আছে।

অনন্তর মহাপ্রস্থানিক নামে সপ্তদশ পর্ব্ব। সংসার বিসর্জ্জন দিয়া পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান অবলম্বন করত লোহিত-সাগরের তীরে অগ্নির সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। অগ্নির আজ্ঞা-ক্রমে অর্জ্জুন তাঁহার বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে গাণ্ডীব অর্পণ করেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীর মরণে কাতর না হইয়া এবং তাঁহাদিগের প্রতি মমতা বিস-র্জ্জন দিয়া স্বয়ং চলিয়া যান। এই সকল বৃত্তান্ত এই মহা-প্রস্থানিক পর্ব্বে বিনিবেশিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব তিন অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা সমুদায়ে তিন শত ত্রয়োবিংশতি।

চরমে স্বর্গারোহন নামে অষ্টাদশ পর্ব্ব। লইয়া যাইবার নিমিত্ত দিব্যরথ সুরলোক হইতে অবতীর্ণ হইলে, বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অনুগত কুক্কুরকে সমভিব্যাহারে না লইয়া অধিরোহণ স্বীকার করিলেন না। তাঁহার সেই সুদৃঢ় সাধুতা দেখিয়া কুক্কুরদেহ বিমোচন করিয়া ধর্ম্ম সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। অতঃপর ধর্ম্মের সাহচর্য্যে দেবলোকে উপস্থিত হইলে, স্বর্গ-দূত কৌশলক্রমে যুধিষ্ঠিরকে নরক দেখাইল। ধর্ম্মরাজ তথায় নিজ ভ্রাতৃগণের আর্ত্তনাদশ্রবণ করিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন; তাহাতে ধর্ম্ম ও দেবরাজ "বিষয়ভোগ করিলেই এই অবস্থা পাইতে হয়" বলিয়া তাঁহার চিত্তের

তুষ্টিসাধন করেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির স্বর্গসরিতে অবগাহন করিয়া মর্ত্ত্য সাধারণ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া গুণোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দের সাহচর্য্যে অলৌকিক সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ পর্ব্বে এই সকল বিষয় অতিসুললিতরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই পর্ব্ব ব্যাসকৃত পঞ্চ অধ্যায়ে পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত দুই শত নয়টী মাত্র।

উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ পর্ব্বের অবতার আছে। তৎপরে হরিবংশ ও ভবিষ্য পুরাণের বিস্তৃতি। হরিবংশে সর্ব্বসমেত দ্বাদশ সহস্র শ্লোক। ভারতান্তর্গত পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের এই স্বরূপ। একত্র সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বেদ, বেদাঙ্গ ও সমস্ত উপনিষদের মর্ম্মার্থ বিশেষরূপে অবগত হইলেও যে ব্রাহ্মণের ভারতে দৃষ্টি না থাকে, তাঁহাকে সম্যক্ বিজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ব্যাসদেব এই এক ভারতকে কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম, তিন শাস্ত্রেরই সারসংগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি বাসন্তিক কোকিলরবের ন্যায় চিত্তোন্মাদী এই মহাভারত শ্রবণ করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় স্বরই তাঁহার কর্ণশূল উৎপাদন করে। পঞ্চভূত হইতে ত্রিলোকের ন্যায় এই ভারত হইতে যাবতীয় ধীশক্তির উদ্ভব। ঋষিগণ! যেরূপ অন্তরীক্ষ জরায়ুজপ্রমুখ চারি প্রকার দেহীর আধারভূমি, সেইরূপ এই ব্যাসপ্রণীত ভারত সমুদায় পুরাণের আশ্রয়। যেরূপ দুর্ব্বোধ মানসিক ব্যাপার যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজক, সেইরূপ এই ভারতও অখিল দানধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান এবং শমদমপ্রভৃতি গুণের একনিয়ন্তা। যেরূপ ভোজনব্যতীত পৃথিবীতে দেহপালনের আর সাধন নাই,

সেইরূপ নিখিল ভূমণ্ডলে ভারতভিন্ন আর প্রবন্ধ নাই। প্রভুপরায়ণ দাসগণ আপন মঙ্গলকামনায় প্রভুর যেরূপ সেবা করে, সেইরূপ কবিকুলও শ্রেয়োলালসায় এই ভারতের আরাধনা করেন। যেরূপ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম প্রশংসনীয়, সেইরূপ সমুদায় কাব্যের মধ্যে এই ভারত উৎকৃষ্ট। তাপসগণ! প্রার্থনা করি, তোমরা সকলেই বিশেষ আয়াসসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ত প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মই কেবল পরলোকে সহগামী; প্রাণপণে সমাদর করিলেও বিত্ত ও ললনাপ্রভৃতি ভোগ্য বিষয় ক্ষণপরেই বিযুক্ত হয়। যিনি ব্যাসমুখবিনিঃসৃত এই ভারতকথা শ্রবণ করেন, পুষ্কর তীর্থে স্নানজন্য মঙ্গল তাঁহার আর প্রয়োজনীয় নহে। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়প্রবৃত্ত হইয়া বিপ্রেরা দিবসে যে কিছু পাপের অনুষ্ঠান করেন, সায়ংকালে একমাত্র ভারত পাঠ করিয়া সে সমুদায় হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রভাতে ভারতকীর্ত্তন দ্বারা রাত্রিকৃত দুরিতেরও ক্ষয় হয়। সুবর্ণে শৃঙ্গ সকল বাঁধাইয়া শতসংখ্যক গাভী কোন এক বেদজ্ঞানসম্পন্ন বিপ্রকে সমর্পণ করিলে, যে ফল হয়, নিত্য সমাহিত হইয়া ভারত শ্রবণ করিলেও সেই পুণ্যের সঞ্চয় হইয়া থাকে। যেরূপ নীরনিধির পারগমনে প্রয়োজন হইলে পোতাদি জলযানের আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ ভারতের মর্ম্মার্থ জানিতে হইলে, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বসংগ্রহ আয়ত্ত করিতে হয়।

পর্ব্বসংগ্রহ সমাপ্ত।

পৌষ পর্ব্ব।

সৌতি বলিলেন, যখন পরীক্ষিতাত্মজ জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেনসংজ্ঞক ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত দীর্ঘকাল-

ব্যাপী যজ্ঞ করেন, সেই সময়ে এক কুক্কুর হঠাৎ যজ্ঞ-স্থলীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জনমেজ-য়ের সহোদরগণ ঐ সারমেয়কে আঘাত করেন। সে আহত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে নিজপ্রসূতি সরমার নিকট উপ-স্থিত হয়।

অনন্তর পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে সরমা তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কহিল, মা! রাজা জনমেজয়ের ভ্রাতারা আমায় আঘাত করিয়াছে। সরমা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, প্রহারের কারণ কি? তুমি কি তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিয়াছ? সে উত্তর করিল, আমি তাঁহাদিগের যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিয়া-ছিলাম বটে, কিন্তু কোন অনিষ্টই করি নাই। যজ্ঞের ঘৃতে মুখার্পণ করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি দৃষ্টিও নিক্ষেপ করি নাই। তাহাতে ব্যথিত সরমা পুত্রসমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া জনমেজয়ের সহোদরদিগকে সম্বোধন করত ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, তোমরা অকারণে আমার পুত্রকে কি নিমিত্ত প্রহার করিয়াছ? কিন্তু তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। তখন শুনী অভিশাপ প্রদান করত কহিল, অকারণে আঘাত করিয়াছ বলিয়া অচিন্তিত বিপদ্ শীঘ্রই তোমাদিগের উপস্থিত হইবে। জনমেজয় সরমার শাপে ভীত ও চিন্তিত হইলেন।

পরে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া নিজ নগরীতে প্রত্যা-গমন অবধিই রাজা ঐ শাপবিমোচনে সমর্থ এক জন পুরো-হিতের প্রাপ্তিনিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া রাজ্যোপকণ্ঠস্থ কাননে প্রবেশ করত একটী তাপসকুটীর দেখিতে পাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন, শ্রুতশ্রবানামক একজন তপস্বী ঐ কুটীরের অধিষ্ঠাতা। সোমশ্রবা নামে তাঁহার পুত্র। জনমে-

জয় সোমশ্রবাকে ঋত্বিক্‌স্বরূপে স্বীকার করিতে মনস্থ করিয়া করপুটে শ্রুতশ্রবার নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ঋষি কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে এক ব্যালী আমার ঔরস আচমন করিয়া গর্ভবতী হয়। তাহা হইতেই সোমশ্রবার প্রভব। ইনি যোগিশ্রেষ্ঠ ও নিয়ত বেদাধ্যয়নে সমাহিত এবং আমার পুঞ্জীভূত তপোবল। ইনি সমুদায় অভিশাপই খণ্ডন করিতে সমর্থ; কিন্তু কৈলাসপতিকৃত শাপে ইহাঁর কোন ক্ষমতাই নাই। পুনশ্চ ইহাঁর এক অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা আছে, ব্রাহ্মণে যাচ্ঞা করিলে ইহাঁর অদেয় কিছুই নাই। যদি ইহাতে কোন আপত্তি না থাকে, লইয়া যাইতে পার। রাজা কহিলেন, আমি স্বীকার করিলাম।

এইরূপে চিরবাঞ্ছিত পুরোহিতলাভে সন্তুষ্ট হইয়া জনমেজয় সোমশ্রবাসমভিব্যাহারে নিজরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, আমি এই তাপসবরকে ঋত্বিক্‌স্বরূপে স্বীকার করিয়াছি। ইনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, তোমরা কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিবে। অনন্তর রাজা তক্ষশিলাদেশ আক্রমণ ও জয় করিলেন।

ঐ কালে আয়োদধৌম্য নামে এক তপস্বী ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদনামে তিন জন শিষ্যরূপে তাঁহার নিকট বাস করিত। এক দিন ঋষি আরুণিকে আজ্ঞা করিলেন, বৎস! ক্ষেত্রে গিয়া চতুর্দ্দিকে এইরূপ আলবাল খনন কর, যাহাতে ক্ষেত্রের জল নির্গত হইতে না পারে। আরুণি অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনমতেই জলের গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে স্রোতোমুখে শয়ান হইয়া তোয়ের বহির্গমন রোধ করিলেন।

এখানে আরুণিকে উপস্থিত না দেখিয়া ঋষি অপরাপর শিষ্যকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যেরা কহিল,

গুরো! আপনার আদেশে আরুণি আলবাল খনন করিবার নিমিত্ত কেদারে গমন করিয়াছে; এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই। তাহাতে ধৌম্য শিষ্যসমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া বারংবার আরুণিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গুরুর শব্দ শ্রবণ করতঃ আরুণি সহসা উত্থিত এবং নিকটে আসিয়া নম্রভাবে গুরুচরণে নমস্কার করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ধৌম্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এত দিন কোথায় ছিলে? তিনি উত্তর করিলেন, গুরো! অনেক যত্ন করিয়াও জলের গতিরোধে অক্ষম হইয়া অবশেষে নিজ শরীরদ্বারা আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতেছিলাম। এক্ষণে আপনি আহ্বান করিলে, ক্ষেত্র বিদীর্ণ করত চরণোপকণ্ঠে আগমন করিলাম। আজ্ঞা করুন, আর কি করিতে হইবে? তাহাতে প্রীত হইয়া ঋষি বলিলেন, বৎস! ভূমি বিদীর্ণ করত উত্থান করিয়াছ বলিয়া, আজি হইতে উদ্দালক বলিয়া খ্যাত হইবে। তুমি কায়মনোবাক্যে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ; অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক এবং বেদাদি নিখিল শাস্ত্রার্থ তোমার অন্তঃকরণে নিয়ত স্ফুরিত থাকুক। এইরূপে বরলাভ করিয়া আরুণি গুরুর আজ্ঞায় অভিমত দেশে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, উপমন্যু নামে ধৌম্যের আর এক শিষ্য ছিল। ঋষি এক দিন উপমন্যুকে গোরক্ষণে আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে উপমন্যু সেই দিন অবধি প্রত্যহ দিবাভাগে গোচারণ করত সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। এক দিন ধৌম্য উপমন্যুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমায় কিঞ্চিৎ স্থূলতর দেখিতেছি, কারণ কি? এখন কিরূপ খাদ্যের প্রথা অবলম্বন করিয়াছ? উপমন্যু বলিলেন, ভগবন্! এক্ষণে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতেছি। ঋষি বলিলেন, বৎস! আমার অজ্ঞাতসারে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী ভোজন করা তোমার উচিত হয় নাই। উপমন্যু সেই দিন হইতে ভিক্ষায় যাহা কিছু পাইতেন, সমুদায় গুরুকে সমর্পণ করিতেন। ঋষিও সমস্ত গ্রহণ করিতেন।

এইরূপ কিছুকাল গত হইলে, ঋষি পুনর্ব্বার এক দিন উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদায়ই লইয়া থাকি; কিন্তু কই, তাহতে তোমার ত দেহপুষ্টির কিছুমাত্র হানি হয় নাই? উপমন্যু কহিলেন, গুরো! এক্ষণে দিবসে দুইবার ভিক্ষা করি; প্রথমবার যাহা কিছু পাই, সমুদায়ই আপনাকে আনিয়া দি; দ্বিতীয়বারের ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আহার করি। ধৌম্য কহিলেন, মনস্বী ও তপস্বীর এ ধর্ম্ম নয়। পুনশ্চ, ভিক্ষায় অন্যের ভাগ অপহরণ করা হয়। আর, এরূপ করিলে তুমিও ক্রমশঃ নিতান্ত লোভী হইয়া পড়িবে। উপমন্যু সেই দিন অবধি ভিক্ষায় ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার পুষ্টির কোন খর্ব্বতা হইল না। তাহাতে ধৌম্য তাঁহাকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! আমার আজ্ঞায় ভিক্ষায় ক্ষান্ত হইয়াছ; তথাপি সেইরূপ হৃষ্ট পুষ্টই আছ; কারণ কি? এক্ষণে কিরূপ আহারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? উপমন্যু কহিলেন, ঋষি! এক্ষণে গাভীর ক্ষীরপান করিতেছি। ধৌম্য কহিলেন, আমার আজ্ঞাব্যতীত এরূপ আচরণ করা উচিত হয় না। সেই অবধি উপমন্যু তাহা হইতেও বিরত হইলেন।

পরে কিছুদিন গত হইলে, উপাধ্যায় উপমন্যুকে পুনর্ব্বার এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! আমার আদেশে ভিক্ষা ও গাভীর দুগ্ধপান, এই উভয়বৃত্তি হইতেই বিরত হইয়াছ; কিন্তু দেহপুষ্টির পূর্ব্বাপেক্ষা বরং বৃদ্ধিই উপলক্ষিত হইতেছে, কারণ কি? তিনি কহিলেন, আচার্য্য! এক্ষণে বৎস মুখগলিত ফেন পান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি।

ধৌম্য কহিলেন, বৎসেরা তোমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করত প্রভূততর ফেন নিঃসারণ করিয়া আপনাদিগের উদরপূরণে কৃপণতা করিয়া থাকে; অতএব ফেনপান করিয়া তুমি তাহাদিগের নৃশংসতাচরণ করিতেছ। উপমন্যু সেই অবধি ফেনপানেও ক্ষান্ত হইলেন।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় জীবিকা হইতেই বারিত হইয়া উপমন্যু এক দিন কাননে জঠরজ্বালায় বিস্বাদ, কটু, কষায় অর্কপত্র আহার করিলেন। তাহাতে তাঁহার নেত্রের হানি উৎপাদন করিল। তিনি অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করত এক গর্ত্তে পতিত হইলেন এবং উত্থানে অসমর্থ হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া রহিলেন।

এ দিকে ধৌম্য তাঁহাকে অনাগত দেখিয়া শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপমন্যু কোথায়? তাঁহারা উত্তর করিলেন, গুরো! গোচারণ করিয়া উপমন্যু আজি এখন ফিরেন নাই। তাহাতে আচার্য্য বলিলেন, বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ নিষেধ করায় আমার প্রতি রাগ করিয়া থাকিবে। চল, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। অনন্তর ঋষি শিষ্যসমেত কাননে গিয়া উপমন্যুর নামোল্লেখ করত চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শব্দ শুনিয়া উপমন্যু কূপ হইতে বলিতে লাগিলেন, গুরো! আমি এই স্থানে কূপে পড়িয়া আছি। ধৌম্য কহিলেন, অকস্মাৎ কূপে পড়িয়াছ কেন? উপমন্যু কহিলেন, প্রভো! অন্য কোন আহারবৃত্তি না দেখিয়া বনে হানিজনক অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া নেত্র হারাইয়াছি। সুতরাং দেখিতে না পাইয়া এই গর্ত্তে পড়িয়াছি। এক্ষণে উপায় কি, আজ্ঞা করুন। ধৌম্য কহিলেন, বৎস! এক্ষণে স্বর্গচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আরাধনা কর, তাহাতে অন্ধ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। তাহা শুনিয়া উপমন্যু বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে সুরবৈদ্যযুগল! জগৎপ্রসবের প্রাক্‌কালে তোমাদিগের স্থিতি ছিল; ঐ কালে হিরণ্যগর্ব্ভস্বরূপে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে; এই অপূর্ব্ব পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিবিস্তার তোমাদিগেরই আকার; দেশ, কাল ও অবস্থা সহকারে চেষ্টা করত তোমাদিগের স্বরূপনির্ণয় করা দুঃসাধ্য; সেই হেতু আমি শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা প্রত্যগাত্মস্বরূপে তোমাদিগকে পাইতে বাসনা করি; সংসারে মোহ ও জ্ঞান তোমাদিগেরই পরিণাম; তোমরা বিহঙ্গের ন্যায় এই দেহবিটপী আশ্রয় করিয়া আছ এবং স্বভাবসিদ্ধ বিক্ষেপণী শক্তিদ্বারা সৃষ্টিবিস্তার করিতেছ; তোমরা গুণত্রয়, বাক্য ও মন সমুদায়ের অগোচর; তোমরা তেজোময় নির্লিপ্ত ব্রহ্মস্বরূপ এবং নিখিল জগতের আশ্রয়স্বরূপ; অজ্ঞান তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না; তোমরা দেহী হইয়াও শরীরিসাধারণ উৎপত্তি ও ধ্বংসের অগোচর; তপন গঠন করিয়া দিবারাত্রিরূপ সিত ও অসিত সূত্রদ্বারা বৎসরপট নির্ম্মাণ করতঃ জীবের কর্ম্মবিপাকভোগের প্রণালী প্রদর্শন করিতেছ। আত্মার কালপাশজড়িত জীবপক্ষিনীর উদ্ধারের নিমিত্ত তোমরা অশ্বিনীগর্ব্ভে আবির্ভূত হইয়াছ। বিষয়ভোগী পুরুষেরা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়াই সর্ব্বথা-অনবদ্য তোমাদিগকে দেহী বলিয়া কল্পনা করে; তিনশত ষষ্টিসংখ্যক দিন যামিনী ধেনুস্বরূপ; সংবৎসর তাহাদিগেরই বৎস; তত্ত্বজ্ঞানপরিলিপ্সু ব্যক্তিরা ঐ বৎসদ্বারাই নিখিল কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিগমরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন। ঐ বৎসের তোমরাই উৎপাদক। কালচক্র, যাহার সংবৎসর নাভি; সাতশত বিংশতিসংখ্যক দিবারাত্রি অর এবং চতুর্ব্বিংশতি পক্ষ সুবিস্তৃত পরিধি ভবৎশাসনেই নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। আরও এক খানি চক্র আছে। ছয় ঋতু ঐ চক্রের নাভি; দ্বাদশ রাশি অর এবং সংবৎসর তাহার

অক্ষ। কর্ম্মফল ঐ চক্রের আধেয়। কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদ্যোপান্ত তাহাতে অবস্থিতি করিয়া আছেন। আমি সেই ভীষণ কালচক্র হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তোমাদিগের শরণাগত হইলাম। হে ভ্রাতৃযুগল! ব্রহ্মরূপী হইয়াও তোমরা এই জড়প্রপঞ্চে পরিণত হইয়া থাক; অনুষ্ঠান ও তাহার পরিপাক উভয়ই তোমাদিগের আকার। আকাশাদি তোমাদিগের অংশেই বিলীন হয়। অবিদ্যা-সঙ্গমে বিমুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়সংযোগদ্বারা ভোগ্যবিষয় অনুভব করত তোমরাই সংসারে মোহপাশে বদ্ধ হইয়া থাক; দিক্ ও আদিত্যের সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ তোমরাই কালবিভাগ করিয়াছ; সেই সূর্য্যপরিমিত কালবিভাগক্রমে মুনিগণ বেদোক্ত অনুষ্ঠানের আচরণ এবং অমরেরা ও অন্যান্য মনুষ্য-বৃন্দ নিজ অবস্থানুরূপ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করেন। আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উদ্ভব ও পঞ্চীকরণ তোমাদিগের হইতেই হইয়াছে এবং সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ক্রমশঃ দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণীর আবাসভূত এই অখিল চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তোমাদিগকে ও তোমা-দিগের বিরচিত কার্য্যকলাপকে নমস্কার করি; কারণ দেব-তারাও কর্ম্মবিপাকের নিয়োগবর্ত্তী। তোমরা কর্ম্মফলের সৃষ্টি করিয়া থাক; কিন্তু নিজে তাহাতে বদ্ধ নও। তোমরা স্ত্রীপুরুষরূপে প্রথমত. মুখদ্বারা অন্নগ্রহণ, পশ্চাৎ সেই অন্নোৎপন্ন শুক্রশোণিতময় গর্ভধারণ কর। ঐ শুক্রশোণিত-সঞ্জাত জড় হইলেও প্রাণী উৎপাদন করে। জীব উৎপন্ন হইয়াই মাতৃস্তনপানে প্রবৃত্ত হয়। আমি অন্ধ হইয়া দৃষ্টি প্রার্থনায় তোমাদিগের শরণ লইতেছি; আসিয়া মুক্ত কর।

তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্তবে প্রীত হইয়া অশ্বিনীকুমার-দ্বয় তথায় অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, উপমন্যো! আমরা তোমার স্তুতিবাক্যে সাতিশয়

সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব প্রসাদস্বরূপ এই একখান পিষ্টক দিতেছি ধর, আহার কর। তাহা শুনিয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনাদিগের আজ্ঞায় উপেক্ষা করা বিধেয় নহে; কিন্তু উপাধ্যায় ধৌম্যকে উৎসর্গ না করিয়া ইহা ভক্ষণ করিতে সাহস করি না। তাঁহারা বলিলেন, তাহাতে হানি নাই। পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায়ের এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রীত হইয়া আমরা তাঁহাকেও এইরূপ এক অপূপ দিয়াছিলাম; তিনি তৎকালে গুরুকে উৎসর্গ না করিয়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার সদৃশ আচরণ করা ন্যায়-বিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু উপমন্যু তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া কহিলেন, আপনারা ক্ষমা করুন; আমি নিবেদন না করিয়া কিছুতেই পিষ্টক উপভোগ করিতে পারি না। তাহাতে তুষ্টচিত্ত হইয়া দেববৈদ্যযুগল কহিলেন, উপমন্যো! তোমার এই অকপট গুরুভক্তি দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, পূর্ব্ববৎ চক্ষুলাভ কর। তোমার মঙ্গল হউক। বৎস! তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত অয়োনির্ম্মিত কিন্তু আমাদিগের বাক্যে তোমার বদন সুবর্ণময় হইবে; অর্থাৎ তোমার গুরু শিষ্যদিগের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করেন; কিন্তু তুমি তোমার শিষ্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

এইরূপে তাঁহাদিগের প্রসাদে চক্ষু লাভ করিয়া উপমন্যু আশ্রমে আসিয়া ভক্তিভাবে গুরুচরণে প্রণাম করত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। গুরু তাহাতে হৃষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! তাঁহাদিগের বর বিফল হইবে না। মঙ্গল নিয়তই তোমার অনুগমন করিবে এবং নিখিল শাস্ত্রার্থ সকল অবস্থাতেই তোমার বুদ্ধিভূমিতে দেদীপ্যমান থাকিবে। এইরূপে উপমন্যুর গুরুভক্তি পরীক্ষিত হইল।

অনন্তর তৃতীয় শিষ্য বেদের অবসর। একদিন নিকটে ডাকিয়া ধৌম্য বেদকে আজ্ঞা করিলেন, বৎস! তুমি সমাহিত

হইয়া আমার সেবা করিতে থাক; দেখো; যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। বেদ যে আজ্ঞা বলিয়া পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধৌম্য যখন যে আজ্ঞা করেন, অশেষ যত্ন করিয়া তাহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, বাতাদি কিছুতেই তাঁহার উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে পারিল না।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, গুরু বেদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর অনুকূল হইয়া কহিলেন, বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বশাস্ত্র তোমার চিত্তে উদ্ভূত হউক। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষিত হইয়া বেদ গুরুর সম্মতি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করত গ্রহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন।

ঐ কালে তাঁহার তিন জন শিষ্য হইল। বেদের গুরুগৃহে কালযাপনের কষ্ট সমুদায়ই বিলক্ষণ মনে ছিল, সুতরাং তিনি নিয়োগ করিয়া শিষ্যদিগকে দুঃখ দিতে ভাল বাসিতেন না এবং বাস্তবিকও দিতেন না। এইরূপে কিছুকাল গত হয়। অনন্তর হঠাৎ এক দিন রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য আগত হইয়া বেদকে উপাধ্যায়স্বরূপে স্বীকার করিলেন।

কোন সময়ে প্রয়োজনবশতঃ বেদকে যজমানগৃহে যাইতে হইল। গমনকালীন তিনি আপন শিষ্য উতঙ্ককে ডাকিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! আমার অনুপস্থিতিসময়ে আমার কর্ত্তব্য যে কিছ কার্য্য গৃহে উপস্থিত হইবে, সে সমুদায়ই তুমি অবিলম্বে সমাধান করিবে। উতঙ্ক যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার প্রস্থানানন্তর বিশেষ মনোযোগসহকারে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস কুলকামিনীরা উতঙ্ককে ডাকিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! তোমার গুরুপত্নী ঋতুস্নান করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন; গুরুও উপস্থিত নাই; অতএব যাহাতে তাঁহার ঋতু-

বৈফল্য না ঘটে, এরূপ বিধান কর। তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন।

উতঙ্ক তাঁহাদিগের এই ন্যায়বিরুদ্ধ আজ্ঞায় হতবুদ্ধি ও ভীত হইয়া কহিলেন, গুরু তাঁহার সমুদায় কর্ত্তব্যসাধনে আমায় অনুমতি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ পাপাচরণে তাঁহার আদেশ নাই। সুতরাং আমি তোমাদিগের কথায় সম্মত হইতে পারি না।

অনন্তর বেদ গৃহে প্রত্যাগমন করত উতঙ্কের নির্ম্মল ধর্ম্মপরায়ণতা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি যথার্থ ন্যায় পূর্ব্বকই আমার সেবা করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক। আর আমার গৃহে থাকিয়া কষ্টভোগ করিবার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে বাঞ্ছিত দেশে গমন করিতে পার।

উতঙ্ক কহিলেন, গুরো! আপনার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়; কিন্তু বাসনা করি, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা স্বীকারে অনুগ্রহ করেন। শুনিয়াছি, দক্ষিণাগ্রহণ ও দান না করিলে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অকৌশল ঘটে এবং একের নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। বেদ কহিলেন, বৎস! সত্য বটে; কিন্তু অদ্য কিছু বলিতে পারিলাম না; সময়ক্রমে বলিব।

অনন্তর কিছুদিন গত হইলে, উতঙ্ক পুনর্ব্বার বেদকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা দিব। তিনি কহিলেন, উতঙ্ক! যদি দক্ষিণা দিতে একান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তোমার গুরুপত্নীকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর; তিনি কি প্রার্থনা করেন; তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেই আমায় দক্ষিণা দেওয়া হইবে। তদনুসারে উতঙ্ক অন্তঃপুরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আমার পাঠাদি সমস্ত সম্পন্ন হইয়াছে; গুরু গৃহগমনে অনুমতি করিয়াছেন; কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে মানস করিলে, তিনি কহি-

লেন, আপনার বাসনা পূর্ণ করিলেই তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া হইবে। অতএব আজ্ঞা করুন, কি অভিলাষ হয়। গুরুপত্নী কহিলেন, বৎস! বাসনা হয়, আগামী চতুর্থী দিবসে পৌষ্য-রাজপত্নীর শ্রবণবিলম্বি সুশোভন কুণ্ডলযুগল কর্ণে পরিয়া উপস্থিত বিপ্রমণ্ডলীকে পরিবেশন করি। যদি সেই দুই খান কুণ্ডল আনিয়া দিতে পার, মঙ্গল হইবে; নতুবা শ্রেয়ঃ-প্রত্যাশা নাই।

উতঙ্ক যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, পথে বৃহৎকায় বৃষের পৃষ্ঠে বসিয়া এক দীর্ঘকলেবর পুরুষ সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, উতঙ্ক! এই বৃষের মূত্র ও মল আহার কর। তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। তাহাতে পুনর্ব্বার বলিলেন, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় ইহার মলমূত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। উতঙ্ক আর উত্তর না করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া সত্বর পদসঞ্চারে আচমন করিতে করিতেই গমন করিলেন।

অনন্তর পৌষ্যের সভায় উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন, রাজন্! প্রার্থী হইয়া আপনার সন্নিধানে আসিলাম। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা করত কহিলেন, প্রভো! এ দাস আপনার কি রূপে পরিচর্য্যা করিবে, অনুমতি করুন। উতঙ্ক কহিলেন, আয়ুষ্মন্! যে দুই অমূল্য কুণ্ডল আপনার সহধর্ম্মিণীর শ্রবণশোভা সম্পাদন করিতেছে, আমি তাহাই প্রার্থনা করি। পৌষ্য কহিলেন, ভগবন্! পুরপ্রবেশ করিয়া আপনার দাসীকে আজ্ঞা করুন। তাহাতে তিনি অন্তঃপুরে গমন করিলেন, কিন্তু চারিদিক্ বিচরণ করত রাজ্ঞীর দর্শন না পাইয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করা ভবাদৃশ ব্যক্তির উচিত নহে। আপনার মহিষী অন্তঃপুরে নাই।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! ভাবিয়া দেখুন, বোধ হয়, আপনি সম্যক্ শুচি নহেন। রাজ্ঞী পতিধর্ম্মপরায়ণা। অশুচি থাকিলে, তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। উতঙ্ক চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পথে বৃষের মলমূত্র ভক্ষণ করিয়া শীঘ্রই উঠিয়া আচমন করিতে করিতেই চলিয়া আসিয়াছিলাম। রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! উঠিয়া আচমন করায় না করায় সমান। সুতরাং আপনি সত্যই অপবিত্র হইয়াছেন। তাহাতে উতঙ্ক হস্ত, পদাদি ধৌত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া স্নিগ্ধ, শীত ও হৃৎস্থানমাত্র গমনে পর্য্যাপ্ত সলিলবিন্দু দ্বারা বারত্রয় আচমন ও দুইবার মার্জ্জন এবং খনিসম্ভূত বারি দ্বারা উপস্পর্শন করিলেন। তদনন্তর পুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।

মহিষী বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করত গলে বস্ত্র দিয়া নমস্কার করিলেন এবং মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! কি অনুমতি করিতে এ দাসীকে অনুগ্রহ করিয়াছেন? উতঙ্ক কহিলেন, শুভে! আমার গুরুপত্নী তোমার কর্ণবিলম্বি কুণ্ডলদ্বয় গুরুদক্ষিণাস্বরূপে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি তাহাই যাচ্ঞা করি। রাজ্ঞী সন্তুষ্টমনে তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেখিবেন, পথে কোন প্রমাদ না ঘটে। পূর্ব্বে নাগকুলশ্রেষ্ঠ তক্ষক এই কুণ্ডলযুগললালসায় অনেক অনুনয় ও উপরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলপ্রয়াস হন নাই। সেই অবধিই ইহার প্রাপ্তিবিষয়ে বিলক্ষণ যত্নবান্ আছেন। উতঙ্ক কহিলেন, চিন্তা নাই, তক্ষক আমার হস্ত হইতে ইহা লইতে সমর্থ হইবে না। আমি এক্ষণে চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করি, প্রার্থিত সিদ্ধ হউক।

অনন্তর বেদশিষ্য অন্তঃপুর হইতে বহির্গত ও রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! প্রার্থিত প্রাপ্তিজন্য সম্যক্

তুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আসি। পৌষ্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! সাধু-সঙ্গম অতি বিরল। অতএব ভবাদৃশ অতিথি পাইয়া অমনি বিদায় দিতে সাহস হয় না। অভিলাষ হয়; সমুচিত সৎকার করি। অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করুন, কখন্ স্বীকার করা হইবে! উতঙ্ক কহিলেন, রাজন্! আমি প্রস্তুতই আছি; যদি অন্ন প্রস্তুত থাকে, আনিতে বলুন; এখনই গ্রহণ করিব। অনন্তর রাজাজ্ঞায় অন্ন আনিয়া উপস্থিত করা হইল; কিন্তু উতঙ্ক দেখিলেন, উহা উষ্ণ নাই; পুনশ্চ কেশগুচ্ছসম্পৃক্ত হইয়াছে; তাহাতে কোপপ্রজ্বলিত হইয়া অভিশাপ করিলেন, রাজন্! আহার করিতে অপবিত্র অন্ন প্রদান করিলে; অত-এব চক্ষুরত্ন হারাইবে। রাজা কহিলেন, আপনি পবিত্র অন্নে অশৌচসম্ভাবনা করিলেন; অতএব নির্ব্বংশ হইবেন; উতঙ্ক কহিলেন, প্রত্যক্ষ না করিয়া বিনাদোষে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। রাজা পরীক্ষা করত দেখিলেন, অন্ন যথার্থই অশুচি। তাহাতে উতঙ্কের স্তব করত ক্ষমা যাচ্ঞা করিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! যাহা বলিয়াছি, অবশ্যই ঘটিবে। আপনাকে অন্ধ হইতেই হইবে; কিন্তু বলিতেছি, অচিরাৎ মুক্ত হইবেন। এক্ষণে অপবিত্রতা দেখিতে পাইলেন; অতএব আপনার দত্ত অভিশাপের প্রতিসংহার করুন। রাজা কহিলেন, এ পর্য্যন্ত আমার কোপের কিছুমাত্র অবনতি হয় নাই। বিপ্রের অন্তঃকরণ নবনীতকোমল এবং বাক্য শাণিত ক্ষুরসদৃশ তীক্ষ্ণ; ক্ষত্রিয়ের অবিকল বিপরীত; তাঁহা-দিগের বাক্য অতি স্নিগ্ধ এবং চিত্ত সাতিশয় তীক্ষ্ণ। অতএব আমি আপনাকে শাপ হইতে মুক্ত করিতে পারি না।

উতঙ্ক কহিলেন, যথার্থদোষী হইলেও আপনাকে আমি শাপ হইতে মুক্ত করিলাম; কিন্তু আপনি আমাকে নির্দ্দোষী দেখিয়াও শাপের প্রত্যাহার করিলেন না। [illegible]

অভিশাপ আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যাইতে যাইতে দেখিলেন, পথে একজন ক্ষপণক আসিতেছে এবং চাক্ষুষ হইলেই লুকাইতেছে। তখন তিনি রাজ্ঞীদত্ত কুণ্ডলযুগল তীরে রাখিয়া স্নান তর্পণের নিমিত্ত সন্নিহিত সরোবরে অবতীর্ণ হইলেন। এই অবসরক্রমে পূর্ব্বোক্ত ক্ষপণক চুপে চুপে আগমন করতঃ ঐ কুণ্ডল লইয়া প্রস্থান করিল। উতঙ্ক ভক্তিসহকারে ইষ্টদেব ও গুরুদেবচরণে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া সাতিশয় বেগে উহার পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন। পরে যেমন ধরিলেন, অমনি ক্ষপণক সহসা তক্ষকরূপ প্রকাশ করতঃ বিদারিত ভূমার্গ দিয়া নাগ–লোকে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে উতঙ্ক আর অনুসরণে সমর্থ হইলেন না। তখন রাজ্ঞীর কথা মনে করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং হস্তস্থ দণ্ডদ্বারা ঐ স্থল খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল।

অনন্তর শচীপতি তাঁহার দুঃখে কৃপা প্রকাশ করিয়া অশনিকে অনুমতি করিলেন, অশনে! যাও, বিপ্রের আনুকূল্য কর। তাঁহার আজ্ঞায় যাইয়া অশনি ঐ দণ্ডাগ্রে অধিষ্ঠান করিলেন। তাহাতে দ্বার পাইয়া উতঙ্ক নাগলোকে অবতরণ করিলেন। প্রবেশ পূর্ব্বক অতিবিচিত্র অট্টালিকা ও উত্তুঙ্গ ধনিকভবন, অত্যুচ্চ তোরণদ্বার, নিম্নোন্নত ক্রীড়াস্থান প্রভৃতি নিরীক্ষণ করতঃ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুণ্ডলের অনুসন্ধান না পাইয়া পশ্চাদুক্ত স্তুতিবাক্যদ্বারা নাগকুলের আভিমুখ্যলাভে যত্নবান্ হইলেন।

যে সর্পগণের ঐরাবত রাজা, যাঁহারা পবনচালিত বিদ্যুদ্দামবিভূষিত লম্বমান জীমূতমালার ন্যায় যুদ্ধস্থলে পরম রমণীয়; যাঁহাদিগের প্রকার অতি বিচিত্র, যাঁহাদিগের

কর্ণ বিচিত্রবর্ণ কুণ্ডলে পরিশোভিত; যাঁহারা স্বর্গে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান; যাঁহাদিগের ঐরাবত হইতে উদ্ভব; যাঁহাদিগের গঙ্গার উত্তর কূলে নিবাস; আমি সেই সমুদায় সর্পকেই নমস্কার করি। ঐরাবত ভিন্ন তপনালোকে বিচরণ করিতে আর কে ইচ্ছা করিতে পারে? যখন ধৃতরাষ্ট্র গমন করেন, তখন অষ্টসহস্র অশীতি শত বিংশতি সর্প তাঁহার অনুগমন করেন। আমি সেই সমস্ত নাগ ও দূরস্থ নাগ ও ঐরাবতের ভ্রাতা সমূহ সকলকেই নমস্কার করি। নাগরাজ তক্ষক পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে খাণ্ডবে বসতি করিতেন; আমি কুণ্ডলপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার আরাধনা করি। ইক্ষুমতী নদীর নিকট কুরুক্ষেত্রে যখন তক্ষক বাস করেন, তখন অশ্বসেন নামে নাগ তাঁহার নিয়ত সহচর ছিলেন, আমি তাঁহাকেও নমস্কার করি। তক্ষকসুত শ্রুতসেন সর্পকুলের আধিপত্যলাভের বাসনায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকেও নমস্কার করি।

উতঙ্ক এইরূপ স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল পাইলেন না, তখন নিতান্ত চিন্তিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেখিলেন, দুই স্ত্রী একখানি তন্ত্রে সিত ও অসিত সূত্র সংযুক্ত করতঃ বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। পরে দেখিলেন, ছয় জন কুমার একখানি অতি সুদৃশ্য দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র অনবরত পরিবর্ত্তন করিতেছে। অন্যস্থানে দেখিলেন, একটি মনোরম অশ্বের সন্নিকটে একজন পুরুষ বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদিগেরও স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে তিনশত ষষ্টিসংখ্যক অর সংযুক্ত রহিয়াছে এবং ছয় কুমার ইহাকে নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেছে। এই বিশ্বরূপ যুবতীযুগল সিত ও অসিত তন্তুদ্বারা অনবরত বস্ত্র বয়ন করতঃ সমস্ত লোকের চালনা

করিতেছেন। বজ্রের অধিকারী ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা, বৃত্র ও নমুচির নিহন্তা শচীপতি সেই বসন পরিধান করিয়া লোকে সত্য মিথ্যার প্রচার করেন। আমি সাগরগর্ভসম্ভূত অশ্বরূপী অগ্নিবাহন সেই ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রকে নমস্কার করি।

তাহাতে প্রসন্ন হইয়া ঐ পুরুষ কহিলেন, উতঙ্ক! তোমার স্তবে সন্তোষ লাভ করিয়াছি; অনুরূপ বর প্রার্থনা কর। উতঙ্ক কহিলেন, যাহাতে নাগকুল আমার বশবর্ত্তী হয়, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। পুরুষ উত্তর করিলেন, তবে এই ঘোটকের অপানদেশে ফূৎকার দেও। উতঙ্ক পুরুষবাক্যে ঘোটকের অপানে ফূৎকার দিলে তাহার শরীর হইতে সধূম অগ্নিশিখা বিনির্গত হইয়া নাগকুল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে ভীত হইয়া তক্ষক কুণ্ডলহস্তে উতঙ্কের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! ক্ষান্ত হউন, এই আপনার কুণ্ডল গ্রহণ করুন। এইরূপে উতঙ্ক কুণ্ডল লাভ করিলেন; কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য সেই চতুর্থী; আমিও অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিরূপে গিয়া গুরুপত্নীকে কুণ্ডল সমর্পণ করতঃ চরিতার্থ হই। পুরুষ তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি ভাবিতেছ? উতঙ্ক সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, বৎস! এই অশ্বে আরোহণ কর, ক্ষণমাত্রেই তোমারে অভীষ্টদেশে লইয়া যাইবে। উতঙ্ক তাঁহার বাক্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

এ দিকে উপাধ্যায়পত্নী স্নান করিয়া কেশসংযম করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য চতুর্থী উপস্থিত; আমিও অন্যান্য বেশভূষা প্রায় সমাপন করিলাম; কিন্তু কই, কুণ্ডল লইয়া উতঙ্ক এখনও ত আসিল না। যাহা হউক, কিঞ্চিৎকাল দেখা যাউক। অনন্তর যত বিলম্ব হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যস্ত হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে ক্রোধে অধীর

হইয়া অভিশাপ করিতে উদ্যত হইলেন; অমনি অশ্ববাহনে আসিয়া উতঙ্ক কুণ্ডলযুগল চরণে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন গুরুপত্নী প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! উত্তম সময়েই উপস্থিত হইয়াছ। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলেই অভিশাপ করিয়াছিলাম। এখন যাও; আশীর্ব্বাদ করি, ইষ্টসিদ্ধি হউক। উতঙ্ক এইরূপে গুরুপত্নীর অনুমতি লইয়া বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন।

গুরু তাঁহাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! মঙ্গল ত? এত দিন কোথায় ছিলে? তিনি কহিলেন, গুরো! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডল লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার অনুসরণ করতঃ নাগলোকে গিয়াছিলাম; তাহাতেই এত বিলম্ব হইল। প্রভো! সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক স্থানে বিশ্বরূপ যুবতীদ্বয় অপূর্ব্ব তন্ত্রে সিত ও অসিত সূত্র সংযুত করিয়া পট প্রস্তুত করিতেছেন; অপর স্থানে ছয় জন কুমার তিনশত ষষ্টিসংখ্যক অরবিশিষ্ট একখানি অত্যাশ্চর্য্য চক্র নিয়ত ঘুরাইতেছে; অন্য স্থানে দেখিলাম, একটী উন্নতকায় অশ্বের সন্নিকটে এক পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। যাইবার সময় পথে একটী বৃষের পৃষ্ঠে এক জন পুরুষকে দেখিয়াছিলাম; আমাকে ডাকিয়া ঐ বৃষভারূঢ় পুরুষ বৃষের মলমূত্র ভক্ষণে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ আমি তাহার কথা গ্রাহ্য করি নাই। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি পূর্ব্বে ঐ বৃষের মলমূত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমিও উহার মলমূত্র ভক্ষণ করিয়াছিলাম। গুরো! ইহাঁরা কে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় দিউন্।

বেদ উত্তর করিলেন, বৎস! যে দুই যুবতীর উল্লেখ করিলে, তাঁহাদিগের এক জন পরমাত্মা ও অন্য জীবাত্মা; যে চক্রের কথা কহিলে, সে বৎসর; তাহাতে যে সকল

সিত ও অসিত সূত্র সংলগ্ন আছে, সেগুলি দিন ও যামিনী। সেই ছয় জন বালক ছয় ঋতু; যে পুরুষের কথা কহিলে, তিনি পর্জ্জন্য। আর যে অশ্ব দেখিয়াছ, তিনি অগ্নি। যাইবার সময় যে পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তিনি পুরন্দর এবং তাঁহার বৃষভ সাক্ষাৎ সুরদন্তী ঐরাবত। বৎস! ঐ বৃষের যে মল ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা মল নয়, পীযূষ; ঐ পীযূষ ভক্ষণ করিয়াই নাগলোকে প্রাণরক্ষা করিয়াছ। দেবরাজ পুরন্দর আমার মিত্র; সেই হেতুক, দয়া প্রকাশ করিয়া তোমায় বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; নচেৎ কুণ্ডলোদ্ধার বড় সহজ হইত না। উতঙ্ক! তোমার অসামান্য কার্য্যে সম্যক্ প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে আজ্ঞা করিতেছি, স্বস্থানে প্রস্থান কর; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক।

উতঙ্ক গুরুর আজ্ঞায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তক্ষকাশ্রয় ক্রোধ নিয়ত তাঁহার মনঃপীড়া উৎপাদন করিতে লাগিল। তিনি প্রতিবিধানচেষ্টায় উৎসুক হইয়া বিশেষ চিন্তা করতঃ জনমেজয়ের সভায় প্রস্থান করিলেন। রাজা মন্ত্রিবর্গে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় উতঙ্ক উপস্থিত হইয়া জয়োচ্চারণ করতঃ কহিলেন, রাজন্! অবশ্যবিধেয় কর্ম্মে মনোযোগ দেখিতেছি না, তুচ্ছ বিষয়ে লিপ্ত হইয়া শিশুর ন্যায় বৃথা সময়ক্ষেপ করিতেছেন। রাজা যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! নিজ পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেছি; কোন্ বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া উল্লেখ করুন।

পুণ্যাত্মা বিপ্রচূড়ামণি উতঙ্ক উত্তর করিলেন, আয়ুষ্মন্! আমি আপনাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে আসিয়াছি, তাহাতে আমার বিশেষ লাভ নাই। সেটী আপনারই করা উচিত। নাগাপসদ তক্ষক পূর্ব্বে আপনার জনককে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি তাহার প্রতি-

শোধের কোন চেষ্টাই করিতেছেন না; দুষ্ট আপনার পিতৃদেবের হিংসা করিয়া কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মই করিয়াছে! স্বর্গীয় মহীপতি অধমের নিকট কোন অপরাধই করেন নাই। নৃশংস অকারণে দংশন করিয়া অশনিতাড়িত বিটপীর ন্যায় তাঁহাকে পাতিত করিয়াছে। রাজন্! ভাবিয়া দেখুন, ধূর্ত্ত যখন দেখিল, কশ্যপ আপনার জনকের বিষোপশম করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন, তখন কি দুষ্টাশয়তাই প্রকাশ করিয়া অর্থদানে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়। মহারাজ! অধিক হইয়াছে; সেই পিতৃঘাতীর প্রতিবিধানে অলস থাকা আর উচিত হয় না। শীঘ্রই সর্পযজ্ঞের আরম্ভ করুন এবং তাহাতে ঐ পাপের আত্মাকে প্রজ্বলিত শিখীমুখে আহুতি দিয়া নির্ব্বৃত হউন। তাহাতে আপনার অবশ্যবিধেয় শত্রুদমন সাধিত হইবে এবং আমারও কিঞ্চিৎ প্রিয়বিধান করিয়া আনুসঙ্গিক পরোপকারজন্য পুণ্য উপার্জ্জন করিবেন। রাজা ঘৃতসংযোগে হুতভুকের ন্যায় উতঙ্কবাক্যে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি একান্ত অধীর হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট মন্ত্রিদিগকে পিতার নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনে অনুমতি করিলেন। উতঙ্কের বাক্যেই যথেষ্ট হইয়াছিল; মন্ত্রিদিগের বর্ণনায় আর কিছু করিতে পারিল না। রাজার চিত্তশান্তি সেই অবধিই তিরোহিত হইল। উত্তরকালে দুঃখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

পৌষ পর্ব্ব নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবর্ষবিস্তৃত যজ্ঞে সমুপস্থিত তাপসগণকে সম্বোধন করিয়া সৌতি কহিলেন,

ঋষিগণ! এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, অনুমতি করুন, বলিতে প্রস্তুত আছি। তাপসেরা বলিলেন, সৌতে! আমরা যোগসংক্রান্ত যে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর সময়ক্রমে দিও। কিন্তু কুলপতি শৌনক এখন অগ্নিগৃহে রহিয়াছেন; সুরাসুর, মানব, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলের উপখ্যান তিনি বিশেষরূপে জানেন; বিশেষতঃ বিধেয়-নিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক, যথার্থবাদী, সংযমী, তপস্বী, শমনিরত, মহর্ষি শৌনক এই ব্রতের প্রযোক্তা ও আমাদিগের সকলেরই পূজ্য; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান প্রতীক্ষা কর। আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি যে বিষয় আজ্ঞা করিবেন, তাহাই বর্ণন করিবে। সৌতি কহিলেন, তবে তাহাই হইবে।

শৌনক অনতিবিলম্বে স্তুতি দ্বারা অমরদিগের এবং উদক্ দ্বারা পিতৃগণের তুষ্টিসম্পাদন করিয়া ঋষিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে কথার আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, সৌতে! শুনিয়াছি, তোমার জনক নিখিল পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; বোধ হয়, সে সমুদায়ই তুমি শিখিয়াছ। পুরাণে অমর ও প্রধান প্রধান মানবদিগের উৎপত্তিবিবরণ উল্লিখিত আছে। তোমার জনকের মুখে আমরা সমুদায় শুনিয়াছি। এখন প্রথমতঃ ভৃগুবংশের উৎপত্তি শুনিতে বাসনা হয়; অতএব বলিতে আরম্ভ কর।

সৌতি বলিলেন, ভগবন্! আপনি পুরাণে যাহা শুনিয়াছেন, ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যে সকল বিষয় পাঠ ও বর্ণন করিয়াছেন, আমার জনক যে কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আমিও যে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি, তৎসমুদায়ই আপনাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেছি, মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। প্রগাঢ় ভৃগুবংশ অমরগণ ও তপস্বীদিগের মানীয়। সেই বংশের উৎপত্তি পুরাণে যে প্রকারে কথিত আছে, আমি অবিকল সেইরূপ বর্ণনা করিতেছি, অবধান করুন।

শুনিয়াছি, বরুণযজ্ঞে অনাদি প্রজাপতি স্বয়ং বৃত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞাধিষ্ঠিত বহ্নিগর্ত্ত হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুদ্ভূত হন। চ্যবন নামে অতি তুল্লর্লভ তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ধার্ম্মিকবর প্রমতি ঐ চ্যবনের সন্তান। প্রমতি ঘৃতাচীর নাম্নী সুলক্ষণসম্পন্না কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী উদরে রুরুর উৎপত্তি হয়। রুরু প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন। প্রমদ্বরার উদরে মহর্ষি শুনক জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই আপনার প্রপিতামহ। ঋষিপুঙ্গব শুনক বেদপাঠনিরত, তপস্বী, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিৎ, সত্যপ্রিয় ও সংযতেন্দ্রিয় বলিয়া জগতে বিখ্যাত আছেন।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌতে! ভৃগুতনয় কি কারণে চ্যবননামে খ্যাত হইয়াছেন; জানিতে ইচ্ছা হয়। তিনি উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! বরবর্ণিনী পুলোমা ভৃগুর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এক দিন ভৃগু পত্নীকে কুটীরে রাখিয়া স্নান করিবার জন্য নদীতে গমন করেন। ঐ অবসরে পুলোমা নামে রাক্ষস ছদ্মবেশে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপরায়ণা ভৃগুকামিনী অতিথি উপস্থিত দেখিয়া, কাননসুলভ ফল মূলদ্বারা যথাবিধি পরিচর্য্যা করিলেন। দুরাত্মা রাক্ষস তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মনসিজবাণে ব্যথিত

হইল এবং অনায়াসে হরণ করিয়া সুখী হইব ভাবিয়া, আনন্দে উথলিয়া উঠিল। দুর্ব্বৃত্ত বিবাহ করিবে বলিয়া পুলোমার জনককে ইতিপূর্ব্বে প্রার্থনা করে। কিন্তু পিতা তাহাতে অনাদর করিয়া যথাবিধানে ভৃগুকে দুহিতা সমর্পণ করেন। রাক্ষস সেই অবধিই প্রতিশোধ খুজিতে ছিল। এখন দেখিল, সেই চিরবাঞ্ছিত হৃদয়েশ্বরী ভৃগুকুটীরে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং হরণে উদ্যত হইল।

দুরাশয় এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশ করতঃ দীপ্ত হুতবহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, ভগবন্! আপনি অমরমাত্রেরই অগ্রগণ্য; যথার্থ বলুন, এই বরবর্ণিনীকে কে বিবাহ করিয়াছে? আমি বিবাহ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে ইহাঁর পিতাকে প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি আমার মনোরথ পূর্ণ করেন নাই। ভগবন্! সেই অবধিই আমি দুঃসহ মনঃপীড়া সহ্য করিতেছি। সত্য করিয়া বলুন, সুদতী ভৃগুর সহধর্ম্মিণী কি না? দেব! যদি সত্যই হয়, তবে পাপাত্মা আমার পূর্ব্ববৃত পত্নীকে হরণ করিয়াছে; সুতরাং অবসর পাইয়াছি, এক্ষণে এই সহায়হীনা সুন্দরীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিব। ভগবন্! আপনি আচরিত পাপপুণ্য অবলোকন করতঃ প্রাণীমাত্রেই বর্ত্তমান আছেন। যথার্থ বলুন, ন্যায়মতে আমি ইহাঁকে হরণ করিতে পারি কি না?

অগ্নি দেখিলেন, উভয় শঙ্কট; অস্বীকার করিলে, মিথ্যাকথনজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। স্বীকার করিলে, ভৃগুর দুরন্ত অভিসম্পাত ভয়। যাহা হউক; অবশেষে সত্য কহিতেই স্থিরনিশ্চয় হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাক্ষস! তুমি ইহাকে প্রার্থনামাত্র করিয়াছিলে; যথোক্ত বিধানানুসারে বিবাহ কর নাই; সুতরাং ইনি তোমার ভার্য্যা কিরূপে হইবেন? কিন্তু পিতা আমাকে সাক্ষী করিয়া বেদবিহিত

অনুষ্ঠানক্রমে পুলোমাকে ভৃগুকরে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং তিনিও তদনুসারে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সুন্দরী তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী। তবে তুমি যাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলে, ইনি সেই পুলোমাই বটেন। অযথার্থ বলিতে সাহস হয় না; তাহাতে যথেষ্ট অপমান।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, বিপ্র! অগ্নির এই কথা শুনিয়া রাক্ষস বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পুলোমাকে হরণ করতঃ পবনের ন্যায় সত্বরে প্রস্থান করিল। ভৃগুপত্নী ঐ কালে গর্ব্ভবতী ছিলেন; কুক্ষিস্থ সন্তান দানবের এই দুরাচার নিরীক্ষণ করিয়া কোপভরে সহসা নিঃসৃত হইলেন। সেই জন্যই লোকে তাঁহাকে চ্যবন বলিয়া জানে।

দুর্ব্বৃত্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসন্নিভ সদ্যোজাত বালককে নিরীক্ষণ করিয়া দ্বিজপত্নীকে নিক্ষেপ করিয়া যেমন ভয়ে পলাইতে উদ্যোগ করিল, অমনি ভস্মপিণ্ডে পরিণত হইল।

পুলোমা ক্ষণপ্রসূত শিশুকে বক্ষে রাখিয়া কান্দিতে কান্দিতে আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার নেত্র-বিগলিত অজস্র অশ্রুধারা সম্ভূত ও নদীরূপে পরিণত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কমলজ, পুত্রবধূকে কান্দিতে দেখিয়া নিকটে আবির্ভূত হইলেন এবং নানারূপে আশ্বাস দিয়া সান্ত্বনা করিলেন। পিতামহ, বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল বলিয়া ঐ অশ্রুসম্ভূত স্রোতস্বতার বধূসরা নামে নামকরণ করিলেন।

এ দিকে ভৃগু স্নান পূজা করিয়া আসিতে আসিতে দেখি-

লেন, পথে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া ব্রাহ্মণী প্রত্যাগমন করিতেছেন। তিনি পত্নীকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পুলোমা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। ঋষি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, চারুস্মিতে! তুমি যে, আমার সহধর্ম্মিণী, দুরাত্মা চৌর দানব তাহা অবগত ছিল না। যথার্থ বল, কে তাহাকে বলিয়া দিল? তৎকালে আমার অভিসম্পাতভয় কি তাহার মনে উদিত হয় নাই? আমার শাপে কম্পিত না হয়, জগতে এমন প্রাণী কোথায়? শীঘ্র বল, আমি এখনই তাহাকে অভিশপ্ত করিব। পুলোমা বলিলেন, আর্য্য! ভগবান্ হব্যবাহ আমায় আপনার পত্নী বলিয়া ঐ রাক্ষসকে বলিয়া দেন; তদনন্তর ঐ দুর্ব্বৃত্ত আমাকে লইয়া প্রস্থান করে। আমি সমস্ত পথ কুররীসদৃশ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে গমন করি। অবশেষে আপনার এই তনয়ের মাহাত্ম্যে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। ভৃগু তচ্ছ্রবণে অমর্ষজ্বলিত হইয়া অগ্নিকে অভিশপ্ত করিলেন "আজি হইতে সর্ব্বভুক্ হইবে।"

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

অনন্তর বৈশ্বানর কোপজ্বলিত হইয়া বলিলেন, বিপ্র! বিনাদোষে কেন আমাকে এই ঘোর শাপ দিলেন? রাক্ষস আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; সুতরাং আমি ধর্ম্মপালনের জন্য যথার্থই বলিয়াছি। কথিত আছে, যে ব্যক্তি আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, অযথার্থ উল্লেখ করে, অথবা উত্তর না দেয়, সে আপনার ঊর্দ্ধ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষ নিরয়গামী করে। আপনাকে অভিশপ্ত করিতে আমা-

রও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে; কিন্তু বিপ্রকুলের প্রতি আমার অবিচলিত শ্রদ্ধা আছে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আপনি সকলই জানেন। তথাপি কিছু বলি, অবধান করুন।

আমি যোগপ্রভাবে আপনাকে নানারূপে পৃথক্ করিয়া পাত্র অনুসারে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান ও জ্যোতিষ্টোমাদি অনুষ্ঠান সমূহ আশ্রয় করিয়াছি। দেবগণ ও পিতৃগণ, বেদবিহিত ব্যবস্থানুসারে আমাতে আহুতিস্বরূপে প্রদত্ত হইলেই, ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমাতে আহুতিস্বরূপে প্রদত্ত সোমরসাদিই দেব ও পিতৃগণের শরীর পুষ্টি করে। দেবতা ও পিতৃগণের নিমিত্তই দর্শ পৌর্ণমাস অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং দেব ও পিতৃগণ একই। তাঁহারা পর্ব্বভেদে সমবেত ও স্বতন্ত্র হইয়া অর্চ্চিত হন। পিতৃগণ উদ্দেশে অমাবস্যায় ও দেবগণ উদ্দেশে পূর্ণিমায় আহুতি অর্পিত হয়। সেই হুত সামগ্রী সকল, দেব ও পিতৃগণ আহার করেন; অতএব আমি তাঁহাদিগের উভয়েরই মুখ হইয়া কিরূপে সর্ব্বভুক্ হইতে পারি।

অনন্তর কিছুক্ষণ ভাবিয়া অগ্নি ঋষিদিগের যাবতীয় অনুষ্ঠান হইতে আত্মাকে সংহার করিলেন। তাহাতে ওঁকার, বষট্কার, স্বধা, স্বাহা সমুদায়েরই নিবৃত্তি হইল; সুতরাং প্রাণিবর্গ ঘোর কষ্টে নিপতিত হইল। তখন যাবতীয় তাপসেরা চিন্তান্বিতচিত্তে অমরসমীপে গমন করতঃ আবেদন করিলেন, অমরবৃন্দ! ভৃগুশাপে ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নি আত্মসংহার করিয়াছেন; তন্নিবন্ধন আমাদিগের সমুদায় অনুষ্ঠানই রহিত হইয়াছে; সুতরাং লোকত্রয় কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইতেছে না। ঘোর শঙ্কট উপস্থিত; ত্বরায় প্রতিবিধান করুন। তচ্ছ্রবণে অমরেরা বিপ্রকুলসমভিব্যাহারে পিতামহের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রার্থনায় ব্রহ্মা অগ্নিকে ডাকিয়া স্নিগ্ধবাক্যে ক্রোধ শান্তি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন; হুতবহ! তুমি নিখিল

জীবের প্রভব ও অন্তক; তুমি জ্যোতিষ্টোমাদি অনুষ্ঠানসমূহের প্রযোক্তা এবং তুমিই লোকত্রয় বহন করিতেছ; সুতরাং অনুষ্ঠানসমূহের লোপ করিতে উদ্যত হওয়া তোমার উচিত হয় না। তুমি প্রভু হইয়া এরূপ মোহে আচ্ছন্ন হইতেছ কেন? তুমি সর্ব্বস্থানে নিয়ত শুচি; তোমা ব্যতীত জীব কোন কর্ম্মই করিতে পারে না; সুতরাং নিখিল অবয়ব দ্বারা তুমি সর্ব্বভুক্ হইবে না। তোমার গুহ্যস্থ শিখা ও মাংসভক্ষিকা তনু, ইহারই সর্ব্বভুক্ হইবে। তপনের করসংযোগে যাবতীয় পদার্থই পবিত্রতা লাভ করে; আমি বলিতেছি, অদ্যাবধি তোমার অর্চ্চিস্পৃষ্ট হইলেই সমুদায় সামগ্রী পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। বৈশ্বানর! তুমি স্বয়ংসম্ভূত পরজ্যোতিঃ; সুতরাং স্বয়ংই ভৃগুশাপের সফলতা সম্পাদন কর এবং পূর্ব্ববৎ মুখস্বরূপে দেবগণের, পিতৃগণের ও আপনার যজ্ঞাংশ আদান করিতে থাক।

বৈশ্বানর বিধাতার বাক্যে তথাস্তু বলিয়া স্বীয় ভারগ্রহণ করিতে প্রস্থান করিলেন। বিপ্রবর্গও বিদায় লইয়া পূর্ব্ববৎ হৃষ্টান্তঃকরণে যাগাদি করিতে লাগিলেন। দেবতা, মনুষ্য সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। শাপমোচনজন্য হুতবহও প্রভূত প্রীতি অনুভব করিলেন। ঋষে! অগ্নির প্রতি ভৃগুর অভিশাপ, পুলোমা দানবের নিপাতন ও চ্যবনের উদ্ভবসংক্রান্ত প্রাক্তন বৃত্তান্ত এই বর্ণন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ভগবন্! চ্যবনের ধর্ম্মপত্নী সুকন্যার গর্ভে তেজঃপুঞ্জ প্রমতি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রমতি ঘৃতাচীকে

বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে রুরুনামক পুত্র উৎপাদন করেন। প্রমদ্বরা নামে রুরুর সহধর্ম্মিণী। শুনক প্রমদ্বরার উদরে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে সেই তেজোরাশি রুরুর নিখিল বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম, মনোযোগ করুন।

প্রাচীনকালে অশেষশাস্ত্রবিৎ তপস্যারত, সকলের শুভা-কাঙ্ক্ষী এক মুনি ছিলেন; তাঁহার নাম স্থূলকেশ। সেই কালে সুরকামিনী মেনকা গন্ধর্ব্বপতির ঔরসসম্ভূত গর্ব্ভ-ধারণ করেন। লজ্জাহীনা, স্নেহবর্জ্জিতা মেনকা কালপূর্ণ হইলে স্থূলকেশের আশ্রমোপকণ্ঠে প্রসব করতঃ সন্তান নিক্ষেপ করিয়া নদীতে প্রস্থান করিল। ঋষি তথায় উপান্ত-নিক্ষিপ্ত, নিঃসহায়, অমরতনয়ার ন্যায় মনোহারিণী কন্যাকে দেখিয়া স্নেহবশতঃ আশ্রমে আনিয়া নিজদুহিতার ন্যায় ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যথাবিধানে যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিলেন। ললনা প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত কান্তিধারণ করিতে লাগিলেন। কি সৌন্দর্য্য, কি গুণ, কি চরিত্রে, কিছুতেই কোন কামিনী তাঁহার সদৃশ হইল না। সেই হেতু ঋষি তাঁহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

একদিন স্থূলকেশের আশ্রমে প্রমদ্বরাকে দেখিয়া রুরু মনসিজশরে বিদ্ধ হইলেন এবং সহচরমুখে জনকসমীপে আপন হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত করিলেন। সেই হেতু, প্রমতি তন-য়ের নিমিত্ত স্বয়ং স্থূলকেশ ও সন্নিহিত পূর্ব্বফল্গুণি নক্ষত্রে লগ্ন স্থির করিয়া রুরুকে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন।

অনন্তর একদিন সুন্দরী সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; ঐ স্থলে এক ভুজঙ্গ নিদ্রিত ছিল। সুদতী না দেখিয়া দৈববশে ঐ সর্পের শরীরে পদার্পণ করিলেন। সর্প অমনি দংশন করিল। প্রমদ্বরা সর্পবিষে বিবর্ণ, শ্রীভ্রষ্ট

ও বিচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অঙ্গশোভি আভরণ ভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইল। কৃশোদরী মৃতপ্রায় হইয়া সহচরীদিগের হৃদয়বেদনা উৎপাদন করিলেন; কিন্তু তাহার অলৌকিক রমণীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা বরং বৃদ্ধিই পাইল। বোধ হইল যেন, নিতম্বিনী নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন। স্থূলকেশ ও অন্যান্য যে কেহ আসিয়া সেই ভূতলপতিত পদ্মকুসুম নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহারই চিত্ত বিমোহিত হইল।

ক্রমে প্রমদ্বরাকে সর্পে দংশন করিয়াছে শুনিয়া স্নেহবশতঃ স্বস্তি আত্রেয়, মহাজানু, আর্ষ্টিষেণ, শঙ্খমেখল, উদ্দালক কঠ, শ্বেত, ভরদ্বাজ কৌণকুৎস্থ, গৌতম এবং পুত্রের সহিত প্রমতি, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া সর্পবিষে প্রমদ্বরা প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন, দেখিয়া সকলেই তারস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ভগবন্! গতাসু প্রমদ্বরাকে বেষ্টন করিয়া অভ্যাগত তাপসেরা এইরূপে কান্দিতে লাগিলেন। কিন্তু রুরু তথা হইতে প্রস্থান করতঃ একাকী কাননে প্রবেশ করিয়া অতি করুণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হায়! অদ্য কি দুর্দ্দৈবই ঘটিল! প্রাণেশ্বরী প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন। প্রেয়সি! আসিয়া দেখ, আমার কি দশা উপস্থিত! বান্ধবেরাই বা তোমার জন্য কি হৃদয়ভেদী শোক প্রকাশ করিতেছেন! যদি কখন দান করিয়া থাকি, কায়মনোবাক্যে গুরুজনের চরণসেবা করিয়া

থাকি, তবে সেই প্রভাবেই আমার চিত্তমোদিনী পুনরুজ্জীবিত হউক। আমি জন্মাবধিই সমাহিত হইয়া বিবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। প্রেয়সি! তুমি সেই মাহাত্ম্যেই উঠিয়া আমার তাপিত জীবন সুশীতল কর।

রুরু একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রণয়িনীর নামোল্লেখ করতঃ এইরূপে খেদ করিতেছেন, এমন সময় দেবদূত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রুরো! দুঃখভরে প্রভূতই পরিতাপ করিলে; কিন্তু সেসমুদায়ই অনর্থক। মর্ত্ত্যলোকে মরিলে, আর কেহই প্রত্যাগমন করে না। অপ্সরদুহিতা প্রমদ্বরা আর জীবিত নাই; সত্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং শোক করা বিধেয় নহে। এখন সময়োচিত উপায় চিন্তা কর। বিধাতাও পূর্ব্বেই এক উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। যদি সেই বিষয় সম্পন্ন করিতে পার, তবে তোমার হৃদয়নন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইতে পার। যদি কন্যাকে আপন পরমায়ুর অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে ভবানী এখনি উজ্জীবিত হইয়া তোমার ভার্য্যা হন। রুরু কহিলেন, খেচরশ্রেষ্ঠ! এ কি সামান্য কথা! অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করিলাম; তুমি আমার লোচনানন্দিনীকে বাঁচাইয়া দেও।

দেবদূত তাঁহার বাক্যে প্রস্থান করতঃ গন্ধর্ব্বরাজকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় উত্তীর্ণ হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রুরুর পরমায়ুর অর্দ্ধেক লইয়া অপ্সরতনয়া প্রমদ্বরাকে উজ্জীবিত করুন। ধর্ম্ম তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এ দিকে প্রমদ্বরা যেন সুখসুপ্তিকার অবসানে নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন। বন্ধুবর্গ আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন। হে ব্রহ্মন্! সেই হেতুকই রুরুর সুদীর্ঘ পরমায়ুর অর্দ্ধেক নষ্ট হইল।

অনন্তর স্থূলকেশ ও প্রমতি হৃষ্টচিত্তে রুরু ও প্রমদ্বরার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সুখী হইলেন। দম্পতীও ইষ্টলাভে হৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সুখচিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ভগবন্! সেই অবধিই রুরু সর্পজাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, সর্প দেখিলেই, সংহার করিব এবং সেই হেতু বহুসংখ্যক সর্পের উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর এক দিন কাননে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন, একটী ডুণ্ডুভ সর্প শয়ান আছে। রুরু সর্প দেখিয়াই সংহারের নিমিত্ত লগুড় উত্তোলন করিলেন। ডুণ্ডুভ তাঁহাকে বধোদ্যত দেখিয়া বলিল, ব্রহ্মন্! আমি আপনার কোন অপকার করি নাই। অকারণে কুপিত হইয়া বিনাশের নিমিত্ত দণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন কেন?

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

রুরু উত্তর করিলেন, পূর্ব্বে এক সর্প আমার ভার্য্যাকে দংশন করে। প্রেয়সী তাহাতে পঞ্চত্ব পান। আমি সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিলেই সংহার করিব। সুতরাং আর তোমার নিস্তার নাই। ডুণ্ডুভ কহিল, ভগবন্! যে সকল সর্প প্রাণীকে দংশন করে, তাহারা ভিন্ন জাতি। সর্পনাম মাত্রেই আমাকে বধ করা আপনার উচিত হয় না। ডুণ্ডুভদিগের অনর্থ ও দুঃখ অন্য সর্পের সহিত সমান; কিন্তু অর্থ ও সুখ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বুঝিয়া বিনাশ করিবেন না। রুরু তাহার বাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,

সত্য বল, তুমি কে? এ অবস্থায় কেনই বা বাস করিতেছ? ডুণ্ডুভ কহিল, রুরো! আমি পূর্ব্বে সহস্রপাৎ নামে ঋষি ছিলাম। বিপ্রশাপে এই ডুণ্ডুভবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি।

রুরু বলিলেন, তোমার শাপের কারণ কি? কত দিনই বা এরূপে অবস্থিতি করিবে? জানিতে ইচ্ছা করি।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

ডুণ্ডুভ কহিলেন, রুরো! খগমনামে এক ব্রাহ্মণ আমার মিত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ও মহাতপস্বী। একদিন তিনি হোম করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমি গ্রহ-বশতঃ ক্রীড়াচ্ছলে একটী তৃণের ভুজঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলাম। তিনি প্রথমতঃ ভয়ে লুপ্তসংজ্ঞ হইলেন। ক্ষণপরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া কোপভরে আমায় অভিশপ্ত করিলেন, বিপ্র! ভুজঙ্গদ্বারা আমাকে ভয় প্রদর্শন করিলে; সুতরাং ভুজঙ্গে পরিণত হইবে, এবং এই তৃণময় ভুজঙ্গের যেরূপ বীর্য্য, সর্পদশায় তোমারও সেইরূপ বীর্য্য হইবে।

আমি তাঁহার সত্যবাদিতা ও তপঃপ্রভাব বিলক্ষণ জানিতাম; সুতরাং সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে নমস্কার করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করতঃ বলিতে আরম্ভ করিলাম, সখে! ইহাতে তোমার কৌতুক হইবে বলিয়াই করিয়াছিলাম; সত্য সত্যই ভয় দেখাইবার জন্য করি নাই। মিত্র বলিয়াও অনেক সাহস ছিল; সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া শাপের সংহার কর; প্রসন্ন হও। তিনি আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া উদ্বেগভরে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বলিলেন, আমি

কখনই মিথ্যা কহি নাই। যাহা বলিয়াছি, অবশ্যই হইবে; তবে এক কথা বলি, শ্রবণ কর। ভৃগুবংশে রুরুনামে প্রমতির পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি তাঁহার দর্শনে শাপ হইতে মুক্ত হইবে। তুমিই সেই প্রমতির পুত্র রুরু। আমি এখন আপন রূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ দিব।

এই বলিয়া তিনি ডুণ্ডুভবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মতেজঃপ্রদীপ্ত ঋষিরূপ ধারণ করিলেন এবং রুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম; সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়া কাহাকেও হিংসা করিও না। শ্রুতি আছে, ব্রাহ্মণ নিয়তসৌম্য, বেদবেদাঙ্গবিৎ ও সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী। অহিংসা, সত্যবচন, ক্ষমা ও বেদজ্ঞানবর্ত্তা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; হিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করা তোমার উচিত হয় না। দণ্ডধারণ, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে জনমেজয় যজ্ঞ করিয়া সর্পের সংহার করিতে প্রবৃত্ত হন; তাহাতে সর্পকুল প্রাণভয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। অনন্তর বেদমর্ম্মবিৎ তপস্বী আস্তীক তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

রুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুলের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন? মহর্ষি আস্তীকই বা কেন তাহাদিগকে উদ্ধার করেন? জানিতে বাসনা হয়। ঋষি কহিলেন, রুরো! ব্রাহ্মণমুখে সমুদায় আস্তীকচরিত শুনিতে পাইবে। এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রুরুও তাঁহার অন্বেষণ করতঃ

কাননের চতুর্দ্দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে ঋষির বাক্য স্মরণ করিয়া বিচেতন হইয়া পড়িলেন; অনন্তর জ্ঞান পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ পিতাকে আস্তীকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমতি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া পুত্রকে শান্ত করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

আস্তীক পর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, সৌতে! রাজা জনমেজয় কাহার পুত্র, কেনই বা যজ্ঞ করতঃ সর্পকুলের উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? যে আস্তীক মুনির কথা কহিলেন, তিনিই বা কে, কাহার পুত্র, কি কারণেই বা সর্পদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন? সমুদায় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

সৌতি কহিলেন, ভগবন্! আস্তীকচরিত অতি বিস্তৃত। ব্রাহ্মণেরা ইহাকে পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যাসশিষ্য সূতবংশসম্ভূত আমার জনক লোমহর্ষণ যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায়ই তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি; অতএব বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অবধান করুন।

পূর্ব্বকালে জরৎকারুনামে এক ঋষি ছিলেন। আস্তীক তাঁহারই পুত্র। জরৎকারু যাযাবরবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাপতিকল্প, ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী, মিতভোজী, তপোনিরত, ধর্ম্মমর্ম্মবিৎ ও সংযমী ছিলেন। স্নান ও দর্শনমানসে দিবাভাগে তীর্থ পর্য্যটন এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেই এক-

স্থানে অবস্থিতি করিতেন। বৃক্ষের গলিত পত্র তাঁহার আহার ছিল। নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন না। কখন কখন অনাহারেই ভ্রমণ করিতেন।

জরৎকারু এইরূপে কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠানে শীর্ণকলেবর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন দেখিলেন, এক স্থানে কতিপয় পুরুষ এক বৃহৎ গর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের পদ ঊর্দ্ধে ও মস্তক নিম্নভাগে ঝুলিতেছে। তাহাতে ব্যথিত হইয়া জরৎকারু জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনারা কে? কি কারণে নিভৃতবাসি-মূষিকভক্ষিত শেষপ্রায় এই বীরণস্তম্ব আশ্রয় করিয়া নিম্নমুখে বাস করিতেছেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি। আমাদিগের বংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেই হেতু, এইরূপ অধোগতি ঘটিতেছে। সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় আমাদিগের এই দুর্দ্দশা হইতেছে। জরৎকারু নামে আমাদিগের এক পাপিষ্ঠ সন্তান অদ্যাপি জীবিত আছে। কিন্তু সেই মূঢ় বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদনে বিমুখ হইয়া বৃথা তীর্থ পর্য্যটন করতঃ কঠোরব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছে। হে অনঘ! তুমি কে? কি নিমিত্তই বা সহৃদয়ে বন্ধুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিতেছ? তিনি কহিলেন, পিতৃগণ! আমিই সেই জরৎকারু। আপনারা আমারই পূর্ব্ব পুরুষ। এখন অনুমতি করুন, কি অনুষ্ঠান করি? তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো! যাহাতে বংশলোপ না ঘটে, এরূপ আচরণ কর। তাহাতে তোমার নিজের ও আমাদিগের উভয় পক্ষেরই শ্রেয় হইবে। ধর্ম্মও নষ্ট হইবে না। পুত্র! লোকে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিয়া যে রূপ প্রশংসীয় দশা লাভ করে, বহুকাল তপস্যা ও বিবিধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও সেরূপ করিতে পারে না। অতএব বলিতেছি, বিবাহ করিয়া যাহাতে সন্তান জন্মাইতে

পার, চেষ্টা দেখ। তাহা হইলেই আমাদিগের যথেষ্ট মঙ্গল হইবে।

জরৎকারু বলিলেন, আমি সুখভোগলালসায় বিবাহ বা ধর্ম্মচিন্তা করিব না; কিন্তু আপনাদিগের ইষ্টসাধন হইবে বলিয়া দার পরিগ্রহ করিব। তবে এই এক কথা রহিল, যদ্যপি বধূর নাম আমার সহিত এক হয় এবং তাহার আত্মীয়েরা স্বেচ্ছায় ভিক্ষাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলেই বিধিবৎ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অনুমতি প্রতিপালন করিব। কিন্তু আমি নিঃস্ব; নির্ধনকে কেহ স্বেচ্ছায় দুহিতা সম্প্রদান করে, সম্ভব হয় না। যাহা হউক, চেষ্টিত রহিলাম; পাইলে নিশ্চয়ই বিবাহ করিব। পিতৃগণ! তাহাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতেই আপনাদিগের নিষ্কৃতি হইবে। তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ করিয়া নির্ব্বৃত হইবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মন্! এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া জরৎকারু অনুরূপ পত্নী অন্বেষণ করতঃ সংসারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সফলপ্রয়াস হইলেন না। অনন্তর এক দিন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ ক্ষীণস্বরে তিন বার পত্নী প্রার্থনা করিলেন। অমনি বাসুকি সোদরাকে লইয়া পাতাল হইতে উত্থান করতঃ তাঁহাকে সম্প্রদান করিতে প্রস্তাব করিলেন। জরৎকারু পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কন্যা স্বসমাননাম্নী হয় কি না, সন্দেহ করতঃ প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন। অনন্তর বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, ভুজঙ্গমরাজ! সত্য করিয়া বল, তোমার এই ভগিনর নাম কি? বাসুকি বলিলেন, ঋষে! ইহাঁর নাম জরুৎকারু। ইনি আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনী। আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব বলিয়া ইহাঁকে প্রতিপালন করিয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। মুনি স্বীকার করিয়া বিধানানুসারে বিবাহ করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে সর্পজননী পুত্রদিগকে অভিশাপ দেন, জনমেজয়ের যজ্ঞে অনিলসখা অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সেই শাপের প্রতিবিধানসাধনের নিমিত্ত বাসুকি আপন ভগনীকে জরৎকারু ঋষিকে সম্প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরে জরৎকারুর গর্ব্ভে মুনির আস্তীক নামে পুত্র জন্মিল। আস্তীক অল্পকালের মধ্যে সমুদায় বেদ, বেদাঙ্গ শিক্ষা করিলেন এবং তপস্বী, মহাত্মা ও সকল প্রাণীর অভয়প্রদ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে পাইয়া পিতা মাতার সকল শঙ্কাই দূর হইল।

অনন্তর পাণ্ডুবংশীয় জনমেজয় সর্পসত্রের আরম্ভ করতঃ সর্পকুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আস্তীক তপোবলে সেই বিপদ্ হইতে পত্নীর পিতা, মাতা; ভ্রাতা, মাতুল ও অন্যান্য অনেকানেক সর্পকেও উদ্ধার করিলেন।

ব্রহ্মন্! জরৎকারু এইরূপে বিবিধদক্ষিণ যাগদ্বারা দেবতাদিগকে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদিগকে প্রীত এবং সন্তান উৎপাদন করতঃ পিতৃদিগকে উদ্ধার ও তাঁহাদিগের ঋণ

পরিশোধ করিয়া চরমে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। এই আস্তীক আখ্যান কহিলাম; এক্ষণে আর কি বলিব, আজ্ঞা করুন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক বলিলেন, সৌতে! এই আস্তীক আখ্যানই পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বল। তুমি পিতার ন্যায় অতি মধুর অবিকল বলিতে শিখিয়াছ; শুনিয়া সাতিশয় প্রীতি জন্মিতেছে। বৎস! তোমার পিতা এইরূপে আমাদিগকে তুষ্ট করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার মুখ হইতে যেমন যেমন শুনিয়াছিলাম, তুমি সেই সমুদায় নিঃশেষে উল্লেখ কর।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মন্। তবে আমার পিতার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে পরম সুন্দরী ধর্ম্মপরায়ণা দুই কন্যা ছিল। ভগবান্ কশ্যপ তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মার তুল্য মাহাত্ম্যশালী কশ্যপ প্রসন্ন হইয়া দুই পত্নীকে বলিলেন, তোমরা স্ব স্ব অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তাহাতে আনন্দিত হইয়া কদ্রু তুল্যতেজস্বী সহস্র নাগকে পুত্রস্বরূপে যাচ্ঞা করিলেন। তাহা শুনিয়া বিনতা প্রার্থনা করিলেন, নাথ! আমার দুইটী পুত্র হউক; কিন্তু তাহারা কদ্রুর ঐ সহস্র পুত্র অপেক্ষা কি শরীর, কি বল, কি বিক্রম সকলেই শ্রেষ্ঠ হয়। কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভগিনাদ্বয় আপন অভীষ্ট লাভ করিয়া পরম হর্ষিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই গর্ভধারণ করিলেন। কশ্যপ তাহা দেখিয়া বনপ্রবেশ করিলেন।

ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে, কদ্রু সহস্র এবং বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করিলেন। দাসীরা ঐ অণ্ডগুলি লইয়া উষ্মযুক্ত ভাণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ রক্ষা করিল। পঞ্চশতবর্ষ অতীত হইলে, সহস্র অণ্ড বিদীর্ণ হইয়া কদ্রুর সহস্র সন্তান বাহির হইল। কিন্তু বিনতার পুত্রযুগল তখনও দেখা দিল না। তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বিনতা একটী অণ্ড ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, পুত্রের দেহের অর্দ্ধমাত্র পুষ্ট হইয়াছে; অবশিষ্ট অর্দ্ধ সম্পূর্ণ অপরিপুষ্ট রহিয়াছে। সেই হেতুক, ঐ অণ্ডস্থ বালক ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে অভিশাপ দিল, জননি! যেমন অপরিপুষ্ট দশায় অণ্ড ভঙ্গ করিলেন, তেমনি আমার বাক্যে দাসী হইবেন। আর যদি অপর পঞ্চশত বর্ষ অপেক্ষা করেন এবং এইরূপ ব্যস্ত হইয়া এই দ্বিতীয় অণ্ড ভগ্ন করতঃ বালককে অঙ্গহীন বা একবারে বিনষ্ট না করেন, তবে ঐ সন্তান আপনাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিবে। এই বলিয়া সন্তান শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইলেন। ভগবন্! তিনিই সূর্য্যসারথি অরুণ। অনন্তর অপর পঞ্চ শতবর্ষ অতীত হইলে, দ্বিতীয় অণ্ড ভেদ করিয়া ভুজঙ্গভোজন গরুড় নির্গত হইলেন; বৈনতেয় বাহির হইবামাত্র মাতাকে পরিত্যাগ করতঃ ক্ষুধাবশে বিধিনির্দ্দিষ্ট আহার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গে উড্ডীন হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ভগবন্! ঐ কালে ভগিনীদ্বয় দেখিলেন, সুরবাজী উচ্চৈঃশ্রবা আসিতেছে। পূর্ব্বে যখন দেবগণ অমৃত মন্থন করেন, তখন ঐ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাবল শ্রেষ্ঠতম দিব্য অশ্বরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণ প্রশান্তমূর্ত্তি ঐ অমর

তুরঙ্গমকে আসিতে দেখিয়া সকলেই সমাদর করিতে লাগিলেন।

শৌনিক বলিলেন, সৌতে! দেবগণ কোথায় কি নিমিত্ত অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন এবং তৎকালে কিরূপেই বা উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি হইয়াছিল? তাহা বিশেষ করিয়া বল।

লোমহর্ষণসুত উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! মেরুনামে এক গিরি আছে। পর্ব্বতরাজ মেরুর শোভা ও বৈভব সকলই অলৌকিক। সূর্য্যকিরণ তাহার কাঞ্চনময় সানুদেশে প্রতিভাত ও চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী নিখিল কানন প্রদীপ্ত করে। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ তাহাতেই বাস করেন। প্রভূত পুণ্য না থাকিলে, মনুষ্য তথায় গমন করিতে পারে না। ভয়ঙ্কর ভীমকায় বিষাক্ত সর্প সকল নিয়তই তথায় বিচরণ করিতেছে। বহুবিধ ওষধি চতুর্দ্দিক্ শোভা করিয়া আছে। মেরু উচ্চতায় স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছে। সামান্য জন আরোহণ করিব বলিয়া মনেও ভাবিতে পারেন না। অশেষ তরঙ্গিনী তাহার অনন্ত শরীর আলিঙ্গন করিয়া আছে। বিবিধ বিটপী অপূর্ব্ব রমণীয়তা সাধন করিতেছে। পতঙ্গকুল নানাস্থানে সুমধুর গান করিতেছে। অশেষ রত্ন সর্ব্বস্থানেই নিহিত আছে। ভগবন্! একদা সেই মেরুর শৃঙ্গে, অমৃতপ্রাপ্তিলালসায় তপোনিরত দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া বিশেষ চিন্তা করতঃ পরস্পর পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুর ও অসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন কর। তাহা হইতেই প্রথমতঃ বহুবিধ ওষধি, অশেষ রত্ন এবং অবশেষে অমৃত উৎপন্ন হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

তাঁহার বাক্যে দেবগণ মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিতে গমন করিলেন। গিরিরাজ মন্দরের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য। মেঘের ন্যায় নীলিম শৃঙ্গরাজি চারিদিক্ শোভিত করিতেছে। বিবিধ বল্লরী পরস্পরকে আলিঙ্গন করতঃ সর্ব্বভাগেই ব্যাপৃত আছে। বিহঙ্গকুল সর্ব্বত্রই ধ্বনি করিতেছে। নানাপ্রকার দংষ্ট্রী সকল চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। কিন্নর গন্ধর্ব্ব এবং দেবতারাও তথায় বসতি করিয়া আছেন। মন্দর একাদশ যোজন উচ্চ। অধোভাগেও ততদূর বিস্তৃত। দেবগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও উত্তোলনে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা মন্দর উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলাম না। এক্ষণে উপায় স্থির করুন।

তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া অচিন্ত্যরূপ নারায়ণ ও ব্রহ্মা অনন্তকে সেই কার্য্যসাধনে আজ্ঞা করিলেন। নাগরাজ তাঁহাদিগের আজ্ঞায় গমন করিয়া বন ও বনবাসীর সহিত মন্দরকে উত্তোলন করিলেন।

তখন দেবগণ ঐ পর্ব্বত লইয়া সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, জলধে! অমৃতের নিমিত্ত আমরা তোমায় মন্থন করিতে আসিয়াছি। সমুদ্র উত্তর করিলেন, হানি কি? আমিও এক ভাগ পাইব; সুতরাং মন্দরজনিত দুঃসহ মর্দ্দন সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। অনন্তর অমরেরা কূর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কূর্ম্মরাজ! মন্থনসময়ে তোমাকে পৃষ্ঠে করিয়া এই পর্ব্বত ধারণ করিতে হইবে। কূর্ম্মরাজ তাহাতে স্বীকার করিলে, ইন্দ্র যন্ত্রদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে মন্দর বসাইয়া দিলেন।

অনন্তর দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া এইরূপে মন্দরকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিয়া অমৃতমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ বাসুকির মুখের দিকে এবং অমরেরা

পুচ্ছের দিকে ধরিলেন। অনন্ত নারায়ণের পক্ষ; সুতরাং মধ্যে মধ্যে বাসুকির শিরোভাগ উত্তোলন করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবাসুরকৃতঘর্ষণে সর্পের মুখ হইতে ধূমরাশি নির্গত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইল। তাহা জলধারায় পরিণত হইয়া পরিশ্রান্ত সুরগণকে বর্ষণ করতঃ স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। ঘূর্ণমান মন্দরের শৃঙ্গরূঢ় বৃক্ষ হইতে সুগন্ধি কুসুম চতুর্দ্দিকে পড়িতে লাগিল। তাহাতেও তাঁহাদিগের অনেক শ্রান্তিদূর করিল।

ভগবন্! এইরূপে বিলোড়ন আরম্ভ হইলে, প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এক অতি ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। নানাবিধ জলচরগণ অদ্রিসংঘর্ষণে পিষ্ট হইয়া লবণজলে প্রাণত্যাগ করিল। বরুণলোক এবং পাতালবাসী বহুসংখ্যক প্রাণীও পঞ্চত্ব পাইল। মন্দর ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার শৃঙ্গপরিবর্দ্ধিত বিশাল বিটপী সকল ছিন্নমূল হইয়া পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া জলে পতিত হইতে লাগিল। সেই সকল বৃক্ষের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া অদ্রিকে বেষ্টন করিল; বোধ হইল যেন, সৌদামিনী নীলবর্ণ জলধরমালায় ক্রীড়া করিতেছে। ভগবন্! সেই উদ্ভূত বহ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া সিংহ, দ্বিরদ ও অন্যান্য জীব সমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য জীবনশূন্য প্রাণীর কলেবর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র মেঘবিগলিত বারিধারা ঐ অনলের শান্তি করিলেন।

ভগবন্! এইরূপে কিছু কাল মন্থন করিলে পর, নানাবিধ বৃক্ষ, ওষধি এবং রত্নের নির্য্যাস ও রস বিনিঃসৃত হইয়া সাগরজলে মিশ্রিত হইল। সেই নির্য্যাস ও রসমিশ্রিত বারি পান করিয়া দেবতারা অমরত্ব লাভ করিলেন। ক্রমে সাগরের বিলোড়িত দুগ্ধময় বারি ঐ সমুদায় উত্তম রসসংযোগে ঘৃত উৎপাদন করিল। কিন্তু অমৃত তথনও দেখা দিল না।

তাহাতে দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পিতামহ! আমরা শ্রান্ত হইয়াছি; আর মন্থন করিতে পারি, এমন বল নাই; কিন্তু এখনও অমৃত উৎপন্ন হয় নাই; সুতরাং এ সময় নারায়ণব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহাদিগের বাক্যে ব্রহ্মা নারায়ণকে বলিলেন, প্রভো! যাহাতে দেবগণ পুনশ্চ মন্থন করিতে সমর্থ হন, এরূপ বল দান করুন। নারায়ণ বিধির প্রার্থনায় স্বীকার করিয়া কহিলেন, বিবুধগণ! আমি তোমাদিগকে পর্য্যাপ্ত বল দিলাম; যাও, মন্দর পরিবর্ত্তন করিয়া জলধি মন্থন কর।

এইরূপে বল প্রাপ্ত হইয়া সুরগণ পুনর্ব্বার মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণপরে শতসহস্রাংশু প্রশান্তমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল চন্দ্রমা সাগরগর্ত্ত হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মী; শেষে সুরা, তুরগ এবং নারায়ণবক্ষশোভিত কৌস্তুভ, এক এক করিয়া ঘৃত হইতে উত্থিত হইল। লক্ষ্মী, সুরা, তুরগ ও কৌস্তুভ সকলই শূন্যপথে দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। পরে দেবধন্বন্তরি মূর্ত্তিমান্ হইয়া অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড-হস্তে উত্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া "সকলই তোমরা লইয়াছ, ইহাঁকে আমরা লইব" বলিয়া অসুরেরা অত্যুচ্চ কোলাহল করিয়া উঠিল।

অবশেষে দন্তচতুষ্টয়শোভী সুরদন্তী ঐরাবত সমুত্থিত হইল; কিন্তু তথনও মন্থন নিবৃত্ত হইল না; সুতরাং দীর্ঘকাল ঘর্ষণজন্য সর্পের মুখ হইতে গরল নির্গত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করতঃ সধূম অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। ভীষণ কালকূটের আঘ্রাণমাত্রেই ত্রৈলোক্য বিমোহিত হইল। তখন সৃষ্টিরক্ষার্থ ব্রহ্মা যাচ্ঞা করিলে পর, মহাদেব গরল পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই অবধিই কৈলাসনাথ নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই কল অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া দানবেরা হতাশ এবং লক্ষ্মী

ও অমৃত লইয়া দেবতাদিগের শত্রুতাচরণে উদ্যত হইল। তখন নারায়ণ মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া দানবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দৈত্যেরা তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন করতঃ তাঁহার হস্তেই অমৃত অর্পণ করিল।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

নারায়ণ এইরূপে অমৃত প্রাপ্ত হইয়া হরণ করতঃ নরদেবের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দৈত্যগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

এ দিকে নারায়ণ অতি সত্বর অপহৃত অমৃত দেবগণকে পরিবেশন করিলেন। রাহুনামক দানব দেবরূপ ধারণ করতঃ তৎকালে ঐ অমৃত পান করিতেছিল। চন্দ্রসূর্য্য দেখিতে পাইয়া দেবতাদিগকে বলিয়া দিলেন। তখন অমৃত রাহুর গলদেশপর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। দেবগণ চন্দ্রসূর্য্যের কথায় চকিত হইয়া অনুসন্ধান করতঃ দেখিলেন, রাহু সত্যই অমৃত পান করিতেছে। অনন্তর নারায়ণ সুদর্শন দ্বারা অবিলম্বেই তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। গিরিশৃঙ্গোপম সেই দৈত্যমস্তক আকাশে উঠিয়া ভীষণ চীৎকার করিল এবং মুণ্ডবিরহিত বিশাল শরীর পতিত হইয়া পর্ব্বত, বন ও দ্বীপ সমূহের সহিত ভূমণ্ডল কম্পিত করিল। ভগবন্! সেই হেতুক, রাহু জাতবৈর হইয়া অদ্যাপি সময়ে সময়ে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

অনন্তর নারায়ণ মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অসুর-

গণের উপর বহুবিধ অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সাগরতীরে দেব ও দানবের তুমুল সমরব্যাপার আরম্ভ হইল। অসংখ্য প্রাস, তোমার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র চতুর্দ্দিকে বর্ষণ হইতে লাগিল। দানববৃন্দ অস্ত্রাঘাতে শোণিত উদ্গার করিতে আরম্ভ করিল। অসি, শক্তি ও গদা প্রহারে দলে দলে পঞ্চত্ব পাইল। রুধিরাক্ত দৈত্যকলেবর স্থানে স্থানে রাশীকৃত হইল; বোধ হইল যেন, গৈরিকরঞ্জিত গিরিশৃঙ্গ সকল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এইরূপে দূরস্থ যোদ্ধারা শস্ত্রদ্বারা এবং নিকটবর্ত্তীরা মুষ্টিদ্বারা পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। ক্রমে হা হা রবে দিক্ সমুদায় পূর্ণ হইল। ছেদ কর, ভেদ কর, পশ্চাৎ ধাবিত হও, বিনাশ কর, এইরূপ ভয়ানক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইল না।

অনন্তর সংগ্রাম উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন নর নারায়ণ উভয়ে সংগ্রামস্থলে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। নরদেব দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন; তাহা দেখিয়া নারায়ণ দানবসূদন ভীষণ চক্রকে স্মরণ করিলেন। চিন্তা-মাত্রেই মহাপ্রভ শত্রুনিপাতন অগ্নিসমপ্রেক্ষণীয়, শাণিত সুদর্শন আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণু সেই শত্রুগণের নগরবিদারণে সমর্থ, প্রজ্বলিহুতাশনতুল্য প্রদীপ্ত ভয়ঙ্কর চক্র অসুরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অচ্যুত-হস্তনিক্ষিপ্ত চক্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় অনবরত অসুরগণের উপর পড়িতে লাগিল। কোথাও বা নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দানবদল ভস্মসাৎ করিল; কোথাও বা পিশাচের ন্যায় অসুরশোণিত পান করিতে লাগিল।

তখন মেঘসমপ্রভ মহাবল অসুরেরা গগনে উঠিয়া কানন-সমেত বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অদ্রিসকল পরস্পর সংঘর্ষণে ভগ্নসানু হইয়া ভীষণ শব্দে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মেদিনী বনসমূহের সহিত কাঁপিয়া

উঠিল। তাহা দেখিয়া নরদেব স্বর্ণমুখ শিলীমুখ দ্বারা পর্ব্বত সকল একে একে চূর্ণ করিলেন। সুদর্শন ভীমবেগে আকাশ-পথে ঘুরিতে লাগিল। তাহাতে ভীত হইয়া অসুরগণ কেহ বা ভূগর্ত্তে কেহ বা সমুদ্রভিতরে প্রবেশ করিল।

এইরূপে দেবগণ জয়লাভ করিলে, মন্দর ভীমনাদে দিঙ্ম-ণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং দেবগণও অমৃতের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র, রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই অমৃতপাত্র কিরীটিহস্তে অর্পণ করিলেন।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ভগবন্! যেরূপে দেবগণ যে কারণে সমুদ্র মন্থন করেন এবং তাহা হইতে যেরূপে উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি হয়, এই তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম। ব্রহ্মন্! ঐ উচ্চৈঃশ্রবাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া কদ্রু বিনতাকে বলিলেন, ভদ্রে! বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কি বর্ণ? বিনতা উত্তর করিলেন, ভগিনি! শ্বেতবর্ণ; তুমি কি বল? আইস, আমরা উভয়ে পণ রাখি। কদ্রু বলিলেন, আমি বলি, অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। ভগিনি! আর কি পণ রাখিব, যাহার কথা সত্য হইবে, সেই অন্যকে দাসীরূপে প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপে পণ রাখিয়া, কল্য দেখিতে যাইব বলিয়া উভয়ে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

গৃহে আসিয়া কদ্রু শঠতাচরণ করিতে মনস্থ করিয়া পুত্রদিগকে আজ্ঞা করিলেন, বৎসগণ! কৃষ্ণবর্ণ রোমরূপে পরিণত হইয়া অশ্বের পুচ্ছে প্রবেশ কর। অনেকে তাঁহার এই আজ্ঞা শুনিল না। সুতরাং কদ্রু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহা-

র্পদিগকে অভিশাপ দিলেন, উত্তরকালে জনমেজয় সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন।

কদ্রুর এই ভয়ানক শাপ ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের শ্রুতিপথে উত্তীর্ণ হইল। তাঁহারা শুনিয়া বলিলেন, কদ্রু তাঁহার পুত্রদিগকে এই দুরন্ত অভিশাপ দিয়া ভালই করিয়াছেন। তীব্রবিষ সর্পগণ জীবের যথেষ্ট ভয়ের নিমিত্তই হইয়াছে।

তদনন্তর ব্রহ্মা কদ্রুকে বিশেষ সমাদর করিয়া কশ্যপকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! কদ্রু তোমার বরসম্ভূত সর্পদিগকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়াছেন বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। ইহাতে প্রজাবর্গের প্রভূত মঙ্গল হইবে। কশ্যপ তাঁহার বাক্যে শান্ত হইলে, বিধাতা তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা সমর্পণ করিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অনন্তর যামিনী প্রভাতা হইলে, দিবাকর গগনে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তখন কদ্রু ও বিনতা দাস্যপণ লইয়া তুমুল কলহ করিতে করিতে উচ্চৈঃশ্রবাদর্শনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, নবীননীরদকান্তি সরিৎপতি পৃথিবী ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার অগাধ জলরাশি বিক্ষোভিত হইয়া ভীষণ শব্দ করিতেছে। বিচিত্রকায় তিমি, তিমিঙ্গিল মকর, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ ও অন্যান্য জলচরগণ সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। সমুদ্র সকল রত্নেরই আকর। বরুণ ও নাগগণ তাঁহার মধ্যেই বসতি করেন। বড়বানল এই স্থানেই অবস্থিত এবং অমৃত ইহাঁর গর্ব্ভেই নিহিত আছে।

অসুরগণ ভয় পাইয়া ইহাঁকে আশ্রয় করিয়াছে। দেখিলে, প্রাণীমাত্রেই ভীত হয়। সাগরবারি অতি পবিত্র ও দর্শনে প্রভূত পুণ্যপ্রদ। নীরনিধির বিশালবক্ষে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত ভীম-স্বরে ঘূর্ণিত হইতেছে। বেলাগত অনিলবলে চালিত হইয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গ সকল চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতেছে; বোধ হই-তেছে যেন, রত্নাকর আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন; সাগর নিশানাথের ক্ষয় বৃদ্ধিহেতুক থাকিয়া স্ফীত ও অবনত হইতেছেন; তাহাতেই অত্যুচ্চ বীচিমালা উত্থিত হইয়া দিকেদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। পরম পবিত্র পাঞ্চজন্য সমুদ্রগর্ত্ত হইতেই উত্থিত হয়। জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার করি-বার নিমিত্ত বরাহরূপে ভগবান্ গোবিন্দ ইহাঁরই অভ্যন্তর আলোড়ন করেন। ব্রহ্মর্ষি অত্রি শত বৎসর ডুবিয়াও ইহাঁর তলগমনে সমর্থ হন নাই। জলধি পাতালপর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাঁহার শেষ নাই; পার নাই। বিষ্ণু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরিসেবিত হইয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করতঃ তাঁহারই গর্ত্তে যুগাদি কাল শয়ন করিয়া থাকেন। বজ্রপাতভয়ে ভীত হইয়া নাগরাজ মৈনাক এই নীরনিধিরই শরণাগত হইয়াছেন। সঙ্গমলাল-সায় যেন পরস্পরে স্পর্দ্ধা করতই কত শত তরঙ্গিণী অভি-সারিকার ন্যায় দিক্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া রত্নাকরে মিলিত হইতেছে। ভগবন্! সেই গম্ভীরমূর্ত্তি সরিৎপতির শোভা ও বৈভব দেখিতে দেখিতে ভগনীযুগল আকাশপথে অপর-পারে উত্তীর্ণ হইলেন।

ইত্যবসরে কদ্রুর পুত্রগণ মাতার প্রসাদলাভ করিতে বাসনা করিয়া পূর্ব্বেই তথায় আগমন করতঃ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছকেশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহাদিগের আবেশে সমুদায় পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আছে।

একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কদ্রু ও বিনতা অবতীর্ণ হইয়াই সসম্ভ্রমে অশ্ব দেখিতে প্রস্থান করিলেন এবং নিকটে গিয়া দেখিলেন, অশ্বের সমুদায় ভাগই শশাঙ্কতুল্য শুভ্রবর্ণ; কেবল পুচ্ছদেশ কৃষ্ণবর্ণ। বিনতা একবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। কদ্রু রক্ষিত পণ অনুসারে তাঁহাকে দাসীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ভগবন্! গরুড় এই সময়েই অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হন। কামরূপী, কামচারী, কামবীর্য্য পক্ষী বহির্গত হইয়াই আকাশপথে উড্ডীন হইলেন। জ্বলন্ত কল্পাগ্নির ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল বিকীর্ণ হইয়া দিঙ্মণ্ডল বিকসিত করিল। তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর চক্ষুর্যুগল ঘুরিতে লাগিল এবং ঘোরস্বরে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! অকস্মাৎ আমাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন? অগ্নি কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের ভ্রম হইয়াছে। গগনে যাহাকে বিচরণ করিতে দেখিলে, সে আমার অংশ নয়; তিনি বিনতানন্দন পক্ষিরাজ গরুড়, কশ্যপের বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বৈনতেয় আমার সমান তেজস্বী, নাগকুলের ক্ষয়কারক, দেবের হিতসাধক এবং দৈত্য, রাক্ষসের সংহারক। তাঁহার অসীম তেজোরাশি তোমাদিগের মোহ জন্মাইয়াছে। ভয় নাই, চল, আমার সঙ্গে গিয়া দেখিতে পাইবে। তাহা শুনিয়া অমরগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দূর হইতেই বক্ষ্যমাণপ্রকারে গরুড়ের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

তুমি প্রণবাদি নিখিল মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং সমুদায় যজ্ঞের ভোক্তা; তুমি নিয়ত প্রকাশমান; তুমি জীব পক্ষীর অধীশ্বর এবং তুমিই নিখিল চেতনাচেতনের অধিষ্ঠাতা; তুমি অন্তক; তুমি উৎপাদক; তুমি ব্রহ্মা ও দক্ষাদিরূপ প্রজাপতি। তুমি ইন্দ্র; তুমি হয়গ্রীবাবতার এবং তুমিই ত্রিপুরবিজয়-

সাধক বিষ্ণুরূপ মহাদেবের শর। তুমি ব্রাহ্মণ এবং তুমিই বিজ্ঞানবান্ চতুর্ম্মুখ। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতাই তোমার স্বরূপ। তুমি জ্ঞান; তুমি মোহ; তুমিসর্ব্বব্যাপী; তুমি দেবশ্রেষ্ঠ এবং তুমিই মহত্তত্ত্ব। তুমি নিত্য অবিকৃত; সূর্য্যাদিগত তেজ তোমারই অংশ। তুমিই বুদ্ধি; তুমিই ত্রাতা এবং তুমিই পুণ্যের সাগর। তুমি গুণত্রয়রহিত ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং যুদ্ধে দুর্ব্বিসহ। তোমা হইতেই এই অখিল জগৎ বহির্গত হইয়াছে; ভূত, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান তোমারই প্রকার; তুমি চিৎস্বরূপ; কিরণ দ্বারা সূর্য্যের ন্যায়, তুমি জ্ঞান দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছ। তুমি কালেরও কাল। হে খগেশ্বর! আমরা মহাবল অজেয়বিক্রম, অগ্নিসমপ্রভ, কার্য্যকারণস্বরূপ তোমার শরণ লইলাম। প্রভো! তোমার দুঃসহ তেজে সমুদায় জগৎ দগ্ধপ্রায় হইয়াছে; প্রসন্ন হও। সন্তপ্ত সুবর্ণসদৃশ আপন সুস্নিগ্ধ তেজ প্রকাশ করিয়া অখিল জগৎ এবং অমর ও মহাত্মসমূহকে রক্ষা কর। বিহগশ্রেষ্ঠ! বিমানচারী সুরবৃন্দ তোমার জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বারা পরাভূত হইয়া ভয়ে অন্য পথ অবলম্বন করিতেছেন। তুমি দয়ালুস্বভাব, তাপসশ্রেষ্ঠ কশ্যপের সন্তান হইয়া এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কোপ প্রকাশ করিতেছ কেন? শক্তি আছে; ইচ্ছা করিলে, সকলই করিতে পার; কিন্তু খগপতে! স্বভাবজ করুণা বিস্তার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার অশনিগর্জ্জিতসদৃশ দুঃসহ ভীষণ নিনাদে দিক্, শূন্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আমাদিগের সকলেরই চিত্ত কম্পিত হইতেছে। খগবর! প্রসন্ন হইয়া বৈশ্বানরসংপ্রেক্ষ্য আপন তেজ সম্বরণ কর। তোমার প্রকুপিত অন্তকসদৃশ মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভয়ব্যাকুলিত হইয়াছি। অনুনয় করি, সদয় হইয়া আমাদিগের সুখ ও মঙ্গলসাধন কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈনতেয় সুরগণের এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া আপনার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তেজ সম্বরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা আমার প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ বিগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে কাতর হইয়াছ; অতএব আমি দেহসংহার করিলাম। জীবগণের বিচলিত হইবার আর প্রয়োজন নাই।

উগ্রশ্রবা বলিলেন, অনন্তর কামচারী কামবীর্য্য খগপতি আপন শরীর সম্বরণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পৃষ্ঠে করতঃ পিতৃভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই জলধির অপর কূলে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রসূতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ কালে মার্ত্তণ্ড অতি প্রচণ্ড করজাল বিস্তার করিয়া লোক সমুদায় দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া বিনতানন্দন পৃষ্ঠস্থ অরুণকে পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিলেন।

রুরু কহিলেন, দিবাকর কি কারণে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন? সুরগণ তাঁহার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন?

প্রমতি উত্তর করিলেন, অনঘ! রাহু ছদ্মবেশে দেবগণের সহিত অমৃত পান করিতেছিল, চন্দ্রসূর্য্য দেখিতে পাইয়া অমরদিগকে সে কথা বলিয়া দেন। দানব সেই অবধিই তাঁহাদিগের প্রতি জাতবৈর হয়। অনন্তর দৈত্য সেই শত্রুতাহেতুক সূর্য্যকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দিবাকর ভাবিতে লাগিলেন, আমি অমরদিগের প্রিয়সাধন করিতে গিয়াই রাহুর শত্রু হইয়াছি এবং তন্নিবন্ধন প্রভূত

অশুভ কষ্ট সহ্য করিতেছি। কিন্তু সঙ্কটসময়ে আনুকূল্য করা দূরে থাকুক, দেবগণ আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া বরং হৃষ্টই হইয়া থাকেন। তখন এইরূপ চিন্তা করত ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ত্রিলোক দগ্ধ করিয়া সংহার করিব।

প্রভাকর এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া অস্তমিত হইলেন এবং তদবস্থ হইয়াই জীবের দাহভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ঋষিগণ দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অমরগণ! অদ্য ত্রিযামা অর্দ্ধমাত্র ক্ষয়িত হইলেই সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর জীবোন্মূলন মহা সন্তাপ উপস্থিত হইবে! তাহা শুনিয়া অমরেরা তাঁহাদিগের সহিত বিধাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! অদ্য সহসা এ কি মহতী দাহশঙ্কা ঘটিয়া উঠিল? এখনও উদয়ের সময় উপস্থিত হয় নাই, তথাপি তাপে ত্রিলোক দগ্ধপ্রায় হইতেছে; দিবাকর উদিত হইলে, কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইবে? ব্রহ্মা বলিলেন, প্রভাকর উদিত হইয়া ত্রিলোকের সংহার করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন; কিন্তু ভয় নাই, আমি পূর্ব্বেই তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি। কশ্যপতনয় মহাকায় বিপুলতেজস্বী অরুণ তাহার অগ্রে অবস্থিতি করিবেন। তিনিই তপনের তেজ সংহার করত তাঁহার সারথ্য করিবেন। তাহা হইলেই জীবের নিস্তার হইবে।

প্রমতি বলিলেন, অনন্তর বিধাতার অনুমতিক্রমে অরুণ সেই সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন। দিবাকর যে কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে হেতু তাঁহার সারথি হইয়াছেন; তৎসমুদায়ই উল্লেখ করিলাম। এখন পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অপর বিষয় শ্রবণ কর।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, পরে অতুলপরাক্রম বৈনতেয় তোয়-নিধির অপর কূলে প্রসূতির নিকট উপস্থিত হইলেন। বিনতা সেই স্থানে কদ্রুর দাসী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করত অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক দিন কদ্রু বিনতাকে আহ্বান করিলেন; ডাকিবামাত্র বনিতা উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে, কদ্রু গরুড়ের সম্মুখেই তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, বিনতে! সাগরগর্ব্ভস্থিত মনোহর নাগভবনে আমাকে লইয়া চল। বিনতা আজ্ঞামাত্র বহন করিয়া প্রস্থান করিলেন। জননীর আজ্ঞায় সর্পদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া গরুড়ও তদুদ্দেশে গমন করিলেন; কিন্তু যাইবার সময় বিনতানন্দন সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিহিত হইয়া যাইতে লাগিলেন; সুতরাং কদ্রুর সন্তানেরা রবির প্রখর কিরণে হতচেতন হইল। তখন সর্পজননী পুত্রদিগকে মৃতবৎ নিরীক্ষণ করিয়া ইন্দ্রের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে দেবরাজ! তোমাকে নমস্কার করি; হে বলভিদ্! তোমাকে নমস্কার করি; হে নমুচিনিসূদন! তোমাকে নমস্কার করি, হে সহস্রলোচন সচীপতে! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি তপনতাপদগ্ধ আমার পুত্রদিগকে বর্ষণদ্বারা পুনরুজ্জীবিত কর। হে অমরশ্রেষ্ঠ! তোমাভিন্ন, আমাদিগের আর রক্ষাকর্ত্তা নাই। হে পুরন্দর! তুমি অপরিমিত বৃষ্টির সৃষ্টি করিতে সমর্থ। হে দেব! বাত, বারিবাহ, হুতভুক্ ও গগনবিহারিণী তড়িন্মালা তোমারই স্বরূপ। নীরদসমূহ তোমারই আজ্ঞায় বিচরণ করে। তুমিই প্রলয়কালীন ভীষণ ঘনঘটা। তুমিই ভীম বজ্র। তুমিই সংসারের উৎপাদক এবং তুমিই তাহার অন্তক; তোমাকে জয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। তুমিই জীবগত জ্যোতিঃ। তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু এবং তুমি মহত্তত্ত্ব। তুমি রাজা; তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ; তুমি বিষ্ণু; তমি সহস্রাক্ষ; তুমি পরম দেব; তুমি

অমৃত এবং তুমি সোম; তুমিই মুহূর্ত্ত; তুমিই তিথি; তুমিই লব; তুমিই ক্ষণ; তুমিই কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই শুক্লপক্ষ; তুমিই কাল; তুমিই কাষ্ঠা এবং তুমিই ত্রুটি। বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, যামিনী তোমারই প্রকার। তুমিই বনপর্ব্বতপরিশোভিত ভূমণ্ডল; তুমিই আদিত্যশোভী আকাশবিস্তার এবং তুমিই তিমিঙ্গিলপ্রমুখ অসংখ্য জলচরসঙ্কুল তরঙ্গসমাচিত নীরনিধি। তুমিই মহাযশা নামে পরিজ্ঞাত। বিভো! সেই কারণে তত্ত্ববিৎ তপস্বীরা হৃষ্টচিত্তে তোমার পূজা করেন। ভগবন্! ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল ও ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তোমার স্তব করেন। যজ্ঞে হুত হবি ও সোমরস তুমিই পান কর। হে বিপুলবীর্য্য! সমস্ত বেদাঙ্গেই তোমার গুণাবলি কীর্ত্তিত হইয়াছে; সেই হেতুকই যজমান বিপ্রেরা বহুল প্রয়াসসহকারে বেদাঙ্গের মীমাংসা করেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা বলিলেন, সর্পজননীর পূর্ব্বোক্তপ্রকার স্তুতিবাক্যে প্রীত হইয়া শচীপতি জীমূতদিগকে ডাকিয়া, প্রভূত বর্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতেই সমস্ত নভোমণ্ডল নীলনীরদে পরিব্যাপ্ত এবং অনতিবিলম্বেই মুষলধারে ভয়ানক বর্ষণ আরম্ভ হইল; দেখিয়া বোধ হইল যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত! সৌদামিনীও অনিলবলে কম্পিত হইয়া বারিদসকল গম্ভীর শব্দ করিয়া দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিল। তাহাতে আবার অবিচ্ছিন্ন জলধারায় তরঙ্গ উত্থিত হইলে, বোধ হইল যেন, নভস্থান্ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। ধারার আর বিরাম রহিল না; সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য একবারে তিরোহিত হইল।

ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ষণ করিলে, সর্পকুল পরম পরিতুষ্ট এবং পৃথিবী বারিনিবহে পরিপূর্ণ হইল। পরিষ্কার শীত-বারি পাতাল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। অনন্তর সর্পসকল প্রসূতিসমভিব্যাহারে রামণীয়কদ্বীপে যাত্রা করিল।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, এইরূপে বারিবর্ষণে অভিষিক্ত হইয়া সর্পকুল প্রফুল্লচিত্তে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিমেষ মাত্রেই রামণীয়কদ্বীপে উত্তীর্ণ হইল। রামণীকদ্বীপ বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত। অসংখ্য মকরবৃন্দ তথায় বাস করে। সর্পগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাগর দর্শন করত বৈনতেয় সমভিব্যাহারে কাননে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, সমুদ্রজলে নিখিল কানন অনবরত ধৌত হইতেছে। নানাবিধ বিহঙ্গমবৃন্দ শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পাদপরাজি অপূর্ব্ব ফলপুষ্পে বিভূষিত হইয়া আছে। মনোহর প্রাসাদ, পঙ্কজশোভী জলাশয়, এবং নির্ম্মলজল অপূর্ব্ব হ্রদ সকল স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। নির্ম্মল সুবাসিত সমীরণ ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছে; চন্দনবৃক্ষ সকল পবনবলে ঈষৎ কম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ কুসুমবর্ষণ করিতেছে; তাহাতে বোধ হইল যেন, অভ্যাগত সর্পগণের উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। ভগবন্! ঐ কানন গন্ধর্ব্ব এবং সুরকামিনীদিগের মনোহর। তথায় মধুপানে মত্ত হইয়া ভৃঙ্গসকল নিরন্তর গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। তাহার শোভা সন্দর্শন করিলে প্রাণীমাত্রই বিমোহিত হয়। কদ্রুসন্তান সর্পগণ তাহার মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম

হৃষ্ট হইল এবং আপন মনে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর তাহারা গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহিল, পন্নগ! নভোমার্গে বিচরণ করিতে করিতে তুমি কত প্রকার স্থানই দেখিয়া থাক; অতএব যেখানে পরিষ্কৃত বারি ও সুশোভন বিহারস্থান আছে, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া চল। গরুড় শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জননীকে কহিলেন, মা! আমি সর্পদিগের অনুমতি সাধন করিব কেন? বিনতা নিখিল গুণসম্পন্ন অতুলপরাক্রম আকাশচারী পুত্রকে উত্তর করিলেন, পতত্রিপ্রবর! আমি সর্পদিগের শঠতায় পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্য স্বীকার করিয়াছি। তখন প্রসূতির কষ্টে ব্যথিত হইয়া গরুড় সর্পদিগকে বলিলেন, সর্পগণ! কোন্ বস্তু আনিয়া দিলে, কোন্ বিষয়ের সংবাদ লইয়া আসিলে, কিরূপ বীর্য্যই বা প্রকাশ করিলে আমি তোমাদিগের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি; নিশ্চয় বল।

সর্প সকল তাঁহার বাক্য শুনিয়া বলিল, পন্নগ! যদি অমৃত আনিয়া দিতে পার, তবেই আমাদিগের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, গরুড় সর্পদিগের এই বাক্য শুনিয়া জননীকে কহিলেন, মা! আমি অমৃত আনিতে যাইব; কিছু ভক্ষণ করিতে দেও। শীঘ্র বল, কি আহার করি। বিনতা বলিলেন, বৎস! জনশূন্য সাগরগর্ভে সহস্র সহস্র নিষাদ বসতি করে। তাহাদিগকেই আহার করিয়া অমৃত আনিতে যাও; কিন্তু দেখিও যেন, ব্রাহ্মণের প্রাণ বিনাশ করিও না; ব্রাহ্মণ

অগ্নিসমতেজস্বী; সুতরাং সকল জীবেরই অবধ্য। ব্রাহ্মণ নিখিল প্রাণীর গুরু। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অগ্নিসম, মার্ত্তণ্ডসম, বিষসম ও অস্ত্রসম হইয়া উঠেন। সংযমী ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য কেহই সেরূপ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতের অগ্রজ ও পিতা। মনীষী ব্যক্তিরা এই সকল কারণেই ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া থাকেন। তুমিও সেইহেতু তাঁহাদিগের সমাদর করিবে। কোপপরবশ হইয়া কখনও কোন প্রকারে ব্রাহ্মণের বিনাশ করিও না; কিম্বা তাঁহাদিগের কোন অপকারও করিও না।

গরুড় কহিলেন, মা! ব্রাহ্মণের কি স্বরূপ, কি প্রকার চরিত্র, কেমন বিক্রম, তিনি কি অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত অথবা প্রশান্তমূর্ত্তি? আমাকে বিশেষ করিয়া বল; যাহাতে আমি তাঁহাদিগকে দেখিলেই চিনিতে পারি।

বিনতা বলিলেন, পুত্র! যিনি তোমার গলদেশে প্রবেশ করিয়া বড়িশের ন্যায় পীড়া উৎপাদন করিবেন এবং জ্বলিত অঙ্গার সমান দগ্ধ করিতে থাকিবেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। দেখিও, কোপভরে কখন ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করিও না। তিনি পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ পুনর্ব্বার বলিলেন, যিনি তোমার উদরে পরিপাক পাইবেন না, পুত্র! তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। দুঃখপীড়িত বঞ্চিত বিনতা তনয়ের অসাধারণ বীর্য্য জানিয়াও স্নেহবশতঃ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, বৎস! গমনকালীন বায়ু তোমার পক্ষযুগল বহন করুন; চন্দ্রসূর্য্য তোমার উপরিভাগ, অগ্নি শিরোভাগ এবং বসুগণ তোমার সমস্ত শরীর রক্ষা করুন। পুত্র! এখানে শান্তি ও স্বস্তিরত হইয়া আমিও তোমার হিতকামনায় দিনযামিনী ব্যাপৃত রহিলাম; নিশ্চিন্ত হইয়া গমন কর; আশীর্ব্বাদ করি, কার্য্যসিদ্ধি হউক, বিঘ্ন না ঘটে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, গরুড় প্রসূতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষযুগল প্রসারণ করত শূন্যমার্গে উড্ডীন হইলেন এবং ক্ষুধায় ব্যথিত হইয়া অনতিবিলম্বেই দ্বিতীয় যমের ন্যায় নিষাদদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। অবনতি-সময়ে সমীপবর্ত্তী নগারূঢ় পাদপরাজি কাঁপিতে লাগিল এবং অভ্রংলেহী ধূলিপুঞ্জ উড্ডীন হইয়া সমুদ্রজলে পতিত হইল; তাহাতে তোয়রাশি শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল।

অনন্তর ভুজঙ্গভুক্ পতত্রিপ্রবর বৈনতেয় বিস্তৃত মুখ প্রসারণ করিয়া নিষাদদিগের পথ রুদ্ধ করিলেন; তাহারাও ভয়ে বিমূঢ় হইয়া সেই আননভিতরেই শীঘ্র শীঘ্র প্রবেশ করিতে লাগিল। যেরূপ প্রচণ্ড পবনবেগে বনপাদপ কম্পিত হইলে আরূঢ় পক্ষিকুল বিপর্য্যস্ত ও বিমূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে আকাশপথে উড়িতে আরম্ভ করে, সেইরূপ নিষাদগণ সেই দূরবিস্তৃত মুখগর্ত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর অরাতিসূদন অতুলবীর্য্য ক্ষুধাপীড়িত পন্নগপতি সহস্র সহস্র জালুকদিগকে ভক্ষণ করিয়া চঞ্চুপুট বদ্ধ করিলেন।

অষ্টবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, নিষাদকুলের সহিত একজন বিপ্র গরুড়ের গলদেশে প্রবেশ করিয়া প্রতপ্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বালা উৎপাদন করিতেছিলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বৈনতেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি চঞ্চু বিস্তার করিতেছি, ত্বরায় নিঃসৃত হউন্; আমি সর্ব্বথাপাপী হইলেও ব্রাহ্মণকে নষ্ট করি না।

বিপ্র কহিলেন, তবে আমার পত্নী নিষাদীও আমার সহিত নিঃসৃত হউক। গরুড় বলিলেন, শীঘ্রই আসুন্; নতুবা এখনিই আমার জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া যাইবেন। তাহা শুনিয়া বিপ্র পত্নীর সহিত নির্গত হইয়া গরুড়কে আশীর্ব্বাদ করত অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী পন্নগপতি পক্ষযুগল প্রসারণ করিয়া উড্ডীন হইলেন। যাইতে যাইতে পথে নিজ জনক মহর্ষি কশ্যপের দর্শন পাইলেন। ঋষি তাঁহাকে দেখিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, গরুড় যথানিয়মে উত্তর দিতে লাগিলেন। কশ্যপ কহিলেন, কেমন, মঙ্গল ত? বৎস! উদরপূরিয়া নিত্য আহার করিতে পাইতেছ ত? ধরায় তোমার পরিমিত ভোজনের ত অভাব নাই? গরুড় উত্তর করিলেন, পিতঃ! জননী ও অগ্রজ উভয়েরই মঙ্গল; আমিও কুশলে আছি; তবে যে প্রচুর খাদ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারই অপ্রতুল। এক্ষণে সর্পসকল অমৃত আনিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছে। আমিও প্রসূতির দাস্যমোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদুদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছি। জননী নিষাদদিগকে আহার করিতে আমায় আজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতঃ! অসংখ্য নিষাদ ভক্ষণ করিয়াও আমার ক্ষুধাশান্তি হয় নাই। ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; আর কি আহার করি, অনুমতি করুন। আহার না করিলে, অমৃত আহরণে সমর্থ হইব না। কশ্যপ কহিলেন, চাহিয়া দেখ, ঐ এক সরোবর রহিয়াছে। পুত্র! ঐ জলাশয় পরম পবিত্র এবং স্বর্গেও পরিজ্ঞাত। উহাতে এক দন্তী, কচ্ছপরূপী আপন অগ্রজকে আকর্ষণ করত অনেক সময়ই নিম্নমুখে অবস্থান করে। পূর্ব্বজন্মে উহাদের যে কারণে শত্রুতা হয় এবং উহাদিগের যত পরিমাণ, সকলই বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি স্বভাবতই অতিশয় ক্রুদ্ধ। সুপ্রতীকনামে তাঁহার এক অবরজ সহোদর ছিল। সুপ্রতীকের অভিপ্রায় ছিল না যে, পৈতৃক বিত্ত অবিভক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য তিনি সময়ে সময়ে ভাগের কথা কহিতেন। মহর্ষি বিভাবসু এক দিন অবরজ সুপ্রতীককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই! অনেক ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া থাকে; কিন্তু অবিলম্বেই বিত্তস্নেহহেতুক বিমূঢ় হইয়া পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। স্বার্থপর ও কর্ত্তব্যজ্ঞানবিমূঢ় ভ্রাতারা আপন আপন ভাগ লইয়া যেমন পৃথক্ হয়, অমনি শত্রু সকল কপট বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরের বৈর উৎপাদন করিতে থাকে। অনন্তর যখন শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তখন তাহারাও ছিদ্র উদ্ঘাটন করিতে থাকে; অতএব শীঘ্রই বিভক্ত ভ্রাতাদিগের উচ্ছেদ উপস্থিত হয়। ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস না করিলে, শাস্ত্রকার ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করেন না। ভ্রাতঃ! তুমি ভ্রাতৃভেদ করিয়া ধনভাগ করিতে বাসনা করিতেছ এবং কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছ না; সুতরাং গজ হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। সুপ্রতীক এই প্রকার শাপগ্রস্ত হইয়া অগ্রজকে কহিলেন, তুমিও কূর্ম্মযোনিতে উৎপন্ন হও।

পুত্র! বিত্তলোভে বিমোহিত হইয়া সেই বিভাবসু ও সুপ্রতীক ক্রোধে পরস্পরকে অভিশপ্ত করিয়া এই গজ ও কচ্ছপরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অসাধারণ বীর্য্য ও বিগ্রহে দর্পিত হইয়া সেই বৈরনিবন্ধন ঐ জলাশয়ে নিয়তই বিবাদ করেন। চাহিয়া দেখ, ঐ সেই মনোহর দন্তী জলাশয়কূলে আসিতেছে; উহার গর্জ্জন শুনিয়াই ঐ ভীষণ কূর্ম্ম সমস্ত সরোবর আলোড়ন করিয়া সলিলগর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়াছে; অমিতশৌর্য্য দন্তীও জলরাশি বিচলিত করতঃ

আকুঞ্চিত করিয়া সরোবরে প্রবেশ করিল; তাহার শুণ্ড, লাঙ্গুল, পদ ও রদনের বেগে মীনরাশি আকুল হইয়া উঠিল। কচ্ছপও মস্তক তুলিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া আছে। দন্তী ছয় যোজন উচ্চ ও দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত। ঐ সেই মেঘসন্নিভ কূর্ম্ম ও পর্ব্বতপরিমিত হস্তী, উভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এই সময়ে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করত অমৃত আনিতে গমন কর। সূত বলিলেন, ইহা বলিয়া কশ্যপ গরুড়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! অমরদিগের সহিত সমরসময়ে তোমার কল্যাণ হইবে; পূর্ণ কলস, গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য যে কিছু মঙ্গলপ্রদ সামগ্রী আছে, সকলই তোমার মঙ্গল সম্পাদন করুক। সুরবৃন্দের সহিত সমরকালীন ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবি এবং সরহস্য সাঙ্গীন নিখিল বেদ তোমার বীর্য্যবর্দ্ধন করুন।

বৈনতেয় পিতার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করত নিকটেই সেই পতত্রিবর্গপরিসেবিত নির্ম্মলজল জলাশয় নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর পিতার বাক্য অনুসারে এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপ লইয়া অতি উচ্চে উড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং উপবেশনের স্থান নিরীক্ষণ করত সুমেরুশৃঙ্গে যাইয়া দেবপাদপদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণপর্ব্বতারূঢ় শাখী সকল তাঁহার পক্ষোদ্ধূত বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া ভঙ্গভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গরুড় বাঞ্ছিতফলপ্রদ পাদপকুলকে কাঁপিতে দেখিয়া অন্যান্য সুশোভিত দীর্ঘকায় বৃক্ষদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ সকল পাদপের শাখা বৈদূর্য্যনির্ম্মিত এবং উহারা কাঞ্চন ও রজতময় ফলে সুশোভিত; সমুদ্রবারি তাহাদিগকে নিরন্তর অভিষেক করিতেছে। ঐ বৃক্ষগণের মধ্যে এক অত্যুন্নত বটবৃক্ষ ছিল। সেই বটপাদপ মনোজব পক্ষীকে আসিতে দেখিয়া

কহিল, গরুড় ! ঐ যে আমার শতযোজনবিস্তৃত শাখা দেখিতেছে, তুমি উহাতে বসিয়া গজকচ্ছপ আহার কর। পরে পর্ব্বতাকার ক্ষিপ্রগামী গরুড় বসিবামাত্র অসংখ্য পক্ষীর আশ্রয়ভূত সেই পাদপ কাঁপিতে লাগিল এবং শাখাও ভগ্ন হইল।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, বীর্য্যশালী গরুড় স্পর্শ করিবামাত্র পাদপশাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া, তাহা চরণ দ্বারা ধারণ করিলেন। অনন্তর বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, উহাকে আশ্রয় করিয়া বালখিল্য ঋষিগণ নিম্নমুণ্ডে লম্বমান আছেন। তাহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ঋষিগণ এই শাখা আশ্রয় করিয়া আছেন, যাহাতে প্রাণে বিনষ্ট না হন, এরূপ করিতে হইবে; শাখা নিপতিত হইলে অবশ্যই ইঁহাদের জীবননাশ হইবে। এই ভাবিয়া শূরশ্রেষ্ঠ পন্নগপতি ঋষিদিগের বিনাশশঙ্কায় চঞ্চু দ্বারা সেই শাখাও ধারণ করিলেন এবং গজকচ্ছপ ও ঋষিগণের সহিত শাখা লইয়া তথা হইতে উড্ডীন হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে সেই গুরুভার বহন করত উড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার নাম গরুড় রাখিলেন। অনন্তর বৈনতেয় উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করত নানাদেশ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে অচলরাজ গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আপন পিতা কশ্যপ তথায় তপস্যা করিতেছেন। কশ্যপ তেজস্বী, বীর্য্যবান্, মনোজব, পবনসমান ক্ষিপ্রগামী, দিব্যমূর্ত্তি, গিরিশৃঙ্গপরিমিত, উদ্যত-ব্রহ্মদণ্ডসংপ্রেক্ষ্য, অচিন্ত্য, অদ্ভুত, বিকটাকার, ভীমমূর্ত্তি,

অগ্নিসমান প্রজ্বলিত, উগ্রাকৃতি, সুরাসুর ও রাক্ষসেরও অধৃষ্য, পর্ব্বতশৃঙ্গদারক, সাগরশোষক, ত্রিলোক-বিনাশ-সমর্থ, করালান্তক সদৃশ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পন্নগকে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহার হৃদ্গত ভাব অনুমান করিয়া বলিলেন, বৎস! সাবধান, যেন মরীচিমাত্রভোজী বালখিল্যগণ কুপিত হইয়া তোমায় ভস্মসাৎ না করেন এবং তন্নিবন্ধন যেন যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, অনন্তর কশ্যপ তপোবলে অনঘ বাল-খিল্যদিগকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! গরুড় জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত যে বিষয় সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যে কিছু গুরুতর কার্য্য করিতে বাসনা করে, আপনারা অনু-গ্রহ করিয়া সে সমুদায়েই অনুমতি করুন। কশ্যপের এই বাক্য শুনিয়া বালখিল্যগণ সেই শাখা পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলশিখরে তপস্যা করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, গরুড় শাখা-রোধহেতুক অস্ফুটবচনে পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আজ্ঞা করুন, এমন জনশূন্য দেশ কোথায় আছে, যেখানে আমি এই শাখা নিক্ষেপ করি। কশ্যপ এক পর্ব্বত বলিয়া দিলেন; তাহার গুহা-সকল নিরন্তর তুহিনে আবৃত; তথায় গমন করিতে মনুষ্য মনেও ভাবিতে পারে না! মহাবলশালী গরুড় গজকচ্ছপ ও শাখা লইয়া সেই বিশাল পর্ব্বতোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। বৈনতেয় যে শাখা লইয়া চলিলেন, একশত গোচর্ম্মে নির্ম্মিত একাবলী রজ্জু দ্বারাও তাহা বেষ্টন করা যায় না। অনন্তর খগপতি সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই সেই পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়া ভীমনাদে শাখা নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার পক্ষানিলে উদ্বেজিত হইয়া ঐ পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল এবং পাদপ সকল ছিন্নমূল হইয়া পতিত হইল; সুতরাং চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মণিকাঞ্চনময় শিখর

সকল ভগ্ন হইয়া দিকে দিকে পড়িতে আরম্ভ করিল। সেই নিপতিত শাখার প্রহারে প্রচলিত পাদপরাজি হইতে সুবর্ণ-পুষ্প নিক্ষিপ্ত হইয়া সৌদামিনীরঞ্জিত জীমূতমালার শোভা উৎপাদন করিল। কাঞ্চনময় শাখা সকল ভূমিতে পতিত হইয়া গৈরিকরাগে রঞ্জিত হইল। বোধ হইল যেন, তখন প্রভাত মার্ত্তণ্ডের বাল কিরণ তাহাতে প্রতিভাত হইয়াছে। অবশেষে গরুড় সেই অচলের শৃঙ্গে বশিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আহার সমাপন করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন। তিনি শূন্যমার্গে উড়িতে আরম্ভ করিলে, শঙ্কাসূচক নানাবিধ উৎপাত ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রের প্রিয়তম অশনি ভয়ে জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ হইতে প্রধূমিত প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ড নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধসময়েও এরূপ অলক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেব-গণের নিজ নিজ অস্ত্র সকল পরস্পর বিদ্রোহ উপস্থিত করিল; চারি দিক্ হইতে নির্ঘাতপবন বহিতে লাগিল; অসংখ্য অগ্নিকণা বর্ষণ হইল; বারিদবিরহিত পরিষ্কৃত নভো-মণ্ডল ভীমরবে গর্জ্জন আরম্ভ করিল; অমরশ্রেষ্ঠও রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেবতাদিগের কণ্ঠবিলম্বিত পুষ্পদাম্ পরি-ম্লান ও তেজোরাশি তিরোহিত হইল। ভয়ঙ্কর উৎপাতজলধর প্রভূত রক্ত বৃষ্টি করিতে লাগিল; ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের শিরোমুকুট মলিন করিল। এই সকল ভয়ঙ্কর অমঙ্গল দেখিয়া ইন্দ্র শঙ্কিতচিত্তে অমরবৃন্দের সহিত বৃহস্প-তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! অকস্মাৎ এরূপ অলক্ষণ ঘটিতেছে কেন? সমরে আমাদিগকে পরাজয় করে, এরূপ শত্রু কোথায়? সুরগুরু উত্তর করিলেন, পুরন্দর! তোমার পূর্ব্বকৃত দোষ ও অনবধানতা নিবন্ধন মহাপ্রভাব বালখিল্যদিগের আশীর্ব্বাদে বিনতার গর্ভজাত কশ্যপপুত্র কামরূপী মহাবল

খগপতি অমৃত হরণ করিতে আসিতেছে। শতক্রতো! বৈনতেয়ের শক্তি অসাধারণ; সে যাহা মনে করে, তাহাই করিতে পারে; অনুমান হয়, অনায়াসেই অমৃত লইয়া প্রস্থান করিবে।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, শচীপতি বৃহস্পতির বাক্য শুনিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন; সাবধান, অসীমবীর্য্য পতত্রী অমৃতহরণ করিতে আসিতেছে। গুরু কহিয়াছেন, সে যাহা মনে করে, তাহাই করিতে পারে। দেখো যেন, বলপূর্ব্বক অমৃত লইয়া না যায়।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া অমৃতরক্ষক অমরেরা বিস্মিত হইলেন এবং সাতিশয় যত্ন ও বিশেষ অবধান সহকারে অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। বজ্রীও বজ্রহস্তে অবহিত হইয়া রহিলেন। অন্যান্য সুর সকলও গাত্রে বিবিধবর্ণ কাঞ্চননির্ম্মিত বৈদূর্য্যবিভূষিত বর্ম্ম পরিধান করিয়া, সুদৃঢ় চর্ম্ম ও ভয়ঙ্কর বিবিধ শস্ত্র উদ্যত করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ বা চক্র, কেহ বা পরিঘ, কেহ বা ত্রিশূল, কেহ বা পরশু, কেহ বা শাণিত শক্তি, কেহ বা নির্ম্মল করবাল এবং কেহ বা অনুরূপ গদা লইয়া চতুর্দ্দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। অমিতবল, অনঘ, অসুরসূদন, প্রজ্বলিত অগ্নিসমতেজা দেবগণ এইরূপে মণ্ডলাকারে ফিরিতে আরম্ভ করিলে, সমরস্থলী, সূর্য্যকিরণাঙ্কিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইল।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, সৌতে! দেবরাজের কি অপরাধ ও অনবধানতা ঘটিয়াছিল; গরুড়ই বা কি প্রকারে বালখিল্যদিগের তপোবলে জন্মগ্রহণ করেন; কেনই বা ঋষিশ্রেষ্ঠ কশ্যপের পন্নগপতি সন্তান জন্মে; সেই সন্তানই বা কিরূপে

কামচারী, কামবীর্য্য এবং সর্ব্বজীবের অধৃষ্য ও অজেয় হইয়া উঠেন, তাহা যদি পুরাণে কথিত থাকে, বল, শুনিতে বাসনা হয়।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ব্রহ্মন্! সে সকল পুরাণেরই কথা। আমি আনুপূর্ব্বিক সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রলাভের বাসনায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার সহায়তা করেন। যজ্ঞের কাষ্ঠ আনিবার জন্য কশ্যপ বালখিল্য ঋষি ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের বল অলৌকিক; সুতরাং তিনি অচলপরিমিত কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। আগমনকালীন দেখিলেন, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত খর্ব্বকায় বালখিল্যগণ সকলে মিলিয়া একটীমাত্র পলাশবৃন্ত বহন করত অতিকষ্টে আসিতেছেন। নিরাহারে তপস্যা করিয়া তাঁহাদিগের শরীর এত শীর্ণ হইয়াছিল যে, আসিতে আসিতে গোষ্পদস্থিত সলিলেও মগ্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন। ইন্দ্র সেই সকল ঋষিদিগকে দেখিয়া বীর্য্যগর্ব্বে উপহাস করত লঙ্ঘন করিয়াই চলিয়া গেলেন। তখন অমিততপোবলসম্পন্ন বালখিল্যগণ দুঃখিত ও কুপিত হইয়া এক ভয়ানক ব্যাপারের আরম্ভ করিলেন। শৌনক! তাহার বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন্।

ইন্দ্রের উপহাস ও অবমাননায় দুঃখিত ও কুপিত হইয়া মহাতপা বালখিল্যগণ মনে করিলেন, আমরা তপোবলে কামবীর্য্য, কামচারী, ইন্দ্রেরও ভয়প্রদ এবং বলে তাঁহা হইতেও শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মনের ন্যায় বেগবান্, চণ্ডপ্রকৃতি অন্য এক ইন্দ্র উৎপাদন করিব এবং সেই হেতুক অগ্নি স্থাপন করিয়া উচ্চাবচ মন্ত্র দ্বারা নিয়মানুসারে আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া পুরন্দর ভয়ে কশ্যপের

শরণ লইলেন। ঋষিপ্রবর প্রজাপতি কশ্যপ দেবরাজকে ভীত দেখিয়া বালখিল্যদিগের নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিগণ! আপনাদিগের ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে ত? তাঁহারা কহিলেন, হাঁ। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগের ক্রোধশান্তি করিয়া কহিলেন, তাপসবৃন্দ! ইন্দ্র বিধাতার আজ্ঞাক্রমে ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আপনারা তপোবলে অন্য এক ইন্দ্র উৎপাদন করিয়া বিধিবাক্য অন্যথা করিতে বসিয়াছেন; সেটী উচিত নহে। কিন্তু আপনাদিগের উদ্যোগ বিফল হউক, আমার এ অভিপ্রায় নয়; তবে এরূপ আজ্ঞা করুন্, যাহাতে আপনাদিগের ইন্দ্র পক্ষিকুলের ইন্দ্র হন্। শচীপতি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। অনুগ্রহ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন্। তাঁহার বাক্য শুনিয়া যতব্রত বালখিল্যগণ উত্তর করিলেন, ঋষে! আপনার সন্তান ও অপর এক ইন্দ্রের উৎপাদন কামনায় আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সুতরাং এখন তজ্জন্য ফল আপনিই গ্রহণ করিয়া যাহা উত্তম বুঝেন, করুন।

সৌতি বলিলেন, ঐ কালে সুলক্ষণসম্পন্না তপস্যানিরতা কল্যাণী দক্ষদুহিতা বিনতা ঋতুস্নান করিয়া সংযত ও পবিত্র হইয়া সন্তানপ্রাপ্তির ইচ্ছায় স্বীয় ভর্ত্তা কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রজাপতি কহিলেন, কল্যাণি! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; আমার ইচ্ছায় এবং বালখিল্যগণের আশীর্ব্বাদে তোমার উদরে অসাধারণভাগধেয়সম্পন্ন ত্রিভুবনগোপ্তা দুই সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা কর। ইহাতে অদ্বিতীয়বলী, কামরূপী দুইটী পক্ষীন্দ্র উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকে পূজিত হইবে।

পরে কশ্যপ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর! এই গর্ভে তোমার দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হইয়া তোমার আনুকূল্য করিবে। তাহাদিগের হইতে তোমার কোন ভয় নাই।

সুস্থ হও; চিরকাল তুমিই ইন্দ্র হইয়া থাকিবে। কিন্তু আর কখন মোহবশতঃ ব্রাহ্মণদিগের অপমান বা অবমাননা করিও না। তাঁহাদিগের বাক্য বজ্র হইতেও সারবান্ এবং কোপ অতি নিদারুণ।

ইন্দ্র তাঁহার বাক্য শুনিয়া নিরুদ্বেগে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দক্ষদুহিতাও পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে বিনতা অরুণ ও গরুড় নামে দুই সন্তান প্রসব করিলেন। অরুণ অপুষ্টাঙ্গ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের সারথি হইলেন; সুতরাং গরুড়ই পক্ষীদিগের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিলেন। ভার্গব, সেই খগপতি গরুড়ের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য উল্লেখ করি, অবধান করুন।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, শৌনক! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃহস্পতির বাক্যে দেবগণ সশস্ত্র হইয়া অমৃত রক্ষণ করিতেছিলেন। ইতি-মধ্যে খগপতি গরুড় প্রচণ্ডবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। অমরগণ তাঁহাকে দেখিয়াই কাঁপিতে লাগিলেন এবং ভয়ে কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, পরস্পরকেই আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অতুলপরাক্রম অচিন্তস্বরূপ জ্বলন্ত অগ্নিসন্নিভ বিশ্বকর্ম্মাই অমৃতরক্ষকদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। অগ্রেই তাঁহার সহিত সংগ্রাম আরব্ধ হইল। বিশ্বকর্ম্মা মুহূর্ত্ত-মাত্র তুমুল যুদ্ধ করিয়া মৃতপ্রায় পতিত হইলেন। অনন্তর পন্নগপতি বিধূনিত পক্ষানিল দ্বারা ধূলিরাশি উদ্ধত করিলেন। সেই উৎক্ষিপ্ত রজঃপিণ্ড অন্ধকার করিয়া দেবগণকে আবৃত করিল। তাহাতে তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইলেন। অমৃতরক্ষক

অমরেরাও অন্ধ হইয়া বৈনতেয়কে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে সমস্ত স্বর্গলোক ব্যতিব্যস্ত হইল এবং পক্ষীর বিশালপক্ষাঘাতে ত্রিদশবাসীরা ক্ষত বিক্ষত হইলেন।

তখন সহস্রলোচন বায়ুকে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র এই রজঃপিণ্ড দূরে নিক্ষেপ কর। এ কার্য্য তোমারই সাধ্য। তাঁহার বাক্যে অনিল মহাবেগে সেই ধূলিরাশি দূরীকৃত করিলেন। তাহাতে দিঙ্মণ্ডল ব্যক্ত হইল এবং দেবগণ দৃষ্টিলাভ করিয়া গরুড়কে আক্রমণ করিলেন।

অনন্তর দেবগণের আঘাতে অতুলবিক্রম কশ্যপপুত্র ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত আকাশে উড্ডীয়মান হইলেন। তাহাতে প্রজাবর্গ কাঁপিয়া উঠিল। তখন সুরসমূহ পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা ও চক্র দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বৈনতেয় সে সমুদায়ই সহ্য করিলেন, অণুমাত্রও বিক্ষোভিত হইলেন না; প্রত্যুত তাঁহার পরিবর্দ্ধিত তেজঃপুঞ্জ যেন অমরদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তাঁহার দুঃসহ পক্ষ ও বক্ষাঘাতে সুরগণ নিক্ষিপ্ত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে নিঃশেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্ব দিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণ দিকে, আদিত্য সকল পশ্চিম দিকে এবং অশ্বিনীকুমারেরা উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। পরে অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ, পুলিন প্রভৃতি মহাবীরদিগের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসূদন বৈনতেয় পক্ষ, নখ ও তুণ্ড দ্বারা ঐ সকল সুরগণকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, প্রলয়কালীন পিণাকপাণি সংহারোদ্যত দেবদেব মহাদেবকে মনে পড়িল। দেবগণ ছিন্নাঙ্গ হইয়া, শোণিতবর্ষী বারিদের ন্যায় বিরাজিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া গরুড় অমৃতের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অগ্নি চতুর্দ্দিক

বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহার প্রজ্বলিত শিখা সকল উত্থিত হইয়া সূর্য্যকেও দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বৈনতেয় মহাবেগে প্রস্থান করত অষ্টসহস্র একশত মুখ ধারণ করিয়া তৎসংখ্যক নদী পান করিলেন। অনন্তর শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিয়া সেই মুখগর্ভস্থ অসংখ্য স্রোতস্বতীর সলিল দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া, অমৃতের নিকট যাইবার নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, গরুড়! প্রভাজালমণ্ডিত কাঞ্চনময় ক্ষুদ্র-শরীর ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে জল প্রবাহের ন্যায়, সহসা অমৃতের নিকট প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, সূর্য্য-সংপ্রেক্ষ্য, ভয়ানক, লৌহনির্ম্মিত, সুতীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার এক চক্র তাহার চতুর্দ্দিকে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। অমৃত-হরণে কৃতপ্রয়াস ব্যক্তিদিগকে ছেদন করিবার নিমিত্তই সুরগণ ঐ চক্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গরুড় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর শরীর ধারণ করিয়া অরমধ্যবর্ত্তী অন্তরাল দিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চক্রের নিম্নে দুইটী দীপ্তানলকান্তি, দীপ্তমুখ, দীপ্তলোচন, মহাবীর্য্য সর্প, অমৃত রক্ষা করত অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদিগের জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে। নয়নভঙ্গি দেখিলেই বোধ হয় যেন, তাহারা সর্ব্বদাই ক্রুদ্ধ। চক্ষের নিমেষ নাই দুয়ের একটিমাত্র যাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই ভস্মসাৎ হয়।

বৈনতেয় ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের চক্ষু অন্ধ করত বেগে অমৃতের নিকট প্রবেশ করিলেন। অনন্তর

অমৃত সকল উত্তোলন করিয়া সহসা আকাশপথে উড্ডীন হইলেন; কিন্তু পান করিলেন না।

ঐ সময়ে নারায়ণ তাঁহার অলৌকিক কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আগমন করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া কহিলেন, খগপতে! আমি তোমাকে বর দিতে আসিলাম। কশ্যপনন্দন কহিলেন, দেব! আজ্ঞা করুন্, যেন আমি আপনার উপরে বাস করি এবং অমৃতপান না করিয়াই অজর ও অমর হই। নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। গরুড় বর লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনিও কোন বর প্রার্থনা করুন্। অচ্যুত বলিলেন, তুমি আমার বাহন হও। গরুড় স্বীকার করিলেন। কেশব তাঁহাকে ধ্বজের উপর রাখিয়া প্রথম বরের সার্থকতা করিলেন।

এই রূপে বর দান ও বর লাভ করিয়া বিনতাপুত্র বেগে বায়ুকে স্পর্দ্ধা করত প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে অমৃত লইয়া গমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা আঘাত করিলেন। পক্ষিরাজ অশনিতাড়িত হইয়া উপহাস করত বলিলেন, পুরন্দর! বজ্র ঋষির অস্থিসম্ভূত; অতএব সেই ঋষির, তোমার ও এই বজ্রের সম্মানরক্ষার্থ এক পক্ষপত্র পরিত্যাগ করিলাম; ইহার অন্ত পাইবে না। বজ্রাঘাতে আমার অণুমাত্রও বেদনা হয় নাই। এই বলিয়া একটী পত্র ত্যাগ করিলেন। নিখিল প্রাণী তাঁহার সেই অনুত্তম পতিত পত্র নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নাম সুপর্ণ রাখিলেন।

ইন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ সাধারণ পক্ষী নহে; অবশ্যই কোন মহান্ সত্ত্ব হইবে।

অনন্তর বৈনতেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিহঙ্গবর! আমি তোমার সহিত মিত্রতা করিতে বাসনা করি; সত্য করিয়া বল, তোমার কত সামর্থ্য।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

গরুড় উত্তর করিলেন, দেবরাজ! তুমি যে আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। আর যে সামর্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতিমহান্ ও দুঃসহ। পুরন্দর! মনীষী ব্যক্তিরা আপন শক্তির প্রশংসা বা গুণোল্লেখ করেন না। তবে মিত্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই জন্যই বলিতে উদ্যত হইলাম, শ্রবণ কর। সখে! আমি একমাত্র পক্ষ দ্বারা পর্ব্বত, বন, উপবন, নগর ও সাগরসলিলের সহিত বসুন্ধরা বহন করিতে পারি, তাহাতে তুমি স্বয়ং উপবেশন করিলেও কোন কষ্ট বোধ হয় না। অধিক কি, এই চরাচর ত্রিভুবন একত্র করিয়া এক বারেই বহন করিতে পারি; তাহাতে বিশেষ পরিশ্রমের উপলব্ধি হয় না।

সৌতি কহিলেন, শৌনক! শচীপতি গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, খগপতে! তোমাতে কিছুই অসম্ভাবিত নহে। যাহা উল্লেখ করিলে, সে সকলই সত্য; এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীসংস্থাপন কর। আর, যদি অমৃতে বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, তবে যাচ্ঞা করিতেছি, আমাকে অর্পণ কর। গরুড়! তুমি যাহাদিগকে দিবে বলিয়া ইহা লইয়া যাইতেছ, তাহারা নিরন্তর আমাদিগের শত্রুতা করে। বিনতানন্দন উত্তর করিলেন, সখে! আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ পীযুষ হরণ করিতেছি; কিন্তু কাহাকেও পান করিতে দিব না। পুরন্দর! এক্ষণে ইহা আমি লইয়া চলিলাম। অনন্তর এই ভাণ্ড যে স্থানে রাখিব, তুমি সেই স্থান হইতে হরণ করিয়া প্রস্থান করিবে। দেবরাজ বলিলেন, সখে! তোমার বাক্যে সাতিশয় আনন্দিত হইলাম, অতএব বাসনানুরূপ বর প্রার্থনা কর।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর কশ্যপাত্মজ সর্পকুলের আচরণ ও জননীর দাস্যের কারণভূত কদ্রুর শঠতা স্মরণ করিয়া উত্তর করিলেন, ইন্দ্র! আমি সকলই করিতে পারি; তথাপি

তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যেন দুর্দ্দান্ত সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হয়। পুরন্দর তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই অচিন্ত্য-শক্তি নারায়ণের নিকট উত্তীর্ণ হইয়া আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

গোবিন্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৈনতেয় যাহা বলিয়াছে, তাহাই করিতে হইবে। তখন দেবরাজ প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, গরুড়! তুমি অমৃতভাণ্ড রাখিলেই আমি হরণ করিয়া আনিব।

অনন্তর বিনতানন্দন নিমেষমাত্রেই জননীর নিকট উত্তীর্ণ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে সর্পদিগকে বলিলেন, এই অমৃত আনিয়াছি। আমি ইহা কুশের উপর রক্ষা করিলাম, তোমরা স্নান করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক পান কর। এখন তোমাদিগের সকলেরই আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম; অতএব আজি হইতে আমার জননী আর তোমাদিগের দাসী নহেন। তাহারা উত্তর করিল, অদ্যাবধি বিনতা দাস্য হইতে মুক্ত হইলেন।

এ দিকে পুরন্দর অবকাশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সর্পগণ যেমন অমৃত পান করিবে বলিয়া সকলে সত্বর স্নান করিতে গমন করিল, অমনি শচীপতি ভাণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত কদ্রুপুত্রেরা স্নান আহ্নিক করিয়া বিবিধ মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান করত হৃষ্টান্তঃকরণে কুশাসনের নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু দেখিল, তথায় অমৃতভাণ্ড নাই। তখন হতাশ হইয়া বলিল, উত্তম হইয়াছে; আমরা শঠতা করিয়া বিনতাকে দাসত্বে বদ্ধ করিলাম, এখন গরুড় সেই শঠতা করিয়াই তাহাকে মুক্ত করিল। অনন্তর সকলে ভাবিল, এই কুশের উপরে অমৃত ছিল, সুতরাং ইহাতে অবশ্যই সম্পৃক্ত হইয়া থাকিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সকলেই কুশ অবলেহন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতেই তাহাদিগের

জিহ্বা দ্বিধাকৃত হইল। কুশও অমৃতসংস্পর্শে সেই অবধি পবিত্রতা লাভ করিল। বৈনতেয় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অমৃত আনয়ন ও প্রত্যর্পণ করিয়া কদ্রুপুত্রদিগকে দ্বিজিহ্ব করিয়াছিলেন।

অবশেষে পক্ষিরাজ নির্ব্বৃত হইয়া প্রসূতির হিত সেই উপবনেই বাস করিতে লাগিলেন। সর্পসকল ভক্ষ্য হইয়া নিরন্তর মহাসমাদরে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। বিনতা পুত্রের সৌভাগ্য দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

যে ব্যক্তি বিপ্রবহুল শ্রোতৃমণ্ডলসমক্ষে অনন্তশক্তি খগপতি বিনতানন্দনের এই অদ্ভুত চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি প্রভূত পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া চরমে স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক বলিলেন, সৌতে! যে কারণে কদ্রু পুত্রদিগকে এবং অরুণ নিজ প্রসূতিকে অভিশাপ দেন, তাহা উল্লেখ করিলে; স্বামীর নিকট হইতে কদ্রু ও বিনতার বরলাভের উল্লেখপ্রসঙ্গে বিনতার তনয়দ্বয়ের নামও নির্দ্দেশ করিয়াছ; কিন্তু কই এ পর্য্যন্ত কদ্রুর পুত্রদিগের কাহারই ত নামোল্লেখ করিলে না।

উগ্রশ্রবা উত্তর করিলেন ব্রহ্মন্, বাহুল্যভয়ে তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করি নাই। আপনাদিগের বাসনা হইয়াছে, সুতরাং সংক্ষেপে প্রধান প্রধান সর্পের নাম নির্দ্দেশ করি, অবধান করুন্।

প্রথমে শেষনামে নাগ উৎপন্ন হইল, তাহার পর বাসুকি,

শেষে ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালকেয়, মণিনাগ, পূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, স্থরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানক, হেমগুহ নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সম্বর্ত্তক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্রক, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, স্থমুখ, কৌণপাশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর, এক এক করিয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারাই গণ্য। অপরাপর ক্ষুদ্রতর অনেক সর্প আছে; বহুত্ব প্রযুক্ত আর উল্লেখ করিলাম না। ভগবন্! ইহাদের পুত্র, পৌত্রও অনেক। তাহাদিগেরও সংখ্যা করা সহজ নহে। ফলতঃ, সর্পের সংখ্যা বহু অর্ব্বুদ, এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, সূতনন্দন! তুমি মহাবল নাগসকলের বিষয় উল্লেখ করিলে; এক্ষণে জননীর অভিশাপ শুনিয়া তাহারা কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বর্ণন কর।

সৌতি কহিলেন, প্রসূতি অভিশপ্ত করিলে, নাগশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শেষ, তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া, গন্ধমাদন, বদরিকা, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমালয়প্রমুখ তীর্থ ও আশ্রমে

ভ্রমণ করত সাতিশয় নিষ্ঠাসহকারে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কখন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, কখন বা অনাহারেই দিন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। একান্ত সমাহিত হইয়া বিবিধ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করত অশেষ কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাঁহার কলেবর শুষ্ক ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট হইল। তখন পিতামহ আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, শেষ! এ কি ভয়ানক অনুষ্ঠান করিতেছ! তোমার কঠোর তপস্যায় প্রাণিবর্গ একান্ত পরিতপ্ত হইয়াছে; বিরত হও; যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, মনোযোগ কর; কি বাসনা করিয়াছ, প্রকাশ করিয়া বল।

নাগরাজ উত্তর করিলেন, বিভো! আমার সোদর সকল অত্যন্ত অজ্ঞ; তাহারা পরস্পর অরাতিসদৃশ নিরন্তর কলহ করে। বিনতা আমাদিগের বিমাতা। গরুড় তাঁহার পুত্র। বৈমাত্রেয় স্বীয় জনক কশ্যপের বরপ্রভাবে অসাধারণ বলবান্ হইয়াছে। সেই ঈর্ষ্যায় আমার ভ্রাতা সকল সততই তাঁহাদিগের উভয়ের দ্বেষ ও অনিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং, আমি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি না; সেই জন্য তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রাণত্যাগ করিয়া পরলোকেও তাহাদিগের মুখাবলোকন করিব না; আমার এই অভিপ্রায়। তাঁহার বাক্য শুনিয়া পিতামহ কহিলেন শেষ! আমি তোমার ভ্রাতাদিগের ব্যাবহার সকলই জানি; তোমার জননীর শাপে তাহারা সাতিশয় ভীত হইয়াছে, তাহাও অবগত আছি এবং সেই হেতু পূর্ব্বেই তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছি। তোমাকে সোদরদিগের জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি তোমার প্রতি [illegible] হইয়াছি; যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। নাগরাজ! তোমার মন ধর্ম্মের প্রতি ধাবমান হইয়াছে, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের

বিষয় নহে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মতি ধর্ম্মেই নিরন্তর নিযুক্ত থাকুক্।

শেষ উত্তর করিলেন, বিভো! আপনি আমাকে এই আশীর্ব্বাদই করুন্ যেন, আমার চিত্ত নিরন্তর ধর্ম্মে, শমে ও তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকে; আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। পিতামহ কহিলেন, নাগ! তোমার এই শমগুণে আমি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিলাম। আজ্ঞা করিতেছি, এক কর্ম্ম করিয়া জীবের মঙ্গল সাধন কর। শেষ! বন, উপবন, নগর, পর্ব্বত ও সাগরের সহিত এই বসুন্ধরা ধারণ করিয়া থাক; দেখো, যেন উহা কোন মতে অণুমাত্র বিচলিত না হয়।

তিনি উত্তর করিলেন, পিতামহ! আপনি বরদ, মহীনাথ, প্রজানাথ, ভূতনাথ ও জগন্নাথ; সুতরাং যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, অবশ্যই করিব। জগন্নাথ! আপনি এই ভূমণ্ডল আমার মস্তকে তুলিয়া দিন।

বিধাতা বলিলেন, নাগ! তুমি এই পৃথিবীর নিম্ন দেশে প্রবেশ কর; তিনি আপনিই তোমাকে পথ প্রদান করিবেন। তুমি এই ভূমণ্ডল বহন করিলে, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর বাসুকির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্পরাজ অনন্তদেব স্বীকার করিয়া বিবরে প্রবেশ করত ধরণী ধারণ করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া পিতামহ বলিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নাগোত্তম অনন্ত! তুমি নিঃসহায় হইয়া এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ধারণ করত যেরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছ, আমি ও ইন্দ্র ভিন্ন আর কেহই সেরূপ পারেন না।

ভগবন্! পিতামহের আজ্ঞাক্রমে অনন্ত সেই অবধি পৃথিবী বহন করিয়া পাতালে বাস করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা, তাঁহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত, গরুড়কে আজ্ঞা করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, নাগোত্তম বাসুকিও, কি প্রকারে জননীর অভিশাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এই চিন্তায় দিন যামিনী ব্যাপৃত রহিলেন। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত ঐরাবতপ্রমুখ নিজ সহোদরগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! মাতার অভিশাপ সকলই জান; এক্ষণে যাহাতে উহা হইতে উদ্ধার পাই, এরূপ পরামর্শ কর। সকল অভিশাপ হইতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; কিন্তু জননীর শাপ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ মাতা নিত্য, সত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ বিধাতার নিকট ঐ অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সেই হেতু আমার হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে। অনুমান করি, নিশ্চয়ই আমাদিগের উচ্ছেদ উপস্থিত; অন্যথা পিতামহ তৎকালে প্রসূতিকে নিবারণ করিতেন।

অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। সকলে সমবেত হইয়াছি; মন্ত্রণা কর, যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়। এস্থলে যে সকল সর্প একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই ধীমান্ ও বিধেয়দক্ষ; সুতরাং ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরামর্শ করিলে অবশ্যই কোন ক্ষেমঙ্কর উপায় উদ্ভাবিত হইবে। পূর্ব্বকালে বৈশ্বানর আত্মসংহার করিলে অমরেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্ত উপায় করিয়াছিলেন; অতএব আইস, আমরাও কোন উপায় স্থির করি,

যাহাতে উত্তরকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠিত বা কোন ফলপ্রদ না হয়।

কদ্রুর পুত্রগণ এইরূপে কৃতসংকল্প হইয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উদ্ভাবন করিল, আমরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট যাচ্ঞা করিব, তিনি সর্পসত্রের অনুষ্ঠান না করেন। কেহ কেহ বা স্বীয় বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার দর্পে অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, চল, আমরা কতিপয়ে গিয়া রাজার প্রিয়তম অমাত্য হইয়া থাকি; তাহা হইলে জনমেজয় সকল বিষয়ে আমাদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্দেহ নাই। সর্পযজ্ঞের কথা উল্লেখ করিলেই আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিষেধ করিব; বলিব, মহারাজ! উহার অনুষ্ঠান করিবেন না, তাহাতে অতি নিদারুণ দোষ আছে। প্রথমতঃ, আপনি জীবহিংসা জন্য পাপে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হইবেন; দ্বিতীয়তঃ সর্পসকল ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাবর্গকে দংশন করিবে, তাহাতে অনেকেই পঞ্চত্ব পাইবে। সুতরাং প্রভূত প্রজাক্ষয়ের সম্ভাবনা। এইরূপ অন্যান্য নানা কারণ উদ্‌ঘাটন করত ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই অশেষ দোষ দেখাইব এবং তাহাতেই নিরস্ত করিয়া যজ্ঞ করিতে দিব না। আরও উপায় আছে; যজ্ঞকালে গিয়া উপাধ্যায় ব্রাহ্মণকে কোন সর্প দংশন করিবে; তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন; সুতরাং যাগপ্রযোক্তা বিপ্রের অসদ্ভাবে কোন কার্য্যই হইবে না। অপর যিনি যিনি সেই পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকেই ক্রমশঃ দংশন করিব। এইরূপে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। উহাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালুস্বভাব ও সন্ত্রাস্ত ছিল, তাহারা কহিল, তোমাদিগের এ মন্ত্রণা কুমন্ত্রণামাত্র; ব্রাহ্মণের হিংসা করা বিধেয় নহে। অধর্ম্ম করিলে, অখিল জগৎসংসার বিনষ্ট হয়। কেহ বা

কহিল, আমরা সৌদামিনীবিভূষিত জীমূতরূপে পরিণত হইয়া প্রভূত ধারা বর্ষণ করত যজ্ঞার্চ্চিত প্রদীপ্ত হুতাশন নিবাইয়া দিব। কেহ বা, রাত্রিকালে যখন পুরোহিত সকল অন্যমনস্ক হইবেন, সেই সময়ে শ্রুগ্‌ভাণ্ড অপহরণ করিয়া অঙ্গহীন করত যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিব। অথবা সহস্র সহস্র ভুজঙ্গ মিলিত হইয়া যজ্ঞসময়ে সকলকে দংশন করিতে আরম্ভ করিব; তাহা হইলে সকলেই ভীত হইবে। আরও উপায় আছে; সকলে উপস্থিত হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করত সমুদায় সামগ্রীই অপবিত্র করিব; তাহাতেও বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। অপর অপর কতিপয় সর্প প্রস্তাব করিল, চল, আমরাই নিজে গিয়া রাজার ঋত্বিক্ হই। অনন্তর তিনি যখন যজ্ঞারম্ভের উদ্‌যোগ করিবেন, সেই সময়ে অগ্রেই দক্ষিণা যাচ্ঞা করিব। তাহা হইলেই আমরা যেমত আজ্ঞা করিব, জনমেজয় অগত্যা সেইরূপই করিবেন। কেহ বা বলিল, রাজা জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেই, তাঁহাকে আনিয়া এই স্থানে বাঁধিয়া রাখ; তাহা হইলে আর কোন চিন্তাই থাকিবে না। কেহ কেহ বা আপন বিজ্ঞাতার দর্প করিয়া কহিল, কিছুতেই কিছু হইবে না; রাজাকে গিয়া দংশন কর; তাহা হইলে বিপদের মূল উৎপাটিত হইবে। রাজন্! আমাদিগের এই স্থির বুদ্ধি; এক্ষণে আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, শীঘ্র করুন্। এই বলিয়া সকলেই বাসুকির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনন্তর বাসুকি চিন্তা করত কহিলেন, ভুজঙ্গগণ! তোমাদিগের এই প্রকারই স্থির বুদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে নাগকুলের শুভ হইবে বলিয়া আমার প্রত্যয় হইতেছে না। তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য যে কি করিতে হইবে, আমি এখনও তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, মহাত্মা কশ্যপের প্রসন্নতা লাভ করিলে, অনেক সুবিধা হইতে পারে। নাগসকল! আমি জ্ঞাতিদিগের ও আপনার

মঙ্গলকামনায় হঠাৎ তোমাদিগের মন্ত্রণানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে সাহস করিতেছি না; অথচ উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন আমাকেই করিতে হইবে। সুতরাং গুণদোষ আমার উপরই নির্ভর করিতেছে; ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছি।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ভার্গব! বাসুকির ও অপরাপর সর্পদিগের পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামে নাগ বলিতে আরম্ভ করিলেন, ভুজঙ্গমগণ! যাহাতে উত্তরকালে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান না হয়, অথবা যাহাতে আমাদিগের ভীতির আলয়ভূত রাজা জনমেজয় ভূমিষ্ঠ না হন, সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল। আমরা দৈববলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি দৈববশে বিপন্ন হয়, সে দৈবকে আশ্রয় করিয়াই নিষ্কৃতি পায়; সুতরাং আমাদিগেরও দৈবের শরণ লওয়া আবশ্যক। আমাদিগের অভিশাপ শুনিয়া দেবগণ দুঃখার্ত্তচিত্তে পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া তৎসংক্রান্ত কথোপকথন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভয়ে চকিত হইয়া আমি জননীর উৎসঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম; সুতরাং সে সমুদায়ই শুনিয়াছি। এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অমরেরা বলিলেন, ব্রহ্মন্! নিদারুণ কদ্রু ভিন্ন অন্য কোন্ প্রসূতি আপনার সন্তানদিগকে এরূপ ঘোর অভিশাপ দিতে সমর্থ হয়? পিতামহ! বারণ করা দূরে থাকুক্, আপনিও তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন্।

ব্রহ্মা বলিলেন, ঘোররূপ তীক্ষ্ণবিষ সর্পসকল সংসারে সাতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমিও নিরন্তর প্রজার মঙ্গল অন্বেষণ করি; সুতরাং কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। যে সকল ভুজঙ্গ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইয়া অনিষ্ট চেষ্টা করিবে, তাহারাই বিনষ্ট হইবে; ধার্ম্মিক সর্পগণের কোন ভাবনাই নাই; তাহাদের নিষ্কৃতিরও উপায় আছে, শ্রবণ কর। উত্তরকালে জিতেন্দ্রিয়, তপস্যানিরত জরৎকারু নামে এক ঋষি জন্মগ্রহণ করিবেন। আস্তীক নামে তাঁহার এক মহাতপস্বী সন্তান হইবে। সেই আস্তীকই সর্পসত্র নিবারণ করিবেন। তাঁহা হইতেই ধর্ম্মপরায়ণ ভুজঙ্গম সকলের রক্ষা হইবে। দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জরৎকারু কোন্ কামিনীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন? পিতামহ বলিলেন, বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে; ঋষি সেই সমাননাম্নী মহিলার উদরে অনুপমবীর্য্যশালী তনয় উৎপাদন করিবেন। দেবগণ তাহাতেই অনুমোদন করিলে, বিরিঞ্চি অন্তর্হিত হইলেন।

অতএব, বাসুকে! তোমার এই ভগিনী মহর্ষি জরৎকারুকে সম্প্রদান কর। ঋষি ভিক্ষার ন্যায় যাচ্ঞা করিবেন; তুমিও সর্পকুলের মঙ্গল হইবে বলিয়া অর্পণ করিবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এলাপত্রের এই বাক্য শুনিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া উঠিল। বাসুকি প্রীত হইয়া সেই অবধি সহোদরা জরৎকারুকে যত্নসহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কালও নিমিষের ন্যায় সত্বর প্রস্থান করিল।

অনন্তর দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুকি তাহাতে মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলেই নাগরাজ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণ বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বাসুকি শাপভয়ে নিরন্তর দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাঁর সেই হৃদয়নিহিত শল্যের উদ্ধার করুন্। নাগরাজ, কি প্রকারে স্বজাতির মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া পর্য্যাকুল হইয়াছেন। প্রভো! ইনি আমাদিগের এক জন বিশিষ্ট হিতসাধক। অতএব প্রসন্ন হইয়া ইহাঁর মনোজ্বরের উপশম করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, দেবগণ! আমি মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, এলাপত্র সে সমুদায়ই ইহাদিগকে বলিয়াছে। এক্ষণে উগ্রতপস্বী জরৎকারু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাসুকি শীঘ্রই তাঁহাকে ভগিনী সমর্পণ করুন। তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাহাতে নিশ্চয়ই সর্পদিগের মঙ্গল হইবে।

বিধাতার বাক্য শুনিয়া বাসুকি সর্পদিগকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমারা বিশেষ সমাহিত হই[illegible] ফিরিতে থাক; যখন জরৎকারু পত্নী প্রার্থনা করিবেন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক বলিলেন, সৌতে! ঋষি কি কারণে জরৎকারু নামে খ্যাত হইয়াছেন; বিশেষ করিয়া বল।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ভার্গব! দ্বিজোত্তম কঠোর তপস্যা

দ্বারা অতিপুষ্ট শরীরকে প্রায় ক্ষয় করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে জরৎকারু বলিয়া থাকে। বাসুকির ভগীনীও অবিকল তাহাই করিয়াছিলেন।

শৌনক শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন, বৎস! উপযুক্তই হইয়াছে। অপরাপর সমস্তই আনুপূর্ব্বিক শুনিলাম; এক্ষণে আস্তীকমুনি কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করেন, বিশেষ করিয়া বর্ণন কর।

সৌতি বলিলেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জরৎকারু কোন্ সময়ে পত্নী প্রার্থনা করেন, এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত বাসুকি অনেক সর্পকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবন্! বত দিন অতিবাহিত হইল; উগ্রতপস্বী জরৎকারু ব্রতপরায়ণ হইয়া তীর্থে তীর্থেই পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; দারপরিগ্রহের কথা এক বারও তাঁহার মনে উদিত হইল না।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, কুরুবংশে পরীক্ষিৎ নামে রাজা জন্ম গ্রহণ করিলেন। পরীক্ষিৎ বয়স প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহাবাহু অদ্বিতীয় বীর মহারাজ পাণ্ডুর ন্যায় মৃগয়া করত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোথায় মৃগ, কোথায় বরাহ, অন্বেষণ করত বিদ্ধ করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিলেন।

এক দিন শাণিত শর দ্বারা একটী মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। সে আহত হইয়াই কাননগর্ভে প্রবেশ করিল; রাজাও পৃষ্ঠে শরাসন ঝুলাইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্বকালে শরবিদ্ধ যজ্ঞমৃগের অনুসরণপ্রবৃত্ত মহাদেবকে মনে পড়িল। পরীক্ষিতের বাণ দ্বারা আহত হইয়া কখন কোন মৃগই জীবিত থাকিয়া বনে প্রবেশ করে নাই। তাঁহার পরমায়ু শেষ হইয়াছিল বলিয়া এবার এরূপ ঘটিল। তিনি বহু দূর অনুসরণে অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর জলের অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাই-লেন, বনমধ্যস্থিত গোষ্ঠে এক ঋষি উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার আহারের কোন চেষ্টাই নাই; নিকটে যে সকল বৎস গাভীর স্তন পান করে, ঋষি ক্ষুধা হইলেই তাহাদিগের মুখনিঃসৃত ফেন পান করেন। রাজা তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইলেন। তাপস তখন যোগে নিমগ্ন হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ছিলেন। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করি-লেন, ঋষে! আমি পরীক্ষিৎ নামে রাজা; অভিমন্যুর পুত্র। সম্প্রতি একটী মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু সে আহত হই-য়াই পালাইয়াছে। আপনি কি দেখিয়াছেন সে কোন্ দিকে প্রস্থান করিয়াছে? তপস্বী কিছুই উত্তর করিলেন না।

রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সমীপনিক্ষিপ্ত জীবশূন্য সর্পকলেবর ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করিয়া তাঁহার গলদেশে রক্ষা করিলেন। ঋষি স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল এবং পরীক্ষিৎকে ধার্ম্মিক বলিয়াও জানিতেন; সুতরাং ক্রোধ-ভরে অভিশাপ দিতে বিরত হইয়া সেই অবস্থাতেই বসিয়া রহিলেন। রাজাও তাঁহার তপঃপ্রভাব বিশেষ অবগত ছিলেন না; অতএব অপমানিত করত বিগতক্রোধ হইয়া অসুস্থচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঋষির শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি মহাতপস্বী, সংযমী ও সাতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন। ক্রুদ্ধ হইলে কেহই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিতেন না। তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিধাতার নিকটে গমন করিতেন। যে দিন অভিমন্যু-তনয় মৃত সর্প দ্বারা তাঁহার জনকের অপমান করেন, সেই দিন পিতামহের আজ্ঞাক্রমে তিনি গৃহে আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে দেখিলেন, পথে কৃশনামক সহচর ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, কৃশ, জনকের অপমান-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করত উপহাস করিয়া কহিলেন,

শৃঙ্গিন্! তুমি তপস্বী ও তেজস্বী বলিয়া নিয়তই দর্প করিয়া থাক; কিন্তু অদ্য তোমার সে অভিমান চূর্ণ হইয়াছে। আমরা কিছু বলিলেও আর তুমি কখন অহঙ্কার করিতে পারিবে না। তোমার পুরুষাভিমান আর নাই। দর্পও আর শোভা পাইবে না। যাইয়া দেখ, তোমার জনক গলদেশে মৃত সর্প বহন করত বসিয়া আছেন। তিনি কোন অপরাধই করেন নাই; তথাপি তাঁহার এই অপমান হইয়াছে, দেখিয়া, সন্তপ্ত হইয়াছি।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কৃশের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী ক্রোধভরে নিতান্ত পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! কি কারণে পিতা গলদেশে শব বহন করিতেছেন, তিনি উত্তর করিলেন, শৃঙ্গিন্! এইমাত্র রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়াবশে কাননে প্রবেশ করিয়া তোমার পিতার গলদেশে জীবনশূন্য সর্পকলেবর সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃশ! পিতা সেই পাপাত্মার কি অপরাধ করিয়াছিলেন? তুমি যেরূপ অবগত আছ, আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ কর। আমার তপঃপ্রভাব সত্বরেই দেখিতে পাইবে। কৃশ, যেমন ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

তখন ঋষিকুমার পিতার নিরপরাধিতা ও রাজার ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া কোপে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আলোহিত হইয়া উঠিল। অনন্তর জলস্পর্শ করত কোপস্ফুরিতাধরে অভিশাপ করিলেন, কুরুকুলাঙ্গার নিরপরাধে

মৌনব্রতাবলম্বী মদীয় জনককে অপমান করিয়াছে; অতএব আমি বলিতেছি, সপ্ত দিনের মধ্যে পন্নগেশ্বর তক্ষক তাহাকে শমনসদনে লইয়া যাইবে।

শৃঙ্গী রোষভরে এইপ্রকার শাপ দিয়া পিতার নিকটে গমন করত দেখিলেন, তিনি তখনও সেই অবস্থায় বসিয়া আছেন। দর্শনমাত্র ব্যথিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সম্বোধন করত কহিলেন, পিতঃ! পাপিষ্ঠ পরীক্ষিৎ বিনা দোষে আপনার এই অপমান করিয়াছে, শুনিয়া আমি তাহাকে দারুণ অভিশাপ দিয়াছি; তক্ষক সপ্ত রাত্রির মধ্যেই দুরাত্মাকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে।

শমীক পুত্রের বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, বৎস! তোমার কার্য্যে আমি প্রীত হইলাম না; কারণ তপস্বীদিগের এ ধর্ম্ম নহে। আমরা পরীক্ষিতের রাজ্যে বাস করিতেছি; তিনিও সুতনির্ব্বিশেষে আমাদিগকে পালন করিতেছেন; অতএব অপরাধী হইলেও রাজা বলিয়া ক্ষমা করা উচিত। ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে নষ্ট করেন। পুত্র! রাজা রক্ষা না করিলে, আমরা নিরুদ্বেগে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি না। তাঁহার সাহচর্য্যে আমরা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করি; সুতরাং তিনিও তাহার অংশভাগী। অতএব তাঁহার অনিষ্ট করা বিধেয় নহে। পরীক্ষিৎও বিশেষ যত্ন ও ন্যায় পূর্ব্বক আমাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তিনি তাহা জানিতেন না; সুতরাং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। বৎস! রাজা না থাকিলে রাজ্যে নানাদোষ ও দস্যুতস্করাদিঘটিত অশেষ ভয় উপস্থিত হয়। প্রজাগণ যথেচ্ছাচারী হইলে রাজাই দণ্ড করত শাস্তি করেন। লোকে রাজদণ্ডভয়ে ভীত হইলেই রাজ্যে শান্তি রক্ষিত হইয়া থাকে। নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলে, কেহই ধর্ম্ম বা যজ্ঞাদির

অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। অতএব প্রথমতঃ রাজা হইতেই ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়; শেষে ধর্ম্ম হইতে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। রাজা হইতেই নিখিল যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়; সেই যজ্ঞে পূজিত হইয়া দেবগণ প্রসন্ন হন। সেই দেবগণ হইতেই বৃষ্টি; বৃষ্টি হইতে ওষধি এবং ওষধি হইতে প্রজাদিগের মঙ্গল হয়। রাজা সকল মনুষ্যের প্রতিপালক; সেই হেতু মনু বলিয়াছেন, তিনি একাকী, বেদজ্ঞানসম্পন্ন দশ ব্রাহ্মণের সমান। অতএব পুনর্ব্বার বলিতেছি, পুত্র! ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অজ্ঞানবশতঃ রাজা আমার অপমান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে শাপ দেওয়া তোমার কোন মতেই উচিত হয় নাই; তাঁহারা কোন ক্রমেই আমাদিগের অভিশাপের পাত্র হইতে পারেন না।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৃঙ্গী বলিলেন, পিতঃ! না বুঝিয়াই হউক, অন্যায়ই বা হউক, অনভিমতই বা হউক, যাহা বলিয়াছি, কখনই মিথ্যা হইবে না। অভিশাপের ত কথাই নাই; আমি ক্রীড়াচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি নাই।

শমীক বলিলেন, পুত্র! তোমার উগ্র প্রভাব ও সত্যবাদিতা বিলক্ষণ জানি; আজন্ম কখনও মিথ্যা কহ নাই, তাহাও অবগত আছি। কিন্তু বৎস! কি করিলে সদ্‌গুণ ও যশোলাভ হয়, সে বিষয়ে পিতা, বয়স্থ পুত্রকেও উপদেশ দিতে পারেন। তুমি ত বালক; তপঃপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া পরিণতবয়স্ক মহাত্মাও অনেক সময়ে কোপ

সংবরণ করিতে পারেন না। অতএব হে ধার্ম্মিকবর! তুমি আমার পুত্র; তাহাতে বালক এবং না বুঝিয়া সহসা এই নিদারুণ কর্ম্ম করিয়াছ; এই সকল ভাবিয়া তোমাকে কতকগুলি উপদেশ দিব। পুত্র! কোপন স্বভাব পরিহার করিয়া শান্তি অবলম্বন করত বনে অবস্থিতি কর। কানন-সুলভ ফলমূল ভিন্ন আর কিছুই আহার করিবে না। বৎস! তপস্বীরা অনেক যত্ন ও কষ্ট সহকারে পুণ্য উপার্জ্জন করেন, কিন্তু একমাত্র ক্রোধ সমুদায়ই নষ্ট করে। অতএব ক্রোধ-পরবশ হইলে তাহার মঙ্গল হয় না; শান্তিই যোগীদিগের ইষ্টসাধক। ক্ষমাশীল ব্যক্তির, ইহলোক ও পরলোক, উভয়ই বশ্য। অতএব সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। তাহা হইলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে।

এক্ষণে উপায়ান্তর নাই; অতএব "আমার নির্ব্বোধ বালক পুত্র আমার এইরূপ অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধ-ভরে আপনাকে অভিশপ্ত করিয়াছে" বলিয়া রাজার নিকট লোক প্রেরণ করা উচিত।

এই বলিয়া, শমীক দয়াবশতঃ সংবাদ দিয়া গৌরমুখ নামে এক সুশীল শিষ্যকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

গৌরমুখ অনতিবিলম্বেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারী, ব্রাহ্মণ আসিয়াছে, বলিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। পরীক্ষিৎ প্রবেশ করিতে আদেশ করিলে শমীকশিষ্য নিকটে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদিগের সম্মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজেন্দ্র! পরমধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, মহাতপস্বী শমীক নামে এক ঋষি আপনার অধিকারে বাস করেন। আপনি সম্প্রতি মৃগয়ায় যাইয়া প্রণষ্ট মৃগের অনুসরণক্রমে কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শমীক তখন মৌনব্রত অব-লম্বন করিয়া যোগ করিতেছিলেন। রাজন্! মনে পড়িবে, আপনি ধনুষ্কোটি দ্বারা উত্তোলন করিয়া জীবনশূন্য সর্প দেহ

তাঁহার কণ্ঠদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে দয়ালু; সুতরাং কিছুই বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার উগ্রস্বভাব তনয় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনাকে অভিশাপ করিয়াছেন; সপ্ত রাত্রির মধ্যেই তক্ষকদংশনে আপনার মৃত্যু হইবে। ঋষি পূর্ব্বে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না; সুতরাং শুনিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইয়া পুত্রকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, বৎস! শান্ত হও; ক্ষমা কর। কিন্তু কোপনস্বভাব শৃঙ্গী কোন কথাই শুনিলেন না; তখন অন্য উপায় না দেখিয়া, সংবাদ দিয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং অকারণে মৌনব্রতাবলম্বী, শান্তস্বভাব মহাতপস্বীর অপমান করিয়াছি, এই চিন্তাই প্রাণভয় অপেক্ষা সাতিশয় প্রবল হইয়া, তাঁহার মহতী মনঃপীড়া উৎপাদন করিল। ঋষি দয়া করিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছেন, ভাবিয়া তিনি দ্বিগুণতর ব্যথিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর গৌরমুখকে যথাসম্মান বিদায় দিয়া, বলিয়া দিলেন, ভগবন্! বলিবেন যেন, ঋষি দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

অবশেষে গৌরমুখ প্রস্থান করিলে, রাজা মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একমাত্র স্তম্ভোপরি রক্ষিত একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে উত্তম উত্তম বৈদ্য ও বহুসংখ্যক মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিলেন। সেই সুসংরক্ষিত অট্টালিকায় থাকিয়াই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিল। কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে সমর্থ হইল না। অধিক কি, গমনকালীন বায়ুকেও অবকাশ প্রার্থনা করিতে হইত। এইরূপে ছয় দিন অতিবাহিত হইল। সপ্তম দিনে রাজাকে তক্ষক দংশন করিলে, আমি সুস্থ করিব, ভাবিয়া কাশ্যপ

পরীক্ষিতের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কোথায়ই বা প্রস্থান করিয়াছেন? কাশ্যপ কহিলেন, দ্বিজ! শুনিয়া থাকিবে, তক্ষক অদ্য কুরু-কুলবর্দ্ধন [illegible] রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিবে। আমি তাঁহারই চিকিৎসা করিব বলিয়া চলিয়াছি। তক্ষক নিজরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, দ্বিজ! আমিই সেই তক্ষক; বৃথা যাইতেছেন; ফিরিয়া যাউন। আমি দংশন করিলে আরোগ্য করা আপনার সাধ্য নহে। কাশ্যপ উত্তর করিলেন, আমি অশেষ বিদ্যা অবগত আছি; তুমি দংশন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য করিব, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

তক্ষক কহিলেন, আমি দংশন করিলে আপনি চিকিৎসা করিতে পারেন, ভাল; আমি এই বটবৃক্ষকে দংশন করি, কই আপনি চিকিৎসা করুন; আপনার মন্ত্রবল দেখা যাউক। কাশ্যপ কহিলেন, এখনি; তোমার অভিরুচি হয়, দংশন কর; আমি তখনিই চিকিৎসা করিব। তাঁহার বাক্যে নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। দংশন-মাত্রে সেই বিস্তৃত বিটপী বিষপ্রভাবে আমূলতঃ জ্বলিয়া উঠিল। তখন নাগরাজ কাশ্যপকে কহিলেন, দ্বিজ! কই এই ভস্মীভূত বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করুন; আপনার যত দূর ক্ষমতা, চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

তাঁহার বাক্যে বিদ্বান্ কাশ্যপ সেই ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, তক্ষক! আমার বিদ্যার প্রভাব প্রত্যক্ষ

কর; তোমার সমক্ষেই ইহাকে পুনরুজ্জীবিত কর। অনন্তর দেখিতে দেখিতেই বটপাদপ সঞ্জীবিত হইল। প্রথমে অঙ্কুর, পরে দুইটী পত্র, ক্রমে মহাশাখা, শাখা, প্রশাখা ও যাবতীয় পত্র এক এক করিয়া উৎপন্ন হইল। তখন নাগরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি বা আমার তুল্য উগ্রবিষ অন্য কোন সর্প দংশন করিলে, আপনি যে অনায়াসেই চিকিৎসা করিতে পারেন, তাহাতে আমার বিলক্ষণ প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু, ভগবন্! আপনি কি প্রত্যাশা করিয়া চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত রাজা পরীক্ষিতের নিকট যাইতেছেন, প্রকাশ করিয়া বলুন। দুষ্প্রাপ্য হইলেও, আমি আপনাকে তাহাই দিব। বিপ্র! ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজার পরমায়ু নষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি তাঁহারে আরোগ্য করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ। যদি না পারেন, তাহা হইলে আপনার ত্রিলোকবিশ্রুত জাজ্বল্যমান যশোরাশি নিস্তেজ সূর্য্যের ন্যায় তিরোহিত হইবে। কাশ্যপ কহিলেন, তক্ষক! আমি ধনের আশা করিয়া রাজাকে আরোগ্য করিতে যাইতেছি, এক্ষণে তুমিই যদি সেই ধন দান কর, আর যাইব না; এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইব। নাগরাজ কহিলেন, যে ধন প্রত্যাশা করিয়া পরীক্ষিতের নিকট যাইতেছেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দিতেছি, লইয়া ফিরিয়া যাউন।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া কাশ্যপ ধ্যান করত দিব্য জ্ঞানে দেখিলেন, পরীক্ষিতের পরমায়ু সত্যই শেষ হইয়াছে। তখন তক্ষকের নিকট যাচ্ঞানুরূপ ধন লাভ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কাশ্যপকে বিদায় করিয়া তক্ষক হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে পথে শুনিতে পাইলেন, অনেক ঔষধ ও মন্ত্রবিদ্ চিকিৎসকেরা রাজাকে বেষ্টন করত

রক্ষা করিতেছেন। তখন চিন্তা করত অনুচর সর্পদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ফল, পুষ্প, বারি ও দর্ভ লইয়া কার্য্যচ্ছলে গিয়া অতি বিনীতভাবে রাজাকে ঐ সকল দান কর। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহারা গমন করত রাজাকে ঐ সকল অর্পণ করিল। রাজা সমাদরে সমস্তই গ্রহণ করত অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণবেশধারী সর্প সকল প্রস্থান করিলে, পরীক্ষিৎ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা এই তাপসদত্ত ফল ভক্ষণ করি; এই বলিয়া আহার করিবার নিমিত্ত নিজে একটী ফল তুলিয়া লইলেন। তক্ষক ঋষিতনয়ের শাপহেতু দৈবক্রমে ঐ ফলের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজা আহার করিতে করিতে দেখিলেন, ফলের মধ্যে একটী অণুপরিমিত খর্ব্বাকৃতি কীট রহিয়াছে। তাহার নেত্রযুগল কৃষ্ণ ও শরীর তাম্রবর্ণ। তাহাকে দেখিয়া পরীক্ষিৎ অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দিবাকর প্রায় অস্তমিত হইয়াছেন; অতএব সর্পদংশনে প্রাণবিয়োগ হয়, অদ্য আর সে সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে যদি এই কীট তক্ষকের প্রতিনিধি হইয়া আমাকে দংশন করে, তাহা হইলেই ত ঋষিবাক্যের যাথার্থ্য ও আমার শাপমোচন হয়। এই বলিয়া সেই কীটকে গলদেশে রাখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। গ্রহবশতঃ মন্ত্রিবর্গও তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

শৌনক! রাজা এইরূপে সহাস্যবদনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তক্ষক সেই ফল হইতে বাহির হইয়া নিজরূপ ধারণ ও শরীর দ্বারা রাজাকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক দংশন করিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

রাজাকে সর্পবেষ্টিত দেখিয়া, মন্ত্রিবর্গ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং নাগরাজের দুঃসহ গর্জ্জনে ত্রাস্ত হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ক্ষণ পরেই দেখিলেন, অত্যাশ্চর্য্য লোহিতবর্ণ পন্নগপতি নভোমার্গে প্রস্থান করিতেছেন; তাহাতে সীমন্তিনীর নিবিড় কেশকলাপসন্নিভ আকাশমণ্ডল সিন্দূরবিন্দুবিরাজিত সীমন্তের সদৃশ শোভমান হইয়াছে। এ দিকে দেখিতে দেখিতেই সেই এক স্তম্ভপরিরক্ষিত অট্টালিকা বিষপ্রভাবে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তখন আর কেহই অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সকলেই প্রাণভয়ে প্রস্থান করিলেন। রাজাও অশনিতাড়িতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন অমাত্য ও রাজপুরোগণ সকলে মিলিত হইয়া পরীক্ষিতের বিধিবৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। জনমেজয় নামে স্বর্গীয় নরপতির এক শিশু সন্তান ছিল। প্রজাবর্গ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে স্থাপন করিল। বালক হইলেও, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জনমেজয় আপনার প্রপিতামহ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার শক্তি জানিয়া কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার নিকটে গমন করত বপুষ্টমা নাম্নী তদীয় কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া কুরুবংশাবতংস নৃপতি জনমেজয়কে দুহিতা সম্প্রদান করিলেন। উর্ব্বশীসঙ্গমে পুরূরবার ন্যায় পরীক্ষিতাত্মজ বপুষ্টমাকে লাভ করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন; অন্য নারীতে তাঁহার আর প্রয়াস রহিল না। কখন জলে, কখন বা উপবনে ক্রীড়া করত অনির্ব্বচনীয় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। বপুষ্টমাও অনুরূপ পতিলাভে প্রীত হইয়া বহুবিধ হাব ভাব প্রকাশ করত বিহারসময়ে স্বামীর চিত্তহরণ করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভগবন্! এই সময়েই মহাতপা জরৎকারু আপন পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে বীরণস্তম্বে লম্বমান দেখিয়া সদয়হৃদয়ে আপন দুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফল দ্বারা উদ্ধার করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আপনার মনে থাকিবে, তাঁহার বাক্য শুনিয়া ঐ ঋষিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের সন্তানরূপে না জানিয়াই কহিয়াছিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি প্রবীণ তপস্বী হইয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের এ অবস্থায় তপস্যা দ্বারা বিরত হইবার নহে। আমরাও তপস্যা করিয়া প্রভূত সুকৃত উপার্জ্জন করিয়াছি; তাহাতে কোন উপকারই নাই। কেবল নিঃসন্তান হইয়াই নরকগামী হইতেছি। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সন্তান উৎপাদনের সদৃশ আর ধর্ম্ম নাই। বোধ হইতেছে, ত্রিলোকে সকলেই আপনাকে জানে; কিন্তু আমরা লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া এই গর্ত্তে লম্বমান আছি; সুতরাং আপনি কে, চিনিতে পারিতেছি না। আপনি প্রবীণ ও মহাত্মা; সেই হেতুই আমাদিগের দুঃখে ব্যথিত হইয়া দয়া প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

আমরা যাযাবর নামে ঋষি। চিরকালই বিবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমাদিগের বংশ শেষপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং সে সকল কঠোর তপস্যার ফল কোন কার্য্যকারকই হইতেছে না। স্বর্গ হইতে ক্রমশঃই নিম্নে পতিত হইতেছি। আমরা একবারেও নিঃসন্তান নহি। তবে ভাগ্য অতি মন্দ। জরৎকারু নামে আমাদিগের এক হতভাগ্য সন্তান অদ্যাপি জীবিত আছে; কিন্তু সে থাকায় না থাকায় সমান। মূঢ় বেদরত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও

জিতেন্দ্রিয় নিরন্তর তপস্যা করিয়াই সময়ক্ষেপ করিতেছে। কুলাঙ্গার তপঃফল প্রত্যাশা করিয়া আমাদিগের এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। তাহার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব কেহই নাই। সেই হেতুই অনাথের ন্যায় আমরা নিরয়গামী হইতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে বাসনা করিয়াছেন; অতএব অনুগ্রহ করিয়া সেই জরৎকারুর সাক্ষাৎ করত বলুন্, তুমি সুবুদ্ধি ও একমাত্র কুলতন্তু; অতএব দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন কর। দ্বিজ! এই যে বীরণস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আমরা লম্বমান আছি, ইহা আমাদিগের কুলবর্দ্ধন কুলস্তম্ব; ইহার মূলসকল আমাদিগের সন্ততি। দুর্দ্দান্ত কাল সকলকেই ভক্ষণ করিয়াছে। অপর যে এই একমাত্র ভুক্তপ্রায় মূল দেখিতেছেন, ইহা সেই জরৎকারু। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত গর্ত্তের উপরে আছি। এই যে মূষিক দেখিতেছেন, ইনি দুর্ব্বার কাল। কাল তপস্যারত মন্দবুদ্ধি অজ্ঞান জরৎকারুকে উত্তরোত্তর গ্রাস করিতেছে। ব্রহ্মন্! সে তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। এই মূল নষ্ট হইলেই আমরা কালকবলিত পাপীর ন্যায় চ্যুত হইয়া এই গর্ত্তমধ্যে পতিত হইব। কালে জরৎকারুও এই গর্ত্তেই পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। যোগ, যাগ প্রভৃতি যে সকল পুণ্যকর্ম্ম আছে, কেহই পুত্রোৎপাদনের তুল্য নহে। আপনি যেমন যেমন দেখিতেছেন, তপস্বী জরৎকারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিকল সেইরূপই বলিবেন্ এবং যাহাতে সেই অজ্ঞান বুঝিয়া পত্নীস্বীকার করে, করিবেন। আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া আপনি যে প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, জরৎকারুর কোন বিশেষ আত্মীয় হইবেন। কুলসংস্রব না থাকিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আত্মপরিচয় দিন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভার্গব! পূর্ব্বপুরুষদিগের বাক্য শুনিয়া জরৎকারু শোক-সন্তপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করত কহিলেন, পিতৃগণ। আমার অপরাধ হইয়াছে; আপনারা যথোচিত দণ্ডবিধান করুন্। আমিই সেই মন্দভাগ্য জরৎকারু! তাঁহারা বলি-লেন, পুত্র! তুমি যে ভ্রমণবেশে এস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কি নিমিত্ত বিবাহ কর নাই, জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিলেন, কারণ, আমার ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম, চিরকাল ঊর্দ্ধরেতাঃ থাকিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিব। এক্ষণে আপনারা পক্ষীর ন্যায় লম্ব-মান আছেন দেখিয়া, সাতিশয় প্রিয় হইলেও, সে বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। আপনাদিগের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমি বিবাহ করিব, কিন্তু যদি কন্যা আমার সমাননাম্নী হয়, তাহার বন্ধুগণ আমাকে ভিক্ষাস্বরূপে অর্পণ করে; এবং তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে না হয়; তাহা হইলেই স্বীকার করিব। নতুবা করিব না।

এই বলিয়া ঋষি বিদায় লইয়া পত্নী যাচ্ঞা করত সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ দেখিয়া কেহই তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিল না। তখন পিতৃগণের প্রার্থনা স্মরণ করত দুঃখিতহৃদয়ে একদিন কাননে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে তিনবার বলিলেন, আমি পত্নী ভিক্ষা করি-তেছি; এস্থলে চরাচর যে কেহ উপস্থিত বা অনুপস্থিত আছ, সকলেই শ্রবণ কর; আমি চিরকালই [illegible]র তপস্যা করিয়া থাকি; এক্ষণে পিতৃগণ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আমাকে, বিবাহ করত সন্তান উৎপাদন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলাম, কেহই আমাকে কন্যা-দান করিল না। আমি দরিদ্র ও দুঃখী। এক্ষণে যাহাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহার কন্যা থাকে, তবে আমাকে সম্প্রদান কর। কিন্তু কন্যার নাম আমার নামের সমান হইবে এবং তাহাকে ভিক্ষা স্বরূপে দান করিতে হইবে। অপর, আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব না।

ভগবন্! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাগ সকল বাসুকির আজ্ঞায় জরৎকারুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছিল। এক্ষণে অবি-লম্বেই সর্পরাজকে সংবাদ দিল।

বাসুকি শ্রবণমাত্র নানালঙ্কারে ভূষিত করত ভগিনী লইয়া সত্বর কাননমধ্যস্থিত সেই তাপসের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষে! ভিক্ষাস্বরূপে অর্পণ করিতেছি; আপনি এই কন্যা গ্রহণ করুন। জরৎকারু তাঁহার নামের বিষয়ে সন্দেহ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, বাসুকি! ইঁহার নাম কি? বিবাহ করিয়া আমি ইঁহাকে প্রতিপালন করিতে পারিব না?

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুকি উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্। এই কন্যা আমার ভগিনী ও আপনার সমাননাম্নী। ইনিও কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। আপনি গ্রহণ করুন; কোন চিন্তা নাই। যথা-সাধ্য আমি ভরণ পোষণ করিব। আপনাকে সম্প্রদান করিব বলিয়াই, ইঁহাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছি।

জরৎকারু কহিলেন, নাগরাজ! স্বীকার করিলাম। কিন্তু

এক প্রতিজ্ঞা রহিল; আমার কোন অপ্রিয় করিলেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব। বাসুকি সমুদায় স্বীকার করিলে, জরৎ-কারু তাঁহার সহিত নাগলোকে গমন করত যথাবিধানে জরৎ-কারুকে বিবাহ করিলেন। নাগরাজ তাঁহার বাসের নিমিত্ত মনোহর অট্টালিকা ও বহুমূল্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঋষি ভার্য্যার সহিত তথায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; মহর্ষিগণ মহাসমাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জরৎকারু পত্নীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যখনি আমার কোন অনিষ্ট করিবে, বা আমাকে কোন অনিষ্ট বাক্য বলিবে, আমি তখনিই তোমাকে পরিত্যাগ করিব। তাহা শুনিয়া নাগভগিনী সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কুক্কুরের সতর্কতা, হরিণের ভয়শীলতা ও কাকের ইঙ্গিতজ্ঞতা অবলম্বন করত স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, জরৎকারু কোন সময়ে ঋতুস্নান করিয়া, স্বামীর নিকট গমন করত তেজঃপুঞ্জ সুশোভিত গর্ভ ধারণ করিলেন। কুক্ষিস্থ সন্তান শুক্লপক্ষীয় রজনীনাথের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদিন যশস্বী জরৎকারু নাগতনয়ার উৎসঙ্গ উপধান করিয়া পরিশ্রান্তের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন; দিবা প্রায় অবসান হইল, তথাপি তিনি উঠিলেন না। তখন নাগতনয়া ধর্ম্মলোপ হয়, দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমার ভর্ত্তা সাতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। এক্ষণে শ্রান্ত হইয়া সুখে শয়ান আছেন; নিদ্রাভঙ্গ করিলে, হয় ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অপরাধিনী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু এদিকেও দিনমণি প্রায় অস্তাচল অবলম্বন করিলেন; সন্ধ্যাকাল উপস্থিত; অতএব আর নিদ্রাবস্থায় থাকিলে ধর্ম্মলোপ হইবার সম্ভাবনা।

মধুরভাষিণী জরৎকারু এইরূপ চিন্তা করত অবশেষে

ধর্ম্মরক্ষাই গরীয়সী ভাবিয়া মিষ্টবাক্যে দীপ্তানলসংপ্রেক্ষ্য স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! বেলা অবসান হইয়াছে; গাত্রোত্থান করুন্। দেখুন, সন্ধ্যা পশ্চিম হইতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। এই মুহূর্ত্ত যেমন মনোহর তেমনি দারুণ। এই কালেই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ করত ঋষি কোপস্ফুরিতাধরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অপমান করিলে; অতএব আর তোমার নিকট থাকিব না। বামোরু! আমি নিদ্রাগত থাকিলে, সূর্য্য কখনই অস্ত গমন করিতে পারেন না; ইহা আমার স্থিরনিশ্চয় আছে। আমি বা আমার সমান অন্য কোন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কোথাও অবমানিত হইলে আর সে স্থলে থাকিতে পারেন না।

ভর্ত্তার বাক্য শুনিয়া জরৎকারু কম্পিত হৃদয়ে বলিলেন, বিপ্র! আমি অপমান করিব বলিয়া আপনার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। দিবা অবসান; সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় অতিবাহিত হইলে, ধর্ম্মহানি হইবে, এই ভাবিয়াই আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি। ঋষি কোপভরে পুনর্ব্বার বলিলেন, ভুজঙ্গতনয়ে! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না; অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করিব। পূর্ব্বে তোমার নিকট এই-রূপই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। শুভে! এক্ষণে আমি চলি-লাম। তোমার ভ্রাতাকে বলিবে, ঋষি এত দিন সুখে বাস করিয়াছিলেন; এক্ষণে প্রস্থান করিয়াছেন। আর, তুমিও কিছুমাত্র পরিতাপ করিও না।

তখন সর্পদুহিতা শোকবেগে কান্দিতে কান্দিতে বলি-বার উপক্রম করিলেন; বাষ্পরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইল না; ভয়ে কণ্ঠশোষ হইতে লাগিল। অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করত কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে

বলিলেন, ধৰ্ম্মজ্ঞ! ন্যায়তঃ আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি কোন অপরাধই করি নাই। ধর্ম্মে থাকিয়া কিসে আপনার মনস্তুষ্টি হয়, চিরকাল সেই চেষ্টাই করিয়াছি। পুনশ্চ, যে উদ্দেশে আমার ভ্রাতা আমাকে আপনার করে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহাও অদ্যাপি সাধিত হইল না। আমার উদরে আপনার ঔরসজাত সন্তান উৎপন্ন হইলে, সর্প সকল মাতার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু অদ্যাপি পুত্র জন্মে নাই; অতএব ধার্ম্মিক হইয়া কি রূপে আমাকে নিরপরাধিনী দেখিয়াও ত্যাগ করিবেন। আমি জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন; প্রস্থান করিবেন না। ভগবন্! আমি গর্ভবতী হইয়াছি সত্য বটে; কিন্তু ইহাতে পুত্র কি কন্যা উৎপন্ন হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই।

ঋষি উত্তর করিলেন, শুভে! তোমার এই গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। সেই পুত্র মহাতপস্বী, পরম ধার্ম্মিক, বেদবেদাঙ্গবিৎ ও অগ্নির সমান তেজস্বী হইবে।

ভগবন্! জরৎকারু এই বলিয়াই প্রস্থান করত পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঋষি প্রস্থান করিলে, জরৎকারু অবিলম্বেই ভ্রাতার নিকট উপনীত হইয়া স্বামীর প্রস্থানসংবাদ দিলেন। তাহাতে ব্যথিত ও চকিত হইয়া বাসুকি বলিলেন, ভগিনি! এ কি অপ্রিয় সংবাদ আনিলে! তোমাকে যে উদ্দেশে মহর্ষি

জরৎকারুকে সম্প্রদান করি, বোধ হয়, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছ। তাঁহার ঔরসে তোমার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইয়া জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে, এ কথা পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম। ভগিনি! শীঘ্র বল, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, কি না। যদি না হইয়া থাক, তবে সকলই বিফল হইয়াছে। তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা আমার সমুচিত নহে; কিন্তু কি করি, কার্য্যবশে সকলই করিতে হয়। তোমার ভর্ত্তা কঠোর তপস্বী; তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা দুঃসাধ্য; অনুগমন করিতেও সাহস হয় না; কি জানি, ক্রুদ্ধ হইয়া পাছে শাপ দেন। অতএব যেরূপ ঘটিয়াছে, আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিয়া আমার হৃদয়শৈল্য উদ্ধার কর।

জরৎকারু আশ্বাস দিয়া কহিলেন, পন্নগেশ্বর! আমি গর্ভবতী হইয়াছি। গমনকালীন ঋষিকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম, আমার উদরে সন্তান আছে কি না; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “অস্তি”। তিনি কৌতুকসময়েও কখন মিথ্যা বলিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয় না; অতএব বিপৎকালের ত কথাই নাই। সে কথা অন্যথা হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, আমার গর্ভে অগ্নি ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী সন্তান উৎপন্ন হইবে। আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। সুস্থ হও; নাগরাজ শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিলেন, ভগিনি! তোমার বাক্যে চিরবর্দ্ধিত উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিলাম।

ভগবন্! এইরূপে সুস্থ হইয়া বাসুকি অর্থ ও যথোচিত পুরস্কার দিয়া ভর্ত্তৃবিয়োগদুঃখ সান্ত্বনা করত যত্নসহকারে ভগিনীর সেবা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে, জরৎকারু দেবকুমারতুল্য এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার মনোহর বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই শঙ্কা পরিত্যাগ

করিল। বালক নাগগৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। ঋষিকুমার শৈশবেই সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া বিবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করত অসাধারণ বুদ্ধিবলে ভৃগুবংশাবতংস মহর্ষি চ্যবনের নিকট সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষা করিলেন। গর্ভস্থ দশায় পিতা "অস্তি" বলিয়া বনগমন করিয়াছিলেন, সেই হেতু সন্তান আস্তীক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। বাসুকির যত্নে তাঁহার অলৌকিক দীপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাক্ষাৎ শূলপাণির ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সর্প সকল আনন্দে নিমগ্ন হইল।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক বলিলেন, সৌতে! জনমেজয় মন্ত্রীদিগকে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তিবিষয়ে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ কর।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, ভগবন্! রাজা মন্ত্রীদিগকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে প্রকার বর্ণন করিয়াছিলেন; সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমাত্যবর্গ! আমার পিতার যেরূপ স্বভাব ছিল এবং তিনি কালবশে যেপ্রকারে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; তোমরা সকলই জান; অতএব উল্লেখ কর, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিব।

তাঁহারা উত্তর করিলেন, রাজন্! মহাযশা ধর্ম্মশীল স্বর্গীয় মহীপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার শাসনে চতুর্ব্বর্ণ কখনই আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিত না। অতুলবীর্য্য পৃথিবীপতি ন্যায়ানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেন। কাহারও দ্বেষ করি-

তেন না; সুতরাং কেহই তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না। সাক্ষাৎ প্রজাপতির ন্যায় সকল প্রজার প্রতিই তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। কখন পক্ষপাত করিতেন না। তাঁহার পালনে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলই নিরুদ্বেগে আপন আপন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ভূপতি বিধবা, অনাথ, দীন ও দুঃখীদিগকে নিয়ত প্রতিপালন করিতেন; সুতরাং দ্বিতীয় নিশানাথের ন্যায় প্রজাদিগের লোচনানন্দ উৎপাদন করিতেন। রাজন্! সর্ব্বগুণবিভূষিত আপনার জনক শারদ্বতের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। কুরুকুলের ক্ষয় হইলে, সেই মহাযশা অভিমন্যুতনয় উত্তরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পরীক্ষিৎ বলে। রাজধর্ম্মজ্ঞ, নিলিখগুণালয়, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, কাম ক্রোধাদির অজেয় আপনার জনক এই রূপে ষষ্টি বৎসর প্রজা পালন করিয়া অবশেষে পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই অবধি প্রজাবর্গ দুঃসহ মনঃপীড়া সহ্য করিতেছে। তাঁহার স্বর্গলাভের পর আপনি ধর্ম্মানুসারে বাল্যাবস্থায়ই বর্ষসহস্রভুক্ত এই কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং পিতার ন্যায় সর্ব্বভূত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

জনমেজয় কহিলেন, এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে পিতা প্রজাদিগের হিতসাধন করিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে হয় না। বিশেষতঃ, মহদাশয় পিতামহদিগের চরিত্র আদর্শস্বরূপ তাঁহার স্মৃতিপটে নিরন্তর অঙ্কিত ছিল। এক্ষণে, তিনি কি রূপে নিধন প্রাপ্ত হন, তাহাই উল্লেখ কর।

তাঁহারা কহিলেন, রাজন্! কিছু কাল পরে আমাদিগকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহাবীর পাণ্ডুর ন্যায় আপনার পিতা মৃগয়ায় আসক্ত হইলেন। অনন্তর এক দিন বাণবিদ্ধ প্রণষ্ট

মৃগের অনুসরণক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গোষ্ঠে পীয়মানবৎসমুখবিগলিত ফেনমাত্রভোজী এক ঋষি যোগে বসিয়া আছেন। রাজা শ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়া তাঁহাকেই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস তৎকালে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ছিলেন; সেই হেতু কোন উত্তর করিলেন না। ভূপতি বিশেষ জানিতেন না; সুতরাং সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমীপনিক্ষিপ্ত গতাসু সর্পকলেবর ধনুষ্কোটি দ্বারা উত্তোলন করত তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন। ঋষি তাহাতে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া সেই অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

ক্ষুধার্ত্ত পৃথিবীনাথ এইরূপে মুনির অপমান করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ মহর্ষির গোগর্ব্ভসম্ভূত মহাতেজস্বী উগ্রতপস্বী অতিকোপন শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। তিনি প্রায়ই বিধাতার নিকট থাকিতেন; মধ্যে মধ্যে গৃহে আসিতেন। দৈবক্রমে ঐ দিনই আগমন করিতেছিলেন। আসিতে আসিতে পথে কৃশনামক সখার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কৃশ, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধ, আত্মদর্শী, যতব্রত, শুভাচার, সত্যবাদী, ধীর, অক্ষুদ্র, অনসূয়, বৃদ্ধ, মৌনব্রতাবলম্বী তোমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প বহন করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাকে উপহাস করিল। তখন তিনি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া ভবদীয় পিতাকে অভিশপ্ত করিলেন; "তক্ষক সপ্ত দিনের মধ্যেই তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে।" অনন্তর তাপসকুমার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিত চিত্তে সমুদায় বর্ণন করিলেন। ঋষি খিন্নমনে পুত্রকে উপদেশ দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া অবশেষে আপন শিষ্য গৌরমুখের মুখে রাজাকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ভূপতি শ্রবণ করত ভীত হইয়া অতি সাবধানে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে,

কাশ্যপ তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত আসিতেছিলেন, পথে তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাইতেছেন। কাশ্যপ সমুদায় ব্যক্ত করিলে, দুরাত্মা কহিল, আমিই সেই তক্ষক; আপনি ফিরিয়া যাউন; আমি দংশন করিলে, চিকিৎসা করা আপনার সাধ্য নহে। কাশ্যপ তাহাতে উপহাস করিলেন। তক্ষক ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ বনস্পতিকে দংশন করিল। পাদপ তৎক্ষণাৎ বিষপ্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তখন স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্ব্বৃত্ত কাশ্যপকে বলিল, কই, ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করুন। কাশ্যপ বলিবামাত্রই উজ্জীবিত করিলেন।

তক্ষক তাহাতে বিস্মিত হইয়া কহিল, আপনি যে ধন প্রত্যাশা করিয়া রাজার নিকট যাইতেছেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দিতেছি, লইয়া প্রত্যাগমন করুন। কাশ্যপ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নাগরাজ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাতিশয় সাবধানে অবস্থিতি করিলেও, আপনার জনককে দংশন করিল। নরনাথ বিষানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অবিলম্বেই আমরা আপনাকে অভিষেক করিলাম।

রাজন্! আমরা যে প্রকার দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সকলই বর্ণন করিলাম। মহর্ষি উতঙ্কের নিকটেও আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, হয় বিধান করুন।

জনমেজয় কহিলেন, কাশ্যপ বিষানলে ভস্মীভূত বনস্পতিকে উজ্জীবিত করিলেন, দেখিয়া, তক্ষক ভাবিয়াছিল, আমি দংশন করিলে ইনি নিশ্চয়ই আরোগ্য করিবেন; তাহা হইলেই, তক্ষক নির্ব্বিষ বলিয়া, সংসারে সকলেই আমাকে উপহাস করিবে। পাপাত্মা এই মনে করিয়া ধনদানে তুষ্ট করত তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল। অহো! দুরাত্মার কি ভয়ানক দুরভিসন্ধি! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,

কাশ্যপ বিষদগ্ধ বনস্পতিকে কাননমধ্যে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন; সে কথা তোমরা কি রূপে জানিতে পারিলে? কে তোমদিগকে সংবাদ দিয়াছিল? শীঘ্র বল; আমি সত্বরই সর্পনাশের পরামর্শ করিব।

অমাত্যগণ কহিলেন, রাজন্! ঐ কালে এক জন কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষে উঠিয়া শুষ্ক শাখা অন্বেষণ করিতেছিল। তক্ষক ও কাশ্যপ, উভয়ের কেহই তাহাকে দেখিতে পান নাই। সুতরাং সেও বৃক্ষের সহিতই ভস্ম ও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহার মুখেই আমরা সমুদায় শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন।

জনমেজয় শুনিয়া দুঃখভরে প্রভূত পরিতাপ ও করে করে সংঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজীবলোচন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি এক বুদ্ধি স্থির করিলাম, শ্রবণ কর। এক্ষণে সেই পিতৃঘাতী তক্ষকের প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য। দুরাত্মা, শৃঙ্গীকে হেতুমাত্র করিয়া আমার জনককে দগ্ধ করিয়াছে। কাশ্যপকে ফিরাইয়া না দিলে, তিনি কখনই বিনষ্ট হইতেন না। বিপ্রের প্রসাদ ও মন্ত্রীদিগের বিনয়ে পিতা জীবিত থাকিলে, তাহার কি অপকার হইত? অহো! পাপিষ্ঠের কি ভয়ানক দুষ্টাভিসন্ধি! মূঢ়, রাজাকে চিকিৎসা করিও না, বলিয়া বিপ্রকে অর্থদান করিয়াছিল; আর বিলম্বে কাজ নাই, আমি উতঙ্কের, আপনার ও তোমাদিগের সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত পিতৃনিধনের প্রতিশোধ লইব।

সৌতি বলিলেন, ভগবন্! শ্রীমান্ পরীক্ষিতাত্মজ জনমেজয় সর্পনাশসাধক যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুরোহিতদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তক্ষকের নিদারুণ দুষ্কর্ম্ম আপনারা

বিলক্ষণ অবগত আছেন। এক্ষণে পিতা সেই দুর্ব্বৃত্তের বিষানলে যেরূপ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমিও তাহাকে প্রদীপ্ত অনলমুখে সেইরূপেই দগ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যদি এরূপ কোন যজ্ঞ থাকে, আদেশ করুন, অবিলম্বেই আরম্ভ করিব। তাঁহরা কহিলেন, রাজন্! এক মহৎ যজ্ঞ আছে; পুরাণে উহাকে সর্পসত্র বলে। দেবতারা আপনার নিমিত্তই উহার সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণবেত্তারা কহিয়া থাকেন, আপনি ভিন্ন আর কেহই তাহার অনুষ্ঠানে যোগ্য নহে। আমরাও সে যজ্ঞ জানি।

রাজা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, যেন তক্ষক অগ্নিমুখে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিব। আপনারা যজ্ঞসামগ্রী আহরণ করুন; তাঁহার বাক্য শুনিয়া বেদবিৎ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরোহিত সকল যজ্ঞোপযুক্ত ভূমি মাপিয়া লইলেন। অনন্তর তাহাতে যথাবিধানে বেদী নির্ম্মাণ করত প্রভূত ধন ধান্য রাশীকৃত করিয়া রাজাকে দীক্ষিত হইতে অনুমতি করিলেন। অপরাপর অনেক ঋত্বিক্‌ও বেষ্টন করিয়া বসিল। কিন্তু, ভগবন্! ঐ কালে এক বিঘ্নকর নিমিত্ত উপস্থিত হইল। বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পৌরাণিক স্থপতি ভূপতিকে নিবেদন করিল, রাজন্! যে কালে ও যে স্থানে এই যজ্ঞভূমি পরিমিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, আপনার যজ্ঞ সংপূর্ণ হইবে না; ব্রাহ্মণই কারণ হইয়া ইহার বিঘ্নোৎপাদন করিবেন। রাজা দীক্ষার পূর্ব্বেই বলিলেন, আমার আদেশ ভিন্ন কেহই এস্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্রের কার্য্য আরব্ধ হইল। কৃষ্ণ বস্ত্রে আবরণ করত যাজক সকল আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্পদিগকে উদ্দেশ করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন; ধূমে সকলেরই নেত্র রক্তবর্ণ হইল। সর্পগণ নিঃশেষে কাঁপিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতেই যজ্ঞবহ্নি ভীমবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সর্প সকল দীনস্বরে চীৎকার করিয়া একে একে আসিতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, বৃদ্ধ বালক প্রভৃতি সকলেই লাঙ্গুল ও মস্তক দ্বারা পরস্পরকে বেষ্টন করত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই অগ্নিতে আসিয়া পতিত হইল। জননীর বাগ্দণ্ডে তাড়িত হইয়া তুরগপরিমিত, করিশুণ্ডাকৃতি, পরিঘপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, ক্রোশপ্রমাণ, গোকর্ণপরিমিত, মাতঙ্গতুল্য ভীমকায়, সহস্র সহস্র মহাবল নাগ সকল ক্রমে ক্রমে আসিয়া এই রূপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূতনন্দন! জনমেজয়ের ভয়ানক ও সর্পকুলের তাপজনক যজ্ঞে যে সকল মহর্ষি ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, বিশেষ রূপে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ কর। কোন্ কোন্ মুনি সর্পসত্রের বিধান অবগত ছিলেন, জানিতে ইচ্ছা হয়।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে চ্যবনবংশসম্ভূত, বেদবিৎ, সুবিখ্যাত-

নামা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মহর্ষি চণ্ড ভার্গব হোতা, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রবীণ কৌৎস উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, এবং শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু ছিলেন। সপুত্র ও সশিষ্য ব্যাসদেব, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, স্থবির শ্রুতশ্রবা, জপ ও স্বাধ্যায়রত নির্ম্মলস্বভাব কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ ও অন্যান্য অনেকানেক ব্রাহ্মণগণ সদস্য হইয়াছিলেন।

ভগবন্! সেই যজ্ঞে অগ্নিনিপতিত পন্নগসমূহের কলেবরনিঃসৃত বসা ও মেদ হইতে নদী উৎপন্ন হইল। দুঃসহ পূতিগন্ধে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। অগ্নিগর্ভস্থ ও আকাশচারী ভুজঙ্গদিগের দাহজন্য যন্ত্রণাসূচক ভীষণ চীৎকার নিরন্তর শ্রুতিবেদনা উৎপাদন করিতে লাগিল। পন্নগেশ্বর তক্ষক আপনাকে অপরাধী বলিয়া বিশেষ অবগত ছিলেন; সুতরাং জনমেজয় সর্পযজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিয়া ভয়ে ইন্দ্রলোকে উপনীত হইয়া শচীপতির শরণ লইলেন। সহস্রলোচন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, নাগরাজ! সর্পসত্র হইতে তোমার কোন ভয় নাই। আমি পূর্ব্বেই তোমার জন্য বিধাতাকে প্রসন্ন করিয়াছি; মনোজ্বর দূর কর।

তক্ষক এই রূপে আশ্বস্ত হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে পরম সুখে ইন্দ্রভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সহস্র সহস্র সর্পগণ নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং সর্পকুল প্রায় শেষ হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বাসুকি একান্ত খিন্ন হইতে লাগিলেন। দুর্ব্বিসহ শোকভরে তাঁহার অন্তঃকরণ উথলিয়া উঠিল এবং মন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভগিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমার কলেবর দগ্ধ হইতেছে; দিক্ সকল অন্ধকারময়

দেখিতেছি; মোহে হতজ্ঞান হইতেছি; মন ঘূর্ণিত হইতেছে; দৃষ্টির ভ্রম জন্মিতেছে এবং অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে। বোধ হয়, বিকলাঙ্গ হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করত আমাকেও অদ্য যমালয়ে প্রস্থান করিতে হইবে। জনমেজয় সর্পকুলের উচ্ছেদের নিমিত্ত যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন। ভগিনি! যে উদ্দেশে তোমাকে মহর্ষি জরৎকারুর করে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাকে ও যাবতীয় বন্ধুদিগকে রক্ষা কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতা বলিয়াছিলেন, সর্পযজ্ঞের আরম্ভ হইলে, মহর্ষি আস্তীক তাহার নিবারণ করিবেন। অতএব ভুজগোত্তমে! বিজ্ঞসমাদৃত বেদার্থনিপুণ তোমার পুত্রকে আমার ও পরিবারদিগের উদ্ধার করিতে বল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর ভুজঙ্গসহোদরা জরৎকারু বাসুকির যাচ্ঞাক্রমে আপন পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! ভ্রাতা যে উদ্দেশে তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ দেন, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহা উচিত হয়, কর। আস্তীক জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! মাতুল কি কারণে তোমাকে আমার জনকের সহধর্ম্মিণী করিয়া দেন, আমি তাহা অবগত নহি; যথার্থ উল্লেখ কর। শুনিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিব।

সর্পকুলহিতৈষিণী নাগরাজভগিনী জরৎকারু স্থির চিত্তে উত্তর করিলেন, সর্পজননী কদ্রু যে কারণে রুষ্ট হইয়া আপন পুত্রদিগকে অভিশাপ দেন, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কদ্রু একদা সপত্নী বিনতার সহিত দাস্য পণ রাখিয়া আপন সন্তানদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা উচ্চৈঃশ্রবার শ্বেতবর্ণ পুচ্ছকেশ কৃষ্ণবর্ণ কর। তাহাতে অনেকে সম্মত হয় নাই। তজ্জন্য তিনি ক্রোধভরে অভিশাপ দিয়াছিলেন; জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অনিলসখা হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন; তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিয়া তোমরা যমালয়ে প্রস্থান করিবে। বিধাতা তাঁহার এই দারুণ অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং বারণ না করিয়া প্রত্যুত তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। বাসুকিও অমৃতমন্থনের পর অবিলম্বেই দেবতাদিগের শরণাপন্ন হন। অমরবৃন্দ দুঃখলভ্য অমৃত প্রাপ্ত হইয়া আমার সহোদরকে সমভিব্যাহারে লইয়া পদ্মযোনির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর তথায় উপনীত হইয়া দেবগণ সকলে বিধাতাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্পকুল মাতার শাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। তাঁহারা কহিলেন, ভগবন্! বাসুকি বান্ধবদিগের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কি প্রকারে সর্পজননীর অভিশাপ নিষ্ফল হয়, আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মা বলিলেন, জরৎকারু নামে ঋষি জরৎকারুনাম্নী মহিলাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ব্ভে যে সন্তান উৎপাদন করিবেন, তিনিই সর্পদিগকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বাসুকি পূর্ব্বেই তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ দেন। তাহা হইলেই তুমি আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমাদিগকে ভয় হইতে উদ্ধার কর। তাহা হইলেই তোমার জনকের সহিত আমার পরিণয়ের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তোমার কি বিবেচনা হয়?

জননীর বাক্য শুনিয়া আস্তীক উত্তর করিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা উচিত বিবেচনা করিতেছেন, তাহাই করিব।

অনন্তর বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পন্নগোত্তম! সত্য করিয়া কহিতেছি, অবশ্যই তোমাকে মুক্ত করিব। স্বস্থ হও। আর ভয় নাই; যাহাতে মঙ্গল হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব। কৌতুক সময়েও কখন মিথ্যা বলিয়াছি বলিয়া, কেহ বলিতে পারে না; এমন গুরুতর বিষয়ে ত কথাই নাই। মাতুল! আমি যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া মঙ্গলযুক্ত বাক্যে সন্তুষ্ট করত যাচ্ঞা করিব, যাহাতে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন। নাগেন্দ্র! যেমন যেমন বলিলাম, সে সমুদায়ই সম্পন্ন করিতে আমার ক্ষমতা আছে, বলিয়া বিশ্বাস কর। আমাকে অবিশ্বাস করা তোমার উচিত হয় না।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া বাসুকি যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন, আস্তীক! আমি নিরন্তর ঘূর্ণমান হইতেছি। হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তাড়িত হইয়া দিক্‌নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। ঋষিকুমার উত্তর করিলেন, পন্নগোত্তম! কোন সন্তাপই করিও না। আমি তোমার অগ্নি ও ব্রহ্মদণ্ড জন্য মহাভীতি অবিলম্বেই নষ্ট করিব।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই রূপে বাসুকির মনোজ্বর অপনয়ন করত স্বয়ং পীড়িত হইয়া আস্তীক সর্পকুলের উদ্ধারের নিমিত্ত জনমেজয়ের সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বেই উপনীত হইয়া দেখিলেন, সূর্য্য ও অগ্নিসংপ্রেক্ষ্য সদস্য সকল সেই উৎকৃষ্ট যজ্ঞভূমি বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু দ্বৌবারিক নিষেধ করিল। তখন পরমতপস্বী, পুণ্যাত্মা, দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকারুতনয় প্রবেশ প্রার্থনা করিয়া রাজা, সদস্যবর্গ ও ভগবান্ হব্যবাহকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রয়াগক্ষেত্রে সোম, বরুণ ও প্রজাপতির যজ্ঞ হইয়াছিল; ভারতশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎতনয় জনমেজয়! আপনারও যজ্ঞ অবিকল সেইরূপই হইতেছে; প্রার্থনা করি, প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল হউক। ইন্দ্র একশত যজ্ঞ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার এই এক যজ্ঞই সেরূপ অযুত যজ্ঞের তুল্য হইতেছে; প্রার্থনা করি, প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধা ও রন্তিদেব যজ্ঞ করিয়াছিলেন; ভারতশ্রেষ্ঠ! আপনারও এই যজ্ঞ সেইপ্রকার হইতেছে। প্রার্থনা করি, প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল হউক। গয়, শশবিন্দু এবং রাজা বৈশ্রবণ, ইহাঁরাও সকলে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; এ যজ্ঞ সেইরূপই হইতেছে, প্রার্থনা করি, প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল হউক। শুনিয়াছি, অজমীঢ়পতি দিবিদেবপুত্র যুধিষ্ঠিরও মহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ¶ ইহাও সেইপ্রকার; প্রার্থনা করি, প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল হউক। পূর্ব্বকালে সত্যবতীপুত্র দ্বৈপায়ন কৃষ্ণও বিখ্যাত যজ্ঞের আরম্ভ করিয়া আপনিই

¶ এস্থলে ভারতের সংস্কৃত হইতে বোধ হয়, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির না হইয়া অপর যুধিষ্ঠির হইবেন। সুতরাং আমি এইরূপই অনুবাদ করিলাম। মহারাজ ও সিংহমহোদয় উভয়েই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম, দেখিয়া সহৃদয়েরা যেরূপ বিবেচনা হয়, করিবেন। অঃ

"যজ্ঞঃ শ্রুতো দিবিদেবস্য সূনো-
র্যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢ়স্য রাজ্ঞঃ।
তথা যজ্ঞোঽয়ং তব ভারতাগ্র্য
পারীক্ষিত স্বস্তি নাঽস্তু প্রিয়েভ্যঃ॥

তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; ইহাও সেই যজ্ঞের সমানই হইতেছে ; প্রার্থনা করি, প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল হউক। শতক্রতুর ন্যায় আপনার এই যজ্ঞস্থলে যে সকল সূর্য্যসম-তেজ ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন, সংসারে তাঁহাদিগের জ্ঞান-বহির্ভূত কিছুই নাই। তাঁহাদিগের হস্তে যে কিছু দান করা যায়, সে চিরকালই অক্ষয় হইয়া থাকে। মহর্ষি দ্বৈপায়নের তুল্য ঋত্বিক্ ত্রিলোকে আর নাই ; তাহা আমি নিশ্চয় জানি। আপন আপন কর্ম্মকুশল ইহাঁরই শিষ্য সকল পৌরহিত্য করিয়া সংসারে সর্ব্বত্রই বিচরণ করেন। এই যে কৃষ্ণবর্ত্মা মহাত্মা হিরণ্যরেতা বিচিত্রকিরণ ভগবান্ হুতভুক্ আপনার যজ্ঞে প্রদীপ্ত হইয়া মণ্ডলাকারে ঘূর্ণমান শিখা সকল ঊর্দ্ধে প্রক্ষেপ করিতেছেন, ইনি সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেছেন, যাহাকে হুতসামগ্রী দেবগণ প্রাপ্ত হন। রাজন্! ভূমণ্ডলস্থ কোন রাজাই আপনার সমান প্রজাদিগের পালন করেন না। আপনার অসাধারণ ধৈর্য্য দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। আপনি কি পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়? অথবা বরুণ? কি ধর্ম্ম-রাজ যম? কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না সাক্ষাৎ বজ্রপাণি পুরন্দরের ন্যায় আপনি ইহলোকে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা বিলক্ষণ জানি, আপনার ন্যায় কোন মহীপতিই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। আপনি খট্টাঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপের সমান ; আপনার প্রভাব যযাতি ও মান্ধাতার তুল্য এবং তেজ আদিত্যের সমান। আপনি ভীষ্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; আপনার বীর্য্য বাল্মীকির ন্যায় প্রচ্ছন্ন ; কোপ বশিষ্ঠের ন্যায় নিয়ত। আপনার প্রভুত্ব ইন্দ্রের সমান এবং কান্তি নারায়ণের সমান। আপনি ধর্ম্মনির্ণয়কার্য্যে যম ও গুণে কৃষ্ণের ন্যায়। শ্রী ও সম্পত্তির ন্যায় সকল যজ্ঞও আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে। আপনি বলে দম্ভোদ্ভব এবং শাস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞানে

রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। ঔর্ব্ব ও ত্রিত আপনার অপেক্ষা তেজস্বী নহেন। ভগীরথের ন্যায় লোকে আপনার দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হয়।

সৌতে বলিলেন, ভগবান্! আস্তীকের উক্তপ্রকার স্তবে রাজা, সদস্যবর্গ, ঋত্বিক্ ও ভগবান্ হব্যবাহ, সকলেই প্রসন্ন হইলেন। স্পষ্টপ্রকাশমান চিহ্ন দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্ততুষ্টি বুঝিতে পারিয়া জনমেজয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রাহ্মণতনয় বালক হইলেও প্রবীণের ন্যায় কহিতেছেন। বোধ হয়, বালক নন; বৃদ্ধই হইবেন। ইহাঁকে বর দান করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। বিপ্রবর্গ! আপনারা যথাবিধি আয়োজন করুন। সদস্যেরা বলিলেন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ হইলেই রাজার মাননীয়; বিশেষতঃ বিদ্বান্ হইলে, সমধিক সম্মানের পাত্র। অতএব এই ব্রাহ্মণতনয় যাহা ইচ্ছা করেন, আপনি তাহাই দান করিতে পারেন; কিন্তু মহারাজ! যে তক্ষকের উদ্দেশে আমরা যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে এখনও আইসে নাই। যতক্ষণ না উপস্থিত হয়, প্রতীক্ষা করুন।

সৌতি কহিলেন, জনমেজয়, অভিলাষী হইয়া, অভিলষিত যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত আস্তীককে প্রার্থনা করিতে উপক্রম করিলেন, অমনি হোতা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন; তক্ষক এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। রাজা বলিলেন, যাহাতে আমার অনুষ্ঠান সফল ও তক্ষক শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়, আপনারা সে

বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করুন। সেই তক্ষকই আমার শত্রু। পুরোহিতেরা কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে দেখিতেছি এবং অগ্নির নিকটেও শুনিয়াছি, তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করত শচীপতির শরণ লইয়াছে। লোহিতলোচন মহাত্মা পৌরাণিক সূত জিজ্ঞাসিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে যে প্রকার কহিয়াছিলেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, এখনও সেই রূপই বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! বিপ্র সকল যাহা বলিতেছেন, সে সত্য; আমি পুরাণ জানিয়াই কহিতেছি, পুরন্দর তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, তক্ষক! তুমি আমার ভবনে লুকাইয়া থাক; তাহা হইলে অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া যজ্ঞদীক্ষিত জনমেজয় দুঃখিতচিত্তে হোতাকে কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন; তাঁহার আদেশে হোতাও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। অবিলম্বেই দেবরাজ বিমানারোহণে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর সকল স্তব করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। বারিদবৃন্দও সহগামী হইল। ভয়াকুল তক্ষক নিষ্কৃতি পাইবে বলিয়া শতক্রতুর উত্তরীয় বসনে লুকাইয়া ছিল। অনন্তর রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণবর্গ! যদি তক্ষক সত্যই ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত সেই দুরাত্মার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করুন। হোতা তাঁহার বাক্যানুযায়িক কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতেই তক্ষক ইন্দ্রের সহিত নভোমণ্ডলে আবির্ভূত হইল। পুরন্দর যজ্ঞ দেখিয়াই অতিশয় ভীত হইলেন এবং অবিলম্বেই তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া বেগে আপনার ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি পলায়ন করিলে, নাগরাজ মন্ত্রবলে বিকলাঙ্গ হইয়া পাবকের নিকট আসিতে লাগিল। তখন পুরোহিতেরা কহি-

লেন, মহারাজ! আপনার উদ্দেশ্য বিধিবৎ সাধিত হইতেছে; অতএব এক্ষণে আপনি এই বিপ্রমুখ্যকে দান করিতে পারেন। তাঁহাদিগের আদেশ পাইয়া রাজা আস্তীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুর্ব্বোধস্বরূপ ব্রাহ্মণতনয়! আমি তোমার মনোহর বালমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি এবং সেই হেতু ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দান করিব। যাহা বাসনা হয়, প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা কর, অদেয় হইলেও অস্বীকার করিব না। ইতিমধ্যে পুরোহিতেরা বলিয়া উঠিলেন, রাজন্! এতক্ষণে তক্ষক আপনার বশবর্ত্তী হইল। শ্রবণ করুন, ঐ সেই দুরাত্মা ভীমরবে চীৎকার করিতেছে। পুরন্দর তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। ভুজঙ্গম নিশ্চয়ই মন্ত্রবলে হতজ্ঞান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত ঘুরিতে ঘুরিতে অবিলম্বেই নভোমণ্ডল হইতে অগ্নিতে পতিত হইবে।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মন্! ক্ষণকালমাত্র বিলম্ব করিলেই তক্ষক অগ্নিমুখে পতিত হয়; এমন সময়ে রাজা আস্তীককে বলিলেন, ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। আস্তীক কহিলেন, জনমেজয়! যদি বর দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তবে প্রার্থনা করি, আপনি এই সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন; সর্প সকল আর অগ্নিমুখে নিপাতিত না হয়। রাজা শুনিয়া দুঃখিত-চিত্তে উত্তর করিলেন, বিভো! সুবর্ণ, রজত, গাভী এবং অন্য যে কিছু প্রার্থনা করেন, আমি তাহাই দিতে স্বীকৃত আছি; ক্ষমা করিয়া আজ্ঞা করুন, যজ্ঞ নিবৃত্ত না হয়। আস্তীক কহিলেন, রাজন্! সুবর্ণ, রজত ও গাভী, ইহার কিছুই আমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করি না। আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, যজ্ঞের নিবৃত্তি হইয়া মাতুলকুলের মঙ্গল হউক। রাজা বারম্বার বলিতে লাগিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি অন্য কিছু যাচ্ঞা করুন। প্রার্থনা করি, আপনার মঙ্গল

হউক। কিন্তু, ভার্গব! আস্তীক অন্য কোন দ্রব্যেই অভি-
লাষ করিলেন না। তখন বেদজ্ঞানসম্পন্ন সদস্যেরা সকলে
একমত হইয়া রাজাকে বলিলেন, আপনি তাঁহাই দান করুন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, সূতাত্মজ! যে সকল সর্প জনমেজয়ের
যজ্ঞে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
হয়। সৌতি কহিলেন, সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ
অর্ব্বুদ অসংখ্য সর্প ঐ যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করে। বাহুল্যনিবন্ধন
তাহাদিগের গণনা করা যায় না। যাহা হউক, যত দূর স্মরণ
হয়, প্রধান প্রধান দেখিয়া উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোটিশ, মানস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল,
কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ কক্ষক,
ও কালদন্ত; এই বহুবিধ, শুভ্রবর্ণ, নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ,
ভয়ানক, ভীমকায়, তীগ্নবিষ ভুজঙ্গম সকল বাসুকির বংশ-
সম্ভূত। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্রতর অপরাপর অনেকেও বিনষ্ট হইয়া-
ছিল। পরে, পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ,
শরভ,ভঙ্গ, বিল্বতেজা, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার,
প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা ও মহাহনু; ইহারা তক্ষকের
কুলজাত। পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ, কৃশ, বিহঙ্গ,
শরভ, মেদ, প্রমোদ ও সংহতাপন, ইহারা ঐরাবতের সন্ততি।
এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, তুমার, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্ত,
প্রাতঃ ও আত, ইহারা কৌরবের কুলসম্ভূত। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক,
কুঠার, সুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি,
অমাহঠ, কামঠ, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ,

পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, বেগবান্, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাস, বরাহ, বীরণ, সুচিত্র, চিত্রবেগী, পরাশর, তরুণ, মণিস্কন্ধ ও আরুণি; এই সকল বেগবান্ তীগ্মবিষ ভুজঙ্গম ধৃতরাষ্ট্রের বংশসম্ভূত। ব্রহ্মন্! অগ্নিদগ্ধ প্রধান প্রধান সর্পদিগের এই ত নাম করিলাম। কে কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাও উল্লেখ করিলাম; এতদ্ভিন্ন ত্রিমুণ্ড, সপ্তমুণ্ড, দশমুণ্ড, কালানলতুল্য তীগ্মবিষ, ভয়ানক, দীর্ঘকায়, চণ্ডবেগ, গিরিশৃঙ্গপরিমিত, যাম, যোজন ও দ্বিযোজনবিস্তৃত, কামরূপ কামবল, অপরাপর অসংখ্য পন্নগবর্গ হুতবহমুখে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মন্। পরীক্ষিৎতনয় রাজা জনমেজয় যখন আস্তীককে বর দিতে উদ্যত হন, সেই কালে আরও এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ করুন। ভয়াকুল পন্নগপতি ইন্দ্রের হস্ত হইতে চ্যুত হইল; কিন্তু তথাপি হুয়মান প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইল না। তাহা দেখিয়া রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! কেন, সে সময়ে কি ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র সম্যক্ প্রতিভা পায় নাই যে, তক্ষক অগ্নিতে নিপতিত না হইয়া আকাশেই রহিল? সৌতি উত্তর করিলেন, না মহাশয়! তাহা নয়। নাগরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র, আস্তীক বলিয়াছিলেন, "থাক" "থাক" "থাক"। সেই হেতুই, যেরূপ কোন ব্যক্তি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে, সেইরূপ তক্ষকও অন্তরীক্ষেই রহিল।

অনন্তর, সদস্যদিগের বারম্বার প্রার্থনায় রাজা বলিলেন, আস্তীক যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাই হউক। যজ্ঞকর্ম্ম নিবৃত্ত হউক; সর্প সকল নিরুদ্বিগ্ন হউক এবং সূতের বাক্যই সত্য হউক।

জনমেজয় জরৎকারুতনয়কে এইরূপ বরদান করিলে, প্রীতিসূচক কোলাহল চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইল। ভরতবংশ-সম্ভূত রাজাও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। যজ্ঞও নিবৃত্তি পাইল। ভূপতি সমাগত পুরোহিত ও সদস্যদিগকে প্রভূত অর্থ দান করিলেন। ভগবন্! সেই যে লোহিতাক্ষ স্থপতি সূত বলিয়াছিল, মহারাজ! আপনার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে না; ব্রাহ্মণই নিমিত্ত হইয়া নিবৃত্তি করিবেন; জনমেজয় তাহাকেও ভোজন, আচ্ছাদন ও যথেষ্ট সামগ্রী দিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। এইরূপ সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া, হৃষ্টচিত্তে অমিতপরাক্রম জনমেজয় যজ্ঞান্ত স্নান করিলেন। অনন্তর কৃতকৃত্য মনীষী আস্তীককে যথাবিধানে পূজা করত বিদায় দিয়া কহিলেন, আপনাকে পুনর্ব্বার আসিতে হইবে। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আপনি তাহাতে সদস্য হইবেন। আস্তীক তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া, কার্য্যসিদ্ধিহেতুক হৃষ্ট চিত্তে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাতা ও মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

সৌতি বলিলেন, তাঁহার বাক্য শুনিয়া একত্রিত ভুজঙ্গম সকল সাতিশয় প্রীত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিল, আস্তীক! তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছ; অতএব আমরা তোমার প্রতি সমধিক প্রসন্ন হইয়াছি; বল, কি রূপে তোমার প্রিয়সাধন করি। যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর।

আস্তীক বলিলেন, সংসারে যে কোন ব্রাহ্মণ বা অন্য ব্যক্তি সায়ং ও প্রাতঃকালে প্রসন্ন মনে আমার এই পুণ্যচরিত পাঠ

করিবে, তোমরা যেন তাহাদিগের কোন অনিষ্টই না কর। তাহারা প্রসন্ন হইয়া কহিল, ভাগিনেয়! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, আমরা তাহাই করিব। যে কেহ দিবা বা রাত্রিকালে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথকে স্মরণ করিবে; যে কেহ বলিবে, "হে মহাবিষ ভুজঙ্গম! আমি মহর্ষি জরৎকারুর গর্ভসম্ভূত আস্তীককে স্মরণ করিলাম, আর আমাকে হিংসা করিতে পার না; মঙ্গল কামনা থাকে, চলিয়া যাও; জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তীক যাহা বলিয়াছিলেন, স্মরণ কর" তাহার আর সর্পভয় থাকিবে না। যে সর্প আস্তীকের কথা শুনিয়া নিবৃত্ত হইবে না, তাহার মস্তক শিংশফলের ন্যায় শতধা ভিন্ন হইবে। আস্তীক বর লাভ করত প্রীত হইয়া প্রস্থান করিতে কামনা করিলেন। ভগবন্! ধর্ম্মাত্মা জরৎকারুতনয় এই রূপে সর্প-দিগকে উদ্ধার করিয়া পুত্রপৌত্র রাখিয়া কালে স্বর্গগমন করিলেন। এই আস্তীকচরিত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। এই ধর্ম্মাখ্যান উল্লেখ করিলে সর্পভয় থাকে না। ভার্গবশ্রেষ্ঠ! নিজতনয় রুরু জিজ্ঞাসা করিলে অপনার পূর্ব্বপুরুষ প্রমতি যাহা কহিয়াছিলেন, আমিও যেপ্রকার শুনিয়াছি; মহাকবি আস্তীকের চরিত অবিকল সেইরূপই বর্ণন করিলাম। আপনি ভৃগুভবাক্য শ্রবণ করিয়া ইহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে শ্রবণ করিলেন, ঔৎসুক্য দূর করুন।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ে সর্পযজ্ঞ সমাপ্ত।

আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব।

শৌনক বলিলেন, সৌতে! তুমি ভৃগুবংশ প্রভৃতি সুবি-স্তৃত আখ্যান সকল উল্লেখ করিলে; তাহাতে অত্যন্ত আন-

ন্দিত হইলাম। এক্ষণে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছি। বৎস! ব্যাসসংক্রান্ত কথা পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বল। সেই দুষ্পার সর্পযজ্ঞে মহাত্মা ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ অবসরক্রমে যে সকল মনোহর বিচিত্র কথা কহিয়াছিলেন, শুনিতে বাসনা হয়; অতএব বলিতে আরম্ভ কর। সৌতি বলিলেন, অবসরক্রমে ব্রাহ্মণসকল বেদসংক্রান্ত অনেক কথাই কহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব বিচিত্র অতিবিস্তৃত ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শৌনক কহিলেন, সাধুশ্রেষ্ঠ! জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাণ্ডবদিগের যশোবর্দ্ধন যে ভারতাখ্যান কহিয়াছিলেন; আমি সেই মহর্ষির মনঃসাগরসম্ভূত পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা করি; তাহা না শুনিলে কোন মতেই তৃপ্তি হইবে না।

সৌতি কহিলেন, দ্বিজ! তবে দ্বৈপায়নকথিত ভারতকথা আদি হইতে উল্লেখ করি। সেই বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করিতে আমারও অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিতেছে।

কথাবন্ধ নামক একোনষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি বলিলেন, জনমেজয় সর্পযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, শুনিয়া বিদ্যাবিশারদ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে যমুনাতীরে কুমারী কালীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ। মহাযশা ভূমিষ্ঠ হইয়া পরক্ষণেই আপন ইচ্ছায় শরীর বৃদ্ধি করত বেদ বেদাঙ্গ ও নিখিল ইতিহাস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞে কেহই তাঁহার অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন নাই। মহাকবি ব্রহ্মর্ষি এক বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। শান্তনুর বংশরক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনিই পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ভগবন্! সত্যবতীপুত্র বেদবেদাঙ্গবিশারদ শিষ্যদিগের সহিত যজ্ঞভূমি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জনমেজয় সদস্য, রাজবংশসম্ভূত রাজা ও ব্রহ্মকল্প পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞাসনে বসিয়া আছেন; বোধ হইতেছে যেন, পুরন্দর অমরবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজা, মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সহচরদিগের সহিত সহসা গাত্রোত্থান করত পুরোবর্ত্তী হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। পুরন্দর বৃহস্পতিকে আসন দান করেন; জনমেজয়ও সদস্যদিগের আদেশে বসিবার নিমিত্ত দেবর্ষিদিগের পূজনীয় ঋষিকে কুশাসন প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব তাহাতে উপবেশন করিলে পর, রাজা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পাদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ্য ও গোদান করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন। সত্যবতীনন্দন গ্রহণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু অনর্থক হিংসা হয় বলিয়া গোবধ করিতে দিলেন না। রাজাও ভক্তিসহকারে পিতামহের অর্চ্চনা করিয়া প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরাশরতনয় আপনার মঙ্গলবার্ত্তা কহিলেন। পরে সদস্য সকল তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; সুতরাং তিনিও যথাবিধানে ত্রুটি করিলেন না। পশ্চাৎ জনমেজয় অঞ্জলি করিয়া সদস্যদিগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কুরু ও পাণ্ডুপুত্রদিগের চরিত্র আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; অতএব ইচ্ছা হয়, আপনার মুখ হইতেই উহা শ্রবণ করি। দ্বিজ! দৈববশে বিকৃতচেতন হইয়া অসাধারণকর্ম্মা আমার

পিতামহ সকল কি রূপে পরস্পর শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? কেনই বা সেই প্রাণিক্ষয়কর ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল? অনুগ্রহ করিয়া বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

সৌতি বলিলেন, রাজার বাক্য শুনিয়া দ্বৈপায়ন সমীপোপবিষ্ট বৈশম্পায়ননামক আপন শিষ্যকে আজ্ঞা করিলেন, বৎস! যে রূপে কুরুপাণ্ডবদিগের পরস্পর ভেদ ঘটিয়াছিল, আমার নিকট তুমি সকলই শুনিয়াছ: অতএব রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বল। তাঁহার আজ্ঞায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন জনমেজয় ও সদস্যদিগের নিকট সেই পুরাতন ইতিহাস আমূলতঃ সমুদায় উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, চিত্ত, বুদ্ধি ও চিন্তা সহকারে প্রথমতঃ গুরুচরণে নমস্কার, পশ্চাৎ অন্যান্য পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া, ত্রিলোকবিখ্যাত ধীমান্ মহাত্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের সমস্ত মত কীর্ত্তন করিতেছি। মহারাজ! আপনি সেই অদ্ভুত ভারতকথা শ্রবণ করিবার যথার্থ পাত্র; অপর, গুরু স্বয়ং আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতেও মন উৎসাহিত হইতেছে। অতএব, রাজ্যলাভবাসনায় আরব্ধ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া আপনার পিতামহ সকল যে রূপে বনে বাস করিয়াছিলেন; যে কারণে তাহারা পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে কারণে সেই লোকক্ষয়কর ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, অবিকল উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! পিতা স্বর্গারোহণ করিলে, পাণ্ডুপুত্রেরা বন

হইতে গৃহে আগমন করিয়া সমস্ত বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অচিরেই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পুরবাসী সকল তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক বল এবং উৎসাহ দেখিয়া পরম সমাদর করিতে লাগিল। সুতরাং কুরুবংশীয়েরা তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্য ও যশ সহিতে পারিল না। ক্রূর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির সহিত কিসে তাঁহাদিগকে অবমানিত ও নির্ব্বাসিত করিয়া কষ্ট দিবে, সেই পরামর্শই করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয় ভীমসেনকে বিষ প্রয়োগ করিল; কিন্তু পবনতনয় অন্নের সহিত গরল ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিলেন। অনন্তর বৃকোদর এক দিন গঙ্গাতীরস্থ ক্রীড়াভবনে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন অবসর পাইয়া বন্ধন করত তাঁহাকে ভাগীরথীজলে নিক্ষেপ করিল। তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্প সকল ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দংশন করিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। নিদ্রার অবসান হইলে, মারুতি বন্ধন ছেদ করিয়া উত্থিত হইলেন; কোন কষ্টই অনুভব করিলেন না। মহারাজ! যেরূপ পুরন্দর স্বর্গে থাকিয়া জীবলোকের সুখ রক্ষা করেন, সেইরূপ বিদুর নানা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া পাণ্ডবদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে দেন নাই। অনন্তর দুর্য্যোধন যখন দেখিল, দৈব সকল সঙ্কটেই পাণ্ডুপুত্রদিগকে রক্ষা করিল, তখন দুরাত্মা মন্ত্রিবর্গ, কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করত ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইয়া জতুময় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিল। রাজাও পুত্রদিগের মঙ্গল হইবে বলিয়া, রাজ্যভোগলালসায় তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। সুতরাং পাণ্ডবেরা হস্তিনা হইতে নির্গত হইয়া বারণাবতে গমন করত মাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। আপনার পূর্ব্ব পুরুষেরা তাঁহারই বুদ্ধিবলে জতুগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পান। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা

জতুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন; পুরোচন তাঁহাদিগের রক্ষা করত সাবধান হইয়া রহিল। এই রূপে এক বৎসর বাস করত পাণ্ডুতনয়েরা বিদুরের পরামর্শে সুরঙ্গ খনন করাই- লেন; অবশেষে পুরোচনের সহিত সেই জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুরঙ্গ দ্বার দিয়া কাননে প্রস্থান করিলেন। তথায় নির্ঝরসমীপে হিড়িম্বনামক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে বধ করত, পাছে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষীয় কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া সত্বর পলাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে হিড়িম্বা রাক্ষসীর সহিত ভীমের মিলন হইল। তাহা- তেই ঘটোৎকচ উৎপন্ন হয়।

অনন্তর পাণ্ডুপুত্রগণ একচক্রা নগরীতে গমন করত সংযত ও বেদপাঠনিরত ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করিয়া মাতার সহিত এক ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে ভীম বুভুক্ষু বকনামক রাক্ষসকে বাহুবলে বধ করিয়া পৌরদিগকে সন্তুষ্ট করেন।

মহারাজ! সেই সময়ে পাঞ্চালদেশে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর হইবে বলিয়া এক রব উঠিয়াছিল। আপনার পূর্ব্ব পুরুষেরা শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং দ্রৌপদীলাভ করিয়া এক বৎসর পাঞ্চালে বাস করত অবশেষে হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম- দেব কহিলেন, বৎসগণ! ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, এই ভাবিয়া আমরা তোমাদিগের বাসের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি। সেই প্রদেশেও উত্তম নগর এবং পরস্পরবিভক্ত বিস্তৃত পথ আছে। অতএব তোমরা তথায় গিয়া বাস কর। তাঁহাদিগের আদেশে সমস্ত বন্ধুজন ও নিখিল রত্ন গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে অনেকবৎসর বাস করিয়া বাহুবলে অনেকানেক মহীপতিকে বশ করেন।

এবং আপনারা ধর্ম্মরত, সত্যপরায়ণ, অপ্রমত্ত ও ক্ষান্ত থাকিয়া দুষ্টের দমন করিতে লাগিলেন। মহাযশা ভীমসেন্ পূর্ব্ব দিক্, অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয় উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্ এবং সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীই তাঁহাদিগের বশ্যা হইল। পঞ্চ ভ্রাতার পরাক্রম দেখিয়া বোধ হইল, যেন বসুন্ধরা ছয় সূর্য্যে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছে।

রাজন্! এই রূপে কিছুকাল গত হইলে, যুধিষ্ঠির, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইলেও, প্রশান্তচিত্ত, পুরুষশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণভূষিত, সব্যসাচী ভ্রাতা অর্জ্জুনকে কারণবশতঃ বনে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় তথায় এক বৎসর এক মাস অবস্থিতি করিয়া অবশেষে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী পদ্মলোচনা সুভদ্রাকে লাভ করিলেন। সুভদ্রা পাণ্ডুতনয়কে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। শচী ইন্দ্রকে এবং লক্ষ্মী নারায়ণকে লাভ করিয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রফুল্ল হন নাই। অবশেষে কুন্তীনন্দন কৃষ্ণের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে অগ্নিকে তৃপ্ত করিলেন। যেমন চেষ্টা হইলেই বিষ্ণু শত্রু সংহার করেন, সেইরূপ কৃষ্ণের সাহচর্য্যলাভ করিয়া অর্জ্জুন অনায়াসেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; অগ্নি প্রীত হইয়া তাঁহাকে উত্তম গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণ ও দিব্য রথ প্রদান করিলেন। তাহাতে তাঁহার অসুরভয়ও তিরোহিত হইল। রাজন্! পার্থ ঐ অগ্নি হইতে ময়কে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই এক সভা প্রস্তুত করিয়া উহাকে সর্ব্ব রত্নে বিভূষিত করিয়াছিল। দুষ্টাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহাতে লোভী হইয়া, শকুনির দ্বারা বঞ্চনা করত দ্বাদশ বর্ষের নিমিত্ত পাণ্ডুপুত্রদিগকে বনে নির্ব্বাসিত করিল। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসেরও প্রতিজ্ঞা রহিল। অনন্তর ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে, পঞ্চ ভ্রাতা

প্রত্যাগমন করিয়া, আপনাদিগের বিষয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং ভয়ানক যুদ্ধ আরব্ধ হইল। তাহাতেই ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদ করিয়া, দুর্য্যোধনকে বধ করত পাণ্ডবেরা বিরলজন জনপদ লাভ করিলেন। সেই কৃতকর্ম্মা পাণ্ডুপুত্রদিগের ভেদকারণ ও বিজয়ঘটিত পুরাতন ইতিহাস এই বর্ণন করিলাম।

একষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় বলিলেন, দ্বিজোত্তম! কুরুবংশীয়দিগের চরিত্রবিষয়ক অতিমহৎ ভারত আখ্যান অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেন; সুতরাং তাহাতে সম্যক্ তৃপ্তি হইল না। বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে সাতিশয় কৌতূহল রহিয়াছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ণন করুন। পাণ্ডুতনয়েরা ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অবধ্যদিগকে বধ করিয়াছিলেন এবং লোকেও দোষ না দিয়া প্রত্যুত তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রশংসাই করিয়া থাকেন; অতএব বোধ হয়, ইহার কারণ বড় সামান্য হইবে না। বিপ্র! কি কারণে নিরপরাধী পুরুষশ্রেষ্ঠেরা সমর্থ হইয়াও কষ্টদায়ক ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন; কেনই বা অযুতমাতঙ্গতুল্যবলশালী ভীমসেন ক্লেশ পাইয়াও ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন, কি হেতু দ্রৌপদী অবমানিতা হইয়া শক্তি থাকিতেও কৌরবদিগকে কোপদৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করেন নাই; কেনই বা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দ্যূতব্যসনী যুধিষ্ঠিরের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন; কি কারণে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অনর্থক অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে সারথি করিয়া একাকী বহুল সেনা বিনাশ করেন; বিশেষ করিয়া আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। মহারথী সকল তত্-

কালে সময়োচিত অন্যান্য যে প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাও শুনিতে বাসনা হয়।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; দ্বৈপায়নকথিত ভারতাখ্যান অতিবিস্তৃত; অনুক্রম করিলাম, ক্রমশঃ বলিতেছি। অমিততেজা ত্রিলোকপূজিত মহাত্মা ব্যাসদেবের সমুদায় মতই বলিব। সত্যবতীনন্দন শত সহস্র পবিত্র শ্লোকে ভারত রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করান এবং যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতার তুল্য হন। ঋষিপ্রশংসিত এই পুরাণ বেদার্থযুক্ত, পবিত্র, উৎকৃষ্ট এবং সমুদায় শ্রব্য বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অর্থ, কাম ও তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক অশেষ উপদেশ বিন্যস্ত হইয়াছে; বিদ্বান্ ব্যক্তি, মহাযশা, দানশীল, সত্যবাদী আস্তিক মানবদিগকে এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। নির্দ্দয় পাপী পুরুষ ইহা শ্রবণ করিয়া রাহুমুখ হইতে চন্দ্রমার ন্যায়, ভ্রূণহত্যাদি অতি মহাপাতক হইতেও মুক্ত হয়। ইহার আর একটী নাম জয়; অতএব জয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির শ্রবণ করা অতি আবশ্যক। রাজা শুনিয়া শত্রুজয় ও পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। পুংসবন ও স্বস্ত্যয়নের ফল ইহা হইতেই পাওয়া যায়; সেই হেতু যুবরাজ মহিষীর সহিত ইহা বার-স্বার শ্রবণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহারা বীর পুত্র বা রাজ্যভাগিনী কন্যা উৎপাদন করিতে পারিবেন। এই পুরাণ বর্ত্তমান কালে অনেকেই কহিতেছেন; ভবিষ্যতেও অনেকে শুনিবেন। ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র পিতার প্রিয়কারী ও নিদেশবর্ত্তী হয়। এই ভারত শুনিয়াই শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা আচরিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভরতবংশীয়দিগের জন্মকথা শ্রবণ করিয়া অসূয়াবশতঃ যিনি অকারণে দোষারোপ না করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্যাধিভয়

হইতে মুক্ত হন। তাঁহার পরলোকভয়ও দূরীভূত হয়। দ্বৈপায়ন লোকের মঙ্গলসাধন, পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকীর্ত্তন এবং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ প্রখ্যাতনামা অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের বল ও বিত্ত ঘোষণ করিবার নিমিত্ত এই আয়ু ও যশোবর্দ্ধন, প্রশংসনীয়, পবিত্র, স্বর্গীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পুণ্য হইবে বলিয়া সংসারে শুচি ব্রাহ্মণদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি অক্ষয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন। কুরুবংশ কীর্ত্তন করিলেই মনুষ্য পবিত্র হয়। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া, বর্ষা চারি মাস ভারত পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পান এবং বহুল সন্ততি লাভ করেন। যিনি সমুদায় মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে বেদবিৎ বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহাতে দেবতা, রাজর্ষি, শুদ্ধাচার ব্রহ্মর্ষি, গো, ব্রাহ্মণ, কেশব, দেবদেব মহাদেব ও ভগবতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কার্ত্তিকেয় ও অন্যান্য অনেকের জন্ম বিবরণও কথিত আছে। যিনি পর্ব্বে পর্ব্বে সমাহিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে এই পুরাণ শ্রবণ করান, তিনি বিগতপাপ হইয়া স্বর্গকে জয় করত শাশ্বত ব্রহ্মে লীন হন। শ্রাদ্ধকালে ইহার একপাদমাত্র পঠিত হইলেও নিবেদিত সামগ্রী চির কালের নিমিত্ত পিতৃদিগের তৃপ্তি সাধন করে। জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা প্রতিদিন যে পাপ করা যায়, একমাত্র মহাভারত পাঠ করিয়াই সে সমুদায় হইতে মুক্ত হইতে পারি। ভরতবংশীয়দিগের জন্মকথাই মহাভারত। এই ব্যুৎপত্তি জানিলেও পাপ থাকে না। এই ভারত ইতিহাস অত্যন্ত অদ্ভুত; সেই হেতুই পাঠ করিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে।

রাজন্! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে উৎসাহী, শুচি, তপোনিরত ও সংযমী থাকিয়া এই ভারত সমাপন করত সফলপ্রয়াস হন। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা নিয়মস্থ

হইয়াই ইহা শ্রবণ করিবেন। যে ব্রাহ্মণগণ ব্যাসকথিত এই পবিত্র ভারতকথা স্বয়ং শ্রবণ করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহাদিগের কীর্ত্তির নাশ নাই। এইটী করিয়াছি, ঐটী করি নাই, বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুতাপও করিতে হয় না। ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বাসনা হইলেও, এই ইতিহাস সমগ্র পাঠ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ কহিলে যেরূপ আনন্দ জন্মে, স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াও সেরূপ জন্মে না। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞফলও ইহা হইতেই পাওয়া যায়। সমুদ্র ও সুমেরু, ইহারাই রত্নাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু এই ভারত তাহাদিগের প্রতিকক্ষ। ইহা শ্রবণ করিলে চরিত্র পরিশোধিত হয়। মহারাজ! অর্থীকে মহাভারত অর্পণ করিলেই সসাগরা পৃথিবী দান করা হইয়া থাকে। অতএব সেই পবিত্র পুরাণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। জনমেজয়! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ক যে কথা ইহাতে নাই, তাহা অন্য কোথাও নাই। কিন্তু ইহাতে যাহা আছে, তাহা অন্য অনেক স্থলেই আছে।

দ্বিষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, উপরিচরনামে পুরুবংশসম্ভূত এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার আর এক নাম বসু। নরনাথ স্বাতিশয় আগ্রহসহকারে সর্ব্বদাই মৃগয়া করিতেন। একদা তিনি ইন্দ্রের আদেশক্রমে চেদিনামক মনোহর প্রদেশ জয় করিলেন। অনন্তর কিছু দিন পরে রাজা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপ আচরণ করত আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। দেবগণ সমারে বলেন, ভূপতি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে পুত্রাধ হয়, ইন্দ্রত্ব পাইতে পারিবেন।

সেই হেতু সকলে ইন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, পৃথিবীনাথ! তুমি রক্ষা করিলেই, ধর্ম্ম সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতে পারেন। অতএব যাহাতে ধর্ম্ম সংকীর্ণ না হয়, বিধান কর। ইন্দ্র বলিলেন, রাজন্! বিশেষ সমাহিত, নিত্য উদেযাগী ও ধর্ম্ম-রত হইয়া ধর্ম্মের পালন কর; তাহা হইলে চরমে অক্ষয় পবিত্র লোক পাইতে পারিবে। আমি স্বর্গে বাস করি; তথাপি তুমি পৃথিবীতে থাকিয়া আমার সখা হইলে। নরনাথ! পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ অতি রমণীয়, পশুদিগের সচ্ছন্দবাস-যোগ্য, পবিত্র, প্রভূতধনধান্যবিশিষ্ট, স্বর্গের ন্যায় সুরক্ষিত, বিবিধভোগ্যবিষয়ভূয়িষ্ঠ এবং ভূমিগুণবিশিষ্ট, তুমি সেই স্থানেই বাস কর। এই চেদিরাজ্যও অশেষ ধনরত্নে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী; এ প্রদেশে প্রভূত বিত্ত ভূমিগর্ভে নিহিত আছে। এ স্থানে জনপদবাসী সকল ধর্ম্মশীল; সাধু ব্যক্তিরা নিয়ত সন্তুষ্ট; ক্রীড়াচ্ছলেও কেহ কখন মিথ্যা কহে না। এই রাজ্যে পুত্র সকল কখনই পিতার সহিত বিভক্ত হইয়া তাঁহার মনঃ-পীড়া উৎপাদন করে না। কেহ কৃশ ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দকে ভার বহন বা হলচালন কার্য্যে নিযুক্ত করে না। চতুর্ব্বর্ণ সর্ব্বদা আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করে। অতএব তুমি এই রাজ্যেই বাস কর। ত্রিলোকের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমি তোমাকে দেবভোগ্য দিব্য স্ফটিকময় বিমান প্রদান করিতেছি; উহা নিয়তই তোমার নিকটে থাকিবে। মর্ত্তালোকে তুমিই বিমানে আরোহণ করিয়া শরীরী দেবের ন্যায় বিচরণ করিতে পারিবে। এক পঙ্কজমালাও দিতে[illegible]। ইহার পুষ্প কখনই ম্লান হইবে না। অপর, এই বৈজয়[illegible]রণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিলে, তোমার শরীরে অস্ত্র প্র[illegible]রিতে পারিবে না।

ভূপতি! এই মালা ইন্দ্রমালা নামে বিখ্যাত হইয়া, তোমার অপ্রতিম মহান্ চিহ্নস্বরূপ হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পুরন্দর সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত রাজাকে এক শিষ্টপালনী বেণুযষ্টিও দান করিলেন। অনন্তর ভূপতি এক বৎসর অতীত হইলে, ইন্দ্রের পূজার উদ্দেশে ঐ যষ্টি ভূমিতে নিখাত করিলেন। সেই অবধি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে ভূপতি সকল অদ্যাপি যষ্টি নিখাত করেন। পর দিন গন্ধপুষ্প ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া উহাকে উত্তোলন করেন এবং যথাবিধানে মাল্যদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন। ভগবান্ ভূতপতি বসুর প্রীতির নিমিত্ত হংসরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ং উহাতে পূজা গ্রহণ করেন।

পুরন্দর রাজগণের সহিত বসুকে পূজা করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, রাজা ও অপরাপর যে কেহ আহ্লাদ পূর্ব্বক চেদিপতির ন্যায় আমার পূজা করিবে এবং মহোৎসব করাইবে, রাজ্যসমেত তাহাদিগের শ্রী ও জয় হইবে এবং জনপদ সকল প্রজাপূর্ণ হইয়া আনন্দ অনুভব করিবে। রাজেন্দ্র! পুরন্দর প্রীত হইয়া এইরূপে রাজার সমাদর করিলেন। যে সকল মনুষ্য চেদিরাজের ন্যায় ভূমি ও রত্নাদি দান করিয়া ইন্দ্রের উৎসব করিবে, তাহারা পৃথিবীতে পূজ্য হইবে।

বসু রাজা এই রূপে ইন্দ্রের সমাদর লাভ করিয়া, সেই চেদিরাজ্যে বাস করত দান, যজ্ঞ ও ইন্দ্রোৎসব করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মগধদেশবিশ্রুত মহারথ, প্রত্যগ্রহ, কুশাম্ব বা মণিবাহন, মাবেল্ল ও যদু নামে মহাতেজা পাঁচটী পুত্র জন্মিল। ভূপতি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষেক করিলেন। ঐ সকল জনপদ তাঁহাদিগের নামানুসারে পরিজ্ঞাত হইল। মহারাজ! অবশেষে বসুর সেই পঞ্চ পুত্র হইতে পঞ্চ মহৎ বংশের উৎপত্তি

হয়। রাজা স্ফটিকময় বিমানে আরোহণ করিয়া, আকাশে বিচরণ করিতেন। ঐ সময় অপ্সর ও গন্ধর্ব্ব সকল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। উপরে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া নরনাথ উপরিচর নামে খ্যাত হইয়াছেন।

রাজন্! উপরিচরের নগরপার্শ্বে শুক্তিমতী নামে নদী ছিল। সচেতন কোলাহল নামে এক পর্ব্বত কামাতুর হইয়া এক দিন উহাকে আক্রমণ করিল, দেখিয়া, রাজা ক্রোধভরে ঐ অচলে পদাঘাত করিলেন। তাহাতে এক বিবর উৎপন্ন হইল। শুক্তিমতী পথ পাইয়া বাহিরে আসিল।

অনন্তর স্রোতস্বতী পর্ব্বতসঙ্গমে এক কালে একটী কন্যা ও একটী পুত্র প্রসব করিয়া রাজাকে অর্পণ করিল। বসু, পুত্রটীকে সৈন্যাধ্যক্ষ এবং কন্যাটীকে মহিষী করিলেন। নিতম্বিনী গিরিকা নামে খ্যাত হইলেন। কিছু দিন অতীত হইলে গিরিকা এক দিন ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর নিকট আগমন করত অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু, রাজন্! ঐ কালে পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইয়া উপরিচরকে মৃগয়ায় যাইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং রাজা পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ না করিয়াই বনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কাননমধ্যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপসম্পন্না সেই গিরিকা নিরন্তর তাঁহার মনে আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। একে বসন্ত কাল উপস্থিত, তাহাতে আবার অটবী গন্ধর্ব্বরাজের উদ্যানতুল্য মনোহারিণী। অশোক, চম্পক, সহকার, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, দিব্যপাটল, পাটল, নারিকেল, চন্দন, অর্জ্জুন প্রভৃতি বিবিধ স্বাদুফল বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে শোভিত হইতেছে। কোকিলের কুহুধ্বনি এবং উন্মত্ত ষট্পদের গুন্ গুন্ রবে নিখিল কানন পরিপূর্ণ হইয়াছে। উপরিচর কন্দর্পবাণে ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন দিকেই গিরিকাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

করত দেখিলেন, একটী অশোকতরু পুষ্পস্তবকে ও পল্লবে সুশোভিত হইয়া আছে। রাজা তাহারই তলে উপবেশন করিয়া বায়ুচালিত মধু ও পুষ্পের গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। ভূপতি অমনি বৃক্ষপত্রে তাহা ধারণ করিলেন। আপনার বীর্য্য অব্যর্থ বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ভাবিতে লাগিলেন, আমার পত্নী অদ্য ঋতুস্নান করিয়া আছেন; এই স্খলিত শুক্রও অমোঘ; অতএব কি রূপে ইহা প্রেয়সীর নিকট প্রেরণ করি। অনন্তর দেখিলেন, নিকটেই এক শ্যেনপক্ষী বসিয়া আছে। রাজা তাহারই নিকট যাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, সৌম্য! আমার পত্নী অদ্য ঋতুস্নান করিয়া আছেন; অতএব তুমি এই শুক্র লইয়া আমার ভবনে গমন করত তাঁহাকে অর্পণ কর। শ্যেন তাঁহার প্রার্থনানুসারে বহন করিয়া মহাবেগে প্রস্থান করিল। পথে অপর এক শ্যেন তাহার নখবিলম্বী পত্রপুট নিরীক্ষণ করত আমিষ ভাবিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সুতরাং আকাশ পথে উভয়ের তুণ্ড যুদ্ধআরম্ভ হইল। তাহাতেই ভ্রষ্ট হইয়া শুক্র নিম্নস্থ যমুনাতে পতিত হইল। ঐ নদীতে অদ্রিকা নামে সুন্দরী অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্য হইয়া বাস করিতেছিল। অদ্রিকা, পতিতমাত্র বেগে আসিয়া ঐ রেতঃ ভক্ষণ করিল।

অনন্তর দশম মাস উপস্থিত হইলে, মৎস্যজীবীগণ জাল দ্বারা ঐ মৎস্যীকে ধরিয়া উদর বিদীর্ণ করত দেখিল, তাহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা রহিয়াছে। তাহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রাজার নিকট গমন করত কহিল, মহারাজ! এই মৎস্যীর গর্ভে এই পুত্র ও কন্যা পাইয়াছি। উপরিচর পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া কন্যাটীকে ফিরিয়া দিলেন। ঐ বালক অবশেষে মহাধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ মৎস্য নামে বিখ্যাত হয়। মৎস্যরূপিণী অপ্সরা মৎস্যজীবীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া

মানুষযুগ্ম প্রবন্ধ করত শাপ হইতে মুক্ত হইল এবং অবিলম্বেই মনোহর নিজ রূপ ধারণ করিয়া সিদ্ধচারণপরিসেবিত আকাশপথে প্রস্থান করিল।

উপরিচর, তোমার কন্যা হউক, বলিয়া মৎস্যগন্ধিনী মৎস্যগর্ভসম্ভূতা ঐ দুহিতাকে মৎস্যজীবীকে অর্পণ করিলেন। রূপ, গুণ এবং ঔদার্য্যসম্পন্না মৎস্যনন্দিনী সত্যবতী নামে খ্যাত হইলেন। কিন্তু শুচিস্মিতা জালুকদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কিছু কাল মৎস্যগন্ধাই রহিলেন। অনন্তর ভাবিনী পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া নৌকা বাহন করত জলে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল গত হইলে পরাশর তীর্থযাত্রায় ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া পরমসুন্দরী সিদ্ধপ্রার্থীত জলবিহারিণী সেই নিতম্বিনীকে নিরীক্ষণ করিয়াই বলিলেন, কল্যাণি! আমার সহবাস কর। সত্যবতী উত্তর করিলেন, ভগবন্! অপর পারে মহর্ষিগণ রহিয়াছেন; তাঁহারা আমাদিগের উভয়কেই দেখিতে পাইতেছেন; অতএব কি রূপে হইতে পারে! তাঁহার বাক্য শুনিয়া ঋষি নীহার সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে সমস্ত প্রদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মৎস্যগন্ধা সলজ্জমুখে কহিলেন, ভগবন্! আমি এখনও কন্যাবস্থায় থাকিয়াই পিতার সেবা করিতেছি। অতএব আপনার সহযোগে আমার কৌমার ভাব দূষিত হইবে। তখন আমি কি বলিয়া গৃহে গমন করিব; কি রূপেই তথায় বাস করিব; বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, করুন।

ঋষি প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, ভীরু! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া কুমারীই থাকিবে। যেরূপ ইচ্ছা হয়, বর প্রার্থনা কর। ভাবিনি! আমার বর কখনই বিফল হয় নাই। সত্যবতী শুনিয়া কহিলেন, আমার গাত্রে মৎস্যগন্ধ

দূরীভূত হইয়া সুগন্ধ হউক। ঋষি তথাস্তু বলিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

অনন্তর সুনেত্রা বসুতনয়া ঋষির সহবাস করিলেন। তিনি সেই অবধিই গন্ধবতী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মনুষ্যেরা এক যোজন হইতে তাঁহার সুগন্ধ পাইত, এই হেতু তাঁহার আর একটী নাম যোজনগন্ধা।

সত্যবতী এই রূপে অভীষ্টবরলাভে হৃষ্ট হইয়া পরাশর-গর্ব্ভধারণ করত যমুনাতীরে তৎক্ষণাৎ প্রসব করিলেন। বীর্য্যশালী পরাশরতনয় ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতাকে বলিলেন, জননি! আমি তপস্যা করিতে চলিলাম; প্রয়োজন হইলে, স্মরণ করিলেই উপস্থিত হইব। দ্বৈপায়ন, পরাশরের ঔরসে এই রূপে সত্যবতীগর্ব্ভে উৎপন্ন হন। ঋষি, দ্বীপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে দ্বৈপায়ন বলে।

পরাশরতনয় দেখিলেন, ধর্ম্ম যুগে যুগে একপাদ করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। মনুষ্যের আয়ু এবং শক্তিও যুগের অধীন হইয়া আছে। অতএব ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণের হিতকামনায় তিনি বেদের ব্যাস, অর্থাৎ বিভাগ করিলেন, সেই হেতুই মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ঋষি পঞ্চম বেদতুল্য এই ভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, আপনার পুত্র শুক এবং বৈশম্পায়নকে অধ্যয়ন করান। তাঁহারা ভারতসংহিতা পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ করেন।

বসুদিগের অংশে গঙ্গার গর্ভে বলশালী অতুলপরাক্রম মহাযশা শান্তনুতনয় ভীষ্ম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদার্থবিৎ, যশস্বী, প্রাচীন অণীমাণ্ডব্য ঋষি চোরসন্দেহহেতুক শূলে আরোপিত হইয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করত কহিয়াছিলেন, ধর্ম্ম! আমি বাল্যকালে শলাকা দ্বারা এক পক্ষীকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম, স্মরণ হয়; ইহা ভিন্ন অন্য কোন পাপ করি নাই। অশেষ কঠোর তপস্যা করিয়াছি; তাহাতেও কি তাহার

ক্ষয় হইল না ? ব্রাহ্মণবধ সর্ব্বাপেক্ষা দোষাবহ ; অতএব তুমি পাপী হইতেছ ; সুতরাং শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে। সেই পাপবশতঃ ধর্ম্ম বিদুররূপে শূদ্রার গর্ব্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাপসতুল্য সারথি সঞ্জয় গবল্‌গণ হইতে উৎপন্ন হন। কর্ণ সূর্য্যের অংশে কৌমারাবস্থায় কুন্তীর উদরে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবল কবচ ও কুণ্ডল ধারণ করিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ত্রিলোকপূজিত নারায়ণ লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ব্ভে আবির্ভূত হন। অনাদি, জগৎকর্ত্তা, প্রভু, মুক্তিপ্রদ, নির্গুণ, সর্ব্বলোকপিতামহ অচ্যুত ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত অন্ধকবৃষ্ণিবংশে রাম কৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রজ্ঞ, মহাবল, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, নারায়ণভক্ত সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিক্ হইতে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। একদা উগ্রতপস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র স্খলিত হইয়া দ্রোণীতে পতিত হইয়াছিল। দ্রোণ সেই দ্রোণীমধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। গোতমের রেতঃ শরস্তম্বে পতিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয় ; তাহাতেই অশ্বত্থামার জননী ও কৃপ এক কালে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ দ্রোণের ঔরসে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। উত্তরকালে দ্রোণকে বিনাশ করিবেন বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনু লইয়া যজ্ঞস্থলে বহ্নি হইতে উত্থান করিয়াছিলেন। তেজস্বিনী কৃষ্ণাও সেই বেদীগর্ব্ভে জন্ম লাভ করেন।

তাঁহার পর প্রহ্লাদশিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবল জন্ম গ্রহণ করেন। সুবলের পুত্র সকল দেবকোপহেতুক ধর্ম্মহন্তা হইয়া উঠে। গান্ধাররাজ সুবলের কৃতিকুশল শকুনি নামে পুত্র এবং দুর্য্যোধনজননী কন্যা উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর উৎপাদন করেন। ধর্ম্মমর্ম্মবিৎ ধীমান্, মেধাবী, নিষ্পাপ বিদুর ব্যাসের ঔরসে ও শূদ্রার উদরে জন্ম লাভ করেন। পাণ্ডুর দুই স্ত্রীতে

দেবসমান পাঁচ সন্তান উৎপন্ন হইল। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, ভীম বায়ুর, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রের এবং নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে উৎপন্ন হন। ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং বৈশ্যাগর্ব্ভসম্ভূত যুযুৎসু, ইহারাই মহারথী। কৃষ্ণের ভাগিনেয় পাণ্ডুর পৌত্র অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ব্ভে উৎপন্ন হন। এতদ্ভিন্ন দ্রৌপদীর উদরে পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন। হিড়িম্বার গর্ব্ভেও ভীমসেনের ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র জন্মে। শিখণ্ডী প্রথমতঃ দ্রুপদ রাজার কন্যা ছিলেন; স্থূণনামে যক্ষ প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুরুষ করে। রাজন্! সেই মহান্ যুদ্ধে শত সহস্র রাজারা আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দশ সহস্র বৎসরেও তাঁহাদিগের সংখ্যা করা যায় না। সুতরাং প্রধান প্রধান সকলেরই নামোল্লেখ করিলাম। সমস্ত ভারত ইহাঁদিগেরই আখ্যান।

ত্রিষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! যে সকল রাজাদিগের নাম উল্লেখ করিলেন এবং যাঁহাদিগের করেন নাই; আমি সেই সকলেরই বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহাভাগ! যে কারণে দেবতুল্য মহারথী সকল সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,

জনমেজয়! আমরা শুনিয়াছি, সে সকল নিতান্ত অপরিজ্ঞাত দেবতার বৃত্তান্ত। নারায়ণচরণে নমস্কার করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়কামিনী সকল পুত্রের নিমিত্ত ব্রাহ্মদিগের সহবাস প্রার্থনা করিল; সেই হেতু নিয়মস্থ বিপ্রেরা ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই তাহাদিগকে উপভোগ করিতে লাগিলেন। কামবশতঃ বা ঋতুকাল উপস্থিত না হইলে, সহবাস করিলেন না। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়বনিতা এই রূপে গর্ব্ভবতী হইয়া বহুসংখ্য কুমার ও কুমারী প্রসব করিল। অল্পকাল মধ্যেই ক্ষত্রিয়কুল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল।

এই রূপে বিপ্রের ঔরসে ধর্ম্মপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ার উদরে জন্ম লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ দীর্ঘায়ু হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণপ্রমুখ চারি বর্ণের উৎপত্তি হইল। সকলেই ঋতুকালে স্ব স্ব পত্নীতে গমন করিতে লাগিলেন। তির্য্যক্‌জাতিও সেই রূপেই ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং দেখিতে দেখিতেই সহস্র সহস্র জীব উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী ব্যাপ্ত করিল। পৃথিবীনাথ! প্রজাবর্গ সকলেই ধার্ম্মিক ও ব্রতপরায়ণ হইয়া উঠিল, বলিয়া শারীরিক ও মানসিক পীড়া এককালে অদৃস্ট হইল। অনন্তর অল্প কালের মধ্যেই সাগরান্তা বনপর্ব্বতশোভিতা পৃথিবী পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ের অধীন হইল। রাজা সকল, ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে আরম্ভ করিলে পর ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ পরম আনন্দিত হইলেন। ভূপতিগণ, কামক্রোধাদিজন্য রিপুদোষ পরিহার করিয়া ধর্ম্মানুসারে যথার্থ দোষীরই দণ্ড করিতে লাগিলেন। পুরন্দরও ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্মপরায়ণতা দর্শন করিয়া দেশকাল বিবেচনা পূর্ব্বক সুমিস্ট বর্ষণ করত প্রজা

পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাল্যাবস্থায় কেহই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইল না। যৌবনকাল উপস্থিত না হইলেও কেহ স্ত্রীসংসর্গ করিল না; সুতরাং সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবী প্রাণিবর্গে পরিপূর্ণ হইল। ক্ষত্রিয় সকল যজ্ঞ করিয়া প্রভূত দান করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই বেদ পাঠে নিরত থাকিলেন। সে কালে কেহই বেতন লইয়া বেদপাঠ করাই-তেন না। শূদ্রের নিকটও কেহ উচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলীবর্দ্দ দ্বারা কৃষিকার্য্য করাইতেন; কিন্তু স্বয়ং কখনই তাহাদিগকে হলে যোজনা করিতেন না। কৃশ গো সকলকে বিশেষ করিয়া প্রতিপালন করিতেন। মনুষ্য বৎস-গণের ফেণপানসময়ে গাভী দোহন করিত না। বণিক্ সকল অযথার্থ পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বঞ্চনা করিত না। নরনাথ! সকলেই নিরন্তর ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপূর্ব্বকই সকল কার্য্য করিত। গাভী ও মহিলাগণ যথাকালে প্রসব করিত। চতুর্ব্বর্ণ আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত এবং ঋতু অনুসারে বৃক্ষের ফল ও পুষ্প উৎপন্ন হইত। ভারতশ্রেষ্ঠ! এই রূপে সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে, পৃথিবী প্রাণি-বর্গে পরিপূরিত হইয়া আনন্দের আলয় হইয়া উঠিল।

অবশেষে অসুর সকল দেবগণ কর্ত্তৃক বারম্বার পরাজিত হইয়া স্বর্গসুখ হইতে দূরীকৃত হইল। তখন মর্ত্ত্যলোকে আধিপত্য করিব বলিয়া তাহারা রাজমহিষী ও অন্যান্য নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল। কতকগুলি গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, মহিষ, গজ ও মৃগের উদরে অবিলম্বেই উৎপন্ন হইল এবং অপরা-পর ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সুতরাং বসুন্ধরা গুরু-ভারে পীড়িত হইয়া আপনাকেও ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। দিতি ও দনুর পুত্র সকল রাজাদিগের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া গর্ব্বিত মহীপাল হইল। তাহারা বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া নানা রূপ ধারণ করত পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই বিচরণ করিয়া ব্রাহ্মণ,

বৈশ্য, শূদ্র, সকলকেই পীড়ন করিতে লাগিল। অনেককে বধও করিল। প্রজা সকল সাতিশয় ভীত হইল। গর্ব্বিত, নির্দ্দয় ও অবধ্য দানবেরা আশ্রমবাসী ঋষিদিগেরও অপমান করিতে লাগিল। তাহাদিগের দুঃসহ বীর্য্যনিবন্ধন শেষ, দিগ্ গজ, কূর্ম্ম প্রভৃতি কেহই বসুন্ধরা ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং পৃথিবী পীড়িত হইয়া পিতামহের শরণ লইবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, লোককর্ত্তা অধীশ্বর পদ্মযোনি, মহাভাগ দেব, দ্বিজ ও মহর্ষি এবং দেবকার্য্যতৎপর অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। ধরা নমস্কার করিয়া নিখিল লোকপালদিগের সমক্ষে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া শরণ প্রার্থনা করিলেন। উৎপত্তিকারণ লোকনাথ বিধাতা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং সুরাসুর সকল লোকেরই মনোগত ভাব অবগত আছেন। অতএব পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, বসুন্ধরে! তুমি যে নিমিত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, আমি পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছি; সেই হেতু সকল দেবতাদিগকেই নিযুক্ত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বিধাতা পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া ভূমির ভার নাশ করিবার নিমিত্ত দেবতা, অপ্সর ও গন্ধর্ব্বদিগকে ডাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলেই আপন আপন অংশে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া বিরোধের সূত্রপাত কর। তাঁহার এই তাৎপর্য্যযুক্ত ও হিতসাধক আজ্ঞা ইন্দ্রাদি সকল দেবতাই প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেবগণ আপন আপন অংশে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নারায়ণের উদ্দেশে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্র চক্র ও গদাপাণি,

পীতবাসা, নীরদদ্যুতি, পদ্মনাভ, অসুরসূদন, বিশালবক্ষা, বঙ্কিমলোচন, প্রজাপতি, দেবদেব, শ্রীবৎসলক্ষণ হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, আপনি বসুন্ধরার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অংশে অবতীর্ণ হউন। হরি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

চতুঃষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

সম্ভবপর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্র আপন আপন অংশে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে নারায়ণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সমস্ত দেবতাদিগকে আজ্ঞা করত বৈকুণ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অমরগণ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন এবং দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও অন্যান্য হিংস্রক প্রাণীদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এরূপ বলশালী হইয়াছিলেন যে, উহারা বাল্যাবস্থায়ও তাঁহাদিগের কোন অপকার করিতে সমর্থ হয় নাই।

জনমেজয় বলিলেন, আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি সকল প্রাণীর উৎপত্তিবিবরণ, বিশেষ করিয়া শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, নারায়ণচরণে নমস্কার করিয়া

সূর্য্যাদি সকল লোকের উৎপত্তিবিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

কথিত আছে, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, এই ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন। কশ্যপ মরীচির পুত্র; কশ্যপ হইতেই এই সকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ুঃ, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই ত্রয়োদশ দক্ষের কন্যা। ইহাঁদিগের পুত্র পৌত্রের গণনা করা যায় না। অদিতির গর্ভে ভুবনেশ্বর দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং সমধিকগুণসম্পন্ন সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু; দিতির একমাত্র পুত্র; তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল, এই পাঁচ কশিপুর পুত্র। প্রহ্লাদের তিন পুত্র; বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচনের পুত্র বলি। বলির পুত্র বাণ। বাণ মহাদেবের অনুচর বলিয়া মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দনুর চত্বারিংশৎ পুত্র। মহাযশা রাজা বিপ্রচিত্তি তাহাদের জ্যেষ্ঠ। অন্যান্যের মধ্যে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশঙ্ক, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্ কেতুমান, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, একপাৎ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, পট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্র ইহারাই প্রধান। রাজন্! দেবতাদিগের মধ্যে যে চন্দ্র ও সূর্য্য আছেন, তাঁহারা ভিন্ন। দনুবংশে আরও দশজন বিখ্যাত দানব উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদিগের নাম একাক্ষ, অমৃত, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শত্রুতাপন, শঠ, গরিষ্ঠ, দনায়ু এবং দীর্ঘজিহ্ব। ইহাদিগের পুত্র পৌত্র অনেক। তাহাদিগের সংখ্যা করা সহজ নহে। সিংহিকা চন্দ্রসূর্য্যের পীড়াদায়ক রাহুকে প্রসব করেন।

তদ্ভিন্ন সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দ্দন নামে তাঁহার আরও তিন পুত্র জন্মে। রাজন্! এই ক্রুরস্বভাবা সিংহিকারও সন্তান সন্ততি অসংখ্য। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ক্রোধ-বশ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। অসুরশ্রেষ্ঠ বিক্ষর, ব , বীর ও বৃত্র; এই চারি দনায়ুর পুত্র। কালা, কালতুল্য শত্রুবিমর্দ্দন মহাবল ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, ক্রোধশত্রু প্রভৃতি অপরাপর অসংখ্য পুত্র প্রসব করে। তাহারা কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঋষিতনয় শুক্র অসুরদিগের পৌরহিত্য করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র অসুরদিগের ঋত্বিক্ ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সূর্য্যসমান তেজস্বী ও ধর্ম্মপরায়ণ! এত-দ্ভিন্ন উগ্রকর্ম্মা ত্বষ্টাধর ও অত্রি নামে শুক্রাচার্য্যের আরও দুই সন্তান জন্মে। ভূপতে! আমি বেগবান্ সুর ও অসুরদিগের জন্মবৃত্তান্ত পুরাণে যে প্রকার কথিত আছে, অবিকল বর্ণন করিলাম। তাহাদিগের পুত্রপৌত্রগণের বাহুল্য প্রযুক্ত সংখ্যা করা যায় না। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি ইহারা বিনতার সন্তান। পন্নগ শেষ, অনন্তর বাসুকি ও তক্ষক এবং কূর্ম্ম ও কুলিক, ইহারা কদ্রুর তনয়। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরা ও পর্জ্জন্য, মুনি এই চতুর্দ্দশ দেব ও গন্ধর্ব্বদিগকে প্রসব করেন। কলি ও নারদ নামে তাহার আরও দুই পুত্র জন্মে। প্রাধার গর্ব্ভে অনবদ্যা, মনু, বংশা, মসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী, এই কয় কন্যা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র ও ভানু; এই কল দেবতা এবং গন্ধর্ব্বও ঐ প্রাধার উদরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাধা কশ্যপের সহযোগে অপ্সরদিগকেও প্রসব করেন। তাঁহা-দিগের নাম অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা,

অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া। অতিবাহু, হাহা, হুহু ও তুম্বুরু এই কয় গন্ধর্ব্ব ঐ প্রাধারই পুত্র। পুরাণে কথিত আছে, কপিলা হইতে অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরা সকল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ! আপনার নিকট এই গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের উৎপত্তিবিবরণ কহিলাম। এই আখ্যান আয়ুর্ব্বর্দ্ধন, পুণ্যবর্দ্ধন, বিত্তবর্দ্ধন ও শ্রুতিসুখাবহ। সুতরাং সর্ব্বদা নির্ম্মৎসর হইয়া ইহা শ্রবণ করিবে ও করাইবে। যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের সমক্ষে মহাত্মাদিগের এই বংশাবলী পাঠ করেন, তিনি মনোমত পুত্র, ধন ও কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হন।

পঞ্চষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত ছয় জন ব্যতীত স্থাণু নামে বিধাতার আর এক পুত্র ছিল। মহাতেজস্বী মৃগব্যাধ সর্প, নিঋতি, অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, ঈশ্বর, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভগ, ইহারা ঐ স্থাণুর পুত্র। এই একাদশ একাদশ রুদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মার ছয় পুত্র। ত্রিলোকবিখ্যাত বৃহস্পতি, উতথ্য ও সংবর্ত্ত অঙ্গিরার এই তিন পুত্র। অত্রির অসংখ্য সন্তান। তাঁহারা সকলেই বেদমর্ম্মজ্ঞ, সিদ্ধ, শান্ত ও মহাতপস্বী ছিলেন। নরনাথ! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ পুলস্ত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পুলহ যাবতীয় শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও ঈহামৃগ সকলকে উৎপাদন করিয়াছেন।

যজ্ঞের ন্যায় পবিত্র, সর্ব্বলোকবিখ্যাত, সত্যবাদী, ব্রতপরায়ণ সূর্য্যসহচর বালখিল্য সকল ক্রতুর সন্ততি। মহাতপা শান্তচিত্ত দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। পরে পদ্মযোনির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে এক কন্যা জন্ম লাভ করেন। দক্ষ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া রূপশালিনী পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন এবং পুত্র না থাকাতে উঁহাদিগকে পুত্রিকা করেন। অনন্তর প্রজাপতি বিধানানুসারে ধর্ম্মকে দশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি এবং কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি, ইহাঁরা ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী। চন্দ্রের পত্নী সকল কাল নিরূপণ করত লোকযাত্রা সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত নক্ষত্র হইয়া অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত আছেন। ব্রহ্মার আর এক পুত্র মনু। তাঁহার পুত্র প্রজাপতি। তাঁহা হইতে অষ্টবসুর উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদিগের নাম ধর ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাত। ধ্রুব ও ধর ধূম্রার পুত্র; সোম ও অনিল শ্বসার তনয়; অহঃ রতার সন্তান; অনল শাণ্ডিলীর আত্মজ এবং প্রত্যুষ ও প্রভাত প্রভাতার সন্ততি। বসুগণের মধ্যে ধরের দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ নামে দুই পুত্র। সোম বর্চ্চা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বর্চ্চস্বী নামে বর্চ্চার কন্যা। বর্চ্চস্বী শিশির, রমণ ও প্রাণ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। জ্যোতি, শম, শান্ত ও মুনি নামে দিবসের চারি সন্তান। শরবনসম্ভূত শ্রীমান্ কুমার অনলের তনয়। কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় জন তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম কার্ত্তিকেয়। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে অনলের আরও তিন সন্তান জন্মে। অনিল শিবনাম্নী ধর্ম্মপত্নীগর্ব্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। প্রত্যুষ মহর্ষি দেবলের জন্মদাতা। ক্ষমাবান্ ও মনস্বী নামে দেবলের

দুই পুত্র। স্ত্রীপ্রধানা ব্রহ্মবাদিনী বৃহস্পতিসহোদরা সংসার হইতে বিরত হইয়া যোগ করত কিছু দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে প্রভাতনামক অষ্টম বসুর ভার্য্যা হন। প্রভাত তাঁহার গর্ব্ভে বিশ্বকর্ম্মাকে উৎপাদন করেন। বিশ্বকর্ম্মা অসংখ্য শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবগণের শিল্পকর, যাবতীয় অলঙ্কারের জন্মদাতা, বিমানকর্ত্তা, শিল্পগুরু, অব্যয় ও মানবদিগের পূজনীয়। সর্ব্বসুখদাতা ধর্ম্ম নরদেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে উৎপন্ন হন। লোকরক্ষক অদ্বিতীয় মনোহর শম, কাম ও হর্ষ নামে ধর্ম্মের তিন পুত্র। কামের রতি; শমের প্রাপ্তি এবং হর্ষের নন্দা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইহাঁরা লোকে বিলক্ষণ বিখ্যাত। মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতে সুরাসুর প্রভৃতি সকলেই উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই আদিপুরুষ।

বড়বারূপিণী ত্বাষ্ট্রী সূর্য্যের কামিনী। তিনি শূন্যপথে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করিয়াছিলেন। অদিতির ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র। সমস্ত লোকের আধারভূত বিষ্ণু তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ। আমি দেবতাদিগের ত্রেত্রিংশসংখ্যক প্রধান প্রধান পক্ষ, কুল ও গণ অনুসারে বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু, ভার্গব ও বিশ্বদেবগণ এক এক পক্ষ। বিনতানন্দন গরুড় ও অরুণ এবং ভগবান্ বৃহস্পতি আদিত্যদিগের মধ্যে গণ্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিখিল ওষধি ও পশু সকল গুহ্যকগণ মধ্যে পরিগণিত। রাজন্! এই আনুপূর্ব্বিক সকল দেবতাদিগের উল্লেখ করিলাম। ইহা কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ভগবান্ ভৃগু বিধাতার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হন। কবিসুত, সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী, কবি শুক্রাচার্য্য ঐ ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিধাতার আজ্ঞাক্রমে লোকযাত্রা নির্ব্বাহে

নিমিত্ত বর্ষণ, অবর্ষণ; ভয়, অভয় ইত্যাদির তত্ত্বাবধারণ করিয়া গ্রহরূপে ভুবন ভ্রমণ করিতেছেন এবং যোগবলে বৃহস্পতিও শুক্ররূপে দেবতা ও অসুরদিগের উভয়েরই গুরু হইয়াছেন। বিধাতার আদেশ অনুসারে শুক্র দৈত্য-দিগের মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে পর, ভৃগু চ্যবননামে তপোবলশালী এক ধর্ম্মাত্মা পুত্র উৎপাদন করিলেন। চ্যবন রাক্ষসহস্ত হইতে জননীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ক্রোধে মাতৃগর্ভ্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন। আরুষীনাম্নী মনু-দুহিতা চ্যবনের সহধর্ম্মিণী। ঔর্ব্ব ঐ আরুষীর উরু ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন। ঋচীক ঔর্ব্বের সন্তান। তিনি বাল্য-কালেই নিখিলগুণালয়, তেজস্বী ও বীর্য্যশালী ছিলেন। ঋচীক জমদগ্নিনামে পুত্র উৎপাদন করেন। জমদগ্নির চারি সন্তান। রাম তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু গুণে জ্যেষ্ঠ। জমদগ্নি লইয়া ঋচীকের একশত পুত্র। তাঁহাদিগের সহস্র সন্তান ভূম-ণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মার আর দুই পুত্র ছিল; তাঁহা-দিগের নাম ধাতা ও বিধাতা; তাঁহারা ব্রহ্মধামে মনুর সহিত বাস করিতেছেন। কমলবাসিনী শুভলক্ষণা লক্ষ্মী তাঁহা-দিগের সহোদরা। আকাশচারী তুরঙ্গম সকল লক্ষ্মীর মানস-পুত্র। দেবী নামে শুক্রের কন্যা। তিনি বরুণের জেষ্ঠ্যা পত্নী ছিলেন। বল নামে এক পুত্র এবং সুরপ্রিয়া সুরা নামে এক কন্যা দেবীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করে। যখন উদর পূরণের নিমিত্ত প্রজা সকল পরস্পরকে আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই কালে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। নির্ঋতি নামে অধর্ম্মের পত্নী নৈঋত নামে রাক্ষস সকল তাহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। এতদ্ভিন্ন ঘোররূপ পাপা-চারী ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু নামে অধর্ম্মের আরও তিন পুত্র জন্মে। মৃত্যুর স্ত্রী বা পুত্র কিছুই ছিল না। তিনি নিজেই অন্তক। তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাষী, ধৃতরাষ্ট্রী ও

শুকী নামে বিখ্যাত পঞ্চ কন্যা উৎপন্ন হয়। কাকীর গর্ব্ভে উলূক, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেনপক্ষী, ভাষীর গর্ভে কুক্কুট ও গৃধ্র এবং ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে কলহংস ও চক্রবাক সকল জন্ম গ্রহণ করে। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যশঃশালিনী গুণ ভূষিতা শুকী শুক-পক্ষীদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। মৃগী, মৃগনন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সুরসা নামে কোপনশীলা নয় কন্যা ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়। রাজন্! মৃগ সকল মৃগীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মৃগনন্দা ঋক্ষ ও সৃমর সকল; ভদ্রমনা সুরদন্তী ঐরাবত এবং হরী কৃষ্ণবানর, বানর ও অশ্ব সকলকে প্রসব করিয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র ও যাবতীয় মহাবল চিত্র ব্যাঘ্র সমুদায় শার্দ্দূলীর উদরে জন্ম লাভ করে। মাতঙ্গী, মাতঙ্গ এবং শ্বেতা, শ্বেত নামক দিগ্-হস্তী সকলকে প্রসব করিয়াছে। গন্ধর্ব্বী ও রোহিণী নামে যশস্বিনী দুই কন্যা সুরভির উদরে জন্ম লাভ করে। বিমলা ও অনলা নামে তাঁহার আরও দুই দুহিতা ছিল। গো সকল রোহিণী এবং অশ্বগণ গন্ধর্ব্বী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনলা খর্জ্জুর, তাল, হিন্তাল, তালী, খর্জ্জুরিকা, গুবাক ও নারিকেল, এই সপ্ত পিণ্ডফল বৃক্ষকে প্রসব করে। শুকী নামে তাহার এক কন্যাও ছিল। কঙ্ক সুরসার সন্তান। অরুণ শ্যেনী নামক পত্নীর গর্ব্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই মহাবল পুত্র উৎপাদন করেন। বিনতা গরুড় ও অরুণকে প্রসব করিয়া ছিলেন। মহারাজ! এই সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি-বিবরণ উল্লেখ করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যেরা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন এবং পাপী পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চরমে সদ্গতি লাভ করে।

ষট্ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন. ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সরীসৃপ, বানর, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, ভুজঙ্গ, পক্ষী ও মানবদিগের জন্মবিবরণ ও আচরণ আমূলতঃ শ্রবণ করিতে বাসনা হয়। বৈশম্পায়ন বলিলেন, কোন্ কোন্ দেব ও দানব মনুষ্য হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অগ্রে তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যরাজ বিপ্রচিত্তি জরাসন্ধ হইয়া জন্মে। দিতিসুত হিরণ্যকশিপু শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রহ্লাদের কনিষ্ঠ সংহ্লাদ শল্য নামে বাহ্লীক প্রদেশের রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সর্ব্বকনিষ্ঠ অনুহ্লাদ, রাজা ধৃষ্টকেতুরূপে অবতীর্ণ হয়। শিবিদৈত্য দ্রুম নামে রাজা হইয়াছিল। অসুরপ্রধান বাস্কল, ভগদত্ত হইয়া জন্মে। অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ নামে পঞ্চ দৈত্য সকলেই কেকয় দেশে মহাপরাক্রমশালী রাজা হইয়াছিল। কেতুমান্ উগ্রকর্ম্মা নামে অবতীর্ণ হয়। স্বর্ভানু উগ্রসেন হইয়া জন্মে। মহাসুর অশ্ব, মহাবল রাজা অশোকরূপে উৎপন্ন হয়। অশ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বপতি, হার্দ্দিক্য এবং বৃষপর্ব্বার সহোদর অজক, শাল্য নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অশ্বগ্রীব, রাজা রোচমান হইয়া জন্মে। সূক্ষ্মাসুর, বৃহদ্রথরূপে অবতীর্ণ হয়। তুহুণ্ড, সেনাবিন্দু; ইষুপ, নগ্নজিৎ; একচক্র, প্রতিবিন্দু; মহাসুর; বিরূপাক্ষ চিত্রকর্ম্মা, হয় দানব; সুবাহু এবং সুহর, বাহ্লীক রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজ! অসুরশ্রেষ্ঠ চন্দ্রবদন, রাজা মুঞ্জকেশরূপে অবতীর্ণ হয়। মহামতি নিকুম্ভ. বেদাধিপ হইয়া জন্মে। শরভ দানব, পৌর নামে রাজর্ষিরূপে উৎপন্ন হয়। কুপথ, সুপার্শ্ব; ক্রথ পর্ব্বতেয় এবং দ্বিতীয় শলভ দানব বাহ্লীকরাজ প্রহ্লাদ হইয়া জন্ম লাভ করে। দিতিতনয় চন্দ্র, কাম্বোজপতি চন্দ্রবর্ম্মরূপে জন্মিয়াছিল। অসুরশ্রেষ্ঠ সূর্য্য,

ঋষিক নামে রাজর্ষি হইয়া অবতীর্ণ হয়। বিখ্যাত দৈত্য স্বৃতপা অনূপদেশের অধিপতি হইয়া জন্মে। দানব গরিষ্ঠ, রাজা দ্রুমসেনরূপে উৎপন্ন হয়। ময়ূরদৈত্য বিশ্ব, ময়ূরসহোদর সুপর্ণ কালকীর্ত্তি, চন্দ্রহন্তা শুনক, চন্দ্রবিনাশন জানকি, দীর্ঘজিহ্ব কাশীরাজে এবং সিংহিকাতনয় রাহু ক্রাথ নামে ভূপতি হইয়া জন্ম লাভ করে। দনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিক্ষর, মহারাজ মিত্রনামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা মহাসুর, পাণ্ড্য দেশের অধিপতি হইয়া জন্মে। বলীন দানব, রাজা পৌণ্ড্রমৎস্যক নামে উৎপন্ন হয়। বৃত্রদৈত্য, মণিমৎ নামে রাজর্ষি হইয়া জন্মিয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠ ক্রোধহন্তা, রাজা দণ্ডরূপে অবতীর্ণ হয়। দৈত্য ক্রোধবর্দ্ধন, বিখ্যাত দণ্ডধার ভূপতি হইয়াছিল। অষ্টসংখ্যক কালকেয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জয়ৎসেন, মগধ দেশের অধিপতি হয়। দ্বিতীয়, অপরাজিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তৃতীয়, নিষধ দেশের অধীশ্বর হইয়া অবতীর্ণ হয়। চতুর্থ, মহারাজ শ্রেণিমান্ নামে জন্মে। পঞ্চম, মহৌজারূপে উৎপত্তি লাভ করে। ষষ্ঠ মতিমান্, অভীরু নামে রাজর্ষি হইয়া ভূমণ্ডলে আগমন করে। সপ্তম, মহারাজ সমুদ্রসেনরূপে উৎপন্ন হয়। অষ্টম, নরপতি বৃহৎ হইয়া আইসে। দানবশ্রেষ্ঠ মহাবল কুক্ষি, পার্ব্বতীয় নামে ভূপতি হইয়াছিল। শ্রীমান্ ক্রথন, সূর্য্যাক্ষ হইয়া ভূমণ্ডলে আধিপত্য করে। দানব সূর্য্য, বাহ্লীকরাজ দরদ নামে পৃথিবীতে আগমন করে। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসা, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, রুক্মী; আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজা, একলব্য, সুমিত্র, বাটধাম, গোমুখ, কারুষগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, শ্রুতায়ু, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর ও ঈশ্বর এই সমস্ত বিখ্যাত মহাবল ভূপতি ক্রোধবশনামক গণের অংশে অবতীর্ণ হয়। কালনেমি

নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। সেই উগ্রসেন পুত্র কংস নামে বিখ্যাত। দেবরাজতুল্য কমনীয়মূর্ত্তি দেবক নামে অসুর পৃথিবীতে গন্ধর্ব্বপতি হইয়া অবতীর্ণ হয়।

মহারাজ! অযোনিজ ভরদ্বাজসন্তান দ্রোণ দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে জন্ম লাভ করেন। সেই মনুষ্যশ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম্মা কুলবর্দ্ধন ভরদ্বাজ নিখিল ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ এবং সর্ব্বধানুষ্কদিগের প্রধান ছিলেন। বেদেও তাঁহার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার তনয় মহাবীর্য্য শত্রুপক্ষক্ষয়কারী কমললোচন অশ্বত্থামা মহাদেব, অন্তক, কাম এবং ক্রোধের অংশে অবতীর্ণ হন। অষ্টবসু বশিষ্ঠের শাপে এবং ইন্দ্রের আদেশে গঙ্গার গর্ভে শান্তনু হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাগ্মী বুদ্ধিমান্ ভীষ্মদেব তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ মহাতেজা সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা জমদগ্নিপুত্র ভগবান্ ভার্গব রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ! খ্যাতপৌরুষ ব্রহ্মর্ষি কৃপ রুদ্রদিগের অংশে অবতীর্ণ হন। অরিমর্দ্দন মহাবীর রাজা শকুনি দ্বাপর হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃষ্ণিবংশধর শত্রুতাপন সাত্যকি মরুদ্গণের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধানুষ্কশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি দ্রুপদ তাঁহাদিগেরই গণ হইতে জন্ম লাভ করেন। ক্ষত্রিয়প্রধান অসাধারণকর্ম্মা কৃতবর্ম্মাও তাঁহাদিগের অংশ। ভূপতি বিরাট্ আর এক জন। গন্ধর্ব্বপতি হংস নামে অরিষ্টার এক পুত্র। তিনিই প্রজ্ঞাচক্ষু দীর্ঘবাহু মহাতেজা ব্যাসপুত্র কুরুবংশধর রাজা ধৃতরাষ্ট্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি মাতার দোষ এবং ঋষির কোপবশতঃ অন্ধ হন। সত্য ও ধর্ম্মরত মহাবল পাণ্ডু তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ মহাভাগ বিদুর অত্রিসন্তান। রাজন্ কলি দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ম্মতি কুরুকুলাঙ্গার দুর্য্যোধনরূপে জন্ম

গ্রহণ করিয়া প্রাণী নাশ করিয়াছিলেন। সেই দুর্য্যোধনই বৈরোদ্রেকের আদিকারণ। শেষে পুলস্ত্যসন্তানেরা ক্রূরকর্ম্মা দুঃশাসন, দুঃসহ প্রভৃতি নাম ধারণ করত তাঁহার ভ্রাতা হইয়া শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যুযুৎসু নামে ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন হয়।

জনমেজয় বলিলেন, দ্বিজ! জ্যেষ্ঠাদিক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের নাম উল্লেখ করুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন, দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকীর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারু, চিত্রাঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, উর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুষেণ, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্ম, দুর্ব্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমহর, কনকায়ু, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনুদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধন, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অনুযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকাঙ্গদ, কুণ্ডজ, চিত্রক ও বিরজ ধৃতরাষ্ট্রের এই একশত পুত্র এবং দুঃশলানামে এক কন্যা ছিল। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসু নামে তাঁহার আরও এক পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠানুক্রমে সকলের নাম করিলাম। ইহাঁরা সকলেই অতিরথ, বীর, যুদ্ধনিপুণ, বেদবিৎ, রাজশাস্ত্রবিশারদ, সংগ্রামবিদ্যাসম্পন্ন এবং আভিজাত্যশালী ছিলেন। ইহাঁদিগের ভার্য্যা সকলও সমুচিত

গুণেই ভূষিত হইয়াছিলেন। সৌবলের আজ্ঞাক্রমে সময় উপস্থিত হইলে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দুঃশলা সম্প্রদান করা হয়। রাজন্! যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, ভীম বায়ুর, অর্জ্জুন ইন্দ্রের, এবং নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্চ্চা নামে সোমের যে জগদ্বিখ্যাত পুত্র ছিল, তিনিই অর্জ্জুনের ঔরসে মহাযশা অভিমন্যু নামে সুভদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ! তাঁহার অবতারসময়ে সোম দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন "আমার এই পুত্র প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়; সুতরাং ইহাকে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি করিতে পারি না। তবে যদি এক প্রতিজ্ঞা কর এবং তাহার অতিক্রম না হয়, তাহা হইলেই ছাড়িতে পারি। পৃথিবীতে অসুরদিগকে বিনাশ করিতে হইবে; সেটী দেবতাদিগের সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব বর্চ্চাকে তথায় যাইতে হইবে; কিন্তু অবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিবে। নারায়ণসখা নর অর্জ্জুন নামে ইন্দ্রের ঔরসে পাণ্ডুর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। বর্চ্চা তাঁহারই পুত্র হইবে। অনন্তর ইহার ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হইলেই সেই সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। তাহাতেই তোমাদিগের অংশসম্ভূত মনুষ্য সকল ঘোর হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর নরনারায়ণের অনুপস্থিতি সময়ে শত্রুগণ চক্রব্যূহ করিয়া তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে। সেই কালে আমার এই পুত্র সমুদায় অরাতিদিগকে পরাস্ত করিবে। বালক অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া মধ্যে প্রবেশ করত মহারথীদিগকে বিনাশ করিবে। অর্দ্ধদিনের মধ্যেই শত্রুদিগের চতুর্থাংশ নষ্ট হইবে। অনন্তর বীর মহারথী সকল মিলিত হইয়া ইহাকে নষ্ট করিবে। দিবস অবসান হইলেই বৎস পুনর্ব্বার আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। অপর, ইহার একটীমাত্র পুত্র পৃথিবীতে থাকিবে। সেই শেষপ্রায় ভারতবংশ ধারণ

করিবে।” সোমের এই বাক্য শুনিয়া দেবগণ স্বীকার করত বিশেষ সমাদর করিলেন। রাজন্! আপনার পিতামহের উৎপত্তিবিবরণ এই কহিলাম। ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে অবতীর্ণ হন। রাক্ষসের অংশে শিখণ্ডী জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে যে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা বিশ্ব নামে দেবগণের অংশ। তাহাদিগের নাম ক্রমান্বয়ে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। বসুদেবের পিতা শূর নামে যদুবংশে এক রাজা ছিলেন। অদ্বিতীয়সুন্দরী পৃথা তাঁহারই কন্যা। শূর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতৃস্বসার নিঃসন্তান পৌত্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন “আমার প্রথম সন্তান তোমাকে দান করিব।” তদনুসারে কুন্তিভোজকে দুহিতা দান করেন। কৃষ্ণা অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন উগ্রস্বভাব, ব্রতপরায়ণ, ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ববিৎ, যোগী, সংযমী, মহর্ষি দুর্ব্বাসা উপস্থিত হইলেন। সীমন্তিনী নানা উপচারে তাঁহার সেবা করিলেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, সুভগে! আমি প্রীত হইয়াছি এবং তোমাকে বর দিতেছি; যে দেবতার প্রতি অভিলাষ হইবে, তাঁহাকেই মন্ত্রবলে আকর্ষণ করিতে পারিবে। কুন্তী শুনিয়া কৌতূহলবশতঃ সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর জগৎপ্রকাশকর্ত্তা সবিতার সহযোগে তাঁহার গর্ভ হইল। বালিকা অবিলম্বেই সুন্দর কুণ্ডল ও কবচধারী সূর্য্যসমতেজা মনোহর এক পুত্র প্রসব করিলেন এবং বন্ধুভয়ে ভীত হইয়া গোপন করিবার নিমিত্ত সদ্যোজাত শিশুকে নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। রাধার স্বামী তুলিয়া লইয়া নিজপত্নীর পুত্র করিয়া রাখিল।

অনন্তর দম্পতী বালকের নাম বসুসেন রাখিল। শিশু দিন

দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া অসাধারণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। জপসময়ে ব্রাহ্মণেরা যাহা কিছু প্রার্থনা করিতেন, সত্যপরাক্রম রাধা-তনয় তাঁহাদিগকে তাহাই দান করিতেন। ইন্দ্র আপন পুত্র অর্জ্জুনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট কুণ্ডল, কবচ ও অঙ্গদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাবীর কর্ণ বলে আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিয়াছিলেন। পুর-ন্দর প্রসন্ন ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে এক শক্তি দান করিয়া বলিয়াছিলেন, হে দুর্জ্জয় মনুষ্যতনয়! তুমি দেবতা, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ বা রাক্ষস যাহাদিগের প্রতি ইহা নিক্ষেপ করিবে, তাহাদিগের মধ্যে এক জন অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। সূর্য্যতনয় বসুসেন নামেই অনেক দিন বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু কবচ দান করিয়াছিলেন বলিয়া অবশেষে লোকে তাঁহাকে কর্ণ বলিয়া ডাকিত। মহারাজ! তিনিই দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন।

সনাতন দেবদেব নারায়ণের অংশে ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। বলদেব শেষের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাতেজস্বী প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক দেবতা আপন আপন অংশে বসুদেবের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেম। পূর্ব্বে যে অপ্সরাদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগের ষোড়শ সহস্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের ভার্য্যা হইয়াছিল। লক্ষ্মী, রুক্মিণী রূপে ভীষ্মকবংশে অবতীর্ণ হন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদী শচীর অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিতম্বিনী অধিক দীর্ঘ বা অধিক খর্ব্ব ছিলেন না। তাঁহার গাত্র হইতে নীলোৎপলের ন্যায় সুগন্ধ বহির্গত হইত। কমলনয়নার আকুঞ্চিত প্রগাঢ়-কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ কত শোভাই ধারণ করিত। তাঁহার বর্ণ বৈদূর্য্যের ন্যায় অতি মনোহর ছিল। সুলক্ষণসম্পন্না

দ্রুপদকুমারী পুরুষশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডবের সকলেরই চিত্ত উন্মত্ত করিয়াছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতি নামে দেবীদ্বয় কুন্তী ও মাদ্রী রূপে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডুর পঞ্চ সন্তান প্রসব করেন। মতি, সুবলের কন্যা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।

রাজন্! দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও রাক্ষসদিগের অংশে যে যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, রাজা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় সকল যদু প্রভৃতি মহৎ মহৎ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; আমি তাঁহাদিগের সকলেরই প্রায় উল্লেখ করিলাম। যশোবর্দ্ধন, আয়ুর্ব্বর্দ্ধন, জয়দাতা, পুত্রদাতা, প্রশংসনীয় এই দেবগন্ধর্ব্ব-দিগের অংশাবতার নির্ম্মৎসর হইয়া শ্রবণ করিলে, অশেষ বিজ্ঞতা লাভ করা যায়; সুতরাং দুরূহ হইলেও কোন বিষয়েই অজ্ঞাননিবন্ধন অপ্রস্তুত হইতে হয় না।

অংশাবতরণ নামে সপ্তষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার নিকট সুর, অসুর, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেরই অংশাবতার বিশেষ করিয়া শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুবংশের বিবরণ পুনর্ব্বার আদি হইতে শুনিতে বাসনা করি। অনুগ্রহ করিয়া এই বিপ্রর্ষি-দিগের নিকট বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুবংশধর দুষ্মন্ত নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। মহারাজ সাগরান্তা পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেন। সমস্ত দেশই তাঁহার শাসনের অধীন ছিল। রিপুমর্দ্দন নরনাথ ম্লেচ্ছাধিকার পর্য্যন্ত বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য চতুর্ব্বর্ণ প্রজায় পরিপূর্ণ ছিল। শাসন মধ্যে কেহ বর্ণসঙ্কর উৎপাদন বা পাপাচরণ করিত না। সকলেরই ধর্ম্মে মতি ছিল; সুতরাং

সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ করিত। কাহাকেও কৃষিকার্য্য বা আকর খনন করিতে হইত না। শস্য ও রত্ন আপনিই উৎপন্ন হইত। চৌর, দুর্ভিক্ষ বা ব্যাধিভয় ছিল না। চতুর্ব্বর্ণ আপন আপন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। অভিসন্ধিসিদ্ধির নিমিত্ত কেহ দৈবকর্ম্ম করিত না। রাজার সাহসে কেহ কোন বিষয়েই ভীত হইত না। ইন্দ্র যথাকালে বর্ষণ করিতেন। শস্য সকল রসপূর্ণ ছিল। পৃথিবী নানাবিধ রত্ন প্রসব করিতেন। ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। রাজা অপরিমিতবলশালী ছিলেন যে; বনকাননের সহিত মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া বাহু দ্বারা বহন করিতে পারিতেন। তিনি চতুষ্পথযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, নাগ ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি সকলেই বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তাঁহার শক্তি বিষ্ণুর এবং তেজ সূর্য্যের ন্যায় ছিল। নরনাথ গাম্ভীর্য্যে সাগর এবং সহিষ্ণুতায় ধরার সমান ছিলেন। পৌর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। মহীপতি ন্যায় অনুসারেই সকলকে আজ্ঞা করিতেন। সুতরাং সকলেই আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রতিপালন করিত।

অষ্টষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় বলিলেন, মহামতে! ভরতের বৃত্তান্ত ও শকুন্তলার উৎপত্তিবিবরণ বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাবীর দুষ্মন্ত কি রূপে শকুন্তলা লাভ করেন, তাহাও জানিতে বিশেষ কৌতূহল হয়; অতএব আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এক দিন মহাবাহু দুষ্মন্ত প্রভূত চতুরঙ্গ সৈন্য, অশ্ব, গজ প্রভৃতি নানাবিধ বাহন সমভিব্যা-

হারে বনে গমন করিলেন। অসংখ্য যোদ্ধা খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সৈন্যদিগের সিংহনাদ; শঙ্খ দুন্দুভির ভীম রব; রথচক্রের ঘর ঘর শব্দ; গজসমূহের ঘোর বৃংহিত; অশ্বকুলের হ্রেষিত, যোদ্ধাদিগের আস্ফালন এবং চর্ম্মের তাড়নরবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। নারী সকল প্রাসাদশিখর হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ভগিনি! দেখ, ঐ সেই শত্রুবিনাশন পুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ গমন করিতেছেন। ইহাঁর বাহুবলে সমস্ত অরাতিই নিধন পাইয়াছে। মহিলাগণ এই রূপে পরম আনন্দিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করত রাজার তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। প্রয়াণসময়ে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সকল চতুর্দ্দিকে আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিতে লাগিলেন। ভূপতি সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলে জয়োচ্চারণ করিতে করিতে কিছু দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তিনি স্বর্ণকান্তি রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। চক্রের শব্দে ত্রিভুবন পূর্ণ হইল। মহীপতি যাইতে যাইতে দেখিলেন, বিল্ব অর্ক, খদির, কপিত্থ প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ অটবী নন্দনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র পর্ব্বত নিখিল কানন ব্যাপিয়া আছে; তাহাতে ভূমি পর্য্যায়ক্রমে নিম্ন ও উন্নত হইয়াছে। সূর্য্যকিরণ চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিতেছে। মধ্যে জল নাই, মনুষ্য নাই। মৃগ, সিংহ ও অন্যান্য ভয়ানক বিবিধ জন্তু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। মহারাজ! মহীপতি প্রবেশ করিয়া বাণ দ্বারা সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানা প্রাণী বিনাশ করত কানন আলোড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শর দ্বারা আহত হইয়া কতকগুলি মৃগ

তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল ; কতকগুলি বা আপাততঃ কাননে প্রবেশ করিল। দূরবর্ত্তী শ্বাপদসমূহও নিষ্কৃতি পাইল না। নরনাথ কখন গদা, কখন তোমর, কখন বা অসি লইয়া প্রাণি সংহার করত ফিরিতে লাগিলেন। বহুবিধ পক্ষীও সংহার করিলেন।

মহারাজ! রাজা অসংখ্য যোদ্ধা সমভিব্যাহারে অটবী বিলোড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, মৃগরাজ সকল তথা হইতে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। যূথপতি যূথপার ত্যাগ করিয়া বেগে চলিয়া গেল। মৃগকুল চাঞ্চল্যবশতঃ চীৎকার করিতে লাগিল। সৈনিকেরা বহুক্ষণ পরিশ্রম করত পিপাসিত হইয়া জলপান করিতে আরম্ভ করিল ; তাহাতে গর্ত্ত প্রভৃতি সমুদায় শুষ্ক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকেই ক্ষুধা ও পিপাসাবশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। কেহ কেহ জঠরজ্বালায় ব্যাকুল হইয়া অপক্ব মাংসই ভক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা অগ্নি জ্বালিয়া যথাবিধানে মাংস কুটিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে কতকগুলি বন্য হস্তী অজস্র রুধির বমণ এবং ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে শুণ্ড উত্তোলন করত ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৌড়াইতে লাগিল এবং অসংখ্য মানবদিগকে সংহার করিল। মহারাজ! দুষ্মন্ত অল্প কালের মধ্যেই শ্বাপদ সংহার করিয়া রাশীকৃত করিলেন। যোদ্ধাগণ অনবরত বাণ ত্যাগ করিতে লাগিল ! সুতরাং বোধ হইল যেন, সমস্ত কানন নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

একোনসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! দুষ্মন্ত এইরূপে অসংখ্য প্রাণী বিনাশ করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর একমাত্র উত্তম সৈনিক সমভিব্যাহারে অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে কাননের শেষ ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন, এক বৃক্ষবিরহিত পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ড বিস্তৃত রহিয়াছে। ভূপতি সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অন্য এক কাননে প্রবেশ করত দেখিলেন, তথায় কতকগুলি উত্তম উত্তম আশ্রম রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলেই নয়ন পরিতৃপ্ত এবং মন উল্লাসিত হয়। সুশীতল বায়ু তথায় মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছে। পুষ্পিত বৃক্ষরাজি চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া আছে। মনোহর নব নব শাদ্বল অদ্ভুত শোভা সম্পাদন করিতেছে। অসংখ্য পক্ষী সকল মধুর রবে নিরন্তর গান করিতেছে। পুংস্কোকিলের কুহুধ্বনি মন কাড়িয়া লইতেছে। ঝিল্লীগণ মন্দ মন্দ শব্দ করিতেছে। বনস্পতি সকল সর্ব্বত্রই শাখা বিস্তার করিয়া সুখসেব্য ছায়া প্রদান করিতেছে। মধুলোভী ষট্‌পদসঙ্ঘ গুণ্‌গুণ্‌রবে নিরন্তর উড়িয়া বেড়াইতেছে। যাবতীয় পদার্থই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সমস্ত কাননমধ্যে একটীও বৃক্ষ পুষ্পবিরহিত নাই। ভ্রমরগণ প্রত্যেক পুষ্পেই বসিয়া মধুপান করিতেছে এবং ছয় ঋতুর পুষ্পেই এককালে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

মহারাজ সেই মনোরম অটবীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছিল; পুষ্পভরে অবনত বৃক্ষ সকল শাখা দ্বারা কুসুম বর্ষণ করিতেছিল; বিহঙ্গকুল মিষ্টরবে গান করিতেছিল এবং ভ্রমরসকল মধুলোভে পুষ্পস্তবক বেষ্টন করিয়া উড়িতেছিল। দুষ্মন্ত প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মনোরম লতাগৃহসকল কুসুমভারে ভূষিত হইয়া স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রধ্বজসংপ্রেক্ষ্য বৃক্ষসকল শাখারূপ বাহু বিস্তার করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করি-

তেছে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, বানর, কিন্নর প্রভৃতি বহুবিধ জীবসকল মত্ত হইয়া বিহার করিতেছে। পুষ্পরেণু বহন করিয়া সুশীতল সমীরণ যেন ক্রীড়া করিবার নিমিত্তই শাখাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

এই সকল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, একদিকে উন্নতধ্বজসন্নিভ একটী মনোহর আশ্রম রহিয়াছে; নানাবিধ পাদপরাজি তাহার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া আছে; ভগবান্ হব্যবাহ অগ্নিগৃহে প্রদীপ্ত হইয়াছেন; যতি, বালখিল্য ও অন্যান্য ঋষিগণ বসিয়া আছেন; পুষ্পসকল বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া আস্তরণের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে; পার্শ্বে মনোরমা তরঙ্গিণী মালিনী ধীরে ধীরে গমন করিতেছে এবং সেই সুখসেব্য স্বচ্ছোদক পবিত্র তটিনীর কূলে বহুবিধ বিহঙ্গম, মৃগ ও পন্নগ বসতি করিয়া আছে।

দুষ্মন্ত হৃষ্টচিত্তে ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী নিখিল প্রাণিবর্গের জননীর ন্যায় আশ্রম বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার কূলে চক্রবাকপ্রভৃতি জলচর বিহঙ্গকুল বিচরণ করিতেছে এবং কিন্নর, বানর, ঋক্ষ, বারণ, শার্দ্দূল, উরগ প্রভৃতি অসংখ্য প্রাণী বাস করিয়া আছে; নির্ম্মল স্রোতে ফেন ও পুষ্প ভাসিয়া যাইতেছে এবং পরিষ্কৃত পুলিনে বসিয়া ঋষিসকল মন্ত্র ও বেদোচ্চারণ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত আশ্রম তাহারই মনোহর কচ্ছে অবস্থিত দেখিয়া, রাজার বোধ হইল যেন, তিনি গঙ্গাতীরস্থ নরনারায়ণের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

অনন্তর ভূপতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ তেজস্বী তপোধন কণ্বকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আশ্রমে প্রবেশ করিব। তোমরা আমার প্রত্যাগমনপর্য্যন্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া বহির্দ্দেশে প্রতীক্ষা কর।-

এই বলিয়া একমাত্র পুরোহিত সমভিব্যাহারে আশ্রমমধ্যে প্রস্থান করিলেন।

প্রবেশ করিবামাত্র তপোবন দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বলিয়া বোধ হইল. সেই মনোহর পুণ্যাশ্রমে অসংখ্য বিপ্র বাস করিতেছেন। ঋক্‌বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকল ইষ্টিসোমাদি আরম্ভ করিয়া পদক্রম অনুসারে ঋক্ পাঠ করিতেছেন। যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ ও যজর্ব্বেদী বিপ্রসকল নানা স্থানে বসিয়া আছেন। ব্রতচারী সামবেদী ব্রাহ্মণগণ কোথাও সাম গান করিতে-ছেন; কোথাও বা অথর্ব্ববেদী বিপ্রবর্গ সংহিতা পাঠ করি-তেছেন। কোথাও বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ যথান্যায়ে উচ্চারিত হইতেছে। সর্ব্বস্থানেই যজ্ঞসংস্তরবেত্তা, ক্রমশিক্ষাবিশারদ, ন্যায়তত্ত্বজ্ঞ, আত্মজ্ঞানী, সমস্তবাক্যার্থের তাৎপর্য্যবিৎ, উপাসনা ও পূজার প্রকারজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ বিচার ও সিদ্ধান্তদক্ষ, শব্দবেত্তা, দ্রব্যগুণজ্ঞ, কর্ম্মগুণজ্ঞ, কার্য্যকারণজ্ঞ, বানর, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতির ভাষ্যবিৎ ও মনুষ্যের ভাগ্যবিৎ ব্রাহ্মণ সকল আপন আপন শাস্ত্র উচ্চারণ করিতে-ছেন। মহারাজ ব্রতনিষ্ঠ, আপন আপন কার্য্যরত, জপ ও তপস্যাচারী বিপ্রবর্গ, যত্নসহকারে আনীত চিত্রবর্ণ মনোহর আসন এবং তাপসকৃত দেবতাদিগের পূজা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। ভূপতি ভগবান্ কাশ্যপের সেই মহর্ষিবর্গপরিসেবিত পবিত্র আশ্রম যতই দেখিতে লাগি-লেন, ততই তাঁহার ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল; নয়ন কোন-রূপেই তৃপ্ত হইল না। মহারাজ! অবশেষে দুষ্মন্ত পুরোহিত ও অমাত্যের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! দুষ্মন্ত একাকী আশ্রমে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু মহর্ষি কণ্বকে দেখিতে পাইলেন না। অন্য কেহও উপস্থিত ছিল না; সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে আশ্রম প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শব্দ শুনিয়া তাপসীবেশধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক পরমা সুন্দরী বালিকা বাহিরে আসিলেন। অসিতলোচনা রাজা দুষ্মন্তকে দেখিয়াই সম্ভ্রমে স্বাগত ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া যত্নসহকারে পূজা করিলেন এবং আপনাকে চরিতার্থ ভাবিয়া বলিলেন, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আর কি করিব? রাজা মধুরভাষিণীর পূজা গ্রহণ করিয়া উত্তর করিলেন, ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিতে আসিয়াছি; তিনি কোথায়? শকুন্তলা বলিলেন, পিতা ফলপুষ্প আহরণ করিতে গিয়াছেন। আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; অবিলম্বেই সাক্ষাৎ হইবে। রাজা পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন, আশ্রম শূন্য; এক্ষণে শকুন্তলার নিকটেও শুনিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই। তাপসতনয়ার অনুপম অঙ্গসৌন্দর্য্য, বিনয় ও নম্রতা দেখিয়াই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল; সুতরাং সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতম্বিনি! তুমি কে? কাহার কন্যা! এরূপ সুন্দরী ও যুবতী হইয়া কি নিমিত্ত কোথা হইতে আসিয়া বনে বাস করিতেছ? শুভে! দৃষ্টিমাত্রেই আমার মন হরণ করিয়াছ; অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, যথার্থ করিয়া বল। বালা মধুরস্বরে উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্, তপস্বী, মহাত্মা কণ্বের দুহিতা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! শুনিয়াছি, ত্রিলোকপূজিত মহর্ষি ঊর্দ্ধরেতা। ধর্ম্মও সচ্চরিত্র হইতে বিচলিত হইতে পারেন; কিন্তু তিনি কখনই ধর্ম্মত্যাগ করেন না। অতএব তুমি কিরূপে তাঁহার কন্যা হইলে? আমার সাতিশয় সংশয় হইতেছে; প্রকাশ করিয়া বল। শকুন্তলা

বলিলেন, রাজন্! একদা এক ঋষি আসিয়া আমার জন্মকথা জিজ্ঞাসা করেন; পিতা তাঁহাকে যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, আমি সমুদায় শুনিয়াছি; অতএব যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পিতা বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পুরন্দর সাতিশয় ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি তপোবলে আমাকে অধিকার হইতে দূরীকৃত করিবেন। সেই হেতু মেনকাকে কহিলেন, মেনকে! অপ্সরা-দিগের মধ্যে তুমিই প্রধান সুন্দরী। আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। যাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্যসমান এই বিশ্বামিত্র ঋষি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; তাহাতে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। ঋষি যাহাতে তপোবলে আমাকে দূরীকৃত না করেন, সে ভার তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি ইহাঁর তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন কর। রূপ, যৌবন, হাব, ভাব ও নানাবিধ ভঙ্গি প্রদর্শন করতঃ চিত্ত হরণ করিয়া ইহাঁকে নিবৃত্ত কর।

মেনকা বলিলেন, দেবেন্দ্র! মহাতপা ভগবান্ বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী। তাঁহার ক্রোধও ভয়ানক বলিয়া লোকে কথিত আছে। আপনিও তাঁহার তপঃ, তেজ ও কোপভয়ে ভীত হইয়াছেন; আমার ত কথাই নাই, মহর্ষি, মহাভাগ বশিষ্ঠের পুত্রবিয়োগদুঃখ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজবলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে স্নানের নিমিত্ত ঋষি পুণ্যতোয়া এক অগাধ নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্রোতস্বতী সেই হেতু কৌশিকী নামে খ্যাত হইয়াছে। ব্যাধরূপী রাজর্ষি মতঙ্গ পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষসময়ে ইহাঁর ভার্য্যাকে প্রতিপালন করিয়া-ছিলেন। অবশেষে সেই কষ্টের সময় অতীত হইলে, মুনি-গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নদীর 'পারা' নাম রাখিয়াছিলেন

এবং যাজক হইয়া মতঙ্গকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। পুরন্দর আপনিও ভয়ে সেই যজ্ঞে সোমপান করিতে গিয়াছিলেন। ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য লোক এবং শ্রবণাদি নক্ষত্রসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কু অতি নিদারুণরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি ইনি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অতএব ভয় হইতেছে, পাছে এই অদ্ভুতকর্ম্মা রাজর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া দগ্ধ করেন। কিরূপে প্রাণে বিনষ্ট না হই, আজ্ঞা করুন। দেবরাজ! ইনি তেজোদ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন; পদাঘাতে মেদিনী বিচলিত করিতে পারেন; মেরু উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতে পারেন এবং দিঙ্মণ্ডল বেগে আবর্ত্তন করিতে পারেন। এরূপ হুতাশনতুল্য প্রদীপ্ত জিতেন্দ্রিয় তপস্বীকে আমাদিগের জাতি স্পর্শও করিতে পারে না। ইহাঁর মুখে অনল, নেত্রযুগে সূর্য্য এবং জিহ্বায় কাল সাক্ষাৎ আবির্ভূত রহিয়াছেন; সুতরাং স্ত্রীজাতি নিকটেও গমন করিতে পারে না। রমণী দূরে থাকুক্, যম, সোম, মহর্ষি, সাধ্য এবং বালখিল্যগণও ইহাঁর প্রভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হন। যাহা হউক, আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি অবশ্যই ঋষির নিকটে যাইব; কিন্তু পুরন্দর! অগ্রে আমার প্রাণরক্ষার উপায় স্থির করুন। পবনকে আজ্ঞা করুন, আমি ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেই যেন, তিনি বস্ত্র উড়াইয়া লন। কন্দর্পকেও এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে। অপর, যেমন আমি হাব ভাব প্রদর্শন করিয়া ঋষির মন হরণ করিতে চেষ্টা করিব, অমনি প্রভঞ্জন পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিবেন।

ইন্দ্র তাঁহার প্রার্থনানুসারে সমুদায় বিধান করিলে, মেনকা স্বীকার করতঃ আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিল।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পিতা কণ্ব বলিয়াছিলেন, মেনকা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রার্থনা করিলে, শচীপতি বায়ুকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি মেনকার সমভিব্যাহারে যাও। প্রভঞ্জন তদনুসারে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা ভীতমনে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, নিষ্পাপ পবিত্রশরীর বিশ্বামিত্র বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। মেনকা প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটেই ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। প্রভঞ্জন অমনি ভামিনীর শুভ্র বস্ত্র হরণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। সুন্দরী বায়ুর প্রতি যেন কুপিত হইয়াই বস্ত্র উত্তোলন করিবার নিমিত্ত সলজ্জমুখে অস্তে ব্যস্তে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। অগ্নিসমতেজা ব্রহ্মর্ষি চাহিয়া ছিলেন, তথাপি তাহার হাবভাবের কোন ত্রুটিই হইল না।

বিশ্বামিত্র সেই অদ্বিতীয়া মনোহারিণীকে বিবস্ত্রা দেখিয়া এবং তাহার যৌবন, সৌন্দর্য্য ও গুণে মোহিত হইয়া কামবশে সংসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতদ্বারা আহ্বান করিলেন। অপ্সরাও ইঙ্গিতমাত্রেই সম্মত হইল।

এইরূপে সঙ্গত হইয়া সুখে কেলি করতঃ বিশ্বামিত্র ও মেনকা সুদীর্ঘ কাল এক দিবসের ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। ঋষি সেই সময়েই মেনকার গর্ভে এই শকুন্তলাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

কৃতকার্য্যা সুরাঙ্গনা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশ্বামিত্রের সংসর্গে গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে অচলরাজ হিমালয়ের মনোহর সানুদেশে মালিনীর উপকূলে সদ্যোজাত বালিকা নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রালয়ে প্রস্থান করিল। বনচারী পক্ষীসকল ভূমিপতিত এই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া, যাহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ কোন অপকার করিতে

না পারে, এরূপে বেষ্টন করিয়া রহিল। আমি ঐ সময়ে স্নান করিতে গিয়া দেখিলাম। সেই অবধিই ইহাকে আনিয়া আপনার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছি। কথিত আছে, শরীরকর্ত্তা, প্রাণদাতা ও অন্নদাতা ইহাঁরা তিন জনই পিতা। নির্জ্জন বনে শকুন্তেরা ইহাকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়াছিল বলিয়া আমি ইহার নাম শকুন্তলা রাখিয়াছি। বিপ্র! শকুন্তলা উক্তপ্রকারে আমার কন্যা হইয়াছে এবং পিতা বলিয়া মান্যও করিয়া থাকে।

শকুন্তলা বলিলেন, মনুজশ্রেষ্ঠ! পিতা জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার জন্মবিবরণ যে প্রকার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সকলই বলিলাম। আমি আপনার পিতাকে জানি না; কণ্বকেই পিতা বলিয়া জ্ঞান করি।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুষ্মন্ত বলিলেন, কল্যাণি! আর বলিতে হইবে না; বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি রাজদুহিতা; এক্ষণে আমার ভার্য্যা হও। আজ্ঞা কর, কি করিব। কাঞ্চনদাম, বস্ত্র, কুণ্ডল, নানা-দেশজাত শুভ্রবর্ণ মণিরত্ন, সুবর্ণ ও সুবর্ণনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কার; অধিক কি, সমস্ত রাজ্যই দান করিতেছি; রম্ভোরু! আমাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বিবাহ কর। সকল প্রকার বিবাহ অপেক্ষা গান্ধর্ব্বই উৎকৃষ্ট।

শকুন্তলা বলিলেন, রাজন্! পিতা ফল আহরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন; এখনই প্রত্যাগমন করিবেন; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, তিনিই আমাকে আপনার করে সম্প্রদান করিবেন।

দুষ্মন্ত বলিলেন, সুন্দরি! ইচ্ছা হয়, তুমিই আপন

ইচ্ছায় আমাকে ভজনা কর। আমি তোমার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিয়া আছি; মনও তোমাকেই ধ্যান করি-তেছে। লোক আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার গতি। অতএব তুমি আপনিই আপনাকে দান কর। ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্ষেপে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের প্রথমাবধি চারিটী এবং ক্ষত্রিয়দিগের ছয়টী কর্ত্তব্য। রাজারা রাক্ষসবিবাহও করিতে পারেন। আসুর-বিধানানুসারে পরিণয় করিলেও বৈশ্য ও শূদ্র ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে ধর্ম্মহানি হয়। অপর, আদি হইতে পাঁচটীর মধ্যে তিনটি প্রশংসনীয় ও দুইটি নিন্দনীয়। পৈশাচ ও আসুর কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই ত পরিণয়ের ব্যবস্থা উল্লেখ করিলাম। ধর্ম্মেরও রীতি এই প্রকার। অন্যতরের বা পরস্পরের সম্মতিক্রমে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাহাতে ধর্ম্মেরও বিলক্ষণ রক্ষা করা হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহই করিও না। আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব তুমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার ভার্য্যা হও।

শকুন্তলা বলিলেন, পৌরব! যদি ধর্ম্ম যথার্থই এই প্রকার হয় এবং যদি যথার্থই আমি আপনাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি; তবে আমি আপনার ভার্য্যা হইব; কিন্তু পূর্ব্বে এক অঙ্গীকার করুন। আপনি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, আমার উদরে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে আপনার পরেই যুবরাজ হইয়া অভিষিক্ত হইবে।

রাজা কিঞ্চিন্মাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, শুচিস্মিতে! সমুচিত সমারোহ পূর্ব্বক তোমাকে অবিলম্বেই নগরে লইয়া যাইব।

এই বলিয়া মহীপতি বিধানানুসারে বিবাহ করত শকুন্তলার সহবাস করিলেন। অনন্তর প্রস্থানসময়ে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, সুশ্রোণি! আমি তোমাকে লইবার নিমিত্ত শীঘ্র চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিব। ঋষিতনয়াও তাহাতে সমুচিত বিশ্বাস করিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা, কণ্ব শুনিয়া কি বলিবেন, এই ভাবিতে ভাবিতেই আপনার নগরীতে প্রস্থান করিলেন।

মুহূর্ত্তপরেই ঋষি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলা লজ্জায় পূর্ব্বের ন্যায় পিতার নিকট গমন করিলেন না। কণ্ব দিব্যজ্ঞানে সমুদায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, নন্দিনি! তুমি অদ্য আমাকে না জানাইয়াই যে পুরুষের সহবাস করিয়াছ; তাহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে, ইচ্ছা হইলে, ক্ষত্রিয় সকামা মোহিনীকে মন্ত্র পাঠ করিয়াই হউক, না করিয়াই বা হউক, নির্জ্জনে বিবাহ করিতে পারে। শকুন্তলে! তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ধার্ম্মিক রাজা দুষ্মন্তকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছ; অতএব তোমার এক মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা চক্রবর্ত্তী সন্তান উৎপন্ন হইবে। সে সাগরপর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পৃথিবীই ভোগ করিবে। দিগ্বিজয় বা যুদ্ধ করিতে গিয়া, তাহার সৈন্য কোথাও পরাজিত হইবে না।

তখন শকুন্তলা তাঁহার হস্ত হইতে ভার নামাইয়া পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং ঋষি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলে পর ফল আনিয়া দিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি রাজা দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রীদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব উত্তর করিলেন, শুভে! আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্নই আছি। যেরূপ ইচ্ছা হয়, বর প্রার্থনা কর।

শকুন্তলা দুষ্মন্তের হিতকামনায় প্রার্থনা করিলেন, যেন পুরুবংশীয়েরা কখন ধর্ম্ম ও রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট না হন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দুষ্মন্ত পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিলে, কিছুদিন পরে শকুন্তলা এক অসাধারণ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিলেন। অনন্তর তিন বৎসর পূর্ণ হইলে, পুণ্যকার্য্যবেত্তা কণ্ব সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও সর্ব্বগুণান্বিত সেই দীপ্তানলকান্তি দুষ্মন্ততনয়ের বিধানানুসারে সমুদায় জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। বালক দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া অসাধারণ বলশালী হইতে লাগিল। শুভ্রবর্ণ সূক্ষ্মাগ্র রদনরাজি; করে চক্রচিহ্ন; বৃহৎ মস্তক প্রভৃতি মহাপুরুষের লক্ষণগুলিও বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়া উঠিল। কুমার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালেই সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গজ প্রভৃতি আশ্রমচারী বন্যজন্তুদিগকে ধরিয়া, কাহাকে বৃক্ষে বন্ধন, কাহার বা পৃষ্ঠে আরোহণ, কাহার বা অনুধাবন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া আশ্রমবাসী সকলে তাহার নাম সর্ব্বদমন রাখিলেন। কণ্বও সেই অলৌকিক তেজ, পরাক্রম ও কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, নন্দিনি! তোমার সন্তানের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর শিষ্যদিগকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শীঘ্র শকুন্তলা ও তাঁহার পুত্রটীকে লইয়া স্বামিভবনে রাখিয়া আইস। মহিলাগণের বহুকাল পিতৃ বা মাতৃকুলে বাস করা উচিত নহে; তাহাতে খ্যাতি, চরিত্র ও ধর্ম্মের হানি জন্মে। অতএব অবিলম্বেই লইয়া যাও।

শিষ্যেরা যে আজ্ঞা বলিয়া শকুন্তলা ও তাঁহার প্রভাত-মার্ত্তণ্ডতুল্য তেজস্বী, পদ্মলোচন, দেবপুত্রের ন্যায় পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বেই রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, মহারাজ! আপনার স্ত্রীপুত্র কানন হইতে উপস্থিত হইলেন বলিয়া, আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শকুন্তলাও যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই দেবতুল্য কুমার আপনার ঔরসে আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহার যথার্থ বয়ঃক্রম হইয়াছে; অতএব মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আমার সহিত প্রথমসহবাসসময়ে যেরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল, তদনুসারে ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

রাজার সকলই মনে ছিল; তথাপি তাঁহার বাক্য শুনিয়াই কহিলেন, দুষ্টে! তুমি কাহার পত্নী? আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। ধর্ম্ম, কাম বা অর্থসম্বন্ধে তোমার সহিত অণুমাত্রও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব যথা ইচ্ছা, চলিয়া যাও। আমি থাকিতেও বলিতেছি না; বিদায়ও দিতেছি না।

নিরপরাধিনী ঋষিতনয়া তাঁহার বাক্য শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্ষণকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীন হইলেন। ক্রোধে নয়নযুগল তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠপুট কাঁপিতে লাগিল। সুন্দরী মধ্যে মধ্যে রাজাকে দগ্ধ করিয়াই যেন বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রোধদীপিত সঞ্চিত তপোবল স্পষ্টই জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ভাবিনী আপন শরীরেই তাহার সংবরণ করিলেন।

এইরূপে ক্ষণকাল চিন্তা করত ঋষিতনয়া রাজার দিকে চাহিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি সমুদায়ই অবগত আছেন; তথাপি ইতর জনের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে কিরূপে কিছুই জানি না বলিতেছেন? এস্থলে

সত্য মিথ্যা আপনার হৃদয়ই বিলক্ষণ জানিতেছে। আপনি সত্য করিয়া বলুন; আপনাকে অপহরণ করিবেন না। যে ব্যক্তি আপনাকে একপ্রকার জানিয়া অন্যের নিকট অন্য-প্রকার ব্যক্ত করে, সে আপনাকে অপহরণ করিয়া চৌর্য্যজন্য পাপে লিপ্ত হয়। তাহার কোন পাপই দুষ্কর থাকে না। আপনি ভাবিতেছেন, এ বিষয় আপনি একাকীই জানেন; কিন্তু মহারাজ! সে ভ্রমমাত্র; হৃদয়ে নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন; সকল পাপকর্ম্মই তিনি দেখিয়া থাকেন; অতএব আপনি তাঁহার সমক্ষেই পাপ করিতেছেন। মনুষ্যেরা পাপ করিয়া মনে করে, কেহই দেখিতে পাইল না; কিন্তু জানে না, দেবতাগণ ও অন্তরপুরুষ নিরীক্ষণ করিতেছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় ও ধর্ম্ম ইহাঁরা সকলেই মনুষ্যের চরিত্র অব-লোকন করিতেছেন। হৃদয়শায়ী নারায়ণ যাহার কার্য্য দেখিয়া তুষ্ট হন, সূর্য্যতনয় যম তাহাকেই পরিত্যাগ করেন। আর, তিনি যাহার প্রতি রুষ্ট হন, তাহাকে পাপী বলিয়া বিশেষ পীড়া দেন। যিনি আপনার অপমান করিয়া আপ-নাকে অযথার্থ ব্যক্ত করেন; কি দেবতা, কি পরমাত্মা, কেহই তাঁহার মঙ্গল করেন না। আমি পতিব্রতা; স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া এরূপ অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার ভার্য্যা; অতএব যথেষ্ট সমাদরের পাত্রী; কিন্তু আপনি আগমন করিয়াছি বলিয়া কি সমাদর করিবেন না? মহারাজ! কি নিমিত্ত ইতর জনের ন্যায় সভামধ্যে আমার অপমান করিতেছেন? বোধ করি, আমি শূন্যে রোদন করিতেছি না; আপনি সকলই শুনিতেছেন। পৌরব! বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি; যদি বাক্য না শুনেন, তাহা হইলে আপনার মস্তক শতধা ভিন্ন হইবে। স্বামী ভার্য্যার উদরে প্রবেশ করিয়া আপনিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; সেই হেতু

পত্নীর নাম জায়া; বেদবিৎ শাস্ত্রকারেরা ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। সেই যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পূর্ব্বমৃত পিতামহদিগকে বংশবৃদ্ধিদ্বারা উদ্ধার করে। সন্তান পিতৃলোকদিগকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, সেই নিমিত্ত তাহার নাম পুত্র। যে ভার্য্যা গৃহকর্ম্মে নিপুণ, যিনি পুত্রবতী, যিনি পতিপ্রাণা এবং যিনি পতিব্রতা; তিনিই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধ; ভার্য্যা উৎকৃষ্ট বন্ধু; ভার্য্যা ধর্ম্মার্থকামের মূল এবং ভার্য্যাই মুক্তির কারণ। ভার্য্যা থাকিলেই লোকে ধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; ভার্য্যা লইয়াই গৃহী হয়; ভার্য্যা থাকিলেই আনন্দ জন্মে এবং ভার্য্যা পাইয়াই সৌভাগ্যশালী হয়। মধুরভাষিণী ভার্য্যাসকল আমোদসময়ে সখার ন্যায়, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায় এবং পীড়াকালে মাতার ন্যায় আচরণ করে। ভার্য্যা সমভিব্যাহারে থাকিলে পথিক নিবিড় বনেও সুখে বাস করিতে পারে। ভার্য্যাহীনকে কেহ বিশ্বাস করে না। অতএব ভার্য্যাই পুরুষের শ্রেষ্ঠ গতি। স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিরয়গামী হইলে, কেবল পতিব্রতা ভার্য্যাই তাঁহার অনুগমন করে। ভার্য্যা অগ্রে মরিলে, পরলোকে ভর্ত্তার জন্য অপেক্ষা করে; কিন্তু স্বামী অগ্রে প্রাণত্যাগ করিলে, সাধ্বী তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। রাজন্! এই কারণেই বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। স্বামী ইহলোক ও পরলোক উভত্রই পত্নী প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, মনুষ্য আপনিই পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; অতএব পুত্রবতী ভার্য্যাকে মাতার ন্যায় মান্য করিবে। পুণ্যাত্মা মানবেরা মুকুরগর্ভে আপন আননের ন্যায় পত্নীর উদরে উৎপন্ন পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করেন। যেমন ঘর্ম্মার্ত্ত ব্যক্তি সুশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় দগ্ধপ্রায় মনুষ্য পত্নীসঙ্গমে পরম প্রীতি

অনুভব করে। পুরুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও কখন ভার্য্যার মনঃপীড়া উৎপাদন করিবে না। কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সকলই এক ভার্য্যার অধীন। নারী পুরুষদিগের আপনার প্রকৃত ও পবিত্র উৎপত্তির স্থান। নারী ভিন্ন প্রজা উৎপাদন করিতে ঋষিদিগেরও ক্ষমতা নাই। পুত্র চলিয়া আসিয়া ধূলিম্রক্ষিত অঙ্গে পিতাকে আলিঙ্গন করে; ইহার অধিক পুরুষের আর কি সুখ হইতে পারে? আপনার সেই আত্মজ আপনি আসিয়া মুহুর্ম্মুহু কটাক্ষ নিক্ষেপ করতঃ ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে; মহারাজ! কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিতেছেন। পিপীলিকারাও অণ্ডগুলি ভরণ করে, কখনই নষ্ট করে না; অতএব আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া আপনার পুত্রকে কেনই প্রতিপালন করিবেন না। তনয়ের অঙ্গস্পর্শে যেরূপ সুখবোধ হয়; চন্দন, নারী ও সলিলসংস্পর্শে সে রূপ হয় না। যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; চতুষ্পদের মধ্যে গাভী বরিষ্ঠ এবং পূজনীয়দিগের মধ্যে গুরু সর্ব্বপ্রধান; সেই রূপ পুত্রও সকল সুখস্পর্শ বস্তুগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আজ্ঞা করুন, এই সৌম্যদর্শন সন্তান অপানার অঙ্গ আলিঙ্গন করুক; তদপেক্ষা সুখকর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। রাজেন্দ্র! আমি পূর্ণ তিন বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া এই শোকবিনাশন সন্তান প্রসব করিয়াছি। সূতিকাগারে দৈববাণী শুনিয়াছিলাম, এই বালক উত্তরকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। মনুষ্যেরা গ্রামান্তরে গিয়াও স্নেহবশতঃ বালকসকলকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকে আঘ্রাণ করত অসীম প্রীতি অনুভব করে। আপনি জানেন, জাতকর্ম্মসময়ে যে সকল বৈদিক মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে, সে সকলেরই অভিপ্রায় এই। তাহাতে কথিত আছে, পুত্র! তোমার অঙ্গ আমার অঙ্গ এবং তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি কেবল পুত্র নামমাত্রে আমা হইতে ভিন্ন; অত-

এবং শত বর্ষ জীবন ধারণ কর। পুত্র! আমার জীবন ও বংশ তোমার অধীন; সুতরাং সুখী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক। মহারাজ! এই কুমার আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনি একজনমাত্র ছিলেন; এক্ষণে দুই জন হইয়াছেন। নির্ম্মল সরোবরসলিলে যেমন দ্বিতীয় আপনাকে দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পুত্রকে নিরীক্ষণ করুন। যেরূপ গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সন্তানও আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এ অন্য নয়; আপনিই দুই জন হইয়াছেন। রাজন্! মৃগয়াবশে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া পিতার আশ্রমে আমাকে পাইয়াছিলেন। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয়জন অপ্সরা। তাহাদিগের মধ্যে প্রধানা ব্রহ্মযোনি মেনকা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া বিশ্বামিত্রের সংসর্গে গর্ব্ভধারণ এবং অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে প্রসব করিয়া আমাকে অন্যের সন্ততির ন্যায় নিক্ষেপ করত প্রস্থান করে। জানি না, হতভাগিনী পূর্ব্বজন্মে কি পাপই করিয়াছিলাম; যাহাতে বাল্যকালে পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি আপনিও করিতেছেন। মহারাজ গ্রহণ করিবেন না; সুতরাং আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু এই পুত্রটীকে ত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

রাজা বলিলেন, শকুন্তলে! তোমার গর্ব্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। নারীরা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে; অতএব তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? বেশ্যা মেনকা তোমার জননী; দয়াহীনা অপ্সরা নির্ম্মাল্যের ন্যায় তোমাকে হিমাচলে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়সন্তান ব্রাহ্মণত্বপ্রয়াসী কামাতুর তোমার পিতা বিশ্বামিত্রের অন্তঃকরণেও দয়ার লেশমাত্র নাই। যাহা হউক, মেনকা অপ্সরা-

দিগের এবং বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তুমি তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া পুংশ্চলীর ন্যায় কহিতেছ কেন? দুষ্টতাপসি! আমার সম্মুখে যে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতেছ, তাহাতে কি তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না? তোমার ন্যায় দীনা তাপসী রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা হইতে পারে বলিয়া সম্ভব হয় না। এত অল্পদিনের মধ্যেই বা তোমার পুত্র কিরূপে শালস্তম্ভের ন্যায় বলবান্ হইয়া উঠিল। তুমি নীচ; ভার্য্যার যোগ্য নও; বোধ হয়, মেনকা কামবশে তোমায় প্রসব করিয়া থাকিবে। তুমি যাহা যাহা বলিতেছ, সকলই আমার অজ্ঞাত বলিয়া বোধ হইতেছে; তোমায় চিনি না; যথা ইচ্ছা, চলিয়া যাও।

শকুন্তলা বলিলেন, মহারাজ! সর্ষপের ন্যায় পরচ্ছিদ্র দেখিতেছেন; কিন্তু বিল্বপরিমিত আপনছিদ্র দেখিয়াও দেখিতেছেন না। দেবতাদিগের মধ্যে যেমন মেনকা শ্রেষ্ঠ, আমার জন্মও আপনার জন্ম হইতে সেইরূপ উৎকৃষ্ট। আপনি ভূমিতে ভ্রমণ করেন; কিন্তু আমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারি; ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আপনার এবং আমার অন্তর মেরু ও সর্ষপের ন্যায়। আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ, সকলেরই ভবনে যাইতে পারি; অতএব আমার কত প্রভাব, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। মহারাজ! লোকে একটি যথার্থ প্রবাদ আছে, আমি নিদর্শনের নিমিত্ত সেইটী উল্লেখ করিব; অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। কুৎসিত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শে আপনার মুখ দেখিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষাই আপনাকে অধিকতর রূপবান্ বলিয়া মনে করে; কিন্তু যখন তাহাতে আপনাকে কুরূপ বলিয়া দেখিতে পায়, তখন জানিতে পারে যে, অন্যের সহিত তাহার কত অন্তর। যথার্থসুন্দর ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। নিরন্তর দুর্ব্বাক্য বলিলে, মনুষ্য নিন্দক ও পীড়া-

জনক বলিয়া অপবাদ লাভ করে। মূর্খ ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রশংসা ও নিন্দাসম্বলিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শূকর পুরীষের ন্যায় নিন্দাই গ্রহণ করে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি, হংস ক্ষীরের ন্যায় প্রশংসাই গ্রহণ করেন। সাধু ব্যক্তি অন্যের নিন্দা করিয়া যেরূপ দুঃখিত হন, দুর্জ্জন সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়। সজ্জন বিজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করিয়া যেমন তৃপ্তিলাভ করেন, মূর্খ নিন্দা করিয়া তেমনি প্রীত হয়। যাঁহারা লোকের দোষ অনুসন্ধান না করেন, তাঁহারা সুখে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু মূর্খের পরমায়ু অন্যের দোষ দেখিতে দেখিতেই শেষ হয়। সাধু ব্যক্তিরা যে কারণে মূর্খদিগকে নিন্দা করেন, তাহারাও তাঁহাদিগকে সেই দোষে দোষী করে। মহারাজ! দুর্জ্জন সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, সংসারে ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কি আছে! নাস্তিক ব্যক্তিও ধর্ম্ম ও সত্যত্যাগী মনুষ্যকে দেখিয়া সর্পের ন্যায় ভয় করে; আস্তিকের ত কথাই নাই। যে ব্যক্তি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া পুত্রকে আপনার স্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করে, দেবতারা তাহার শ্রীনাশ করেন। মূঢ় স্বর্গলোকও প্রাপ্ত হয় না। পিতৃগণ বলিয়াছেন, পুত্র কুল ও বংশধর; সেই হেতু সকল ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ। অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন না। মনু স্বপত্নীগর্ব্ভসম্ভূত, অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত, ক্রীত, পালিত এবং অন্যের উৎপাদিত, এই পঞ্চ প্রকার পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুত্র উৎপন্ন হইয়া লোকের প্রীতি বর্দ্ধন, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বহন এবং নরক হইতে পিতৃগণকে উদ্ধার করে; অতএব, নৃপশ্রেষ্ঠ! পুত্র পরিত্যাগ করা আপনার সমুচিত হয় না। মহীনাথ! এরূপ কাপট্য অবলম্বন করিবেন না; আপনাকে, সত্যকে ও ধর্ম্মকে রক্ষা করুন। একশত কূপপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষা একটীমাত্র দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করা শ্রেষ্ঠ; একশত দীর্ঘিকাপ্রতিষ্ঠা হইতে একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান প্রধান; একশত যজ্ঞা-

মুষ্ঠান অপেক্ষা একমাত্র পুত্রোৎপাদন উৎকৃষ্ট এবং এক-শত পুত্রোৎপাদন হইতে সত্যব্রত বরিষ্ঠ। তুলাদণ্ডের এক দিকে সত্য ও অন্য দিকে সহস্র অশ্বমেধ রাখিয়া দেখা যায়, সত্যই অপেক্ষাকৃত গুরু। রাজন্! সত্য নিখিল বেদার্থ জ্ঞান ও যাবতীয় তীর্থসলিলে স্নানের সমান হইলেও হইতে পারে। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্য হইতে উৎকৃষ্টও কিছুই নাই। আর, মিথ্যা হইতে গুরুতর পাতক দেখা যায় না। সত্যই পরম ব্রহ্ম এবং সত্যই উৎকৃষ্ট নিয়ম; অতএব সত্যনাশ করিয়া নিয়মত্যাগ করিবেন না। রাজন্! যদি সমুদায় মিথ্যা বলিয়াই আমার বাক্যে আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আপনিই যাইতেছি; কারণ আপ-নার সহিত একত্র বাস করা উচিত হয় না; কিন্তু এক্ষণে না হউক, আপনার পরলোকপ্রাপ্তি হইলেও এই সন্তান হিমাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত পৃথিবীই ভোগ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শকুন্তলা এই বলিয়াই যেমন গমনে উদ্যত হইলেন, অমনি আকাশ হইতে দৈববাণী মন্ত্রী ও পুরো-হিতবর্গে বেষ্টিত রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারাজ! পুত্র মাতৃরূপ চর্ম্মকোষে পিতা হইতে জন্ম লাভ করে; কার্য্য ও কারণ একত্রই; সুতরাং পিতা ও পুত্রে ভেদ নাই। অতএব আপনি ইহাকে ভরণ পোষণ করুন এবং শকুন্তলারেও অবমাননা করিবেন না। জনক পুত্ররূপে আপনাকেই আপনি নরক হইতে উদ্ধার করেন। আপনিই এই বালকের জন্মদাতা, শকুন্তলা সত্য বলিয়াছেন। জায়া স্বামীর শরী-রের অর্দ্ধেক লইয়াই পুত্র প্রসব করে; অতএব আপনি সন্তানের ভরণ পোষণ করুন। মহারাজ! জীবিত থাকিতেও আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা অতি-শয় দুর্ভাগ্যের বিষয়! অতএব আপনি ইহার প্রতিপালন

করুন। আর, আমাদিগের বাক্যে আপনি ভরণ করিবেন, বলিয়া বালক ভরতনামে বিখ্যাত হইবে।

পুরুবংশসম্ভূত রাজা দুষ্মন্ত এই দৈববাণী শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে বলিলেন, আপনারা সকলেই দেবদূতের বাক্য শুনিলেন; আমিও নিজে ইহাকে আপনার পুত্র বলিয়া জানি। যদি আমি শকুন্তলার বাক্যমাত্রেই ইহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে লোকে নানা শঙ্কা করিত; সুতরাং সন্তান সম্যক্ পবিত্র হইত না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা দৈববাণীদ্বারা এইরূপ বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, পুত্রকে গ্রহণ এবং আনন্দিত হইয়া সমুদায় পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করত আলিঙ্গন করিলেন; ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং বন্দীসকল স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। পুত্রের সুখস্পর্শ অনুভব করিয়া মহারাজের আনন্দের সীমা রহিল না।

অবশেষে মহীপতি ভার্য্যাকে বিশেষ সমাদর করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, প্রেয়সি! কাহাকেও না জানাইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছি; অতএব লোকে যাহাতে তোমাকে অপবিত্র মনে না করে, আমি এতক্ষণ তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলাম; ভাবিতেছিলাম, পাছে প্রজাসকল মনে করে, শকুন্তলা কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজার সহবাস করিয়াছে; বিধানানুসারে ইহাঁদের বিবাহ হয় নাই। অতএব মহারাজ অপবিত্র পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। ভাবিনি! এই সকল বিচার করিয়াই এরূপ আচরণ করিলাম। বিশাললোচনে! তুমি ক্রোধভরে আমাকে যে সকল অপ্রিয় কথা বলিয়াছ; সে সমুদায়ই আমি ক্ষমা করিয়াছি; তুমি আমার প্রণয়িনী।

এই কথা বলিয়া দুষ্মন্ত অন্ন, পান ও বসন দিয়া মহিষীর সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং অবিলম্বেই দিন স্থির

করিয়া অবশেষে ভরতনামে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

বালকের বিখ্যাত সমুজ্জ্বল দিব্য রথচক্র ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সর্ব্বদিকেই বিচরণ করিতে লাগিল। দুষ্মন্ত-তনয় পৃথিবীপালদিগকে জয় করিয়া বশীভূত এবং ধর্ম্মপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া লোকে যশোলাভ করিলেন। ক্রমে তিনি চক্রবর্ত্তী ও সার্ব্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং পুরন্দরের ন্যায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি কণ্ব সেই সকল ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে যাজকতা করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কণ্বকে সহস্র পদ্ম মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

মহারাজ! ভরত হইতেই ভারত কুলের খ্যাতি হইয়াছে। তাঁহার পর যে যে রাজা হইয়াছেন, সকলকেই লোকে ভারত বলিয়া থাকে। ভরতবংশে দেবতুল্য মহাতেজস্বী ব্রহ্মকল্প অনেকানেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রাজা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা করা যায় না। যাহা হউক, প্রধান প্রধান অনুসারে সকলেরই নামোল্লেখ করিতেছি।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে শাকুন্তলোপাখ্যান সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দক্ষপ্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পূরু, আজমীঢ় ও যাদব বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। এই সকল বংশকীর্ত্তন পুণ্যসাধক, মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ, যশোবর্দ্ধন ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধন।

মহারাজ! প্রচেতার মহাতেজস্বী পুণ্যাত্মা সাধুশ্রেষ্ঠ দশ

পুত্র জন্মে। তাঁহারা পূর্ব্বকালে মুখনিঃসৃত অগ্নিদ্বারা সমুদায় বৃক্ষ এবং ওষধি দগ্ধ করিয়াছিলেন। দক্ষ তাঁহাদিগের হইতে উৎপন্ন হন। সেই দক্ষই যাবতীয় প্রজা উৎপাদন করিয়াছেন; অতএব তিনি সর্ব্বলোকের পিতামহ। দক্ষপ্রজাপতি বীরিণীনাম্নী ভার্য্যার সহবাসে আপনার সমান সহস্র ব্রতাচারী পুত্র উৎপাদন করেন; ব্রহ্মর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে মোক্ষসাধন উৎকৃষ্ট সাংখ্যবিজ্ঞান শিক্ষা করাইয়াছিলেন। অবশেষে দক্ষের পঞ্চাশৎ কন্যা জন্মে। প্রজাপতি তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে একাদশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি সম্প্রদান করেন। চন্দ্রের কামিনীরা কালনির্ণয়কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মরীচিপুত্র কশ্যপ ত্রয়োদশ ভার্য্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা দাক্ষায়ণীর গর্ব্ভে আদিত্যগণ, মহাবল ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবৃন্দ ও সূর্য্যকে উৎপাদন করেন। যম সূর্য্য হইতে জন্মলাভ করেন। যমের কনিষ্ঠ মনুনামে মার্ত্তণ্ডের আরও একটী সন্তান জন্মে। মনু ধর্ম্মাত্মা, বুদ্ধিমান্ ও বংশধর ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি যাবতীয় নর সেই মনুর সন্তান; সেই হেতুই তাঁহাদিগের নাম মানব। ব্রাহ্মণেরা অবশেষে ক্ষত্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বেদ ব্রাহ্মণেই পাঠ ও অভ্যাস করেন। রাজন্! প্রথমতঃ মনুর বেণ, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট এই নয় পুত্র এবং ইলানামে এক কন্যা জন্মে। ইলা ইহাঁদিগের অষ্টমী। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে মনুর আরও পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মে। শুনিয়াছি, তাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া বিনষ্ট হন। ইলার গর্ব্ভে বিদ্যাবিশারদ পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলা পুরূরবার মাতা ও পিতা উভয়ই ছিলেন। পুরূরবা মনুষ্য হইয়াও অমানুষ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সাগরবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপই ভোগ করিতেন; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের শত্রুতা ও রত্ন

অপহরণ করিতেন। তাঁহাদিগের আর্ত্তনাদে কর্ণপাতও করিতেন না। সেই হেতু, সনৎকুমার ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু রাজা কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। অবশেষে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন; পুরূরবা তাহাতেই মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

এই ইলানন্দনই গন্ধর্ব্বলোক হইতে ক্রিয়ার নিমিত্ত বিধিবিহিত অগ্নিত্রয় ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু এই ছয় জন পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। স্বর্ভানুদুহিতার গর্ভে আয়ুর ছয় পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের নাম নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজি, গয় ও অনেনা। উহাঁদিগের মধ্যে নহুষ রাজা হন। তিনি বুদ্ধিমান্, সত্যপরাক্রম ও ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজা পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি মনুষ্য সকলকেই যথান্যায়ে পালন করিতেন; দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়া ঋষিদিগের নিকট কর গ্রহণ করিতেন এবং দেহকান্তি, শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধিবলে দেবতাদিগকে জয় করিয়া ইন্দ্রত্ব করিতেন। মহাযশা একদা ঋষিদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিয়াছিলেন। যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অযতি ও ধ্রুব নামে নহুষের ছয় পুত্র জন্মে। যতি যোগ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় হইয়াছিলেন। যযাতি রাজ্যলাভ করেন। রাজা যথান্যায়ে রাজ্যপালন, বিবিধযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ভক্তিসহকারে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতেন। সমুদায় পৃথিবীই অধিকার করিয়াছিলেন এবং কোথাও কখন পরাজিত হন নাই।

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই স্ত্রী। তাঁহাদিগের উভয়ের গর্ভে কতকগুলি গুণবান্ সন্তান উৎপন্ন

হইয়াছিল। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু ও পূরু জন্মলাভ করেন।

মহাযশা যযাতি এইরূপে অনেক বৎসর ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অবশেষে রূপনাশিনী জরায় আক্রান্ত হইলেন এবং একদিন আপনার পুত্র যদু, পূরু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনুকে ডাঁকিয়া কহিলেন, বৎসগণ! আমি যুবাবস্থায় যুবতী লইয়া যৌবনসুখ অনুভব করিতে বাসনা করি; অতএব তোমরা কিঞ্চিৎ সাহায্য কর।

তাহা শুনিয়া দেবযানীর গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি সাহায্য করিতে হইবে? আপনি কি আমাদিগের যৌবন প্রার্থনা করেন?

যযাতি বলিলেন, পুত্রগণ! তোমাদিগের যৌবন পাইলে কিছুদিন বিষয় ভোগ করি। আমি দীর্ঘ যজ্ঞের অনুষ্ঠানসময়ে শুক্রাচার্য্যের শাপে এরূপ জরাগ্রস্ত হইয়াছি; কিন্তু ভোগাভিলাষ বিলক্ষণ প্রবল রহিয়াছে; সেই হেতুই সাতিশয় কষ্টসহ্য করিতেছি। তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার বৃদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া রাজ্যশাসন কর। আমি কিছুদিন তাহার যৌবন লইয়া বাসনা চরিতার্থ করি।

তাঁহার এই প্রার্থনায় অন্য কেহই স্বীকৃত হইল না; কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! আপনি আমার নবযৌবনসম্পন্ন শরীর লইয়া আমাকে জরা দান করুন; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ হইয়া রাজ্যশাসন করিব।

মহাত্মা পূরু এই কথা বলিলে পর, যযাতি তপস্যা ও বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহাকে জরা দান করিলেন এবং তাঁহার অভিনব বয়স গ্রহণ করিয়া আপনি যুবা হইলেন। পূরু যযাতির জরা লইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পরে সহস্র বৎসর অতীত হইল, তথাপি নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি শার্দ্দূলের ন্যায় বলশালীই রহিলেন।

রাজা এইরূপে পত্নীদ্বয় লইয়া দীর্ঘকাল বিহার করিলেন; গন্ধর্ব্বরাজের উদ্যানে বিশ্বাচীনাম্নী অপ্সরার সহবাসেও বহুকাল অতীত হইল; কিন্তু কিছুতেই অভিলাষের তৃপ্তি হইল না। তখন মহাযশা যযাতি মনে মনে বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করিলেও বাসনা কখনই শান্ত হয় না; প্রত্যুত ঘৃতসংযোগে বহ্নির ন্যায় পুনঃপুনঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় রত্ন, স্বর্ণ, পশু ও কামিনী, কোন ব্যক্তি একাকী ভোগ করিলেও তৃপ্ত হয় না; অতএব শান্তি আশ্রয় করিবে। মনুষ্য যখন সকল প্রাণিবর্গের মধ্যে কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা কখন কাহারও অপকার না করে, যখন কিছুতেই অভিলাষী না হয় এবং যখন কাহারও দ্বেষ না করে, তখনই সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় হয়।

রাজন্! মহাজ্ঞানী নৃপতি এইরূপে বাসনার অকিঞ্চনতা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক মনের দমন করিলেন। তাঁহার বিষয়ভোগবাসনা শান্ত হইল না; তথাপি পুত্রের নিকট হইতে জরা গ্রহণ করিয়া যৌবন ফিরিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, "পুত্র! তুমিই আমার যথার্থ উত্তরাধিকারী ও বংশধর; অতএব আমার বংশ তোমার নামেই পৌরব বংশ বলিয়া সংসারে প্রথিত হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ! যযাতি এইরূপে পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। তথায় বহুকাল তপস্যা করিয়া অবশেষে পত্নীর সহিত অনশনব্রত আচরণ করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় বলিলেন, তপোধন! প্রজাপতি লইয়া আমাদিগের দশম পূর্ব্বপুরুষ যযাতি কিরূপে শুক্রতনয়া দেবযানীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিস্তারপূর্ব্বক সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি। বংশধর রাজাদিগের চরিত্রও পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বকালে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে ইন্দ্রতুল্য মনোহরমূর্ত্তি নৃপতি যযাতিকে কন্যা দান করেন এবং দেবযানীর সহিত যেরূপে তাঁহার মিলন হয়, আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন; সুতরাং বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

এই চরাচর ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য লইয়া পূর্ব্বে দেব ও অসুরে কলহ হইয়াছিল। সেই সময় জয়লাভের বাসনায় অমরেরা অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া দৈত্যেরা শুক্রাচার্য্যকে আপনাদিগের পুরোহিত করে। দেবগণ যুদ্ধে যে সকল দানবকে বিনাশ করিতেন, কবিসুত বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন। সুতরাং তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না; অতএব সমরনিপাতিত অমরগণের পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিবার কোন উপায়ই ছিল না।

এইরূপে শুক্রাচার্য্যের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দেবগণ অবশেষে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র কচের নিকট গমন করত কহিলেন, আমরা তোমার পূজা করিতেছি; তুমি আমাদিগকে অবজ্ঞা করিও না; আমাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার কর; অমিততেজা শুক্রাচার্য্যের নিকট যে বিদ্যা আছে, শীঘ্র তাহা শিখিয়া আইস; আমরা তোমাকে যজ্ঞের ভাগ দিব। বৃষপর্ব্বার নিকট সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইবে; তিনি দানবভিন্ন অন্য কাহাকেও রক্ষা করেন না। তুমি যুবা পুরুষ,

তাঁহার বিলক্ষণ উপাসনা করিতে পারিবে। দেবযানী নামে তাঁহার এক প্রিয়দুহিতা আছে। তুমিভিন্ন কেহই তাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ নহে। সচ্চরিত্র, অনুরাগ, প্রীতি, আচার ও বিনয় দ্বারা সেই দেবযানীকে তুষ্ট করিতে পারিলেই তুমি সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইবে।

বৃহস্পতিতনয় তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দেবগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সমুচিত পূজা করিলে পর, বৃষপর্ব্বার নিকট প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইয়া শুক্রের সহিত সাক্ষাৎ করত কহিলেন, আমি অঙ্গিরার পৌত্র ও বৃহস্পতির পুত্র; আমার নাম কচ; আপনার শিষ্য হইতে অভিলাষ করি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে গুরুস্বীকার করিয়া সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব, প্রসন্ন হইয়া সম্মত হউন।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, কচ! তুমি যে এখানে আসিয়াছ, তাহাতে প্রীত হইলাম এবং তোমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেও স্বীকার করিলাম। আমি তোমার বিশেষ সমাদর করিব, তাহাতে বৃহস্পতিকেও মান্য করা হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভারত! অনন্তর কচ সমুদায় স্বীকার করিয়া কবিসুত শুক্রাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে যথাকালে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করতঃ উপাধ্যায়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন। যুবা গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুষ্প, ফল ও ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দ্বারা দেবযানীর চিত্তভুষ্টি উৎপাদন করিতেও অনবরত বিশেষ যত্নবান্ রহিলেন। দেবযানীও সঙ্গীত ও লালিত্য দ্বারা গোপনে সেই ব্রতধারী ব্রাহ্মণতনয়ের প্রীতি সম্পাদনে তৎপর হইলেন। এইরূপে পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল।

একদিন কচ নির্জ্জন কাননমধ্যে একাকী গোচারণ করি-

ছিলেন; দানবেরা ঐ সময়ে তাঁহাকে বৃহস্পতির পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া বিদ্যারক্ষা ও তাঁহার জনকের প্রতি দ্বেষহেতুক তাঁহাকে সংহার করিল এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃতশরীর শৃগাল ও ব্যাঘ্রদিগকে অর্পণ করিল। অনন্তর গোসকল যথাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু গোপাল আসিল না। তাহা দেখিয়া দেবযানী পিতাকে বলিলেন, তাত! সূর্য্য অস্তগমন করিলেন; আপনার অগ্নিহোত্রও সম্পন্ন হইল; গোসকলও গৃহে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু সেই কচ এখনও আসিলেন না। স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিয়াছে; অথবা কালবশেই প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। পিতঃ! সত্য করিয়া কহিতেছি, কচকে না দেখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, নন্দিনি! "আইস" বলিয়া আহ্বান করিয়া আমি মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করিয়া থাকি, এই বলিয়া দৈত্যগুরু বিদ্যা প্রয়োগ করতঃ কচকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। কচ বিদ্যাপ্রভাবে ডাকিবামাত্রই বৃক ও শৃগালদিগের প্রত্যেকের শরীর ভেদ করিয়া হৃষ্ট-চিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবযানী জিজ্ঞাসা করি-লেন, তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? কচ উত্তর করিলেন, ভাবিনি! আমি সমিধ, কুশ ও কাষ্ঠভার লইয়া আশ্রমে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া ছিলাম; গোসকলও একত্রিত হইয়া তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। ইতিমধ্যে অসুরেরা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ। এই কথা বলিবামাত্র তাহারা বধ করত খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাকে বৃক ও শৃগালদিগকে দিয়া আনন্দিতমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। অবশেষে ভৃগুতনয় আমাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারই বিদ্যাবলে উজ্জীবিত হইয়া

পুনর্ব্বার তোমার নিকটে আসিলাম। ভদ্রে! আমি মরিয়াছিলাম।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে, কচ একদিন দেবযানীর আদেশে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দৈবক্রমে বনে গমন করিলেন। তথায় দানবেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুনর্ব্বার পিষিয়া ফেলিল এবং সমুদ্রজলে মিশাইয়া প্রস্থান করিল। দেবযানী তাঁহাকে বহুক্ষণ না দেখিয়া পুনর্ব্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন। শুক্র পুনর্ব্বার বিদ্যাপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; কচ পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে, দৈত্যেরা তৃতীয়বার তাঁহাকে সংহার করত দগ্ধ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিল এবং শুক্রাচার্য্যকেই পান করাইল। দেবযানী পুনর্ব্বার তাঁহাকে না দেখিয়া পিতাকে কহিলেন, তাত! কচ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন; কিন্তু বহুক্ষণ অতীত হইল, এখনও প্রত্যাগমন করিলেন না। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি হত বা মৃত হইয়াছেন। পিতঃ! সত্য করিয়া কহিতেছি, তাঁহাকে না দেখিয়া কোনরূপেই জীবন ধারণ করিতে পারি না।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, নন্দিনি! বৃহস্পতিতনয় কচ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমি বিদ্যাবলে তাহাকে যতই জীবিত করিতেছি, অসুরেরা ততই সংহার করিতেছে। অতএব কি করিতে পারি। দেবযানি! এরূপ শোক ও রোদন করিও না; তোমার ন্যায় রমণী কখনই কোন মরণশীল ব্যক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে না। তোমার প্রভাব দেখিয়া ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, বসুসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিখিল দানব ও ত্রিলোকবাসী সকলেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত আসিয়া নমস্কার করেন। আমি ব্রাহ্মণতনয়কে বারম্বার উজ্জীবিত করিতেছি; দৈত্যেরা

বারম্বারই বিনাশ করিতেছি; সুতরাং আর বাঁচাইতে পারিব না।

দেবযানী বলিলেন, কচ বৃদ্ধতম অঙ্গিরার পৌত্র ও তপোনিধি বৃহস্পতির পুত্র; অতএব আমি ঋষিপৌত্র ঋষিতনয়ের জন্য শোক করিব, তাহাতে আর কথা কি? তাপসতনয় ব্রহ্মচারী, তপোধন ও কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি আমি অতিশয় ভাল বাসি। আর আহার করিব না; অনশনেই প্রাণত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহর্ষি কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কচকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন, নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার দ্বেষ করে; কারণ, তাহারা আমার অনাগত শিষ্যদিগকে বধ করে। রৌদ্রকর্ম্মা দুরাত্মারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমাকেও এই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। অহো! এ পাপের কি শেষ আছে! ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে।

ইতিমধ্যে কচ গুরুর শব্দ শুনিয়া ভীতচিত্তে তাঁহার উদর হইতে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র! কোন্ পথ দিয়া আমার উদরে প্রবেশ করিয়াছ? বল।

বৃহস্পতিতনয় উত্তর করিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে স্মৃতিশক্তি আমাকে এখনও ত্যাগ করে নাই; যেমন যেমন ঘটিয়াছে, সকলই মনে আছে। আপনার উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে, পাছে তপস্যার হানি হয়, এই ভাবিয়া অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতেছি। অসুরেরা আমাকে পিষ্ট, দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করতঃ আপনাকে পান করাইয়াছে। ব্রহ্মন্! আপনি বর্ত্তমান থাকিতে কি আসুরী মায়া ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিবে?

শুক্রাচার্য্য শুনিয়া দেবযানীকে কহিলেন, বৎসে! বল, তোমার কি মত? আমি মরিলে কচ জীবিত হইতে পারে; আমার উদর ভেদভিন্ন তাঁহার বহির্গমনের আর পথ নাই।

দেবযানী বলিলেন, আমার উভয়ই শোকের বিষয়; কচ প্রাণত্যাগ করিলে, আমার মঙ্গলসম্ভাবনা নাই; আপনার বিনাশ হইলেও বাঁচিব না।

তখন ঋষি কচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি বৃহস্পতির পুত্র সাক্ষাৎ বৃহস্পতি; সেই হেতুই দেবযানী তোমার প্রতি এতাদৃশ অনুরক্তা। বৎস! যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও; তবে দান করিতেছি, সঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ কর। অথবা সন্দেহে প্রয়োজন নাই, জানিতে পারিয়াছি, তুমি ব্রাহ্মণ। আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য কেহই জীবিত থাকিতে পারে না; অতএব বিদ্যা গ্রহণ কর। আমি তোমাকে জীবিত করিলাম; তুমিও আমার উদরভেদ করতঃ বহির্গত হইয়া আমাকে পুনর্ব্বার জীবিত করিও। আর, গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা লাভ করিয়া ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখিও; কদাচ কৃতঘ্ন হইও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মনোহর কচ গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উদর ভেদ করিয়া পূর্ণিমা রজনীতে নিশানাথের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন এবং পুঞ্জীভূত ব্রহ্মতেজসদৃশ ভূমিপতিত নষ্টচেতন গুরুকে বিদ্যাবলে উজ্জীবিত করিয়া কহিলেন, অজ্ঞানাবস্থায় যিনি আমার কর্ণকুহরে বিদ্যারূপ অমৃতসেক করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে মাতা ও পিতার ন্যায় জ্ঞান করি। কোন্ ব্যক্তি জানিয়া এরূপ লোকের কখনও মন্দ করিতে পারে? যিনি বিদ্যা লাভ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্যের উপদেষ্টা, ঐশ্বর্য্যের ঐশ্বর্য্য এবং পূজনীয় গুরুর পূজা না করেন, তিনি ইহলোকে অপযশ উপার্জ্জন করিয়া পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শুক্রাচার্য্য যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুরাপান করাইয়াই অসুরেরা তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে; সুরাপান করিয়াই তিনি হতজ্ঞান হইয়াছিলেন এবং সুরায় মত্ত হইয়াই সেই মনোহর কচকে পান করিয়াছিলেন? তখন মহাযশা ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করতঃ ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত সুরানিন্দা করিয়া কহিলেন, আমি বলিতেছি, আজি হইতে যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধিভ্রমে সুরাপান করিবেন, তিনি ধর্ম্মলোপ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই দুর্দ্দশা ভোগ করিবেন। আমি ব্রাহ্মণধর্ম্মের এই সীমা ও মর্য্যাদা নিরূপণ করিলাম; সাধু, ব্রাহ্মণ, গুরুসেবারত, দেবতা ও ত্রিলোকবাসী সকলেই শ্রবণ করুন।

অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ তপস্যার আবাসভূত মহানুভাব শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিয়া দৈববশে নষ্টবুদ্ধি দানবদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; কচ আমার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া আমার সমান প্রভাবশালী এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় হইয়াছেন; এক্ষণে আমার সমীপেই থাকিবেন। দৈত্যেরা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং কিছুই উত্তর না করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

কচ তাহার পর সহস্র বৎসর গুরুর নিকটে বাস করিয়া অবশেষে স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ব্রতকাল অতীত হইলে, গুরুর অনুমতি লইয়া কচ স্বর্গে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। প্রয়াণসময়ে দেবযানী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি

মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র; নিজেও বিলক্ষণ সচ্চরিত্র এবং আভিজাত্য, বিদ্যা, তপস্যা ও বিনয়শালী। অঙ্গিরা যেরূপ আমার পিতার মান্য, তোমার জনক মহর্ষি বৃহস্পতিও আমার সেইরূপ পূজনীয়; অতএব যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ; ব্রতকালে আমি তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া বিধিবৎ আমার পাণিগ্রহণ কর।

কচ বলিলেন, সুন্দরি! তোমার পিতা আমার যথেষ্ট মাননীয় ও পূজ্য; কিন্তু তুমি তদপেক্ষা অধিকতর সম্মানের পাত্রী। মহাত্মা ভৃগুনন্দন প্রাণ অপেক্ষাও তোমাকে ভাল বাসেন; অতএব, ভদ্রে! গুরুকন্যা বলিয়া তুমি আমার সর্ব্বদা পূজনীয়া। গুরু বলিয়া তোমার পিতাকে যেরূপ ভক্তি করি, দেবযানি! তদপেক্ষা তোমাকে কিছুমাত্র ন্যূন করি না। অতএব আমাকে এ কথা বলিও না।

দেবযানী বলিলেন, দ্বিজোত্তম! তুমি আমার পিতার পুত্র নও; কিন্তু গুরুপুত্রের পুত্র; সেই হেতুই আমার পূজ্য ও মাননীয়। অসুরেরা যখন বারম্বার তোমাকে বিনাশ করিয়াছিল; তখন আমি তোমার প্রতি কত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলাম, একবার স্মরণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ! আমার সেই প্রণয়, সৌহৃদ্য, অনুরাগ ও ভক্তি মনে করিয়া আমাকে ত্যাগ করিও না; কোন অপরাধই করি নাই।

কচ বলিলেন, সুভ্রু! এমন অন্যায় কর্ম্মে আমাকে আদেশ করিও না। প্রসন্ন হও; তুমি আমার গুরু হইতেও অধিকতর সম্মানের পাত্রী। চন্দ্রাননে! তুমি শুক্রাচার্য্যের যে উদরে বাস করিয়াছিলে, আমিও তাহাতেই বাস করিয়াছি; অতএব ধর্ম্মানুসারে তুমি আমার সহোদরা। আর এ কথা বলিও না। আমি এতদিন তোমার সহিত সুখে বাস করিয়াছিলাম; কোন বিষয়েই অসন্তুষ্ট হই নাই; এক্ষণে তোমার

নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিতেছি ; আশীর্ব্বাদ কর, যেন, পথে কোন অমঙ্গল না ঘটে। যদি ধর্ম্মের বিশেষ হানি না হয়, তবে কথার অবসরক্রমে আমাকে স্মরণ করিবে এবং অপ্রমত্তচিত্তে উদ্যোগসহকারে আমার গুরুদেবের সেবা করিবে।

দেবযানী বলিলেন, কচ! আমি প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে যদি ধর্ম্মকামনায় স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না।

কচ বলিলেন, দেবযানি! আমি গুরুপুত্রী বলিয়াই তোমার প্রার্থনায় অস্বীকার করিলাম ; তোমার কোন দোষ আছে বলিয়া করি নাই। গুরুও আমাকে এ বিষয়ে আজ্ঞা করেন নাই। অতএব তোমার ইচ্ছা হয়, শাপ দাও। আমি ঋষিদিগের যথার্থ ধর্ম্ম উল্লেখ করিলাম বলিয়া, তুমি কামবশে অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে শাপ দিলে ; কিন্তু বাস্তবিক আমি অভিশাপের পাত্র নহি। অতএব বলিতেছি, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না ; কোন ঋষিপুত্রই তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। তুমি বলিলে, আমার বিদ্যা কোথাও ফলিবে না ; কিন্তু আমি বলিতেছি, আমি যাহাকে ইহা অধ্যয়ন করাইব, তাহার নিকট বিশেষ ফল দর্শাইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ কচ এই বলিয়া শীঘ্রই স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা সকল বৃহস্পতিতনয়ের পূজা করিয়া কহিলেন, কচ! তুমি এই অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিয়াছ ; অতএব তোমার যশ কখনই নষ্ট হইবে না। আর, তুমি আমাদিগের সহিত যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হইবে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভারতশ্রেষ্ঠ! কচ বিদ্যালাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আপনার বিক্রম প্রকাশ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব শত্রুদিগকে বিনাশ করুন। পুরন্দর শুনিয়া স্বীকার করত সকলকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; যাইতে যাইতে দেখি-লেন, গন্ধর্ব্বরাজের উদ্যানতুল্য মনোহর কাননমধ্যে কতক-গুলি কামিনী বস্ত্র রাখিয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। পুরন্দর বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই সমুদায় বসন মিশাইয়া দিলেন। অনন্তর মহিলাগণ তীরে উঠিয়া সেই মিশ্রিত বস্ত্রাশি হইতে একজন অপরের বসন গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিয়া দেবযানীর বস্ত্র তুলিয়া লইলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের দুই জনের ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইল। দেবযানী বলিলেন, অসুরনন্দিনি! তুমি শিষ্যা হইয়া কিরূপে আমার বসন গ্রহণ করিলে। তুমি আচার নষ্ট করিলে; অতএব তোমার মঙ্গল হইবে না।

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, দেবযানি! আমার পিতা বসিয়া বা শয়ন করিয়াই থাকুন, তোমার পিতা বন্দীর ন্যায় বিনীতভাবে নিরন্তর তাঁহার স্তব করেন। তুমি যাচক, স্তুতিপাঠক ও ভিক্ষু-কের পুত্রী; কিন্তু আমি দাতা ও স্তূয়মানের দুহিতা। আমার পিতা কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না। ভিক্ষুকি! তুমি ক্রোধই কর, দুর্ব্বাক্যই বল, আর শক্রতাই কর; সে সকলই নিষ্ফল। তোমার দারিদ্র্যজন্য ক্ষোভভিন্ন তাহাতে আর কিছুই প্রকাশ পায় না। যাচিকে! তুমি ভাবিয়াছ, আমি সমান ভাবিয়া তোমার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু সে ভ্রমমাত্র; আমি তোমাকে গ্রাহ্যই করি না; তুমি কোন অপ-কারই করিতে পার না; কিন্তু আমি তোমাকে দণ্ড দিতে পারি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাপীয়সী শর্ম্মিষ্ঠা বস্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত দেবযানীর একাগ্রতা ও গর্ব্ব দেখিয়া তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিল এবং দেবযানী মরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করত ক্রোধভরে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে নহুষতনয় রাজা যযাতি মৃগয়া করিতে সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ভূপতি বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া পিপাসিত হইয়াছিলেন; তাঁহার বাহন এবং অশ্বগণও তৃষ্ণায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিল; সুতরাং জলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন, এক স্থানে এক জলশূন্য কূপমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় এক রমণী রহিয়াছেন। নরনাথ দেখিয়া সুমিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করত সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার তাম্রবর্ণ নখকান্তি, অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মার্জ্জিত মণিকুণ্ডল দেখিয়া তোমাকে সাধারণ কামিনী বলিয়া বোধ হইতেছে না। সুন্দরি! কি কারণে চিন্তায় মগ্ন হইয়া অছ? কেনই বা শোক প্রকাশ করিতেছ? লতা ও তৃণে আবৃত এই কূপমধ্যে কিরূপেই বা পতিত হইয়াছ? তুমি কাহার কন্যা?

দেবযানী বলিলেন, যুদ্ধে দেবতারা অসুরদিগকে বিনাশ করিলে, যিনি বিদ্যাবলে আমাদিগকে পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমি যে, এখানে পড়িয়া আছি, পিতা তাহা জানেন না। রাজন্! আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আপনি সদ্বংশজাত, শান্তস্বভাব, বীর্য্যবান্ ও যশস্বী; অতএব আমি এই তাম্রবর্ণ নখাঙ্গুলিভূষিত দক্ষিণ কর বিস্তার করিতেছি; আপনি ধরিয়া আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণকন্যা জানিতে পারিয়া দক্ষিণহস্ত ধারণ করত কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন এবং যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া আপনার নগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নহুষতনয় যযাতি প্রস্থান করিলে পর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবযানী দুঃখিত হইয়া অভ্যাগত ঘূর্ণিকা নামে পরিচারিকাকে কহিলেন, ঘূর্ণিকে! শীঘ্র গিয়া আমার পিতাকে আনুপূর্ব্বিক সংবাদ দাও। আমি এখন বৃষপর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিব না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ঘূর্ণিকা তাঁহার আদেশানুসারে শীঘ্র অসুরসদনে শুক্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! বৃষপর্ব্বার দুহিতা কাননমধ্যে দেবযানীকে বিনাশ করিয়াছে। শুক্র শুনিয়া কন্যার অনুসন্ধান করিতে বেগে কাননে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করত দুঃখিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, নন্দিনি! মনুষ্য আপনার দোষ ও গুণেই সুখ দুঃখ ভোগ করে; অতএব বোধ হইতেছে, যিনি তোমার এই দুরবস্থা করিয়াছেন, তুমি তাঁহার কোন অপকার করিয়া থাকিবে।

দেবযানী বলিলেন, আমার দুরবস্থা হউক বা না হউক, বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমায় যে কথা বলিয়াছে, সত্য করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ করুন। অসুরদুহিতা ক্রোধে রক্তনয়না হইয়া দর্পভরে আমাকে স্তুতিপাঠক, যাচক ও প্রতিগ্রাহকের কন্যা বলিয়াছে এবং আপনাকে স্তূয়মান, দাতা, ও অপ্রতিগ্রাহীর কন্যা বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছে। আমি তাহার এই সুতীক্ষ্ণ পরুষ বাক্য শুনিয়া অন্য কিছুই বলি নাই; কেবল বলিয়াছিলাম, আমি যদি সত্যই স্তুতিপাঠক, যাচক ও প্রতিগ্রাহকের কন্যা হই, তবে আমার সখী শর্ম্মিষ্ঠার পরিচর্য্যা করিয়া মনস্তুষ্টি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

শুক্র বলিলেন, বৎসে! তুমি স্তুতিপাঠক, যাচক বা প্রতিগ্রাহকের দুহিতা নও। তোমার পিতা কখনই কাহারও

স্তব করেন না বরং সকলে নিরন্তর তাঁহারই স্তব করে। ইন্দ্র ও নহুষতনয় যযাতি তাহা জানেন; বৃষপর্ব্বা নিজেও বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমার ঐশ্বরিক ব্রহ্মবল প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত ও অচিন্ত্যনীয়। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া নিজেই বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যে কিছু দ্রব্য আছে, আমি সে সকলেরই অধিকারী। আমি প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত জলবর্ষণ করি; তাহাতেই সমুদায় পুষ্প ও ওষধি জন্মে।

শুক্র বিষাদ ও শোকভরে একান্তকাতরা দুহিতাকে এই সকল মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শুক্র বলিলেন, দেবযানি! অন্যকৃত নিন্দাকে উপেক্ষা করিতে পারিলে, সকলকেই জয় করা হয়। যিনি উদ্ভূত ক্রোধকে যথার্থ নিবারণ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়। অশ্বকে সংযত করিতে না পারিলে, কেবল রশ্মি ধরিলেই লোকে কাহাকেও সারথি বলে না। ক্রোধোদয় হইলে, যদি তদনুসারে কার্য্য করা না যায়, তাহা হইলেই সকলকে জয় করা হয়। নন্দিনি! যে ব্যক্তি, সর্প জীর্ণত্বকের ন্যায়, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধের পরিহার করিতে পারে, সেই যথার্থ পুরুষ। যিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন, যিনি অন্যের নিন্দায় উপেক্ষা করেন, যিনি অন্যের নিকট কষ্টসহ্য করিয়াও তাহাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা না করেন, তিনিই পুরুষার্থলাভের যথার্থ যোগ্যপাত্র। যিনি কিছুতেই বিরত না হইয়া শত বৎসর মাসে মাসে যজ্ঞ করেন এবং যিনি কখন কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ না হন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে যাঁহার

কখন ক্রোধ হয় না, তিনিই শ্রেষ্ঠ। বালক ও বালিকারা অজ্ঞানবশতঃ যে পরস্পর কলহ করে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার অনুকরণ করেন না; কারণ, বালক বালিকা বলাবল বুঝিতে পারে না।

দেবযানী বলিলেন, পিতঃ! আমি বালিকা হইলেও ধর্ম্মের অর্থ এবং ক্রোধ ও ক্ষমার বলাবল বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার না করে, হিতেচ্ছু মনুষ্যেরা তাহাকে ক্ষমা করেন না। এই সকল অসুরগণের আচরণ অতিশয় নিকৃষ্ট; অতএব ইহা-দিগের নিকট বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যাহারা কৌলিন্য ও চরিত্র লইয়া নিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি কখ-নই তাহাদিগের নিকট থাকিবে না। যাহারা আভিজাত্য ও চরিত্রের গৌরব বিশেষরূপে অবগত আছেন, সেই সকল সাধু ব্যক্তির মধ্যে বাস করাই উচিত; সেই বাসই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যেরা অগ্নির নিমিত্ত যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করে, বৃষপর্ব্বদুহি-তার নিদারুণ পরুষবাক্যও সেইরূপই আমাকে দগ্ধ করি-তেছে। দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া সপত্নদিগের উপাসনা করা অপেক্ষা সংসারে অধিকতর দুষ্কর আর কিছুই নাই। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, সে ব্যক্তির মরণই মঙ্গল।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শুক্র আর কিছুমাত্র বিবে-চনা না করিয়াই বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! পাপ পৃথিবীর ন্যায় তৎক্ষণ-মাত্রেই ফল প্রসব করে না; কিন্তু শনৈঃশনৈঃ গুপ্তভাবে

কর্ত্তার মূলচ্ছেদ করিতে থাকে। অধর্ম্ম আপনাতেই হউক্, পুত্রেতেই হউক্, পৌত্রেতেই বা হউক, অবশ্যই ফলিয়া থাকে; গুরুভোজন কখনই উদরে পরিপাক পায় না। তোমরা পুণ্যশীল ধর্ম্মজ্ঞ গুরুশুশ্রূষারত অস্মদ্গৃহবাসী বৃহস্পতিতনয়কে বধ করিয়াছিলে; তোমার দুহিতাও আমার কন্যাকে সংহার করিয়াছিল; অতএব আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব; তোমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিব না। কি আশ্চর্য্য! অসুররাজ! আমাকে মিথ্যাপ্রলাপী বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ; তাহা না হইলেই বা আপনার দোষসংশোধনে এখনও উপেক্ষা করিবে কেন?

বৃষপর্ব্বা বলিলেন, ভার্গব! আপনার প্রতি অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছি, অথবা আপনাকে মিথ্যাপ্রলাপী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি, এরূপ মনে হয় না। আপনাকে ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় বলিয়া বিলক্ষণ জানি; অতএব প্রসন্ন হউন। প্রভো! যদি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া যান, তবে আমরা সকলেই সমুদ্রগর্ত্তে প্রবেশ করিব; তদ্ভিন্ন অন্য গতি দেখিতেছি না।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, সমুদ্রেই মগ্ন হও, দিকে দিকে পলায়নই বা কর, আমি এখানে থাকিব না; দুহিতার দুঃখ আর সহ্য করিতে পারি না; সে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। আমার জীবন তাহারই অধীন। অতএব অগ্রে তাহাকে প্রসন্ন কর। দৈত্যরাজ! তুমি বিলক্ষণ জান, বৃহস্পতি ইন্দ্রের ন্যায়, আমি তোমার মঙ্গল করিয়া থাকি।

বৃষপর্ব্বা বলিলেন, ভার্গব! ভূমণ্ডলে অসুরদিগের যে কিছু বিত্ত এবং যে সকল গো, হস্তী ও অশ্ব আছে, আপনি সে সমুদায়েরই অধিকারী।

শুক্র বলিলেন, দৈত্য! যদি তাহা সত্য হয়, তবে অগ্রে দেবযানীকে সন্তুষ্ট কর। বৃষপর্ব্বা তাহাই স্বীকার করিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শুক্র বৃষপর্ব্বার উক্তপ্রকার বাক্য শুনিয়া দেবযানীর নিকট গমন করত সমুদায় উল্লেখ করিলেন। দেবযানী বলিলেন, পিতঃ! আপনি যে অসুরদিগের নিখিল ধনের অধিকারী; সে কথা নিজমুখেই বলিতেছেন; তাহাতে বিশেষ প্রত্যয় হইতেছে না; রাজা আপনিই বলুন।

তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা বলিলেন, শুচিস্মিতে দেবযানি! যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর; অতিশয় দুর্ল্লভ হইলেও আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

দেবযানী বলিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র কন্যার সহিত আমার পরিচারিকা হউক্। আর, পিতা আমাকে যে স্থানেই দান করিবেন, তাহাকে আমার সঙ্গে সেই স্থানেই যাইতে হইবে।

বৃষপর্ব্বা, শ্রবণ করিয়া, নিকটস্থিতা ধাত্রীকে কহিলেন, ধাত্রি! শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে লইয়া আইস; দেবযানী যাহা অভিলাষ করিতেছেন, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে।

ধাত্রী রাজার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজপুত্রি! শীঘ্র উঠ; বিলম্ব করিও না; জ্ঞাতিদিগের হিতসাধন কর। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন; এক্ষণে আচার্য্যতনয়া যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, তোমায় তাহাই করিতে হইবে।

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য আমায় আহ্বান করিতেছেন; অতএব অবশ্যই যাইব এবং দেবযানী যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিব। আমার দোষে শুক্রাচার্য্য ও দেবযানী দৈত্যদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা কোনমতেই হইবে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা পিতার আদেশ-

ক্রমে সহস্র কন্যাসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন এবং দেবযানীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, দেবযানি! এক সহস্র কন্যার সহিত দাসী হইয়া তোমার পরিচর্য্যা করিব এবং তোমার পিতা তোমাকে যেখানে দান করিবেন, আমি সেই স্থানেই তোমার সঙ্গে যাইব।

দেবযানী বলিলেন, শর্ম্মিষ্ঠে! আমি তোমার পিতার স্তুতিপাঠক, যাচক ও প্রতিগ্রাহকের কন্যা; তুমি আমার দাসী হইবে কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, দেবযানি! যে কোন প্রকারেই হউক, সর্ব্বদা জ্ঞাতিদিগের সুখসাধন আমার উচিত; অতএব যেস্থানে পিতা তোমায় দান করিবেন, আমি তোমার সহিত সেই স্থানেই যাইব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! বৃষপর্ব্বদুহিতা এইরূপে দাস্য স্বীকার করিলে পর, দেবযানী পিতাকে বলিলেন, তাত! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; বুঝিলাম, তোমার বিদ্যা ও বিজ্ঞান নিষ্ফল নহে; এক্ষণে নগরে প্রবেশ করিব।

তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাশয় শুক্রাচার্য্য কন্যার বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। দৈত্যেরা মহাসমাদরে পূজা করিতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজেন্দ্র! অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবযানী এক দিন ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সেই বনেই প্রবেশ করিলেন এবং সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠাও আপনার অপর সহস্র পরিচারিকা লইয়া

সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। রমণীকুল আনন্দিত হইয়া, কেহ পুষ্পের মধু-পান করিতে লাগিল, কেহ বা নানাবিধ সুস্বাদু ফল পাড়িয়া কতকগুলি ভক্ষণ, কতকগুলি বা দংশন করিয়াই নিক্ষেপ করিল। দৈববশে রাজা যযাতিও মৃগয়া করিতে আসিয়া জলের অনুসন্ধানক্রমে পুনর্ব্বার সেইস্থানেই উপস্থিত হই-লেন। তখন মধুরহাসিনী দেবযানী বসিয়া ছিলেন; শর্ম্মিষ্ঠা পদসেবাদি নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। নিকটে অপর অপর মহিলারা কেহ মধুপান, কেহ বা ক্রীড়া করিতেছিল। রাজা সেই বিদ্যালঙ্কারভূষিতা অসাধারণসুন্দরী সীমন্তিনীদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বপ্রধানা শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভে! বোধ হইতেছে, এই দুই সহস্র কন্যা তোমাদিগের দুই জনের পরিচারিকা। আমি তোমাদিগের নাম ও বংশ জানিতে বাসনা করি।

দেবযানী বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! আমি অসুরগুরু ভগবান্ শুক্রের কন্যা; আর এই আমার দাসী ও সখী শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্য-রাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা। আমি যেখানে যাইব, প্রতিজ্ঞা আছে, শর্ম্মিষ্ঠা সেই স্থানে যাইবে।

যযাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুররাজ বৃষপর্ব্বার এই পর-মরূপসী তনয়া কিরূপে তোমার সখী হইয়া দাসী হইলেন, জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

দেবযানী বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! সকলই দৈবক্রমে ঘটিয়া থাকে; অতএব এই দৈবায়ত্ত বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। আপনার আকৃতি, রূপ ও বেশ দেখিয়া এবং আপনার বৈদিক সংস্কৃত বাক্য শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি রাজা হইবেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার নাম কি? আপনি কাহার পুত্র? কোথা হইতেই বা আসিতেছেন?

যযাতি বলিলেন, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সকল

বেদই শ্রবণ করিয়াছি। আমি রাজার পুত্র ও নিজে রাজা; আমার নাম যযাতি।

দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? মৎস্য ধরিতে, পদ্মাদি চয়ন করিতে, অথবা মৃগবধ করিতে ইচ্ছা করেন?

রাজা উত্তর করিলেন, ভদ্রে! আমি মৃগয়ার নিমিত্ত কাননে আসিয়াছি। এক্ষণে জল অনুসন্ধান করিতে করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের নিকট নানাপ্রকারেই অপরাধী হইলাম; অতএব অনুমতি কর, চলিয়া যাই।

দেবযানী বলিলেন, মহারাজ! আমি এই দুই সহস্র কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠাকে লইয়া আপনার অধীন হইলাম; আপনি আমার সখা ও স্বামী হউন। যযাতি বলিলেন, শুক্রতনয়ে! আমি তোমাকে বিবাহ করিবার যোগ্য নহি। তোমার পিতা রাজাদিগকে কন্যাদান করিতে পারেন না।

দেবযানী বলিলেন, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে বিলক্ষণ সংস্রব আছে। তুমি নহুষের তনয়; সুতরাং ঋষি ও ঋষিপুত্র; অতএব আমাকে বিবাহ কর।

রাজা উত্তর করিলেন, সুন্দরি! চারি বর্ণ এক দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সত্য বটে; কিন্তু ধর্ম্ম ও পবিত্রতা সকলের পরস্পর ভিন্ন। ব্রাহ্মণ সকলেরই শ্রেষ্ঠ।

দেবযানী বলিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে অন্যপুরুষ আমার কর-স্পর্শ করে নাই; আপনিই অগ্রে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব আমি এক্ষণে আপনাকে পতিরূপে বরণ করিতেছি; এই যথার্থ ধর্ম্ম। ভূপতে! আমি নিকৃষ্টা রমণী নহি। ঋষিপুত্র এবং স্বয়ং ঋষি হইয়া আপনি যে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আবার অন্যকে কিরূপে গ্রহণ করিতে দিব?

রাজা বলিলেন, যে ব্যক্তি বিশেষ জানে, সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি-

বিষ সর্প ও সুবিস্তৃত প্রদীপ্ত হুতাশন হইতেও ব্রাহ্মণকে দুর্নিবার বলিয়া বোধ করে।

দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! আপনি কি নিমিত্ত দৃষ্টিবিষ সর্প ও অগ্নি অপেক্ষা ব্রাহ্মণকে অধিকতর দুর্ব্বার বলিয়া বলিতেছেন?

রাজা উত্তর করিলেন, সর্প বা অস্ত্র প্রত্যেকে একটীমাত্র প্রাণী বিনাশ করিতে পারে; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে, ব্রাহ্মণ রাজ্য-সমেত সমস্তই সংহার করিতে সমর্থ হন; সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে অধিকতর দুর্নিবার বলিয়া জ্ঞান করি; অতএব তোমার পিতা দান না করিলে, আমি কোনমতেই তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না।

দেবযানী শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! তবে আমি আপনাকে বরণ করিলাম। আপনি, পিতা দান করিলেই গ্রহণ করিবেন। যাচ্ঞা না করিলে, যদি কেহ আপনি কন্যাদান করে, তবে বিবাহ করিতে ভয় কি?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই বলিয়া দেবযানী সংবাদ লইয়া ধাত্রীকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ধাত্রী শীঘ্র গিয়া শুক্রাচার্য্যকে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিল। ভার্গব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যযাতির নিকট আবির্ভূত হইলেন। রাজা দেখিয়াই প্রণাম করত করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন দেবযানী বলিলেন, পিতঃ! এই নহুষতনয় রাজা যযাতি সেই বিপদের সময় পাণিগ্রহণ করিয়া আমাকে তুলিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার করি। আমায় ইহাঁকে দান করুন; সংসারে অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।

শুক্র কহিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ নহুষতনয়! আমার এই প্রিয়-দুহিতা তোমায় পতিরূপে বরণ করিয়াছে; অতএব আমি সম্প্রদান করিতেছি; ইহাকে গ্রহণ কর।

যযাতি বলিলেন, মহাত্মন্! পাছে বর্ণসঙ্করজন্য পা

আমাকে স্পর্শ করে, এই ভয়ে আমি ইহাঁকে গ্রহণ করিতে সাহস করি না।

শুক্র বলিলেন, রাজন্! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; এ বিবাহে অধর্ম্মের ভয় করিয়া বিষণ্ণ হইও না; আমি তোমাকে পাপ হইতে নিষ্কৃতি দিলাম। ক্ষীণাঙ্গী দেবযানীকে বিবাহ কর। ইহার সংসর্গে অনুপম প্রীতি অনুভব করিবে। রাজন্! এই বৃষপর্ব্বদুহিতা অবিবাহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকেও বিশেষ সম্মান করিবে; কিন্তু কখন শয্যায় আহ্বান করিবে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ইহা শুনিয়া যযাতি শুক্রাচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধানানুসারে শুভ বিবাহ করিলেন এবং অনুমতিক্রমে দ্বিসহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী অশেষ বিত্ত লইয়া আনন্দিতমনে আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিবার সময় শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণ রাজার বিশেষ অভ্যর্থনা ও সমাদর করিল।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যযাতি অমরাবতীর ন্যায় আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিয়া দেবযানীকে অন্তঃপুরে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহার আদেশক্রমে অশোকবনের সন্নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় বাস করিতে কহিলেন। তাঁহার সেবার নিমিত্ত সহস্র দাসীও নিযুক্ত করিয়া সমুচিত অশন বসনের বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

এইরূপে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া নহুষতনয় দেবযানীর সহিত বিহার করতঃ দেবতার ন্যায় অনেক বৎসর সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দেবযানী একদা ঋতুকালে স্বামীর

সহবাস করিয়া গর্ব্ভিণী হইলেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন।

তাহার পর, সহস্র বৎসর অতীত হইলে বৃষপর্ব্বতনয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়া একদিন দেখিলেন, তিনি ঋতুমতী হইয়াছেন। তখন ভাবিতে লাগিলেন, আমার ঋতুকাল উপস্থিত; কিন্তু অদ্যাপি স্বামী হয় নাই। কি হইল! কি করিব! কি করিলেই বা কার্য্য সিদ্ধ হইবে। দেবযানী পুত্রলাভ করিয়াছে। আমি বৃথা যৌবনে পদার্পণ করিলাম। দেবযানীর ন্যায় আমিও কি সেই রাজাকে পতিত্বে বরণ করিব? তাহাই কর্ত্তব্য; সেই রাজাই আমাকে পুত্ররূপ ফলদান করিতে পারিবেন। এখন কি নির্জ্জনে আসিয়া ধর্ম্মাত্মা আমাকে একবার দর্শন দেন না? শর্ম্মিষ্ঠা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজাও দৈবক্রমে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেই অশোকবনেই আসিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে দর্শন করত দণ্ডায়মান হইলেন। মধুরহাসিনী বৃষপর্ব্বতনয়া রাজাকে একাকী দেখিয়া নিকটে গিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, রাজন্। চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম বা বরুণ, আপনার অন্তঃপুরে বাস করিলে মহিলাদিগকে কেহই দেখিতে পায় না। মহারাজ! আমাকে সুন্দরী ও সদ্বংশজাতা বলিয়া জানেন; অতএব প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া আমার ঋতু চরিতার্থ করুন।

যযাতি বলিলেন, সুন্দরি! তুমি অনিন্দিত দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি জানি; সূচ্যগ্রমাত্রেও তোমার রূপের দোষ দেখিতেছি না বটে; কিন্তু যখন দেবযানীকে বিবাহ করি, তখন শুক্রাচার্য্য আমায় বলিয়াছিলেন, তুমি কখন শর্ম্মিষ্ঠাকে শয্যায় আহ্বান করিও না।

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, রাজন্! পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, পরিহাস, বিবাহ, ভোগ্যা স্ত্রীর সম্ভোগ, প্রাণসংশয় ও সমস্ত

বিত্তের নাশসম্ভাবনা, এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা কথা কহিলে, অধর্ম্ম হয় না। কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে; সে অন্যায়। কারণ, অনেক স্থলে মিথ্যাসাক্ষ্যে বরং ধর্ম্ম আছে; কিন্তু মহারাজ! দেবযানী ও আমি উভয়েই আপনার পরিচারিকা। তখন আপনি যে, তাহাকেই ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া আমার সহবাস করিবেন না বলিয়াছেন, সেই আপনার মিথ্যা কহা হইয়াছে; অতএব তাহাতে আপনার বিশেষ অধর্ম্ম আছে।

যযাতি উত্তর করিলেন, শর্ম্মিষ্ঠে। রাজা প্রজাদিগের আদর্শস্বরূপ; অতএব মনকষ্ট পাইলেও আমি মিথ্যা বলিতে সাহস করিতে পারি না।

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, রাজন্! সখীর পতি ও আপনার পতি একই। উভয়ের মধ্যে একজন বিবাহ করিলেই দুই জনের হয়। আমার সখীও আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে।

যযাতি বলিলেন, সুন্দরি! আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে যাহা যাচ্ঞা করিবে, তাহাকে তাহাই দান করিব; অতএব তুমি যাচ্ঞা করিতেছ; বল, কি অভিলাষ পূর্ণ করিব।

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, রাজন্! আমাকে অধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করুন। আমি আপনার দ্বারা পুত্রবতী হইয়া সংসারে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণ করিব। কথিত আছে, ভার্য্যা, দাস ও পুত্র, ইহারা তিন জন কখন ধনাধিকারী হয় না। ইহারা যখন যাহা উপার্জ্জন করে, সে সকলই স্বামী লইয়া থাকেন। আমি দেবযানীর দাসী; আপনিও তাহার স্বামী; সুতরাং আমরা উভয়েই আপনার ভোগ্যা; অতএব আমার সহবাস করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার বাক্য সকলই সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সহবাস করত তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন এবং এইরূপে মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া

উভয়ে পরস্পরকে সম্ভাষণ করত নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মধুরহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা তাহাতেই গর্ব্ভিণী হইয়া যথা-কালে দেবসন্তানের ন্যায় এক রাজীবলোচন সন্তান প্রসব করিলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হইয়াছে শুনিয়া, দেবযানী দুঃখিতচিত্তে কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অব-শেষে তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! কাম-বশে এ কি পাপ করিয়াছ?

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, শুচিস্মিতে! এক বেদজ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা ঋষি আসিয়া আমার নিকট অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন; আমি অধর্ম্ম করিয়া কোথাও মনোরথ চরিতার্থ করি নাই। সত্য বলিতেছি, সেই ঋষির সংসর্গেই আমি এই পুত্র লাভ করিয়াছি।

দেবযানী বলিলেন, শুভে! যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ভালই করিয়াছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই ঋষির নাম কি? কোন্ বংশেই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, দেবযানি! আমি ঋষিকে তপোবল ও তেজোদ্বারা সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত দেখিয়া সে সকল কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

দেবযানী বলিলেন, শর্ম্মিষ্ঠে! যদি সত্যই পূজনীয় ব্রাহ্ম-ণের সংসর্গে পুত্র লাভ করিয়া থাক, তবে আমার অণুমাত্রও ক্রোধের অবসর নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর উভয়ে এইরূপ কথোপ-

কথনে হাস্য পরিহাস করিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন।

জনমেজয়! যযাতি দেবযানীর গর্ব্ভে কালক্রমে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই এবং শর্ম্মিষ্ঠার উদরে দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, একদিন মধুরহাসিনী দেবযানী রাজা যযাতি সমভিব্যাহারে সেই নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেখিলেন, দেবপুত্রের ন্যায় তিনটী বালক ক্রীড়া করিতেছে। তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অমরতনয়ের ন্যায় মনোহর এই তিনটী কাহার পুত্র? ইহাদিগের তেজ, কান্তি ও রূপ দেখিয়া অবিকল আপনার সমান বলিয়া বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শুক্রদুহিতা রাজাকে এই কথা বলিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? কে তোমাদিগের পিতা? সত্য করিয়া বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন তাহারা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজাকে তর্জ্জনীদ্বারা দেখাইয়া কহিল, ইনি আমাদিগের পিতা এবং শর্ম্মিষ্ঠা আমাদিগের মাতা।

এই বলিয়া সকলে এককালেই রাজার নিকট আগমন করিল। ভূপতি, দেবযানী নিকটে রহিয়াছেন বলিয়া, তাহাদিগের আদর করিতে পারিলেন না। বালকেরা রোদন করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট প্রস্থান করিল। রাজাও তাহাদিগের বাক্য শুনিয়া লজ্জিত হইলেন।

তখন দেবযানী যযাতির প্রতি পুত্রদিগের প্রণয় দর্শন করত সমুদায় বুঝিতে পারিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কহিলেন, দুষ্টে! আমার অধীন হইয়া কিরূপে আমারই মন্দ করিলে? আবার সেই আসুরধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র ভয় হইল না?

শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, চারুহাসিনি! আমি যে সেই ঋষির কথা কহিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই আছে। ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারেই কার্য্য করিয়াছি; অতএব তোমাকে ভয় করি নাই। যখন তুমি রাজাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলে, আমিও সেই সময়ে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছি। শুভে! ধর্ম্মবেত্তারা বলিয়া থাকেন, সখীর স্বামী আপনার স্বামী। তুমি ব্রাহ্মণদুহিতা; অতএব আমা অপেক্ষা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠা; সুতরাং আমার পূজা ও সম্মানের পাত্রী। কিন্তু সুন্দরি! তুমি কি জান না, রাজর্ষি তোমার অপেক্ষাও আমার অধিকতর পূজনীয়?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শর্ম্মিষ্ঠার বাক্য শুনিয়া দেবযানী রাজাকে কহিলেন, রাজন্! আর আমি এখানে থাকিব না; আপনি আমার মন্দ করিয়াছেন। এই বলিয়াই সুন্দরী সহসা উঠিয়া রোদন করিতে করিতে শীঘ্র শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রস্থান করিলেন। রাজা সান্ত্বনা করিতে করিতে অস্তেব্যস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কিন্তু শুক্রতনয়া কিছুতেই ফিরিলেন না। অসিতলোচনা ক্রোধভরে ধাবিত হইয়া অনতিবিলম্বেই পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজাও মুহূর্ত্তপরেই যাইয়া ভার্গবকে বন্দনা করিলেন।

অনন্তর দেবযানী বলিলেন, পিতঃ! ধর্ম্ম অধর্ম্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। নীচের বৃদ্ধি ও ভদ্রের হ্রাস হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা আমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। রাজা যয়াতি তাহার গর্ব্ভে তিনটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু মন্দভাগিনী দুইটী বই লাভ করি নাই। তাত! এই মহারাজ লোকে ধর্ম্মজ্ঞ-বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু আমার মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই।

শুক্র বলিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্মপূর্ব্বক

থে মন্দ করিয়াছ, তাহাতেই জরা আসিয়া তোমাকে শীঘ্র আক্রমণ করিবে।

যযাতি বলিলেন, ভগবন্! দানবেন্দ্রদুহিতা ঋতুরক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাকে যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন; সুতরাং ধর্ম্মের প্রতিপালন হইবে বলিয়াই আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি যাচিত হইয়া রমণীর ঋতু সফল না করে, ধার্ম্মিকেরা তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন। সাভিলাষা কামিনী নির্জ্জনে আসিয়া প্রার্থনা করিলে, যদি কেহ তাহার অভিলাষ পূর্ণ না করে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মহানি হয়। ভ্রূণহত্যাপাতকও তাহাকে আক্রমণ করে। ভৃগুবংশধর! এই সকল অধর্ম্মভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া আমি শর্ম্মিষ্ঠার কামনা চরিতার্থ করিয়াছিলাম।

শুক্র কহিলেন, নহুসতনয়! তুমি আমার অধীন; অতএব আমার অনুমতির অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল। তুমি ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ অন্যায়াচরণ করাতে চৌর্য্যদোষে দোষী হইয়াছ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ অভিশাপ দিলে, নহুষতনয় যযাতি যৌবন ত্যাগ করত তৎক্ষণাৎ জরাপ্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, ভার্গব! এখনও আমার যৌবনের আশা তৃপ্ত হয় নাই; দেবযানীরে লইয়া বিহার করিতে বিলক্ষণ বাসনা রহিয়াছে; অতএব প্রসন্ন হউন; কৃপা করিয়া আজ্ঞা করুন, যেন জরা আমাকে স্পর্শ না করে।

শুক্র কহিলেন, রাজন্! আমার বাক্য মিথ্যা হয় না; তুমি জরাগ্রস্ত হইয়াছ; কিন্তু ইচ্ছা হইলে, উহা অন্যকে দান করিতে পার।

যযাতি বলিলেন, ব্রহ্মন্! তবে আজ্ঞা করুন, যে পুত্র আমাকে যৌবন দান করিয়া জরা গ্রহণ করিবে, সেই আমার রাজ্য, পুণ্য ও কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, মহারাজ! ইচ্ছা হইলে, তুমি আমাকে চিন্তা করিয়া যাহাকে ইচ্ছা, জরা দান করিতে পারিবে। আর, যে পুত্র তোমাকে যৌবন দান করিবে, সেই রাজ্য, সুদীর্ঘ পরমায়ু, কীর্ত্তি ও বহুসন্তান প্রাপ্ত হইবে।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যযাতি এইরূপে জরাগ্রস্ত হইয়া আপন নগরীতে প্রত্যাগমন করত জ্যেষ্ঠ উপযুক্ত পুত্র যদুকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! শুক্রাচার্য্যের শাপে জরা, বলী ও পলিত লইয়া আমায় আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু আমি এখনও যৌবনসুখ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই। অতএব, যদো! তুমি আমার জরা ও তজ্জন্য যাবতীয় অসুখ গ্রহণ কর। আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়ভোগ করিব।

যদু উত্তর করিল, রাজন্! জরায় পানভোজনবিষয়ক নানা অসুবিধা ঘটে; অতএব তাহা গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে, তাহার শ্মশ্রু পক্ক হইয়া শুভ্রবর্ণ হয়; আনন্দ দূরে পলায়ন করে; বলী সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করিয়া ফেলে; বলের হ্রাস হয়; শরীর কৃশ হইয়া যায়; কার্য্যে শক্তি থাকে না এবং বন্ধু ও উপজীবী লইয়া যৌবনসুখ অনুভব করিবার ক্ষমতাও তিরোহিত হয়; অতএব আমি জরা লইব না। আপনার আরও পুত্র আছে; তাহাদিগকে আমা অপেক্ষা অধিকতর ভালও বাসেন অতএব তাহাদিগের কাহাকেও বলুন, আপনার জরা গ্রহণ করে।

যযাতি বলিলেন, বৎস! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনার যৌবন প্রদান করিলে না; অতএব তোমার পুত্রেরা রাজ্য পাইবে না।

অনন্তর তুর্ব্বসুকে বলিলেন, পুত্র! তুমি আমার জরা ও তজ্জন্য যাবতীয় অসুখ গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়ভোগ করিব। শেষে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তোমাকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিব।

তুর্ব্বসু বলিলেন, পিতঃ! আমি জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, জরা বাসনা, ভোগ, বল, রূপ, বুদ্ধি ও প্রাণ সকলই নাশ করে।

যযাতি বলিলেন, পুত্র! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও আপনার যৌবন দান করিলে না; অতএব তোমার প্রজাক্ষয় হইবে। যাহাদিগের আচার ও ধর্ম্ম অতি সঙ্কীর্ণ; যাহারা নিকৃষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট কুলজাত মহিলার গর্ব্ভে সন্তান উৎপাদন করে, যাহারা মাংস ভক্ষণ করে, যাহারা গুরুপত্নী হরণ করে, যাহাদিগের তির্য্যক্‌জাতীয় ন্যায় ব্যবহার এবং যাহারা অন্ত্যজ, পাপিষ্ঠ ও ম্লেচ্ছ; মূঢ়! তুমি তাহাদিগেরই রাজা হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যযাতি আপনপুত্র তুর্ব্বসুকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্যুকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার বর্ণরূপনাশিনী জরা গ্রহণ করিয়া আপনার যৌবন দান কর; পরে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, আমি পুনর্ব্বার আপনার জরা ও তজ্জন্য সমুদায় অসুবিধা গ্রহণ করিব।

দ্রুহ্যু বলিল, রাজন্! জরাগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য গজ, অশ্ব, রথ ও স্ত্রীপ্রভৃতি ভোগ্য বিষয় কিছুই ভোগ করিতে পারে না এবং তাহার স্বরভঙ্গ হয়। অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না।

অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার ভোগাভিলাষের অণুমাত্রও হ্রাস হইল না। তখন পূরুকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার যৌবন লইয়া যথাকালে ইচ্ছ ও উৎসাহপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিয়াছি; কিন্তু পুত্র! বাসনা ভোগে তৃপ্ত না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় রত্ন, যব, ধান্য, ধন, স্বর্ণ ও রমণী আছে, মনুষ্য একাকী সেই সমস্তের অধিকারী হইলেও তৃপ্ত হয় না; অতএব বাসনা পরিত্যাগ করিবে। তৃষ্ণাকে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করিতে পারে না; তৃষ্ণা পরমায়ু শেষপ্রায় হইলেও ক্ষীণবল হয় না এবং তৃষ্ণা মনুষ্যের প্রাণনাশক দুঃসাধ্য ব্যাধিস্বরূপ; অতএব তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারিলেই মঙ্গল। পূরো! বিষয়ভোগে এক মনে লিপ্ত হইয়া সহস্র বৎসর অসীম সুখ অনুভব করিয়াছি; কিন্তু পাপীয়সী বাসনা অণুমাত্রও ক্ষীণ না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। অতএব আর নয়; আমি তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত মৃগের সহিত বনে বিচরণ করিব। কাহারও সহিত কলহ করিব না এবং কাহারও সৌভাগ্য দেখিয়া দুঃখিত হইব না। বৎস! তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আপনার যৌবন ও আমার রাজ্য গ্রহণ কর; আমার মহৎ প্রিয় সাধন করিয়াছ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যযাতি এই বলিয়া জরা গ্রহণ করিয়া পূরুকে যৌবন দান করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন ব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাসকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! শুক্রাচার্য্যের নপ্তা দেবযানীর গর্ব্ভসম্ভূত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে না দিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরুকে সিংহাসন দান করিতেছেন কেন? মহারাজ! জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্য পাইতে

পারে না; আপনাকে এই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বলিলাম; অতএব ধর্ম্মপালন করুন।

যযাতি বলিলেন, যে কারণে যদুকে বঞ্চনা করিয়া আমি পূরুকে রাজ্যে অভিষেক করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি; আপনারা সকলে শ্রবণ করুন।

যদু আমার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বটে। কিন্তু সে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই। যে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে, সাধুব্যক্তিরা তাহাকে পুত্র বলেন না। যে ব্যক্তি মাতা পিতার আজ্ঞাকারী ও হিতসাধক এবং যে তাঁহাদিগের সহিত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করে, সেই পুত্র। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহারা সকলেই আমারে অবজ্ঞা করিয়াছে; কিন্তু পূরু আমাকে বিশেষ মান্য করিয়া জরা গ্রহণ করত আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে; অতএব কনিষ্ঠ হইলেও সে আমার উত্তরাধিকারী। বৎস মিত্রের ন্যায় আমার বাসনা পূর্ণ করিয়াছে। আর শুক্রাচার্য্যও বর দিয়াছিলেন, যে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, তিনিই রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। অতএব আপনারা অনুমতি করুন, পূরু রাজ্যে অভিষিক্ত হউক্।

প্রজারা উত্তর করিলেন, মহারাজ! যে পুত্র গুণবান্ ও মাতা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, সে কনিষ্ঠ হইলেও সকল সুখেরই অধিকারী হইতে পারে। পূরু আপনার প্রিয়সাধন করিয়াছে এবং শুক্রেরও এইরূপ আজ্ঞা আছে; অতএব আমরা আর এ বিষয়ে কিছু বলিতে পরি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলে পর, রাজা পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগের সহিত বনে গিয়া বাস করিলেন।

জনমেজয়! যদুর পুত্রেরা যাদব, তুর্ব্বসুর পুত্রেরা যবন, দ্রুহ্যুর পুত্রেরা ভোজ এবং অনুর পুত্রেরা ম্লেচ্ছ বলিয়া

বিখ্যাত হইয়াছিল। পূরু হইতে পৌরববংশের উৎপত্তি হইয়াছে; আপনি তাহাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, নহুষতনয় রাজা যযাতি এইরূপে প্রিয়পুত্র পূরুকে রাজ্য দান করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং কিছুকাল নিয়মপূর্ব্বক ফল মূল আহার করত ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় বাস করিয়া অবশেষে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু অধিক দিন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না; পুরন্দর শীঘ্রই তাঁহাকে তথা হইতে নিক্ষেপ করিলেন। শুনিয়াছি, মহারাজ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হন নাই; অন্তরীক্ষেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কিছুদিনের পর পুনর্ব্বার বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবির সহিত ত্রিদিব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র! কি কর্ম্ম করিয়া মহীপতি স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, শুনিতে বাসনা করি। সূর্য্যসমকান্তি দেবতুল্য যযাতি কুরুকুলের বংশধর ছিলেন। ঐ মহাত্মার কীর্ত্তি অদ্যাপি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, আপনি এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সমক্ষে আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! যযাতি ইহলোকে ও স্বর্গে যেমন যেমন আচরণ করিয়াছিলেন, সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাঁহার উৎকৃষ্ট পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, নিখিল পাপ নষ্ট হয়।

নহুষতনয় যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্য দিয়া যদু প্রভৃতি পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করত হৃষ্টচিত্তে বনে গিয়া বাস করিলেন এবং তথায় নিয়মধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ও ক্রোধের দমন করত দেবতাদিগের পূজা ও বানপ্রস্থবিধানানুসারে অগ্নিতে হোম করিতে লাগিলেন। মহাযশা অভ্যাগত অতিথিদিগকে বন্য ফল মূল ও ঘৃত দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া আপনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র বৎসর এইরূপেই অতীত হইল। অনন্তর ভূপতি কায়মনে নিয়ম ধারণ করিয়া তিন শত বৎসর কেবল জল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বায়ুমাত্র আহার করিয়াও সংবৎসর যাপন করিলেন। অবশেষে পঞ্চাগ্নির মধ্যে তপস্যা করিয়া এক বৎসর অতীত হইল। ছয় মাস একপদেও দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুণ্যাত্মা এইরূপে তপস্যা করিয়া চরমে স্বর্গে গমন করিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শুনিয়াছি, পুণ্যাত্মা জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীনাথ কখন দেবলোকে, কখন বা ব্রহ্মলোকে বিচরণ করিয়া বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়াছিলেন। দেবতা, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণ সকলেই তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

অনন্তর মহারাজ একদিন ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। নানাবিধ কথোপকথনসময়ে পুরন্দর প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! যখন পূরু তোমার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাকে কি বলিয়াছিলে? বল।

যযাতি বলিলেন, শক্র! আমি বলিয়াছিলাম, পুত্র! গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ তোমার অধিকারভুক্ত।

তুমি পৃথিবীর মধ্যস্থলের রাজা এবং যাবতীয় অন্ত্যপ্রদেশ তোমার ভ্রাতাদিগের অধীন। এতদ্ভিন্ন উপদেশও দিয়াছিলাম, বৎস! মনুষ্য স্বভাবতই ক্রোধশীল ও অসহিষ্ণু; অতএব যিনি ক্রুদ্ধ না হন এবং যিনি ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই প্রধান। ইতর জন্তু অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ এবং মূর্খ হইতে বিদ্বান্ উৎকৃষ্ট। কেহ তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে, তুমিও কথা প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাহার উপর কুপিত হইবে না; উপেক্ষিত হইলে ক্রোধ ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরই হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে এবং ক্ষমাশীল ব্যক্তি তাঁহার সমুদায় সুকৃত প্রাপ্ত হয়। কখন পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া কাহারও মনঃপীড়া উৎপাদন করিবে না; নীচ উপায় দ্বারা শত্রুকে বশ করিবে না এবং যাহাতে অন্য বিরক্ত হইতে পারে, এরূপ দগ্ধকারী পাপবাক্য প্রয়োগ করিবে না। যে ব্যক্তি মনঃপীড়াদায়ক পরুষবাক্যরূপ তীক্ষ্ণ কণ্টকদ্বারা মনুষ্যদিগকে কষ্ট দেয়, সে মুখে করিয়া রাক্ষস বহন করে। দুরাত্মাকে দেখিলেও লক্ষ্মী ত্যাগ হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি সাধুদিগের আচরণ দেখিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সাধুদিগের চরিত্রকে আদর্শ করিয়াই আপনাদিগের কর্ম্ম সমালোচন করেন; অতএব অসতের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সাধুদিগের আচরণই গ্রহণ করিবে। বাক্যবাণ মুখ হইতে নিক্রান্ত হইয়া যাহাকে আঘাত করে, সে দিবারাত্রিই শোক করিতে থাকে; অতএব উহা মনুষ্যের মর্ম্মস্থানেই পতিত হয়; সুতরাং কদাচ তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে না। প্রাণীদিগের প্রতি দয়া, মিত্রতা, দান ও মিষ্টবাক্য দ্বারা যেরূপ দেবতার আরাধনা হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না; অতএব সর্ব্বদা স্নিগ্ধবাক্য প্রয়োগ করিবে; কখন পরুষ কথা বলিবে না। পূজ্য ব্যক্তিদিগকে পূজা করিবে, দান করিবে এবং আপনি কখন যাচ্ঞা করিবে না।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, নহুষতনয়! তুমি যখন গৃহত্যাগ করিয়া বনে গমন করত তপস্যা করিয়াছিলে, বল দেখি, তখন তোমার সমান তপস্বী কে ছিল?

যযাতি বলিলেন, বাসব! বোধ হয়, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিদিগের মধ্যে আমার সমান তপস্বী কেহই ছিল না; অন্ততঃ বিশেষ চিন্তা করিয়াও আমি দেখিতেছি না।

ইন্দ্র বলিলেন, তুমি প্রভাব না জানিয়াই তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তোমার সমান এবং তোমা হইতে নিকৃষ্ট, সকলকেই অবজ্ঞা করিলে; অতএব তোমার পুণ্যক্ষয় হইল; সুতরাং স্বর্গ হইতে পতিত হইলে।

যযাতি বলিলেন, শক্র! যদি দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যদিগের অবমাননা করিলাম বলিয়া আমি সত্যই স্বর্গলোক হইতে পতিত হইলাম, তবে আজ্ঞা করুন, যেন, সাধুদিগের মধ্যে বাস করিতে পারি।

ইন্দ্র কহিলেন, যযাতে! তুমি সাধু ব্যক্তিদিগের মধ্যেই পতিত হইবে এবং পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আর কখন তোমার সমান বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যযাতি এই কারণে পুণ্যলোক হইতে পতিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে সদ্ধর্ম্মপ্রতিপালক ব্রহ্মর্ষি অষ্টক দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইন্দ্রতুল্যরূপশালিন্ যুবক! তুমি কে? খেচরশ্রেষ্ঠ সূর্য্য তমোরাশির ন্যায় মেঘপুঞ্জ ভেদ করিয়া পতিত হইতেছ? তোমার

অগ্নি ও সূর্য্যসমান অপ্রমেয় কান্তি দেখিয়া সকলেই কি পড়িতেছে ভাবিয়া হতজ্ঞান হইয়াছে। আমরা তোমাকে আকাশপথে অবস্থিত এবং তোমার শক্র, সূর্য্য ও বিষ্ণুর ন্যায় প্রভাব দেখিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিলাম। যদি তুমি অগ্রে আমরা কে জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে অগ্রে প্রশ্ন করিয়া, এরূপ অসভ্যতা প্রকাশ করিতাম না। হে মনোহরমূর্ত্তে! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কাহার পুত্র? কি কারণেই বা আগমন করিতেছ? তোমার ভয় দূর হউক; বিষাদ ও মোহ পরিত্যাগ কর। তুমি সাধুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছ; এক্ষণে স্বয়ং বলনিসূদন পুরন্দরও তোমায় তিরস্কার করিতে পারেন না। সাধু ব্যক্তিরা সুখভ্রষ্ট সজ্জনদিগের অবলম্বনস্থান। সেই স্থাবরজঙ্গমের ঈশ্বর অনেক সাধুও এস্থানে সমবেত হইয়াছেন; অতএব তুমি এক্ষণে আপনার তুল্য সজ্জনদিগের নিকটেই উপস্থিত হইয়াছ। কেবল অগ্নিই তাপ দান করিতে পারেন; কেবল পৃথিবীই বীজ ধারণ করিতে পারেন; কেবল সূর্য্যই প্রকাশ করিতে পারেন এবং কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিই সাধুদিগের উপর আধিপত্য করিতে পারেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

যযাতি কহিলেন, আমার নাম যযাতি; আমি নহুষের পুত্র এবং পূরুর পিতা। সকল প্রাণীর অবমাননা করিয়াছিলাম বলিয়া, আমার পুণ্যক্ষয় হইয়াছে; সেই হেতু দেবতা ও সিদ্ধর্ষিসেবিত স্বর্গলোক হইতে পতিত হইতেছি। আমি আপনাদিগের অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ; সুতরাং আপনাদিগকে

অভিবাদন করি নাই। কথিত আছে, যিনি বিদ্যা, তপস্যা অথবা বয়সে জ্যেষ্ঠ, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকেই পূজা করিয়া থাকেন।

অষ্টক বলিলেন, রাজন্! আপনি বলিলেন, যে বয়সে জ্যেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু লোকে বলিয়া থাকে, যে বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা জ্যেষ্ঠ, সেই ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পূজনীয়।

যযাতি বলিলেন, গর্ব্ব সমুদায় পুণ্য কর্ম্ম নষ্ট করে। দর্পোদ্ধত ব্যক্তিই এই নরকপ্রদ পাপ করিয়া থাকে; কিন্তু সাধু ব্যক্তির তাহাদিগের অনুকরণ করেন না। প্রাচীনকালীন বিজ্ঞ লোকেরা পুণ্যবৃদ্ধি হইবে বলিয়া কখনই গর্ব্ব করিতেন না। আমার এরূপ যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চিত ছিল; কিন্তু সমুদায়ই নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে চেষ্টা করিলেও আর পাইব না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমার এই দুর্গতি দেখিয়া আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত কামক্রোধাদিজন্য দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে। যে ব্যক্তি বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইয়া উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যিনি নিখিল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া বিনীত হন এবং যিনি সমস্ত বেদপাঠ করিয়া মমতা বিসর্জ্জন করত তপস্যায় প্রবৃত্ত হন্, তিনিই স্বর্গলাভ করেন। ধন পাইয়া কখন আহ্লাদ প্রকাশ করিবে না এবং বেদপাঠ করিয়া কখন অহঙ্কারী হইবে না। সংসারে প্রত্যেকেরই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন; কেহ পুণ্য, কেহ বা পাপশীল। সুখ ও দুঃখ ভাগ্যের অধীন; বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতিকার করা যায় না; অতএব দৈবকেই বলবান্ জানিয়া আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে; হর্ষ ও বিষাদ দ্বারা আপনার অনিষ্ট করিবে না; মনুষ্য দৈবের অধীন হইয়াই সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, তাহাতে নিজের কোন ক্ষমতাই নাই; অতএব দৈবকেই বলবান্ জানিয়া অবস্থাভেদে কোন রূপেই হৃষ্ট বা খিন্ন হইবে না।

সুখ বা দুঃখ, উভয় অবস্থাতেই সমভাব প্রকাশ করিবে। অষ্টক! আমি কিছুতেই ভয় করি না এবং কোন কষ্টই আমাকে মানসিক যন্ত্রণা দিতে পারে না। আমি নিশ্চয় জানি, বিধাতা আমাকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংসারে আমি সেইরূপই হইব। স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, কৃমি, জলবিহারী মৎস্য এবং প্রস্তর, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সকলই পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে মোক্ষযোগ্য আপন আপন শরীর পাইয়া ব্রহ্মে লীন হইবে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই নশ্বর। অষ্টক! বল দেখি, তবে কি নিমিত্ত দুঃখিত হইব? কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে যে, দুঃখভোগ করিতে হইবে না, তাহা বুদ্ধির অগম্য; অতএব তাপ করা বৃথা।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অষ্টক সর্ব্বগুণসম্পন্ন শূন্যমার্গস্থিত মাতামহ যযাতির কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি মহাভূতাদির স্থিতি ও অন্ত অবগত আছেন এবং নারদাদির ন্যায় ধর্ম্ম কথা কহিতেছেন। এক্ষণে আপনি যে যে লোক যত কাল ভোগ করিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করুন।

যযাতি বলিলেন, আমি প্রথমতঃ এই পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম; পরে মহৎলোক জয় করিয়া সেখানে সহস্র বৎসরমাত্র বাস করি। অনন্তর তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সহস্রতোরণদ্বারে ভূষিত শত যোজন ইন্দ্রপুরীতে গমন করিয়া সেখানেও সহস্র বৎসরমাত্র বাস করতঃ পরিশেষে তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ সর্ব্বরোগবিরহিত দুষ্প্রাপ্য লোকনাথ প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হই। সেখানেও সহস্র বৎসর বসতি করি। তৎকালে আমার প্রভাব ও দ্যুতি দেবতাদিগের তুল্য হইয়াছিল। আমি যথা ইচ্ছা, দেবদেবের নিকেতনে ভ্রমণ করিতাম। অনন্তর অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনবনে পবিত্রগন্ধ পুষ্পিত মনোহর পাদপরাজি নিরীক্ষণ করিয়া দশ

লক্ষ বৎসর ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করিয়া বিহার করি। সেই সময় অতীত হইলে, এক দিন শুনিলাম, ভীমমূর্ত্তি দেবদূত উচ্চৈঃস্বরে তিনবার বলিল "ধ্বস্ত হও" "ধ্বস্ত হও" "ধ্বস্ত হও"। আমি এইমাত্র জানি, তৎক্ষণাৎ আমার পুণ্য নষ্ট হইল এবং আমি নন্দন হইতে ভ্রষ্ট হইলাম। পড়িতে পড়িতে শুনিলাম, অন্তরীক্ষে দেবতারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন, হায়! কি কষ্টের বিষয়! পুণ্যক্ষয় হইল বলিয়া পুণ্যাত্মা পবিত্রকীর্ত্তি যযাতি ঐ পতিত হইতেছেন! আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কোথায় সাধু-দিগের মধ্যে পতিত হই? তাঁহারা তোমাদিগের যজ্ঞভূমি দেখাইয়া দিলেন। তদনুসারে আমি দৈশিক হবির্গন্ধ আঘ্রাণ এবং চতুর্দ্দিক্ ধূমে কৃষ্ণবর্ণ প্রত্যক্ষ করতঃ নিদর্শন পাইয়া এই যজ্ঞভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যপ্রিয়! আপনি কামরূপী হইয়া দশলক্ষ বৎসর নন্দনে বাস করিয়া অবশেষে যে, পৃথিবীতে পতিত হইলেন, তাহার কারণ কি?

যযাতি বলিলেন, যেমন ধনক্ষয় হইলে ইহলোকে মনু-ষ্যকে বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরকালে পুণ্যের নাশ হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারাও তাঁহার সঙ্গত্যাগ করেন।

অষ্টক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পরলোকে কিরূপে পুণ্যের ক্ষয় হয়? কোন্ সৎকর্ম্ম করিয়া মনুষ্য কোন্ লোকেই বা গমন করে? জানিতে আমার মন একান্ত বাসনা করিতেছে। আপনি সকলেরই উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস

অবগত আছেন; অতএব অনুগ্রহ করিয়া উল্লেখ করুন। যযাতি কহিলেন, বিপ্র! যাহারা আপনার উৎকর্ষ আপনার মুখে ব্যক্ত করে, তাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়া শারীরিক, মানসিক ও দৈবিক দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে এবং ভোগচেষ্টায় ক্ষীণ হইয়া গৃধ্র ও শৃগালপ্রভৃতির ভক্ষণের নিমিত্ত পুত্রপৌত্রাদিরূপে নানা-শরীর প্রাপ্ত হয়। অতএব নরশ্রেষ্ঠ! সংসারে এই নিন্দনীয় পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। এই ত সমুদায় উল্লেখ করিলাম; আর কি বলিব, বল?

অষ্টক বলিলেন, বার্দ্ধক্যে গৃধ্র ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণ এবং পতঙ্গ সকল মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। তখন তাহারা কোথায় থাকে? কি রূপেই বা পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়? ভৌমনামে নরক কখনই শুনি নাই।

যযাতি বলিলেন, জীব দেহনাশের পর আপন আপন কর্ম্মানুসারে মাতৃগর্ভে প্রথমতঃ অব্যক্তরূপে আবির্ভূত হয়। অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া স্পষ্টরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকে; তাহারই নাম ভৌম নরক; কারণ, এখানে মনুষ্য পরমায়ু শেষ হইলেও দেখিতে পায় না এবং এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত কোন চেষ্টাই করে না। কেহ সহস্র, কেহ বা অশীতি বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে অবশ্যই পতিত হয়। সেই পতনসময়ে তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ভৌম রাক্ষসেরা জীবকে হিংসা করে।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, জীবসকল কি পাপে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইলে, ভীমরূপ ভৌমরাক্ষসেরা তাহাদিগকে হিংসা করে? পতিত হইয়াও প্রাণী কেনই এককালে নষ্ট না হয়? কি রূপেই বা তাহারা পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইয়া গর্ভে আবির্ভূত হয়? সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি।

যযাতি বলিলেন, জীব স্বর্গ হইতে পতনজন্য দুঃখে জল-

ময় হইয়া তাহাতে সূক্ষ্মভূতরূপে অবস্থিতি করে, সেই জলই পুরুষের শুক্ররূপে পরিণত হইয়া দেহের বীজস্বরূপ হয়। প্রাণী শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পুষ্পে ফলের ন্যায় রজোরূপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং গর্ব্ভরূপে পরিণত হয়। জীব উক্ত জলরূপেই বৃক্ষ, ওষধি, জল, বায়ু ও অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হয় এবং উক্তপ্রকারেই গর্ব্ভে আবির্ভূত হইয়া দ্বিপদ চতুষ্পদাদিবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার শরীর ধারণ করে।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! জীব নরযোনিতে উৎপন্ন হইয়া কি আপন শরীরেই আবির্ভূত হয়? অথবা অন্য কোন ভৌতিক দেহ ধারণ করে? চক্ষু কর্ণাদিই বা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়? সমুদায় শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

যযাতি বলিলেন, বায়ুবিশেষ নারীর রজোমিশ্রিত পুরুষের শুক্রকে কর্ম্মফলানুসারে গর্ব্ভাশয়ে আকর্ষণ করে; প্রাণী সূক্ষ্মরূপে তাহাতেই প্রবিষ্ট হয়। গর্ব্ভ সেই বায়ুবলেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর কালবশে শরীর ধারণ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া জানিতে পারে এবং কর্ণ দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বক্দ্বারা স্পর্শ ও মনোদ্বারা চিন্তা অনুভব করে। অষ্টক! এইরূপে জীবাত্মার সূক্ষ্মশরীর স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য মরিলে, লোকে তাহার শরীর দগ্ধ, নিখাত বা অন্য প্রকারে নষ্ট করিয়া ফেলে; অতএব সে আর থাকে না; তবে পুনর্ব্বার কোন্ আত্মা তাহাকে সচেতন করে? জানিতে ইচ্ছা করি।

যযাতি বলিলেন, রাজসিংহ! মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইয়া সূক্ষ্মশরীর ধারণ করত স্বপ্নদর্শনের ন্যায় পাপপুণ্য লইয়া পবন হইতেও অধিকতর বেগে অন্য যোনিতে আবির্ভূত

হয়। পুণ্যাত্মা পবিত্র এবং পাপী নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। পাপাত্মারা কীট পতঙ্গ হইয়াও জন্মে। বিপ্র! আমার আর বক্তব্য নাই। যে প্রকারে চতুষ্পদ, দ্বিপদ প্রভৃতি প্রাণী সকল গর্ব্ভে আবির্ভূত হয়, আমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিবে?

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য তপস্যা কি বিদ্যা দ্বারা সেই উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হয়, যে স্থান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না? ক্রমে ক্রমে কোন্ কোন্ মঙ্গলদায়ক লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমুদায় উল্লেখ করুন।

যযাতি বলিলেন, সাধু ব্যক্তিরা তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা ও সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, এই সাতটীকে স্বর্গের দ্বার বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা এই সাতটীই হারাইয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে ব্যক্তি আপনাকে পণ্ডিতবোধে বিদ্যাদ্বারা পরের যশ নষ্ট করে, সে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয় না এবং তাহার সেই বিপুল বিদ্যাও ব্রহ্মফল দান করিতে পারে না। অধ্যয়ন, মৌন, অগ্নিহোত্র এবং যজ্ঞ, এই চারিটি কর্ম্ম অভয়প্রদ; কিন্তু অভিমানদ্বারা বিকৃত হইলে, চারিটিই ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। সাধু সমধিক সম্মান লাভ করিয়াও কখন আহ্লাদ প্রকাশ করিবে না এবং সাতিশয় অবমানিত হইলেও দুঃখিত হইবে না; কারণ, ইহলোকে সাধু ব্যক্তিরাই সাধুর মান্য করেন; অসাধু ব্যক্তিরা কখনই সাধুর ন্যায় ব্যবহার করে না। এত দান করিলাম, এই যজ্ঞ করিলাম, এত অধ্যয়ন করিলাম; এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলাম, এইরূপ গর্ব্বই ভয়ের কারণ; অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি বিকাররহিত, মনের অগোচর, ভবাদৃশ সাধুদিগের

মঙ্গলকর ব্রহ্মকে আপনাদিগের অবলম্বন বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি ইহলোকে অনুপম শান্তি অনুভব করিয়া পরলোকে মুক্তিলাভ করেন।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টক বলিলেন, গৃহস্থ, ভিক্ষুক, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ইহারা সৎপথ অবলম্বন করত কিরূপ আচরণ করিলে যে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারেন, সে বিষয়ে বেদবেত্তারা অনেকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন।

যযাতি বলিলেন, গুরুগৃহে অবস্থিতিসময়ে গুরু আহ্বান করিলেই পাঠ গ্রহণ করা, গুরু আজ্ঞা না করিলেও তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করা, গুরুর পূর্ব্বে উত্থান ও পরে শয়ন করা এবং বিনীত, জিতেন্দ্রিয়, ধৈর্য্যশালী, সক্ত, সাবধান ও অধ্যয়নশীল হওয়া ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য: তাহা হইলেই তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। অতি প্রাচীন উপনিষদে কথিত আছে, গৃহস্থ ধর্ম্মপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া যজ্ঞ করিবে; সর্ব্বদা দান করিবে; অতিথিদিগকে ভোজন করাইবে এবং কোন ব্যক্তি দান না করিলে, কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। মুনি আহারচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আপনবীর্য্যপ্রভাবেই বনে বাস করিবেন; পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন; অন্যকে দান করিবেন এবং কাহাকেও কষ্ট দিবেন না; তাহা হইলেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। যিনি শিল্পদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করেন না, যিনি গুণবান্, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত, যিনি গৃহস্থালয়ে শয়ন না করেন, যিনি পত্নীত্যাগী এবং যিনি অল্প অল্প গমন

বিষয় ও সুখপ্রদ বাসনাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি তখনই নিয়মপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। অরণ্যচারী কাননমধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয় ত্যাগ করিয়া আপনার সহিত ঊর্দ্ধ ও অধস্তন দশ পুরুষ এবং জ্ঞাতিদিগকে ব্রহ্মে বিলীন করেন।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনি কয় প্রকার? মৌনই বা কয় প্রকার হইতে পারে? জানিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

যযাতি বলিলেন, অরণ্যে বাস করিলেও যাঁহার গ্রাম নিকটবর্ত্তী, অথবা গ্রামে বাস করিলেও যাঁহার অরণ্য পার্শ্বস্থ, তিনিই মুনি।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার অর্থ কি? যযাতি বলিলেন, সাতিশয় বৈরাগ্যসহকারে যোগ করত অরণ্যে বাস করিয়া যোগী গ্রাম্যবস্তু আহরণ করিবার নিমিত্ত কোন যত্নই করেন না; সমুদায় তাঁহার যোগবলে আপনিই উপস্থিত হয়; অতএব বনে বাস করিলেও তিনি গ্রামের নিকটেই আছেন। আর, বিবেকী ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কুটীরে বাস করেন; বংশ, জন্ম বা বিদ্যার অভিমান করেন না; পরমহংস হইয়া ভ্রমণ করেন; কৌপীন আচ্ছাদনে পর্য্যাপ্তমাত্র বসন পরিধান করেন এবং যাহাতে জীবন ধারণমাত্রই হইতে পারে, এইরূপ সামান্য আহার করেন; সুতরাং গ্রামে বাস করিলেও তিনি অরণ্যেই আছেন। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কর্ম্ম ও কামনা পরিত্যাগ করত মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনিই সিদ্ধ হন। তথাবিধ শুদ্ধাহারী, হিংসার সাধনত্যাগী, শুদ্ধচিত্ত, শমাদি যোগৈশ্বর্য্যে অলঙ্কৃত, বাসনারূপ বন্ধনশূন্য এবং হিংসাসম্বলিত ধর্ম্মত্যাগী, বিবেকী ব্যক্তিকে কে না অর্চ্চনা করে? তিনি তপস্যা দ্বারা ক্ষীণ,

পরলোক উভয়কেই জয় করেন। যখন মুমুক্ষু ব্যক্তি সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, কিছুতেই দ্বৈধ জ্ঞান না করিয়া ধ্যানপর হন, তখনই তিনি স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মে লীন হন। যখন তিনি গবাদির ন্যায় হস্তপদাদি দ্বারা আহারচেষ্টা না করেন এবং যখন কেবল প্রাণধারণের নিমিত্তই আহার করেন; কিন্তু তাহার রসাস্বাদন করেন না, তখনই তিনি অবিনশ্বর হন এবং তখনই সমুদায় লোক তাঁহার বশীভূত হয়।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগী ও বিবেকী দুই জনেই চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় নিত্য উদ্যুক্ত হইয়া যত্ন করিতেছেন; কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে কে অগ্রে ব্রহ্মলাভ করিবেন?

যযাতি বলিলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ভোগী মনুষ্যদিগের মধ্যে গ্রামে বাস করিলেও নিজে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিপর হইয়া থাকেন। অপর, শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা জগৎ মিথ্যা বলিয়া তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন; সুতরাং ক্ষণকালের নিমিত্ত সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু যোগীর সে জ্ঞান নাই; অদ্বিতীয়রূপে চিন্তা করিতে অভ্যাস করিলে পর, তাঁহার দ্বিত্বজ্ঞান নষ্ট হইবে; সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে তাঁহার বিলম্ব জন্মে। যে যোগী উক্তবিধ অভ্যাসসাধনের পর্য্যাপ্ত সময় না পাইয়া যোগসিদ্ধিবলে দিব্যাদিব্য বিষয়ভোগ করেন, তিনি চরমে অতিশয় মনস্তাপ সহ্য করেন এবং তাঁহাকে অন্য তপস্যার অনুষ্ঠানও করিতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনাকে ব্রহ্ম

ভোগ করিলেও মুক্ত হন। মোক্ষপ্রবৃত্তিশূন্য পুরুষ স্বর্গাদি-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ধর্ম্মের আচরণ করেন, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ধনের ন্যায় সে সমুদায়ই নিষ্ফল। মোক্ষই ধর্ম্ম-কর্ম্মের উচিত ফল; মোক্ষোদ্দেশে পুণ্যকার্য্য করাই যোগ-সিদ্ধির মূল এবং মোক্ষই একমাত্র গন্তব্য পথস্বরূপ।

অষ্টক বলিলেন, রাজন্! দেখিতেছি, আপনি মনোহর দিব্যকান্তি যুবা পুরুষ; আপনার গলদেশে অপূর্ব্ব বৈজয়ন্তী শোভিত হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? কোন্ ব্যক্তির দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কোন্ দিকেই বা চলিয়াছেন? আপনি কি পৃথিবীতে যাইতেছেন?

যযাতি বলিলেন, আমার সমুদায় পুণ্য ক্ষয় পাইয়াছে; অতএব ভৌমনরক ভোগ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতেই পতিত হইতেছি। আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াই তথায় গমন করিব; লোকপাল সকল আমাকে সত্বর হইতে আদেশ করিতেছেন। নরেন্দ্র! পতিত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন গুণবান্ ও একত্রসমবেত সাধুদিগের মধ্যে পতিত হই; পুরন্দর তাহাই স্বীকার করিয়াছিলেন।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্থিব! বোধ হইতেছে, আপনি পুণ্যকার্য্যের ফলস্বরূপ সমুদায় পবিত্রলোকই জ্ঞাত আছেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষে আমার ধর্ম্মোপার্জ্জিত ভোগ্যস্থান আছে, কি না? তাহা হইলে আপনাকে পতিত হইতে হইবে না।

যযাতি বলিলেন, নরেন্দ্র! এই ভূমণ্ডলে আরণ্য, পার্ব্ব-তীয় ও গ্রাম্য গো, অশ্ব প্রভৃতি যত শ্বাপদ আছে, স্বর্গে তোমার ভোগের নিমিত্ত তত পবিত্র স্থান নির্দ্ধারিত রহি-

অষ্টক বলিলেন, রাজেন্দ্র! তবে আর আপনাকে পতিত হইতে হইবে না; আমি আমার সেই সমস্তই ভোগ্যলোক আপনাকে দান করিতেছি। স্বর্গ বা অন্তরীক্ষ যে স্থানেই থাকুক্, আপনি সেই সকলই অধিকার করুন। আপনার মোহ দূরীভূত হউক্।

যযাতি বলিলেন, ভূপশ্রেষ্ঠ! বেদবিৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণই দান গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিরা কখনই প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ দান করিতে হয়, আমি সেইরূপই করিয়াছি। ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য ব্যক্তি এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পত্নী যাচ্ঞা-জন্য হীনতা স্বীকার করিয়া যেন জীবন ধারণ না করে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে চিরকাল সৎকর্ম্ম করিতেই ইচ্ছা করিয়াছি; পূর্ব্বে কখনই দান গ্রহণ করি নাই; অতএব এক্ষণে কি রূপে করিব?

অনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতর্দ্দন নামে এক মহীপতি বলিলেন, সুন্দর! আমার নাম প্রতর্দ্দন; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষ যে কোন স্থানেই হউক্, আমার পুণ্যোপার্জ্জিত ভোগ্যস্থান আছে, কি না? বোধ হইতেছে, আপনি ধর্ম্মলব্ধ সমুদায় পুণ্যস্থানই জ্ঞাত আছেন।

যযাতি বলিলেন, নরেন্দ্র! সুখপ্রদ, তেজোযুক্ত, শোক-রহিত এত স্থান তোমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে যে, প্রত্যেকে সপ্তদিনমাত্র বাস করিলেও তাহাদিগের শেষ হয় না।

প্রতর্দ্দন বলিলেন, রাজন্! তবে আর পতিত হইতে হইবে না; কি স্বর্গ, কি অন্তরীক্ষ, যে স্থানেই থাকুক্, আপনি আমার পুণ্য লব্ধ সেই সমুদায় ভোগ্য স্থানই অধিকার করুন; আর মোহাচ্ছন্ন হইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

যযাতি বলিলেন, সমানতেজস্বী হইয়া কোন রাজা অন্য রাজার নিকট যোগাসিদ্ধ পুণ্য প্রার্থনা করেন না। অপর, দৈববশে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া নিন্দনীয় কর্ম্ম করা বিদ্বান্ লোকনাথের উচিত নহে। আমার ন্যায় ধার্ম্মিক মহীপতি, ধর্ম্মের পালন করত যশোবর্দ্ধন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতেই চেষ্টা করেন। আপনি যে, যাচ্ঞাজন্য হীনতার কথা কহিতেছেন, তাঁহারা জানিয়া কখনই তাহা স্বীকার করেন না। এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া যাঁহারা সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখনই কেহ এরূপ প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন নাই। অতএব আমি করিতে পারিব না।

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বসুমান্ নামে আর একজন নরপতি কহিলেন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বসুমান্ কহিলেন, আমি ঔষদশ্বতনয় বসুমান্। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত কোন বিশিষ্ট ভোগ্যস্থান আছে, কি না? বোধ হইতেছে, পুণ্যকার্য্যের ফলস্বরূপ সমুদায় পবিত্র স্থানই আপনি জ্ঞাত আছেন।

যযাতি বলিলেন, সূর্য্য অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর সমস্ত দিকে যাবতীয় স্থানে আলোক দেন, স্বর্গে তোমার ভোগের নিমিত্ত তাবৎসংখ্যক স্থান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

বসুমান্ বলিলেন, তবে আর আপনাকে পতিত হইতে

হইবে না; আপনি ঐ সকল অধিকার করুন। যদি দানগ্রহণ করা আপনার দুষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তবে তৃণ দ্বারা ঐ সকল ক্রয় করিয়া লউন।

যযাতি বলিলেন, আমি মন্দ বালক হইতে ভীত হইয়া কখনও অন্যায়পূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় করি নাই। এই কর্ম্ম-ভূমিতে আসিয়া সৎকর্ম্ম করিতেই চেষ্টা করিয়াছি। আমার ন্যায় অন্য কোন মহীপতিই কখন এরূপ করেন নাই; অতএব এক্ষণে আমি কিরূপে করিব?

বসুমান্ বলিলেন, রাজন্! যদি ক্রয় করা আপনার দুষ্য বলিয়া বোধ হয়, তবে আমি আপনাকে দান করিতেছি আপনি ঐ সকল স্থান গ্রহণ করুন। আমি সে সকল স্থানে গমন করিব না।

অনন্তর শিবিনামে আর একজন নরপতি বলিলেন, তাত! আমি উশীনরের পুত্র শিবি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষ, যে কোন স্থানেই হউক, আমার ভোগ্য-লোক আছে, কি না? বোধ হয়, আপনি পুণ্যের ফলস্বরূপ সমুদায় ধর্ম্মস্থান অবগত আছেন।

যযাতি বলিলেন, নরেন্দ্র! তুমি কখনও বাক্য বা মনো-দ্বারা সাধু যাচক ব্যক্তির অবমাননা কর নাই। অতএব স্বর্গে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান অনন্ত বিখ্যাত মহৎ স্থান তোমার ভোগের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

শিবি বলিলেন, রাজন্! যদি ক্রয় করা আপনার অভি-মত না হয়, তবে আমি দান করিতেছি, আপনি ঐ সকল স্থান অধিকার করুন; দান করিয়া আমি আর তাহাদিগকে গ্রহণ করিব না। ঐ সকল স্থানে গমন করিলে, শান্ত ব্যক্তিরা আর শোকপ্রাপ্ত হন না।

যযাতি বলিলেন, শিবে! তুমি ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী হইয়া অনন্তলোক লাভ করিয়াছ বটে; কিন্তু আমি অন্যদত্ত লোকে

বিহার করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব তোমার এই দানে অনুমোদন করিলাম না।

অনন্তর অষ্টক কহিলেন, রাজন্! আমরা প্রত্যেকে আপন আপন পুণ্যলব্ধ লোক আপনাকে দান করিতে প্রস্তাব করিলাম; কিন্তু আপনি স্বীকার করিলেন না; অতএব আপনাকেই ঐ সকল দান করিয়া, আমরা সকলে ভৌমনরকে গমন করিব।

যযাতি বলিলেন, তোমরা সাধু ও সত্যপ্রিয়; অতএব আমি যাহার যোগ্যপাত্র, তোমরা আমাকে তাহাই দান কর; আমি যাহা পূর্ব্বে কখনও করি নাই, তাহা এক্ষণে করিতে পারিব না।

অনন্তর অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ যে হিরণ্ময় পঞ্চরথ দেখা যাইতেছে, ঐ সকল কাহার? মনুষ্যেরা উহাতে আরোহণ করিয়াই স্বর্গে গমন করে?

যযাতি বলিলেন, ঐ যে হিরণ্ময় পঞ্চরথ অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে, ঐ সকল তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবে।

অষ্টক বলিলেন, আপনিই ঐ সকল রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করুন; অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে, আমরাও আপনার অনুগমন করিব।

যযাতি বলিলেন, এক্ষণে আমরা সকলেই পাপশূন্য হইয়া স্বর্গজয় করিয়াছি; অতএব সকলেই একত্র হইয়া গমন করিব; ঐ দেখ, স্বর্গের পথ দেখা যাইতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই সকল ভূপতি রথারোহণে স্বর্গপথে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের পুণ্যপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল।

যাইতে যাইতে অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, ইন্দ্র আমার বিশেষ বন্ধু; অতএব আমিই একাকী

সর্ব্বাগ্রে স্বর্গে গমন করিব; কিন্তু উশীনরের পুত্র শিবি কি কারণে সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিল ?

যযাতি কহিলেন, এই উশীনরতনয় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। অপর দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, শ্রী, ক্ষমা, সৌম্য, সদনুষ্ঠানে অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল এই শিবিরাজার এত অধিক আছে যে, বুদ্ধিদ্বারা তাহাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না। সেই হেতুই তিনি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অষ্টক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রতুল্য মাতামহকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, নৃপতে! সত্য করিয়া বলুন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? ভূমণ্ডলে আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, অন্য কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্ম তাহা করিতে পারেন না।

যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র ও পূরুর পিতা; আমার নাম যযাতি। আমি এই ভূমণ্ডলে সার্ব্বভৌম মহীপতি ছিলাম। তুমি আমার আত্মীয়; অন্য কি, সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদিগের মাতামহ। আমি সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র এবং দেবোদ্দেশে এক শত সুন্দর পবিত্র অশ্ব দান করিয়াছিলাম; এইরূপ করিতে পারিলে, অমরগণ বশীভূত হন। অপর, বাহন, গো, সুবর্ণ ও অন্যান্য ধনে পরিপূর্ণা এই পৃথিবী অর্ব্বুদশত গাভীর সহিত বিপ্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। আমি যাহা বলিতাম, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। আকাশ ও পৃথিবী আমারই সত্যবলে নিশ্চল রহিয়াছে। ভূমণ্ডলে ভগবান্ হব্যবাহও সেই বলে প্রজ্বলিত হইতেছেন। সাধু ব্যক্তিরা এই কারণেই সত্যের সমাদর করিয়া থাকেন। অষ্টক! তোমাদিগের নিকট যাহা বলিতেছি, সকলই সত্য। আমি নিশ্চয় জানি, এক সত্যনিষ্ঠাহেতুই যাবতীয় লোক,

ঋষিগণ ও দেবগণ পূজনীয় হইয়াছেন। যিনি মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া আমাদিগের এই স্বর্গলাভবৃত্তান্ত ব্রাহ্মণদিগের নিকট আনুপূর্ব্বিক যথার্থরূপে সমুদায় বর্ণন করিবেন, তিনিও আমাদিগের পুণ্যলব্ধ লোক প্রাপ্ত হইবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা যযাতি দৌহিত্র হইতে এইরূপে নিস্তার পাইয়া কীর্ত্তিদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করত মিত্রের সহিত স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! পুরুবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ বীর্য্য ও পরাক্রম ছিল এবং যিনি যে প্রকার ছিলেন, সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি। এই বংশীয় ভূপতিরা কেহই কখন দুশ্চরিত্র, ক্ষীণবীর্য্য বা নিঃসন্তান ছিলেন না। সেই বিখ্যাত জ্ঞানী ভূপালসকলের চরিত্র বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা হইতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব পূরুর বংশধর, ইন্দ্রতুল্যতেজঃশালী, প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন রাজাদিগের সকলেরই চরিত্র বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পৌষ্টি নামে পূরুর এক মহিষী ছিল। তাঁহার গর্ব্ভে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবীরই বংশধর। শূরসেনী নামে প্রবীরের পত্নী। তাঁহার উদরে মনস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। রাজীবলোচন মনস্যু চতুঃসাগরবিস্তৃত ধরণী অধিকার করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করিয়াছেন। সৌবীরী নামে

তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তাঁহারই গর্ব্ভে শক্ত, সংহনন ও বাগ্মী-নামে তিন পুত্র জন্মলাভ করেন। তাঁহারা সকলেই বীর ও মহারথ বলিয়া বিখ্যাত। মনস্বী রৌদ্রাশ্ব মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরার গর্ব্ভে দশ পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, ধার্ম্মিক, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যাগশীল ও মহাবীর হইয়া উঠেন। ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, বীর্য্যবান্ কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও ~~সন্তেয়ু~~ এই দশ জন তাঁহাদিগের সন্তান। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী ঋচেয়ু অনাধৃষ্টি নামে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। মতিনার নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্যু নামে মতিনারের চারি পুত্র। তাঁহারা সকলেই অসীমপরাক্রমশালী। উহাঁদিগের মধ্যে তংসু বংশধর হন এবং সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়া বিকাশমান যশোরাশি লাভ করেন। ঈলিন নামে তাঁহার পুত্র। তিনিও সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। রথন্তরী নামে তাঁহার ভার্য্যা। তিনি পঞ্চভূতসঙ্কাশ পঞ্চ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদিগের নাম, দুষ্যন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু। রাজন্! উহাঁদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত রাজত্ব লাভ করেন। মহাযশা ভরত শকুন্তলার গর্ব্ভে দুষ্যন্তের ঔরসে জন্ম প্রাপ্ত হন। সেই ভরত হইতেই ভারত বংশের খ্যাতি বিস্তীর্ণ হইয়াছে। মহারাজ ভরতের তিন পত্নী। তাঁহারা প্রত্যেকে তিন তিন করিয়া নয় পুত্র প্রসব করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কেহই পিতার তুল্য হন নাই; সুতরাং মহীপতি তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই হেতু, প্রসূতিরা রোষভরে আপন আপন পুত্রদিগকে বিনাশ করেন; সুতরাং ভরতের পুত্রোৎপাদন কোন ফলপ্রদই হইল না। তখন মহীপতি বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভরদ্বাজের কৃপায় ভুমন্যু নামে এক

পুত্র লাভ করিলেন এবং যথাকালে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পুষ্করিণী নামে ভুমন্যুর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার গর্ভে সুহোত্র, সুহোতা, সুহবিঃ, সুযজু, ঋচীক ও দিবিরথ নামে ছয় পুত্র জন্মে। উহাঁদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র রাজ্যলাভ করেন। মহাযশা রাজা হইয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং নানারত্নপরিপূরিত সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে হস্তী, অশ্ব, রথ ও অসংখ্য প্রজাবর্গের ভারে আকুলিত হইয়া পৃথিবী মগ্নপ্রায় হইয়াছিল; দেবপূজার স্থান ও যজ্ঞীয় যূপ বসুন্ধরার সর্ব্বপ্রদেশেই দেখা যাইত; শস্য অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত এবং প্রজা নিয়তই বৃদ্ধি পাইত। রাজন্! পৃথিবীপতি সুহোত্র ঐক্ষ্বাকীনাম্নী মহিলার গর্ব্ভে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। উহাঁদিদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অজমীঢ় রাজা হন। তাঁহার নামেই বংশের নাম হইয়াছে। ধূমিনী, নীলা ও কেশিনী নামে অজমীঢ়ের তিন পত্নী। তন্মধ্যে ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলার গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী এবং কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ সমুদায়ে এই ছয় পুত্র উৎপন্ন হয়। পাঞ্চালরাজগণ সেই দুষ্যন্ত ও পরমেষ্ঠীর বংশ। জহ্নুর বংশে কুশিকগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রজন ও রূপিণ হইতে জনাধিপতি ঋক্ষ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বংশধর সম্বরণ তাঁহারই পুত্র। শুনিয়াছি, যখন ঋক্ষনন্দন সম্বরণ রাজত্ব করেন, তখন অনেক প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিভয় প্রভৃতি বহুবিধ আপদ্ প্রজানাশ করিয়া রাজত্ব একবারে ছিন্ন ভিন্ন করে; শত্রুসৈন্য ভারতপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে হত ও আহত করে এবং পাঞ্চালরাজ নিজপরাক্রমে পৃথিবী জয় করিয়া অবশেষে দশ অক্ষৌহিণী বাহিনী সমভিব্যাহারে ভূপতি সম্বরণকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাজয় করেন। ঋক্ষতনয় এইরূপে পরাজিত

হইয়া ভয়ে স্ত্রী, পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গ লইয়া পলায়ন করত সিন্ধুনদের তীরে পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক নিকুঞ্জে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভরতবংশীয়েরা তথায় সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

অনন্তর এক দিন ভগবান্ বশিষ্ঠ সেই স্থানে আগমন করিলেন। ভারতেরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া যত্নপূর্ব্বক অর্ঘ্য দান করত তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর মহাত্মা আসনে উপবেশন করিলে পর, রাজা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের পুরোহিত হউন; আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করি। মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অধিপতি করিয়া সম্বরণকে সাম্রাজ্যে অভিষেক করিলেন। ঋক্ষতনয় এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার নগরে গিয়া ভূপালদিগের নিকট কর আদায় এবং ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তপতী নামে তপতনয়া সম্বরণের সহধর্ম্মিণী। কিছু দিন পরে তিনি কুরুনামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। কুরু অতিশয় ধার্ম্মিক হইয়া উঠিলেন; সুতরাং প্রজারা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। ধর্ম্মাত্মা কুরু জাঙ্গল নামক স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই হেতু, উহা পবিত্র ও তাঁহার নামানুসারে কুরুক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মনস্বিনী বাহিনী তাঁহার মহিষী ছিলেন। তিনি অবিক্ষিৎ, অভিষ্যৎ, চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় নামে পঞ্চপুত্র প্রসব করেন। অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, মহাবল শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি। উঁহাদিগের বংশে উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলহেতুক প্রধান জনমেজয় প্রভৃতি সপ্ত মহারথ জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষিতের ধর্ম্মার্থবিৎ কতকগুলি সন্তান জন্মে। তাঁহাদিগের নাম কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন,

ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসাতি নামে জনমেজয়ের আট পুত্র। তাঁহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, বহিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ ও ভূমন্যু নামে তাঁহার আট পুত্র এবং প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে তিন পৌত্র; পৌত্রদিগের মধ্যে প্রতীপই পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া উঠেন; দেবাপি, শান্তনু ও মহারথ বাহ্লীক নামে প্রতীপের তিন পুত্র। তাঁহাদিগের মধ্যে দেবাপি ধর্ম্ম ও ভ্রাতাদিগের হিতকামনায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন এবং শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্য প্রাপ্ত হন।

মহারাজ! এতদ্ভিন্ন দেব ও দেবর্ষিতুল্য বলবান্ অনেকানেক মহীপাল ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ মনুর বংশে অসংখ্য রাজা উৎপন্ন হইয়া ঐ বংশ বৃদ্ধি করেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার নিকট পূর্ব্বপুরুষদিগের অতি বিস্তৃত জন্মকথা শ্রবণ করিয়া ভরতবংশীয় রাজাদিগের উদার চরিত্র জানিতে পারিলাম; কিন্তু আপনি এই মনোরম উপাখ্যান অতি সংক্ষেপে বলিলেন বলিয়া, তাদৃশী তৃপ্তি হইল না; অতএব অনুগ্রহ করিয়া প্রজাপতি মনু হইতে সমস্ত ভূপালদিগের জন্মবিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক উল্লেখ করুন। ঐ অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিলে কাহার মন আনন্দিত না হয়? উক্ত বংশীয় রাজগণ সকলেই দাতৃত্বাদি

গুণে ভূষিত, অলৌকিক শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন, অক্ষুব্ধ ও উৎসাহশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্ম, গুণ ও মাহাত্ম্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অদ্যাপি ত্রিলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং নিরন্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। ভগবন্! তাঁহাদিগের অমৃততুল্য সুমিষ্ট উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি হয় নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! আমি ব্যাসমুখে আপনার শুভ বংশবিবরণ পূর্ব্বে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিতেছি, মনোযোগ করুন।

দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইলা, ইলা হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ এবং নহুষ হইতে যযাতি জন্মলাভ করেন। শুক্রের দুহিতা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বের নন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা; যযাতির এই দুই সহধর্ম্মিণী। এ স্থলে বংশকীর্ত্তনবিষয়ক এক শ্লোক আছে; "দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পূরনামে সন্তান প্রসব করেন।" সেই যদু হইতে যাদব এবং পূরু হইতে পৌরবদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। পূরু কৌশল্যা নামে মহিলাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে জনমেজয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। জনমেজয় তিনবার অশ্বমেধ ও একবার বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে বনে প্রবেশ করেন। অনন্তানামে মাধবদুহিতা তাঁহার ভার্য্যা। তিনি প্রাচিন্বান্ নামে পুত্র প্রসব করেন। প্রাচিন্বান্ সূর্য্যোদয়ের অবধি পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হয়। তিনি অশ্মকী নাম্নী যাদবদুহিতাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে সংযাতি নামে পুত্র উৎপাদন করেন। সংযাতি দৃষদ্বতের কন্যা বরাঙ্গীকে বিবাহ করেন। অহংযাতি তাঁহারই গর্ভে উৎপন্ন হন। অহংযাতি কৃতবীর্য্যদুহিতা ভানুমতীকে বিবাহ করিয়া

সার্ব্বভৌমনামে পুত্র উৎপাদন করেন। সার্ব্বভৌম, পরাজয় করিয়া কেকয়দুহিতা সুনন্দাকে হরণ করত বিবাহ করেন। সেই কৈকেয়ীর গর্ব্ভে জয়ৎসেন উৎপন্ন হন। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজদুহিতা সুশ্রবানাম্নী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবাচীন নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অবাচীনও অপর বিদর্ভরাজের তনয়া মর্য্যাদাকে বিবাহ করেন। মর্য্যাদার গর্ব্ভে অরিহ উৎপন্ন হন। অরিহ আঙ্গীর পাণিগ্রহণ করিয়া মহাভৌম নামে পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভৌম প্রাসেনজিতের দুহিতা সুযজ্ঞানাম্নী কামিনীকে বিবাহ করেন। অযুতনায়ী সেই সুযজ্ঞার গর্ব্ভে উৎপন্ন হন। তিনি অযুতসংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নাম উপার্জ্জন করেন। পৃথুশ্রবার দুহিতা কামার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কামা অক্রোধন নামে পুত্র প্রসব করেন। অক্রোধন, কলিঙ্গনন্দিনী করম্ভাকে বিবাহ করিয়া দেবাতিথিনামক পুত্র উৎপাদন করেন। বিদেহদুহিতা মর্য্যাদার সহিত দেবাতিথির বিবাহ হয়। মর্য্যাদা অরিহনামে পুত্র প্রসব করেন। অরিহ অঙ্গরাজদুহিতা সুদেবার পাণিগ্রহণ করিয়া ঋক্ষনামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তক্ষকতনয়া জ্বালার সহিত ঋক্ষের বিবাহ হয়। অরিহনন্দন তাঁহারই গর্ব্ভে মতিনারনামক পুত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতীতীরে দ্বাদশবর্ষবিস্তৃত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর যজ্ঞের সমাপ্তি হইলে সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে পতিত্বে বরণ করেন। মহাযশা তাঁহারই গর্ব্ভে তংসুনামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই স্থলে বংশকীর্ত্তনবিষয়ক এক শ্লোক আছে, সরস্বতীর গর্ভসম্ভূত মতিনারনন্দন তংসু কলিঙ্গতনয়াতে ঈলিনামক পুত্র উৎপাদন করেন। রথন্তরী নামে ঈলিনের সহধর্ম্মিণী; তাঁহার গর্ব্ভে দুষ্মন্তপ্রভৃতি পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। দুষ্মন্ত

বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া ভরতনামে পুত্র উৎপাদন করেন। এ স্থলে বংশকীর্ত্তনবিষয়ক দুইটী শ্লোক আছে, "মাতা চর্ম্মকোষস্বরূপ; পিতা তাহাতেই পুত্র উৎপাদন করেন; কার্য্য ও কারণ একই; সুতরাং পিতা ও পুত্রে ভেদ নাই। দুষ্মন্ত! তোমার পুত্রকে ভরণ কর; শকুন্তলারও অবমাননা করিও না। জন্মদাতা আপনিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া আপনাকে নরক হইতে উদ্ধার করে। আপনিই এই পুত্রের জন্মদাতা; শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছেন।" এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাতনয়কে ভরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম ভরত হইয়াছে। ভরত কাশীরাজ সর্ব্বসেনের দুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া ভুমন্যু নামে পুত্র উৎপাদন করেন। দাশার্হতনয়া বিজয়ার সহিত ভুমন্যুর বিবাহ হয়। সুহোত্র তাঁহারই গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুতনয়া সুবর্ণাকে বিবাহ করিয়া হস্তীনামে পুত্র উৎপাদন করেন। সেই হস্তীই এই হাস্তিনপুর স্থাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারই নামে ইহার নাম হইয়াছে। ভরতনন্দন ত্রিগর্ত্ততনয়া যশোধরাকে বিবাহ করেন। বিকুণ্ঠন তাঁহার গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি দাশার্হদুহিতা সুদেবাকে বিবাহ করিয়া অজমীঢ় নামে পুত্র উৎপাদন করেন। কৈকেয়ী; গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষানামে অজমীঢ়ের চারি পত্নী। তাঁহাদিগের গর্ব্ভে চতুর্ব্বিংশ শত পুত্র জন্মে। উঁহাদিগের মধ্যে সম্বরণ বংশধর হইয়াছিলেন। তিনি বিবস্বতের দুহিতা তপতীকে বিবাহ করিয়া কুরুনামে পুত্র উৎপাদন করেন। দাশার্হতনয়া শুভাঙ্গীর সহিত কুরুর বিবাহ হয়। শুভাঙ্গী বিদূরথ নামে পুত্র প্রসব করেন। মাধবনন্দিনী সংপ্রিয়া বিদূরথের সহধর্ম্মিণী। সংপ্রিয়া অনশ্বা নামে পুত্র প্রসব করেন। মগধরাজদুহিতা অমৃতার সহিত অনশ্বার পরিণয় হয়। পরীক্ষিৎ সেই অমৃতার গর্ব্ভে উৎপন্ন

হইয়াছিলেন। তিনি বহুদকন্যা সুযশাকে বিবাহ করিয়া ভীমসেননামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কেকয়দুহিতা কুমারীর সহিত ভীমসেনের বিবাহ হইয়াছিল। প্রতিশ্রবা সেই কুমারীর গর্ব্ভে উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র প্রতীপ। প্রতীপ শিবিরাজনন্দিনী সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যচারী হন। শান্তনু রাজ্যলাভ করেন। এই স্থলে বংশকীর্ত্তনবিষয়ক শ্লোক আছে, শান্তনু যে যে জীর্ণ ব্যক্তিকে করদ্বারা স্পর্শ করিতেন, তিনি তিনিই পুনর্ব্বার যৌবনলাভ করিয়া বিষয় ভোগ করিতেন। সেই হেতুই তিনি ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করিয়া দেবব্রতনামে পুত্র উৎপাদন করেন। তিনিই ভীষ্ম বলিয়া খ্যাত। ভীষ্ম পিতার হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সত্যবতীর আর এক নাম গন্ধকালী। গন্ধকালী কন্যাবস্থায় পরাশরের সংসর্গে দ্বৈপায়নকে প্রসব করেন। শান্তনুর ঔরসেও তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের নাম বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। তাঁহাদিগের মধ্যে চিত্রাঙ্গদ বাল্যাবস্থাতেই গন্ধর্ব্বহস্তে বিনষ্ট হন; সুতরাং বিচিত্রবীর্য্যই রাজা হইলেন। তিনি কৌশল্যার গর্ব্ভসম্ভূতা অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র হইল না। রাজা নির্ব্বংশ হইয়াই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন সত্যবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে দুষ্যন্তের বংশ বিলুপ্ত না হয়; অনন্তর কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই মহর্ষি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। সত্যবতী বলিলেন, পুত্র! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য অপুত্র হইয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছেন; অতএব তুমি তাঁহার পুত্র উৎপাদন কর। তিনি

যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র দ্বৈপায়নের বরে গান্ধারী গর্ব্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহার সেই এক শত পুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন ইহারাই প্রধান। কুন্তিভোজ-দুহিতা পৃথা ও মাদ্রী; এই দুই স্ত্রী পাণ্ডুর সহধর্ম্মিণী। পাণ্ডু একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিলেন, এক ঋষি মৃগরূপ ধারণ করিয়া এক মৃগীতে রিপু চরিতার্থ করিতেছেন। তখনও তাঁহার সম্যক্ তৃপ্তি হয় নাই। মহারাজ ইত্যবসরেই না জানিয়া তাঁহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া ভূপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি ধার্ম্মিক ও কামরসে অভিজ্ঞ হইয়াও আমার রিপু চরিতার্থ না হইতে হইতেই মৈথুনসময়ে আমাকে বধ করিলে; অতএব তুমিও সেই রসে সম্যক্ তৃপ্ত না হইয়া সম্ভোগসময়েই প্রাণত্যাগ করিবে। মহারাজ পাণ্ড তাঁহার এই অভিশাপ শুনিয়াই বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং সেই অবধি স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ভূপতি কুন্তী ও মাদ্রীকে কহিলেন, আমি আপনার ঔদ্ধত্যহেতুই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি, পুত্র না জন্মিলে লোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে না; অতএব কুন্তি! তুমি আমার জন্য অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদন কর। ভামিনী স্বামীর আজ্ঞাক্রমে ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও ভীমসেন নামক তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া মহারাজ পাণ্ডু বলিলেন, কুন্তি! তোমার সপত্নী মাদ্রীরও পুত্র জন্মে নাই; অতএব তুমি ইহারও সন্তান উৎপাদন করাইয়া দাও। ভাবিনী যে আজ্ঞা বলিয়া, আপনি যে বিদ্যাবলে ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ুকে আহ্বান করিয়াছিলেন, মাদ্রীকে তাহাই দান

করিলেন। মাদ্রী তাঁহাতেই অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসে গর্ভ ধারণ করিয়া নকুল ও সহদেবকে প্রসব করেন।

অনন্তর একদিন পাণ্ডু মাদ্রীকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিয়া কন্দর্পবাণে ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ চিতাগ্নিতে আরোপিত হইলে, মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং গমনকালে সপত্নী কুন্তীকে বলিয়া গেলেন, তুমি অতি সাবধানে আমার এই যমজ পুত্রদুটীকে প্রতিপালন করিও। অবশেষে বনবাসী তপস্বীরা কুন্তীর সহিত পঞ্চ ভ্রাতাকে ভীষ্ম ও বিদুরের নিকটে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ববর্ণের সম্মুখে তাঁহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করত তিরোহিত হইলেন। তাঁহাদিগের বাক্য শেষ হইলেই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইল। অনন্তর ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্রদিগকে গ্রহণ করিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতা আপনাদিগের জনকের মরণবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিধিবৎ তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। দুর্য্যোধন বাল্যাবধি তাহাদিগের শত্রুতা করিতে লাগিলেন। ঐ দুরাত্মা রাক্ষসী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নানা উপায়ে তাঁহাদিগকে সেই স্থান হইতে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যাহা ঘটিবার, কেহই কখন তাহার অন্যথা করিতে পারে না; এই কারণে তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র কাপট্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বারণাবতে নির্ব্বাসিত করিলেন; তাঁহারাও স্বীকার করিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু সে স্থানে গিয়াও দুর্য্যোধনের শত্রুতা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। পাপাত্মা তথায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু বিদুরের পরামর্শবলে তাঁহারা সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা পান এবং সে স্থান হইতে একচক্রা নগরীতে প্রস্থান করেন।

যাইতে যাইতে পথে হিড়িম্বনামক রাক্ষসকে সংহার করেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত একচক্রা নগরীতে বকনামক রাক্ষস বধ করিয়া পাঞ্চাল নগরে প্রস্থান করিলেন এবং সেই স্থানে দ্রৌপদীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনায় পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা কিছুকাল সুখে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে দ্রৌপদীর গর্ব্ভে পঞ্চ পুত্র জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্দ্য, ভীমের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি; নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতকর্ম্মা উৎপন্ন হন। এতদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠির গোবাসন নামক শৈব্যরাজের নন্দিনী দেবিকাকে স্বয়ম্বরস্থলে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন বীর্য্যরূপ শুল্ক দিয়া বলন্ধরা নামে কাশিরাজের দুহিতাকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে সর্ব্বগনামে এক পুত্র জন্মে। অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণসহোদরা মধুরভাষিনী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। বাসুদেবের প্রিয়পাত্র মহাবল অভিমন্যু তাহারই গর্ভে উৎপন্ন হন। নকুল করেণুমতীনাম্নী চেদিরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে একপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সহদেব স্বয়ম্বরস্থলে মদ্ররাজ দ্যুতিমানের কন্যা বিজয়াকে লাভ করেন। তাঁহার গর্ব্ভে সুহোত্র নামক এক সন্তান উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বে হিড়িম্বার সংসর্গে ঘটোৎকচ নামে ভীমসেনের আর এক পুত্র হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত পাণ্ডবদিগের এই একাদশ সন্তান। তাহার মধ্যে অভিমন্যু হইতেই বংশরক্ষা হইয়াছে। অভিমন্যু বিরাটনন্দিনী উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উত্তরার ছয়মাস গর্ব্ভকালে বালক অস্ত্রাগ্নিজন্য দাহবশতঃ জীবনশূন্য হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। তাহা দেখিয়া বাসুদেব কুন্তীকে কহিলেন, আমি ইহাকে বাঁচাইব। কুন্তী তাঁহার বাক্যে সন্তা-

নকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আপনার তেজোদ্বারা সেই অকালপ্রসূত, অজাতবল, অজাতবিক্রম, অস্ত্রাগ্নিদগ্ধ, গতাসু শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং বলিলেন, বংশ শেষপ্রায় হইলে, এই বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম পরীক্ষিৎ রহিল। রাজন্! পরীক্ষিৎ মাদ্রবতীনাম্নী আপনকার জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; আপনি তাহারই গর্ভে উৎপন্ন হইয়া জনমেজয়নামে রাজা হইয়াছেন। আপনার বপুষ্টমানাম্নী মহিষী শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্ভে অশ্বমেধদত্ত নামে শতানীকেরও এক পুত্র হইয়াছে।

রাজন্! পূরু ও পাণ্ডবদিগের বংশ, এই বর্ণন করিলাম। যশোবর্দ্ধন এই পবিত্র উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্মনিরত ও প্রজাপালনতৎপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্রগণও নিয়মপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে এবং ইহার অর্থ অবগত হইবে। যে সকল বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য ব্যক্তি নির্ম্মৎসর ও নিয়মস্থ হইয়া এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন বা করিবেন, তাঁহারা স্বর্গকে জয় করিয়া পুণ্যধামে বাসস্থান প্রাপ্ত হইবেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকল লোকেরই সম্মান ও পূজা লাভ করিবেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই আখ্যান রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ইহা শুনিবেন, তাঁহারা প্রভূত পুণ্য উপার্জ্জন করিবেন এবং পাপানুষ্ঠান করিলেও অবজ্ঞার ভাজন হইবেন না। এ বিষয়ে এক শ্লোকও আছে, মনুষ্যেরা নিয়মস্থ হইয়া এই যশোবর্দ্ধন, আয়ুর্বর্দ্ধন, পবিত্র, উৎকৃষ্ট মহাভারত অবশ্যই শ্রবণ করিবে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে মহাভিষ নামে এক সত্যবাদী সত্যপরাক্রম সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও একশত রাজসূয় যজ্ঞ করত ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া চরমে স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

একদিন দেবতারা মিলিয়া ব্রহ্মার পূজা করিতেছিলেন; সেই স্থানে অনেকানেক রাজর্ষি ও রাজা মহাভিষ উপস্থিত থাকেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতরঙ্গিণী গঙ্গা তথায় উপনীত হইলেন। দৈবক্রমে বায়ুবলে তাঁহার সুধাংশুধবল পরিধেয় বসন উড়িয়া গেল। দেবগণ দেখিবামাত্র অধোমুখ হইলেন; কিন্তু রাজর্ষি মহাভিষ সঙ্কুচিত হইয়া অনিমিষ-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মা অভিশাপ করিলেন, তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। তথায় কিছু-কাল অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রত্যাগমন করিবে। মহারাজ মহাভিষ যাবতীয় ভূপতি ও তাপসদিগকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালপরে প্রার্থনা করিলেন, আমি মহাতেজা মহীপতি প্রতীপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিব। অনন্তর গঙ্গা মহাভিষকে উক্তপ্রকারে চঞ্চল দেখিয়া তাঁহাকেই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, বসুগণ মনোদুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতেছেন। সরিদ্বরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কারণে পতিত হইয়াছ? তাঁহারা উত্তর করিলেন, গঙ্গে! মহাভাব বশিষ্ঠ আমাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি গুপ্ত-ভাবে সন্ধ্যা করিতেছিলেন, আমরা না জানিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। সেই হেতু মহর্ষি রোষভরে অভিশাপ দিয়াছেন, "তোমরা নরযোনিতে উৎপন্ন হও" ব্রহ্মবাদী বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না; অতএব প্রার্থনা করি, তুমিই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ

হইয়া আমাদিগকে গর্ভে ধারণ কর; শুভে! আমরা মানবীর উদরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। গঙ্গা তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে এরূপ কোন্ প্রধান মানব দেখিতেছ, যাঁহাকে তোমরা জনকরূপে স্বীকার করিতে পার? তাঁহারা কহিলেন, মর্ত্ত্যলোকে শান্তনু নামে মহারাজ প্রতীপের এক পুত্র জন্মিবে; আমরা তাঁহারই সন্তান হইতে ইচ্ছা করি। সুরসরিৎ কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে, আমারও সেই অভিপ্রায়। মনে করিয়াছি, রাজা শান্তনুরই প্রিয় অনুষ্ঠান করিব। তোমরাও সেই বিষয়ে বাসনা প্রকাশ করিলে। বসুগণ কহিলেন, ত্রিপথগে! আমরা তোমার পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেই তুমি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবে; যেন অধিকদিন পৃথিবীতে বাস করিতে না হয়। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাই স্বীকার করিলাম; কিন্তু আমার গর্ভে মহারাজ শান্তনুর পুত্রোৎপাদন বৃথা না হয়, এই কারণে যাহাতে একটি পুত্র জীবিত থাকে, তাহার উপায় কর। তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা প্রত্যেকে আপন আপন অষ্টমাংশ দিব; সেই তেজের অংশ পুঞ্জীভূত হইয়া তোমার ও রাজার বাসনারূপ এক বীর্য্যশালী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিবে; কিন্তু পৃথিবীতে তাহার সন্ততি থাকিবে না; সে নিঃসন্তান হইবে।

বসুগণ গঙ্গার সহিত এইরূপে নিয়ম স্থাপন করিয়া আনন্দিতমনে আপন আপন অভিলষিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মহারাজ প্রতীপ গঙ্গাদ্বারে অবস্থিতি করিয়া অনেক বৎসর জপ করিতে লাগিলেন। ঐ কালে একদা সুমুখী গঙ্গা লোভনীয়রূপগুণসম্পন্না স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করত সলিলগর্ভ হইতে উঠিয়া সহসা তাঁহার দক্ষিণ উরুতে উপবেশন করিলেন। ভূপতি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনস্বিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! কি প্রার্থনা কর? কি করিলে, তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে? কামিনী উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি সাতিশয় বাসনাসহকারে তোমার ভজনা করিতে আসিয়াছি; অতএব অভিলাষ পূর্ণ কর। প্রতীপ কহিলেন, সুন্দরি! মন্মথের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া পরস্ত্রী বা অসবর্ণা কামিনী সম্ভোগ করি না; চিরকালই এই ধর্ম্মব্রত পালন করিয়া থাকি। ভাবিনী পুনর্ব্বার কহিলেন, ভূপ! আমি অলক্ষণদূষিতা, অগম্যা বা নিন্দনীয়া কামিনী নহি; আমি সুরাঙ্গনা ও পরমা সুন্দরী। আমাকেই সকলে প্রার্থনা করিয়া থাকে; অতএব আপন ইচ্ছায় তোমাকে ভজনা করিতে প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাকে ভজনা কর।

প্রতীপ উত্তর করিলেন, ভাবিনি! তুমি যে অভিলষিতসিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে যাচ্ঞা করিতেছ, আমি নিয়মপূর্ব্বক এক্ষণে সে বিষয় হইতে নিবৃত্ত আছি; অতএব তোমার মনস্কামনা চরিতার্থ করিলে, ধর্ম্মত্যাগজন্য পাপে লিপ্ত হইয়া উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার দক্ষিণ উরু আশ্রয় করিয়া আমাকে আশ্লেষ দিয়াছ। শুভে! আচারমতে পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ ইহারাই পুরুষের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন করে। প্রণয়িনী বামউরু ভজনা করেন; অতএব তুমি আমার পুত্রবধূর তুল্য; আমি তোমাকে সম্ভোগ করিতে পারি না; পুত্রবধূ বলিয়াই স্বীকার করিলাম।

গঙ্গা বলিলেন, রাজন্! আপনি আমাকে পুত্রের নিমিত্ত

গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন; আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। তোমার প্রতি ভক্তি করিয়া আমি এই সুবিখ্যাত ভরতবংশই ভজনা করিব। পৃথিবীস্থ সমুদায় ভূপাল অপেক্ষা তোমরাই শ্রেষ্ঠ এবং সকলের নিয়ন্তা; এই বংশের যে কতগুণ, তাহা আমি শত বৎসরেও বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এ বংশীয় রাজাদিগের সাধুতা ও উৎকর্ষেরও সীমা নাই। বিভো! এক্ষণে আমার নিকট এই এক প্রতিজ্ঞা করুন; আমি যাহা করিব, তোমার পুত্র কখনই তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিতে পারিবে না; আমি এইরূপেই তাঁহার প্রতি পরিবর্দ্ধিত অনুরাগ প্রকাশ করিব। তিনি সুকৃত, ইষ্টসাধন ও পুত্র হইতে স্বর্গলাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! সুরসরিৎ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। রাজা প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত পুত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি কুরুকুলপ্রদীপ ভূপতি প্রতীপ স্ত্রীর সহিত সন্তানকামনায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত মহীপতি মহাভিষ জন্মগ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ প্রতীপ প্রশান্তচেতা হইলে পর, মহাভিষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু রহিল। শান্তনু ধর্ম্মকর্ম্মকে পুণ্যলোকপ্রাপ্তির উপায় স্থির করিয়া তাহারই আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে পর, প্রতীপ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র! পূর্ব্বে একদিন এক স্বর্গীয় মহিলা তোমার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিলেন। যদি সেই অনুপমসুন্দরী যুবতী দিব্যাঙ্গনা নির্জ্জনে আসিয়া পুত্রকামনায় তোমাকে ভজনা করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে তাহাকে ভজনা করিবে। আর, সে কে, কাহার কন্যা, এ সকল প্রশ্ন কখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও না। সে যাহা করিবে,

তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! প্রতীপ আপন পুত্র শান্তনুকে এইরূপ আজ্ঞা করত রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন। ইন্দ্রতুল্যকান্তি বুদ্ধিমান্ রাজা শান্তনু মৃগয়া করিয়া নিরন্তর বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ একদিন মৃগ ও মহিষ সংহার করিয়া একাকী সিদ্ধচারণসেবিত গঙ্গার উপকূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কমলবাসিনীর ন্যায় দীপ্তিমতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দিব্যালঙ্কারধারিণী এক মনোরমা কামিনী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। ভূপতি কমলগর্ব্ভের ন্যায় প্রভাশালিনী সূক্ষ্মবসনপরীধানা সেই ভামিনীকে একাকিনী দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার লোমরাজি শিহরিয়া উঠিল। নেত্রচকোর বিলাসিনীর রূপচন্দ্রিকা যতই পান করিতে লাগিল, ততই অধিকতর অভিলাষী হইল। সুন্দরীও সমুজ্জ্বল লাবণ্যশালী রাজাকে বিচরণ করিতে দেখিয়াই স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনিমিষ দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া কোনমতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

তখন শান্তনু মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুমধ্যমে! তুমি দেবকন্যা, দানবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, যক্ষকন্যা, পন্নগকন্যা, মানবকন্যা বা অপ্সরা যে কেহই হও, আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে বিবাহ কর।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সুন্দরী রাজার হাস্যসম্বলিত এই মনোহর মধুর বাক্য শ্রবণ এবং বসুগণের নিকট প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভূপ! আমি তোমার মহিষী হইয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিব; কিন্তু আমার নিকট এক প্রতিজ্ঞা করুন, আমি আপনার প্রিয় বা অপ্রিয় যে কোন কার্য্য করিব, আপনি তাহা হইতে আমাকে বারণ বা আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, আমি ততদিন আপনার নিকট থাকিব; বারণ বা পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিলেই চলিয়া যাইব।

রাজা তাহার বাক্যশ্রবণে মোহিত হইয়া সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন সেই অনুপম রাজর্ষিকে পাইয়া সীমন্তিনীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাজা শান্তনুও অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার নয় বলিয়া তাঁহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। পত্নীর চরিত্র, আচরণ, ঔদার্য্য ও সেবায় পরম প্রীতি অনুভব করিলেন। দিব্যরূপা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা পরমরমণীয় মানবদেহ ধারণ করিয়া ভাগ্যবলে ইন্দ্রতুল্যকান্তি মহারাজ শান্তনুর সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সম্ভোগ, প্রণয়, চাতুরী, হাব, ভাব, নৃত্যগীতাদি যে কোন বিষয় রাজার মনোমত হইত, তিনি তাহা দ্বারাই তাঁহার চিত্তসন্তোষ উৎপাদন করিতেন। প্রতীপতনয় উৎকৃষ্ট স্ত্রীগুণে মোহিত হইয়া অনুরাগসহকারে তাঁহার সহিত ক্রীড়ায় আশক্ত রহিলেন; কত কত ঋতু ও বৎসর অতীত হইল, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহাদের তুল্য আটটি পুত্র জন্মিল; গঙ্গা জাতমাত্রেই প্রত্যেকটি জলে নিক্ষেপ করিতেন এবং রাজাকে বলিতেন, এই তোমার

প্রিয় অনুষ্ঠান করিলাম। কিন্তু মহারাজ! বাস্তবিক সে কার্য্যে শান্তনুর প্রীতি জন্মিত না; তবে, পাছে সুন্দরী ত্যাগ করিয়া যান, এই ভাবিয়া রাজা কিছুই বলিতেন না। যখন অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, তখন গঙ্গা যেমন পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে স্রোতে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আনন্দে যেন হাস্যমুখী হইয়াছেন, অমনি রাজা দুঃখিতচিত্তে পুত্রকে রক্ষা করিবেন বলিয়া বলিলেন, ইহাকে বধ করিও না; তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? কেনই বা পুত্রদিগকে বিনাশ করিতেছ? হে পুত্রঘাতিনি! তুমি পুত্রবধজন্য অতিনিন্দিত মহৎপাপ সঞ্চয় করিয়াছ।

ভাবিনী উত্তর করিলেন, পুত্রাভিলাষিন্! তুমি পুত্রবান্ মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রধান হইলে। আমি তোমার এই পুত্রকে বিনাশ করিব না। এক্ষণে তোমার নিকটে থাকিবার সময় অতীত হইল; এইরূপ প্রতিজ্ঞাই ছিল। আমি জহ্নুকন্যা; আমার নাম গঙ্গা; মহর্ষিগণ সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি এতদিন তোমার সহিত বাস করিলাম। এই মহাভাগ মহাতেজস্বী অষ্টবসু বশিষ্ঠের শাপে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তোমার ন্যায় তাঁহাদিগের জন্মদাতা এবং আমার ন্যায় প্রসূতি এই মর্ত্ত্যলোকে নাই। অতএব তাঁহাদিগের জননী হইব বলিয়াই মানবীরূপ ধারণ করিয়াছি। তুমি অষ্ট বসুর জন্মদান করিয়া সমস্ত অক্ষয় লোক জয় করিয়াছ। বসুগণের এইরূপ প্রার্থনা ছিল, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিলেই আমি প্রত্যেককে জলে নিক্ষেপ করত মুক্ত করিব। আমি তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহারা মহাত্মা আপব মুনির শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; অতএব আমিও চলিলাম। তোমার মঙ্গল হউক; এই মহাত্মা পুত্রকে পালন কর। আমি এই পর্য্যন্তই বাস করিব বলিয়া বসু-

দিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; আমার এই সন্তা- নের নাম গঙ্গাদত্ত রাখিও।

ভীষ্মোৎপত্তি নামক অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপব নামে ঋষি কে? বসুগণ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়াও তাঁহার শাপে মর্ত্ত্যদেহ প্রাপ্ত হইলেন। তোমার এই সন্তানই বা কি কর্ম্ম করিয়াছে, যদ্দ্বারা এই পৃথিবীতে বাস করিবে। জাহ্নবি! আমার এই বিষয় জানিতে একান্তঔৎসুক্য জন্মিতেছে; অতএব সমুদায় বর্ণন কর।

গঙ্গা বলিলেন, বরুণ পূর্ব্বে যে বশিষ্ঠনামে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তিনিই আপব নামে বিখ্যাত। সুমেরুর পার্শ্বে আপবের এক আশ্রম আছে। তথায় মৃগপ্রভৃতি বিবিধ বন্য পশু ও নানাজাতীয় পক্ষী বাস করে এবং সর্ব্বদাই সকল ঋতুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সুস্বাদু ফল, মূল, ও জল সর্ব্বত্রই অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। পুণ্যাত্মা মুনি সেই স্থানে তপস্যা করিতেন, সুরভিনামে দক্ষের দুহিতা জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত কশ্যপের সংসর্গে যে এক নন্দিনী প্রসব করেন, তিনিই তপোধনের হোমধেনু ছিলেন। নন্দিনী নির্ভয়ে সেই মনোরম পুণ্যাশ্রমের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেন।

অনন্তর একদিন পৃথু আদি বসুগণ আপন আপন মহিলার সহিত সেই বনে আসিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করত কুঞ্জে ও পর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের একজনের সহধর্ম্মিণী দেখিতে পাইলেন, সর্ব্বকামধুগ্‌দিগের প্রধানা,

শীলসম্পত্তিসম্পন্না, গোবৃষভনয়না, পীনপয়োধরা, সুদোগ্ধ্রী, সুপুচ্ছা, সুখুরা, শুভদর্শনা, সর্ব্বগুণভূষিতা নন্দিনী বিচরণ করিতেছেন। ভামিনী দর্শনমাত্রই বিস্মিত হইয়া দ্যো নামক নিজ ভর্ত্তাকে দেখাইলেন। দ্যো দেখিয়া তাঁহার গুণ-বর্ণনা করত কহিলেন, প্রেয়সি! যে বরুণতনয় এই মনোহর আশ্রমের অধিষ্ঠাতা, নন্দিনী তাঁহারই হোমধেনু। মর্ত্ত্য-লোকে যে কেহ ইহার সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিবে, সেই স্থির-যৌবন হইয়া দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে। রাজন্! তাহা শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুমধ্যমা ভামিনী কহিলেন, নাথ! মর্ত্ত্যলোকে সত্যসন্ধ ধীমান্ রাজা উশীনরের দুহিতা রূপযৌবনসম্পন্না জিতবতীনামে আমার এক সখী আছে; তাহার নিমিত্ত আমি বৎসের সহিত এই ধেনুকে লইতে বাসনা করি। পুণ্যাত্মন্! আপনি শীঘ্র উহাকে লইয়া আসুন। আমার সখী উহার দুগ্ধপান করিয়া জরা ও রোগ-বিরহিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে একাকী স্থিরযৌবনা থাকিবে। মানদ! এই কার্য্য সম্পন্ন করা আপনার উচিত। ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আমার আর হইবে না।

দ্যো পত্নীর বাক্য শুনিয়া তাঁহার প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত পৃথুআদি ভ্রাতাদিগের সহিত সেই ধেনু হরণ করিয়া আনিলেন। কমলপত্রাক্ষী প্রণয়িনী আজ্ঞা করিয়াছিলেন; সুতরাং অনুরাগে অন্ধ হইয়া দ্যো তৎকালে দেখিতে পাই-লেন না যে, ধেনু হরণ করিলে, পতিত হইতে হইবে।

অনন্তর বরুণতনয় ফলমূল লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করত দেখিলেন, তথায় নন্দিনী ও তাঁহার বৎস নাই; অত-এব বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন স্থানেই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে ধ্যান করত দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিলেন, বসুগণ তাঁহাদিগকে হরণ করিয়াছে। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, বসুগণ আমার সুপুচ্ছা

সুদোগ্ধ্রী ধেনু হরণ করিয়াছে; অতএব তাহারা সকলেই নিশ্চয় মানবযোনিতে উৎপন্ন হইবে। ভরতশ্রেষ্ঠ! মুনিশ্রেষ্ঠ আপব এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদিগকে অভিশপ্ত করত পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে বসুগণ, বশিষ্ঠ আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহার আশ্রমে আগমন করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ঋষিসত্তম বরুণতনয় কিছুতেই ক্ষমা না করিয়া কহিলেন, আমি পৃথ্বাদি তোমাদিগের সকলকেই শাপ দিয়াছি; কিন্তু সংবৎসরের মধ্যেই তাহা হইতে মুক্ত হইবে; কেবল দ্যোকেই অধিক দিন পৃথিবীতে বাস করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে; কারণ, সেই দোষী। কোপভরে তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা করিব না। আর, মহাযশা দ্যো মর্ত্ত্যলোকে বংশ রাখিতে পারিবেন না। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ বিসর্জ্জন করত পিতার প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষি এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর বসুগণ মিলিত হইয়া আমার নিকট আগমন করতঃ বর প্রার্থনা করিলেন, গঙ্গে! অমরা মনুষ্য হইয়া জন্মিলেই তুমি আমাদিগের প্রত্যেককে জলে নিক্ষেপ কর। আমি তাহাই স্বীকার করিলাম।

রাজন্! এইরূপে শাপগ্রস্ত বসুগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমি পুত্রহত্যা করিয়াছি। এক্ষণে ঋষির শাপহেতু একমাত্র দ্যো মর্ত্ত্যলোকে অধিক দিন অবস্থিতি করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গঙ্গা এই কথা বলিয়া কুমারকে গ্রহণ করত অন্তর্হিত হইয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই শান্তনুসন্তান দ্যো নামক বসু গাঙ্গেয় ও দেবব্রত নামে

বিখ্যাত হইয়াছিলেন। লোকে পিতা হইতেও তাঁহাকে অধিকতর গুণবান্ বলিয়া প্রশংসা করিত।

রাজা শান্তনুও অবশেষে দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার নগরীতে প্রস্থান করিলেন। সেই ভরতবংশীয় মহাত্মা শান্তনুর অধিক গুণ ও মহাভাগ্য আমি এক্ষণে বর্ণন্ করিব। তাঁহারই ইতিহাস মহাভারতনামে খ্যাত।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সেই মহাত্মা রাজা শান্তনু ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী বলিয়া ত্রিলোকে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দেবতা ও রাজর্ষিগণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। জিতেন্দ্রিয়তা, দান, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য্য ও অসাধারণ তেজ ঐ মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠে নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিত। ঐ ভারতপ্রদীপ ধার্ম্মিক, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও ভরতবংশের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, পরাক্রম মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্দদ্বয় উন্নত ছিল। সমুদায় রাজলক্ষণ চরিতার্থ হইয়া তাঁহার শরীরে অবস্থিতি করিত। মনুষ্যগণ সেই যশস্বীর চরিত্র দেখিয়াই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, ধর্ম্ম কাম ও অর্থ উভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক নরপতি আর হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দেখিয়া মহীপালেরা তাঁহাকে রাজরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে সকলেরই শোক, ভয় ও মনঃপীড়া দূরীভূত হইয়াছিল। সকলেই সুখে নিদ্রা যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে গাত্রোত্থান করিতেন। শক্রতুল্যপরাক্রমশালী শান্তনুপ্রভৃতি সার্ব্বভৌম মহীপতিগণ আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিলে,

অন্যান্য নৃপতিসকল যজ্ঞ, দান ও ক্রিয়াশীল হইয়াছিলেন। বিশেষরূপে নিয়মসংস্থাপনহেতুক সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া বৈশ্যের সেবা করিতেন। শান্তনু কুরুকুলের রাজধানী মনোরম হস্তিনায় অবস্থিতি করতঃ সাগরপর্য্যন্তবিস্তৃত সমুদায় বসুন্ধরা শাসন করিতেন। দান, ধর্ম্ম ও তপস্যার যোগহেতুক অসাধারণ শ্রী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাঁহার রাগ বা দ্বেষ কিছুই ছিল না; সুতরাং দেখিতে চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় সৌম্য ছিলেন। তিনি তেজোদ্বারা সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেন এবং বায়ুর ন্যায় বলশালী ছিলেন। কোপ হইলে, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ অন্তক বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশালী ছিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে মৃগ, বরাহ প্রভৃতি পশু পক্ষীদিগের হিংসা হইত না। তাঁহার রাজ্যে অহিংসারূপ ব্রহ্মধর্ম্মই প্রধান ছিল। রাজা স্বয়ং কাম, রাগ পরিত্যাগ করিয়া বিনয়সহকারে সকল প্রাণীকেই সমান ভাবিয়া পালন করিতেন। দেব, ঋষি ও পিতৃ যজ্ঞের নিমিত্তই পশুহিংসা করিতেন; অকারণে কোন প্রাণীকেই সংহার করিতেন না। তিনি কি দুঃখী, কি অনাথ, কি পশু, কি পক্ষী সকলেরই রাজা ও পিতা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাক্য সত্য এবং মন দানধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল। ঐ ধর্ম্মাত্মা ষট্‌ত্রিংশৎবর্ষ স্ত্রীসম্ভোগ করতঃ বীতস্পৃহ হইয়া অবশেষে বনে গমন করিয়াছিলেন।

দেবব্রতনামে অষ্টম বসু গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, কি রূপ, কি আচার, কি চরিত্র, কি বিদ্যা সকল বিষয়েই অবিকল শান্তনুর ন্যায় হইয়াছিলেন। পার্থিব ও অপরাপর সকল শাস্ত্রেই তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বল, সাহস

ও বীর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এক দিন বীর্য্যশালী বলবান্ সর্ব্বাস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ মহারাজ শান্তনু এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদীতে জলের অনেক হ্রাস হইয়াছে। তখন ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় গঙ্গার স্রোত দেখিতেছি না; ইহার কারণ কি? অনন্তর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, দীর্ঘকায়, সুন্দরকান্তি, দেবরাজতুল্য এক কুমার জলের প্রবাহ রুদ্ধ করতঃ শাণিত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। ভূপতি বালকের সেই অমানুষিক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি জন্মিবামাত্রেই পূর্ব্বে একবার পুত্রকে দেখিয়াছিলেন; সুতরাং কোন চিহ্নদ্বারাই তাঁহাকে আপনার সন্তান বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। কুমার জনককে দেখিয়া মায়ায় মুগ্ধ করতঃ অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ সেই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে গঙ্গাকে কহিলেন, গঙ্গে! এই যে সন্তান, এইমাত্র অন্তর্হিত হইল, তুমি তাহাকে আমায় দর্শন করাও। সরিদ্বরা বসনভূষণে মনোহর রূপ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করতঃ নানালঙ্কারভূষিত কুমারকে দেখাইলেন। বিশেষ পরিচিতা হইলেও ভূপতি এক্ষণে ভাগীরথীকে চিনিতে পারিলেন না। তখন সরিদ্বরা কহিতে লাগিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইতিপূর্ব্বে তুমি আমার গর্ব্ভে যে অষ্টম সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলে, সে এই। পুত্র যাবতীয় অস্ত্রবিদ্যাই অধ্যয়ন করিয়া তাহতে বিশেষ নিপুণ হইয়াছে। রাজন্! যুদ্ধে কেহই ইহার সমান ধনুর্দ্ধারণ করিতে পারে না। ইহার বীর্য্যও অপরিমিত। বিভো! তোমার এই সন্তান

মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে। সুর ও অসুর উভয়েই ইহাকে ভাল বাসে। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য যে যে বিদ্যা জানেন এবং সুরাসুরনমস্কৃত বৃহস্পতি যাহা কিছু অবগত আছেন, এই বালক সে সমুদায়ই শিক্ষা করিয়াছে। প্রতাপশালী দুর্জ্জয় মহর্ষি জমদগ্নিতনয় রাম যে যে অস্ত্রবিদ্যা জানেন, সে সমুদায়ই ইহাকে দান করিয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার এই ধর্ম্মার্থবিৎ অদ্বিতীয়ধনুর্দ্ধারী পুত্ত্রকে দিতেছি, লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শান্তনু গঙ্গার এই আদেশ পাইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী পুত্ত্রকে গ্রহণ করতঃ অমরাবতী-তুল্য নিজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন এবং ভাবিলেন, এত দিনে আমি যথার্থ সমৃদ্ধিশালী হইলাম। অনন্তর পূরুবংশের রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা সন্তানকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আশঙ্কা দূর করিলেন। হে ভারতপ্রদীপ! সুবিখ্যাত শান্তনু-নন্দন সচ্চরিত্র দ্বারা জনক, পুরবাসী ও অন্যান্য সমুদায় প্রজা-দিগের অনুরাগভাজন হইলেন। অতুলপরাক্রম নরপতি শান্তনু আত্মজের সহিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; ক্রমে চারিবৎসর অতীত হইল।

অনন্তর রাজা একদিন যমুনাতীরস্থিত কাননে গমন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গন্ধ তাঁহার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মহীপতি কোন্ দিক্ হইতে সেই সৌরভ আসিতেছে, নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেবকন্যার ন্যায় এক কন্যা দেখিতে পাইলেন। তাহাতে বিস্মিত হইয়া ঐ অসিত-লোচনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু! তুমি কে? কাহার দুহিতা? কি কারণেই বা এই কাননমধ্যে আগমন করিয়াছ? ভাবিনী উত্তর করিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি

দাশকন্যা; মহানুভাব দাশপতি আমার জনক; তিনিই আজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব পিত্রাজ্ঞা পালন করতঃ নৌকা বাহন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছি।

ভূপতি তাঁহার সুরভিগন্ধ আঘ্রাণ এবং অনুপম রূপ, লাবণ্য ও দিব্যকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভোগে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সহিত তোমার দুহিতার বিবাহ দিতে সম্মত আছ, কি না? দাশপতি উত্তর করিল, নরেন্দ্র! যখন এই কন্যা জন্মিয়াছে, তখনই নিশ্চয় করিয়াছি, ইহাকে কোন বরে সম্প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্! আপনি সত্যবাদী; যদি আমার এই দুহিতাকে সহধর্ম্মিণী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমতঃ আমার নিকট সত্য করিয়া এক অঙ্গীকার করুন; তাহা হইলেই আমি আপনাকে কন্যা দান করিব। আপনার ন্যায় সৎপাত্র আমি আর কোথায় পাইব? রাজা জিজ্ঞসা করিলেন, তোমার কি অভিপ্রায়, ব্যক্ত করিয়া বল; শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিব; যদি সমর্থ হই, অবশ্যই স্বীকার করিব; কিন্তু অসমর্থ হইলে, পারিব না। জালুকরাজ বলিল, ভূপতে! এই মহিলার গর্ব্ভে আপনি যে সন্তান উৎপাদন করিবেন, আপনার পর সেই রাজা হইবে; অন্য কোন পুত্রকে অভিষেক করিতে পারিবেন না।

রাজা সুতীক্ষ্ণ মদনবেদনায় দগ্ধ হইতেছিলেন, তথাপি জালুকের প্রার্থনায় স্বীকার করিতে পারিলেন না। সুতরাং সেই সুন্দরীকে ভাবনা করতঃ কামে বিচেতনপ্রায় হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিন দেবব্রত পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া কহি-

লেন, পিতঃ! সকল বিষয়েই আপনার মঙ্গল দেখিতেছি; সকল রাজারাই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন। তথাপি কি নিমিত্ত দুঃখিতচিত্তে আপনি এরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন? বোধ হইতেছে, যেন আপনি আমার বিষয়ই ভাবনা করিতেছেন। রাজন্! আমাকে কিছুই বলিতেছেন না; অথচ দেখিতেছি, আপনি দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ, ম্লানকান্তি ও শীর্ণ হইতেছেন। অশ্বারোহণে আর ভ্রমণ করেন না। অতএব আপনার এরূপ কি মহতী পীড়া হইয়াছে, জানিতে প্রার্থনা করি। আমি তাহার প্রতিবিধানের উপায় চেষ্টা করিব।

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া শান্তনু কহিলেন, বৎস! সত্যই আমি চিন্তাকুল হইয়াছি। তাহার কারণও বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাত! আমাদিগের এই বিশাল ভারতবংশে কেবল তুমিই একমাত্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছ; কিন্তু তুমি একমনে সর্ব্বদাই অস্ত্রচালনা ও যশের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক; সুতরাং মনুষ্যের নশ্বরতা ভাবিয়া আমি নিতান্ত কাতর হইয়াছি। যদি কোন প্রকারে তোমার বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে আমাদিগের বংশলোপ হইবে; কিন্তু তুমি একাকীই আমার শত পুত্রের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই জন্য পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেও ইচ্ছা করি না। বংশরক্ষার নিমিত্ত কেবল এইমাত্র কামনা করি, যেন তুমি সর্ব্বতোভাবে কুশলে থাক। বৎস! ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন, যাহার একমাত্র সন্তান, সে নিঃসন্তান। অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও শিষ্য-প্রশিষ্যদ্বারা বিদ্যাপ্রচার, এ সমস্তই অক্ষয় ফল উৎপাদন করে, সত্য বটে; কিন্তু কোনটিই পুত্রের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান নহে। কেবল মনুষ্য নহে, পশুপক্ষীরাও পুত্রকে মঙ্গলসাধন বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে সন্তান হইতে যে স্বর্গলাভ করে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। পুরাণ

সকলের মূল ও দেবতাদিগের প্রমাণস্বরূপ বেদেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পুত্র! তুমি বীর ও ক্রোধনস্বভাব এবং নিরন্তর অস্ত্রচালনায়ই ব্যাপৃত আছ। অতএব তুমি যে, যুদ্ধেই বিনষ্ট হইবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেই সন্দেহনিবন্ধনই আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। বৎস! আমার দুঃখের কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ দেবব্রত রাজার নিকট হইতে দুঃখের সমস্ত কারণ জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর পিতার হিতকারী বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট শীঘ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্য সেই গন্ধবতী কন্যার সম্প্রদানবিষয়ে তাঁহার জনক দাশরাজের প্রার্থনা আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিলেন। তাহা শুনিয়া দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত দাশপতির নিকট গমন করিয়া পিতার নিমিত্ত তাহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দাশরাজ বিধিবৎ পূজা করতঃ তাঁহার অভ্যর্থনা করিল এবং তিনি ক্ষত্রিয়গণে বেষ্টিত হইয়া সভায় উপবেশন করিলে পর, বলিতে লাগিল, ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সকল শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শান্তনুর অদ্বিতীয় পুত্র। অতএব আপনিই কর্ত্তা। এক্ষণে আপনাকে কতকগুলি কথা বলিব। এইরূপ শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয় সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া সাক্ষাৎ পুরন্দরকেও অনুতাপ করিতে হয়। আপনাদিগের ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তির ঔরসেই এই সুন্দরী সত্যবতী জন্মলাভ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা অনেক বার আমাকে বলিতেন, আপনার পিতা শান্তনুই এই কন্যাকে বিবাহ করিবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। ঋষিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি অসিত সাতিশয় আগ্রহের সহিত এই সত্যবতীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সম্প্রদান করি নাই। আমি কন্যার পিতা; অতএব

বলিতেছি, পার্থিব! ইহাতে অন্য কোন দোষ দেখিতেছি না বটে; কিন্তু সপত্নরূপ এক মহৎদোষ রহিয়াছে। আপনি যাহার শত্রু হইবেন, গন্ধর্ব্ব বা অসুর হইলেও সে অধিক দিন জীবিত থাকিবে না। দানাদানবিষয়ে এই দোষই ভাবিতেছি। এক্ষণে জানিতে পারিলেন; যাহা ভাল হয়, করুন। আপনার মঙ্গল হউক।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গঙ্গানন্দন এই কথা শুনিয়া ভূপালদিগের সমক্ষে বলিলেন, সত্যবাদিন্! আমি পিতার হিতসাধনের নিমিত্ত এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাই করিব। এই কন্যার গর্ব্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, আমাদিগের বংশে সেই রাজা হইবে। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তি কেহই অদ্যাপি জন্মে নাই এবং পরেও জন্মিবে না। রাজন্! তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া দাশরাজ রাজ্য পাইবার নিমিত্ত দুষ্কর কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া পুনর্ব্বার বলিল, ধর্ম্মাত্মন্! আপনি শান্তনুর পক্ষে কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে এই কন্যার সম্প্রদানবিষয়েও আপনাকেই কর্ত্তা করিলাম; কেহই আপনার মতের প্রতিবাদ করিতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে আর কিছু বক্তব্য আছে: কন্যার প্রতি বাৎসল্যহেতুক আমাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইতেছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে সত্যধর্ম্মপরায়ণ! আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত এই সকল রাজাদিগের সমক্ষে যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনার উচিতই হইয়াছে। তাহার কখনই অন্যথা হইবে না। কিন্তু আপনার যে পুত্র জন্মিবে, সে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে, কি না; তাহাতে মহৎ সন্দেহ রহিয়াছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সত্যধর্ম্মপরায়ণ গঙ্গানন্দন দাশরাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন

করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিলেন, আমি এই রাজমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। অনন্তর ভূপাল-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজগণ! আমি পূর্ব্বেই রাজ্যত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমার ভাবী পুত্র আমার এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে কি না, তদ্বিষয়ে দাশরাজ সন্দিহান হইয়াছে; সুতরাং সংশয় দূর করত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজি হইতে আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম; বিবাহ করিব না। আমি অপুত্র হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেও স্বর্গে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করত জালুক আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আমি কন্যা সম্প্রদান করিব। তখন নভোমণ্ডল হইতে অপ্সর, দেব ও ঋষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এই শান্তনুনন্দন "ভীষ্ম"। অনন্তর গঙ্গাতনয় যশস্বিনী সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাতঃ! রথে আরোহণ করুন, স্বগৃহে প্রস্থান করি।

ভীষ্ম এই বলিয়া দাশনন্দিনীকে গ্রহণ করত রথারোহণে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া পিতাকে সমর্পণ করিলেন। রাজ-গণ তাঁহার সেই দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া সকলেই একত্রে ও পৃথক্ পৃথক্ প্রশংসা করত বলিতে লাগিলেন, "ইনি ভীষ্ম"। মহারাজ শান্তনুও সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু দান করিলেন।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর বিবাহ সম্পন্ন হইলে, শান্তনু সত্যবতীকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার গর্ব্ভে ক্রমান্বয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ মহাবীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই রাজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন ভীষ্ম সত্যবতীর আজ্ঞাক্রমে শত্রুদমন চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিসিক্ত করিলেন। চিত্রাঙ্গদ বীর্য্যবলে যাবতীয় রাজাকেই পরাজয় করিলেন এবং সংসারের কোন মনুষ্যকেই আপনার সমান বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। সুর, অসুর, সকলেই তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল।

অনন্তর চিত্রাঙ্গদনামে গন্ধর্ব্বরাজ শান্তনুনন্দনকে আক্রমণ করিলেন। সেই হেতু কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীতীরে বল ও উৎসাহশালী দুই জনের তিন বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই সংগ্রামে মহামায়ী গন্ধর্ব্বপতি শান্তনুনন্দন চিত্রাঙ্গদকে সংহার করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

প্রভূততেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ এইরূপে নিহত হইলে, ভীষ্ম তাঁহার যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বিচিত্রবীর্য্যকেই সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য ভক্তি ও সম্মানের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মের আজ্ঞা প্রতিপালন করত পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। গঙ্গানন্দনও ধর্ম্মপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিপালনে উদ্যুক্ত রহিলেন।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন; ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যও অদ্যাপি বয়স্ প্রাপ্ত হন নাই; এই সকল ভাবিয়া ভীষ্ম সত্যবতীর আজ্ঞাক্রমে আপনিই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিচিত্রবীর্য্য যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তখন গঙ্গানন্দন তাঁহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক জনরব উঠিল, কাশিরাজের তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন। তাহা শুনিয়া ভীষ্ম মাতার অনুমতিক্রমে রথে আরোহণ করিয়া বারাণসী প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সভাস্থলে সকল মহীপতিই একত্রিত হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন; তিন কন্যাও উপস্থিত রহিয়াছেন। অনন্তর এক এক করিয়া রাজাদিগের নামোল্লেখ আরব্ধ হইল। তখন গঙ্গানন্দন সেই তিন কন্যা হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রথে তুলিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ভূপালদিগকে বলিতে লাগিলেন, গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কার ও ধনদান করত কন্যা সম্প্রদান করাকে পণ্ডিতেরা এক প্রকার বিবাহ বলিয়াছেন। কেহ কেহ গোযুগ দিয়া কন্যা দান করেন এবং কেহ বা পণ লইয়া কন্যা সম্প্রদান করেন। কেহ কেহ বল দ্বারা হরণ করিয়া বিবাহ করেন। কেহ কেহ বা কন্যার সম্মতি লইয়া পাণিগ্রহণ করেন। কেহ প্রণয়িনীকে ছলপূর্ব্বক বিবাহ করেন; আর কেহ দাতার নিকট আপনি উপস্থিত হইয়া পত্নী প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বা যজ্ঞবিধানানুসারে ভার্য্যালাভ করেন। ইহার মধ্যে কবিরা অষ্টম বিবাহেরই প্রশংসা করেন। ক্ষত্রিয়েরা স্বয়ম্বরই প্রধান বলিয়া জানেন। কিন্তু ধর্ম্মবাদী ব্যক্তিরা শত্রুপক্ষ দলন করত কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব হে ভূপালবর্গ! আমি এই কন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলাম; যদি শক্তি

থাকে, তোমরা চেষ্টা কর; এখনিই জয় বা পরাজয় প্রাপ্ত হইবে। আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুতই আছি।

বলশালী শান্তনুনন্দন, কাশিরাজ ও অন্যান্য ভূপালদিগকে এই কথা বলিয়া সেই তিন কন্যাকে আপন রথে উত্তোলন করতঃ সকলকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতে করিতে সত্বর প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যাবতীয় ক্ষত্রিয়বর্গ গাত্রোত্থান করত বাহু আস্ফোটনপূর্ব্বক ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। ত্বরিতগমনজন্য বেগবশতঃ অনেকেরই বর্ম্ম ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল যেন, তারকবৃন্দ নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই মহান্ সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। সারথিসকল উত্তম অশ্ব যোজনা করিয়া মনোহর রথরাজি প্রস্তুত করিল। ভূপালবর্গ অবিলম্বেই তাহাতে আরোহণ করত নানাবিধ অস্ত্র লইয়া বেগে কুরুবংশসম্ভূত ভীষ্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ক্রোধজন্য ভীষণ ভ্রূকুটীবেষ্টিত হইয়া সকলেরই লোহিত লোচন দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই অসংখ্য ভূপালবৃন্দের বিস্ময়জনক তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। রাজগণ সহস্র সহস্র বাণ এককালেই তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু গঙ্গানন্দন শরজাল বিস্তার করিয়া অর্দ্ধপথেই তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। তাহা দেখিয়া ভূপালসকল তাঁহাকে বেষ্টন করত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তখন বোধ হইল যেন, নীরদরাজি পর্ব্বতশিখরে ভীষণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন শান্তনুতনয় শরদ্বারা প্রথমতঃ ঐ মার্গণময় বর্ষণ নিবারণ করিয়া পশ্চাৎ প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া ভূপালবর্গ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শরক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে

লাগিলেন। ভীষ্ম সে সকল নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণ দ্বারা এক এক জনকে আঘাত করিলেন। শর, শক্তি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে রণভূমি আচ্ছন্ন হইল। সংগ্রাম প্রাচীন-কালীন দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় ক্রমশঃ এরূপ ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, কেবল দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত বীরগণেরও অন্তঃকরণ কম্পিত হইতে লাগিল। মহারাজ! অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী শান্তনুনন্দন মহাবল ভীষ্ম রণস্থলে সহস্র সহস্র শত্রুদিগের শরাসন, ধ্বজাগ্র, বর্ম্ম ও মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লঘুহস্ততা, আত্মরক্ষা ও অন্যান্য অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া রাজগণ, শত্রু হইলেও, অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতেই সেই অসংখ্য ভূপালবর্গকে জয় করত যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কুরুবংশ-তিলক কন্যাদিগকে লইয়া নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে অপরিমিতবলশালী মহারথ শাল্ব রমণীলাভের নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভীষ্ম! "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ"। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, যূথপতি আক্রমণকারী করীর জঘনদ্বয় ভেদ করিয়া করিণীর দিকে ধাবিত হইল। তখন ক্ষত্রধর্ম্মপ্রতিপালক শত্রুতাপন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথী ভীষ্ম তাঁহার সেই বাক্যে উদ্বেজিত হইয়া ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং রথ নিবৃত্ত করিয়া ললাট-পট্ট আকুঞ্চিত করত নিঃশঙ্কচিত্তে শরজাল বিস্তার করিলেন। রাজগণ তাঁহাদিগের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। ঋতুমতী গাভীর নিমিত্ত বলবান্ বলীবর্দ্দের ন্যায় ভীষ্ম ও শাল্বরাজ উভয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। শাল্বরাজ লঘুহস্ততাসহকারে অগ্রেই শতসহস্র ক্ষিপ্রগামী শরনিকর ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভূপাল সকল "সাধু" "সাধু" বলিয়া উঠিলেন।

ক্ষত্রিয়দিগের সেই বাক্য শুনিয়া শান্তনুনন্দন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, শাল্ব! "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" এবং সারথিকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন, ঐ রাজার নিকটে রথ লইয়া যাও; পক্ষিরাজ গরুড় যেরূপ সর্পকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি উহাকে এখনই বিনাশ করিব। কুরুনন্দন এই বলিয়াই শরাসনে বরুণাস্ত্র যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই শাল্বরাজের রথবাহী অশ্বচতুষ্টয় বিনষ্ট হইল। তখন শাল্ব তাঁহার প্রতি শরক্ষেপ করিলেন। ভীষ্ম পুনর্ব্বার তাহার নিবারণ করিয়া বাণদ্বারা তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন; অনন্তর অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাকে জয় করিলেন; কিন্তু প্রাণ হরণ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

শাল্বরাজ এইরূপে পরাজিত হইয়া স্বনগরে চলিয়া গেলেন এবং পুনর্ব্বার ধর্ম্মপূর্ব্বক আপনার রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য যে সকল নরপতি স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

যোদ্ধৃপ্রবর ভীষ্ম এইরূপে রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া কন্যাত্রয় হরণ করত হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই নগরীতে ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য নৃপতিশ্রেষ্ঠ, পিতা শান্তনুর ন্যায় প্রজাপালন করিতেছিলেন। গঙ্গানন্দন বন, নদী, পর্ব্বত ও বিবিধপাদপসমাকুল অটবী অতিক্রম করত কাশিরাজের কন্যাত্রয়কে আপনার পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভগিনী ও দুহিতার ন্যায় স্নেহসহকারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং হিতসাধনের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন তিন কন্যারত্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে দান করিলেন। অনন্তর মাতা সত্যবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

তখন কশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা হাস্য করিয়া

ভীষ্মকে কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! আমি পূর্ব্বে স্বয়ম্বরস্থলে সৌভ-পতি মহারাজ শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; অতএব তিনিই আমার স্বামী। পিতারও এই প্রকার অভিপ্রায় ছিল। এক্ষণে যাহাতে ধর্ম্ম হানি না হয়, তাহাই করুন। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম ভাবিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। অবশেষে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করত নিশ্চয় করিয়া ভামিনীকে আজ্ঞা করিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই কর। অনন্তর অম্বিকা নামে কাশিরাজের অপর দুই দুহিতার সহিত বিধিপূর্ব্বক বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

ধর্ম্মশীল বিচিত্রবীর্য্য সেইমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৌবন-মদে মত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং সেই দুই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভামিনীর বিশাল নিতম্ব, পীনোন্নত পয়োধর ও নীলবর্ণ আকু-ঞ্চিত কেশকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বেই কামশীল হইয়া উঠিলেন। শুভলক্ষণসম্পন্ন পত্নীযুগলও স্বামী মনো-মত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিশেষ সমাদর করিতে লাগি-লেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপশালী দেবপরাক্রম সত্যবতী-নন্দন উভয় ভার্য্যারই চিত্ত হরণ করিলেন। ক্রমে সপ্ত বৎ-সর অতীত হইল। তখন বিচিত্রবীর্য্য অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগজন্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। বন্ধু ও বিখ্যাত চিকিৎসক সকল বিবিধ প্রকারে প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই উপকার দর্শিল না। রাজা দিবাবসানে দিবা-করের ন্যায় অস্তমিত হইয়া অবিলম্বেই শমনসদনে প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তাঁহার অকালমৃত্যুজন্য শোকে কাতর হইয়া প্রভূত পরিতাপ করত সত্যবতীর আজ্ঞাক্রমে প্রধান কুরুবংশীয়দিগের সহিত পুরোহিত দ্বারা সমুদায় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া বিধিবৎ সম্পন্ন করাইলেন।

একশত দুই অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা বিচিত্রবীর্য্য উক্তপ্রকারে স্বর্গগমন করিলে পর, সত্যবতী পুত্রশোকে একান্ত কাতর ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং দুই পুত্রবধূর সহিত পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভীষ্মকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করত পিতৃবংশ, মাতৃবংশ ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! কুরুবংশসম্ভূত ধর্ম্মনিরত যশস্বী শান্তনুর পিণ্ড, কীর্ত্তি ও বংশ তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। শুভ কার্য্যে স্বর্গভোগ ও সত্যব্রতে দীর্ঘায়ুর ন্যায় ধর্ম্ম তোমাতে নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি সংক্ষেপ ও বিস্তার, উভয় প্রকারেই ধর্ম্মকে জানিতে পারিয়াছ এবং বিবিধ শ্রুতি ও বেদবেদাঙ্গের মর্ম্ম বিশেষ-রূপে সংগ্রহ করিয়াছ। তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কুলাচার আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি বিপদ্‌কালে শুক্রাচার্য্য ও অঙ্গিরার ন্যায় বুদ্ধিস্থৈর্য্যসহকারে উপযুক্ত উপায় উদ্ভা-বন করিতে পার। অতএব সমধিক আশ্বাসপূর্ব্বক তোমাকে এক কার্য্যে নিযুক্ত করিব। যাহা করিতে হইবে, বলিতেছি; শুনিয়া অস্বীকার করিও না। ভারতপ্রদীপ! আমার পুত্র এবং তোমার ভ্রাতা ও প্রিয়পাত্র বীর্য্যশালী বিচিত্রবীর্য্য বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইল; এক্ষণে কাশিরাজ-দুহিতা তাহার এই পত্নীদ্বয় পুত্রলাভের নিমিত্ত বাসনা করিতেছেন। ইহাঁরা উভয়েই রূপগুণসম্পন্ন। অতএব আমার আজ্ঞাক্রমে ভরতবংশ রক্ষার নিমিত্ত তুমি ইহাঁদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মপালন কর; রাজ্যে অভিষিক্ত হও এবং বিবাহ কর। অনর্থক পিতামহদিগকে নরকে নিমগ্ন করিও না।

মহারাজ! সত্যবতীর পক্ষ হইয়া অপরাপর বন্ধুবর্গও গঙ্গানন্দনকে উক্ত কার্য্যে অনুরোধ করিলেন।

তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম ধর্ম্মপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, মাতঃ! আপনি যে ধর্ম্ম উল্লেখ করিলেন, তাহা উৎকৃষ্টই বটে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু পুত্রোৎপাদনবিষয়ে আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনি ত সে সকলই জানেন। আপনার নিমিত্ত পণস্বরূপে যেরূপ বলিয়াছিলাম, আপনার ত তাহা মনে আছে। পুনর্ব্বার আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞাও করিতেছি, আমি ত্রৈলোক্য, দেবলোকের রাজত্ব এবং তদপেক্ষাও অধিকতর যদি আর কিছু থাকে, সে সকলই পরিত্যাগ করিব; তথাপি সত্য-ত্যাগ করিব না। পৃথিবী, গন্ধ, জল; রস, তেজ, রূপ; বায়ু, স্পর্শ; সূর্য্য, প্রভা; ধূমকেতু, উষ্ণতা; আকাশ, শব্দ; চন্দ্র, শীতাংশুতা; পুরন্দর, বিক্রম এবং ধর্ম্মরাজও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমি কখনই ধর্ম্মত্যাগ করিতে সাহসী হইতে পারি না।

সত্যবতী প্রভূততেজঃশালী পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, সত্যব্রত! তোমার সত্যনিষ্ঠা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে, আপনার তেজোবলে ত্রিলোক ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিতে পার। আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে তুমি যে সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহাও আমার মনে আছে। কিন্তু আপদ্ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া পৈতৃক ভার বহন কর। যাহাতে তোমাদিগের বংশপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন থাকে; যাহাতে ধর্ম্মরক্ষা হয় এবং যাহাতে বন্ধুগণ আনন্দিত হন; তুমি তাহারই অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হও।

ভীষ্ম পুত্রশোকসন্তপ্তা জননীর সেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, রাজ্ঞি! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখুন;

অধর্ম্ম করিয়া আমাদিগের সকলকে বিনাশ করিবেন না। ক্ষত্রিয় সত্যত্যাগ করিলে, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রশংসা করে না। ভূমণ্ডলে মহারাজ শান্তনুর বংশরক্ষার নিমিত্ত যে সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি; আপনি শুনিয়া লোকাচার অনুসারে আপদ্ধর্ম্মবেত্তা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগের সহিত পরামর্শ করুন।

একশত তিন অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৩।

ভীষ্ম বলিলেন, পূর্ব্বকালে জমদগ্নিসন্তান পরশুরাম পিতৃবধজন্য ক্রোধহেতুক পরশুদ্বারা রাজা কার্ত্তবীর্য্যের মস্তক ও সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া রথে আরোহণ করতঃ অবশেষে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়ের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন। তখন ক্ষত্রিয়পত্নীরা বেদবিৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ধর্ম্মপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিয়া লইয়াছিল। বেদে কথিত আছে, যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে তাহারই; সুতরাং সেই সকল সন্তান ব্রাহ্মণ না হইয়া ক্ষত্রিয়ই হইয়াছিল। রাজ্ঞি! ঐ প্রকারেই ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়। এ বিষয়ে আরও এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে উতথ্যনামে এক ধীশক্তিসম্পন্ন ঋষি ছিলেন। মমতানামে তাঁহার মনোরমা পত্নী। একদিন উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত ভূরিতেজা বৃহস্পতি ঐ মমতার

সহবাস প্রার্থনা করিলেন। তখন মমতা উত্তর করিলেন, দেবর! তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সংসর্গে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি। উতথ্যসন্তান আমার গর্ব্ভে থাকিয়াই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আপনারও বীর্য্য অব্যর্থ; তাহাতে সন্তান অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। কিন্তু গর্ভে একজন ভিন্ন অন্যের বাসযোগ্য স্থান নাই। অতএব অদ্য রমণেচ্ছা পরিত্যাগ করুন।

ধীমান্ বৃহস্পতি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করত সমুদায় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন; কিন্তু কামবেগের দুর্ব্বারতাবশতঃ কোনমতেই বাসনা দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। মমতার ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি আপন ইচ্ছায় তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে শুক্রপাত করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, তাত! কামের বশবর্ত্তী হইবেন না। এই গর্ভ অতি সঙ্কীর্ণ; ইহাতে দুই জন কোনক্রমেই বাস করিতে পারে না; আমি পূর্ব্বেই এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আপনার বীর্য্য অমোঘ; অতএব শুক্রত্যাগ করিয়া অনর্থ আমার পীড়া উৎপাদন করিবেন না। কিন্তু বৃহস্পতি তাঁহার বাক্য না শুনিয়াই নিজবাসনানুসারে মমতাকে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শুক্রত্যাগের সময় বুঝিতে পারিয়া গর্ভস্থ উতথ্যসন্তান পাদদ্বয় দ্বারা প্রবেশদ্বার রোধ করিলেন; সুতরাং প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। তাহাতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া অশেষ ভর্ৎসনা করতঃ তাঁহাকে অভিশপ্ত করিলেন, বৎস! আমি সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন করিতেছিলাম; তুমি সেই সময়ে আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছ; অতএব তুমি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

অনন্তর সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য তেজস্বী উতথ্যসন্তান অন্ধ

হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হইলেন। বেদবিৎ পরমজ্ঞানী মহর্ষি দীর্ঘতমা বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাম্নী পরমা সুন্দরী এক যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গৌতমপ্রভৃতি কতকগুলি যশস্বী সন্তান উৎ-পাদন করিলেন; কিন্তু অবশেষে সুরভিনন্দিনীর নিকট গোধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তাহাতেই সাতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে গোসদৃশ প্রকাশ্যরূপেই মৈথু-নাদি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে মর্য্যাদাভ্রষ্ট দেখিয়া তপোবনবাসী অন্যান্য তাপসেরা বিস্মিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো! এই দীর্ঘতমা সদাচার ত্যাগ করিয়া আমাদিগের অবমাননা করিতেছে; অতএব ইহাকে দূর করিয়া দেও। এ ব্যক্তি আর এ স্থানে থাকিবার যোগ্য নহে।

প্রদ্বেষীও কতকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল বলিয়া স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া দীর্ঘতমা এক দিন পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার দ্বেষ কর? প্রদ্বেষী উত্তর করিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণ করিয়া থাকেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভর্ত্তা বলে এবং পালন করেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম পতি। তুমি জন্মান্ধ; আমাকে ভরণ ও পালন করা দূরে থাকুক, আমিই নিয়তকাল তোমার ভরণ করি-লাম; কিন্তু আর করিব না।

ভীষ্ম বলিলেন, তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া দীর্ঘতমা ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, তুমি তোমার পুত্রদিগের সমভি-ব্যাহারে আমাকে কোন ক্ষত্রিয়ের সন্নিধানে লইয়া যাও; তাহা হইলেই ধন লাভ করিতে পারিবে।

প্রদ্বেষী বলিলেন, বিপ্র! তোমার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হইব, সে সমুদায়ই কেবল দুঃখের কারণ হইবে: অতএব

আমি তাহা প্রার্থনা করি না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর। আমি আর তোমার ভরণ করিব না।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া দীর্ঘতমা বলিলেন, আমি আজি হইতে সংসারে এই সদাচার নির্দ্দেশ করিলাম, পত্নী মরণ-কালপর্য্যন্ত একমাত্র স্বামীকেই পরম গতি বলিয়া জ্ঞান করিবে। পতি জীবিত থাকুন, আর পরলোকেই গমন করুন, ভার্য্যা কখনই অন্য পুরুষের সংসর্গ করিতে পারিবে না। যে নারী এই মর্য্যদা লঙ্ঘন করিবে, সে নিশ্চয়ই পতিত হইবে। পতিহীনা রমণীর পদে পদে পাতক ঘটিবে। তাহা-দিগের ধন থাকিলেও তাহার যথার্থ ভোগ হইবে না। অপ-যশ ও নিন্দা নিয়তই তাহাদিগের অনুগমন করিবে।

স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করত প্রদ্বেষী ক্রোধে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পুত্রদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ইহাকে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া আইস। গৌতম-প্রভৃতি ক্রূর পুত্রগণ মাতার আজ্ঞা পাইয়া বিবেচনা করিল, সত্যই বটে; আমরা কেনই এই জন্মান্ধ বৃদ্ধের ভরণ পোষণ করিব। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করত উড়ুপে আরোপণ করিয়া স্রোতে নিক্ষেপ করিল এবং স্বস্থমনে গৃহে ফিরিয়া আসিল। জন্মান্ধ দীর্ঘতমা সেই উড়ুপ অবলম্বন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভাসিতে ভাসিতে শত শত দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

এক স্থানে বলিনামে এক ধার্ম্মিক মহীপতি গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। দীর্ঘতমা প্রবাহবলে তাঁহারই নিকট উপ-নীত হইলেন। রাজা উত্তোলন করতঃ তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া প্রার্থনা করি-লেন, ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমার মহিষীতে কতকগুলি ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন বলি সুদেষ্ণানাম্নী আপনার মহিষীকে

তাঁহার নিকটে যাইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া ঘৃণাবশতঃ গমন করিলেন না; আপনার ধাত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। দীর্ঘতমা তাঁহার গর্ব্ভে কাক্ষীবান্ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলি এক দিন সেই সকল সন্তানকে দেখিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষে! ইহারাই কি আমার পুত্র? ঋষি উত্তর করিলেন, না; আমি ইহাদিগকে শূদ্র-যোনিতে উৎপাদন করিয়াছি; অতএব ইহারা আমার। তোমার মহিষী সুদেষ্ণা আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া মোহ-বশতঃ ঘৃণা করিয়া তাঁহার ধাত্রীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; নিজে আইসেন নাই। রাজা শ্রবণ করত তপস্বীকে প্রসন্ন করিলেন এবং সুদেষ্ণাকে পাঠাইয়া দিলেন।

মহর্ষি দীর্ঘতমা সুদেষ্ণার অঙ্গসকল স্পর্শ করতঃ কহি-লেন, তোমার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মনামে আদিত্য-তুল্যতেজস্বী পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং পৃথিবীতে তাহা-দিগের প্রত্যেকের নামানুসারে এক এক দেশের নামকরণ হইবে। সেই হেতুই পঞ্চ দেশ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মনামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মাতঃ! শুনিতে পাই, পূর্ব্বকালে বলিরাজার বংশ এই-রূপে ঋষি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকার পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের ঔরসে আরও অনেকানেক বলবান্ ও বীর্য্যশালী ক্ষত্রিয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল শুনিয়া এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

একশত চারি অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

ভীষ্ম বলিলেন, মাতঃ! নিয়ত যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, পুনর্ব্বার ভরতবংশের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন এক গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদান পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনুন। তিনিই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সত্যবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া লজ্জাহেতুক অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে ভীষ্মকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহাবাহো! তুমি যাহা বলিলে, সে সকলই সত্য। তোমার প্রতি বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই বলিতেছি; আমি আমাদিগের বংশে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত যাহা বলিব, তুমি আপদ্ধর্ম্ম অনুসারে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিবে না। আমাদিগের কুলে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই গতি। অতএব যাহা বলিব, শুনিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, করিবে।

আমার পিতা ধর্ম্মকার্য্যে রত ছিলেন; অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে তিনি ধর্ম্মের নিমিত্ত একখানি তরী নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে তাহার বাহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি সেই নৌকায় করিয়া পথিকদিগকে যমুনা পার করিতাম। সেই কার্য্য করিতে করিতেই যৌবনে পদার্পণ করিলাম। অনন্তর একদিন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি পরাশর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে নদীপার করিতেছিলাম, এমন সময়ে তিনি কামবশে ব্যাকুল হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে সম্বোধন করত কহিলেন, সুন্দরি! আমাকে ভজনা কর। আমি প্রথমতঃ পিতার ভয় করিলাম; কিন্তু শেষে তাঁহার শাপভয় আমাকে ব্যাকুল করিল। দুষ্প্রাপ্য মনোমত বরও লাভ করিলাম; সুতরাং তাঁহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিতে পারিলাম না। তখন তিনি অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া লোকের দৃষ্টিরোধ করিলেন এবং আমাকে বালিকা

দেখিয়া তেজোদ্বারা মোহিত করতঃ নৌকাতেই রিপুচরিতার্থ করিলেন। পূর্ব্বে আমার গাত্রে ঘৃণাজনক মৎস্যগন্ধ ছিল; তিনি তাহা দূর করিয়া আমাকে এই মনোহর সুগন্ধ দিলেন এবং কহিলেন, তুমি আমার ঔরসজাত গর্ভ্ভ এই নদী-গর্ভ্ভস্থ দ্বীপে নিক্ষেপ করিয়া কন্যাই থাকিবে।

ভীষ্ম! এইরূপে আমি কন্যাবস্থাতেই পরাশরসংসর্গে দ্বৈপায়ননামে এক সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম। সেই সত্যবাদী সন্তান তপস্যাবলে বেদের "ব্যাস" অর্থাৎ বিভাগ করিয়াছেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে বেদব্যাস বলিয়া থাকে। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ; সেই হেতু তাঁহার আর একটী নাম কৃষ্ণ। নিষ্পাপ পরাশরতনয় জাতমাত্রেই শমগুণাবলম্বী হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত পিতার সহিত গমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি; তুমিও অনুমতি কর, তিনিই তোমার ভ্রাতার ক্ষেত্রে শুভসাধন সন্তান উৎপাদন করুন। তিনি যাইবার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, মাতঃ! বিপদ্‌কালে স্মরণ করিলেই আমি উপস্থিত হইব। অতএব তোমার ইচ্ছা হইলেই আমি তাঁহাকে স্মরণ করি। মহাতপা তোমার অনুমতিক্রমেই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীষ্ম মহর্ষির নাম শ্রবণ করিয়া করপুটে সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ফলস্বরূপ উপস্থিত ও পরিণামিক সুখ, দুঃখ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্‌। অতএব আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুসারে যে কথা কহিলেন, তাহাতে আমার বিলক্ষণ মত আছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীষ্ম এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, গন্ধকালী দ্বৈপায়ন মুনিকে স্মরণ করিলেন। ব্যাসদেব

বেদব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে জানিতে পারিলেন, জননী তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন; সুতরাং তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিল না। তখন দাশদুহিতা সত্যবতী যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক পুত্রকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করতঃ স্তন্য দুগ্ধে অভিষিক্ত করিলেন এবং বহুদিনের পর তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুবারি ত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্বৈপায়ন শোকসন্তপ্তা জননীকে বারিষেকদ্বারা স্নিগ্ধ করতঃ প্রণাম করিয়া কহিলেন, জননি! আপনার অভিপ্রায়সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত আমি উপস্থিত হইলাম। আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।

অনন্তর ভরতবংশের পুরোহিত বিধানানুসারে ব্যাসের পূজা করিলেন। দ্বৈপায়ন মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন সত্যবতী তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস! সন্তান মাতা ও পিতা উভয় হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহাতে উভয়েরই স্বত্ব আছে; পিতা যে রূপ পুত্রের অধিকারী, মাতাও সেইরূপ তাহার অধিকারিণী; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারেরাও এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋষে! তুমি আমার প্রথম পুত্র; বিচিত্রবীর্য্য তোমার কনিষ্ঠ। পিতৃসম্বন্ধক্রমে ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, মাতৃসম্বন্ধ অনুসারে তুমিও তেমনি তাহার সহোদর। এই ত আমার মত; তোমার কি অভিপ্রায় বলিতে পারি না। এই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সত্যপালন করিবার নিমিত্ত অপত্য উৎপাদন বা রাজ্যশাসন করিতে সম্মত নহেন। অতএব তুমি ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ও কুলরক্ষার উপরোধ, ভীষ্মের বাক্য, আমার আজ্ঞা, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া, সকলের রক্ষা ও স্বভাবজ উপচিকীর্ষানিবন্ধন আমি যাহা আজ্ঞা করি-

তেছি, সম্পাদন কর। পুত্র! তোমার স্বর্গীয় ভ্রাতার দুই মহিষী আছেন। তাঁহারা দুই জনেই দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী এবং সন্তানপ্রাপ্তির নিমিত্ত একান্ত বাসনাও করিতেছেন। অতএব আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি তাঁহাদিগের গর্ব্ভে বংশ ও সন্ততিপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত অনুরূপ পুত্র উৎপাদন কর।

ব্যাস উত্তর করিলেন, জননি! আপনি ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ধর্ম্মই জ্ঞাত আছেন এবং তাহাতে আপনার মনও আছে। অতএব আপনার আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মকেই কারণরূপে উদ্দেশ করিয়া তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিব। এই সনাতন ধর্ম্ম আমিও অবগত আছি। আমি ভ্রাতার মিত্রাবরুণতুল্য পুত্র উৎপাদন করিব। মহিষীদ্বয়কে এক বৎসর নিয়ম পূর্ব্বক ব্রত আচরণ করিতে বলুন; তাহা হইলেই তাঁহারা শুদ্ধ হইবেন। ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে, কোন কামিনীই আমার নিকট আসিতে পারেন না।

সত্যবতী বলিলেন, বৎস! অচিরেই উঁহাদিগের গর্ব্ভ উৎপাদন কর। রাজা না থাকিলে প্রজা সকল রক্ষক অভাবে শীঘ্রই বিনাশ পায়। লৌকিক বা পারমার্থিক কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয় না; সুতরাং বৃষ্টি রহিত হইয়া যায় এবং দেবগণ অন্তর্হিত হন। সেই হেতু, রাজা না থাকিলে কোন মতেই রাজ্য রক্ষা করা যায় না। অতএব শীঘ্রই তাঁহাদিগের গর্ব্ভ উৎপাদন কর। ভীষ্ম লালন পালন করিয়া সেই গর্ব্ভজাত সন্তানদিগের বৃদ্ধি সম্পাদন করিবেন।

ব্যাস বলিলেন, যদি অকালেই ভ্রাতার পুত্র উৎপাদন করা স্থির হয়, তবে দেবীদ্বয় আমার এই বিকৃত বেশ সহ্য করুন; তাহা হইলেই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ব্রত অনুষ্ঠান করা হইবে। যদি কৌশল্যা আমার গন্ধ সহ্য করিতে

পারেন এবং আমার রূপ, বেশ ও দেহ দেখিয়া ভীত না হন, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট গর্ভ লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাতেজা ব্যাসদেব এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং বলিয়া গেলেন, কৌশল্যা শুভ্রবস্ত্র পরিধান করতঃ নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আমার সমাগম প্রার্থনা করুন।

অনন্তর দেবী সত্যবতী নির্জ্জনে পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন, কৌশল্যে! তোমাকে ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত হিতবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ স্পষ্টই ভরতবংশের উচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ভীষ্ম আমাকে ব্যথিত ও পিতৃবংশ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া এক যুক্তি করিয়াছেন; কিন্তু সুশ্রোণি! তাহার সিদ্ধি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তুমি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ কর। পুত্রি! ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী পুত্র প্রসব করিয়া এই উচ্ছিন্ন ভরতবংশ পুনর্ব্বার উজ্জ্বল কর। তোমার সন্তান আমাদিগের কুলক্রমাগত এই রাজ্যভার বহন করিবে।

যোজনগন্ধা এইরূপ অনুনয় দ্বারা ধর্ম্মচারিণী পুত্রবধূকে অতি কষ্টে সম্মত করিয়া ব্রাহ্মণ, দেবর্ষি ও অতিথিদিগকে ভোজন করাইলেন।

একশত পঞ্চ অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৌশল্যা যথাকালে ঋতুস্নান করিলে, সত্যবতী তাঁহাকে শয়নাগারে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, কৌশল্যে! তোমার এক দেবর

আছেন; তিনি অদ্য নিশীথসময়ে তোমার নিকট আগমন করিবেন; তুমি অতি সাবধানে তাঁহার প্রতীক্ষা কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর সেই বাক্য শুনিয়া শুভশয্যায় শয়ন করতঃ ভীষ্ম ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্যবাদী ব্যাসদেব পুত্রোৎপাদন করিবার নিমিত্ত মাতার আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রদীপ প্রসন্নভাবে জ্বলিতেছিল। অম্বিকা মহর্ষির কৃষ্ণবর্ণ, কপিল জটাভার, প্রদীপ্ত নয়নযুগল ও বিশাল শ্মশ্রু দেখিয়া ভয়ে নেত্রদ্বয় মুদিত করিলেন। সত্যবতীনন্দন মাতার হিতসাধনের নিমিত্ত সহবাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কাশিরাজতনয়া কোনরূপেই নয়ন উন্মীলিত করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্বৈপায়ন নিক্রান্ত না হইতে হইতেই সত্যবতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! এই গর্ব্ভে গুণবান্ রাজপুত্র ত জন্মগ্রহণ করিবে? অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাসদেব বিধিবৎ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন, জননি! এই গর্ব্ভে অযুতনাগতুল্য বলশালী, মহাভাগ, মহাবীর্য্য, এক বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি উৎপন্ন হইবেন। তাঁহারও এক শত পুত্র জন্মিবে। কিন্তু মাতার দোষহেতু তিনি অন্ধ হইবেন।

সত্যবতী পুত্রের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, তপোধন! অন্ধ কুরুবংশের যোগ্য রাজা হইতে পারে না; অতএব তুমি জ্ঞাতি ও বংশের রক্ষাকর্ত্তা, পিতৃবংশবৃদ্ধিকারী দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন কর। সেই কুরুকুলের রাজা হইবে। মহাযশা দ্বৈপায়ন তাহাতেই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে, কৌশল্যা এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া সত্যবতী অম্বালিকানাম্নী দ্বিতীয় পুত্রবধূকে বলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিকে

আহ্বান করিলেন। ব্যাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই আসিয়া অম্বালিকার সহবাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভামিনী ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া মহর্ষি কহিলেন, শুভাননে! তুমি আমাকে দর্শন করতঃ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইলে; অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ এবং সেই নামেই বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলিয়া তপোধন গৃহের বাহিরে আগমন করতঃ সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! এই গর্ভের সন্তান পাণ্ডুবর্ণ হইবে। তাহা শুনিয়া রাজ্ঞী তাঁহার নিকট আরও একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তিনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর অম্বালিকা যথাকালে অনুপম দীপ্তিসম্পন্ন এক পাণ্ডুবর্ণ সন্তান প্রসব করিলেন। শারীরিক ও মানসিক বলশালী পঞ্চ পাণ্ডব সেই পাণ্ডুর পুত্র। রাজন্! তাহার পর কিছুকাল গত হইলে, জ্যেষ্ঠা বধূ অম্বিকা পুনর্ব্বার ঋতুস্নান করিলেন। তাহা দেখিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার তাঁহাকে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত ব্যাসের সহবাস করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু সীমন্তিনী ঋষির পূর্ব্বানুভূত গন্ধ, রূপ, বেশ ও শরীর মনে করিয়া শ্বশ্রূর বাক্য প্রতিপালন করিলেন না। অপ্সরোপমা নিজ দাসীকে আপনার বসনভূষণে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দাসী অভ্যাগত ঋষির নিকট গমন করতঃ পূজা ও নমস্কার করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে শয্যায় উপবেশন করিল। ব্রতধারী দ্বৈপায়ন তাহার সহবাস করিয়া কামভোগে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। অপর, তোমার এই গর্ব্ভস্থ সন্তান সংসারমধ্যে পরম ধার্ম্মিক এবং সকলের অপেক্ষাই অধিকতর বুদ্ধিমান্ হইবে।

রাজন্! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা দ্বৈপায়নতনয় বিদুর সেই গর্ভেই উৎপন্ন হন। কামক্রোধশূন্য, অর্থের তত্ত্বজ্ঞ

বিদুর সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অণীমাণ্ডব্যের শাপে শূদ্রযোনিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ! দ্বৈপায়ন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দাসীকে সম্ভোগ করতঃ বর দিয়া সত্যবতীকে কহিলেন, জননি! তোমার বধূ আমাকে দাসী প্রেরণ করিয়া বঞ্চনা করিয়াছে। আমি ইহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া অনৃণী হইয়াছি; এক্ষণে চলিলাম। এই গর্ব্ভে ধর্ম্ম শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া মহর্ষি অন্তর্হিত হইলেন।

জনমেজয়! বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে কুরুবংশের বৃদ্ধিকর দেবকুমারসদৃশ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যের সুতোৎপত্তিনামক

একশত ছয় অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৬।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র! ধর্ম্ম কি কার্য্য করিয়া কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন, রাজন্! মাণ্ডব্য নামে এক বুদ্ধিমান্ সত্যপর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একদা তাঁহার আশ্রমদ্বারস্থ এক বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করতঃ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে অনেক কাল গত হইলে, একদিন কতকগুলি দস্যু তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভয়ে অপহৃত ধন ভূগর্ব্ভে নিখাত করতঃ সেই স্থানেই লুকাইয়া রহিল। অনন্তর দেখিতে দেখিতেই প্রহরীসকল তাহাদিগের অনুসরণক্রমে তথায় উপ-

নীত হইয়া মৌনব্রতধারী ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দস্যুগণ কোন্ পথে পলায়ন করিয়াছে? শীঘ্র বলুন; আমরা অবিলম্বেই সেই পথ অবলম্বন করি। কিন্তু তপোধন ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। সুতরাং রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, দস্যুগণ সেই আশ্রমেই লুকাইয়া আছে। অপহৃত দ্রব্য সকলও সেই স্থান হইতেই বাহির হইল। তখন প্রহরিগণ ঐ ঋষির প্রতি সন্দেহ করিল; সুতরাং তাঁহাকে বন্ধন করতঃ দস্যুদিগের সহিত লইয়া রাজাকে অর্পণ করিল। রাজা বিচার করতঃ দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, সকলকেই বধ কর। প্রহরিগণ তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া অন্যান্য চৌরদিগের সহিত ঋষিকেও শূলে আরোপিত করিয়া ধনগ্রহণ করতঃ প্রত্যাগমন করিল।

মহাতপা মাণ্ডব্য এইরূপে শূলে আরোপিত হইলেন বটে; কিন্তু প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না। সেই শূলাগ্রে থাকিয়াই তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং তপোবলে অন্যান্য ঋষিদিগকে সেই স্থানে আনয়ন করিলেন। তপস্বী মুনি সকল তাঁহার অবস্থায় দুঃখিত হইয়া পক্ষিবেশ ধারণ করতঃ নিশাকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ যথাশক্তি আপন আপন পরিচয় দিলেন; অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি এমন কি ভয়ানক পাপ করিয়াছিলেন, যাহাতে এই শূলে অরোপিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন?

একশত সপ্ত অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মাণ্ডব্য তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, ঋষিগণ! অন্য আর কাহার দোষ দিব? কেহই আমার অপকার করে না।

অনন্তর কিছুদিন গত হইলে, প্রহরিগণ আসিয়া দেখিল, ঋষি সেই ভাবেই আছেন। তাহাতে বিস্মিত হইয়া রাজার নিকট গমন করতঃ আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া, মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করতঃ নিশ্চয় করিলেন, তিনি চোর নহেন; যথাথই তপস্বী। তখন শূলের নিকট উপস্থিত হইয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত স্তব করিতে লাগিলেন। মাণ্ডব্য তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন হইলেন। রাজা তাঁহাকে অবতারণ করিয়া তাঁহার দেহপ্রবিষ্ট শূল বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সুতরাং অবশিষ্ট ভাগ ভঙ্গ করিলেন।

মহর্ষি সেই অন্তর্হিত শূলখণ্ড লইয়াই বহুকাল তপস্যা করতঃ সকলেরই দুর্ল্লভ লোক জয় করিয়াছিলেন। সেই অণী অর্থাৎ শূলাগ্র শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে অণীমাণ্ডব্য বলে।

সেই অণীমাণ্ডব্য একদিন ধর্ম্মের আলয়ে উপস্থিত হইয়া আসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অজ্ঞানবশতঃ এমন কি মহৎ পাপ করিয়াছি, যাহার শূলারোপণরূপ এই দারুণ ফল ভোগ করিলাম? শীঘ্র বল; এখনিই আমার তপঃপ্রভাব দেখিতে পাইবে।

ধর্ম্ম উত্তর করিলেন, তপোধন! আপনি কতকগুলি পতঙ্গের পুচ্ছে এক ঈষিকা প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পাপেরই এই ফল প্রাপ্ত হইলেন।

মাণ্ডব্য কহিলেন, তুমি অল্প পাপের নিমিত্ত আমার এই গুরুতর দণ্ড করিলে; অতএব ধর্ম্ম! তুমি মানব হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। আমি আজি হইতে সংসারে

পাপকার্য্যের এই সীমা নির্দ্দেশ করিলাম। মনুষ্য চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে যে কিছু দুষ্কর্ম্ম করিবে, তাহা পাতক বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু তাহার পর যে কিছু পাপ করিবে, সে সমুদায়ই দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্ম এই অপরাধহেতুক ঋষির শাপে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদুর ধর্ম্মার্থকুশল, কামক্রোধাদিশূন্য, দীর্ঘদর্শী, শমগুণাবলম্বী এবং কৌরবদিগের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন।

একশত অষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক কুমারত্রয় জন্মগ্রহণ করিলে, কুরুজাঙ্গল, কুরুক্ষেত্র এবং কৌরবদিগের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন এবং সকল শস্যই রসপূর্ণ হইল। মেঘ সকল ঋতু অনুসারে বর্ষণ করিতে লাগিল; বৃক্ষগণ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া পড়িল। গো, অশ্ব প্রভৃতি বাহন সকল আনন্দে উথলিয়া উঠিল; মৃগ ও পক্ষিগণ প্রফুল্ল হইল; পুষ্পদাম অপূর্ব্ব সৌগন্ধ বিস্তার করিল এবং ফল সকল রসে পরিপূর্ণ হইল। নগরমাত্রেই বণিক্ ও শিল্পিগণে সমাকীর্ণ হইল এবং প্রজাসকল বীর, কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র হইয়া সুখভোগ করিতে লাগিল। কোথাও দস্যুভয় রহিল না এবং পাপাচরণেও কেহ ইচ্ছা করিল না; সুতরাং বোধ হইল যেন, রাজ্যের সর্ব্বত্রই সত্যযুগের সঞ্চার হইয়াছে। প্রজাগণ ধর্ম্মশীল, যাগশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রতপরায়ণ এবং পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেই অভিমান, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিল এবং

ধর্ম্মপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ পরস্পরের প্রীতিসম্পাদনে যত্নবান্ হইল। হস্তিনা জলরাশি দ্বারা সাগরের ন্যায়, মেঘসজ্জসন্নিভ তোরণাগ্রে এবং ইন্দ্রালয়তুল্য প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ হইল। প্রজাসকল নদীর জল, বনগর্ত্ত, বাপী, পল্বল ও মনোহর পর্ব্বতের সানুদেশে হৃষ্টচিত্তে বিহার আরম্ভ করিল। দক্ষিণ এবং উত্তর কুরুগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া দেবর্ষি ও চারণদিগের সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য কৌরবগণে পরিপূর্ণ সেই রাজ্যমধ্যে কৃপণ মনুষ্য বা বিধবা রমণী রহিল না। উপবন, বাপী, কূপ, ব্রাহ্মণের নিকেতন প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই সমৃদ্ধি লক্ষিত হইল এবং রাজ্যমধ্যে নিরন্তর মহোৎসব আরব্ধ হইল। ভীষ্ম ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, যজ্ঞযূপ দেশের সর্ব্বত্রই বিস্তীর্ণ হইল এবং ধর্ম্মচক্র এরূপে চলিতে আরম্ভ করিল যে, মনুষ্যসকল আপন আপন দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই রাজ্যে আসিতে লাগিল। পুরবাসিগণ মহাত্মা কুমারত্রয়ের কার্য্য দেখিয়া উৎসাহী হইয়া উঠিল। প্রধান প্রধান কৌরব ও নাগরিকদিগের নিকেতনে নিরন্তর এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল "দান কর" "ভোজন কর"। ভীষ্ম জন্মকাল অবধি অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে আপনার পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ স্বজাতিসমুচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পশ্চাৎ শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিবিধ ব্যায়াম, ধনুর্ব্বেদ, বেদ, বেদাঙ্গ, গদাযুদ্ধ, অসিচালন, চর্ম্মচালন, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, শিক্ষাশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডু ধনুর্ব্বিদ্যায় এবং ধৃতরাষ্ট্র শারীরিক বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। বিদুরের ন্যায় ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মরক্ত

ব্যক্তি ত্রিলোকে আর দেখা গেল না। প্রজাগণ, শান্তনুর নষ্টপ্রায় বংশ পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া উঠিল দেখিয়া, এক প্রবাদ তুলিয়া দিল, বীরজননীর মধ্যে কাশিরাজের দুই দুহিতাই প্রধান; দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গলই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবেত্তাদিগের মধ্যে ভীষ্মই বরিষ্ঠ এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুরই উৎকৃষ্ট। রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ এবং বিদুর শূদ্রাগর্ভসম্ভূত বলিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

অনন্তর একদিন নীতিজ্ঞচূড়ামণি ভীষ্ম ধর্ম্মের অর্থবেত্তা বিদুরকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক নামক একশত নয় অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৯।

ভীষ্ম বলিলেন, পূর্ব্বে কুরুবংশজাত সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজগণ ধর্ম্মপূর্ব্বক প্রজাপালন করত পৃথিবীর সমুদায় ভূপালদিগের উপরই আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই বংশ কখনই ক্ষয় না পায়, এই ভাবিয়া আমি ও সত্যবতী মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্বারা তোমাদিগকে উৎপাদন করতঃ কুলতন্তু রক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, তাহা আমাকে করিতে হইবে। তোমারও সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। শুনিতেছি, যদুবংশীয় মহারাজ শূরসেন, সুবলরাজ এবং মদ্ররাজ এই তিন জনের এক এক কন্যা আছেন। তাঁহারা তিন জনই সৎকুলসম্ভূতা ও সুন্দরী এবং আমাদিগের সহিত সম্বন্ধেরও যোগ্যপাত্রী। অতএব ইচ্ছা করিয়াছি, আমাদিগের বংশে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকেই প্রার্থনা করিব। ইহাতে তোমার মত কি?

বিদুর উত্তর করিলেন, আপনিই আমাদিগের পিতা, মাতা ও পরম গুরু; অতএব যাহাতে এই বংশের মঙ্গল হয়, বিবেচনা করিয়া, তাহাই করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর কৌরবদিগের পিতামহ ভীষ্ম ব্রাহ্মণমুখে শ্রবণ করিলেন, সুবলরাজতনয়া গান্ধারী ভগ-দেবতার নেত্রহর হরের আরাধনা করিয়া একশত পুত্রলাভ-রূপ বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন সেই প্রবাদের যাথার্থ্য নিশ্চয় করিয়া গঙ্গানন্দন গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সুবল ধৃতরাষ্ট্রকে জন্মান্ধ বলিয়া অবগত ছিলেন; সুতরাং কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রথমতঃ অশেষ চিন্তা করিতে লাগি-লেন; কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক বরের কুল, যশ ও বিপল ঐশ্বর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অবশেষে কন্যাদান করিতে স্বীকার করিলেন। গান্ধারী শুনিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ; কিন্তু মাতা পিতা তাঁহাকে সেই অন্ধবরে সম্প্রদান করিতেই স্থির করিয়াছেন। তখন, স্বামীকে চক্ষুহীন দেখিয়া ঘৃণাবশতঃ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত না হয়, এই ভাবিয়া সাধ্বী বহুগুণিত বস্ত্রদ্বারা আপনার নেত্রযুগল বন্ধন করি-লেন।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি রূপগুণসম্পন্না যুবতী সহোদরাকে লইয়া কৌরবদিগের নিকট আগমন করতঃ আদর পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সম্প্রদান করিলেন। তখন ভীষ্মের অনুমতি অনুসারে তাঁহাদিগের পরিণয় সম্পন্ন হইল। শকুনি এইরূপে মহার্হ বসন ভূষণের সহিত ভগিনী সম্প্রদান করিয়া আপনার নগরে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় ভীষ্ম তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। পতিপরায়ণা গান্ধারী ধনদান দ্বারা আরাধনা করিয়া কৌরবদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগি-লেন; বাক্য দ্বারাও কখন অন্য পুরুষের গুণকীর্ত্তন করি-লেন না।

ধৃতরাষ্ট্রবিবাহনামক একশত দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যদুবংশে বসুদেবের পিতা শূর নামে এক প্রধান নরপতি ছিলেন। পৃথানামে তাঁহার এক অদ্বিতীয়সুন্দরী কন্যা জন্মে। শূর ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতৃস্বসার নিঃসন্তান পুত্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমার মহিষীর প্রথমগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাকে তোমায় দান করিব। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে মহারাজ এক্ষণে সর্ব্বাগ্রজা পৃথাকে পরম সুহৃৎ মহাত্মা কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভোজ তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে পৃথা ব্রতধারী উগ্রস্বভাব ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদিন ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ, ব্রতধারী, উগ্রস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তী যত্নপূর্ব্বক অশেষপ্রকারে পরিচর্য্যা করতঃ তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। ঋষি তাহাতে প্রসন্ন হইয়া পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাতরূপ ভাবি আপদ্ধর্ম্মের অপেক্ষায় তাঁহাকে অভিচারমন্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, শুভে! এই মন্ত্রদ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারই প্রভাবে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে।

তাহা শুনিয়া যশস্বিনী ভোজকুমারী কৌতূহলবশতঃ কৌমার অবস্থাতেই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভূতভাবন মার্ত্তণ্ড আহ্বানমাত্রই আসিতে লাগিলেন। কুন্তী সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর দিবাকর উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অসিত-লোচনে! এই আমি আসিলাম; কি করিতে হইবে, বল।

কুন্তী বলিলেন, শত্রুতাপন! এক ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিদ্যাদান করিয়াছিলেন; আমি তাহারই প্রভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আমার অপরাধ হইয়াছে; অতএব নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হউন। রমণী গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী হইলেও পুরুষেরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

সূর্য্য বলিলেন, দুর্ব্বাসা তোমাকে বরস্বরূপ এই বিদ্যাদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি; কিন্তু তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমার সহবাস কর। আমাকে আহ্বান করিয়াছ বলিয়াই আমি দর্শন দিলাম। আমার দর্শন বৃথা হইবে না। অপর, আহ্বান করিয়া অনর্থক প্রত্যাখ্যান করিলে; তুমি দূষিতা হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দিবাকর এইরূপ নানাবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে কুন্তীর ভয় দূর করিতে যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু যশস্বিনী আপনার অবিবাহিতাবস্থা স্মরণ করিয়া মাতা পিতা প্রভৃতি বন্ধু বান্ধবদিগের ভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার প্রার্থনায় কোনমতেই স্বীকার করিলেন না। তখন তিনি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজনন্দিনি! আমি প্রসন্ন হইয়া বর দিতেছি, ইহাতে তোমার কোন দোষই হইবে না। এই কথা বলিয়া তপন কুন্তীকে সম্ভোগ করিলেন। রাজন্! তৎক্ষণাৎ শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ত্রিলোকবিখ্যাত, মহাবীর, দেবকুমারসদৃশ, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন কর্ণ কবচ ও কুণ্ডল ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন দিবাকর কুন্তীকে পুনর্ব্বার কৌমারাবস্থা দান করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

যাদবনন্দিনী কুন্তী, সন্তান জন্মিল দেখিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করিলে, ভাল হইতে পারে? কি করা

কর্ত্তব্য ? অনন্তর সেই দুষ্কর্ম্ম গোপন করিবার নিমিত্ত বিশেষ চিন্তা করতঃ পিতা, মাতা ও অন্যান্য বন্ধুদিগের ভয়ে ঐ সদ্যোজাত বালককে জলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাধার স্বামী মহাযশা সূতনন্দন উঁহাকে উত্তোলন করত স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং স্ত্রীপুরুষে সন্তানের ন্যায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বালক কুণ্ডল ও কবচরূপ বসু অর্থাৎ ধনের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, পিতা মাতা তাঁহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ বিশেষ উৎসাহসহকারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রাতঃকাল হইতে অস্তসময় পর্য্যন্ত ভগবান্ আদিত্যের উদ্দেশে জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। জপকালে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া পৃথিবীস্থ যে কোন ধন প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাহাই দান করিতেন। অর্থীকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না।

একদিন ইন্দ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আপনার পুত্র অর্জ্জুনের হিতসাধনের নিমিত্ত মহাবীর কর্ণের নিকট আগমন করতঃ কবচ প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যতনয় গাত্র হইতে ছিন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তৎক্ষণাৎ উহা বিপ্ররূপী পুরন্দরকে সম্প্রদান করিলেন। দেবেন্দ্র তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে এক শক্তি দান করিয়া কহিলেন, তুমি দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও রাক্ষস ইহাদিগের মধ্যে যাহাকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিবে, সে একাকী এই শক্তিপ্রহারে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

রাজন্! ইতিপূর্ব্বে রাধানন্দন বসুষেণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবশেষে লোকে "কর্ণ" এবং "বৈকর্ত্তন" নাম উপার্জ্জন করিলেন।

শক্তিলাভনামক একশত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বিশাললোচনা কুন্তিভোজদুহিতা বিনয়শালিনী, রূপবতী এবং ব্রতপরায়ণা ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ নিষ্ঠা ছিল। তাঁহাকে সেইরূপ তেজস্বিনী, যুবতী ও উৎকৃষ্ট স্ত্রীগুণে ভূষিতা দেখিয়া কতিপয় রাজা বিবাহের নিমিত্ত এককালেই প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং ভোজরাজ অনেকানেক পার্থিবদিগকে সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া দুহিতাকে স্বয়ম্বরা হইতে অনুমতি করিলেন। যশস্বিনী কুন্তী সভাস্থলে আগমন করিয়া দেখিলেন, সিংহপ্রতাপ, বিশালবক্ষা, বৃষভলোচন, বলবান্, ভরতকুলাবতংস মহারাজ পাণ্ডু স্বীয় প্রভাজালে অন্যান্য রাজগণকে আচ্ছন্ন করিয়া সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। সুন্দরী পুরন্দরের ন্যায় রাজমণ্ডলীতে উপবিষ্ট সেই নরপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াই কামরসে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া সেই কুরুনন্দনের গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। তখন সভামধ্যে রব উঠিল, কুন্তী মহারাজ পাণ্ডুকে বরণ করিলেন। তাহা শুনিয়া নিমন্ত্রিত রাজগণ, কেহ বা রথে, কেহ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া আপন আপন নগরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ দুহিতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া অশেষ ধনদান পূর্ব্বক পূজা করতঃ জামাতা পাণ্ডুকে নিজ-নগরে প্রেরণ করিলেন। যাইবার সময়, ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ধ্বজ ও রথসঙ্কুলা সহগামিনী সেনা মহারাজের স্তব করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

নৃপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, শচীর সহিত পুরন্দরের ন্যায়, মহিষী ভোজদুহিতা কুন্তীর সমভিব্যাহারে এইরূপে আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিলেন।

কুন্তীবিবাহ নামক একশত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যশস্বী মহারাজ পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং অমাত্য ও প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মদ্রপতির রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। বাহ্লীকশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সমুচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার ভবনে আনয়ন করিলেন এবং শুভ্রবর্ণ আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্কদ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আগমনের প্রয়োজন কি? ভীষ্ম বলিলেন, মদ্ররাজ! আমি কন্যার্থী হইয়া আসিয়াছি। শুনিয়াছি, অপনার এক যশস্বিনী ভগিনী আছেন। আমি তাঁহাকেই পাণ্ডুর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করি। রাজন্! আপনি আমাদিগের এবং আমরা আপনার সম্বন্ধীর যোগ্যপাত্র; অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করুন।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া মদ্ররাজ উত্তর করিলেন, আমার পক্ষে আপনাদিগের ন্যায় উৎকৃষ্ট সম্বন্ধী আর নাই; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদিগের বংশে যে কিছু আচার প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভালই হউক্, আর মন্দই হউক,

আমি কখনই অতিক্রম করিতে পারিব না। সেটী আমা-দিগের কুলধর্ম্ম ও প্রমাণস্বরূপ। আপনি সে কুলাচার বিশেষরূপে অবগতও আছেন; অতএব "কন্যা দান কর" এ কথা বলা আপনার উচিত হয় না। শক্রতাপন! সেই কুলধর্ম্মের অনুরোধে শুল্ক না লইয়া আপনাকে কন্যাসম্প্রদান করিব, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

ভীষ্ম বলিলেন, নরনাথ! ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন, কুলধর্ম্মই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিধি অনুসারে চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং শুল্কগ্রহণ করায় আপনার দোষই নাই। দেখি-তেছি, আপনি সাধুসম্মত সদাচার বিলক্ষণ অবগত আছেন। মহাতেজা গঙ্গানন্দন এই বলিয়া নির্ম্মিত ও অনির্ম্মিত প্রভূত সুবর্ণ, নানাবিধ সহস্র সহস্র রত্ন, অশ্ব, গজ, বসন ও আভরণ এবং রাশি রাশি মণি, মুক্তা, প্রবাল মদ্ররাজ শল্যকে দান করিলেন। শল্য সেই সকল গ্রহণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ভীষ্মকে ভগিনী সম্প্রদান করিলেন। ভীষ্ম মাদ্রীকে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বেই হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ পাণ্ডু সাধুসম্মত শুভদিনে ও শুভলগ্নে মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক উত্তম গৃহে স্থাপন করিলেন।

রাজশ্রেষ্ঠ কুরুবংশাবতংস পাণ্ডু ইচ্ছানুসারে মাদ্রী ও কুন্তীর সহিত ত্রিংশৎ দিবস সুখে বিহার করতঃ অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম এবং অন্যান্য প্রাচীন কৌরবদিগকে নমস্কার ও আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে দিগ্বিজয় করি-বার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলাচার ও আশীর্ব্বাদধ্বনি হইতে লাগিল। গজ, অশ্ব ও অসংখ্যরথসঙ্কুলা বাহিনী সুসজ্জিত হইল।

দেবতুল্য মহারাজ পাণ্ডু পৃথিবী জয় করিবার নিমিত্ত

এইরূপে সেনা লইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণদেশীয় নরপতিদিগকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর অনেকানেক ভূপালদিগের নিকট অপকারী, বলগর্ব্বিত মদ্ররাজকে রাজভবনেই বিনাশ করিয়া প্রভূত ধন ও অশ্বাদি বাহন সমস্ত গ্রহণ করতঃ মিথিলা প্রস্থান করিলেন। তথায় বিদেহনগর অধিকার করিলেন। অবশেষে কাশি, সুহ্ম ও পুণ্ড্রদেশীয় নরপতিগণ তাঁহার বাহুবলে পরাজিত হইয়া একে একে কৌরবদিগের বশবর্ত্তী হইলেন। শাণিত শরসমূহরূপ জ্বালাবিশিষ্ট এবং শস্ত্ররূপ শিখাসম্পন্ন পাণ্ডুপাবকের সংসর্গে ভূপতি সকল দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কৌরবনন্দন সসৈন্যে পরাজয় করিয়া রাজাদিগকে কুরুবংশের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভূপালবর্গ তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া, দেবলোকে পুরন্দরের ন্যায় মর্ত্ত্যলোকে তাঁহাকেই একমাত্র বীর বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বিবিধ রত্ন, মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, কুঞ্জর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, ছাগ, মেষ, কম্বল, অজিন ও রুঙ্কুসারের চর্ম্মনির্ম্মিত আস্তরণ লইয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভূপতি-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আপন রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজ্যবাসী সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। রাজগণ অমাত্য ও নাগরিকদিগের সহিত একমত হইয়া বলিতে লাগিলেন, পাণ্ডু ধীমান্ ভরতবংশীয় রাজসিংহ শান্তনুর নষ্টপ্রায় যশ ও খ্যাতি পুনর্ব্বার উদ্ধার করিলেন। যে সকল রাজারা পূর্ব্বে কৌরবদিগের ধন ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পরাজিত হইয়া এক্ষণে করদানে স্বীকৃত হইলেন।

এ দিকে পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন শুনিয়া, ভীষ্ম পুরবাসী, অমাত্যবর্গ ও অন্যান্য প্রধান কৌরব-

দিগের সহিত তাঁহাকে দর্শন ও অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বহুদূর গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নানা যান দ্বারা আনীত বিবিধ রত্ন, গো, অশ্ব, হস্তী ও উষ্ট্রে পৃথিবী এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার সীমা লক্ষ্য হয় না।

অনন্তর তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া কৌশল্যানন্দন পাণ্ডু প্রথমতঃ পিতৃব্য ভীষ্মের চরণদ্বয়ে নমস্কার করতঃ পশ্চাৎ অন্যান্য সকলেরই যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। গঙ্গানন্দন পুত্রকে পররাষ্ট্র জয় করতঃ বহুকালের পর প্রত্যাগত দেখিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তূর্য্য, ভেরী ও শঙ্খশব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল এবং পুরবাসী সকল চতুর্দ্দিকে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রাজা অল্পে অল্পে মহা সমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন।

পাণ্ডুর দিগ্বিজয় নামক একশত ত্রয়োদশ

অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে আপনার বাহুবলোপার্জ্জিত ধন সমুদায় ভীষ্ম, বিদুর ও সত্যবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ধনদান দ্বারা অন্যান্য বন্ধুদিগকেও সন্তুষ্ট করিলেন। শচী জয়ন্তের অঙ্গস্পর্শে যেরূপ অসীমসুখ অনুভব করেন, সেইরূপ জননী কৌশল্যা সেই নরশ্রেষ্ঠ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই বীর ও বিক্রমশালী

মহারাজ পাণ্ডুর বাহুবলসাহায্যে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শত সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দান করিলেন।

অনন্তর ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু রমণীয় প্রাসাদ ও সুন্দর শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত হিমাচলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শালবনে গিয়া বাস করিলেন এবং করিণীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ঐরাবতের ন্যায় পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তথায় আলস্য পরিত্যাগ করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। বনবাসী সকল তাঁহার দিব্য কবচ ও অস্ত্র দেখিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বোধ করিল। ধৃতরাষ্ট্র বিশেষ সাবধানে তাঁহার কাম্য ও ভোগ্য বস্তু বনমধ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভীষ্ম শ্রবণ করিলেন, মহারাজ দেবকের এক শূদ্রাণীগর্ব্ভসম্ভূতা পরমা সুন্দরী দুহিতা আছে। তখন মহামতি সেই কন্যা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত বিদুরের বিবাহ দিলেন। বিদুর তাহাতে আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা কতকগুলি সন্তান উৎপাদন করিলেন।

বিদুরবিবাহনামক একশত চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৪।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! তাহার পর, গান্ধারীর গর্ব্ভে একশত এবং বৈশ্যার গর্ব্ভে এক, সমুদায়ে ধৃতরাষ্ট্রের এই এক শত এক পুত্র জন্মিল। পাণ্ডুর পত্নীদ্বয় কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে দেবতার ঔরসে পঞ্চ মহারথ উৎপন্ন হন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি কারণে এবং কতদিনে গান্ধারীর এক শত পুত্র জন্মিয়াছিল? তাহাদিগের পরমায়ুই বা কত? কিরূপেই বা বৈশ্যার গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্রের

আর এক সন্তান জন্মে? রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মশীলা আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী মনোমত ভার্য্যা গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? পাণ্ডু কি প্রকারে শাপগ্রস্ত হইয়া দেবতা দ্বারা পঞ্চ মহারথ পুত্র উৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন? এই সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করুন। পূর্ব্বপুরুষদিগের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া এখনও আমার তৃপ্তি জন্মে নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, একদিন ব্যাসদেব পথশ্রান্তি, ক্ষুধা ও পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। গান্ধারী যত্নসহকারে সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রমহিষী ভর্ত্তার মনোমত এক শত গুণবান্ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। সত্যবতীনন্দন তাহাই দান করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সংসর্গে গর্ব্ভবতী হইলেন; কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি সন্তান হইল না। মহিষী তজ্জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলেন, কুন্তী প্রভাতমার্ত্তণ্ডতুল্য দীপ্তকান্তি এক মনোহর পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তখন মাৎসর্য্যবশতঃ অস্থির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুঝি, আমার এই গর্ভ চিরস্থায়ী হইল। দুঃখভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া ইহাই স্থির করতঃ রাজ্ঞী আপনার উদরে আঘাত করিলেন; তাহাতে সেই দুই বৎসরের গর্ভ কঠিন লৌহপিণ্ডের ন্যায় এক মাংসপেশীরূপে নির্গত হইল। মহিষী তাহা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন; অমনি ব্যাসদেব যোগবলে সমুদায় জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং সেই মাংসপেশী দেখিয়া কহিলেন, সুবলনন্দিনি! তুমি এ কি করিতে উদ্যত হইয়াছ? গান্ধারী আপনার হৃদ্গতভাব যথার্থ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তপোধন! কুন্তী বালার্কতুল্য এক সুন্দর সন্তান প্রসব করিয়াছে শুনিয়া, আমি ঈর্ষাবশতঃ গর্ব্ভে

আঘাত করিয়াছি। আপনি বর দিয়াছিলেন, আমার এক শত পুত্র জন্মিবে; কিন্তু তাহা না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই এক মাংসপেশী ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

ব্যাস বলিলেন, সুবলতনয়ে! তোমার সেই এক শত পুত্রই হইবে। আমি রহস্যসময়েও কখন মিথ্যা বলি নাই; তোমায় ত বর দিয়াছি। এক্ষণে এক কার্য্য কর; শীঘ্র একশত ঘৃতপূর্ণ কলস আনাইয়া এক গুপ্ত স্থানে রক্ষা কর এবং এই মাংসপেশীতে অল্পে অল্পে সুশীতল জলষেক করিতে থাক।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জলষেক করিতে করিতে কালক্রমে সেই মাংসপেশী অঙ্গুষ্ঠপরিমিত একশত একভাগে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হইল। তখন ব্যাসদেব প্রত্যেকটীকে এক এক ঘৃতপূর্ণ কলসমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঐ সকল কলস এক সুরক্ষিত গুপ্ত স্থানে স্থাপন করিলেন এবং গান্ধারীকে বলিলেন, আর দুই বৎসর অতীত হইলে, এই সকল কুম্ভ উদ্ঘাটন করিবে। এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা তপস্যা করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার হিমালয়ের শিখরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কালপূর্ণ হইলে, সেই সকল মাংসখণ্ড হইতে প্রথমতঃ দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলেন। ভীষ্ম ও বিদুর অবিলম্বেই সেই সংবাদ পাইলেন। জন্ম অনুসারে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের জ্যেষ্ঠ। বীর্য্যশালী মধ্যমপাণ্ডব মহাবাহু ভীমসেন ও দুর্য্যোধন এক দিনেই জন্মলাভ করেন।

রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইয়াই গর্দ্দভের ন্যায় রোদন ও শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়স সকল প্রতিশব্দ করিয়া উঠিল। ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত বহিতে আরম্ভ করিল। দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ হইতে লাগিল।

এই সকল অদ্ভুত ভীষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র

ভীত হইলেন এবং ভীষ্ম ও বিদুরপ্রভৃতি সমস্ত কৌরব-দিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমাদিগের বংশধর রাজা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির আপন গুণেই রাজত্ব পাইয়াছেন; সুতরাং তাহাতে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই; কিন্তু আমার এই পুত্র তাঁহার পরে ভূমিষ্ঠ হইলেন। অতএব তাঁহার পর ইনিও রাজা হইতে পারিবেন, কি না, আপনারা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন।

মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শেষ হইবামাত্রই অশিব-রাবী শিবা ও অন্যান্য মাংসাশী জন্তুগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ও মহামতি বিদুর বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজন্! আপনার এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই এই সকল অমঙ্গলসূচক নিমিত্ত উপস্থিত হইল, দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহা হইতেই আপনার বংশ-নাশ হইবে। যদি কুলের মঙ্গলপ্রার্থনা করেন, তবে ইহাকে পরিত্যাগ করুন। প্রতিপালন করিলে, নিশ্চয়ই মহৎ বিপদ্ ঘটিবে। যদি এই একটীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি বংশ ও জগতের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে একশত অপেক্ষা আপনার একোনশত সন্তানই ভাল। কথিত আছে, বংশের মঙ্গলের নিমিত্ত পরিবারের এক জন, গ্রামের উপকারের নিমিত্ত কুল, রাজ্যের হিতসাধনের জন্য গ্রাম এবং আপনার শুভ সম্পাদনের জন্য পৃথিবী পরি-ত্যাগ করিতে হয়।

রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণ ও বিদুরের এই নীতিগর্ভ হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন বটে; কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ সন্তান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনন্তর এক মাসের মধ্যেই এক এক করিয়া তাঁহার এক শত পুত্র জন্মিল।

যখন গান্ধারী গর্ভবতী হইয়া বলহীন হইয়াছিলেন, তখন এক বৈশ্যদুহিতা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত ছিল। রাজা

সেই কালে তাহার গর্ভে যুযুৎসু নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।

জনমেজয়! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের বীরশ্রেষ্ঠ একশত এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে।

গান্ধারীর পুত্রোৎপত্তি নামক একশত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

জনমেজয় বলিলেন, দ্বিজ! আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রলাভের কথা উল্লেখ করিলেন। আরও বলিলেন, তদ্ভিন্ন রাজার গান্ধারীর গর্ভে এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসু নামে অপর এক পুত্র জন্মে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছেন, ব্যাস গান্ধারীকে একশত পুত্র দান করিয়াছিলেন, কন্যার কোন কথাই ছিল না। ঋষি সেই অকালপ্রসূত মাংসপেশী একশত ভাগেই বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুবলদুহিতাও আর গর্ভবতী হন নাই। অতএব দুঃশলা নামে তাঁহার কন্যা কিরূপে উৎপন্ন হইল, শুনিতে মহৎ কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডুনন্দন! উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই মাংসপেশী যেমন এক এক ভাগে বিভক্ত করিতে লাগিলেন, ধাত্রী অমনি এক একটী লইয়া ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে গান্ধারীর অন্তঃকরণে দুহিতৃস্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সকল অণ্ড হইতে নিশ্চয়ই আমার একশত পুত্র উৎপন্ন হইবে।

ঋষিবাক্য কখনই মিথ্যা হয় না। কিন্তু এতদ্ভিন্ন যদি একটী সর্ব্বকনিষ্ঠা দুহিতা জন্মে, তাহা হইলে আমার আর আনন্দের সীমা থাকে না। ভর্ত্তাও দৌহিত্রোৎপত্তিজন্য সদ্গতি হইতে বঞ্চিত হন না। অপর, জামাতা হইলে, মহিলাদিগের যেরূপ আহ্লাদ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। অতএব যদি এই একশত পুত্রের পর আমার একটি কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আমি পুত্র ও দৌহিত্র লইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে পারি। যদি সত্যই তপস্যা করিয়া থাকি, যদি সত্যই দান করিয়া থাকি, যদি সত্যই ব্রাহ্মণ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া থাকি, যদি সত্যই গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি, তবে বলিতেছি, সেই বলে আমার এক কন্যা উৎপন্ন হউক।

সুবলনন্দিনী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি কৃষ্ণ সেই মাংসপেশী খণ্ড খণ্ড করত গণনা করিয়া কহিলেন, গান্ধারি! আমি কখনই মিথ্যা কহি না; তোমার সেই এক শত পুত্রই উৎপন্ন হইবে। অপর, এই মাংসপেশী শতভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতেছি, এক ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বোধ হয়, তুমি এক দৌহিত্র লাভ করিতে পারিবে বলিয়া, বিধাতা এইরূপ করিলেন। তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব আমি বলিতেছি, এই অংশ হইতে তোমার এক কন্যা জন্মিবে। সত্যবতীনন্দন এই বলিয়া আর একটী ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ আনাইলেন এবং তাহাতে ঐ কন্যাভাগ নিক্ষেপ করিলেন।

ভরতনন্দন! দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত এই বর্ণন করিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বল।

দুঃশলার উৎপত্তিনামক একশত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্র! এক্ষণে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের সেই একশত পুত্রের নামোল্লেখ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিলোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গদ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্ম্মা, কনকায়ু, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক্, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, কুণ্ডী, কুণ্ডধরা, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, আলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী ও বিরজা, ধৃতরাষ্ট্রের এই একশত পুত্র। নামোল্লেখ অনুসারে ইহাদিগের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠতা জানিবেন। ইহাঁরা সকলেই অতিরথ, বীর, যুদ্ধকুশল, সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন দুঃশলা নামে রাজার এক কন্যাও জন্মে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাসময়ে আপনার ঐ একশত পুত্রের প্রত্যেকের এক এক গুণবতী মহিলার সহিত বিবাহ দেন। নৃপশ্রেষ্ঠ জয়দ্রথকে দুঃশলা সম্প্রদান করা হয়।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের নামোল্লেখ নামক একশত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের অমানুষিক জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আপনার মুখে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে তাঁহাদিগের সকলের নামও শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পাণ্ডুপুত্রদিগের জন্মবিবরণ ও নাম কীর্ত্তন করুন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। অংশাবতার কথনসময়ে আপনি তাঁহাদিগকে দেবতার অংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব জন্ম অবধি তাঁহাদিগের অলৌকিক কার্য্যপরম্পরা আপনার মুখে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আরম্ভ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভারতপ্রদীপ! মহারাজ পাণ্ডু বহুবিধ মৃগ ও হিংস্র জন্তুসমাকুল কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিতে পাইলেন, একস্থানে এক মৃগ মৃগীর সংসর্গ করিতেছে। ভূপতি দর্শনমাত্রেই স্বপত্র, হিরণ্ময় পঞ্চ শাণিত বাণ দ্বারা উহাদিগের উভয়কেই বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ঐ মৃগ বাস্তবিক মৃগ নহে; এক ঋষিপুত্র আপনার ভার্য্যার সহিত মৃগরূপে বিহার করিতেছিলেন। যাহা হউক্, এক্ষণে পাণ্ডুর শরদ্বারা আহত হইয়া মৃগীর সহিত ভূতলে পতিত হইলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, কাম ও ক্রোধবশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ় বুদ্ধিহীন পাপশীল ব্যক্তিও এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না। মনুষ্যবুদ্ধি দৈবের অতিক্রম করিতে পারে না; দৈবই তাহা অতিক্রম করে। অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিরা দৈবায়ত্ত বিষয় পূর্ব্বে বুঝিতে পারে না। কিন্তু মহারাজ! আপনি চিরন্তন ধর্ম্মাত্মাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে কাম ও লোভে অক্রান্ত হইলেন। কিরূপেই বা আপনার বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হইল।

পাণ্ডু বলিলেন, মৃগ! শত্রুবধ করিতে হইলে, রাজারা যেরূপ ব্যবহার করেন, মৃগবধসময়েও অবিকল সেইরূপই

করিয়া থাকেন। অতএব তুমি না জানিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেছ কেন? কথিত আছে, আমরা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য উভয়রূপেই মৃগবধ করিতে পারি। পূর্ব্বে অগস্ত্য ঋষি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিখিল দেবতার উদ্দেশে মৃগয়া করতঃ অসংখ্য মৃগবধ করিয়াছিলেন এবং অভিচারকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তোমাদিগের মেদোদ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই সকল প্রমাণদৃষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই তোমাকে বধ করিয়াছি; তবে বৃথা তিরস্কার করিতেছ কেন?

মৃগ বলিল, রাজন্! আপনি মৃগবধ করিয়াছেন বলিয়া, আত্মপক্ষপাতবশতঃ আপনাকে তিরস্কার করিতেছি না; কেবল বলিতেছি, এরূপ নিষ্ঠুর না হইয়া আমার মৈথুনসমাপ্তি পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। মৈথুনসময় সকল প্রাণীরই হিতসাধক ও একান্ত বাঞ্ছিত; অতএব মৃগসকল যখন মৈথুনে আসক্ত থাকে, কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিই তখন তাহাদিগকে সংহার করেন না। রাজেন্দ্র! আমি পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক এই মৃগীকে সম্ভোগ করিতেছিলাম; কিন্তু আপনি সে উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিলেন। মহারাজ! পুণ্যকর্ম্মা পূরুবংশীয় রাজাদিগের বংশে উৎপন্ন হইয়া এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করা আপনার উচিত হয় নাই। ইহাতে লোকনিন্দা, নরকভয় ও অধর্ম্ম আছে। হে দেবপ্রতিম! আপনি স্ত্রীসম্ভোগরস এবং ধর্ম্মের মর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন; তথাপি কিরূপে এরূপ পাপকর্ম্ম করিলেন। পার্থিবশ্রেষ্ঠ! আপনি রাজা; লোকে ত্রিবর্গ ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর ও পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনিই তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন। এক্ষণে নিরপরাধী মৃগবেশধারী মুনিকে বধ করিয়া আপনি কি অন্যায় কর্ম্মই করিলেন। আমি শমগুণাবলম্বী হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলাম; তথাপি

বিনাদোষে আপনি আমাকে বধ করিলেন; সেই হেতু আপনাকে শাপ দিব। আপনি কামমোহিত হইয়া মৈথুনরত মৃগদম্পতীকে সংহার করিলেন; অতএব আপনিও এইরূপে বিনষ্ট হইবেন। আমি কিন্দম নামে তপস্বী; মনুষ্যদিগের মধ্যে লজ্জা হয়, বলিয়া এই মৃগীকে সম্ভোগ করিতেছিলাম। আপনি না জানিয়া আমাকে মৃগবোধে সংহার করিলেন; অতএব ইহাতে আপনার ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে না। কিন্তু অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিবেন। আপনি কালবশে হতজ্ঞান হইয়া স্ত্রীসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইবেন এবং সেই অবস্থায়ই পরলোকে গমন করিবেন। যে মহিলার সহবাস করিয়া আপনি পঞ্চত্ব পাইবেন, সেই আপনার সহগমন করিবে। যেরূপ সুখভোগ সময়ে আপনি আমায় দুঃখে নিমগ্ন করিলেন, সেইরূপ সুখকালেই দুঃখ আসিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে।

শোকসন্তপ্ত মৃগ এই বলিয়াই জীবনত্যাগ করিল। মহারাজ পাণ্ডু তৎক্ষণাৎ দুঃখে নিমগ্ন হইলেন।

মৃগশাপ নামক একশত অষ্টাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা পাণ্ডু আপনার আত্মীয়ের ন্যায় সেই মৃগকে জীবন ত্যাগ করিতে দেখিয়া দুঃখভরে পত্নীদ্বয়ের সহিত বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, পাপী ব্যক্তিরা সাধুদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কামবশে হতজ্ঞান হয়; সুতরাং তজ্জন্য অশেষ দুর্গতি ভোগ

করে। শুনিয়াছি, নিত্যধর্ম্মাত্মা মহারাজ শান্তনুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পিতা কামের বশবর্ত্তী হইয়া বাল্য-কালেই পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সত্যবাদী ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কামাত্মার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যায় কার্য্য দেখিয়া দেবতারা আমা-কেও পরিত্যাগ করিলেন। মৃগয়া করিতে আসিয়া আমার অপকৃষ্ট মন বিপদেই ধাবিত হইল। অতএব আর নয়; আজি হইতে জনক দ্বৈপায়নের ন্যায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। মস্তক মুণ্ডন করতঃ মুনি হইয়া প্রত্যহ এক এক বনস্পতির নিকট ভিক্ষা করিব এবং একাকী এই সকল আশ্রমে বিচরণ করিব। ভাল মন্দ কিছুই প্রার্থনা করিব না। ভস্ম মাখিয়া শূন্য গৃহ বা বৃক্ষমূলে বসতি করিব। শোক বা আহ্লাদ প্রকাশ করিব না। নিন্দা ও প্রশংসা সমানই জ্ঞান করিব। আহার করিব না। উপাসনার জন্য অন্যের নিকট মস্তক অবনত করিব না; কাহারও সহিত বিরোধ করিব না এবং কাহারও দান গ্রহণ করিব না। উপহাস হইতে নিবৃত্ত হইব। কোপভরে কখনই ভ্রূকুটী করিব না। সর্ব্বদাই প্রসন্ন-বদন ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে তৎপর হইব। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি স্থাবরাস্থাবর কাহারও হিংসা করিব না; বরং সকলকেই আপনার সন্তানের ন্যায় সমান বলিয়া বিবেচনা করিব। প্রতিদিন পাঁচ বা দশ গৃহস্থের আলয়ে একবার ভিক্ষা করিব। ভিক্ষা লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে অনাহারেই থাকিব। বরং অল্প অল্প ভক্ষণ করিব, তথাপি একবার ভিন্ন দুইবার ভিক্ষা করিয়া যদি পর্য্যাপ্তই না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যগৃহে যাচ্ঞা করিব না। লাভ ও অলাভ উভয়ই সমান ভাবিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। কেহ আমার এক বাহু বাসীদ্বারা ছেদ করিলে যন্ত্রণা প্রকাশ করিব না। কেহ অপর বাহু চন্দনে চর্চ্চিত করিলেও

আনন্দিত হইব না। বাঁচিতেও ইচ্ছা করিব না। মরিতেও ভীত হইব না। জীবন ও মরণ উভয়ই অগ্রাহ্য করিব। জীবিত ব্যক্তি নিমেষাদিদ্বারা কাল বিভাগ করিয়া যে সকল মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি নিঃশেষে আত্মপাপ ধৌত করিয়া সমুদায় ক্রিয়া ও ধর্ম্মার্থ পরিহার পূর্ব্বক, সে সকলই অতিক্রম করিব। সর্ব্বপাপ ও সর্ব্ব বাগুরা হইতে মুক্ত হইয়া বায়ুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিব; কাহারও বশবর্ত্তী হইব না। ধৈর্য্যসহকারে এইরূপ আচরণ করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিব। কর্ম্মভোগজন্য আর আমার পুনর্জ্জন্মভয় থাকিবে না। বীর্য হীন হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্ম্মময় কষ্টদায়ক পথে আর বিচরণ করিব না। যে ব্যক্তি এক বার কামত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ পুনর্ব্বার তাহাতে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই কুক্কুরের ন্যায় আচরণ অর্থাৎ বান্ত ভক্ষণ করেন। পূর্ব্বোপার্জ্জিত মানাপমান তাঁহাকে এই নিন্দা হইতে উদ্ধার করিতে পারে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা প্রভূত দুঃখভরে এইরূপ পরিতাপ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ বলিতে লাগিলেন, তোমরা কৌশল্যা, বিদুর, বন্ধুবর্গ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ব্রতধারী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কৌরবদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিবে, পাণ্ডু বনবাসী হইয়াছেন!

কুন্তী ও মাদ্রী স্বামীর সেই বাক্য শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি সত্যই বনবাসী হইতে নিশ্চয় করিয়াছেন। তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রব্রজ্যাভিন্ন এরূপ অন্য আশ্রম আছে, যাহাতে আমাদিগকে লইয়াও তপস্যা করিতে পারেন। আমরা আপনার ধর্ম্মপত্নী। তাহাতে দেহমুক্তির নিমিত্ত স্বর্গসাধন ফল লাভ করিয়া আপনি স্বর্গেরও অধিপতি হইতে পারিবেন। আমরাও ইন্দ্রিয় দমন এবং

ভোগসুখ ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর গতিলাভের নিমিত্ত তপস্যা করিব। রাজন্! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তাহা হইলে আমরা এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

পাণ্ডু কহিলেন, যদি তোমরা এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে আমার অনুগমন কর। আমি পিতা দ্বৈপায়নের অক্ষয় বৃত্তি অবলম্বন করিব। গ্রাম্য জনোচিত আহার ও সুখত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব এবং বল্কল পরিধান ও ফলমূল আহার করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিব। সন্ধ্যাদ্বয়ে জলস্পর্শ করিয়া অগ্নিতে হোম করিব। অল্প অল্প আহার করিয়া ক্ষীণ হইব। ছিন্নবস্ত্র ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিব। মস্তকে জটাভার ধারণ করিব। কি শীত, কি বাত, কি রৌদ্র কিছুতেই কষ্টবোধ করিব না। ক্ষুধা ও পিপাসা অগ্রাহ্য করিব। দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। শরীর তাহাতেই ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিবে। নির্জ্জনে বসতি করিয়া চিন্তায় নিমগ্ন থাকিব। পক্কই হউক্, আর অপক্কই হউক্, ফল আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিব। বন্য ফল মূল, বাক্য ও বারি দ্বারা পিতৃ এবং দেবতাদিগের তর্পণ করিব। বনবাসী তপস্বী সকল আমার আচরণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। গ্রামবাসী গৃহস্থদিগের কথা দূরে থাকুক্, একত্রবাসী বানপ্রস্থাবলম্বী ঋষিগণেরও অনিষ্ট করিব না। যত দিন এই দেহের বিনাশ না হয়, আমি তত দিন আরণ্য শাস্ত্রের উত্তরোত্তর কঠিনতর বিধি অনুসন্ধান করতঃ এইরূপে অবস্থিতি করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা পাণ্ডু পত্নীদ্বয়কে এই কথা বলিয়া আপনার মুকুটমণি, অঙ্গদ, কুণ্ডল ও মহামূল্য বসন এবং মহিষীদিগের সমুদায় আভরণ ব্রাহ্মণগণকে দান করতঃ বলিয়া দিলেন, আপনারা হস্তিনায় গিয়া বলিবেন, পাণ্ডু অর্থ, কাম, সুখ ও পরম প্রিয় বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া

পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে বন গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সহচর ও অনুচরবর্গ অত্যুচ্চ হাহারবে বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর যাবতীয় ধন গ্রহণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে হস্তিনায় উপস্থিত হইল এবং ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখে অধীর হইলেন এবং পাণ্ডুকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শয্যা ও বিষয়ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন। একান্তমনে অহরহঃ ভ্রাতাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজনন্দন পাণ্ডু তপস্যা করিবার নিমিত্ত পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ নাগশতনামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে চৈত্ররথ, কালকূট ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। মহাভূত, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা উত্তরোত্তর প্রদ্যুম্ন সরোবর এবং হংসকূট অতিক্রম করিয়া অবশেষে শতশৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পাণ্ডু চরিত নামক একশত ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডু শতশৃঙ্গে গমন করিয়াও সিদ্ধচারণদিগের প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজা গুরুজনের সেবা, নিরহঙ্কার, আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা স্বর্গগমনযোগ্য পরাক্রম উপার্জ্জন করিলেন। বনবাসী মুনিগণের মধ্যে কেহ

তাঁহাকে ভ্রাতা, কেহ বা সখা বলিয়া সমাদর করিতে লাগিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ অপরাপর তপস্বী সকল নিজ পুত্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি স্নেহবান্ হইলেন। ভূপতি তপস্যাবলে শীঘ্রই পাপধ্বংস করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষিতুল্য হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর একদিন অমাবস্যা উপস্থিত হইলে, ঋষিসকল একত্রিত হইয়া ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার মানসে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন, অদ্য ব্রহ্মলোকে অনেকানেক মহাত্মা, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ একত্রিত হইবেন; আমরা সেই স্থানে ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে যাইতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই কথা শুনিয়া পাণ্ডু স্বর্গগমনে ইচ্ছুক হইয়া সহসা গাত্রোত্থান করতঃ পত্নীদ্বয়ের সহিত শতশৃঙ্গ পর্ব্বত হইতে উত্তর মুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে অনুগমন করিতে দেখিয়া ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন, রাজন্! আমরা উত্তরমুখ হইয়া যাইতে যাইতে দেখিয়াছি, এই পর্ব্বতরাজের ঊর্দ্ধভাগে ক্রমশই অনেক দুর্গম স্থান আছে। কোন দিকে দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগের ক্রীড়াস্থানে নিরন্তর গীতধ্বনি হইতেছে। শত শত বিমান তথায় এরূপে বিচরণ করিতেছে যে, তন্মধ্যে পদক্ষেপ করিবার অবকাশ নাই। অন্য দিকে কুবেরের সম ও বিষম উদ্যান, মহানদীর নিতম্ব এবং ভয়ানক গিরিগহ্বর রহিয়াছে। স্থানে স্থানে এরূপ প্রদেশ আছে যে, তাহা নিরন্তর তুষারেই আচ্ছন্ন থাকে। তথায় বৃক্ষ নাই, মৃগ নাই, পক্ষী নাই। কোন স্থানে বা দুর্গম গিরিদরী আছে; মনুষ্য তথায় গমন করিতে পারে না। অন্য মৃগের কথা দূরে থাকুক্, পক্ষীও সে স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। কেবল বায়ু এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যাইতে পারেন। তোমার এই দুই পত্নী রাজনন্দিনী; সেরূপ

দুর্গম স্থানে গমন করিতে অবশ্যই কষ্টভোগ করিবেন। অতএব তুমি নিবৃত্ত হও; গমন করিও না।

তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া পাণ্ডু কহিলেন, হে মহাভাগ, তাপসবৃন্দ! নিঃসন্তান ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিতে পারে না। তাহার পক্ষে সমুদায় স্বর্গদ্বারই রুদ্ধ। আমি নিঃসন্তান; সেই হেতু দুঃখভরে আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, আমি পুত্র উৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলাম না; সুতরাং আমার দেহনাশ হইলেই পিতৃগণ নিশ্চয় বিনষ্ট হইবেন। মনুষ্য পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মানবঋণে ঋণী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; সুতরাং যাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করাই ধর্ম্মসঙ্গত। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, যথার্থ সময় উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি ঐ সকল ঋণ পরিশোধ না করেন, তিনি সদ্গতি লাভ করিতে পারেন না। যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিদিগকে, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃদিগকে এবং দয়া দ্বারা মনুষ্যদিগকে সন্তুষ্ট করিলেই জীব ঐ পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ঋণ হইতে মুক্ত হয়। আমি দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যঋণ হইতে ধর্ম্ম পূর্ব্বক মুক্ত হইয়াছি; কিন্তু আমার দেহ ধ্বংস হইলেই পিতৃগণ বিনষ্ট হইবেন। ঋষিগণ! আমি অদ্যাবধি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হই নাই। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যেরূপ আমার পিতার ক্ষেত্রে মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার ক্ষেত্রে কি প্রকারে পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে?

ঋষিগণ কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, আপনার শুভসাধন নিষ্পাপ দেবতুল্য সন্তান উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে আপনি কার্য্যদ্বারা দেবতার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থিরচিত্তে কার্য্য করিয়া শুভফল লাভ করে। আপনার পুত্রোৎপত্তিরূপ মহৎফল প্রত্যক্ষই

দেখা যাইতেছে; অতএব সে বিষয়ে চেষ্টা করুন। অবশ্যই মঙ্গলদায়ক সন্তান লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু মৃগশাপনিবন্ধন আপনার উৎপাদনী শক্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিতেন; সুতরাং ঋষিদিগের বাক্য শুনিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, কুন্তি! এই অনপত্যতারূপ আপৎকালে তুমি পুত্র উৎপাদন করিতে যত্ন কর। নিয়ত ধর্ম্মবাদী ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, ত্রিলোকে একমাত্র পুত্রই সদ্গতির কারণ। নিঃসন্তান ব্যক্তি কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা, কি নিয়মানুসারে আচরিত ব্রত কিছুতেই পবিত্র হইতে পারে না। আমি নিঃসন্তান; সুতরাং সদ্গতি লাভ করিতে পারিব না ভাবিয়াই তোমাকে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত আজ্ঞা করিতে স্থির করিলাম। ভীরু! আমি পূর্ব্বে মৃগকে বধ করিয়া নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছি; তাহার শাপেই আমার পুত্রোৎপাদনী শক্তি নষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশপ্রকার পুত্রের নির্দ্দেশ আছে; তন্মধ্যে ছয় প্রকার পুত্র বন্ধুধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। আমি সেই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম ঔরস; অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে আপনার ঔরসজাত। দ্বিতীয় প্রণীত; অর্থাৎ অন্য দ্বারা আপনার ক্ষেত্রে উৎপাদিত। তৃতীয় পরাক্রীত; অর্থাৎ ক্রীতশুক্র হইতে স্বীয় ক্ষেত্রে জাত। চতুর্থ পৌনর্ভব; অর্থাৎ আপনার পরলোকপ্রাপ্তির পর বিধবা ভার্য্যার গর্ভে অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত; পঞ্চম কানীন, অর্থাৎ পত্নীর অনূঢ়াবস্থায় জাত। ষষ্ঠ গূঢ় বা কুণ্ড; অর্থাৎ স্বৈরিণীর গর্ব্ভসম্ভূত। সপ্তম দত্ত; অর্থাৎ অন্যের নিকট হইতে দানস্বরূপে প্রাপ্ত। অষ্টম ক্রীত; অর্থাৎ মূল্য দিয়া গৃহীত। নবম উপক্রীত; অর্থাৎ কৃত্রিম। দশম স্বয়ং উপাগত: অর্থাৎ "আমি

তোমার পুত্র হইব” বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত। একাদশ জ্ঞাতি-রেতাসহোঢ়; অর্থাৎ ভ্রাতা আদি জ্ঞাতির ঔরসে গর্ব্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করিলে পর তাহার গর্ব্ভে জাত। দ্বাদশ হীনযোনিধৃত; অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতি স্ত্রীর গর্ভে উৎপাদিত। এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে, মাতা ক্রমান্বয়ে অপর অপর গ্রহণ করিতে পারেন। অনপত্যতারূপ আপদ্ উপস্থিত হইলে, মহিলারা উত্তম দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতে পারে। মনু বলিয়াছেন, মনুষ্য আপনার ভিন্ন অন্যের শুক্র হইতেও শুভফলসাধন উত্তম পুত্র লাভ করিতে পারে। অতএব আমি উৎপাদনী শক্তি-বিহীন হইয়া তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমার সদৃশ বা আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন ব্যক্তি দ্বারা যশস্বী সন্তান উৎপাদন কর। কুন্তি! এ বিষয়ে শরদণ্ডদুহিতার উপাখ্যান উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর।

বীরপত্নী শরদণ্ডনন্দিনী পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত গুরু-জনের আজ্ঞা পাইয়া একদিন ঋতুস্নান করত পুষ্পহস্তে নিশি-যোগে চতুষ্পথে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভামিনী তাঁহারই নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। বিপ্র স্বীকৃত হইলেন। তখন কামিনী পুংসবন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর দ্বিজের সহবাস করিলেন। তাহাতেই দুর্জ্জয় প্রভৃতি তিন মহারথ পুত্র উৎপন্ন হইলেন। কল্যাণি! সেইরূপ তুমিও পুত্রলাভের নিমিত্ত আমার সমান বা শ্রেষ্ঠ কোন এক তপস্বীকে প্রার্থনা কর।

পাণ্ডু ও পৃথার কথোপকথন নামক একশত বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তী পাণ্ডুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আমাকে এরূপ আজ্ঞা করা আপনার উচিত হয় না। আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী। রাজীবলোচন! আমি আপনাকে ভিন্ন আর অন্য পুরুষকে জানি না। আপনি আমার পতি; অতএব আমার গর্ব্ভে পুত্র উৎপাদন করা আপনারই উচিত। নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার সহগমন করিব; আপনি সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত আমাকে সম্ভোগ করুন। আমি মনেও অন্য পুরুষের সহবাস করিব না। আর, আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যই বা কে আছে? ধর্ম্মাত্মন্! এই বিষয়ে এক পৌরাণিক ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম; আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ করুন।

পূর্ব্বকালে পূরুবংশে ব্যুষিতাশ্ব নামে এক ধার্ম্মিক রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, ইন্দ্র দেবর্ষিদিগের সহিত স্বয়ং সভাস্থলে আগমন করিতেন এবং সোমরস পান করিয়া মত্ত হইতেন। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। দেবতা ও দেবর্ষি সকল স্বয়ং যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করাইতেন। ভূপতি শিশিরাবসানে সূর্য্যের ন্যায় সকল মনুষ্যকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দশ হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিলেন; সুতরাং অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া স্বীয় পরাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় ভূপতিদিগকে জয় করিয়া বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। পুরাণবেত্তা মনুষ্যসকল বলিয়া থাকেন, ব্যুষিতাশ্ব রাজা হইয়া সসাগরা পৃথিবী অধিকার করতঃ আপনার ঔরসে পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করিয়াছিলেন; যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্ন ও ধন দান করিয়াছিলেন এবং অনেকানেক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশেষ সোমলতা নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! কাক্ষীবাননন্দিনী ভদ্রা নামে রাজা ব্যুষি-

তাশ্বের এক অনুপমসুন্দরী প্রিয়তমা মহিষী ছিল। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের প্রতি পরস্পর সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ব্যুষিতাশ্ব অপরিমিত স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া অবশেষে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দিবাকরের ন্যায় অস্তগমন করিলেন। ভদ্রার তখনও সন্তান হয় নাই; সুতরাং সাধ্বী দুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! স্বামী ভিন্ন মহিলারা কোন ফলই উৎপাদন করিতে পারেন না। ভর্ত্তৃহীনা রমণীর সকলই দুঃখ; সেই হেতু হতভাগিনী জীবনের কোন সুখই অনুভব করিতে পারে না। যে স্ত্রীর স্বামী পরলোকে গমন করেন, তাহার মরণই মঙ্গল। অতএব আমি তোমার অনুগমন করিব। নাথ! প্রসন্ন হও; আমাকে লইয়া চল। তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না; অতএব আমি ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। সমতল বা নিম্নোন্নত, কোন স্থানেই ক্লেশবোধ করিয়া নিবৃত্ত হইব না। যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার চিত্ততুষ্টি হয়, আমি তাহাই সম্পাদন করিতে যত্নবতী হইব। কমললোচন! আজি হইতে আমার কষ্টদায়ক হৃদয়শোষ উপস্থিত হইল। বুঝিলাম, মন্দভাগিনী নিয়ত একত্রবাসী দম্পতীকে অবশ্যই পরস্পর বিযুক্ত করিয়াছিলাম; সেই পাপেই আমাকে তোমার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। যে পাপীয়সী পতির পরলোকপ্রাপ্তির পর মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকে, সে ইহলোকেই নরকবেদনা অনুভব করে। বোধ হয়, আমি পূর্ব্বজন্মে সংযুক্ত ব্যক্তিদিগকে পরস্পর বিযুক্ত করিয়াছিলাম; সেই তমোগুণজন্য পাপকর্ম্মবশেই আমি অদ্য তোমার বিপ্রয়োগ-দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। রাজন্! আজি হইতে আমি সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিব। যাহাতে তোমার দর্শন পাইতে পারি, নিরন্তর

তাহাতেই উন্মুক্ত থাকিব। নাথ! হতভাগিনীকে একবার দর্শন দাও। আমি এই করুণস্বরে বিলাপ করিতেছি; স্বামিন্! তাহাতে কি তোমার অনুমাত্রও দয়া হইতেছে না?

কুন্তী বলিলেন, ভদ্রা স্বামীর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দৈববাণী হইল, ভদ্রে! গাত্রোত্থান কর; গৃহে ফিরিয়া যাও। চারুহাসিনি! তোমাকে বর দিতেছি, আমি তোমার গর্ব্ভে পুত্র উৎপাদন করিব। সুন্দরি! চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া তুমি আমার সহিত একত্র শয়ন করিবে।

ব্যুষিতাশ্বমহিষী এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শান্ত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। অনন্তর সেই শবের ঔরসে ভদ্রা ক্রমে ক্রমে তিন শাল্ব এবং চারি মদ্র, সমুদায়ে এই সাত পুত্র প্রসব করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনিও সেইরূপ মানস করিলেই যোগবলে আমার গর্ব্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন।

একশত একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১২১।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মবেত্তা মহারাজ পাণ্ডু কুন্তীর এই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, কুন্তি! তুমি যেরূপ উল্লেখ করিলে, ব্যুষিতাশ্ব সত্যই সেইরূপ করিয়াছিলেন বটে; রাজা সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন। কিন্তু সুন্দরি! ঋষিগণ যে প্রাচীন ধর্ম্মের কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। মধুরহাসিনি! তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বকালে মহিলা সকল স্বাধীন ছিল। যাহাকে ইচ্ছা হইত, তাহারই সহবাস করিতে পারিত;

তাহাতে স্বামী বা অন্য কাহারও আজ্ঞা অপেক্ষা করিত না। অবিবাহিতাবস্থায় তাহারা ব্যভিচার করিত; তাহাতেও কোন দোষ হইত না; কারণ, তখন ধর্ম্মই ঐ প্রকার ছিল। এক্ষণে পশুপক্ষীরা সেই প্রাচীন ধর্ম্মের অনুগমন করে; তজ্জন্য কেহ কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, ঐ ধর্ম্ম প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহারা উহাকে মান্যও করেন। ভাবিনি! উত্তর কুরুদিগের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম অদ্যাপি প্রচলিতও আছে। উহা অতি প্রাচীন এবং মহিলাদিগের পক্ষে সাতিশয় অনুকূল। কিন্তু, মধুরহাসিনি! যে কারণে যে ব্যক্তি উহার নিবারণ করেন, তাহা তোমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছে, শ্রবণ কর।

উদ্দালক নামে এক ঋষি ছিলেন। মহাতপস্বী শ্বেতকেতু তাঁহার পুত্র। কমলনয়নে! সেই শ্বেতকেতুই ক্রোধবশতঃ ব্যভিচারের ধর্ম্মানুসারিণী সীমা নির্দ্দেশ করেন। ক্রোধের কারণও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদিন শ্বেতকেতু পিতা মাতার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণ করতঃ কহিলেন, যুবতি! আমার সমভিব্যাহারে চল। দ্বিজ এই কথা বলিয়া যেন বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, পুত্র! কোপ করিও না; অতিপ্রাচীন কাল অবধি এই ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে সর্ব্ববর্ণের কামিনীরাই স্বাধীন। মনুষ্য সকল সমানবর্ণ মহিলাতে গোসদৃশ আচরণ করে। যে যাহাকে ইচ্ছা করে, সে তাহাকেই সম্ভোগ করিতে পারে; উদ্দালক পুত্রকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্মের অনুমোদন করিলেন না। প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই

সীমা নির্দ্দেশ করিলেন যে, আজি হইতে যে নারী পতির আজ্ঞা লইয়া অন্য পুরুষের সহবাস করিবে, সে ভয়ানক দুঃখের নিদানভূত ভ্রূণহত্যা পাতকে নিমগ্ন হইবে। যে ভার্য্যা পতিব্রতা, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নারী সম্ভোগ করিলে, স্বামীও উক্ত পাপের ভাগী হইবেন। আর যে পত্নী পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাঁহাকেও ভ্রূণঘাতিনী হইতে হইবে।

শুভে! উদ্দালকনন্দন এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া এই ধর্ম্মানুসারিণী সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি মানবদিগের মধ্যে উহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতর জন্তুগণ সেই প্রাচীন ধর্ম্ম অনুসারেই চলিতেছে। রম্ভোরু! এতদ্ভিন্ন শুনিয়াছি, কল্মাষপাদের বনিতা মদয়ন্তী সৌদাসের আজ্ঞাক্রমে স্বামীর হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত দেবর্ষি বশিষ্ঠের সহবাস করিয়া অশ্মকনামে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। অপরের কথা দূরে থাকুক, কুরুবংশ রক্ষার নিমিত্ত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপ আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা ত তুমি জান। অতএব, কুন্তি! তুমি এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া আমার এই ধর্ম্মসঙ্গত আজ্ঞা প্রতিপালন কর। প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, স্ত্রী প্রতি-ঋতুতেই স্বামীর সহবাস করিবে; তদ্ভিন্ন অন্য সকল সময়েই যাহাকে ইচ্ছা সম্ভোগ করিতে পারে। রাজনন্দিনি! ধর্ম্মানুসারী হউক্ বা না হউক্, স্বামী যাহা আজ্ঞা করিবেন, স্ত্রী তাহাই করিবে; বিশেষতঃ পতি আমার ন্যায় স্বয়ং উৎপাদিকা শক্তিহীন অথচ পুত্রাভিলাষী হইলে, পত্নী কোন কথাই কহিবে না। অপর, তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি মস্তকে এই রক্তাঙ্গুলিবিরাজিত, পদ্মপুটসন্নিভ অঞ্জলি করিলাম; এতএব সুকেশি! তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন এক তপস্বী হইতে গুণবান্ পুত্র

লাভ কর। সুশ্রোণি! আমি তোমার গুণেই পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভ করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তী শত্রুতাপন মহারাজ পাণ্ডুর এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রিয়সাধন করিবার নিমিত্ত কহিলেন, রাজন্! পিতৃভবনে আমি ব্রতধারী, উগ্রতপস্বী, অতিথি ব্রাহ্মণদিগের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। একদিন ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অশেষ যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিলাম। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি আমাকে অভিচার মন্ত্র দান করিয়া কহিলেন, রাজতনয়ে! তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইবেন। তুমি তাঁহার প্রভাব দ্বারা আপনার পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে। স্বামিন্! পিত্রালয়ে আমি ঋষির নিকট হইতে এই এক যথার্থ বর লাভ করিয়াছিলাম। তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি আজ্ঞা করিলে, আমি যে কোন দেবতাকেই আহ্বান করিতে পারি। এতক্ষণ এক জনকে আহ্বানও করিতাম; কিন্তু কেবল আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া আছি।

পাণ্ডু বলিলেন, সুন্দরি! তুমি এখনই চেষ্টা কর। শুভে! ধর্ম্মকে আহ্বান কর। ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই পুণ্যাত্মা। অপর, তাঁহার সংসর্গে কোন রূপেই আমাদিগের অধর্ম্ম হইবে না। লোকেও পুত্রোৎপাদন ধর্ম্মপূর্ব্বকই হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। তুমি ধর্ম্মের নিকট হইতে যে পুত্র লাভ করিবে, সে সমুদায় কৌরবদিগের মধ্যে প্রধান ধার্ম্মিক হইবে। অধর্ম্মের দিকে কখনই তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব, মধুরহাসিনি! তুমি উপচার ও অভিচার মন্ত্র দ্বারা দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকেই আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তী ভর্ত্তার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া নমস্কার করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

একশত দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গান্ধারী এক বৎসর গর্ভ ধারণ করিলে পর, কুন্তী পুত্রলাভের নিমিত্ত অক্ষয় ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

ভোজনন্দিনী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া শীঘ্রই নৈবেদ্যসামগ্রী আহরণ করত দুর্ব্বাসাদত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশে জপ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতেই ধর্ম্মরাজ মন্ত্রশক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যসমান সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করত উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্যবদনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুন্তি! এই আমি আগমন করিয়াছি, কি করিতে হইবে, বল। কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেব! আমাকে পুত্রদান করুন। তাহা শুনিয়া ধর্ম্ম যোগমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহবাস করিলেন। পাণ্ডুবনিতা তাহাতেই গর্ভবতী হইলেন।

অনন্তর কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে বেলা দুই প্রহরের সময় কুন্তী এক শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই দৈববাণী হইল, এই সন্তান ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ, পরাক্রমশালী, সত্যবাদী, ব্রতধারী, যশস্বী ও মহারাজ বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। পাণ্ডুর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যুধিষ্ঠির রহিল।

পাণ্ডু সেই ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, প্রেয়সি! লোকে বলিয়া থাকে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে

বলই সর্ব্বপ্রধান; অতএব তুমি একটী বলবান্ পুত্র প্রার্থনা কর। কুন্তী ভর্ত্তার আজ্ঞা পাইয়া বায়ুকেই আহ্বান করিলেন। প্রভঞ্জন আহ্বানমাত্রেই আগমন করিয়া কহিলেন, কুন্তি! কি অভিলাষ করিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছ, বল, আমি এখনই তাহাই দান করিব। ভোজনন্দিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া লজ্জাবনতমুখে উত্তর করিলেন, দেবশ্রেষ্ঠ! আমাকে সকলের দর্পভঞ্জন এক মহাকায় বলবান্ পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর অনিলের সংসর্গে পাণ্ডুবনিতা ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেনকে প্রসব করিলেন। ভীম জন্মিবামাত্রেই দৈববাণী হইল, এই সন্তান শারীরিক বলে প্রাণীমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। ভরতনন্দন! এতদ্ভিন্ন আরও এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। ভীম ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে কুন্তী ব্যাঘ্রের ভয়ে ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উত্থান করিলেন; সুতরাং বালক শিলাপৃষ্ঠে পতিত হইল। শিলা তাঁহার বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন গাত্রস্পর্শে ভগ্ন হইয়া শত খণ্ডে বিভক্ত হইল। তাহা দেখিয়া পাণ্ডু আশ্চর্য্য হইলেন। যে দিন ভীমসেন ভূমিষ্ঠ হইলেন, পৃথিবীনাথ দুর্য্যোধনেরও সেই দিন জন্মগ্রহণ করিলেন।

বৃকোদরের জন্মের পর পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে আমার সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হইবে। মনুষ্য, কেহ বা দৈব ও কেহ বা আপনার পৌরুষবলেই সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তন্মধ্যে দৈব কালবশে আপনিই উপস্থিত হয়। শুনিয়াছি, ইন্দ্রই দেবতাদিগের প্রধান। তাঁহার উৎসাহ, বল, বীর্য্য ও প্রভাবের ইয়ত্তা নাই। অতএব তাঁহাকেই প্রসন্ন করিয়া এক পুত্র লাভ করিব। তিনি যে পুত্র দান করিবেন, সে সকলেরই শ্রেষ্ঠ হইবে এবং যুদ্ধস্থলে কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব সকলকেই পরাজয় করিবে; সুতরাং আমি কর্ম্ম, মন ও বাক্যের

দ্বারা সেই দেবদেব পুরন্দরের উপাসনা করি। মহারাজ কৌরবনন্দন পাণ্ডু এইরূপ চিন্তা করিয়া ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করতঃ কুন্তীকে সংবৎসরের নিমিত্ত মঙ্গলসাধন ব্রত ধারণ করিতে কহিলেন এবং স্বয়ং নিয়মপূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। ত্রিদশনাথ দেবদেব শচীপতির আরাধনা করিবার নিমিত্ত কখন বা উদয়াবধি অস্তসময় পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপে তপ্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পর, বাসব আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, পাণ্ডো! আমি তোমাকে এক ত্রিলোকবিখ্যাত পুত্র প্রদান করিব। সে গো, ব্রাহ্মণ, বন্ধু বান্ধবদিগের হিতসাধন করিবে এবং দুষ্টাত্মাদিগের দুঃখোৎপাদন ও শত্রুদিগকে বিনাশ করিবে।

পাণ্ডু ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া কুন্তীকে কহিলেন, কল্যাণি! পুরন্দর সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন, তিনি তোমার ইচ্ছানুরূপ এক অলৌকিককর্ম্মা, যশস্বী, শত্রুঘাতী, নীতিজ্ঞ ও সূর্য্যসমতেজস্বী পুত্র দান করিবেন। মধুরহাসিনি! আর ভাবনা নাই; তুমি ক্ষত্রিয় তেজের আধারভূত, ক্রিয়াশালী, দুর্জ্জয়, অতি সুন্দর সন্তান প্রসব করিতে পারিবে। দেবেন্দ্র প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি এক্ষণে তাঁহাকে আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যশস্বিনী কুন্তী স্বামীর এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। পুরন্দর আহ্বানমাত্রেই উপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভে অর্জ্জুনকে উৎপাদন করিলেন। অর্জ্জুন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই দৈববাণী গম্ভীরশব্দে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কুন্তীকে সম্বোধন করতঃ কহিল, কুন্তি! তোমার এই সন্তান, কার্ত্তবীর্য্য ও মহাদেবের ন্যায় পরাক্রমশালী হইবে এবং যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ যশোবিস্তার করিবে। অদিতি বিষ্ণুকে প্রসব করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন,

তুমি ইহাকে লাভ করিয়া সেইরূপই সুখানুভব করিবে। তোমার এই পুত্র অর্জ্জুন, মদ্র, কুরু, সোমক, চেদি, কাশি ও করূষবংশীয়দিগকে পরাজয় করিয়া কুরুকুলের রাজ্যশ্রী রক্ষা করিবে; খাণ্ডব দাহ করিয়া নানা প্রাণীর মেদোদ্বারা ভগবান্ অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিবে; ইন্দ্রিয়াসক্ত ভূপালদিগকে পরাজয় করিয়া ভ্রাতাকে তিন অশ্বমেধ করাইবে; এবং পরশুরামের ন্যায় বল ও বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী হইবে। ইহার সমান বীর্য্যবান্ ত্রিলোকে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিবে না। বালক উত্তরকালে দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্করের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করত পাশুপত অস্ত্রলাভ করিবে। ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে নিবাতকবচ নামক দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদিগের নষ্টপ্রায় সৌভাগ্য পুনর্ব্বার উদ্ধার করিবে।

কুন্তী সূতিকাগার হইতে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বী সকলও শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আকাশমণ্ডল দুন্দুভিশব্দে পরিপূর্ণ হইল। পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। দেবগণ কুন্তীর পুত্রকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সকলেই একত্র মিলিত হইলেন। কদ্রু ও বিনতার পুত্র, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, প্রজাপতি ও সপ্তর্ষিগণ এবং ভরদ্বাজ কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ আগমন করিলেন। সূর্য্যের তিরোভাব হইলে পর যিনি গগনমণ্ডলে উদিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ অত্রিও উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও দক্ষ প্রজাপতি আগমন করিলেন। অপ্সরোগণ দিব্যবস্ত্র পরিধান করিয়া নানা অলঙ্কার ও অপূর্ব্ব বৈজয়ন্তী ধারণ করতঃ অর্জ্জুনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ মঙ্গলসিদ্ধির নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে জপ করিতে লাগিলেন।

তুম্বুরু, ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, যুগপ, তৃণপ কার্ষ্ণি, নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, সদ্বা, বৃহদ্বা, বৃহক, করাল, ব্রহ্মচারী, বহুগুণ, সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভূমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীত-মাধুর্য্যসম্পন্ন হাহা ও হুহু নামক গন্ধর্ব্বদিগের সহিত গান করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনয়না, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, নৃত্যনিপুণা অপ্সরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শূচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, দেবী, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শারদ্বতী নানা বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল এবং মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তী, উম্লোচা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী প্রভৃতি একাদশ স্বর্ব্বেশ্যাগণ গান করিতে লাগিল। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জ্জন্য, বিষ্ণু এবং দ্বাদশ আদিত্য আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া পাণ্ডুপুত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু, ভগ এবং রুদ্রগণও তথায় আবির্ভূত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্ট বসু, মহাবল মরুদ্গণ এবং বিশ্বদেব ও সাধ্য সকল তাঁহাদিগের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন; কর্কোটক, বাসুকি, কচ্ছপ, কুণ্ড ও তক্ষক প্রভৃতি তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, মহাবল কোপনস্বভাব অনেকানেক সর্প সকলও তথায় আগমন করিল। বিনতার পুত্র তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণি এবং আরুণিও উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল বিমানারোহণে আগমন করিয়া যে পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, বনবাসী সিদ্ধর্ষিগণ ভিন্ন অন্য কেহই তাহা

দেখিতে পান নাই। তপস্বী সকল সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং সেই অবধি পাণ্ডুর পুত্রদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদর করিতে লাগিলেন।

রাজন্! এই ঘটনার পর কিছুকাল অতীত হইলে, পাণ্ডু পুত্রলোভে লোভী হইয়া অপর পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে আজ্ঞা করিতে উপক্রম করিলেন; তখন সাধ্বী ভোজতনয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, নাথ! অনপত্যতা আপদ্ উপস্থিত হইলেও পণ্ডিত ব্যক্তিরা চতুর্থ প্রসবের ব্যবস্থা করেন না। নারী বংশরক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তার অনুমতিক্রমে অন্য পুরুষের দ্বারা তিন সন্তানই উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু চতুর্থ পুত্রের নিমিত্ত পরপুরুষের সংসর্গ করিলে লোকে তাহাকে স্বৈরিণী বলে। এইরূপ পঞ্চম বার করিলেই সে বেশ্যা হইল। বিদ্বন্! আপনি এই সনাতন ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন; তথাপি পুত্রলোভহেতুক আমাকে এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনার বাক্য শুনিয়া বোধ হইতেছে যেন, আপনার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিয়াছে।

একশত ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত: ১২৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুন্তী ও গান্ধারীর পুত্র জন্মিলে পর, এক দিন মাদ্রী পাণ্ডুকে কহিলেন, দয়িত! তুমি আমার প্রতি অনুরাগশূন্য হইলেও আমার তত কষ্ট বোধ হয় না; সম্মানের যোগ্যপাত্রী কুন্তীর অপেক্ষা অল্পতর সমাদরের পাত্রী হইয়া আছি, তাহাতেও

বিশেষ দুঃখ নাই; গান্ধারীর এক শত পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়াও তাদৃশ খিন্ন হই নাই; তবে আমার এই এক মহতী মনঃপীড়া হইয়াছে যে, আপনার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই কুন্তী ও আমি বন্ধ্যা হইয়াছিলাম; কিন্তু বাস্তবিক আমাদিগের দুই জনেরই সন্তান প্রসব করিবার ক্ষমতা আছে। এক্ষণে ভাগ্যবশতঃ কুন্তীর গর্ভে আপনার পুত্র জন্মিল; অতএব আমি সমর্থ হইয়াও কেন সে সুখে বঞ্চিত হই; যদি ভোজনন্দিনী আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমিও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পারি; তাহাতে আপনারও হিতসাধন হয়। আমি নিজে তাঁহাকে এ কথা বলিতেও পারি না; সপত্নী বলিয়া অভিমান হয়। অতএব আপনিই অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করুন্।

পাণ্ডু বলিলেন, মাদ্রি! এতদিন আমি নিরন্তর এই বিষয়েরই আন্দোলন করিতেছিলাম; ইহা ভিন্ন আমার অন্তঃকরণে আর কোন চিন্তাই স্থান পাইত না; কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইবে কি না, ভাবিয়া আমি তোমাকে কিছুই বলিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমার মত জানিতে পারিলাম; অতএব সে বিষয়ে, বিশেষ চেষ্টা করিব। বোধ হয়, আমি আজ্ঞা করিলে কুন্তী কখনই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডু কুন্তীকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! তুমি প্রজাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করিয়া আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর; তাহা হইলে আমার পিণ্ডনাশ হইবে না এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের, আমার ও তোমার আপনারও আনন্দ হইবে। অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল যশোবিস্তারের নিমিত্তই তুমি পুত্রবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা কর। রাজ্ঞি! পুরন্দর ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়াও কেবল যশের

নিমিত্তই নানাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণও যশোলাভ হইবে বলিয়া দুষ্কর তপস্যা করতঃ গুরূপদেশ স্বীকার করেন। রাজর্ষি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সেই উদ্দেশেই মারণ, উচ্চাটন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব, ভাবিনি! তুমি নৌকাস্বরূপ হইয়া অনপত্যতারূপ ভীষণ সাগরসলিলে নিমগ্নপ্রায় মাদ্রীকে উদ্ধার কর। মাদ্রী যদি তোমার অনুগ্রহে পুত্রলাভ করে, তাহা হইলে সংসারে তোমার খ্যাতির সীমা থাকিবে না।

কুন্তী স্বামীর এই বাক্য শুনিয়া মাদ্রীকে কহিলেন, ভগিনি! তুমি কোন দেবতাকে স্মরণ কর। তাঁহার সংসর্গে তুমি নিশ্চয়ই পুত্রলাভ করিতে পারিবে। মাদ্রী বিশেষ চিন্তা করিয়া অবশেষে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই তাঁহারা আগমন করিয়া তাঁহার গর্ভে অসাধারণ রূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব নামে দুই যমজ সন্তান উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই দৈববাণী হইল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই দুই পুত্র বলশালী ও রূপবান্ হইবে। সত্ত্বগুণসম্পত্তি দ্বারা ইহারা সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও অতিক্রম করিয়া শোভা পাইবে।

মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইলে পর শতশৃঙ্গবাসী তপস্বিগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া নামকরণ করিলেন। কুন্তীর গর্ব্ভসম্ভূত তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির; মধ্যমের নাম ভীমসেন এবং কনিষ্ঠের নাম অর্জ্জুন রাখিলেন। মাদ্রীর দুই সন্তানের জ্যেষ্ঠ নকুল এবং কনিষ্ঠ সহদেব নামে বিখ্যাত হইলেন। বালকেরা দিন দিন সমধিক বল, বীর্য্য ও পরাক্রমশালী হইয়া অসাধারণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বয়ঃক্রম এক বৎসরমাত্র হইলেও

প্রত্যেককে যেন পঞ্চবর্ষীয় বলিয়া জ্ঞান হইল। দেবকুমার-তুল্য তেজস্বী সেই সকল পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডুর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। পর্ব্বতনিবাসী ঋষি ও ঋষিপত্নীরাও অপরিসীম আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ... হস।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে পর, পাণ্ডু মাদ্রীর পুত্র উৎপাদন করাইবার নিমিত্ত কুন্তীকে পুনর্ব্বার আজ্ঞা করিলেন। তাহা শুনিয়া কুন্তী নির্জ্জনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমি একমাত্র দেবতাকে আহ্বান করিয়া একমাত্র পুত্রলাভ করিতেই মদ্রীকে আজ্ঞা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমাকে বঞ্চনা করিয়া দুই দেবতাকে স্মরণ করতঃ দুই পুত্র লাভ করিয়াছে। অতএব ভয় হইতেছে, পাছে অধিকতর পুত্র লাভ করিয়া আমার অন্য অপমান করে। দুষ্টা কামিনীদিগের আচরণই এইরূপ। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, অশ্বিনীর যমক পুত্রকে আহ্বান করিয়া সে যমক পুত্রই লাভ করিবে। অতএব, মহারাজ! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে আর এ বিষয়ে আজ্ঞা করিবেন না।

জনমেজয়! সেই হেতু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ জন ভিন্ন পাণ্ডুর আর পুত্র হইল না। কুরুবংশবৃদ্ধিকর বালকেরা দেবের অংশে জন্ম লাভ করিয়া দিন দিন অসাধারণ বলশালী হইয়া সিংহপ্রতাপে কাননমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বনবাসী ও অভ্যাগত তপস্বী সকল তাঁহাদিগের সিংহগ্রীবাদি লক্ষণ ও মনোহর সৌম্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

এ দিকে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্রেরাও সলিলগর্ভে শৈবালাদির ন্যায় অল্প কালের মধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল।

একশত চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৪।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অটবীমধ্যে সেই পঞ্চ পুত্রের মনোহর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডুর নষ্টপ্রায় বাহুবল পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইতে লাগিল। রাজা সাহস অবলম্বন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে বসন্তকাল উপস্থিত; বসন্তরাজ চতুর্দ্দিকে অনুপম শোভা বিস্তার করিলেন। পলাশ, তিল, চূত, চম্পক, নিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও ফলভরে অবনত হইয়া পড়িল। কুসুমগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল। স্বচ্ছতোয়া সরসী সকল পদ্মচ্ছলে হাসিতে লাগিল।

পাণ্ডু এইরূপ চিত্তোন্মাদকর চৈত্রমাসে একদিন মহিষীদিগের সহিত কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। বসন্তলক্ষ্মীর মনোহর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কামের সঞ্চার হইল। মন অপার আনন্দরসে নিমগ্ন হইল। পদ্মলোচনা মাদ্রী সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া রাজার সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার যৌবন-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া ভূপতির মদনানল দাবাগ্নির ন্যায় দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। তখন তিনি আর আপনাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। কামবশে বিহ্বল হইয়া ঋষির শাপ বিস্মৃত হইলেন এবং মাদ্রীর সঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন। মহিষী ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া যথাসাধ্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না; বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। হে ভরতনন্দন! পাণ্ডুর পরমায়ু শেষ হইয়াছিল, সেই হেতুই তিনি বিধির নিয়মক্রমে কামের বশবর্ত্তী হইয়া শাপভয় পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়কে মত্ত করতঃ পশ্চাৎ প্রাণের সহিত বিনষ্ট হইল।

মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু এইরূপে স্ত্রীর সংসর্গ করিয়া

পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন মাদ্রী তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গন্ করিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে দুঃখসূচক শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া কুন্তী পুত্রগণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মাদ্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ভগিনি! তুমি একাকী আইস। পুত্রেরা ঐ স্থানেই থাকুক। তদনুসারে কুন্তী সন্তানদিগকে রাখিয়া " হা হতাস্মি " বলিয়া মাদ্রীর নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাদ্রী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমিপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছেন। তখন সাধ্বী শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, মাদ্রি! আমি বীরশ্রেষ্ঠ মনস্বী মহীপতিকে নিরন্তর সাবধানে রক্ষা করিতাম; এক্ষণে তিনি কিরূপে মৃগশাপ বিস্মৃত হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাহাতে স্বামী প্রাণে বিনষ্ট না হন, তোমার তাহাই চেষ্টা করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি কি কারণে এই নির্জ্জন বনমধ্যে তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়াছিলে। শাপ-গ্রস্ত হইয়া অবধি তিনি নিরন্তর বিষণ্ণই থাকিতেন। এক্ষণে তোমাকে নির্জ্জনে পাইয়া কিরূপে প্রফুল্ল হইলেন। হে বাহ্লীকনন্দিনি! তুমিই ধন্য! আমার অপেক্ষা তোমার ভাগ্যও সাতিশয় সুপ্রসন্ন; কারণ, তুমি স্বামীর প্রফুল্ল বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়াছ। মাদ্রী বলিলেন, দেবি! আমি দীনস্বরে বিলাপ করিতে করিতে রাজাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু শাপজন্য দুরদৃষ্ট সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। কুন্তী বলিলেন, মাদ্রি! আমি রাজার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী; সুতরাং প্রধান ধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য। অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিও না। আমি প্রেতলোকগামী ভর্ত্তার অনুগমন করিব। তুমি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও

এবং এই বালকদিগের ভরণ পোষণ করিতে থাক। মাদ্রী বলিলেন, কুন্তি! আমি ভর্ত্তাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি; পলায়ন করিতে দি নাই; অতএব আমিই তাঁহার অনুগমন করিব। আমি তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী; সুতরাং কামভোগে এখনও পরিতৃপ্ত হই নাই। তুমি জ্যেষ্ঠা; অতএব আমাকে অনুগমন করিতে অনুমতি কর। ভগিনি! ভরতনন্দন কামবশে আমাকে সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব যমসদনে গিয়াও আমাকে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে। আর্য্যে! আমি জীবিত থাকিয়া যে, তোমার পুত্রদিগকে স্বসুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে পারিব, বোধ হয় না; সুতরাং তজ্জন্য আমাকে পাপভাগিনী হইতে হইবে। অতএব তুমিই আপনার পুত্রের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিবে। ভগিনি! রাজা আমার সহিত কামরাগে প্রবৃত্ত হইয়াই প্রেতলোকে প্রস্থান করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শরীরের সহিত আমার এই শরীরকেও দগ্ধ করা উচিত। ভোজনন্দিনি! অনুগ্রহ করিয়া আমার এই প্রিয়সাধন কর। অপর, আপনার ন্যায় আমার পুত্রদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তও যত্ন করিও। এতদ্ভিন্ন আর কিছু তোমাকে বলিবার নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মপত্নী মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই বলিয়া শীঘ্রই চিতায় আরোহণ করতঃ রাজার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন।

একশত পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডু পরলোক প্রস্থান করিলেন, দেখিয়া দেবতুল্য মন্ত্রজ্ঞ মহর্ষি সকল পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু রাজ্য ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে তপস্যা করিতে আসিয়া আমাদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বালক পুত্র ও মহিষীদিগকে গচ্ছিত ধনের ন্যায়, আমাদিগকে অর্পণ করিয়া স্বর্গগমন করিলেন; অতএব চল, আমরা তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও মৃতদেহ লইয়া রাজধানীতে গমন করি। তাহা হইলেই আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, উদারযশা দেবতুল্য সিদ্ধর্ষি সকল এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজার ও মাদ্রীর মৃত দেহ এবং কুন্তী ও তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পুরগমনজন্য ঔৎসুক্যবশতঃ পথশ্রান্তি বোধ করিলেন না। নগর বহুদূরবর্ত্তী হইলেও তাঁহার অতি নিকট বলিয়া বোধ হইল। যশস্বিনী অল্পকালের মধ্যেই কুরুজাঙ্গল প্রদেশে উপনীত হইয়া নগরের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন সমভিব্যাহারী তপস্বিগণ দ্বারীকে আজ্ঞা করিলেন, রাজাকে আমাদিগের আগমনের সংবাদ দাও। প্রহরী আজ্ঞামাত্র রাজসভায় গমন করিয়া সমুদায় নিবেদন করিল। তখন হস্তিনাপুরে সহস্র সহস্র চারণ ও মুনিগণ উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া পুরবাসী সকল আশ্চর্য্য হইল। অনন্তর সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তকাল পরেই স্ত্রী ও পুত্র লইয়া সকলেই ঋষিদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ সস্ত্রীকে যানে আরোহণ করিয়া ধাবিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণসমূহ আপন আপন ব্রাহ্মণী লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বৈশ্য ও শূদ্রদিগেরও মহতী জনতা হইল। কেহ কাহারও ঈর্ষ্যা করিল না।

পরস্পরের প্রতি সকলেরই ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইল। ক্রমে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জ্ঞানচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা এবং অন্যান্য রাজমহিষীদিগের সহিত গান্ধারী প্রস্থান করিলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

কুরুবংশীয়েরা সকলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একত্রিত হইয়া ঋষিদিগকে দর্শন করত নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। কুলপুরোহিতেরাও যথোচিত আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে পুরবাসী সকলও মস্তক অবনত করত নমস্কার করিয়া উপবিষ্ট হইল। অনন্তর যাবতীয় ব্যক্তিকেই নিস্তব্ধ দেখিয়া ভীষ্ম পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া মুনিদিগের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রাজ্য ও রাজধানীর মঙ্গল সমাচার দিলেন।

তখন সেই ঋষিদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রাচীন, জটা ও অজিনধারী তাপস গাত্রোত্থান করত সকলের সম্মতি লইয়া কহিতে লাগিলেন, সভ্যগণ! সেই যে মহারাজ পাণ্ডু, বাসনা ও বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত তপস্যা করিবার নিমিত্ত শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন, এই যুধিষ্ঠির তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে ভীমসেনকে দেখিতেছেন, ইনি তাঁহার মধ্যম সন্তান; ইনি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁর শারীরিক সামর্থ্যের ইয়ত্তা নাই। এই অর্জ্জুন রাজার তৃতীয় পুত্র। দেবদেব পুরন্দর ইহাঁকে কুন্তীর গর্ব্ভে উৎপাদন করিয়াছেন। ইনি ত্রিলোকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদিগের সংসর্গে এই দুই মহাবল পুরুষপ্রধান সন্তান প্রসব করিয়া-

ছেন। ইহাঁদিগের নাম নকুল ও সহদেব। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতৃকবংশ পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়াছেন; এক্ষণে তোমরা তাঁহার পুত্রদিগের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ এবং তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বেদাধ্যয়ন দর্শন করিয়া আনন্দিত হও। রাজা তাপসবৃত্তি অবলম্বন করত পুত্রলাভ করিয়া সপ্ত দিন হইল স্বর্গগমন করিয়াছেন। তিনি প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে আরূঢ় হইলে পর মাদ্রী তাঁহার সহগামিনী হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সাধ্বী পতির গতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের যে ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিতে হইবে, তোমরা তাহা সম্পাদন কর। এই তাঁহাদিগের দুই জনেরই দেহ আনিয়াছি। এই পুত্রদিগের নিমিত্তও যে যে মাঙ্গল্য ক্রিয়া করিতে হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া তোমরা মাতার সহিত ইহাদিগকে গ্রহণ কর। প্রেতকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর কুরুবংশধর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডু পিতৃযজ্ঞ লাভ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাপসেরা কুরুদিগকে এই কথা বলিয়া গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। গন্ধর্ব্বনগর তুল্য সেই জনসমূহ দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইল। কুরুবংশীয়েরা বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

একশত ষড়্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বিদুর! রাজার ন্যায় মহাসমারোহে পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেত কার্য্য সম্পাদন করাও। তাঁহাদিগের উদ্দেশে পশু, বস্ত্র, ধন, ও বিবিধ রত্ন যে যত অভিলাষ করে,

তাহাকে তত পরিমাণেই দান কর। কুন্তী মাদ্রীর যেরূপ সৎকার করিতে ইচ্ছা করেন, সেই প্রকারেরই আয়োজন করিয়া দাও এবং সেই সাধ্বী পুত্রবধূর মৃতদেহ এরূপে আবরণ করিবে, যেন বায়ু এবং সূর্য্যদেবও দেখিতে না পান। মনস্বী পাণ্ডুর জন্য শোক করিতে হইবে না; তিনি ধন্য; কারণ তিনি দেবতুল্য এই পঞ্চ সন্তান রাখিয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভরতনন্দন বিদুর যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের সহিত উৎকৃষ্ট স্থানে পাণ্ডুর সৎকারের আয়োজন করিলেন। তখন কুলপুরোহিত সকল অগ্নি প্রদীপ্ত করিলেন। ভগবান্ হব্যবাহন দহ্যমান ঘৃতগন্ধ বিস্তার করিয়া ভীমবেগে নগরের ঊর্দ্ধদেশে প্রজ্বলিত হইলেন। অনন্তর ঋতুসুলভ পুষ্প ও বিবিধ গন্ধদ্রব্যে রাজার মৃত দেহের শোভা সম্পাদন করিয়া অমাত্য এবং বন্ধুবর্গ বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত করত এক শিবিকা আনয়ন করিলেন। অবশেষে তাহাতে রাজা ও রাজমহিষীর মৃত দেহ অরোপণ করিয়া সকলেই বহন করিয়া চলিলেন। কেহ ভূপতির মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ আত-পত্র ধারণ করিলেন; কেহ বা চামর ব্যজন করিতে লাগি-লেন। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের সময় অর্থীদিগকে প্রভূত রত্ন বিতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে রাজার নিমিত্ত শুভ্র বস্ত্র, ছত্র এবং বিশুদ্ধ বসন আনীত হইল। যাজকেরা শুভ্র বসন পরিধান করত হূয়মান অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি প্রজা সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজন্! আমাদিগকে অনাথ করিয়া চিরন্তন দুঃখে নিমগ্ন করত আপনি কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন? ভীষ্ম, বিদুর ও পাণ্ডু-

পুত্রগণ সকলেই রোদন করিতে করিতে অবশেষে গঙ্গাতীরস্থিত মনোহর বনপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া রাজা ও রাজমহিষীর সহিত শিবিকা অবতারণ করিলেন। অনন্তর স্বর্ণময় কুণ্ড করিয়া জল আনয়ন করত সেই অগোরলিপ্ত সুবাসিত মৃত দেহ অভিষিক্ত করিয়া তাহাতে শ্বেতচন্দন লেপন করিতে লাগিলেন এবং দেশজাত শুক্ল বসন পরিধান করাইয়া দিলেন। রাজা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ; বোধ হইল যেন, ভূপতি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

অনন্তর যাজকদিগের আজ্ঞাক্রমে প্রেতকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, কৌরবেরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত দেহ পদ্ম, চন্দন প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য এবং মহামূল্য বসনের সহিত জ্বালাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগের সেই দুই দেহ দেখিয়া কৌশল্যা হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া রোদন করিতে করিতে হঠাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত দেখিয়া পুরবাসী সকল রাজভক্তিবশতঃ দুঃখে রোদন করিতে লাগিল। কুন্তীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া পশুপক্ষীরাও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য কুরুবংশীয়েরাও একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর ভীষ্ম, বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র এবং কুলকামিনীদিগের সহিত রোদন করিতে করিতে রাজার উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর অমাত্য ও প্রজাবর্গের সহিত সকলেই শোকসন্তপ্ত পুত্রদিগের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুপুত্রেরা বন্ধুদিগের সহিত ভূমিতে নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নাগরিক সকলও শয্যা ত্যাগ করিলেন। কি বালক, কি বৃদ্ধ, পুরবাসী সমস্ত ব্যক্তিই সেই পাণ্ডুপুত্রদিগের

দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত দ্বাদশ বর্ষ কষ্টে কাল যাপন করিলেন।

একশত সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর কুন্তী ও ভীষ্ম বন্ধুদিগের সহিত রাজার শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড দান করিলেন এবং সেই উপলক্ষে যাবতীয় কুরুবংশীয় ও সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন। বিপ্রগণকে বিবিধ রত্ন এবং ভূমিও দান করিলেন। অনন্তর পুরবাসী সকল গতাশৌচ পাণ্ডুপুত্রদিগকে লইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই স্বর্গগত রাজাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, প্রত্যেকেরই আত্মীয় বিনাশ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, ব্যাসদেব যাবতীয় প্রজাকেই শোকাতুর দেখিয়া এক দিন দুঃখপীড়িতা আপন জননী সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে সুখের সময় প্রস্থান করিয়াছে এবং ঘোর বিপদের কাল আগত হইয়াছে। পাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই চলিল। পৃথিবী প্রাচীনা হইয়া আসিয়াছে। অপর অন্যায় ও দুষ্টাচারনিবন্ধন কৌরবদিগের রাজ্য থাকিবে না। অতএব আপনি বনে গিয়া যোগ অবলম্বন করত তপস্যা করুন। ইহার পর সংসার নানা মায়া এবং দোষে পরিপূর্ণ হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদায়ই লুপ্ত হইয়া যাইবে। বৃদ্ধ বয়সে আপনার কুলক্ষয় আর দর্শন করিবেন না।

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করত পুত্রবধূকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অম্বিকে! শুনি-

য়াছি, তোমার পৌত্রদিগের দুষ্টাচার জন্য এই ভরতবংশ এবং প্রজা সকল বিনষ্ট হইবে। অতএব যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে লইয়া বনে গমন করি। রাজন্! রাজ্ঞী এই বলিয়া ভীষ্মের সম্মতি গ্রহণ করত ব্রত ধারণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন, দুই পুত্র-বধূই তাঁহার সহিত কাননে উপস্থিত হইয়া ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে যথাকালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া রাজভোগ ভোগ করত পিতৃগৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সহিত বাল্যক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাঁহাদিগের বলের আধিক্য লক্ষিত হইতে লাগিল। কি বেগ, কি লক্ষ্য বস্তুর আহরণ, কি সর্ব্বাগ্রে ভোক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ, কি ধূলি বিক্ষেপ, ভীমসেন সকল বিষয়েই ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরাজয় করিলেন। বায়ুনন্দন ক্রীড়াচ্ছলে হাস্য করিতে করিতে কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের পরস্পরকে যুদ্ধ করাইতেন। তাহারা একশত একজন হইলেও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মধ্যম পাণ্ডব কেশধারণ করত ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ঘর্ষণ করিতেন; তাহাতে কাহার জানু, কাহার জঙ্ঘা, কাহারও বা মস্তক ভগ্ন হইত। বলী কখন বা দশজন বালককে আলিঙ্গন করিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন; অনন্তর যখন তাহারা মৃতপ্রায় হইত, তখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেন। যে সময় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ফল চয়ন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করিত, ভীম সেই সময় ঐ সকল বৃক্ষকে পাদ দ্বারা আঘাত করিয়া কম্পিত করিতেন; সুতরাং বালকেরা ফলের সহিত বৃক্ষ হইতে পতিত হইত। ফলতঃ কুমার সকল কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শিক্ষা, কিছু-

তেই বৃকোদরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারিত না। ধৃত-রাষ্ট্রপুত্ত্রদিগের অনিষ্ট করিব, ভীমের সে অভিপ্রায় ছিল না; তিনি কেবল বাল্যস্বভাব বশতঃ পূর্ব্বোক্ত রূপে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের নিগ্রহ করিতেন।

ক্রমে প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ তনয় দুর্য্যোধন বৃকোদরের সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য শারীরিক বল প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি শত্রুতা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপরত দুর্য্যোধন অজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লোভ হেতু পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পাণ্ডুর এই মধ্যম পুত্ত্র ভীমসেনের তুল্য বলবান্ ব্যক্তি আর নাই। অত-এব শঠতা প্রয়োগ করিয়া ইহাকে বিনাশ করিতে হইবে। অতুল বল ও বিক্রমশালী বৃকোদর একাকীই আমাদিগের একশত ভ্রাতাকে স্পর্দ্ধা করে; অতএব সে যখন উদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন তাহাকে লইয়া গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করিব। তাহার পর সহজেই তাহার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও কনিষ্ঠ অর্জ্জুনকে বন্ধন করিয়া একাকী নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিব।

দুষ্টাশয় দুর্য্যোধন এইরূপ স্থির করিয়া নিরন্তর ভীমের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিল। ভরতনন্দন! অবশেষে সেই পাপিষ্ঠ জলক্রীড়া জন্য ভাগীরথীর তীরস্থিত প্রমাণকোটি নামক রমণীয় স্থানে জলে এবং স্থলে বস্ত্র ও কম্বলময় এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইল এবং তাহাতে বিবিধ কাম্য ও ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করিল। প্রত্যেক গৃহের শিরোদেশে উন্নত পতাকা সকল উড়িতে লাগিল। ঐ বাটীর নাম উদক-ক্রীড়ন রহিল। পাককার্য্যনিপুণ পাচক সকল চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিল। অনন্তর সমুদায় সম্পন্ন হইলে পর কর্ম্মচারী পুরুষেরা দুর্য্যো-ধনকে নিবেদন করিল। তখন দুষ্টাশয় দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্ত্র-

দিগকে বলিল, চল আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া উদ্যানবনভূষিত ভাগীরথীতীরে গমন করত জলক্রীড়া করি। যুধিষ্ঠির তাহাতে অনুমোদন করিলে পর, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পাণ্ডবদিগকে লইয়া নগর তুল্য রথ এবং বৃহদাকার গজসমূহে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া, ভ্রাতৃ সকল সহগামী লোকসমূহকে বিদায় করিয়া উপবনের শোভা দর্শন করিতে করিতে, সিংহ গিরিগুহার ন্যায়, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শৌসকার ও চিত্রকরেরা উপবেশন গৃহ এবং গৃহচূড়া সকল অতিমনোহর রূপে সম্মার্জ্জিত ও চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। গবাক্ষ ও জলসেকের নিমিত্ত জলযন্ত্রসমূহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীর নির্ম্মল সলিলে কমলবন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তীরে নানাবিধ পুষ্প বিকসিত হইয়া গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া নানা দেশ হইতে আনীত বিলাসসামগ্রী সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সকলে সেই উদ্যানে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে পাপরত দুর্য্যোধন বৃকোদরকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে কালকূট মিশ্রিত করিল। হৃদয়ে ক্ষুর এবং বাক্যে অমৃতধারী সেই দুরাশয় অবশেষে স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় বৃকোদরের বদনে সেই বিষাক্ত দ্রব্য বহু পরিমাণে অর্পণ করিল এবং আপনাকে চরিতার্থ ভাবিয়া অন্তঃকরণে যেন হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণ সকলে মিলিত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে জলক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে ক্রীড়া সম্পন্ন হইলে, কুমার সকল গাত্রোত্থান করিয়া শ্বেত বস্ত্র পরিধান করত নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইলেন এবং

ক্রীড়া জন্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যা সময়ে সকলেই সেই উদ্যানস্থিত বিহার গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। বল-শালী মধ্যম পাণ্ডব জলক্রীড়ার সময় বালকদিগকে অধিক ব্যায়াম করাইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং সেই প্রমাণকোটির স্থল ভাগে উত্থিত হইয়াই শয়ন করি-লেন। বৃকোদর একে শ্রান্ত ও গরলমদে মত্ত ছিলেন, তাহাতে এক্ষণে শীতল বায়ুবশে বিষ সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হওয়াতে এক বারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন লতাপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া তাঁহাকে তীর হইতে জলে নিক্ষেপ করিল। জ্ঞানহীন পাণ্ডুনন্দন জলে মগ্ন হইয়া নাগকুমারদিগের উপর পতিত হইলেন; সুতরাং সহস্র মহাদংষ্ট্র মহাবিষ সর্প সকল মিলিত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল। পবনতনয়ের শোণিতমিশ্রিত স্থাবর বিষ জঙ্গম ভুজঙ্গ বিষের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। সর্প সকল বৃকোদরের মর্ম্মস্থানেই দংশন করিয়াছিল; কিন্তু সাতিশয় কাঠিন্য বশতঃ দন্ত দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলের চর্ম্ম ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

অনন্তর কুন্তীনন্দন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন ছেদ করত সর্পদিগকে ভূমিগর্ভে নিখাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট কতকগুলি ভুজঙ্গ ভয়ে পলায়ন করত সর্পরাজ বাসুকির নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, নাগরাজ! লতাপাশ দ্বারা বদ্ধ একজন মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া-ছিল; বোধ হয়, সে বিষ পান করিয়া থাকিবে; কারণ যখন আমাদিগের নিকট পতিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান ছিল না। অনন্তর আমরা তাহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করিলে পর, সে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন ছেদ করত আমা-দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাবাহুকে, আপনার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর বাসুকি অনুগত সর্পকুলের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া ভীমসেনকে দর্শন করিলেন। ঐ সকল ভুজঙ্গদিগের মধ্যে আর্য্যক নামে এক নাগ ছিল। তিনি কুন্তীর পিতার পিতামহ। সর্পরাজ দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমসেনকে দর্শন করিয়াই আলিঙ্গন করিলেন। তখন বাসুকি বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বৃকোদরের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং প্রীত চিত্তে আর্য্যককে কহিলেন, কিরূপে ইহার প্রিয় সাধন করা উচিত। ইহাকে প্রভূত ধন ও বিবিধ রত্ন দান কর।

বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া আর্য্যক কহিলেন, নাগরাজ! যখন আপনি ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন ইহার ধনে প্রয়োজন নাই, আজ্ঞা করুন, বালক রসকুণ্ড হইতে রস পান করিয়া অপরিমিত বলশালী হউক। সেই কুণ্ডে সহস্র হস্তীর বল সন্নিহিত আছে; অতএব এই কুমার যত পান করিতে পারে, তাহা হইতে তত রসই পান করুক।

ভুজঙ্গরাজ বাসুকি আর্য্যকের প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর নাগগণ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন বিশেষ রূপে পবিত্র হইয়া পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করত রস পান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপরিমিতবলশালী বৃকোদর এক নিশ্বাসে এক কুণ্ড রস পান করিলেন এবং ক্রমে সেই রূপেই অষ্ট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে ভুজঙ্গ সকল দিব্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। পাণ্ডুনন্দন তাহাতে সুখে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

একশত অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর যাবতীয় কৌরব ও ভীম ব্যতীত পাণ্ডবগণ সকলে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া কেহ অশ্ব, কেহ রথ, কেহ গজ, কেহ বা অন্যান্য যানে আরোহণ করত হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। গমন সময়ে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বোধ হয় ভীম আমাদিগের অগ্রে প্রস্থান করিয়া থাকিবে। পাপাশয় দুর্য্যোধন আপনাদিগের মধ্যে বৃকোদরকে না দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে নগরে প্রবেশ করিল।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনি পাপাচরণ জানিতেন না; সুতরাং শত্রুকেও সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ভ্রাতৃবৎসল কুন্তীনন্দন এক্ষণে নগরে প্রবিষ্ট হইয়া মাতার নিকট গমন করত প্রণতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! ভীম কি আগিয়াছে? শুভাভিলাষিণি! কই তাহাকে এখানেও দেখিতেছি না; তবে কোথায় গিয়াছে? আমরা উদ্যান ও কানন মধ্যে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাই নাই। অবশেষে বিবেচনা করিয়াছিলাম, সে আমাদিগের অগ্রে প্রস্থান করিয়াছে। যশস্বিনি! আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে আগমন করিতেছি; অতএব বলুন, সেই মহাবাহু ভীমসেন কোথায় গমন করিয়াছে? আপনি তাহাকে কোথায় প্রেরণ করিয়াছেন? শুভে! তাহার বিষয়ে আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। ভাবিতেছি, ভীম নিদ্রা যাইতেছিল; কিন্তু তাহার পর আর আসিল না। অতএব নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে বিনাশ করিয়াছে।

ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মনন্দনের এই বাক্য শুনিয়া কুন্তী হাহা রবে চীৎকার করিয়া সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আমি ভীমকে দেখি নাই। সে আমার নিকট আইসে নাই। তুমি অনুজদিগের সহিত অবিলম্বেই তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও।

কুন্তী দুঃখিত চিত্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা

বলিয়া অবশেষে বিদুরকে ডাকাইয়া কহিলেন, দেবর! ভীমসেন কোথায় গিয়াছে, জানিতে পারিতেছি না। অপরাপর সকল ভ্রাতাই উদ্যান হইতে আগমন করিয়াছে; কেবল আমার ভীম এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না; সে ক্রূর, দুর্ম্মতি, নীচাশয়, রাজ্যলুব্ধ ও চক্ষুর্লজ্জাবিহীন। পাছে সে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার বৎসকে বিনাশ করিয়া থাকে, এই ভাবিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল ও হৃদয় তাপিত হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, কল্যাণি! আপনি এরূপ অশুভ আশঙ্কা করিবেন না। অবশিষ্ট পুত্রদিগকে প্রতিপালন করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন অপরাধী হইলে, আপনার এই অবশিষ্ট পুত্রেরাই তাহার নিগ্রহ করিতে পারে। মহামুনি বলিয়াছেন, আপনার পুত্রগণ দীর্ঘায়ু লাভ করিবে। অতএব ভীম প্রত্যাগমন করিয়া অবশ্যই আপনার নয়নানন্দ উৎপাদন করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জ্ঞানবান্ বিদুর কুন্তীকে এই কথা বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। কুন্তী চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অবশিষ্ট পুত্রদিগের সহিত গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অষ্ট দিনের পর ভীমসেন নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে সেই অষ্টকুণ্ড পরিমিত রস পরিপাক পাওয়াতে, আপনাকে অপরিমিত বলশালী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। নাগ সকল পাণ্ডুনন্দনকে জাগরিত দেখিয়া স্থিরচিত্তে সান্ত্বনা করত বলিতে আরম্ভ করিল, মহাবাহো! তুমি যে বীর্য্যবর্দ্ধন রস পান করিয়াছ, তাহাতে তুমি অযুতনাগতুল্য বলশালী হইবে। যুদ্ধসময়ে কেহই তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না। কুরুবংশধর! এক্ষণে তুমি এই দিব্য ও শুভ সলিলে স্নান করিয়া আপনার আলয়ে গমন কর।

তোমার ভ্রাতৃগণ তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ করিতেছেন।

ভুজঙ্গদিগের বাক্য শুনিয়া ভীম শুভ্র সলিলে অবগাহন করিয়া শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্য পরিধান করিলেন। নাগ সকল আহারের নিমিত্ত পরমান্ন আনিয়া দিল। বৃকোদর তাহা ভোজন করিয়া নানা অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক পন্নগদিগকে সম্ভাষণ করিয়া নাগলোক হইতে উত্থিত হইলেন। সর্প সকল কমললোচন পাণ্ডুতনয়কে সলিলগর্ভ হইতে উত্থাপন করিয়া, সেই ক্রীড়োদ্যানেই রক্ষা করত অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর মহাবাহু অপরিমিত বলশালী ভীমসেন সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতবেগে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণযুগলে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারাও স্নেহবশতঃ প্রত্যালিঙ্গন করিলেন। সকলেই বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "অদ্য আমাদিগের কি আনন্দ! কি আনন্দ!"।

পরে পরাক্রমশালী মারুতি ভ্রাতৃগণের নিকট দুর্য্যোধনের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের উল্লেখ করিলেন এবং নাগলোকে যে শুভ ও অশুভ ঘটিয়াছিল, তাহাও আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে হিতোপদেশ দিয়া বলিলেন ভ্রাতঃ! তুমি মৌনাবলম্বন কর। এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। ভ্রাতৃগণ! অদ্যাবধি তোমরা পরস্পর অতি সাবধানে আপনাদিগকে রক্ষা কর। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতাদিগকে এই রূপে সতর্ক করিয়া আপনিও সাবধান হইয়া থাকিলেন। কুন্তীর পুত্রগণের কোন রূপেই অনবধানতা না ঘটে, এই ভাবিয়া বিদুর নিরন্তর তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন বৃকোদরের ভক্ষ্য দ্রব্যে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতর বিষ মিশ্রিত করিল। পাণ্ডুপুত্র-

দিগের হিতাকাঙ্ক্ষী বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু সে কথা পঞ্চ ভ্রাতাকে জ্ঞাত করিলেন। পবননন্দন ভীমসেন বিকাররহিত; সুতরাং জানিয়াও বিষ ভোজন করিলেন; কিন্তু সেই বিষ তীক্ষ্ণ ও ভীমসংহারক হইলেও বৃকোদরের অনিষ্ট করিতে পারিল না; মধ্যম পাণ্ডব তাহা জীর্ণ করিলেন।

ভরতনন্দন! এই রূপে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলতনয় শকুনি নানা উপায়ে পাণ্ডুপুত্রদিগকে সংহার করিতে যে সমুদয় চেষ্টা করেন, পাণ্ডবেরা তৎসমুদায়ই জানিতেন; কিন্তু বিদুরের মন্ত্রণাক্রমে কিছুতেই কোপ প্রকাশ করিতেন না।

একশত উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্র! এক্ষণে কৃপের জন্ম বিবরণ উল্লেখ করুন্। তিনি কি প্রকারে শরস্তম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি গৌতমের শরদ্বান্ নামে এক পুত্র ছিলেন। শরদ্বান্ শরের সহিত ভূমিষ্ঠ হন্। ঐ গৌতমনন্দন ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন; কিন্তু বেদাধ্যয়নে তাঁহার তাদৃশী বুদ্ধি জন্মে নাই। ব্রহ্মচারী সকল যে রূপ তপস্যা দ্বারা বেদজ্ঞান লাভ করেন, শরদ্বান্ সেইরূপ তপস্যা দ্বারাই যাবতীয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরন্দর তাঁহার ধনুর্ব্বেদনৈপুণ্য এবং তপস্যা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং সেই হেতু জানপদীনাম্নী এক সুরকামিনীকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি এই গৌতমনন্দনের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন কর। যুবতী জানপদী দেবরাজের

আজ্ঞা পাইয়া ধনুর্ব্বাণধারী শরদ্বানের মনোহর আশ্রমে গমন করত তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিল। গৌতম-তনয় নির্জ্জন কানন মধ্যে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একবসনা অপ্সরাকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং মনোজশরে অবশ হইয়া সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ঋষিতনয়ের উত্তম জ্ঞান এবং দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল; সুতরাং তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজন্! হঠাৎ যে তাঁহার চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ধনুর্ব্বাণ, মৃগচর্ম্ম এবং অপ্সরাকে সেই আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! তদীয় শুক্র শরস্তম্বে পতিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়; সেই ভাগদ্বয় হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।

অনন্তর মহারাজ শান্তনুর এক সৈনিক মৃগয়ার নিমিত্ত কাননে গিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ পুত্র ও কন্যাকে দেখিতে পাইল এবং নিকটে ধনুর্ব্বাণ পতিত রহিয়াছে দেখিয়া বিবেচনা করিল, বোধ হয় ইহারা কোন ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণের সন্তান হইবে। সৈনিক এই-রূপ স্থির করত ধনুর্ব্বাণ ও পুত্র কন্যাকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে অর্পণ করিল। শান্তনু তাঁহাদিগকে দেখিয়া সদয়-হৃদয়ে বলিলেন, “ইহারা আমার সন্তান হইল।” ভূপতি এই বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন।

প্রতীপতনয় শান্তনু গৌতমের সেই পুত্র কন্যাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন করিয়া ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন এবং আমি

কৃপা করিয়া ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছি, ভাবিয়া তাহাদিগের নাম কৃপ ও কৃপী রাখিলেন।

এ দিকে গৌতমনন্দন শরদ্বান্ সেই আশ্রম হইতে আসিয়া মনোযোগসহকারে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তপস্যাবলে জানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র ও কন্যা মহারাজ শান্তনুর ভবনে রহিয়াছে; সুতরাং ভূপতির নিকট উপনীত হইয়া আপনার গোত্রাদি সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর কৃপকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বিদ্যা, নিখিল অস্ত্রবিদ্যা ও অন্যান্য যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কৃপ অল্প দিনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মহারথ, মহাবলশালী পুত্রগণ, বৃষ্ণিগণ ও নানাদেশ হইতে অভ্যাগত অন্যান্য ভূপতিগণ সকলেই তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

একশত ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ভীষ্ম পৌত্রদিগকে বিশেষরূপে বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত বাণপ্রয়োগ এবং অস্ত্রবিদ্যানিপুণ, বীর্য্যবান্ গুরুর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি উত্তম বুদ্ধিমান, মহাভাগ, নানা অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ ও দেবতুল্য মহাত্মা না হইবেন, তিনি যেন কুরুনন্দনদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা না করান, এই ভাবিয়া শান্তনুতনয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদিগকে বেদপারগ ধীশক্তিসম্পন্ন দ্রোণের শিষ্য করিয়া দিতে প্রার্থনা করিলেন। অস্ত্রজ্ঞচূড়ামণি যশস্বী দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের শাস্ত্রানুযায়িনী পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া কুমারদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা দ্রোণ তাঁহাদিগকে নানারূপে ধনুর্ব্বেদ

শিক্ষা করাইলেন। মহারাজ! অসামান্যতেজস্বী পাণ্ডব ও কৌরবগণ অল্পদিনের মধ্যেই যাবতীয় অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র! বীর্য্যশালী দ্রোণ কাহার পুত্র? তিনি কি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি প্রকারে দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন? কিরূপেই বা কৌরবদিগকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অশ্বত্থামা নামে তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রবেত্তা পুত্র ছিল, তিনিই বা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? এই সকল বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি আনুপূর্ব্বিক উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গঙ্গাদ্বারের নিকটে নিয়ত ব্রতধারী ভরদ্বাজ নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রেই গঙ্গায় স্নান করিতে গমন করিলেন। জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সৌন্দর্য্যমদগর্ব্বিতা অলসগামিনী ঘৃতাচী নাম্নী যুবতী অপ্সরা অবগাহন করত সলিল হইতে উত্থিত হইল। উত্থান সময়ে তাহার বসন ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। ঋষি সেই গলিতবসনা সুরকামিনীকে অবলোকন করিয়া কামবশে অধীর হইলেন। সাতিশয় আসক্তি বশতঃ পর ক্ষণেই তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। মুনি অমনি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয় পাত্রে তাহা ধারণ করিলেন। রাজন্! ধীশক্তিসম্পন্ন ভরদ্বাজের সেই দ্রোণনিহিত শুক্র হইতে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভরদ্বাজনন্দন অল্পদিনের মধ্যেই সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী হইলেন। অস্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভরদ্বাজ ইতিপূর্ব্বে অগ্নিবেশনামা এক ঋষিকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। হে ভরতকুলাবতংস! এক্ষণে সেই অগ্নিবেশ আপনার গুরুপুত্র দ্রোণকে ঐ আগ্নেয়াস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন।

পৃষত নামে এক মহীপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের মিত্র ছিলেন। যে সময় ভরদ্বাজের পুত্র হইয়াছিল, পৃষতও সেই সময়ে দ্রুপদ নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পৃষততনয় দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে আগমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। রাজন্! অবশেষে মহারাজ পৃষত স্বর্গগমন করিলে পর দ্রুপদ উত্তর পাঞ্চাল প্রদেশের অধিপতি হইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও সেই কালেই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। দ্রোণ পিতার আশ্রমে থাকিয়াই তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়া অবশেষে পিতার আজ্ঞাক্রমে পুত্র লাভ বাসনায় শরদ্বৎকন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন।

অনন্তর অগ্নিহোত্র, বাক্ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন ও ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ অনুরাগিণী সেই গৌতমনন্দিনী কৃপী অশ্বত্থামা নামে পুত্র প্রসব করিলেন। অশ্বত্থামা ভূমিষ্ঠ হইয়াই সুররাজ উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় শব্দ করিলেন। তাহা শুনিয়া কোন এক অদৃশ্য প্রাণী আকাশ হইতে বলিলেন, এই বালকের অশ্বের ন্যায় "স্থাম" শব্দ দিগ্‌দিগন্তে গমন করিল; সেই হেতু ইহার নাম অশ্বত্থামা রহিল। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ সেই পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই আশ্রমে থাকিয়াই ধনুর্ব্বেদ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! দ্রোণ ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলেন, অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ নিখিলজ্ঞানসম্পন্ন শত্রুবিনাশন ব্রাহ্মণ মহাত্মা জমদগ্নিতনয় রাম বিপ্রদিগকে যাবতীয় ধন দান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। ভারদ্বাজ পরশুরামের ধনুর্ব্বেদ, জ্ঞান এবং দিব্যাস্ত্র সকলের কথা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে সেই সমুদায়, প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তদনুসারে ব্রতনিষ্ঠ মহাতপস্বী শিষ্যদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তথায়

উপস্থিত হইয়া দ্বিজশত্রুকুলক্ষয়কারী, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ভৃগুনন্দনকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি শিষ্যদিগের সহিত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনার নাম ও অঙ্গিরার কুলে উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করত মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পাদযুগলে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনগমনে অভিলাষী দেখিয়া নিবেদন করিলেন, ধীমন্! আমি অযোনিসম্ভূত; ভরদ্বাজের দ্রোণনিহিত শুক্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে ধন প্রার্থনায় আপনার নিকট আগমন করিলাম। ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী মহাত্মা রাম তাঁহার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! তুমি যে এখানে আগমন করিয়াছ, তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি কি প্রার্থনা কর, ব্যক্ত করিয়া বল।

ভরদ্বাজতনয় দ্রোণ ধনদানে কৃতসঙ্কল্প সেই ভৃগুনন্দনকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি প্রভূত বিত্ত প্রার্থনা করি। পরশুরাম বলিলেন, দ্বিজ! আমার যে প্রভূত সুবর্ণ ও অন্য ধন ছিল, সে সমুদায়ই বিপ্রদিগকে দান করিয়াছি। নগর ও পুররাজিরূপ মাল্যদামে সুশোভিত এই সসাগরা পৃথিবীও কশ্যপকে সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার কেবল বহুমূল্য বিবিধ অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে তোমার যদি কিছু প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে শীঘ্র বল। দ্রোণ! তোমাকে তৎক্ষণাৎ দান করিব।

দ্রোণ কহিলেন, ভার্গব! প্রয়োগ, উপসংহার এবং গূঢ় মন্ত্রের সহিত আমাকে সমুদায় অস্ত্র দান করুন। পরশুরাম তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেই সকল সমর্পণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ এইরূপে অশেষ অস্ত্র শস্ত্র লাভ করত আনন্দিত মনে প্রিয় সুহৃদ্ দ্রুপদের নিকট প্রস্থান করিলেন।

একশত একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩১।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ মহারাজ দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, নরনাথ! আমাকে চিনিতে পারেন? আমি আপনার সখা।

তাঁহার বাক্য শুনিয়া পাঞ্চালপতি দ্রুপদ ক্রোধ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন; সুতরাং অমর্ষভরে রক্তনয়ন হইয়া জিহ্বা দংশন এবং ভ্রুকুটী বন্ধন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, বিপ্র! তোমার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া অদ্যাপি পরিণত হয় নাই; কারণ তুমি সহসা উপস্থিত হইয়া আমাকে তোমার সখা বলিলে। মন্দমতে! অতুল বিভবশালী রাজাদিগের এরূপ শ্রীভ্রষ্ট ও দরিদ্র মনুষ্যের সহিত কখনই বন্ধুত্ব হইতে পারে না। কাল সকল বস্তুকেই ক্ষয় করে; সুতরাং কালে বন্ধুত্বও লয় পায়। পূর্ব্বে আমি তোমার সমান দুরবস্থ ছিলাম; সুতরাং তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; কিন্তু সৌহার্দ্দ কাহারও হৃদয়ে কখন চিরস্থায়ী হয় না; কালক্রমে অবশ্যই জীর্ণ হইয়া আইসে; অথবা ক্রোধ হেতু একবারেই উচ্ছিন্ন হয়। অতএব তুমি সেই প্রাচীন বন্ধুত্বের আর আন্দোলন করিও না। তাহাকে অতীত বলিয়া জ্ঞান কর; বর্ত্তমান ভাবিয়া বৃথা বঞ্চিত হইও না। বিপ্রচূড়ামণে! পূর্ব্বে বিশেষ প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত আমার মিত্রতা হইয়াছিল। তাহা না হইলে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মহাশয়! কখন দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের, মূর্খ বিদ্বানের এবং বলহীন ব্যক্তি বীরের বন্ধু হইতে পারে না। অতএব তুমি আর সে কালের সৌহার্দ্দ প্রার্থনা করিতেছ কেন? যাহাদিগের ধন ও বল সমান, তাহারাই পরস্পর সখ্য সংস্থাপন বা কলহ করিতে পারে। দুস্থ ব্যক্তি কখন সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত বন্ধুতা বা বিবাদ

করিতে সমর্থ হয় না। শ্রোত্রিয় না হইলে শ্রোত্রিয়ের, রথী না হইলে রথীর এবং রাজা না হইলে রাজার সখা হইতে পারে না। অতএব তুমি এক্ষণে আর পূর্ব্বের সৌহার্দ্দ কেনই প্রার্থনা করিতেছ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, প্রতাপশালী ভরদ্বাজতনয় দ্রোণ পাঞ্চাল রাজের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহার পরিভবের উপায় চিন্তা করত ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে কুরুবংশের রাজধানী হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন।

একশত দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজনন্দন হস্তিনায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে কৃপাচার্য্যের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে তাঁহার তনয় মহাপ্রভাবশালী অশ্বত্থামা কৃপের অধ্যাপনার পর কুন্তীর পুত্রদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইতেন। দ্রোণ পূর্ব্বোক্ত প্রচ্ছন্নভাবে বহুকাল কৃপের আলয়ে বাস করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

অনন্তর একদিন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বালকগণ নগর হইতে বহির্গমন করিয়া গুলিকা ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দিতমনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে তাঁহাদিগের সেই গুলিকা এক কূপে পতিত হইল। কুমারসকল বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে গুলিকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন

লজ্জায় অধোবদন হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন এবং উহা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, এক শীর্ণকায় অগ্নিহোত্রী নগ্ন ব্রাহ্মণ আহ্নিক করিয়া তাঁহাদিগের নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন। বালক সকল উপস্থিত কার্য্যে যত্ন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণ বালকদিগকে বিফলপ্রয়াস নিরীক্ষণ করিয়া আপন নৈপুণ্য স্মরণ করত ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, অহো! তোমাদিগের ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্; তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষাকেও ধিক্। তোমরা ভরতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলে না। এক্ষণে যদি আমাকে ভোজন করাও, তাহা হইলে আমি কূপ হইতে ঐ গুলিকা এবং এই মুদ্রা তৃণ দ্বারা উত্তোলন করিয়া দিতে পারি। শত্রুদমন দ্রোণ কুমারদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপন অঙ্গুরীয় সেই জলশূন্য কূপে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, বিপ্র! কৃপাচার্য্যের অনুমতি লইয়া আপনি এ রূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করুন্, যাহাতে আপনি চিরকালের নিমিত্ত প্রতিপালিত হইতে পারেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, কুমারগণ! আমি এই এরকা তৃণ লইয়া অস্ত্রমন্ত্রে অভিষিক্ত করিলাম। অন্য অস্ত্রের যে প্রভাব নাই তোমরা এই তৃণগুচ্ছে তাহা দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ এক ঈষিকা দ্বারা ঐ গুলিকাকে ভেদ করিব; পশ্চাৎ ঐ ঈষিকাকে আর এক গাছি ঈষিকা দ্বারা বিদ্ধ করিব। আবার তাহাকে অপর ঈষিকা দ্বারা ভেদ করিব; এই রূপে ক্রমশঃ ঈষিকা সংযোগ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।

দ্রোণ মুখে যাহা বলিলেন, অবশেষে কার্য্যেও অবিকল তাহাই করিলেন। কুমারগণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ঐ কার্য্য সাতিশয় আশ্চর্য্যজনক বলিয়া স্বীকার করত দ্রোণকে কহিলেন, ঋষে! ঐ অঙ্গুরিও শীঘ্র উত্তোলন করুন্।

তখন মহাযশাঃ দ্রোণ ধনুঃ গ্রহণ করিয়া বাণ দ্বারা ঐ অঙ্গুরীয় বিদ্ধ করত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন এবং সেই বাণের সহিত অবলীলাক্রমে উহা বিস্ময়াবিষ্ট কুমারদিগকে সমর্পণ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজপুত্রগণ কহিলেন, বিপ্র! আমরা অন্য কোন ব্যক্তিতে এরূপ বিদ্যা দেখি নাই; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি কে এবং কাহার পুত্র; জানিতে আমাদিগের অভিলাষ হইতেছে। আমরা আপনার কি উপকার করিব আজ্ঞা করুন্।

কুমারদিগের এই বাক্য শুনিয়া দ্রোণ উত্তর করিলেন, তোমরা ভীষ্মের নিকটে গিয়া আমার আকার ও গুণ অবিকল বর্ণন কর; তাহা হইলেই তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বালকেরা ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের সত্যবাদিতা ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের কথা নিবেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন কুমারদিগের মুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনিই দ্রোণ এবং স্থির করিলেন, তিনিই আচার্য্য হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।

অস্ত্রজ্ঞচূড়ামণি ভীষ্ম এইরূপ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বেই স্বয়ং সেই স্থানে প্রস্থান করত মহাসমাদর পূর্ব্বক দ্রোণকে গৃহে আনয়ন এবং তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারদ্বাজ আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া কহিলেন, আয়ুষ্মন্! আমি মন্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম। সেইস্থানে

ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী, ও গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বহুকাল যাপন করিলাম। সেই সময় পঞ্চালরাজার পুত্র মহাবল যাজ্ঞসেনও সেই গুরুর নিকটে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বাস করিতেন। প্রভো! তখন যাজ্ঞসেন আমার উপকারী ও বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম। আমার চিত্তভুষ্টি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তৎকালে তিনি আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন "দ্রোণ! আমি আমার মহানুভাব জনকের অতিশয় প্রিয় পুত্র। রাজা যখন আমাকে সিংহাসন দান করিবেন, তখন পঞ্চাল রাজ্য তোমারই ভোগ্য হইবে। সখে! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলই তোমার অধীনে থাকিবে।" অনন্তর যখন তিনি অস্ত্রশিক্ষা সমাপন করিয়া গুরুগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন তখন আমি তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলাম এবং সেই অবধি নিরন্তর তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া রাখিলাম।

অবশেষে পিতার পূর্ব্ব আজ্ঞা মনে করিয়া পুত্রলালসায় আমি পরিমিতকেশী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী, ব্রতচারিণী, জিতেন্দ্রিয়া এবং অগ্নিহোত্রাদি যাগনিরতা কৃপীকে বিবাহ করিলাম। কিছু কাল পরে কৃপী আমার ঔরসে অমিতপরাক্রম ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী অশ্বত্থামা নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। আমার জনক ভরদ্বাজ আমাকে লাভ করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আমি অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপই প্রীত হইলাম। শৈশবাবস্থায় অশ্বত্থামা একদিন ধনিকপুত্রদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া করুণ স্বরে প্রভূত রোদন করিতে লাগিল; শুনিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ দিক্‌ভ্রম জন্মিল। যাজ্ঞিক ব্যক্তির যদি অধিক গাভী না থাকে, তবে তাঁহার নিকট গো যাচ্‌ঞা করিলে তাঁহার ধর্ম্ম হানি হইবে; এই ভাবিয়া আমি ধর্ম্ম পূর্ব্বক দান গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে

আমাদিগের দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারম্বার ভ্রমণ করিলাম। কিন্তু কোথাও একটী দুগ্ধবতী গাভী পাইলাম না। অনন্তর অন্যান্য বালকেরা জলে পিষ্ট তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া অশ্বত্থামাকে লোভ দেখাইল। বৎস বাল্যসহজ অজ্ঞান বশতঃ বিমোহিত হইয়া উহাই পান করিল এবং "আমি দুগ্ধ পান করিলাম" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন বালকেরা উপহাস করিয়া হাস্য করিতে আরম্ভ করিল।

আমি পুত্রকে সেই রূপ হাস্যাস্পদ দেখিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। বিশেষতঃ লোকে বলিতে লাগিল, দ্রোণকে ধিক্! তিনি ধনাভাবে সন্তানের পানীয় দুগ্ধ আহরণ করিতে পারেন না; তাঁহার পুত্র পিষ্টোদক পান করিয়া, দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। শুনিয়া আমার বুদ্ধি নষ্ট হইল। তখন আপনিই আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, বরং পরিত্যক্ত ও নিন্দিত হইয়া এই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই বাস করিব, তথাপি ধনলোভ হেতু অন্যত্র গমন করিয়া পরের আরাধনা করিব না। ভীষ্ম! প্রথমতঃ এই রূপ বিবেচনা করিলাম বটে; কিন্তু শেষে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার প্রিয়সখা পঞ্চালরাজতনয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, শুনিয়া পূর্ব্বসৌহার্দ্দনিবন্ধন প্রীতচিত্তে স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহারই উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম এবং তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার সখা। গাঙ্গেয়! অনন্তর বিশ্বস্তমনে সখার ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গনও করিলাম। তাহা দেখিয়া দ্রুপদ ইতর জনের ন্যায় আমাকে উপহাস করিয়া কহিল, দ্বিজ! তোমার বুদ্ধি পরিণত হইয়া অদ্যাপি বিষয়ের সামঞ্জস্য বোধে সমর্থ হয় নাই; কারণ তুমি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলে, আমি

তোমার সখা। সমুদায় যুক্ত বস্তুই কালবশে জীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আছে; তখন আমার অবস্থা তোমার সমানই ছিল। অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের এবং রথহীন রথীর সখা হয় না। উভয়ে সমান হইলেই দুই জনের পরস্পর বন্ধুত্ব হইতে পারে। পৃথিবীতে কাহারও মিত্রতা কখন চিরস্থায়ী নহে। কাল বা ক্রোধ উহাকে অবশ্যই নষ্ট করে। তুমি আর সে পূর্ব্বকালীন জীর্ণ বন্ধুত্বকে মনে স্থান দিও না। ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে যে তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। নির্দ্ধন ধনীর, বিদ্বান্ মূর্খের এবং বীর্য্যহীন বীরের সখা হইতে পারে না; অতএব সে কালের বন্ধুত্ব আর প্রার্থনা করিতেছ কেন? মন্দমতে! অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজারা তোমার ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ব্যক্তির সহিত কেনই মিত্রতা করিবেন। অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের, অরথী রথীর এবং রাজা ইতর ব্যক্তির সখা হন না; অতএব আর সে কালের সখ্য অকারণ প্রার্থনা করিও না। তুমি বলিতেছ, আমি তোমাকে রাজ্য দিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার স্মরণই হইতেছে না। তবে এক রাত্রির জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ভোজন করাইতে পারি।

ভীষ্ম! তাহার এই বাক্য শুনিয়া আমি তথা হইতে যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় এক প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলাম; তাহা অবিলম্বেই সম্পন্ন করিব। তাহার বাক্যে আমি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলাম; সেই হেতুই গুণবান্ শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে এই কুরু রাজ্যে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করিতে আসিলাম, কি করিতে হইবে বল।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীষ্ম ভরদ্বাজতনয়ের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, শরাসনের জ্যা মোচন করুন। আমার

পৌত্রদিগকে উৎকৃষ্ট অস্ত্রে শিক্ষা দান করুন্ এবং আনন্দিত মনে কৌরবদিগের পূজা গ্রহণ করত বিষয় ভোগ করিতে থাকুন্। কৌরবদিগের যে কিছু ধন ও রাজ্য আছে আপনিই তাহার অধিকারী। সে সকলই আপনার। আপনার যাহা বাঞ্ছিত আছে, মনে করুন্ তাহা সম্পন্নই হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ইহা আমার পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।

একশত ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাতেজাঃ দ্রোণ ভীষ্মের পূজা গ্রহণ করত কুরুদিগের ভবনে বিশ্রাম করিলেন। তখন ভীষ্ম অশেষ ধন দান পূর্ব্বক আপনার পৌত্রদিগকে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন। তাঁহার সকল ক্ষমতাই ছিল; অতএব তিনি ভরদ্বাজতনয়ের বাসের নিমিত্ত এক পরিষ্কৃত গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে ধন ধান্য স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। অস্ত্রশালা দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদিগকে আপনার শিষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া আনন্দের সহিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর এক দিন সকলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, মনে মনে আমার এক বাসনা আছে; তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই তাহা পূর্ণ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্রোণের সেই বাক্য শুনিয়া অন্যান্য যাবতীয় কৌরবেরা কোন উত্তর করিলেন না; কেবল অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন, গুরো! আমি সে সমুদায় পূর্ণ করিব। গুরু তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তক

আঘ্রাণ করিলেন। হর্ষভরে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে মানুষিক এবং অমানুষিক বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। নানা দেশ হইতে রাজপুত্রগণ ও অপরাপর অসংখ্য ব্যক্তি অস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজা তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিলেন। সূতনন্দন কর্ণও তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় ঈর্ষ্যাবশতঃ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করত পাণ্ডবদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন, সর্ব্বদাই গুরুর নিকটে থাকিতেন সুতরাং কি শিক্ষা, কি বাহুবল, কি উদেযাগ, কি অনুরাগ, তিনি সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিলেন। গুরু অস্ত্র প্রয়োগ, লঘুহস্ততা ও পটুতা বিষয়ে সকল শিষ্যকেই সমান শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তথাপি অর্জ্জুনই সকলের মধ্যে গণ্য হইলেন। দ্রোণ তাঁহার তুল্য উপদেশ দিবার পাত্র আর দেখিলেন না।

ভারদ্বাজ এই রূপে সকলকেই ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। তিনি আপন পুত্র অশ্বত্থামাকে এক কলস এবং পাণ্ডুপুত্র প্রভৃতি অপরাপর শিষ্যদিগের প্রত্যেককে এক এক কমণ্ডলু দিয়া জল আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন। কলসের মুখ কমণ্ডলু অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত বলিয়া অশ্বত্থামা জল লইয়া সর্ব্বাগ্রেই প্রত্যাগমন করিতেন। আর আর শিষ্যদিগের আসিতে অনেক বিলম্ব হইত। দ্রোণ সেই অবকাশে নিজ পুত্রকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রয়োগ শিক্ষা দিতেন। অর্জ্জুন অবিলম্বেই তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং বারুণাস্ত্রে কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া গুরুপুত্রের সহিতই প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; সুতরাং অস্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ মেধাবী ধনঞ্জয় বিশেস

বিশেষ অস্ত্র শিক্ষায় গুরুপুত্র হইতে কোন অংশেই হীন হইলেন না। তিনি যথেষ্ট যত্ন সহকারে গুরুর পূজা এবং শিক্ষায় মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন; সেই হেতু দ্রোণের সাতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। ভরদ্বাজতনয় বাণ ও অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাকে নিরন্তর উদ্যুক্ত দেখিয়া সূপকারকে নির্জ্জনে আহ্বান করত কহিলেন, তুমি অর্জ্জুনকে কখন অন্ধকারে ভোজন করিতে দিও না। আর, আমি যে তোমাদিগকে এই কথা বলিলাম তাহাও তাহাকে বলিও না।

অনন্তর এক দিন অর্জ্জুন আহার করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে বায়ু বেগে বহিতে লাগিল; সুতরাং প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। তেজস্বী কুন্তীতনয় ভোজন করিতে বসিলে তাঁহার হস্ত মুখ হইতে অন্য কোন দিকেই যাইত না, অতএব সেই অভ্যস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক ভাবিয়া পার্থ রাত্রিকালেই ধনুকে অস্ত্র যোজনা করিলেন। দ্রোণ তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করত আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, যাহাতে ভূমণ্ডল মধ্যে তোমার সমান ধনুর্দ্ধর আর না থাকে, আমি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দ্রোণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও ভূমি যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, অসিচালনা, তোমর, প্রাস ও শক্তি নিক্ষেপ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বিশেষ রূপে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অন্যান্য কুরুপুত্রেরাও অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যের সেই রূপ অসাধারণ কৌশলের কথা শ্রবণ করিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার আশয়ে দিগ্দিগন্ত হইতে রাজা ও রাজপুত্রগণ আসিতে লাগিলেন।

কিছুকালের পর এক দিন হিরণ্যধনু নামক নিষাদপতির পুত্র একলব্য অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু সে চণ্ডাল বলিয়া দ্রোণ তাহাকে শিষ্য রূপে

গ্রহণ করিলেন না। তখন সে তাঁহার পাদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং তথা হইতে কাননে গিয়া মৃণ্ময় দ্রোণ নির্ম্মাণ করত তাঁহাকেই আচার্য্য বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ও নিয়ম সহকারে মনোযোগ পূর্ব্বক বাণ এবং অস্ত্র প্রয়োগ করিতে করিতেই সে শর-প্রয়োগ, আদান, ও সন্ধান বিষয়ে বিশেষ লঘুহস্ততা লাভ করিল।

অনন্তর এক দিন কুরু ও পাণ্ডুপুত্রেরা দ্রোণের আজ্ঞা-ক্রমে রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। এক জন মৃগয়ার আবশ্যকীয় সামগ্রী ও কুক্কুর লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে পর, একটী কুক্কুর যদৃচ্ছা ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষাদতনয়ের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার ধূলিম্রক্ষিত কলেবর, কৃষ্ণ বর্ণ, জটা ভার ও মৃগচর্ম্ম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে বিরক্ত হইয়া একলব্য এক এক করিয়া তাহার মুখে পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ লঘুহস্ততায় বোধ হইল, যেন ধনু হইতে পঞ্চ বাণ এক কালেই নির্গত হইল। কুক্কুর সেই শর মুখে করিয়া ডাকিতে ডাকিতে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিল। তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডুতনয়েরা আশ্চর্য্য হইলেন। শরপ্রয়ো-গের প্রকার দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, প্রয়োগকর্ত্তা অলৌকিক লঘুহস্ততা অভ্যাস করিয়াছেন। তিনি শব্দমাত্রেই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারেন বলিয়া, তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রত্যয় হইল। তখন সকলেই সাতিশয় লজ্জিত হইলেন; এবং সর্ব্ব প্রকারেই সেই প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন

এক জন বসিয়া নিরন্তর শরক্ষেপ করিতেছে। একলব্য তখন দেখিতে অতি কদাকার হইয়াছিল। সুতরাং চিনিতে না পারিয়া কুমারগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? একলব্য উত্তর করিল, হে বীরগণ! আমি হিরণ্যধনু নামক নিষাদ রাজের তনয় এবং দ্রোণের শিষ্য। আমি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছি। বালকেরা তখন তাহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারিয়া দ্রোণের নিকট প্রত্যাগমন করত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলেন। রাজন্! কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন একলব্যের কথা স্মরণ করিয়া একাকী নির্জনে গুরুকে কহিলেন, প্রভো! পূর্ব্বে প্রণয় পূর্ব্বক আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিয়াছিলেন, যে আমার অপেক্ষা আপনার কোন শিষ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে না। তবে আপনার শিষ্য নিষাদতনয় একলব্য কি রূপে আমার প্রধান হইয়া উঠিল? আমার কথা দূরে থাকুক, সংসারে তাহার সমান ধনুর্দ্ধারী আর দ্বিতীয় নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্রোণ ক্ষণ কাল চণ্ডালনন্দনকে চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে উহার নিকট প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একলব্য জটা ধারণ ও চীর পরিধান করিয়া নিরন্তর শরক্ষেপ করিতেছে। অযত্নে তাহার কলেবর মলিন হইয়াছে। দূর হইতে আচার্য্য আসিতেছেন দেখিয়া একলব্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভূমিতে মস্তক সংযুক্ত করত নমস্কার করিল এবং চরণ-স্পর্শ-পূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা করিয়া কহিল, গুরো! এই আপনার শিষ্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দ্রোণ কহিলেন, যদি সত্যই আমার শিষ্য হও, তবে গুরু-দক্ষিণা দাও। একলব্য তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিল, গুরো! কি দান করিব আজ্ঞা করুন্; গুরুকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্রোণ প্রার্থনা করিলেন, একলব্য!

আমাকে তোমার অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দেও। একলব্য দ্রোণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে স্থির-নিশ্চয় হইল। সে কখনই সত্য পরিত্যাগ করিত না; সুতরাং আনন্দিত চিত্তে আপনার অঙ্গুষ্ঠ ছেদ করিয়া গুরুকে অর্পণ করিল। ছেদ করিবার সময় তাহার মুখশ্রী বিকৃত হইল না, পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নই রহিল। অনন্তর সে শরাসনে শরসংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহার লঘুহস্ততা রহিল না। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুনের মনোজ্বর দূর হইল; সুতরাং তিনি আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন। তোমা অপেক্ষা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী আর কেহই থাকিবে না, এই বলিয়া দ্রোণ ধনঞ্জয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল।

ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে দ্রোণের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিয়তই কোপ প্রকাশ করিতেন। অশ্বত্থামার অপেক্ষা নিগূঢ় সন্ধান আর কোন শিষ্যই অধিক জানিতেন না। নকুল ও সহদেব অসিচালনায় সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রথী আর কেহই ছিলেন না। কিন্তু ধনঞ্জয় সকল বিষয়েই সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সসাগরা পৃথিবী মধ্যে সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্, উৎসাহশালী এবং সর্ব্বাস্ত্রে অনুরাগী ও নিপুণ বলিয়া জানিত। তাঁহার গুরুভক্তিও সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি একাকী অসংখ্য রথ ও হস্তী রক্ষা করিতে পারিতেন। দ্রোণাচার্য্য ধনুর্ব্বেদে সকল শিষ্যকেই সমান রূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন নিজ স্থির বুদ্ধির প্রভাবে যাবতীয় কুমারদিগকেই অতিক্রম করিলেন। ভীমসেন গুরুর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং অর্জ্জুন অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সাতিশয় দুঃখিত হইল;

পাণ্ডবগণের সৌভাগ্য তাহারা কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিল না।

অনন্তর দ্রোণ কৃতবিদ্য শিষ্যদিগের অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই হেতু এক কৃত্রিম গৃধ্র নির্ম্মাণ করাইয়া কুমারদিগের অজ্ঞাতসারে উহা এক বৃক্ষের শাখায় রক্ষা করিলেন। অবশেষে সকলকে আহ্বান করত ঐ কৃত্রিম গৃধ্রকে লক্ষ্য দেখাইয়া কহিলেন, তোমরা শীঘ্রই সকলে আপন আপন ধনু গ্রহণ কর এবং তাহাতে বাণ যোজনা করত ঐ গৃধ্রকে লক্ষ্য করিয়া থাক। আমি তোমাদিগের মধ্যে যাহাকে আজ্ঞা করিব, সে আমার আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই উহার মস্তক ছেদ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। বৎসগণ! আমি একে একে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দ্রোণ অগ্রেই যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! শরাসনে শর সন্ধান কর; আমি আজ্ঞা করিবা মাত্রই নিক্ষেপ করিবে।

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির গুরুর আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বাগ্রে ধনুঃ গ্রহণ করত গৃধ্রকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তপরে দ্রোণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নৃপনন্দন! ঐ বৃক্ষশাখায় এক গৃধ্র বসিয়া আছে, দেখিতে পাইতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, গুরো! আমি দেখিতে পাইতেছি। দ্রোণ আর এক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ বৃক্ষ, আমি ও তোমার ভ্রাতৃগণ ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখিতেছ কি না? কুন্তীনন্দন উত্তর করিলেন, গুরো! ঐ বৃক্ষকে, আপনাকে, আমার ভ্রাতৃদিগকে এবং ঐ গৃধ্রকেও দেখিতে পাইতেছি। তাহা শুনিয়া দ্রোণ অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ করা তোমার কর্ম্ম নহে; তুমি এই স্থান হইতে সরিয়া যাও।

অনন্তর ভারদ্বাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের সহস্র

পুত্র ও ভীম প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় শিষ্যকে এক এক করিয়া সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেই দেখিতেছি, বলিয়া উত্তর করিল; সুতরাং সকলেই তিরস্কার ও নিন্দা লাভ করিয়া নিবৃত্ত হইল।

একশত চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৪।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দ্রোণ লজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, ঐ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি কর; এক্ষণে তোমাকে উহা বিদ্ধ করিতে হইবে। তুমি আপাততঃ শরাসনে জ্যা যোজনা করিয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; পশ্চাৎ আমি আজ্ঞা করিবা মাত্রেই পরিত্যাগ করিও। সব্যসাচী গুরুবাক্য অনুসারে শরাসন আকর্ষণ করত গৃধ্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্রোণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্জ্জুন! ঐ বৃক্ষকে, গৃধ্রকে ও আমাকে দেখিতে পাইতেছ কি না? ধনঞ্জয় উত্তর করিলেন, গুরো! আমি কেবল গৃধ্রকেই দেখিতেছি; অপর কাহাকেও দেখিতেছি না। তাহাতে আনন্দিত হইয়া দ্রোণ মুহূর্ত্ত পরেই পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহারথ অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্থ! গৃধ্রকে কিরূপ দেখিতেছ বল। ইন্দ্রনন্দন উত্তর করিলেন, গুরো! আমি উহার মস্তকমাত্র দেখিতে পাইতেছি।

অর্জ্জুন এই কথা বলিলে পর হর্ষ বশতঃ দ্রোণের সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। তখন তিনি তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, কোন ভাবনা না করিয়া শরক্ষেপ কর। পাণ্ডুনন্দন তাঁহার

আজ্ঞা পাইয়া শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা বৃক্ষারূঢ় গৃধ্রের মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। কার্য্য সমাপ্ত হইল দেখিয়া গুরু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাবিলেন অর্জ্জুন রাজা দ্রুপদকে যেন এখনই যুদ্ধে জয় করিয়াছেন।

অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে অঙ্গিরার বংশ-সম্ভূত ভরদ্বাজতনয় শিষ্যদিগের সহিত স্নান করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া জলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অমনি কালপ্রেরিত এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার জঙ্ঘাদেশে ধরিল। দ্রোণ নিজে সমর্থ হইয়াও আপন শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র তোমরা এই কুম্ভীরকে বধ করিয়া আমাকে রক্ষা কর। তাঁহার এই বাক্য মুখ হইতে নির্গত না হইতে হইতেই অর্জ্জুন অতি দুর্ব্বার পঞ্চ শাণিত শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে আঘাত করিলেন। অপরাপর সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দ্রোণ ধনঞ্জয়কে কৃতকার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্থির করিলেন, ইনিই আমার সকল শিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন।

এ দিকে সেই কুম্ভীর পার্থের বাণ দ্বারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; সুতরাং দ্রোণের জঙ্ঘা হইতে খসিয়া পড়িল। তখন দ্রোণ হৃষ্ট চিত্তে মহারথ মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রকে বলিলেন, মহাবাহো! প্রয়োগ ও সংহারের সহিত এই অতি দুর্দ্ধর্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র গ্রহণ কর। কিন্তু ইহা মনুষ্যদিগের প্রতি কদাচ নিক্ষেপ করিও না। কারণ তাহাদিগের তেজঃ অতি অল্প। এই অস্ত্র সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে পারে। মর্ত্ত্য লোকে এই অস্ত্র সকলে জ্ঞাত নহে। অতএব অতি সাবধানে ইহা ধারণ করিবে। অপর, তোমাকে এক কথা কহিতেছি শ্রবণ কর; যদি মর্ত্ত্য ভিন্ন অন্য কোন শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে

এবং তুমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে এই অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে বধ করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া করপুটে অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। গুরু পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, পৃথিবীতে তোমার ন্যায় ধনুর্দ্ধর আর দ্বিতীয় থাকিবে না; কেহ তোমাকে জয় করিতে পারিবে না এবং তোমার যশঃ সর্ব্বত্রই বিস্তীর্ণ হইবে।

একশত পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্র-দিগকে অস্ত্রশিক্ষায় কৃতবিদ্য দেখিয়া, কৃপ, সোমদত্ত, ধীমান্ বাহ্লীক, গাঙ্গেয়, ব্যাস ও বিদুরের সমক্ষে রাজা ধৃত-রাষ্ট্রকে বলিলেন, রাজন্! তোমার সন্তানেরা অস্ত্র বেদে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে; এক্ষণে যদি তোমার অনু-মতি হয়, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে নিজ নিজ বিদ্যা দেখাইতে পারে।

তখন ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ পূর্ব্বক কহিলেন, ভারদ্বাজ! আপনি আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন। যে সময়ে, যে দেশে এবং যে রূপে শিক্ষা প্রদর্শন করা উচিত, আপনি এক্ষণে নিজেই তাহা আজ্ঞা করুন্। যাঁহাদিগের চক্ষু আছে তাঁহারা আমার পুত্রদিগের অস্ত্রশিক্ষা দর্শন করিবেন; ইচ্ছা হইতেছে, আমিও তাঁহাদিগের ন্যায় চক্ষুঃ প্রাপ্ত হই। অহো! এতদিনে অন্ধ বলিয়া আমার কষ্টবোধ হই-তেছে। বিদুর! গুরু দ্রোণাচার্য্য যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই কর। হে ধর্ম্মপ্রিয়! ইহার, অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কখনই হইবে না।

বিদুর রাজার উক্তপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বাহিরে আসিলেন। মহাভাগ ভারদ্বাজ সমতল ভূমি মাপিয়া লইলেন। সেই ভূমিতে বৃক্ষ বা গুল্ম, কিছুই ছিল না। স্থানে স্থানে জলের প্রস্রবণ ছিল। গুরু অনুকূলনক্ষত্রযুক্ত তিথিতে সেই ভূমি পূজা করিলেন। অনন্তর শিল্পী সকল তাহাতে প্রথমতঃ সভাস্থল, পশ্চাৎ রাজা ও রাজ্ঞীর নিমিত্ত শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে এক প্রশস্ত ও নানা অস্ত্রে পরিপূরিত প্রেক্ষাগার নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসিগণ চতুর্দ্দিকে এক এক মঞ্চ এবং ধনিকেরা এক এক সুপ্রসস্ত উন্নত শিবিকা প্রস্তুত করিল।

অনন্তর অস্ত্র প্রদর্শনের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে পর রাজা মন্ত্রী সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া বিস্তীর্ণ মুক্তাজালে ব্যাপ্ত বৈদুর্য্য-শোভিত সেই রত্নময় দিব্য প্রেক্ষাগারে প্রবেশ করিলেন। গান্ধারী, মহাভাগা কুন্তী এবং অন্যান্য রাজপত্নী সকল নানা বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন দাসী সমভিব্যাহারে সুমেরুশৃঙ্গে দেবকন্যার ন্যায় মঞ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা সকল কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা দর্শন করিবার মানসে নগর হইতে ধাবিত হইলেন। দেখিব মনে করিয়া সকলেই এক স্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন। ক্রমে আহত বাদ্যের শব্দ ও লোকের কোলাহলে সভাস্থল মহাসমুদ্রের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইল।

অনন্তর পক্ককেশ, পক্কশ্মশ্রু, গুরু দ্রোণাচার্য্য শুক্ল বসন, শুক্ল যজ্ঞোপবীত এবং শুক্ল মাল্য ধারণ করিয়া পুত্রের সহিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল যেন, মার্ত্তণ্ড মঙ্গল গ্রহের সমভিব্যাহারে মেঘশূন্য আকাশমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন। ভরদ্বাজ প্রবেশ করিয়া যথার্থ সময়ে পূজা ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইলেন।

অমনি সুখপ্রদ পুণ্যাহ খ্যাপনের নিমিত্ত বাদ্য উঠিল। তাহার পর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া কতিপয় পুরুষ প্রবেশ করিল।

অনন্তর ভারতশ্রেষ্ঠ মহারথ কুমারগণ অঙ্গুলিত্র ধারণ, কটি বন্ধন এবং তূণ ও ধনু গ্রহণ করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে অদ্ভুত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে কতকগুলি শরপাত ভয়ে মস্তক অবনত করিলেন; কতকগুলি বা চঞ্চল চিত্তে বিস্ময়ের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন। বালকেরা অশ্বারোহণে ধাবিত হইয়া আপন আপন নামাঙ্কিত বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করত লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ ধনুঃশরধারী কুমারদিগকে দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্ব নগর বোধে আশ্চর্য্য হইলেন। শত সহস্র ব্যক্তি সাধু সাধু বলিয়া হঠাৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আশ্চর্য্য হেতু আয়ত নয়নে চাহিয়া রহিল। কুরুনন্দনেরা ধনু ত্যাগ করিয়া অসিচর্ম্ম গ্রহণ করত রথে, অশ্বে ও গজে অতি গুপ্ত ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। দর্শকেরা তাঁহাদিগের লঘুহস্ততা, অঙ্গসৌষ্ঠব, শোভা, স্থিরতা, দৃঢ়মুষ্টিতা ও অসিচর্ম্মের প্রয়োগ দেখিতে লাগিল।

অনন্তর সতত-আনন্দিতচিত্ত মহাবল মহাবাহু পৌরুষপ্রিয় ভীমসেন ও দুর্য্যোধন গদা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকে একশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন এবং কটিদেশ বন্ধন ও করিণী দর্শনে মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বামাবর্ত্তে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করত মণ্ডলাকারে ফিরিতে লাগিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে কুমারদিগের কার্য্য জানাইতে আরম্ভ করিলেন।

একশত ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৬।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও দুর্য্যোধন রঙ্গস্থলে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পর দর্শকগণ পক্ষপাত বশতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। কেহ কেহ "হা দুর্য্যোধন!" কেহ কেহ বা "হা ভীমসেন!" বলিয়া উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করত মহান্ কলরব করিয়া উঠিল। তখন বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজ-নন্দন রঙ্গস্থল ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে বলিলেন, পুত্র! এই মহাবীর্য্য ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই উত্তম শিক্ষা করিয়াছেন; অতএব ইহাঁদিগকে নিবারণ কর, কোন মতে সভাস্থ লোকদিগের ক্রোধ উপস্থিত না হয়।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর গুরুপুত্র অশ্বত্থামা সাগরের উভয় বেলা হইতে চালিত, প্রলয়কালীন অনিলের ন্যায় সংক্ষুব্ধ ভীম ও দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন। তখন দ্রোণ রঙ্গস্থলে দাঁড়াইয়া বাদ্যকরদিগকে নিবারণ করত মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, হে সভ্যগণ! এক্ষণে তোমরা অর্জ্জুনকে দেখ। অর্জ্জুনকে আমি পুত্র অপেক্ষাও ভাল বাসি। বিষ্ণুতুল্য ইন্দ্রনন্দন পার্থ সকল অস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছে।

অনন্তর আচার্য্যের আজ্ঞা ক্রমে অর্জ্জুন স্বস্ত্যয়ন পূর্ব্বক বাহু ও অঙ্গুলিত্রাণ, বাণপূর্ণ তূণ, কার্ম্মুক এবং স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন; বোধ হইল যেন নবীন নীরদখণ্ড সূর্য্যপ্রভা, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুদ্দাম ও সন্ধ্যারাগে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক ভীত হইল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খপ্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। দর্শকেরা বলিয়া উঠিল, এই শ্রীমান্ কুন্তী-নন্দন মধ্যম পাণ্ডব। ইনি ইন্দ্রের পুত্র এবং কুরুদিগের রক্ষাকর্ত্তা। ইহাঁর ন্যায় অস্ত্রবিদ্যায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ইনি ধার্ম্মিক, শীলবান্ এবং কুরুদিগের রক্ষাকর্ত্তা। ইহাঁর

ন্যায় অস্ত্রবিদ্যায় পণ্ডিত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ইনি ধার্ম্মিক, শীলবান্ এবং শীলজ্ঞদিগেরও শ্রেষ্ঠ।

পুত্রকে রঙ্গস্থলে দেখিয়া স্নেহাশ্রুতে কুন্তীর বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

দর্শকদিগের সেই মহান্ কোলাহল শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদুর! ক্ষুব্ধ সাগর শব্দের ন্যায় রঙ্গস্থলে কি কারণে হঠাৎ এই ঘোর শব্দ উত্থিত হইল?

বিদুর বলিলেন, মহারাজ! পৃথার গর্ভসম্ভূত পাণ্ডুর পুত্র ফাল্গুন কবচ ধারণ করিয়া এই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। সেই হেতুই এই মহান্ শব্দ উত্থিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, মহামতে! পৃথারূপ কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত এই পাণ্ডুপুত্রস্বরূপ তিন বহ্নি দ্বারা আমি ধন্য হইলাম; অনুগৃহীত হইলাম; রক্ষিত হইলাম।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হর্ষভরে বিক্ষোভিত দর্শকগণ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে পর অর্জ্জুন আচার্য্যকে অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অগ্নি, পশ্চাৎ বারুণাস্ত্র দ্বারা বারি সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নির্ব্বাণ, করিলেন। বায়ব্য অস্ত্রে বায়ু, পর্জ্জন্যাস্ত্রে মেঘসমূহ, ভৌমাস্ত্রে ভূমি এবং পার্ব্বতাস্ত্রে পর্ব্বত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তর্দ্ধান অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সে সকলই সংহার করিলেন। ক্ষণে দীর্ঘ, ক্ষণে খর্ব্ব, ক্ষণে রথের উপরিভাগে এবং পরক্ষণেই রথের অভ্যন্তরে দৃশ্য হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতেই আবার নিমেষমাত্রে ভূমিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুপ্রিয় পার্থ অত্যন্ত অঙ্গলাঘব হেতু ক্ষণে ক্ষণে স্থান পরিবর্তন করিয়া বিবিধ বাণ দ্বারা কি কোমল, কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল, সকল প্রকার লক্ষ্যই ভেদ করিতে লাগিলেন। ভ্রাম্যমান লৌহময় বরাহের মুখে এক এক করিয়া

পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অসাধারণ লঘুহস্ততা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একটী মাত্র বাণ সন্ধান করিয়াছেন। বীর গোদিগের শৃঙ্গে এবং রজ্জুলম্বী বায়সে একবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শস্ত্রকুশল অর্জ্জুন খড়্গ, ধনু ও গদাযুদ্ধে মণ্ডলাকার ভ্রমণ প্রভৃতি নানা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন।

হে ভারত! অর্জ্জুনের শিক্ষাপ্রদর্শন প্রায় শেষ হইলে পর বাদ্য যন্ত্র সকল নিস্তব্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় রঙ্গের দ্বার দেশে মাহাত্ম্য ও বলসূচক বজ্রের ন্যায় অতিগম্ভীর এক শব্দ হইল। দর্শকগণ শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইতেছে! গিরি কিম্বা পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে! ধারাবর্ষী মেঘ সকল গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া কি গর্জ্জন করিতেছে! সকলে এই রূপ বিতর্ক করিতে করিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। দ্রোণ পঞ্চপাণ্ডবে পরিবৃত হইয়া পঞ্চতার সাবিত্রযোগে চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া কলহ করিতে উদ্যত হইলে পর অশ্বত্থামা গদা হস্তে লইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার বলশালী এক শত ভ্রাতাকে নিবারণ করিলেন। ভ্রাতৃশতের মধ্যবর্ত্তী গুরুপুত্রকে দেখিয়া অসুর সংহার সময়ে দেবগণে পরিবৃত ইন্দ্রকে স্মরণ হইল।

একশত সপ্ত ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দর্শকগণ অবকাশ দান করিলে পর শত্রুপুরজয়ী কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গ ভূমি প্রবেশ করিলেন; বোধ হইল যেন কোন পর্ব্বত পাদচারে চলিয়া আসিল। যে কবচ ও কুণ্ডলের সহিত তিনি

জন্মিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ধারণ করিয়া ছিলেন। ধনু তাঁহার হস্তে ছিল। কটি উত্তম রূপে বন্ধন করিয়াছিলেন। মহারাজ! আপনাকে বলিয়াছি, শত্রুঘাতী বিশাললোচন কর্ণ সূর্য্যের অংশে কুন্তীর কন্যাদশায় জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার বল সিংহের, বীর্য্য বৃষভের, পরাক্রম গজেন্দ্রের, দীপ্তি সূর্য্যের, কান্তি চন্দ্রের এবং দ্যুতি অগ্নির ন্যায় হইয়াছিল। দেখিতে কনকময় তাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত ছিলেন। যুবা সিংহকে সংহার করিতে পারিতেন। তাঁহার গুণের সংখ্যা ছিল না। এক্ষণে মহাবাহু রঙ্গের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া যেন অবজ্ঞার সহিত দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্যকে নমস্কার করিলেন। সভাস্থ লোক তাঁহাকে দেখিয়া অনিমিষ নয়নে স্থির ভাবে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে? পরিচয় পাইবার নিমিত্ত কৌতূহল বশতঃ সকলেই চঞ্চল হইলেন।

অনন্তর বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সূর্য্যতনয় কর্ণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে অজ্ঞাত ভ্রাতা ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! রঙ্গস্থলে তুমি যে কিছু অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছ, আমি এই দর্শক রাজগণের সমক্ষে সে সর্ব্বাপেক্ষাই অধিকতম আশ্চর্য্য-জনক কার্য্য করিতেছি; দেখিয়া তুমি আপন কার্য্যের গর্ব্ব পরিত্যাগ কর।

অনন্তর তাঁহার এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই সভাস্থ লোক যেন যন্ত্রের দ্বারাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারি দিক্ হইতে দাঁড়াইয়া উঠিল। নরশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধন সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; কিন্তু ক্রোধ ও লজ্জা আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। রণপ্রিয় কর্ণ অবশেষে দ্রোণের আজ্ঞা পাইয়া অর্জ্জুন যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সমুদায়ই প্রদর্শন করিলেন। তখন তত্রস্থ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃদিগের সহিত কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, মহাবাহো! তোমার মঙ্গল ত? তুমি যে এখানে আসিয়াছ, সে আমা-

দিগের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কোনরূপ সঙ্কুচিত না হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য ভোগ করিতে থাক। আমি তোমার নিদেশবর্ত্তী হইয়া থাকিলাম।

কর্ণ বলিলেন, আপনি যখন বলিয়াছেন, তখনই আমার রাজ্য ভোগ করা হইয়াছে। এক্ষণে আপনার সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি। প্রভো! আমি পার্থের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেও অভিলাষ করি।

দুর্য্যোধন বলিলেন, আমার সহিত রাজভোগ ভোগ করিতে থাক। বন্ধুদিগের হিতসাধন এবং দুষ্টাত্মাদিগের মস্তকে পদার্পণ কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন আপনাকে অপমানিতের ন্যায় মনে করিয়া ভ্রাতৃশতের মধ্যে অচলের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! যাহারা আহূত না হইয়া উপদেশ দেয়, বা অন্যের কথায় কথা কয়, তাহাদিগের যে দশা হইয়া থাকে, তোমার তাহাই হইবে।

কর্ণ বলিলেন, পার্থ! এই রঙ্গ সাধারণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে; তোমার একের নিমিত্ত হয় নাই। অপর, যাহারা বলে শ্রেষ্ঠ, রাজারা তাহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলেরই অনুবর্ত্তী। দুর্ব্বলের ন্যায় বৃথা তিরস্কারের আবশ্যক কি? বাণের দ্বারা উত্তর কর। আর অধিক বিলম্ব নাই, শীঘ্রই গুরুর সমক্ষে বাণ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদ করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পার্থ গুরুর আজ্ঞা ক্রমে রণে অবতীর্ণ হইলেন। ভ্রাতৃগণ সকলেই সত্বর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

এ দিকে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃদিগের সহিত সমরোদ্যত কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। সূর্য্যতনয় ধনুঃশর গ্রহণ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে নভোমণ্ডল ইন্দ্র-

ধনু দ্বারা পরিশোভিত; সৌদামনী ও গর্জ্জিতযুক্ত এবং শুভ্রবর্ণ বলাকা-শ্রেণীতে যেন হাস্যবিশিষ্ট মেঘমালায় ব্যাপ্ত হইল। তখন ইন্দ্র আপনার পুত্রের প্রতি স্নেহ হেতু রঙ্গ স্থল দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দিবাকর নিজ তনুজ কর্ণের নিকটবর্ত্তী বারিদ সমূহ নাশ করিলেন। সুতরাং অর্জ্জুন মেঘচ্ছায়ায় আবৃত এবং কর্ণ মার্ত্তণ্ডকিরণে বেষ্টিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কর্ণের এবং দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম অর্জ্জুনের দিকে অবস্থিতি করিলেন। সভা দুই পক্ষে বিভক্ত হইল। রমণীদিগেরও দুই দল হইয়া উঠিল। কুন্তিভোজনন্দিনী পৃথা আপনার এই পুত্র কর্ণ ও অর্জ্জুন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। নিখিল-ধর্ম্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন বিদুর দাসীদিগের সাহায্যে চন্দনমিশ্রিত বারিষেক দ্বারা তাঁহাকে সচেতন করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত দুই পুত্রকে দেখিয়া ভীত হইলেন; কিন্তু নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, নিখিল-ধর্ম্ম-বিৎ বিশেষতঃ আচার-জ্ঞানে নিপুণ শারদ্বৎ কৃপ পূর্ব্বোক্ত বীরদ্বয়কে শরাসন উদ্যত করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, এই অর্জ্জুন কুরুবংশসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। ইনি কুন্তীর তৃতীয় গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব মহাবাহো! তুমিও যে রাজবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছ, সেই বংশ ও তোমার পিতা মাতার নাম উল্লেখ কর। তাহা জানিয়া অর্জ্জুন তোমার সহিত যুদ্ধ করা উচিত কি না বিবেচনা করিবেন; কারণ রাজপুত্রেরা সামান্যবংশোৎপন্ন সদাচারহীন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কৃপাচার্য্য এই প্রকার বলিলে পর কর্ণের বদন লজ্জাভরে অবনত হইয়া বর্ষাকালীন বৃষ্টিধারার

আহত বারিজের ন্যায় ম্লান হইল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, আচার্য্য! শাস্ত্রে স্পষ্ট রূপে কথিত আছে, রাজ-বংশ সম্ভূত বীর বা সেনাপতি এই তিন জনেই রাজা হইতে পারেন। অতএব যদি অর্জ্জুন সত্যই রাজা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে আমি এখনই এই কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের রাজা করিয়া দিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর বলশালী মহারথ শ্রীমান্ কর্ণ তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ পীঠে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রবিৎ বিপ্র সকল তখন কাঞ্চননির্ম্মিত কলস দ্বারা তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয় শব্দ হইতে লাগিল। উত্তম ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি বিরাজিত হইল। দুই জন দুই দিকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল।

রাজন্! কর্ণ অবশেষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, নৃপ-শ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যে রাজ্য দান করিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমি আপনাকে কি অর্পণ করিব আজ্ঞা করুন্। আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন আমি তাহাই করিব।

দুর্য্যোধন বলিলেন, আমি তোমার সহিত অকপট বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি। কর্ণ তাহাতেই স্বীকৃত হইতে অঙ্গীকার করি-লেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

একশত অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সারথি অধিরথ ঘর্ম্মাক্ত শরীরে কাঁপিতে কাঁপিতে যষ্টি অবলম্বন করিয়া কর্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিল। বেগ বশতঃ

তাহার উত্তরীয় বসন ভূমিতে স্খলিত হইল। কর্ণ তাহাকে দেখিয়াই পিতৃগৌরব হেতু ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া অভিষেক জলে আর্দ্রীভূত মস্তক অবনত করত তাহার চরণে নমস্কার করিলেন। সারথি অধিরথ ত্রস্তে ব্যস্তে বসনের অগ্রভাগ দ্বারা আপনার পাদযুগল আবৃত করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তি হেতু কৃত-কার্য্য কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিল এবং স্নেহে বিবশ হইয়া আলিঙ্গন করত তাঁহার অভিষেক জলে আর্দ্রীভূত মস্তক পুনর্ব্বার আর্দ্র করিল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে সূত-পুত্ররূপে নিশ্চয় করিয়া উপহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগি-লেন, হে সূতনন্দন! তুমি সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুন-হস্তে মৃত্যু লাভ করিবার যোগ্য নও। আপনার কুলোচিত অশ্বের রজ্জু ধারণ করিয়া যাহাতে শীঘ্র অশ্ব চালন করিতে পার, তাহারই চেষ্টা দেখ। নরাধম! তুমি অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার উপযুক্ত নও। কুক্কুর কখনই যজ্ঞীয় ঘৃত ভক্ষণ করিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া কর্ণের অধর কাঁপিতে লাগিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-লেন। তখন বলশালী দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া মদমত্ত বারণের ন্যায় ভ্রাতৃমণ্ডল রূপ পদ্মবন হইতে সহসা উত্থিত হইলেন; এবং নিকটস্থিত ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৃকোদর! এ রূপ বাক্য বলা তোমার সমুচিত হয় নাই। ক্ষত্রিয়দিগের বলই পূজ্য। ক্ষত্রিয় নীচ হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। প্রথিত আছে, নদী ও বীর-দিগের জন্ম-বৃত্তান্ত কেহই জানিতে চাহে না। অগ্নি জল-গর্ভ হইতেও উদ্ভূত হইয়া চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়াছেন। যে বজ্র দ্বারা দৈত্যকুল উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা দধীচি মুনির অস্থি হইতে জন্মে। ভগবান্ দেব কার্ত্তিকেরও জন্মের নিশ্চয় নাই। কেহ তাঁহাকে কৃত্তিকা, কেহ রুদ্র, কেহ বা গঙ্গার পুত্রও বলিয়া থাকেন। মনুষ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণ

হইয়াছিল! বোধ হয় তুমি তাহা জ্ঞাত আছ। দেখ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন হইয়া অক্ষয় অনশ্বর ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শস্ত্রজ্ঞ চূড়ামণি গুরু দ্রোণ কলস হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। কৃপাচার্য্য গৌতমবংশে শরস্তম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক; তোমরাই যে রূপে জন্মিয়াছ আমি তাহাও জ্ঞাত আছি। সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী, সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন, সূর্য্যসঙ্কাশ এই পুরুষ ব্যাঘ্র মৃগীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি সম্ভব হয়? অধিক কি, এই কর্ণের বাহুবল অপরিমিত, আমিও ইহাঁর বশবর্ত্তী। অতএব অঙ্গরাজ্য কি তুচ্ছ পদার্থ; ইনি ত্রৈলোক্যেরই রাজা হইবার যোগ্য পাত্র। আমি এক্ষণে ইহাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি; কেহ যদি তাহা সহ্য করিতে না পারেন, তবে তিনি পদদ্বয়ের সাহায্যে শরাসন অবনত করুন।

রাজা দুর্য্যোধনের এই বাক্য অবসান হইলে পর রঙ্গস্থলে সাধুবাদ শব্দের এক মহান্ কোলাহল উঠিল। ইতি মধ্যে দিবাকর অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের হস্তাগ্র ধারণ করিয়া রঙ্গ স্থল হইতে নির্গত হইলেন। অনুচরগণ দীপিকাহস্তে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পাণ্ডু-পুত্রেরাও গুরু দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্মের সমভিব্যাহারে আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকগণ, কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ বা দুর্য্যোধনের বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কুন্তী দিব্য লক্ষণে লক্ষিত পুত্র কর্ণকে চিনিতে পারিয়া এবং তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। রাজন্! কর্ণকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধন হৃদয়-নিহিত অর্জ্জুন-নিমিত্তক ভয় বিসর্জ্জন করিলেন। শস্ত্র-বিদ্যায় কৃতশ্রম কর্ণও মনমত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া সুযোধনের চিত্ত-

তুষ্টি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরও বোধ করিলেন, যেন ভূমণ্ডল মধ্যে কর্ণের সমান ধনুর্দ্ধারী আর দ্বিতীয় নাই।

একশত ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া ভাবিলেন, এক্ষণে গুরুদক্ষিণা দিবার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং দেয় বস্তুর নিশ্চয় করত শিষ্যদিগের সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস; তাহা হইলেই তোমাদিগের উত্তম গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

অনন্তর শিষ্যেরা সকলেই স্বীকৃত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত গুরু দ্রোণের সহিত গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত শীঘ্র যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পাঞ্চালরাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজাদিগকে প্রহার করিতে করিতে চলিলেন এবং অবশেষে মহাতেজস্বী রাজা দ্রুপদের রাজধানী মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন ও অপরাপর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুমারগণ সকলেই "অহম্পূর্ব্ব" রবে, রথারোহণ করিয়া অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করত রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন সেই সকল সংবাদ শ্রবণ এবং সমাগত মহৎ সৈন্য দর্শন করত যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদিগের সহিত প্রাসাদ হইতে শীঘ্র নির্গত হইলেন। কৌরবেরা সকলেই ভীষণ শব্দ করিয়া শরজাল

বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া দুর্জ্জয় যজ্ঞসেন শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঘোরতর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রণা করত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, গুরো! ইহাঁরা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিরত হইলে পর আমরা যুদ্ধার্থে সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইব; কারণ ইহারা কোন মতেই যুদ্ধস্থলে পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃদিগের সহিত রাজধানী হইতে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা দ্রুপদ কুরুনন্দনদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণবর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগের সেনাসমূহ মুগ্ধ করত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলেন। কুমারগণ সমরস্থলে রথারূঢ় একমাত্র পাঞ্চালপতির সত্বরতা দেখিয়া ভয়হেতু তাঁহাকেই যেন অনেক বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। রাজার দুঃসহ শরজাল চারিদিকেই ধাবিত হইল। তখন প্রজাদিগের ভবনে সহস্র সহস্র শঙ্খ, ভেরী, ও মৃদঙ্গের শব্দ হইতে লাগিল এবং সকলের সিংহনাদ, ও জ্যানির্ঘোষ গগনমণ্ডলে উত্থিত হইল। এই সমস্ত দেখিয়া দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, কর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতনন্দন! ধনুর্দ্ধারী দুর্জ্জয় পৃষতপুত্র দ্রুপদ সেই শরজাল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বেই নিদারুণরূপে শত্রুসৈন্য পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একাকীই তপ্তাঙ্গারের ন্যায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে দুর্য্যোধন বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ, ও নানাদেশীয় অপরাপর বীরদিগকে এবং তাঁহাদিগের বিবিধ সৈন্যসমূহকে তাড়না করিতে লাগি-

লেন। আমি দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাইলাম না বলিয়া কাহারও খেদ রহিল না।

অনন্তর পুরবাসিগণ সকলে কুরুনন্দনদিগকে আক্রমণ করিয়া ধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় মূষল ও যষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। কৌরবেরা যুদ্ধ ক্রমশই তুমুল হইয়া উঠিতেছে শুনিয়া আর্ত্তস্বরে অত্যুচ্চ চীৎকার করিতে করিতে পাণ্ডবদিগের দিকে ধাবিত হইলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং দ্রোণকে নমস্কার করিয়া যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন, আপনার যুদ্ধ করিতে হইবে না, বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করত নকুল ও সহদেবকে রথচক্রের রক্ষক করিলেন। ভীমসেন গদাহস্তে সর্ব্বস্থলেই সেনার অগ্রে গমন করিতেন, সুতরাং এক্ষণে শত্রুদিগের কোলাহল শুনিয়াই রথারোহণে ভ্রাতৃদিগের সহিত অতিবেগে দশ দিক্ শব্দিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া মহাবাহু দণ্ডপানি যমের ন্যায় গদাহস্তে পাঞ্চালসেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, বোধ হইল যেন মকর অতি বেগে সাগরসলিলে প্রবেশ করিল। কালরূপী বাহুবলশালী যুদ্ধ-কুশল ভীমসেন গদাপ্রহারে অসংখ্য হস্তী বিনাশ করিলেন। নাগ সকল গদাঘাতে চূর্ণমস্তক হইয়া রুধির বর্ষণ করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। অর্জ্জুনাগ্রজ মারুতি এই রূপে সহস্র গজ, অশ্ব, পদাতিক, ও রথের সহিত রথী সংহার পূর্ব্বক গোপাল গবাদি পশুগণের ন্যায় হস্তী সকলকে চালনা করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন দ্রোণের হিতসাধনের নিমিত্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া অশ্ব, রথ, ও গজ সমূহকে সংহার করতঃ শরজাল নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পৃষতত্নয়

দ্রুপদকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। তখন পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ বাণ দ্বারা আহত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে শরক্ষেপ করিয়া পাণ্ডুনন্দনকে আচ্ছাদন করিল। যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ানক ও দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। ইন্দ্রনন্দন শত্রুদিগের সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। শত্রুগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। বাণক্ষেপ বিষয়ে কুন্তীনন্দনের বিশেষ অভ্যাস ছিল; সুতরাং তিনি কখন্ বাণ ক্ষেপ, কখন্ বা সন্ধান করিতেছেন, কিছুই জানা গেল না। বোধ হইল যেন তিনি নিরন্তরই নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার বিক্রম দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সাধুবাদের সহিত সিংহনাদ হইতে লাগিল।

অনন্তর দ্রুপদ ভ্রাতা সত্যজিতের সহিত, শম্বর দৈত্য মহেন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুন অসংখ্য শরজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেন। তখন যূথপতিকে সিংহ দ্বারা আক্রান্ত দেখিয়া গজযূথের ন্যায় পাঞ্চাল সৈন্যের মধ্যে এক মহান্ কোলাহল উঠিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ ধনঞ্জয়কে আসিতে দেখিয়া পাঞ্চাল রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুন ও দ্রুপদ, ইন্দ্র এবং বিরোচনের ন্যায়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন। পার্থ অবশেষে মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা গুরুতর আঘাত করিয়া সত্যজিতকে বিদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রুপদ অবিলম্বে শত শর দ্বারা তাঁহাকে ব্যথিত করিলেন। পার্থ শরবর্ষণে আচ্ছন্ন হইয়া শরাসনের জ্যা মার্জ্জনা করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত দ্বিগুণতর বেগ ধারণ করিলেন এবং সত্যজিতের ধনুচ্ছেদ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন।

অনন্তর সত্যজিৎ আর এক ধনু লইয়া অশ্ব, রথ ও

সারথি সহিত পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন এক্ষণে দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন বটে; কিন্তু সত্যজিৎকে উপেক্ষা করিলেন না; তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই বাণক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ ধনুর্ম্মুষ্টি, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি বিদ্ধ হইল। এইরূপে বারম্বার শরাসন ছিন্ন এবং অশ্বগণ ও সারথিকে বিদ্ধ হইতে দেখিয়া অবশেষে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিৎকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া সাতিশয় বেগের সহিত অর্জ্জুনের দিকে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পাঞ্চালরাজের ধনু, ও ধ্বজাগ্র ছিন্ন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। অবশেষে পঞ্চ বাণ ক্ষেপ করিয়া তাঁহার অশ্বগণ ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ধনুঃ ত্যাগ করত খড়্গ উদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং নির্ভয়ে দ্রুপদের রথে আরোহণ করিয়া সমুদ্র বিলোড়ন করত নাগের ন্যায় তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন পঞ্চালগণ সকলে দিকে দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। ধনঞ্জয় সকল সৈন্যদিগকে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। কুমারগণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলে একত্রিত হইয়া মহাত্মা দ্রুপদের নগর মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন ভীমকে বলিলেন, আর্য্য! নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রুপদ কৌরবদিগের আত্মীয়; অতএব তাঁহাকে বধ না করিয়া গুরুকে দক্ষিণা রূপে দান করা যাউক্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! ভীমসেন তখনও যুদ্ধে পরিতৃপ্ত হন নাই; তথাপি অর্জ্জুনের নিবারণ শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কুমারগণ রণস্থলে দ্রুপদকে গ্রহণ করিয়া অমা-

ন্তের সহিত দ্রোণকে আনিয়া দিলেন। গুরু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশবর্ত্তী দেখিয়া পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করত কহিলেন, আমি তোমার রাজ্য ও পুর মর্দ্দন করিয়াছি। তোমার জীবন এক্ষণে শত্রুর বশে আসিয়াছে; অতএব "আর পূর্ব্ব কালের সখ্য প্রার্থনা করিতেছ কেন?"

দ্রোণ এই কথা বলিয়া ঈষৎ হাস্য করত পুনর্ব্বার দ্রুপদকে বলিলেন, বীর! কোন ভয় করিও না। আমরা ব্রাহ্মণ; স্বভাবতই ক্ষমাশীল। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! বাল্যকালে অগ্নিবেশের আশ্রমে তুমি আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে। সেই অবধি তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রণয় জন্মিয়াছে। তোমার সহিত আমি পুনর্ব্বার সখ্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রসাদ স্বরূপে আমি তোমাকে তোমার হৃত রাজ্যের অর্দ্ধেক অর্পণ করিলাম। যজ্ঞসেন " রাজা না হইলে রাজার বন্ধু হইতে পারে না " এই কারণেই আমি তোমার রাজ্য হরণের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছি। তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ এবং আমি উত্তর কূলের রাজা হইলাম। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর।

দ্রুপদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি মহাত্মা ও বিক্রমশালী। অতএব আপনি যে এই মহৎ কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে আপনার নিকট চিরস্থায়ী প্রণয় প্রার্থনা করি। আপনার প্রতি আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্রোণ পাঞ্চালরাজের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত এবং বিধিবৎ সম্মান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের অর্দ্ধ সমর্পণ করিলেন। দ্রুপদ দুঃখিত চিত্তে গঙ্গাতীরস্থ নানা জনপদযুক্ত মাকন্দী দেশের কাম্পিল্য নামক

পুরে বসতি করিতে লাগিলেন। চর্ম্মণ্বতী নদীপর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ কূলস্থ প্রদেশও দ্রোণের নিকট হইতে পরিভবের সহিত প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় না হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট পরাজয় লাভ করিয়াছি, ভাবিয়া তিনি আপনাকে হীন বলিয়া বোধ করিলেন না। দ্রোণ অহিচ্ছত্র নামক দেশ প্রাপ্ত হইলেন।

রাজন্! পার্থ এই রূপে যুদ্ধ জয় করিয়া নানা জনপদ যুক্ত অহিচ্ছত্র প্রদেশ দ্রোণকে অর্পণ করিলেন।

এক শত চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর এক বৎসর পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিষ্ণুতা, স্থিরচিত্ততা, ক্ষমা, দয়ালুতা সরলতা, ভৃত্যদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সাধারণের সহিত সখিতা দেখিয়া তাহাকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কুন্তীনন্দন বহুকাল অতীত হইলে পর শীল, সদ্বৃত্ত ও চিত্ত-সংযম দ্বারা পিতা পাণ্ডুর কীর্ত্তি অতিক্রম করিলেন। বৃকোদর বলদেবের নিকট অসিযুদ্ধ; রথযুদ্ধ, ও নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর তিনি দ্যুমৎসেনের ন্যায় বলশালী হইলেন এবং ভ্রাতৃগণের বশবর্ত্তী হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ পৃথিবী মধ্যে খ্যাপন করিয়া দিলেন, অর্জ্জুনের ন্যায় দৃঢ়মুষ্টিতা ও লঘুহস্ততা আর কাহারও নাই। যুদ্ধকালীন অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং লঘুতা, ক্ষুর, নারাচ, ভল্ল, বিপাঠ, প্রভৃতি অস্ত্রের প্রয়োজন বিষয়ে তাঁহার সমান আর কাহাকেও দেখা যায় না।

অনন্তর কিছু দিন পরে দ্রোণ এক দিন কৌরবদিগের সভায় অর্জ্জুনকে বলিলেন, অগ্নিবেশ নামে ঋষি ধনুর্ব্বেদে অগস্ত্যের এক শিষ্য ছিলেন। তপস্যা বলে আমি গুরুর নিকট যে অশনি তুল্য ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সমস্ত পৃথিবীকেই দগ্ধ করিতে পারে। উহা এক্ষণে আমি পাত্রান্তর করিতে উদ্যত হইয়াছি। গুরু আমাকে ঐ অস্ত্র দিবার সময় কহিয়াছিলেন, ভারদ্বাজ! অল্পবীর্য্য মনুষ্যের প্রতি ইহা কখনই প্রক্ষেপ করিও না। বীর! এক্ষণে তুমি সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছ। তুমি ভিন্ন অন্য কেহই ইহা পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু তুমি মুনি অগ্নিবেশের আজ্ঞা রক্ষা করিবে। এক্ষণে তুমি তোমার এই জ্ঞাতিদিগের সমক্ষে আমাকে গুরু দক্ষিণা দান কর। অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন। তখন গুরু কহিলেন, অনঘ! যুদ্ধস্থলে তোমাকে প্রতিপক্ষ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কুরুশ্রেষ্ঠ ফাল্গুন তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, গুরুর চরণযুগল বন্দনা করিয়া উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন।

অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর আর নাই বলিয়া আত্মীয়দিগের মুখে এক রব উঠিল। সেই রব সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিল। ধনঞ্জয় গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, করিযুদ্ধ, ও ধনুর্যুদ্ধে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহদেব বৃহস্পতির নিকট নীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভ্রাতৃদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদিগের প্রিয় পাত্র নকুল দ্রোণের নিকট বিনয় শিক্ষা করিয়া অতিরথ এবং চিত্ররথী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। যে সৌবীর রাজ গন্ধর্ব্বদিগের উপদ্রবের সময় তিন বৎসর যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রগণ তাঁহাকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিলেন। বীর্য্যবান্ পাণ্ডুও যে যবনপতিকে বশবর্ত্তী করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন তাহাকে পরাজয় করিলেন। বিপুল নামে আর এক সৌবীর-

পতি ছিলেন। তিনি আপনার বীর্য্যাতিশয্য হেতু কৌরবদিগকে অবজ্ঞা করিতেন; পার্থ তাঁহাকেও বিনাশ করিলেন। দত্তামিত্র নামে আরও এক সৌবীর ছিলেন, যুদ্ধে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। অর্জ্জুন বাণ প্রহারে তাঁহাকেও বশীভূত করিলেন। ভীমসেনের সাহায্যে ধনঞ্জয় একরথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদেশীয় দশ সহস্র রথীকে জয় করিলেন।

রাজন্! মনুজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রেরা এই রূপে পরের রাজ্য জয় করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগের বিখ্যাত বল ও অসাধারণ ধনুর্দ্ধারণকৌশল শ্রবণ করিয়া হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদ্গত ভাব দুষ্ট হইল। রাজা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে নিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারিলেন না।

একশত একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪১।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্রগণ অসাধারণ বলশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্র-কুশল, মন্ত্রবিৎ অমাত্য-প্রধান কণিককে ডাকিয়া কহিলেন, কণিক! পাণ্ডুর পুত্রগণ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; সেই কারণ তাহাদিগের প্রতি আমার ঈর্ষা হইতেছে। অতএব আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল, তাহাদিগের সহিত সন্ধি কি বিবাদ করা উচিত। আমি তোমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দ্বিপ্রচূড়ামণি কণিক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া প্রসন্ন হৃদয়ে নীতিশাস্ত্রের উদাহরণস্থলস্বরূপ তীক্ষ্ণবাক্য বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, রাজন্! আমি

যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কুরুশ্রেষ্ঠ! ঐ সকল শুনিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। রাজারা নিত্য দণ্ড ধারণ করিয়া আপনাদের পৌরুষ বিস্তার করিবেন এবং নিজে ছিদ্র শূন্য হইয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করত তদনুসারে কার্য্য করিবেন। রাজা দেবমন্ত্রেই সর্ব্বদা দণ্ড বিধান করিলে পর লোকে তাঁহাকে ভয় করে; সেই হেতু তিনি দণ্ড দ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। তিনি শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন কিন্তু শত্রু যেন তাঁহার ছিদ্র দেখিতে না পায়। কূর্ম্মের ন্যায় তিনি সহায়, সাধন ও উপায় প্রভৃতি আপনার অঙ্গ সকল গোপন করিয়া রাখিবেন এবং নিরন্তর যত্ন করিবেন, যাহাতে শত্রুগণ তাঁহার ছিদ্রের অনুসরণ করিয়া তাঁহার কোন অপকার না করিতে পারে। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন না করা রাজার উচিত নহে। দেখুন, সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার না করিলে কণ্টকও বহুকাল-সাধ্য ব্রণ উৎপাদন করিতে পারে। যে শত্রুগণ অপকার করে তাহাদিগকে বধ করাই কর্ত্তব্য। উহারা যদি সম্পূর্ণরূপে বিক্রমশালী ও যুদ্ধশীল হয় এবং তজ্জন্য উহাদিগকে আপাততঃ বিনাশ করা না যায়, তবে উহাদিগের আপৎকাল উপস্থিত হইলে আক্রমণ করিবে; অথবা উহারা যাহাতে পলায়ন করে সে বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। ইহাতে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে হয় না। তাত! শত্রু ক্ষীণবল হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত হয় না; কারণ এক কণিকামাত্র অগ্নিও ক্রমশঃ আশ্রয় পাইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করিতে পারে। সময় বিশেষে রাজা অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করিবেন। শত্রুদিগের দোষ দেখিয়াও দেখিবেন না এবং শুনিয়াও শুনিবেন না। তখন আপনার শরাসনকে তৃণের ন্যায় সারহীন বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু নিদ্রা-সময়ে অরণ্যচারী মৃগযূথের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

অবশেষে যখন শত্রু আপনার বশবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিবেন তখন তাহাকে সাম, দান প্রভৃতি উপায় দ্বারা নষ্ট করিবেন। শরণাগত ভাবিয়া সেই সময় শত্রুর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন না। দান দ্বারা আয়ত্ত করিয়া স্বাভাবিক শত্রুকে বিনাশ করিবেন। শত্রু নষ্ট হইলেই চিন্তা দূর হয়; কারণ মৃত ব্যক্তি হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অপকার করিত সে যদি এখন মিত্রতা করে তাহা হইলেও তাহাকে বধ করিবে। সহায়, সাধন, উপায়, দেশ ও কালের বিভাগ এবং বিপদের প্রতীকার রাজনীতির এই পঞ্চ অঙ্গ। ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, মায়া, ঐন্দ্রজালিক কার্য্য এবং বিপক্ষের দ্বারা অনুষ্ঠিত ঐ সকল কার্য্যে উপেক্ষা, এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ; শত্রুদিগের এই সকলই নষ্ট করিবে। কালাকাল বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে শত্রুর মূল চ্ছেদ করিবে; পশ্চাৎ তাহার সহায় ও পক্ষদিগকে সংহার করিবে। অবলম্বন স্বরূপ মূলের উচ্ছেদ হইলেই তাহার উপজীবি সকলে নষ্ট হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজ্য-শাসন-সময়ে রাজা শত্রুকে উপেক্ষা না করিয়া গুপ্তভাবে নিরন্তর একমনে তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিবেন। অগ্নিস্থাপন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং কাষায় বসন, জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াও প্রথমতঃ পরপক্ষের বিশ্বাস উৎপাদন অবশেষে সময় পাইলেই বৃকের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিবে। কথিত আছে, অর্থ-সঞ্চয়-বিষয়ে শঠতা একটী নির্দ্দোষ উপায়। যে রূপ ফলিত শাখা অবনত করিয়া তাহা হইতে পক্ক ফল বাছিয়া লইতে হয়, সেই রূপ, বাছিয়া বাছিয়া শত্রু বিনাশ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রু-সংহারের নিমিত্ত এইরূপই করিয়া থাকেন। যত দিন উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হয়, তত দিন শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবে। অবশেষে যখন সময় উপস্থিত

হইবে তখন প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় তাহাকে নষ্ট করিবে। যে শত্রু অপকার করিয়াছে তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না; এক বারেই সংহার করিবে। তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করা উচিত হয় না। রাজ্যের কুশল রক্ষার জন্য, সাম, দান, ভেদ, বা দণ্ড ইহার মধ্যে যে কোন উপায় দ্বারা শত্রু সংহার করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা কি রূপে শত্রু বিনাশ করিতে হয়, তুমি আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক তাহা বর্ণন কর।

কণিক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে বনমধ্যে এক নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ শৃগাল বসতি করিত; তাহার বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

স্বার্থপর এক বুদ্ধিমান্ শৃগাল, ব্যাঘ্র, মূষিক, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর সহিত বাস করিত। এক দিন তাহারা সকলে কানন-মধ্যে বিচরণ করিতে এক বলিষ্ঠ মৃগ যূথপতিকে দর্শন করিল। কিন্তু সহসা তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। মৃগ কহিল ব্যাঘ্র! আপনি এই মৃগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ অতি বেগবান্, চতুর ও যুবা বলিয়া কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব আমি বিবেচনা করি যে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে তখন মূষিক গিয়া উহার চরণ ভক্ষণ করিবে; তাহা হইলে সে আর ভ্রমণ করিতে পারিবে না; তখন আপনি গিয়া উহাকে আক্রমণ করিবেন। তাহার পর আমরা সকলেই আনন্দিত মনে উহার মাংস ভক্ষণ করিব।

শৃগালের এই বাক্য শুনিয়া সকলে তদনুসারে অতি সাবধানপূর্ব্বক সেই অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মূষিক সর্ব্বাগ্রে গিয়া মৃগের চরণ ভক্ষণ করিল। অবশেষে

ব্যাঘ্র তাঁহাকে বধ করিল। তখন সেই মৃগের কলেবর ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া, শৃগাল সকলকে কহিল, তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা স্নান করিয়া আইস; আমি এই মৃগের দেহ রক্ষা করি।

ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকলে শৃগালের বাক্য অনুসারে স্নান করিতে গমন করিল। শৃগাল চিন্তান্বিত চিত্তে সেই স্থানেই বসিয়া রহিল।

অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে বিজ্ঞচূড়ামণে! তুমি আমাদিগের সকলের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্; তথাপি কি কারণে শোক প্রকাশ করিতেছ? আইস, এক্ষণে আমরা মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্রীড়া করি। শৃগাল উত্তর করিল, মহাবাহো! মূষিক অদ্য যে কথা কহিয়াছে, তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। সে বলিয়াছে, অদ্য আমিই এই মৃগকে বধ করিয়াছি, অতএব ব্যাঘ্রের বলে ধিক্ থাকু; কারণ তিনি অদ্য আমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। মূষিক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া এই মৃগের মাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি হইতেছে না।

ব্যাঘ্র বলিল, মূষিকের এই কথা শুনিয়া আমার জ্ঞান জন্মিল। আমি আজি হইতে আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া যে বনচরদিগকে সংহার করিব, তাহাদিগেরই মাংস ভক্ষণ করিব। ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া কানন মধ্যে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে মূষিক সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিল। শৃগাল তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিল, মূষিক! তোমার মঙ্গল হউক। এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর, অদ্য নকুল বলিয়াছে, যে "ব্যাঘ্র এই মৃগকে বধ করিয়াছে; অতএব তাহার দন্তের বিষ-সংযোগ হেতু ইহার মাংস উদরে পরিপাক

পাইবে না; সুতরাং আমি ইহা আহার করিব না। ইহাতে আমার রুচি হয় না। আপনি আজ্ঞা করুন্, আমি মূষিককে ভক্ষণ করি।" মূষিক এই কথা শুনিয়া ভয়ে গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজন্! অবশেষে বৃক স্নান করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে দেখিয়া কহিল, ব্যাঘ্র অদ্য তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় তোমার শুভ-প্রত্যাশা নাই। তিনি স্ত্রী সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে যাহা ভাল হয় কর।

মাংসাশী বৃক শৃগালের এই কথা শুনিয়াই আপনার জাতিসহজ অঙ্গ-সঙ্কোচাদি অবলম্বন করিয়া গুপ্তভাবে প্রস্থান করিল।

মহারাজ! অনন্তর নকুল আগমন করিল। শৃগাল তাহাকে দেখিয়া কহিল, আমি আপনার বাহুবল প্রয়োগ করিয়া ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি সকলকে পরাজয় করিয়াছি। তাহারা অন্যস্থানে পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পশ্চাৎ এই মৃগের মাংস ভক্ষণ করিবে।

নকুল কহিল, মৃগরাজ ব্যাঘ্র, বৃক এবং বুদ্ধিমান্ মূষিক এই সকল বীরই তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। অতএব তোমার সমান বীর নাই। সেই হেতু আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হই না। নকুল এই কথা বলিয়া পলায়ন করিল।

এই প্রকারে ব্যাঘ্র, বৃক, মূষিক ও নকুলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শৃগাল হৃষ্ট চিত্তে একাকী মাংস ভক্ষণ করিল। রাজারা নিরন্তর এই শৃগালের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিলেই সুখী হইতে পারেন। এই রূপে ভীরু ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরকে মিনতি, লোভীকে অর্থ দান এবং সমান ও নীচকে তেজঃ প্রদর্শন করিয়া আয়ত্ত করিবে। মহারাজ!

আপনার নিকট এই সমস্ত বর্ণন করিলাম; আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন্।

পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা বা গুরুও শত্রুতা করিলে শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ন্যায়মতে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। শপথ বা ধনদান, বিষপ্রয়োগ, বা মায়াজাল বিস্তার; ইহার যে কোন উপায়েই হউক শত্রুকে সংহার করিবে। কখন উপেক্ষা করিবে না। শত্রুপক্ষ উভয়েই যদি সহায় সাধন উপায় প্রভৃতিতে তুল্য হয় সুতরাং কাহারও জয়ের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে যে অধিকতর যত্ন করিবে সেই সিদ্ধ হইবে। পূজ্য ব্যক্তি যদি কার্য্যাকার্য্য বুঝিতে না পারেন; কিম্বা অহঙ্কারী ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিনাশ করা যায়। রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়াও অক্রুদ্ধের ন্যায় আকার দর্শাইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কথা কহিবেন; সেই অবস্থায় কাহাকেও ভৎর্সনা করিবেন না। প্রহার করিবার সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বেও প্রিয় বাক্য বলিবেন। প্রহার করিয়া অবশেষে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন। তজ্জন্য পরিতাপ এবং অশ্রু বিসর্জ্জনও করিবেন। শত্রুকে বহুকাল সান্ত্বনা বাক্য, দান, ও সারল্যবৃত্তি দ্বারা আশ্বাস দিয়াও যখন দেখিবেন যে সে নীতি-পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহাকে সংহার করিবেন। কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়া অবশেষে যদি ধার্ম্মিক হয় তাহা হইলেও তাহাকে বিনাশ করিবে; কারণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পর্ব্বতের ন্যায়, ধর্ম্ম তাহার দোষ কেবল আচ্ছাদন মাত্র করিয়া রাখে। যাহাকে বধ করিবে, তাহার গৃহও দগ্ধ করিবে। নির্ধন, নাস্তিক ও চোরদিগকে নিজ স্থানে বসতি করিতে দিবে না। প্রত্যুদ্গমন এবং আসনাদি, কিম্বা সম্প্রদান ইহার যে কোন উপায়েই হউক্ অতিবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিনাশ করিবে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র হইবে এবং এরূপে শত্রুকে বিনাশ

করিবে যে সে যেন আর উঠিতে না পারে। যাহাদিগের হইতে ভয়ের সম্ভাবনা তাহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাহাদিগের নিকট কোন আশঙ্কার সম্ভাবনাই নাই, তাহাদিগকেও ভয় করিবে; কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সে মূল পর্য্যন্ত নষ্ট করে। যে বিশ্বাসের যোগ্য নয়, তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, তাহাকেও অতিশয় বিশ্বাস করা উচিত নয়; কারণ সে অনিষ্ট করিলে মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিতে পারে। পরের প্রতিই হউক, আর আপনার প্রতিই হউক, উত্তম দেখিয়া চর নিয়োগ করিবে। পাষণ্ড ও তপস্বী প্রভৃতিকে চররূপে পর রাজ্যে প্রেরণ করিবে। উদ্যান, বিহার-স্থান, দেবালয়, পানাগার, পথ, তীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, জনতা, ও নদী এই সকল স্থানে বিবেচনা করিয়া বিচরণ করিবে। বাক্যে বিনয় প্রদর্শন করিবে; কিন্তু হৃদয় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইবে। নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে মানস করিয়া হাস্য সহকারে কথা কহিবে। যাহারা মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অঞ্জলি, শপথ, বিনয়, মস্তক দ্বারা পাদবন্দন এবং অন্যের আশাবর্দ্ধন করিতে হইবে। উত্তম রূপে পুষ্পিত হইয়াও ফলোৎপাদকের ন্যায় দেখাইবে না। ফলবান্ হইয়া অতিশয় উচ্চে থাকিবে। অপক্ক দশায় পক্কের ন্যায় দেখাইবে। কিন্তু কখনই জীর্ণ হইবে না। ত্রিবর্গের প্রত্যেকের এক একটী করিয়া তিনটী পীড়া আছে। ফলও তত গুলি। ফলগুলি ইষ্ট; কিন্তু পীড়া ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহাকে ধর্ম্ম এবং অর্থের জন্য চঞ্চল হইতে হয়, সুতরাং ধর্ম্মের জন্যই তাঁহাকে পীড়াভোগ করিতে হয়। অর্থাভিলাষী ব্যক্তিও ধর্ম্ম এবং অর্থের নিমিত্ত চঞ্চল হন; সুতরাং তাঁহাকে তজ্জন্য পীড়া পাইতে হয়। এইরূপ কামার্থীকে ধর্ম্ম ও অর্থের জন্য চঞ্চল হইতে হয়। মনোযোগী, সান্ত, নির্ম্মৎসর, প্রয়োজন-

দর্শী ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। মৃদুই হউক, আর কঠিনই হউক যে কোন কার্য্য দ্বারা আপনাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, শক্তি থাকিলে ধর্ম্ম আচরণ করিবে। যাহার চিত্তে সন্দেহ নাই তাহার মঙ্গল হয় না। যদি সন্দিহান হইয়া কিছু দিন জীবিত থাকা যায় তাহা হইলে ইহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে অতীত উদাহরণ দিয়া সান্ত্বনা করিবে। ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং বর্ত্তমান উদাহরণ দিয়া পণ্ডিতদিগকে স্নিগ্ধ করিবে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া কৃতকার্য্যের ন্যায় নিশ্চিন্ত শয়ন করে, সে বৃক্ষশাখায় নিদ্রা যায়। না পতিত হইলে আর চৈতন্য লাভ করে না। রাজা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই মন্ত্রণা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিবেন। চররূপ চক্ষু দ্বারা পরের ছিদ্র দর্শন করিবেন এবং শত্রুপক্ষীয় চর সকলের ভয়ে নিরন্তর ভয় ও ক্রোধাদি জন্য বিকৃত আকার গোপন করিয়া রাখিবেন। যে রূপ মৎস্যজীবী হিংসা না করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না, সেই রূপ রাজারা নিষ্ঠুর কার্য্য ও বিপক্ষের মর্ম্মভেদ না করিয়া শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হন না। শত্রুকে কৃশ, রোগগ্রস্ত, ক্লিন্ন ও অন্নপানবর্জ্জিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার বল নাশ, পশ্চাৎ তাহাকেও নিপাত করিবে। যে ব্যক্তি অর্থ কামনা করে, সে কখনই অর্থশালী ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না; সেই কারণে অর্থবান্ ব্যক্তি অর্থাভিলাষীর সহিত সঙ্গত হন না। অতএব শত্রুকে বশে আনিবার জন্য ব্যবস্থানুসারে সকল কর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে শেষ করিবে; কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট রাখিবে না। যে রাজা ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে সহায়, সাধন, উপায় প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন এবং যথাসাধ্য সে বিষয়ে উৎসাহও প্রকাশ করিবেন। নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এ রূপ

সাবধানে কার্য্য করিবেন, যে কি মিত্র, কি শত্রু কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারিবে না। যখন কার্য্য আরব্ধ বা সমাপ্ত হইবে তখনই তাহারা দেখিতে পাইবে। যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয় ততক্ষণই ভীত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু যখন ভয় উপস্থিত তখন নির্ভয়ে তাহাকে প্রহার করিবে। যে ব্যক্তি শত্রুকে দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করে, সে অশ্বতরীর গর্ভধারণের ন্যায় আপনার মৃত্যু ডাকিয়া আনে। কার্য্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রয়োজন সমস্ত আরম্ভ করিবে। কারণ কার্য্য হঠাৎ উপস্থিত হইলে বুদ্ধির ভ্রম জন্মে। অতএব তখন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পন্ন না হইলেও হইতে পারে। যে রাজা সৌভাগ্য প্রার্থনা করেন, তিনি দেশ কাল বিবেচনা করিয়া যথাসাধ্য উৎসাহ প্রকাশ করিবেন। দৈব, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাল ইহাদিগকেও দেশ কাল বিবেচনা করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে; কারণ ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে দেশ ও কাল, এই দুইটীই মঙ্গল উৎপাদন করে। ক্ষুদ্র বলিয়া শত্রুকে উপেক্ষা করিবে না; কারণ তালবৃক্ষের ন্যায় তাহার মূল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত অগ্নিকণার ন্যায় সে অবিলম্বেই সমস্ত ব্যাপিয়া ফেলে। অল্প অগ্নি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াই মহৎ হইয়া উঠে; তখন উহা বৃহৎ বৃহৎ বস্তুকেও দগ্ধ করিতে পারে। এইরূপ যে রাজা সহায় প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশঃ আপনার বৃদ্ধি সাধন করিতে থাকেন, শত্রু মহৎ হইলেও তিনি তাহাকে সংহার করিতে পারেন। শত্রুকে যে আশা দেখাইবে সে যেন বুঝিতে পারে, সে আশা অল্পদিনে সিদ্ধ হইবার নহে। অনন্তর যখন তাহার সময় উপস্থিত হইবে, তখন কোন এক প্রতিবন্ধক দেখাইয়া তাহাকে সেই আশা হইতে নিবৃত্ত করিবে। প্রতিবন্ধকের

কোন কারণ উল্লেখ করিবে না। যদি করিতে হয় তবে অন্য কারণ প্রদর্শন করিবে। নিশিত ক্ষুর কেশ ছেদন করিতে পারে। উহা স্বভাবতঃ কোষের মধ্যেই থাকে কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে। এইরূপ নীতিজ্ঞ রাজারাও নির্দ্দয় হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগের উদ্দেশ্য কাহাকেও প্রকাশ করেন না; ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র রাজাদিগকে সংহার করেন; নিরন্তর সময় অপেক্ষা করিয়া থাকেন এবং কাল উপস্থিত হইবামাত্রেই শত্রুবিনাশ করেন। অতএব হে কুরুবংশতিলক! আপনি পাণ্ডুপুত্রদিগের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার করুন্ অথচ এরূপ কার্য্য করুন্ যাহাতে পশ্চাৎ তাপ করিতে না হয়। আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ই বিশেষরূপে অবগত আছেন, অতএব আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আপনি পাণ্ডবগণ হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। রাজন্! পাণ্ডুপুত্রেরা আপনার এক শত পুত্র অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ হইয়াছে; অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য আপনার নিকট তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। আপনি সকলই শ্রবণ করিলেন; আপনার পুত্রদিগকে এইসকল কথা বলুন এবং তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তদ্বিষয়ে যত্ন প্রকাশ করুন্। যে নীতিমার্গ অবলম্বন করিলে পাণ্ডুর পুত্রগণ হইতে কোন বিপদ্ না ঘটে এবং তজ্জন্য পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে না হয় তাহাই আশ্রয় করুন্।

কণিক এই বলিয়া আপনার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুরুনন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন।

একশত দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে সম্ভবপর্ব্ব সমাপ্ত। ১৪২।

জতুগৃহ দাহ পর্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সুবল-তনয় শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ মিলিত হইয়া এক কুমন্ত্রণা করিলেন; কুন্তী ও তাঁহার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিবেন। তত্ত্ব-দর্শী, ইঙ্গিত এবং অভিপ্রায়-বোদ্ধা, পাণ্ডব-দিগের হিতাকাঙ্ক্ষী, পাপস্পর্শ-শূন্য বিদুর তাহাদিগের নেত্রবিকার প্রভৃতি লক্ষণ দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রণা বুঝিতে পারিলেন এবং স্থির করিলেন, পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কুন্তীর পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। অবশেষে বায়ু এবং ঊর্ম্মি-বেগে কোন অনিষ্ট না করিতে পারে এই রূপ করিয়া এক দৃঢ় নৌকা প্রস্তত করিলেন। তাহাতে উত্তম যন্ত্র রহিল এবং উপরে পতাকা উড়িতে লাগিল। তিনি ঐ নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়া কুন্তীকে কহিলেন, শুভে! ধৃতরাষ্ট্র এই বংশের কীর্ত্তি ও সন্ততি নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে: সুতরাং সনাতন ধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিতেছেন। যাহা হউক্ আমি জল-পথে যাত্রা করি-বার নিমিত্ত এই এক খানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। বাত বা ঊর্ম্মিবেগে ইহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া পুত্রদিগের সহিত মৃত্যু-গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ কর।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যশঃশালিনী কুন্তী বিদুরের সেই বাক্য শুনিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে পুত্রদিগের সহিত নৌকায় আরো-হণ করিয়া গঙ্গায় যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর পাণ্ডু-পুত্রেরা বিদুরের আজ্ঞাক্রমে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যো-ধন প্রভৃতির ধন লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া-

ছিলেন। এ দিকে এক নিষাদী কোন কারণবশতঃ পঞ্চ পুত্রের সহিত আসিয়া সেই জতুগৃহমধ্যে শয়ন করিয়াছিল; সুতরাং পুত্রের সহিত সে সেই অগ্নিতেই দগ্ধ হইল। নরাধম পাপিষ্ঠ সেই পুরোচনও সেই দশা লাভ করিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রও অনুচরের সহিত ব্যথিত হইলেন। কুন্তীনন্দনেরা বিদুরের পরামর্শানুসারে চরগণের অজ্ঞাতসারে কোন আঘাত না পাইয়া জননীর সহিত উদ্ধার পাইলেন। বারণাবতের লোকেরা জতুগৃহ দগ্ধ হইয়া গেল দেখিয়া শোক করিতে লাগিলেন এবং লোকমুখে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, রাজন্! আপনার একান্ত মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। আপনি পাণ্ডুপুত্রদিগকে দগ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে পুত্রের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে থাকুন।

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শুনিয়া পুত্রদিগের সহিত প্রথমতঃ পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত অনেক শোক করিলেন; পশ্চাৎ ভীষ্ম, বিদুর ও অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত তাঁহাদিগের প্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

জনমেজয় বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ক্রূর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে রূপে জতুগৃহদাহ করিয়াছিল, আপনি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন্। তাঁহারা কি রূপে উদ্ধার পান তাহাও বলুন। শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে শত্রুতাপন! জতুগৃহদাহ এবং তাহা হইতে পাণ্ডুপুত্রদিগের উদ্ধারবৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভীমসেন অতিশয় বলশালী এবং অর্জ্জুন নিখিল অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, দেখিয়া দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন দুর্নিবার মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূর্য্য-নন্দন কর্ণ এবং সুবলতনয় শকুনি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডবে-

রাও বিপদ উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি-বিধান করিতেন; কিন্তু বিদুরের পরামর্শ ক্রমে তাহার আর পুনর্ব্বার আন্দোলন করিতেন না। হে ভারতনন্দন! পুরবাসীরা পাণ্ডুর পুত্রদিগকে নানা গুণে ভূষিত দেখিয়া, যাবতীয় সভাস্থলেই তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সমাজ-মধ্যে ও চত্বরে সকলে একত্রিত হইয়া, "যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং তিনিই রাজ্য পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র," এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিল। কহিতে লাগিল, প্রজ্ঞাচক্ষু জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইবার পূর্ব্বে রাজ্য পান নাই; অতএব এক্ষণে তিনি কিরূপে রাজা হইবেন। অপর, শান্তনুনন্দন সত্য-প্রতিজ্ঞ মহাব্রত ভীষ্ম অগ্রেই রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি আর কখনই উহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন না। অত-এব আইস আমরা যুদ্ধকুশল, সত্যানুরাগী, দয়ালু, বেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন পাণ্ডু-নন্দন যুবা যুধিষ্ঠিরকে উত্তমরূপে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করি। তিনি ধর্ম্মাত্মা, সুতরাং শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া নানাবিধ ভোগের সামগ্রী দান করিবেন।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির-বিষয়ে প্রজাদিগের এই সকল কথা শুনিয়া দুর্ম্মতি বশতঃ দুঃখিত হইলেন এবং দুঃসহ মনঃ-পীড়ায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। দুষ্টাত্মা তাপিত হইয়া তাঁহাদিগের সেই সকল বাক্য সহ্য করিতে পারিল না। ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট আর কেহই নাই দেখিয়া প্রথমতঃ যথা বিধি নমস্কার করিল; পশ্চাৎ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রজাদিগের অনুরক্তি নিবন্ধন দ্বিগুণতর দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিল, তাত! আমি পুরবাসিদিগকে অমঙ্গল কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি; তাহারা আপনাকে ও ভীষ্মকে অগ্রাহ্য করিয়া

পাণ্ডুপুত্রদিগকেই রাজা করিতে পরামর্শ করিয়াছে। ভীষ্ম এ বিষয়ে সম্মত হইলেও হইতে পারেন, কারণ তিনি নিজে রাজ্যভোগ করিতে অভিলাষ করেন না। ফলতঃ পৌরগণ কেবল আমাদিকেই মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতেছে। মহারাজ! পাণ্ডু পূর্ব্বে আপনার গুণ-বলেই পৈতৃক রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। আপনি জ্যেষ্ঠ; সুতরাং আপনিই রাজ্য পাইবার ন্যায্য পাত্র; কেবল অন্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। এক্ষণে যদি পাণ্ডুর পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উত্তর কালে আবার উহার পুত্র রাজা হইবে। এই রূপে পাণ্ডুর বংশই উত্তরোত্তর সিংহাসন লাভ করিবে; সুতরাং তখন আমাদিগকে রাজবংশ হইতে বহির্ভূত এবং প্রজাদিগের অবজ্ঞাভাজন হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব, রাজন্! আপনি এ রূপ কোন নীতি প্রয়োগ করুন, যাহাতে আমাদিগকে পরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। ভূপ! আপনি যদি অগ্রে রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চই রাজা হইতাম। প্রজাদিগের অনুরাগ বা বিরাগ গ্রাহ্য করিতাম না।

এক শত ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জ্ঞান-চক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ এবং কণিকের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ স্মরণ করিয়া দুই দিক্ ভাবিতে লাগিলেন; কিছুই স্থির

করিতে পারিলেন না; সুতরাং শোকে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, আপনি কোন কৌশল-ক্রমে পাণ্ডু-পুত্রদিগকে বারণাবতে নির্ব্বাসিত করুন্। তাহা হইলেই আর তাহাদিগের হইতে আমাদিগের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এই কথা শ্রবণ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতির, বিশেষতঃ আমার প্রতি ধর্ম্মানুসারেই ব্যবহার করিতেন। ভোজন পরিচ্ছদ প্রভৃতি কোন দ্রব্যেই তিনি স্পৃহা করিতেন না। আমাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রও তাঁহার সমান ধার্ম্মিক, গুণবান্, যশস্বী ও পুরবাসিদিগের প্রিয় হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে বল প্রকাশ করিয়া পৈতৃক রাজ্য হইতে দূর করিতে পারি। অপর, পাণ্ডুনন্দনের সহায়ও আছে। রাজা পাণ্ডু তাঁহার অমাত্য, সৈন্য ও তাহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। অতএব বৎস! তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরকে নগর হইতে দূর করিতে দেখিয়া প্রজারা আমাদিগকে কেনই না বিনাশ করিবে? কারণ তাহারা স্বর্গীয় পাণ্ডুর নিকট বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে।

দুর্য্যোধন বলিলেন, পিতঃ! আপনি যে কথা কহিলেন, তাহা সত্য বটে। কিন্তু আপনার ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া আমি প্রজাদিগকে অর্থদান ও সম্মাননা দ্বারা সন্তুষ্ট করিব। তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগের প্রাধান্য ভাবিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগের পক্ষ হইবে। এক্ষণে ধনাগার ও অমাত্যগণ আমাদিগের হস্তেই আছে। অতএব, রাজন্! আপনি কোন মৃদু উপায় প্রয়োগ করিয়া শীঘ্রই পাণ্ডুপুত্রদিগকে নির্ব্বাসিত করুন্। যখন আমি সমুদায় রাজ্য আয়ত্ত করিয়া

সিংহাসনে উপবেশন করিব তখন কুন্তী পুত্রগণের সমভি-ব্যাহারে পুনর্ব্বার হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি যে কথা বলিলে আমিও মনো মধ্যে তাহার আন্দোলন করিয়া থাকি; কিন্তু উহা দুষ্টাভিসন্ধি মনে করিয়া কাহারও নিকট ব্যক্ত করি না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর ইহাঁদিগের কেহই মত দিবেন না যে,] পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত কর। বৎস! কৌরবদিগের মধ্যে আমরা ও পাণ্ডবেরা একই। অতএব ঐ সকল মহাত্মারা কখনই দুই পক্ষের এক পক্ষকে ভিন্ন বিবেচনা করিবেন না। পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিলে পর কৌরবগণ, ঐ সকল মহাত্মারা, অধিক কি ভূমণ্ডলস্থ সকলেই আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবেন; তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধন কহিলেন, ভীষ্ম আমাদিগের দুই পক্ষকেই সমান ভাল বাসেন। দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা আমার পক্ষেই আছেন। অতএব যে পক্ষে পুত্র, আচার্য্য দ্রোণকেও সেই পক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাঁরা পিতা পুত্রে আমার পক্ষে থাকিলে কৃপও আমার দিকে আসিবেন; কারণ তিনি ভাগিনেয় এবং ভগিনীপতিকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমরা অদ্য দান দ্বারা বিদুরকে আয়ত্ত করিয়াছি। তিনি গুপ্তভাবে শত্রুদিগের সহায়তা করেন বটে কিন্তু একাকী আমাদিগের কি বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবেন। অতএব আপনি কোন ভয় না করিয়া কুন্তী ও তাঁহার পুত্রদিগকে নির্ব্বাসিত করুন।

একশত চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন কনিষ্ঠ সহোদর-দিগের সাহায্য লইয়া অর্থদান ও সম্মাননা দ্বারা প্রজাদিগকে বশীভূত করিলেন। কতিপয় মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে বারণাবত নগরের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল, বারণাবত অতি রমণীয় স্থান। এক্ষণে তথায় পশুপতির মহোৎসব আরব্ধ হইয়াছে, সেই উৎসব-সমাজে নানাবিধ রত্ন আনীত হইবে। তাহা দর্শন করিলে মনুষ্যমাত্রেরই মন মুগ্ধ হয়। রাজন্! মন্ত্রিদিগের মুখে বারণাবতের এই রূপ প্রশংসা শুনিয়া পাণ্ডবেরা তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অম্বি-কাতনয় যখন বুঝিতে পারিলেন যে বারণাবত দর্শন করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের কৌতূহল জন্মিয়াছে তখন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! এই সকল ব্যক্তিরা আমার নিকট বারম্বার বলিয়া থাকে, যে পৃথিবীর মধ্যে বারণাবত নগর অতিশয় রমণীয়। সেই স্থানে এক উৎসবও হইয়া থাকে। যদি তাহা দর্শন করিতে তোমাদিগের অভিলাষ হয় তাহা হইলে পরিবার ও অনুচরদিগের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গিয়া দেবতার ন্যায় ক্রীড়া কর এবং উপস্থিত গায়ক ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত রত্নাদি দান কর। তথায় এই রূপে তেজস্বী অমরবৃন্দের ন্যায় কিছু কাল সুখে ক্রীড়া করিয়া পশ্চাৎ এই হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিবে।

রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন; আপনাদিগের কোন সহায় ছিল না, তাহাও জানিতেন; তথাপি উত্তর করিলেন, তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করি-তেছেন আমরা তাহাই করিব। এই কথা বলিয়া ধর্ম্মনন্দন অবশেষে শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দ্রোণ, কুরু-বংস-শম্ভূত বাহ্লীক, সোমদত্ত, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিদিগকে এবং গান্ধারী, ব্রাহ্মণ, তপোধন, পুরোহিত, ও পুরবাসিবর্গকে দীনতা প্রকাশ পূর্ব্বক নমস্কার

করিয়া কহিলেন, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে অনুচরদিগের সমভিব্যাহারে বহুজন-সমাকীর্ণ পরমরমণীয় বারণাবত নগরে গমন করিব, এক্ষণে আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন আমরা সে স্থানে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-পাইতে পারি; এবং আমাদিগের কোন পাপ-প্রবৃত্তি না জন্মে।

কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্তভুষ্টি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রফুল্লবদনে কহিলেন, পথিমধ্যে সর্ব্ব ভূতই যেন তোমাদিগকে রক্ষা করে; কোন বিপদে যেন না পড়িতে হয়।

অনন্তর পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া বারণাবতে যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

একশত পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারতনন্দন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর পুত্রদিগকে এই রূপ আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া, দুষ্টাশয় দুর্য্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং পুরোচন নামক অমাত্যকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিল, পুরোচন! আমি এই বসুপূ[illegible]সুন্ধরার অধিকারী; কিন্তু ইহাতে আমার ন্যায় তোমারও প্রভুত্ব আছে। অতএব ইহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা তোমারও কর্ত্তব্য। আর, তোমার ন্যায় আমার অন্য বিশ্বাস-যোগ্য সহায়ই বা কে যে তাহার সহিত এই রূপ মন্ত্রণা করিতে পারি? অতএব তুমি আমাদিগের এই মন্ত্রণা অতি গোপনে রাখিয়া শত্রু বিনাশ

করিতে চেষ্টা কর। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কোন সদুপায় প্রয়োগ করিয়া কৌশলক্রমে সুচারু রূপে সম্পন্ন কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। তাহারা সেই আজ্ঞাক্রমে পাশু-পত উৎসবের সময় সেই স্থানে গিয়া বিহার করিবে। অতএব তুমি এক অশ্বতর-যুক্ত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া অদ্যই সেই স্থানে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হও। উপনীত হইয়া নগরের প্রান্তদেশে একটী বহু-ব্যয় সাধ্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তম রূপে রক্ষা করিতে থাক। প্রথমতঃ শণ, সর্জরস প্রভৃতি যে যে অগ্নিসন্দীপক সামগ্রী আছে, সেই সকলের দ্বারাই ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা, ঘৃত, বসা, তৈল ও অধিক পরিমাণে লাক্ষার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভিত্তিতে লেপন করাইবে। অপর, শণ, তৈল, ঘৃত, লাক্ষা ও কাষ্ঠ সেই গৃহের সর্ব্ব স্থানেই সঞ্চিত করিয়া রাখিবে। কিন্তু এই সকল কার্য্য এ রূপ গুপ্ত ভাবে ও কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিবে, যেন পাণ্ডবেরা ও অন্য কোন ব্যক্তিই উহাকে দাহ্য গৃহ বলিয়া অনুমান করিতে না পারে। এইরূপে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ, কুন্তী ও তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গকে মহা সমাদর করিয়া তাহাতে বাস করাইবে। তাহাতে তাহাদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত উত্তম শয্যা, আসন ও যান এ রূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে যেন পিতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন। দেখো যেন কোন মতে বারণাবত-বাসীরা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে। অনন্তর যখন দেখিবে পাণ্ডবেরা নিঃশঙ্ক চিত্তে তথায় বাস করিতেছে; তখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া গৃহের দ্বারদেশে অগ্নিদান করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাণ্ডুপুত্রেরা দগ্ধ হইবে। প্রজাসকল বিবেচনা করিবে পাণ্ডবেরা আপনাদিগের গৃহদাহেই দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তজ্জন্য আমাদিগকে দোষী করিতে পারিবে না।

পুরোচন দুর্য্যোধনের নিকট উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অশ্বতর-যুক্ত রথে আরোহণ করতঃ দ্রুতবেগে যাত্রা করিল। মহারাজ! পুরোচন সত্বর বারণাবতে উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধন যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিল সে সমস্তই সম্পাদন করিল।

একশত ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৬।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবেরা অনিল বেগশালি-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও অন্যান্য বৃদ্ধ কৌরবদিগের পাদ-বন্দন, কাহাকে অভিবাদন, সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন; বালকদিগের নিকট প্রণাম গ্রহণ; মাতৃদিগকে প্রদক্ষিণ ও সম্ভাষণ এবং যাবতীয় প্রজাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বারণবতে যাত্রা করিলেন। মহাজ্ঞানবান্ বিদুর ও অন্যান্য প্রাচীন কুরুবংশীয়েরা শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনুগমন করিতে করিতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে সাতিশয় কাতর দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ করত কহিতে লাগিলেন, মন্দবুদ্ধি কুরুবংশসম্ভূত রাজা ধৃতরাষ্ট্র কেবল মন্দ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্মের দিকে তাঁহার অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির; বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন; ধনঞ্জয় এবং মাদ্রীসুত মহাত্মা নকুল ও সহদেব, ইঁহারা ত তাঁহার মন্দ করিবার নহেন। ইঁহারা পৈতৃক স্বত্ব অনুসারে রাজ্য পাইয়াছেন; ধৃতরাষ্ট্রের তাহা সহ্য হইতেছে না। ইঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা অতি অধর্ম্ম; ভীষ্মই বা ইহাতে কি রূপে অনুমোদন করিলেন? কই তিনি ত ইহার কোন

প্রতিবাদ করিলেন না। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং শোভনীয়-বীর্য্য রাজর্ষি পাণ্ডু পূর্ব্বে আমাদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। পুরুষব্যাঘ্র রাজা এক্ষণে পরলোক গমন করিয়াছেন বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র এই রাজপুত্রদিগের অপকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করি না যে ইহাঁরা নির্ব্বাসিত হন। অতএব যুধিষ্ঠির যে স্থানে গমন করিবেন চল আমরা এই নগর পরিত্যাগ করিয়া সকলে সেই স্থানেই যাই।

দুঃখার্ত্ত পুরবাসিদিগের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের জ্যেষ্ঠ তাত, অতএব পূজ্য সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন আমাদিগকে কোন আশঙ্কা না করিয়া বেদের ন্যায় তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। আপনারা আমাদিগকে প্রদক্ষিণ, সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া এই স্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া যাউন। যখন কার্য্য-বশে আমাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা করিতে হইবে, তখন আপনারা আমাদিগের অভিলষিত হিত কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

পৌরগণ এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে প্রদক্ষিণ, সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। সকলে চলিয়া যাইলে পর সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, প্রাজ্ঞ ও ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞ বিদুর পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ও ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশছলে বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুদিগের নীতি-শাস্ত্রানুযায়িনী মন্ত্রণা বুঝিতে পারেন, তিনি যাহাতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করেন। এক প্রকার অস্ত্র আছে, তাহা লৌহে নির্ম্মিত নহে; অথচ শাণিত ও শরীর ভেদ করিতে বিলক্ষণ উপযুক্ত। যে ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত আছেন শত্রু তাঁহাকে প্রতিঘাত-সমর্থ জানিয়া আর আঘাত করে না। তৃণ-কাষ্ঠাদির ধ্বংস-

কারক ও শিশির-নাশক বস্তু মহারণ্যে বিবরবাসী প্রাণি-দিগকে বিনাশ করিতে পারে না। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া যিনি আপনাকে রক্ষা করেন তিনিই জীবিত থাকেন। যিনি না চাহিয়া চলেন, তিনি পথ জানিতে বা দিক্ নির্ণয় করিতে পারেন না। যাহার ধৈর্য্য নাই, তিনি ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হন না। তুমি আমার এই উপদেশ উত্তম রূপে মনে করিয়া রাখিবে। যিনি শত্রুদিগের অলৌহজাত অস্ত্রের দ্বারা আহত হন তিনি শল্লকী গৃহের ন্যায় দুই দিকে পথবিশিষ্ট বিবর দ্বারা অগ্নি হইতে নিস্কৃতি পান। অপর, বিচরণ করিলেই পথ চিনিতে পারিবে এবং নক্ষত্র দ্বারা দিক্‌নির্ণয় করিবে যে ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক আপনার পাঁচ বস্তু দমন করিয়া রাখিতে পারেন; শত্রুগণ তাঁহার কোন অপকার করিতে পারেন না। পাণ্ডু-পুত্র ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বিদুরের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম।

বিদুর পাণ্ডবদিগকে এই রূপ উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগের সহিত আরও কিছু দূর গমন করিলেন। অবশেষে তাঁহা-দিগকে প্রদক্ষিণ, সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভীষ্ম, বিদুর ও সমস্ত পুরবাসিগণ নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর কুন্তী অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া কহি-লেন, বিদুর সকলের সমক্ষে তোমাকে যে সকল কথা কহি-লেন এবং তুমিও তাঁহাকে যাহা বলিলে আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যদি আমাদিগকে বলিলে কোন হানি না হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের সেই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, বিদুর আমাকে কহিলেন, গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তোমরা ইহা জানিয়া অগ্রে সাবধান

থাকিবে। তোমরা সকল পথই জানিবে। যিনি ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিবেন তিনিই পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। ধার্ম্মিক বিদুর আমাকে ইহাই বলিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে বলিলাম সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা ফাল্গুন মাসের অষ্টম দিনে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবতে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্রেই পুরবাসিগণ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ বারণাবতে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া প্রজাসকল সাতিশয় আনন্দিত হইল এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র ব্যবস্থানুসারে মাঙ্গল্য দ্রব্য গ্রহণ করত বিবিধ যানারোহণে তাঁহাদিগের নিকট যাইতে আরম্ভ করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করত জয়শব্দ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। দেবপ্রতিম রাজা যুধিষ্ঠির পুরবাসিগণে বেষ্ঠিত হইয়া সুরপরিবৃত পুরন্দরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পাপশূন্য পাণ্ডবগণ পৌরদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করত বিবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত নানা জনাকর্ণ বারণাবতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদাধ্যয়নাদি নিজ নিজ কার্য্যে নিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে নগরাধিকারী, রথী ও বৈশ্য, শূদ্রদিগেরও গৃহে উপস্থিত হইলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা এই রূপে নগর-বাসীদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া অবশেষে আপনাদিগের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পুরোচন পথ দেখাইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে চলিল এবং তাঁহাদিগকে উত্তম উত্তম আহার-সামগ্রী, পানীয়, শয্যা ও আসন প্রদান করিল। পাণ্ডবগণ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগের

সেবা এবং পুরবাসিগণ উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে দশ দিন অতীত হইলে পর পুরোচন বাসের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে শিব-নামক সেই অশিব গৃহের কথা নিবেদন করিল। পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ তাহার বাক্য শুনিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; বোধ হইল যেন গুহ্যকগণ কৈলাস-শিখরে যাত্রা করিলেন।

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই গৃহের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ভীমকে কহিলেন, বোধ হয়, এই গৃহই অগ্নিউদ্দীপক সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। ঘৃত ও জতু-মিশ্রিত বসার আঘ্রাণে ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে নিপুণ এবং শত্রুদিগের বিশ্বস্ত শিল্পী সকল শণ, সর্জ্জরস, শর, তৃণ ও বংশ দ্বারা এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধনের আজ্ঞাজীবী পুরোচন মনে করিয়াছে যে, যখন আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে এই গৃহে বাস করিব, সে তখন আমাকে দগ্ধ করিবে। পার্থ! এই বিপদ্ যে উপস্থিত হইবে, বিজ্ঞচূড়ামণি বিদুর পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই হেতুই তিনি আমাকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। আমাদিগের সেই খুল্ল তাত মহাশয় স্নেহ নিবন্ধন আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধনপক্ষীয় নীচ-স্বভাব মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে এই বিপজ্জনক গৃহ সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ভীমসেন বলিলেন, যদি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়া থাকেন যে এই গৃহ আগ্নেয় সামগ্রীতে প্রস্তুত হইয়াছে; তাহা হইলে এখানে থাকিবার আবশ্যক কি? যে স্থানে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলাম সেই স্থানেই গমন করা কর্ত্তব্য

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমার ইচ্ছা যে আমরা যত্ন সহকারে অতিসাবধান পূর্ব্বক এই গৃহেই বাস করি। বাহ্যিক আকারে কোন আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ করিব না। কিন্তু গুপ্ত ভাবে

বহির্গমনের পথ অনুসন্ধান করিব। যদি পুরোচন কোন আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝিতে পারে যে আমাদিগের আশঙ্কা হইয়াছে, তাহা হইলে সে অবিলম্বেই অগ্নি দিয়া আমাদিগকে হঠাৎ দগ্ধ করিবে। তাহার লোকনিন্দা বা অধর্ম্মের ভয় নাই। তাহা না হইলেই বা মন্দ-বুদ্ধি দুর্য্যোধনের আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে কেন? আরও দেখ, আমরা এই স্থানে, দগ্ধ হইলে পিতামহ ভীষ্ম কোপ করিয়া নিরর্থক কি কারণে কুরুনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে কোপিত করিবেন। অথবা তিনি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কৌরবগণ ধর্ম্ম-ভয়ে ক্রুদ্ধ হইলেও হইতে পারেন। আমরা যদি অগ্নি-ভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করি, তাহা হইলে রাজ্য-লোভী দুর্য্যোধন চর দ্বারা আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবে, কারণ সেই দুরাত্মা এক্ষণে পদস্থ, সহায়-সম্পন্ন এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। আমরা পদভ্রষ্ট, সহায়-হীন ও দরিদ্র। অতএব সে নানা উপায় দ্বারা আমাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে। সুতরাং আমরা দুরাত্মা পুরোচন ও দুর্য্যোধনকে বঞ্চনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গুপ্ত ভাবে বসতি করিব। নিরন্তর মৃগয়া করিয়া ভ্রমণ করিব। তাহা হইলে পলায়নের জন্য আমাদের কোন পথ অবিদিত থাকিবে না। অদ্যই অতি গুপ্ত ভাবে পৃথিবীর নিম্নে এক সুরঙ্গ খনন কর। তাহা হইলে আমাদিগের আর দগ্ধ হইবার ভয় থাকিবে না। অতএব ইহাই করিব এবং যাহাতে পুরোচন বা পুরবাসিদিগের কেহও আমাদিগের এই অভিপ্রায় জানিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! অনন্তর বিদুরের বন্ধু এক জন নিপুণ খনক পাণ্ডবদিগের নিকট নির্জ্জনে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমি এক জন অতি নিপুণ খনক। বিদুর আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তুমি যাইয়া পাণ্ডব-

দিগের উপকার কর। অতএব আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে। বিদুর গুপ্তভাবে আমাকে বলিয়াছেন তুমি বিশ্বস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের মঙ্গল সাধন কর। অতএব আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি কার্য্য করিব। আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রিতে পুরোচন আপনাদিগের গৃহ দ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। তাহা হইলেই আপনারা মাতার সহিত দগ্ধ হইবেন। দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রসন্তান দুর্য্যোধনের চেষ্টাই এই। আমি যে বিদুরের চর, আপনাকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত এই কথা কহিতেছি শ্রবণ করুন। বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন; আপনি "হাঁ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই" করিব," এই বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।

সত্যবুদ্ধি কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, সৌম্য! তোমাকে বিদুরের বন্ধু বলিয়া আমার প্রত্যয় হইল। বুঝিলাম তোমার মনে কোন দুষ্টাভিসন্ধি নাই। বিদুরের প্রতি তোমার বিলক্ষণ শ্রদ্ধাও আছে। তিনি কোন অভিপ্রায়ই তোমায় গোপন করিয়া রাখেন না। তুমি তাঁহাকে যে রূপ জ্ঞান কর আমাদিগকেও সেই রূপ ভাব। আমরাও তোমাকে তাঁহারই ন্যায় দেখিব। আমরা তোমারই। তুমি তাঁহার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর। আমি জানি পুরোচন ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের আদেশে আমাদিগকে নাশ করিবার নিমিত্ত এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেই পাপাত্মা এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং অশেষ সহায় প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরন্তর আমাদিগেরই অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব তুমি আমাদিগকে এই অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন কর। আমরা অগ্নিতে দগ্ধ হইলেই দুর্য্যোধনের মনোরথ পূর্ণ হইবে। সেই দুরাত্মার সমৃদ্ধ পরিখা-বেষ্টিত দুরাক্রম্য আয়ুধাগার আশ্রয় করিয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সে যে এই অশুভ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি-

তেছে, বিদুর পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে যে বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরোচন না জানিতে পারে এই রূপে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক তাহাতে অঙ্গীকার করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পরিখা খনন করত গৃহের মধ্যস্থলে এক বৃহৎ গর্ত্ত করিল। তাহার মুখ মৃত্তিকার সমান করিয়া কবাট দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিল। পুরোচনের ভয়েই উহার মুখ এই রূপ রুদ্ধ করা হইল। দুষ্ট-বুদ্ধি পুরোচন সর্ব্বদা গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিত। পাণ্ডবেরা দিবা ভাগে মৃগয়া করিয়া রাত্রিতে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ঐ গৃহে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের বাহ্যিক আকৃতি দেখিলে বোধ হইত যেন তাঁহাদিগের মনে কোন আশ-ঙ্কাই নাই। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন পুরো-চনকে বঞ্চনা করিতেন। বিদুরের মন্ত্রী সেই খনক ভিন্ন আর কেহই তাঁদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই।

এক শত সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সেই স্থানে এক বৎসর কাল বাস করিলে পর পুরোচন বিবেচনা করিল, তাঁহাদিগের মনে আর কোন শঙ্কা বা অবিশ্বাস নাই; সুতরাং দুরাত্মা সাতিশয় আনন্দিত হইল। কুন্তীতনয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিতে পারিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, দুষ্টাশয় পুরোচন ভাবি-

য়াছে আমরা তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া এই গৃহে বাস করিতেছি। অতএব আমরা ইহাকে প্রতারণা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের পলায়ন করিবার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এই আয়ুধাগারে ছয় জন মনুষ্য রাখিয়া পুরোচনের সহিত ইহাকে দগ্ধ করিব এবং কাহাকেও না জানাইয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! অনন্তর কুন্তী এক দিন দান করিবার ছলে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন। সেই উপলক্ষে পুরবাসী মহিলাগণ অনেকে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা নিশিযোগে যথাসুখে পান, ভোজন ও বিহার করিয়া কুন্তীর নিকট বিদায় গ্রহণ করত আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। দৈবক্রমে এক নিষাদপত্নী পঞ্চপুত্র লইয়া সেই ভোজ্যে ভোজন করিতে আসিয়া রাত্রিতে সেই গৃহেই শয়ন করিয়া রহিল। তাহারা সকলেই মদ্যপানে মত্ত ছিল, সুতরাং তাহাদিগের জ্ঞান বা চৈতন্য কিছুই রহিল না।

অনন্তর যামিনী ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল। তখন ভীমসেন যে গৃহে পুরোচন শয়ন করিয়াছিল প্রথমতঃ সেই গৃহেই অগ্নিপ্রদান করিলেন। পশ্চাৎ ক্ষণকাল মধ্যে জতুগৃহের দ্বার ও চতুষ্পার্শ্ব জ্বালাইয়া দিলেন। অবিলম্বেই অগ্নি ভীমবেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শত্রুসংহারী পাণ্ডুনন্দনেরা মাতার সহিত সুরঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রদীপ্ত অগ্নির অসহ্য উত্তাপ ও ভয়ানক শব্দ নগর মধ্যে বিস্তীর্ণ হইল। তাহাতে পুরবাসিগণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে সেই প্রদীপ্ত গৃহ দর্শন করত বিষণ্নবদনে কহিতে লাগিল, পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া আত্মীয়দিগকে সংহার করিবার নিমিত্তই এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অহো! ধৃতরাষ্ট্র কি অল্পবুদ্ধি!

তাঁহার বুদ্ধিকে ধিক্ ; সেই মন্দ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াই তিনি পাপশূন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে দগ্ধ করিলেন। কিন্তু যে পাপাত্মা পুরোচন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিল, সেও আপনার কর্ম্মফলে এই অগ্নিতেই বিনষ্ট হইল।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বারণাবতবাসী প্রজা সকল এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে নিশিযোগে ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিল।

এদিকে শত্রুতাপন পাণ্ডুপুত্রেরা জননীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিবর দ্বারা নির্গত হইলেন এবং বল অবলম্বন করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিতে নিশ্চয় করিলেন ; কিন্তু সকলেই নিদ্রায় অলস ও ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার মাতা সমভিব্যাহারে ছিলেন ; সুতরাং সত্বর গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন ভীমবেগ ভীম-পরাক্রমশালী বীর্য্যমান্ তেজস্বী ভীমসেন মাতাকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে দুই বাহুতে লইয়া বক্ষাঘাতে বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও চরণ দ্বারা মেদিনী কম্পিত করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।

এক শত অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই সময় সর্ব্বজ্ঞ বিদুর একজন বিশ্বাসী মনুষ্যকে বনে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে এরূপ কোন কথা বলিয়া দিলেন, যাহাতে পাণ্ডবদিগের তাঁহার উপর বিশ্বাস হইতে পারে। সেই বিদুর-প্রেরিত পুরুষ বনমধ্যে গিয়া দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডুপুত্রেরা মাতার সহিত এক স্থানে নদীর জল মাপিতেছেন। অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন

মহাশয় বিদুর চর দ্বারা দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত কার্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতুই তিনি ঐ বিচক্ষণ পুরুষকে পাঠাইয়া দেন। পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মঙ্গল-নিধান ভাগীরথী-তীরে পাণ্ডবদিগকে বিশ্বস্ত শিল্পী দ্বারা বিনির্ম্মিত, বাতবেগসহ, যন্ত্রবিশিষ্ট, পতাকাশোভী, মন এবং বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী সেই নৌকা দেখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন, যুধিষ্ঠির! বিদুর সঙ্কেত করিয়া আপনাকে কিছু বলিয়া পাঠাইয়াছেন, শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, "তৃণকাষ্ঠাদির ধ্বংসকারক, শিশির-শোষী বস্তু মহারণ্যমধ্যে বিবরবাসী প্রাণীকে সংহার করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করে সেই জীবিত থাকে।" হে পাণ্ডুনন্দন! আমি বিদুরের বিশ্বাসপাত্র। কর্ত্তব্য বিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। তিনি আমাকে এই সঙ্কেত বাক্য বলিয়া তোমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সেই বহুদর্শী বিজ্ঞচূড়ামণি আরও কহিয়াছেন, আপনি যুদ্ধস্থলে কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে পরাজয় করিবেন। এক্ষণে জলপথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত এই সুখগামিনী তরণি প্রস্তুত আছে। আপনারা ইহাতে আরোহণ করিয়া নিশ্চয়ই এই বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

অবশেষে এই পুরুষ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণ ও তাঁহাদিগের জননীকে একান্ত কাতর দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে কহিলেন, বিদুর উদ্দেশে আপনাদিগের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, আপনারা পথে শুভগমন করিবার সময় ব্যগ্র হইবেন না।

নরশ্রেষ্ঠ! বিদুরপ্রেরিত পুরুষ এই কথা বলিতে

বলিতে পাণ্ডুপুত্রদিগকে গঙ্গাপার করিলেন; এবং তীরে উত্তীর্ণ হইয়া জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ ঐ পুরুষের দ্বারাই বিদুরকে প্রতিসম্বাদ প্রেরণ করিয়া গুপ্তভাবে শীঘ্র শীঘ্র পলাইতে লাগিলেন।

এক শত ঊন পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪৯।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে যামিনী অবসান হইলে পুরবাসিগণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দর্শন করিবার মানসে সেই জতুগৃহের নিকট আগমন করিল এবং অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, পুরোচন জতুগৃহের সহিত দগ্ধ হইতেছে। তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে দুরাত্মা দুর্য্যোধন কেবল পাণ্ডুপুত্রদিগকে সংহার করিবার জন্যই এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। সে যে তাঁহাদিগকে এইরূপে দগ্ধ করিল, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই সম্মতি দিয়া থাকিবেন; কারণ তাহা না হইলে তিনি এ বিষয়ে নিষেধ করিতেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ এবং অন্যান্য কৌরবেরাও এ বিষয়ে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। আইস এক্ষণে আমরা দুষ্টাশয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই সমাচার পাঠাইয়া দি, যে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; তুমি পাণ্ডুপুত্রদিগকে দগ্ধ করিয়াছ।

এই কথা কহিতে কহিতে তাহারা অগ্নি উদ্ঘাটন করিয়া পাণ্ডুপুত্রদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং পঞ্চপুত্রের সহিত দগ্ধা সেই হতভাগিনী নিষাদীকে দেখিতে

পাইল। এই কালে বিদুর প্রেরিত সেই খনক গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে অন্যের অজ্ঞাতসারে পাংশু দ্বারা সেই বিলদ্বার পূর্ণ করিয়া দিল।

অনন্তর পুরবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, পাণ্ডুর পুত্রগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র এই অশুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায়, সেই বীরগণ জননীর সহিত দগ্ধ হইলেন। অতএব অদ্য আমার ভ্রাতা পাণ্ড যথার্থই মৃত হইলেন। কৌরবগণ সত্বর বারণাবতে গিয়া সেই বীরদিগের এবং কুন্তি-ভোজ-নন্দিনীর সৎকার করুন। আমাদিগের কুলাচার ক্রমে যে যে মাঙ্গল্য কর্ম্ম আছে, তাহাও সম্পাদন করুন। অপর অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বান্ধবেরাও গমন করুন। এই অবস্থায় পাণ্ডবদিগের জননীর যে রূপে হিত সাধন করা যায় সকলে তাহাই করুন।

অম্বিকানন্দন এই কথা কহিয়া জ্ঞাতিদিগের সহিত পাণ্ডবগণের উদকক্রিয়া করিলেন: কৌরবগণ সকলে একত্রিত হইয়া হা! হা! শব্দে রোদন করিতে লাগিল। কেহ "হা কুরুবংশাবতংস যুধিষ্ঠির!" কেহ "হা ভীম!" কেহ "হা অর্জ্জুন!" কেহ "হা নকুল! "হা সহদেব" কেহ কেহ বা "হা কুন্তি!" এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। পুরবাসীরাও পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত অতিশয় শোক করিতে আরম্ভ করিল। বিদুর অল্প পরিমাণে অনুতাপিত হইলেন; কারণ তিনি গুপ্ত বৃত্তান্ত সকলই জানিতেন।

এদিকে বলশালী পাণ্ডবগণ জননীসমভিব্যাহারে বারণাবত হইতে প্রস্থান করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং নাবিকদিগের ভুজবল, স্রোতের বেগ ও অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অবিলম্বেই অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন

নৌকা পরিত্যাগ করিয়া নিশিযোগে তারকা দ্বারা দিক্ নির্ণয় করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহারা অনেক যত্ন করিয়া গমন করত অবশেষে এক নিবিড় কানন দেখিতে পাইলেন। তখন নিদ্রায় অন্ধীকৃত-লোচন, পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর পাণ্ডুনন্দনেরা বীর্য্য-শালী ভীমসেনকে কহিলেন, আমরা এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইলাম; ভাই! ইহার অপেক্ষা আর কষ্টের বিষয় কি আছে? আর দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; সুতরাং যাইতেও সাহসী হইতেছি না। সেই দুষ্টাত্মা পুরোচন এতক্ষণ ভস্মসাৎ হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। আর সে যদিই দগ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি অন্যের অজ্ঞাতসারেই বা আমরা কি রূপে এই বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। হে ভরতনন্দন! আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বলবান্ ও অনিলের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী; অতএব তুমি আবার আমাদিগকে বহন করিয়া চল।

ধর্ম্ম-নন্দন এই প্রকার আজ্ঞা করিলে পর ভীম মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে বহন করিয়া সত্বর পদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন।

একশত পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গমনকালীন ভীমসেনের উরুবেগে চালিত হইয়া বনরূঢ় পাদপরাজী শাখা ও পল্লবের সহিত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই মহাবলের জঙ্ঘাবেগে বায়ু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের ন্যায় ভীমবেগে বহিতে আরম্ভ করিল; তাহাতেই নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ সকল নত হইয়া পড়িল, সুতরাং যাই-

বার উত্তম পথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিনি পথের পার্শ্বস্থ ফল-পুষ্প-ভরে অবনত পাদপ ও লতা সকল মর্দ্দন করিয়া চলিলেন। গণ্ডপ্রভৃতি ত্রিবিধ অঙ্গ হইতে বিগলিত মদবর্ষী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বারণের ন্যায় তিনি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গরুড় ও পবনের তুল্য ভীম বেগে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মূর্চ্ছিত হইলেন। ভীম বাহুদ্বয় স্বরূপ প্লব দ্বারা পথি-মধ্যস্থ গঙ্গার স্রোত বারম্বার পার হইয়া গুপ্তভাবে যাইতে লাগিলেন। নদীতীরস্থ নিম্নোন্নত স্থানে যশস্বিনী কোমলাঙ্গী জননীকে অতি সাবধানে বহন করিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই রূপে বহুদূর অতিক্রম করিয়া অবশেষে সন্ধ্যাকালে হিংস্র পশু ও পক্ষিগণে পরিপূরিত ভয়ানক বনপ্রদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থানে ফল, মূল বা জল কিছুই ছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; পশু, পক্ষী সকল ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল এবং দিক্‌সকল অদৃশ্য হইল। আকালিক বায়ু তথায় প্রচণ্ডবেগে বহিতেছিল: তাহাতেই সেই বনস্থিত শুষ্কপত্র, শুষ্কফল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কতক ভগ্ন, কতক বা অবনত হইয়া পড়িল।

পাণ্ডুপুত্রেরা তখন নিদ্রা, শ্রান্তি ও তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং আর চলিতে পারিলেন না। ভক্ষ্য এবং পানীয়-শূন্য সেই মহা অরণ্য মধ্যেই উপবেশন করিলেন। অনন্তর কুন্তী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পুত্রদিগকে কহিলেন, আমি পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা; তাহারা আমার সমভিব্যাহারেও আছে। তথাপি আমাকে তৃষ্ণাজন্য পীড়া সহ্য করিতে হইল। তিনি বারম্বার এই কথা কহিলেন। ভীমসেন তাহা শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ মাতৃস্নেহ জন্য করুণাভাবে দগ্ধ হইতে লাগিল; সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অবশেষে

এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ছায়াপ্রদ এক বিশাল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। প্রভো! ভরতকুল-তিলক ভীমসেন মাতা ও ভ্রাতৃদিগকে তাহারই তলে অবতারণ করিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে এই স্থানে বিশ্রাম করুন; আমি জলের অন্বেষণ করি। ঐ শ্রবণ করুন, জলবিহারী সারস পক্ষিগণ ডাকিতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থানে বৃহৎ জলাশয় আছে। এই বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া যে দিকে পক্ষিগণ ডাকিতেছিল, সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন।

হে ভরত-নন্দন! ভীম সেই স্থানে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ স্নান ও জল পান করিলেন; পশ্চাৎ জননী ও ভ্রাতৃদিগের নিমিত্ত উত্তরীয় বসনে জল লইয়া আসিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই দুই-ক্রোশ-পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন তাঁহারা সকলেই নিদ্রা যাইতেছিলেন; বৃকোদর তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আমি দেখিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণ ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্টদায়ক ব্যাপার দর্শন করিতে পারি। হায়! আমার ভাগ্য কি মন্দ! ইতি পূর্ব্বে যাঁহারা বারণাবত নগরে উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়াও কষ্ট বোধ করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। যিনি শত্রুকুল-ক্ষয়কারী বসুদেবের ভগিনী; কুন্তী-ভোজের নন্দিনী; বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রবধূ; মহাত্মা পাণ্ডুর সহধর্ম্মিণী এবং আমাদিগের জননী; তিনি সর্ব্বসুলক্ষণে সম্পন্না পদ্মোদর-তুল্য-কান্তিমতী সুকুমারী এবং মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত পাত্রী হইয়াও অদ্য ধরা-পৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন। হায়, যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র, ও বায়ুর সংসর্গে এই

সকল পুত্র প্রসব করিয়াছেন এবং যিনি নিয়তকাল অট্টালিকায় শয়ন করিয়া আসিয়াছেন; তিনি এক্ষণে শ্রান্তা হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি দুঃখের বিষয় দর্শন করিব। আমি এই সকল পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে ভূমিতে শয়ন করিতে দেখিতেছি। অহো! যে রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিলোকেরই একাধিপত্য লাভ করিবার যোগ্য পাত্র, তিনি সামান্য লোকের ন্যায় অদ্য শ্রান্ত হইয়া কি রূপে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন। ভূমণ্ডলে নীল-নীরদ-বর্ণ অর্জ্জুনের সদৃশ আর দ্বিতীয় নাই; তিনি সামান্য পুরুষের ন্যায় এক্ষণে কি প্রকারে ধরায় শয়ন করিয়া আছেন। হায়! দেব-লোকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য মর্ত্তলোকে অসাধারণ-শ্রীসম্পন্ন আমার এই যমজ ভ্রাতৃযুগলও ধূলায় পতিত হইয়া আছেন। যাহার কুলের অঙ্গার-স্বরূপ জ্ঞাতি নাই, সে গ্রামবৃক্ষের ন্যায় একাকী নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। গ্রামের মধ্যে জ্ঞাতি-হীন ফল-পত্র-সম্পন্ন একটী বৃক্ষ থাকিলে লোকে তাহাকেই গ্রাম-বৃক্ষ বলিয়া পূজা করে। আর যাহাদিগের অসংখ্য জ্ঞাতি সমূহ বীর ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হয়, তাহারাও সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে এবং তন্মধ্যে অনেকেই বলবান্, ঐশ্বর্য্য-শালী ও বন্ধুবান্ধবদিগের প্রীতি-বর্দ্ধন হইয়া কাননরূঢ় বৃক্ষ-রাজীর ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে পরমানন্দে জীবন ধারণ করে। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞাতি ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন অতি দুষ্টাশয়। তাহারা আমাদিগকে নির্ব্বাসন করিয়াছে। আমরা কেবল দৈবের আনুকূল্যেই কোন প্রকারে দাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি এবং অশেষ ক্লেশ-রাশি অতিক্রম করিয়া অবশেষে এই বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছি। জানি না আবার কোন্ দিকে যাইতে হইবে। হতবুদ্ধে! অদূরদর্শিন্! ধৃতরাষ্ট্র-তনয়! তুই মনোরথ চরিতার্থ কর্। দেব-

তারা তোর সহায় আছেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। রে দুষ্টাশয়! রাজা যুধিষ্ঠির তোকে বিনাশ করিতে অনুমতি করিতেছেন না; সেই কারণেই এত দিন জীবিত আছিস। রোষভরে তোকে পুত্র, অমাত্য, কর্ণ, ভ্রাতৃগণ ও শকুনির সহিত অদ্যই সংহার করিতে কি আমার শক্তি নাই? কিন্তু কি করি; ধার্ম্মিক পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যে তোর প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছেন না।

মহাবাহু ভীমসেন এই কথা বলিয়া রোষাবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন; করে করে মর্দ্দণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দুঃখিতের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ব্বাপিত অনলের ন্যায় স্নিগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখিত চিত্তে ভ্রাতৃদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বিচার করিতে লাগিলেন, ইহাঁরা ত নিঃশঙ্ক হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, ইহার নিকটে নগর আছে। অতএব এ স্থলে জাগ্রত থাকা উচিত। ইহাঁরা নিদ্রা যাইতেছেন; সুতরাং আমিই জাগ্রত থাকি। অনন্তর শ্রান্তি দূর হইলে যখন ইহাঁরা জাগরিত হইবেন, তখন জল পান করিবেন।

মারুতি এই রূপ স্থির করিয়া জাগ্রত রহিলেন।

একশত এক পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫১।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবেরা যে বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই অনতিদূরে এক শালবৃক্ষের উপর মাংসভোজী, মহাবীর্য্যশালী, সাতিশয় পরাক্রান্ত, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, হিড়িম্ব নামক এক ভয়ঙ্কর-

মূর্ত্তি ক্ষুধার্ত্ত নিষ্ঠুর রাক্ষস বসিয়া ছিল। উহার জঙ্ঘা মূল ও উদর অতি বিস্তৃত। নেত্রদ্বয় পিঙ্গল বর্ণ। শ্মশ্রু ও কেশ রক্ত-বর্ণ। মুখ দীর্ঘদন্তপংক্তি-দ্বয় দ্বারা দেখিতে অতি ভয়ানক। গ্রীবা ও স্কন্ধ বৃহৎ বৃক্ষের স্কন্ধ তুল্য। দুই কর্ণ দুই শঙ্কুর ন্যায়।

সেই ভয়ানক-মূর্ত্তি কদাকার পিঙ্গল-লোচন মাংস-লুব্ধ ক্ষুধার্ত্ত ভীম-রূপ রাক্ষস হঠাৎ নিদ্রাভিভূত মহারথ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিল। মনুষ্যের আঘ্রাণ পাইয়া ঊর্দ্ধীকৃত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক কণ্ডুয়ন ও রুক্ষ কেশপাশ কম্পন করিতে করিতে বারম্বার তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া আপন ভগিনীকে কহিল, আমি নরমাংস ভোজন করিতে অতিশয় ভাল বাসি। সেই নরমাংস অদ্য আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তজ্জন্য লালসায় আমার মুখ হইতে লালা গলিত হইতেছে। আমার দন্তের মধ্যে আটটি দন্তের অগ্রভাগ সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। উহা যাহার অঙ্গের সহিত মিলিত হয় সে সহ্য করিতে পারে না। ঐ গুলি বহুদিনের পর অদ্য কোমল-মাংস-বিশিষ্ট শরীরে সংলগ্ন হইবে। অদ্য আমি মনুষ্যের কণ্ঠে ধরিয়া শিরা বাহির করিব। তাহা হইতে যে শোণিত বহির্গত হইবে আমি ফেনিল থাকিতে থাকিতেই তাহা পান করিব। তুমি ঐ স্থানে গমন কর। জানিয়া আইস, উহারা কে ঐ বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছে। আমার প্রত্যয় হইতেছে, উহারা মনুষ্যই হইবে; কারণ তাহারই উৎকট গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছে। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধিকারের মধ্যে আসিয়াছে, সুতরাং তোমার কোন ভয় নাই। আমরা দুই জনে একত্রিত হইয়া ঐ মনুষ্যদিগের শরীর হইতে মাংস উত্তোলন করিয়া ভক্ষণ করিব। আমি যাহা

আজ্ঞা করিলাম তুমি শীঘ্র তাহা সম্পন্ন কর। অদ্য আমরা মানুষমাংস ভোজন করিয়া উভয়ে নানাবিধ তাল দিয়া নৃত্য করিব।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! হিড়িম্বা রাক্ষসী হিড়িম্বের এই কথা শুনিয়া যেখানে পাণ্ডবেরা শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল, যাইয়া দেখিল তাঁহারা সকলে জননীর সহিত নিদ্রা যাইতেছেন। কেবল ভীমসেন একাকী জাগরণ করিতেছেন। রাক্ষসী নূতন শাল-স্তম্বের ন্যায় উত্থিত এবং পৃথিবী-মধ্যে অনুপম রূপলাবণ্যসম্পন্ন মনোহর-মূর্ত্তি ভীমসেনকে দেখিয়াই মদন-বাণে ব্যথিত হইল এবং চিন্তা করিল এই গৌরবর্ণ মহাবাহু সিংহস্কন্ধ অসাধারণকান্তি কম্বুকণ্ঠ কমললোচন পুরুষ আমার প্রাণনাথ হইবার যোগ্য পাত্র। আমি কখনই নিষ্ঠুর ভ্রাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিব না। মহিলারা পতির অপেক্ষা ভ্রাতাকে স্নেহ করে না। ইহাঁদিগকে সংহার করিলে ভ্রাতার এবং আমার ক্ষণিকা প্রীতি হইবে; কিন্তু জীবিত রাখিলে আমি ইহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদে সুখানুভব করিয়া কাল যাপন করিতে পারিব। ইচ্ছারূপিণী রাক্ষসী এই রূপ মনে করিয়া সুন্দর মানুষীরূপ ধারণ করত মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল। অপূর্ব্ব আকারে অলঙ্কৃতা মানুষরূপিণী সেই রাক্ষসী অবশেষে লজ্জিতার ন্যায় নম্রতা-সহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া ভীমসেনকে কহিল, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি কে? কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন? দেবপ্রতিম এই যে সকল পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন, ইহাঁরাই বা কে? অনঘ! এই যে তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভা কোমলাঙ্গী রমণী কোন আশঙ্কাই না করিয়া এই কাননকে যেন আপনার গৃহের ন্যায় ভাবিয়া নিদ্রা যাইতেছেন ইনি আপনার কে হন? ইনি কি জানেন না, যে এই কাননে রাক্ষসেরা

বসতি করে? এই বনে হিড়িম্বনামক এক পাপিষ্ঠ রাক্ষস বাস করে। সে আমার ভ্রাতা। হে দেবসঙ্কাশ পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই রাক্ষস আপনাদিগের মাংস আহার করিবার নিমিত্ত দুষ্টাভিপ্রায়ে আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া কহিতেছি, দেবতুল্য আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে আর আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। হে ধর্ম্মাত্মন্! ইহা বিবেচনা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রতি সেই রূপই ব্যবহার করুন। মন্মথ শাণিত শর নিক্ষেপ করিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চিত্ত সমুদায় আহত করিয়াছেন। আমি আপনাকে ভজনা করিব। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। হে মহাবাহো! আমি সেই নরভোজী রাক্ষসের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব। অনঘ! আপনি আমার স্বামী হউন। আমরা দুইজনে গিরিদুর্গে গিয়া বসতি করিব। আমি আকাশপথে বিচরণ করিতে পারি। যেখানে ইচ্ছা হয় সেই খানেই ভ্রমণ করি। আমাকে সঙ্গে লইয়া আপনি সেই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন।

ভীমসেন রাক্ষসীর এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন কোন্ ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তপস্বীর ন্যায় আপনার মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার ন্যায় কোন্ মনুষ্যই বা কামের বশবর্ত্তী হইয়া সুখে নিদ্রাগত ভ্রাতৃগণ ও জননীকে আহারের নিমিত্ত রাক্ষসকে দান করিয়া প্রস্থান করিতে সাহসী হয়?

রাক্ষসী প্রত্যুত্তর করিল, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, আমি তাহাই করিব। আপনি ইহাঁদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করুন, আমি সকলকেই মানুষভোজী পিশিতাশনের হস্ত হইতে অনায়াসে মুক্ত করিব।

ভীম কহিলেন, রাক্ষসি! তোমার দুষ্টাশয় ভ্রাতাকে ভয় করিয়া আমি এই অরণ্যমধ্যে নিদ্রিত ভ্রাতৃগণ ও জননীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিব না। হে ভীরু! হে চারুনয়নে! কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ; কি রাক্ষস, কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ভদ্রে! তুমি যাও বা থাক; তোমার সেই মাংসাশী ভ্রাতাকেই বা এই স্থানে প্রেরণ কর; অথবা তোমার যাহা মনে হয় কর; আমি কিছুতেই বারণ বা অনুমোদন করি না।

এক শত দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর আরক্ত-লোচন, লম্বিত-বাহু, ঊর্দ্ধকেশ, বিস্তৃতানন, নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত সেই ভীম-মূর্ত্তি রাক্ষস, হিড়িম্বা অনেক কাল বিলম্ব করিল, দেখিয়া ঐ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শীঘ্র পাণ্ডব-দিগের নিকট আসিতে লাগিল। হিড়িম্বা সেই বিকটাকার রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া ভীত মনে ভীমসেনকে কহিল, দেখুন, ঐ পাপাত্মা নরখাদক ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছে। এখন আমি যাহা বলিতেছি আপনি ভ্রাতৃদিগের সহিত তাহাই করুন। বীর! আমি জাতি-সহজ বলবীর্য্যবশতঃ যে-খানে ইচ্ছা করি সেই খানেই যাইতে পারি। অতএব আপনি আমার নিতম্ব-দেশে আরোহণ করুন। আপনাকে আকাশ-পথে লইয়া যাই। হে শত্রুনাশন! আপনার এই জননী ও ভ্রাতৃগণের নিদ্রা ভঙ্গ করুন। আপনাদিগের সকলকেই বহন করিয়া আকাশে প্রস্থান করি।

ভীম কহিলেন, হে বিশালনিতম্বিনি! তুমি ভয় পাইও না। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে ঐ রাক্ষস আমার পক্ষে অতি সামান্য। ও আমাকে কখনই বিনাশ করিতে পারিবে না। হে সুমধ্যমে! তুমি দর্শন কর, আমি তোমার সম্মুখেই উহাকে সংহার করিতেছি। ভীরু! ঐ রাক্ষসাপসদের কথা দূরে থাকু, সমুদায় রাক্ষস একত্রিত হইলেও যুদ্ধে সমকক্ষ হইয়া আমার আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। চাহিয়া দেখ, আমার এই সুকঠিন বাহুদ্বয় হস্তীর হস্ত-সদৃশ; ঊরুযুগল লৌহ নির্ম্মিত মুদ্গরের ন্যায় এবং বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও দৃঢ়। সুন্দরি! তুমি এই ক্ষণেই দেখিতে পাইবে আমার বিক্রম ইন্দ্রের তুল্য। বিশালনিতম্বিনি! তুমি আমাকে সামান্য মনুষ্য বোধে অবজ্ঞা করিও না।

হিড়িম্বা কহিল, নরব্যাঘ্র! আপনি দেবতার ন্যায়। অতএব আপনাকে অবহেলা করি না। কিন্তু মনুষ্যেরা রাক্ষসদিগের উপর যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা আমার জানা আছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত-নন্দন! ভীমসেন হিড়িম্বার সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে নরভোজী হিড়িম্ব কোপভরে আসিয়া সেই সমুদায় শ্রবণ করিল এবং দেখিল হিড়িম্বা মানুষী-রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার কবরী কুসুমদামে বেষ্টিত; আস্য চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত; নখ ও ত্বক্ সুকোমল এবং অঙ্গ সকল নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। সে এক খানি সূক্ষ্ম বস্ত্রও পরিধান করিয়া আছে। রাক্ষস তাহাকে এইপ্রকার মনোহর মানব রূপ ধারণ করিতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, সে পুরুষের সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিতেছে। সুতরাং সে সমধিক কোপাবিষ্ট হইল। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! তখন ক্রোধসহকারে সেই বিশাল লোচন বিস্তার করিয়া ভগিনীকে কহিল, আমি ভোজন করিতে ইচ্ছা

করিতেছি; কোন্ মন্দ-বুদ্ধি তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে? হিড়িম্বে! তুমি কি মুগ্ধ হইয়াছ? আমার কোপ দেখিয়া কি তোমার ভয় হইতেছে না? রে অসতি! তুমি পুরুষের সংসর্গ অভিলাষ করিয়া আমার অপ্রিয় সাধন করিতেছ! তোমাকে ধিক্! তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাক্ষস রাজাদিগের যশঃশশ-ধরে কলঙ্ক আরোপণ করিলে। তুমি যাহাদিগের সাহসে সাহসী হইয়া আমার এই অত্যন্ত অপ্রিয় সাধন করিতেছ, আমি এই তোমার সহিত তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছি।

রাক্ষস-রাজ হিড়িম্ব আরক্ত লোচনে হিড়িম্বাকে এই কথা কহিয়া দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে পাণ্ডবদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। আঘাত করিতে সাতিশয় নিপুণ, তেজস্বী ভীমসেন তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিলেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীমসেন ঐ রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ-খাদক! তোর হিড়িম্বাকে প্রয়োজন কি? এই সকল সুখে নিদ্রাগত আমার ভ্রাতৃদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিবারই বা আবশ্যক কি? বেগ সহকারে আমার দিকেই আয় এবং আমাকেই প্রহার কর্। স্ত্রীহত্যা করা তোর উচিত নহে। বিশেষতঃ একের অপরাধে অন্যকে সংহার করিবি কেন? এই বালা অদ্য আপন ইচ্ছায় আমাকে কামনা করে নাই। মন্মথ ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে এই বিষয়ে প্রেরণ করিয়াছে। রে রাক্ষসা-পসদ! রে কুলাঙ্গার! তোর ভগিনী তোর আজ্ঞানুসারেই এই স্থানে আগমন করিয়া আমার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করত আমাকে অভিলাষ করিয়াছে। অতএব এই ভীরু অবলা তোর কোন অপরাধ করে নাই। মনসিজই এই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং এই নিরস্বিনীকে ভর্ৎসনা করা তোর কর্ত্তব্য নহে।

রে দুষ্টাশয়! আমার প্রাণ থাকিতে তুই এই কামিনীর প্রাণ হরণ করিতে পারিবি না। রে নর-খাদক! তুই একাকীই এক মাত্র আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি একাকীই অদ্য তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। অদ্য তোর মস্তক হস্তীর পদাঘাত-পিষ্টের ন্যায় আমার বাহুদণ্ডে পিষ্ট হইয়া চূর্ণীকৃত হইবে। অদ্য তুই রণ-স্থলে নিহত হইলে পর কঙ্ক, শ্যেন এবং গোমায়ুগণ তোর ভূমি-পতিত শরীর আকর্ষণ করিতে থাকিবে। ইতি পূর্ব্বে তুই নিরন্তর নর ভক্ষণ করিয়া যে বনকে ভয়ানক করিয়াছিলি, অদ্য আমি সেই বনকে রাক্ষস শূন্য করিব। রে রাক্ষস! তোর ভগিনী দেখিতে পাইবে, আমি অদ্য সিংহ মহাগজের ন্যায়, তোর মস্তক বারম্বার মর্দ্দন করিব। তুই প্রাণত্যাগ করিলে পর এই বনবিহারী মনুষ্যগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিবে।

হিড়িম্ব কহিল, রে নর! তোর এই বৃথা গর্জ্জন ও বৃথা বাক্যব্যয়ে কি ফল দর্শিবে। যেমন বলিতেছিস্ তেমনি কার্য্য দ্বারা আপনার শ্লাঘা প্রকাশ কর; আর বিলম্ব করিস্ না। তুই আপনিই মনে করিস, তুই অতিশয় বলবান্ ও পরাক্রমশালী; কিন্তু অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ করিলেই বুঝিতে পারিবি তোর কত বল, আপাততঃ আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিব না; ইহারা আপন ইচ্ছায় সুখে নিদ্রা যাউক্। এক্ষণে পরুষভাষী তোকেই সর্ব্বাগ্রে সংহার করিব। অগ্রে তোর দেহ হইতে রুধির পান করিব; অবশেষে ইহাদিগকে নিপাত করিব। চরমে এই অপ্রিয়কারিণীরও প্রাণ বধ করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, নর-মাংস-ভোজী সেই রাক্ষস এই কথা কহিয়া বাহুদ্বয় বিস্তার করত কোপভরে শত্রুতাপন ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীম, হাস্য মুখে অবিলম্বেই তাহার বেগ-চালিত সেই বাহুদ্বয় ধারণ করিলেন

এবং বলপূর্ব্বক উহাকে আরম্ভ করিয়া, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাহাকে সেই স্থান হইতে দ্বাত্রিংশ হস্ত অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস এই রূপে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। পাছে সেই শব্দে ভ্রাতাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, ভীমসেন সেই ভাবিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিলেন। তখন ভীমসেন ও হিড়িম্ব উভয়েই বল প্রকাশ করিয়া উভয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক মাতঙ্গের ন্যায় বৃক্ষরাজী ভগ্ন এবং লতাসমূহ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই ঘোর শব্দে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ জননীর সহিত নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিকটে মানুষরূপধারিণী হিড়িম্বাকে দর্শন করিলেন।

এক শত ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পুরুষ প্রধান পাণ্ডবগণ এবং কুন্তী নিদ্রাবসানে হিড়িম্বার অমানুষিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। অনন্তর কুন্তী তাহার রূপে মোহিত হইয়া সান্ত ও মধুর বাক্যে তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দিব্যাঙ্গনা-সদৃশ-রূপশালিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি কার্য্য-নিবন্ধন কোথা হইতে আসিয়াছ? যদি তুমি এই কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা অপ্সরা হও, তাহা হইলে কি নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ বল।

হিড়িম্বা উত্তর করিল, ঐ যে মেঘের ন্যায় নীল-বর্ণ অরণ্য দেখিতেছেন; হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ও আমি উহাতে বসতি করি। ভাবিনি! আমি ঐ রাক্ষস-রাজ হিড়ি-

শ্বের ভগিনী। আমার ভ্রাতা আপনাকে এবং আপনার পুত্রদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়া ছিল। আর্য্যে! আমি সেই খল-বুদ্ধি ভ্রাতার আজ্ঞাক্রমে এই স্থানে আসিয়া আপনার নূতন-স্বর্ণ-কান্তি মহাবল পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। শোভনে! যিনি সকল প্রাণীরই শরীরে সঞ্চরণ করেন, আমি আপনার পুত্রকে দেখিয়াই সেই মনসিজের নিদেশবর্ত্তীনী-হইলাম। আমি সেই কাম-বেগ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃত কার্য্য হইতে পারিলাম না। সুতরাং আমি আপনার পুত্রকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলাম। অবশেষে সেই রাক্ষস-রাজ যে কর্ম্ম সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার বিলম্ব দেখিয়া, আপনার পুত্রদিগকে সংহার করিবার জন্য আপনিই উপস্থিত হইল। অনন্তর আপনার শ্রীমান্ ধীসম্পন্ন মহাত্মা তনয় তাহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছেন। চাহিয়া দেখুন ঐ নর ও রাক্ষস উভয়ে যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাহার এই কথা শুনিয়াই বীর্য্য-শালী যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ঐ যুদ্ধ-স্থলের নিকটে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে রাক্ষস ও ভীমসেন জয়ের আশা করিয়া উভয়ে উভয়কে বলবান্ সিংহদ্বয়ের ন্যায় আকর্ষণ করিতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার আকর্ষণ করিতে করিতে দাবানলের ধূম-সদৃশ ধূলিপটল উত্থিত করিতেছেন। সেই ধূলিপুঞ্জে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাদিগের গিরি-সন্নিভ দেহদ্বয় নীহারাবৃত শৈলের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

অনন্তর অর্জ্জুন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে ভীমসেনকে ক্লেশ পাইতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি ক্লেশ পাইবেন না। আমরা অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ করিয়াছিলাম, এই কারণে আপনাকে যে এই প্রকার ভীম-রূপ রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। পার্থ! আমি এই তোমার সহায়তা করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলাম। আমি নিজেই এই রাক্ষসকে সংহার করিব। নকুল এবং সহদেব জননীকে রক্ষা করিবেন।

ভীম উত্তর করিলেন তোমার আর ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি দর্শন কর; অত ব্যস্ত হইও না। আমি যখন এই রাক্ষসকে আমার বাহুদ্বয়ের ভিতরে আনিয়াছি, তখন অবশ্যই ইহাকে বিনাশ করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভীম! এই রাক্ষসকে আর অধিক কাল জীবিত রাখিবার আবশ্যক কি? হে অরিন্দম। যদি আমাকে যাইতে হয়, তবে এ স্থানে আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারি না। ইহার পর প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত ও পূর্ব্বদিক্ লোহিত-বর্ণ হইবে। রৌদ্রমূহূর্ত্তে রাক্ষসেরা বলবান্ হয়। অতএব আপনি সত্বর হউন্! ইহাকে লইয়া আর ক্রীড়া করিবেন না। এই ভয়ানক রাক্ষসকে নিক্ষেপ করুন্। ইহার পর এ মায়া প্রকাশ করিতে পারে, অতএব আপনি বাহুবল প্রয়োগ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীমসেন ধনঞ্জয়ের সেই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বায়ুর বল সংগ্রহ করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই সেই রাক্ষসের নীরদবর্ণ দেহ এক শত বারেরও অধিক উত্তোলন করিয়া ভ্রমণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, যে রাক্ষস! তুই বৃথা মাংসে শরীর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছিস্, অতএব তুই বৃথা

মরণেরই যোগ্য; সুতরাং তুই অদ্য বৃথা মরণই প্রাপ্ত হইবি। অদ্য আমি কণ্টক উত্তোলন করিয়া এই বনের ভয় দূর করিব। তুই ইহার পর আর মনুষ্যদিগকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না। ইতি-মধ্যে অর্জ্জুন কহিলেন, ভীমসেন! যদি আপনি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে পরাজয় করা কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন, তবে বলুন আমি আপনার সহায়তা করি; নতুবা আপনি ইহাকে শীঘ্রই সংহার করুন; কিম্বা আজ্ঞা করুন, আমি একাকীই ইহাকে নিপাত করি। আপনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; কার্য্যও প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন, অতএব এক্ষণে নিবৃত্ত হউন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীম অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বল প্রকাশ করিয়া সেই রাক্ষসকে ভূতলে পাতিত করিয়া পশুর ন্যায় সংহার করিলেন। রাক্ষস মরণসময়ে আর্দ্র-ভেরী রবের ন্যায় শব্দ করিয়া নিখিল কানন পূর্ণ করিল। বলশালী মহাবাহু পাণ্ডুতনয় ভীমসেন রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বাহুবলে তাহার কটিদেশ ভগ্ন করত পাণ্ডবদিগকে সন্তুস্ট করিলেন। পাণ্ডবেরা হিড়িম্ব বিনস্ট হইল দেখিয়া ভীমের অনেক প্রশংসা করিলেন। অবশেষে অর্জ্জুন তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিলেন, বিভো! আমার অনুমান হয় নগর এই বন হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। চলুন আমরা সত্বর সেই স্থানে গমন করি। তাহা হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না।

অনন্তর কুন্তী ও অন্যান্য পাণ্ডুপুত্রেরা অর্জ্জুনের এই বাক্যে অনুমোদন করিয়া সেই স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। হিড়িম্বা তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এক শত চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৪।

হিড়ম্বা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে দেখিয়া ভীমসেন কহিলেন, হিড়ম্বে! রাক্ষসেরা মোহিনী মায়া প্রদর্শন করে বটে; কিন্তু মনে মনে পূর্ব্বকৃত শত্রুতা স্মরণ করিয়া রাখে। অতএব তুমিও তোমার ভ্রাতার গতি লাভ কর।

ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীম! যদিও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকে, তথাপি স্ত্রী হত্যা করিও না। পাণ্ডুনন্দন! শরীর অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। অতএব ধর্ম্মই রক্ষা কর। বলিষ্ঠ রাক্ষস আমাদিগকে সংহার করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল; যখন তাহাকেই বিনাশ করিয়াছ, তখন আর তাহার এই ভগিনী ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের কি করিতে পারে?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর হিড়িম্বা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিল এবং কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, আর্য্যে! মহিলারা মদন-ব্যথায় যে রূপ ব্যথিত হয় আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। শুভে! ভীমসেন আমাকে যে অনঙ্গযাতনা দিতেছেন, আমি তাহাতে অতিশয় কাতর হইয়াছি আমি এতক্ষণ সময়ের অপেক্ষা করিয়া সেই অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতে ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে সুখের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি বন্ধুবর্গ, আপনার ধর্ম্ম ও আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্র পুরুষ-প্রধান ভীমসেনকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। যশস্বিনি! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যদি এই বীর বা আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব। অতএব আপনি মূঢ়া, ভক্তা বা অনুগতা, যে কোন প্রকার মনে করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনার পুত্র আমার ভর্ত্তা ভীমসেন যাহাতে আমাকে গ্রহণ করেন, আপনি তাহা করিয়া দিউন। আমি

দেবপ্রতিম স্বামীকে লইয়া যে স্থানে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাই। অনন্তর ইহাঁকে আবার আনিয়া দিব। শুভে! আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। আপনারা আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আপনারা যে স্থানে বলিবেন, সেই স্থানেই আপনাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইব। দুর্গম বা বিষম স্থানে কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলেও তাহা হইতে উদ্ধার করিব। অপর আপনারা কোথাও সত্বর গমন করিতে ইচ্ছা করিলে আপনাদিগকে তথায় বহন করিয়া লইয়া যাইব। আপনারা প্রসন্ন হইয়া ঐ রূপ করিয়া দিউন, যাহাতে ভীমসেন আমার মনোরথ পূর্ণ করেন। বিপদ্ হইতে, মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিবে এবং সেই একমাত্র ধর্ম্মের অনুমর্ত্তী হইয়া সকল বিষয়ই স্বীকার করিবে। বিপদ্ ভিন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক আর অন্য নাই। অতএব যিনি বিপদ্ কালেও ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, জীবন রক্ষার নিমিত্তই পুণ্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুণ্যই জীবন দান করিতে পারে। অতএব সেই জীবন ধারণের নিমিত্ত যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে অপযশঃ নাই।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হিড়িম্বে। তুমি যাহা বলিলে সে সকলই সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি নিজে যে রূপ কহিলে, সেই সত্যে তোমাকে বদ্ধ থাকিতে হইবে। ভদ্রে! ভীম স্নান আহ্নিক ও মঙ্গলাচরণ করিলে পর তুমি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেবা করিতে পারিবে। দিবাভাগে তাঁহার সহিত ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া রাত্রি উপস্থিত হইলেই তাহাকে এই স্থানে আনিয়া দিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভীম তখন সম্মত হইয়া হিড়িম্বাকে কহিলেন, রাক্ষসি! আমি তোমার নিকট এক সত্য করি-

তেছি; যত দিন তোমার পুত্র না জন্মে, তত দিন প্রত্যহ তোমার সহিত যাইব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর রাক্ষসী তাহাই স্বীকার করিয়া ভীমকে গ্রহণ করত আকাশপথে যাত্রা করিল। মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামিনী নিশাচরী নানা ভূষণে ভূষিত মনোহর রূপ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভীমসেনকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কখন মনোহর পর্ব্বত-শিখরে; কখন মৃগ ও পক্ষিদিগের শব্দ-পূরিত দেবালয়ে; কখন বন-স্থলে, কখন পুষ্পিত পাদপ-শোভিত সানুদেশে; কখন নীল ও রক্ত বর্ণ পদ্ম-পুষ্প-বিরাজিত সরোবরের সলিলে; কখন বৈদুর্য্য ও বালুকাময় সৈকতে কখন রম্য বন ও অমৃত-সুস্বাদু জলে শোভিত তীর্থ নদীতে; কখন পুষ্পিত-পাদপ রাজি ও লতাপূরিত কাননে; কখন হিমালয়ের কুঞ্জ-মধ্যে; কখন নানা গুহার অভ্যন্তরে, কখন মণি ও স্বর্ণ-পূর্ণ সাগর-পুলিনে; কখন সুন্দর নগর ও উপবনে কখন পবিত্র দেবারণ্যে; কখন গুহ্যকদিগের বাসস্থানে, কখন তপস্বিদিগের আশ্রমসন্নিধানে; কখন বা ছয় ঋতুর পুষ্প-সম্বলিত মোহন মানস সরোবরে ভ্রমণ করিয়া ভীমের চিত্ত-তুষ্টি উৎপাদন করিতে লাগিল। অবশেষে সেই নিশাচরী ভীমসেনের ঔরসে ভীমাকার দীর্ঘাকার, অনুপম বলবীর্য্য-সম্পন্ন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী মহাবলবান্ বৃহৎ-বাহু, ভীমবেগ, মায়াবী, শত্রুতাপন, মানুষবংশ-সম্ভূত, অথচ অমানুষ পুত্র লাভ করিলেন। ঐ সন্তানের চক্ষুঃ অতি বিকৃত; মুখ অতি-বিস্তৃত; কর্ণ শঙ্কুরন্যায়; রব অতি-ভয়ঙ্কর; ওষ্ঠ তাম্র বর্ণ; দন্ত তীক্ষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ; বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ এবং পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম্) বক্র ও সাতিশয় উন্নত হইল। সে মনুষ্যবর্তীয় পিশাচ ও রাক্ষস অপেক্ষাই অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। রাজন্! ঐ সন্তান বাল্যকালেই যৌবন প্রাপ্ত

হইল। মনুষ্য লোকে প্রচলিত যাবতীয় অস্ত্রই নিক্ষেপ করিল। রাক্ষসীরা গর্ব্ভ ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎই প্রসব করে। বালকও ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইচ্ছানুসারে নানা রূপ ধারণ করিতে পারে। কটি, গ্রীবা, মুখ, কর্ণ, কেশপাশ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরূপতা-বশতঃ বিবিধ-কান্তি-সম্পন্ন মহৎ ধনুর্দ্ধারী হিড়িম্বানন্দন জন্ম লাভ করিয়াই প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ গ্রহণ করিল। তাঁহারাও তাহার নামকরণ করিলেন। ঐ বালকের কচ (কেশ) ঘটের ন্যায় উন্নত ছিল। হিড়িম্বা তাহাকে দেখাইয়া কহিল "এই বালক ঘটের ন্যায় উৎকচ।" ভীম সেই হেতু তাহার নাম "ঘটোৎকচ" রাখিলেন। ঘটোৎকচ স্বাধীন হইয়া পাণ্ডবদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। পাণ্ডবেরাও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

অনন্তর হিড়িম্বা পূর্ব্বকৃত নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডবদিগকে কহিল, আমার স্বামিসহবাসের কাল অতীত হইল। নিশাচরী এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিল। ঘটোৎকচও "আবশ্যক হইলে উপস্থিত হইব" পিতৃদিগকে এই কথা বলিয়া সেই দিকেই যাত্রা করিল। ইন্দ্র কর্ণের অপ্রতিবিধেয় একঘাতিনী শক্তির জন্য এই ঘটোৎকচকে প্রতিযোদ্ধা রূপে সৃষ্টি করিলেন।

এক শত পঞ্চ পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবেরা জটা ধারণ এবং মৃগচর্ম্ম ও বল্কল পরিধান করিয়া তপস্বীর বেশে

মৃগবধ করিতে করিতে জননীর সহিত বনে বনেই গমন করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল এবং কীচক দেশের মনোহর বন-প্রদেশ ও সরোবর সকল দর্শন করিলেন। তাঁহার কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত কুন্তীকে বহন করিতে লাগিলেন, কোথাও বা ধীরে ধীরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার বেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা তাঁহারা কোন স্থানে নিখিল বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পিতামহ ব্যাসদেব তাঁহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই তাঁহারা মাতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করত করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাস কহিলেন, রাজগণ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অধর্ম্ম করিয়া যে তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। সেই জন্যই তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইলাম; তোমরা ইহাতে দুঃখ অনুভব করিও না। এ সমস্তই তোদিগের সুখের কারণ হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং তোমরা, উভয়কেই তুল্য রূপে স্নেহ করা আমার উচিত বটে, কিন্তু যে পক্ষ ক্ষীণবল ও বালক যে মনুষ্যেরা তাহাকেই অধিকতর স্নেহ করেন। এই কারণে এক্ষণে তোমাদিগের প্রতিই আমার অধিক স্নেহ হইয়াছে। আমি সেই কারণেই তোমাদিগের হিত সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। শ্রবণ কর, ঐ যে নগর দেখিতেছ উহাতে কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। আমি যতদিন পর্য্যন্ত না প্রত্যাগমন করি তোমরা ততদিন গুপ্ত ভাবে ঐ নগরে বসতি কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতী-নন্দন ধর্ম্মাত্মা ব্যাসদেব এই বলিয়া সান্ত্বনা করত পাণ্ডবদিগকে সমভিব্যাহারে

লইয়া সেই দৃশ্যমান একচক্রা নগরীর দিকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পুনর্ব্বার কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, পুত্রি! জীবিত থাক; তোমার পুত্র ধর্ম্মনিরত মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপূর্ব্বক ভূমণ্ডল জয় করিয়া সকল রাজাদিগের উপরই আধিপত্য করিবেন। ইনি ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে সসাগরা ধরণী অধিকার করিয়া অবশ্যই ভোগ করিবেন। তোমার ও মাদ্রীর এই মহারথী পুত্রগণ নিজ রাজ্য মধ্যে পরমানন্দে ক্রীড়া করিবেন। এই নরসিংহেরা পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করত ভূরি ভূরি দক্ষিণা দান করিবেন। ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ দ্বারা বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়া পরমানন্দে পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই কথা বলিয়া ব্যাস একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তোমরা আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাক। তোমরা দেশ কাল বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিলে পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। মহারাজ! পাণ্ডবেরা সকলেই কৃতাঞ্জলি-পুটে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই গমন করিলেন।

এক শত ষট্ পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে হিড়িম্ব বধ পর্ব্ব সমাপ্ত। ১৫৬।

বক বধ পর্ব্ব।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজবর! মহারথ কুন্তী-নন্দনেরা একচক্রা নগরীতে বসতি করিয়া অবশেসে কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারথ কুন্তী-নন্দনেরা একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণের গৃহে অধিক দিন বাস করেন নাই। রাজন্! সেই সময়ে তাঁহারা প্রত্যহ নানা মনোহর বনস্থান, সরোবর ও নদী দর্শন করিয়া ভিক্ষা করত সেই নগরীর সর্ব্ব স্থানেই বিচরণ করিতেন। আপনার গুণে তাঁহারা, ক্রমে ক্রমে নগরবাসিদিগের অত্যন্ত প্রণয়-ভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া যে কিছু প্রাপ্ত হইতেন, রাত্রিভাগে আসিয়া জননীকে সে সমুদায় সমর্পণ করিতেন। অনন্তর কুন্তী ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা ভোজন করিতেন। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের অর্দ্ধেক ভীমসেন, এবং অপর অর্দ্ধেক যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কুন্তী ইহারা সকলে ভক্ষণ করিতেন। মহারাজ! পাণ্ডবেরা এই রূপে ঐ রাজ্যে বসতি করিয়া কিছু কাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর এক দিন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু দৈব ক্রমে ভীমসেন জননীর সহিত গৃহেই রহিলেন। ইতিমধ্যে কুন্তী শুনিতে পাইলেন সেই ব্রাহ্মণের গৃহ মধ্যে এক ভয়ানক আর্ত্তনাদ হইতেছে। তিনি দয়া ও সৎস্বভাবশালিনী ছিলেন, সুতরাং সেই বিলাপ-ধ্বনি ও রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

অসহ্য দুঃখ তাঁহার অন্তঃকরণ বিলোড়ন করিতে লাগিল। তখন কল্যাণী ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমরা এই ব্রাহ্মণের গৃহে সচ্ছন্দে বাস করিতেছি। ধৃতরাষ্ট্রের তনয় এস্থানে আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। অতএব আমি নিরন্তরই ভাবিয়া থাকি যে, যেমন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহাত্মারা যাঁহাদিগের গৃহে বসতি করেন, তাঁহাদিগেরই হিতসাধন করেন তেমনি আমিও কি রূপে এই ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার করি। বৎস! কেহ উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপকার করে সেই যথার্থ পুরুষ। যে পরিমাণে উপকার করে, প্রত্যুপকার তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে করাই উচিত। আমার অনুমান হইতেছে এই ব্রাহ্মণের গৃহে নিশ্চয়ই কোন দুঃখ উপস্থিত। অতএব সাহায্য করিয়া যদি এই বিপদ্ হইতে ইহাঁকে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলেও উহার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করা হয়। ভীম কহিলেন, আপনি অগ্রে জানিয়া আসুন এই ব্রাহ্মণের কি নিমিত্ত কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; পশ্চাৎ অতি দুঃসাধ্য হইলেও, আমি তাহার প্রতীকার করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ কথোপ-কথোন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর, যেমন আপনার বৎস রুদ্ধ থাকিলে কামধেনু তাহার নিকট ধাবিত হয়, সেই রূপ কুন্তী সত্বরপদসঞ্চারে সেই মহাশয় ব্রাহ্মণের পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ-ভার্য্যা, পুত্র ও দুহিতার সহিত উপবেশন করিয়া ম্লানবদনে রোদন করিতেছেন। বলিতেছেন, এই সংসারে জীবিত থাকিলেই পরের অধীন হইয়া অশেষ অনিষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিতে হয়। অতএব এ রূপ নিস্ফল ও সারহীন জীবনে ধিক্! জীবন ধারণ করিলেই অপার দুঃখ ও পীড়া সহ্য

করিতে হয়। জীবিত ব্যক্তির দুঃখ নিশ্চয়ই আছে। এক আত্মা কখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনকে নির্ব্বিরোধে ভজনা করিতে পারেন না! অতএব ইহাদিগের বিচ্ছেদ হইলেই অশেষ দুঃখ উপস্থিত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাই যে মুক্তিই উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা সংসারানুরক্ত; অতএব আমরা তাহা লাভ করিবার যোগ্য নহি। আর, অর্থ লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবেই দুঃখের ভাগী হইতে হয়। দেখ উপার্জ্জনের লালসাই দুঃখজননী। অর্থ প্রাপ্ত হইলেও সুখ নাই; কারণ তখন তাহার প্রতি মায়া জন্মে। সুতরাং যদি কোন রূপে ঐ অর্থের ক্ষয় হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখভোগ করিতে হয়। এই আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায়ও দেখা যাইতেছে না। স্ত্রীপুত্র লইয়া কোন শঙ্কা-শূন্য স্থানে কি পলায়ন করিব? ব্রাহ্মণি! মনে করিয়া দেখ, যে স্থানে কোন উপদ্রব নাই, পূর্ব্বে আমি সেই স্থানে পলায়ন করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হও নাই। আমি যত বার বলিয়াছিলাম, "চল এ স্থান হইতে অন্য স্থানে যাই" তুমি তত বার দুর্ব্বুদ্ধিবশে বলিয়াছিলে "না, ইহা আমার পৈতৃক স্থান; আমি এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছি; অতএব এই স্থান ত্যাগ করিতে পারিব না।" প্রেয়সি! তোমার পিতা, মাতা, ও বন্ধুবর্গ তাহার বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; তথাপি কি জন্য তোমার এই স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় নাই। তুমি যেমন বন্ধুদিগের পার্শ্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর নাই, তেমনি এক্ষণে তোমার বন্ধু-বিয়োগ উপস্থিত হইল। এই জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। অধিক কি, এক্ষণে আমিই প্রাণ ত্যাগ করিব; কারণ আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কোন রূপেই বন্ধু-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী;

মাতার ন্যায় সতত আমাকে স্নেহ করিয়া থাক। তুমি জিতে-ন্দ্রিয়া। অতএব তোমা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। দেবতারা তোমাকে আমার সখা স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন। তুমি সৎকুলোদ্ভবা এবং সুশীলা। তুমি আমাকে পুত্র প্রসব করিয়া দিয়াছ। নিরন্তর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাক। পূর্ব্বে আমি শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে তোমাকে বরণ করিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। অতএব নিজের জীবনরক্ষা করিবার জন্য তোমাকে কি রূপে পরিত্যাগ করিব। এই যে পুত্র, এ অতি বালক। অদ্যাপি ইহার শ্মশ্রুরেখা প্রকাশিত হয় নাই। অতএব আমি আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্ত ইহাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? বিধাতা উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এই কন্যারত্ন আমার নিকট গচ্ছিত ধনের ন্যায় রক্ষা করিয়াছেন। আমি আশা করিয়া আছি, যদি ইহার উদরে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আমি পিতৃদিগের সহিত দৌহিত্র লোক লাভ করিব। অতএব এই বালিকা নন্দিনীকে আপনি উৎপাদন করিয়া এক্ষণে কি রূপে আপনিই পরিত্যাগ করি? কেহ বলেন, পিতা পুত্রকেই অধিক ভাল বাসেন। কেহ কেহ বা কহিয়া থাকেন, দুহিতার প্রতিই তাঁহার অধিক প্রেম জন্মে। কিন্তু আমি উভয়কে সমান স্নেহ করি। দুহিতা হইতে সদ্গতি লাভ করা যায়; দুহিতা হইতে বংশ রক্ষা হয় এবং দুহিতা হইতে নিত্য সুখ অনুভব করা যায়। অতএব আমি সেই পাপস্পর্শশূন্যা বালিকা দুহিতাকে কি সাহসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আর যদি আমি আপনার জীবন পরিত্যাগ করিয়া সংসার লীলা সম্বরণ করি, তাহা হইলেও আমার দুঃখ থাকিবে; কারণ আমি জীবিত না থাকিলে আমার এই পুত্র-কন্যাও কখন জীবিত থাকিতে পারিবে না। অপর, ইহা-দিগের একজনকেও পরিত্যাগ করিলে অতি নিন্দিত নিষ্ঠুর

কর্ম্ম করা হয়। আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেও ইহাদিগের কেহ জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আমি মহা শঙ্কটে নিমগ্ন হইলাম। হায়! এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায়ও দেখিতেছিনা। আমাকে ধিক্! আমার ও আমার এই পরিবারদিগের অন্য কোন গতিই নাই। সুতরাং পরিবারদিগের সহিত আমার প্রাণ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। জীবিত থাকা আর কোন মতেই উচিত নহে।

এক শত সপ্ত পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৭।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনি পণ্ডিত; অতএব প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় আপনার শোক করা উচিত হয় না। এক্ষণে শোকের আর সময় নাই। পৃথিবীস্থ মনুষ্য মাত্রেকেই অবশ্য মরিতে হইবে। অতএব অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে শোক প্রকাশ করা বিধেয় নহে। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই পত্নী, পুত্র ও কন্যা কামনা করে। অতএব আপনি সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া মনোব্যথা দূর করুন। আমি আপনিই সেই স্থানে গমন করিব। এই সংসার-মধ্যে পত্নী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পতির হিত সাধন করিবে। সেই তাহার সনাতন ধর্ম্ম। অতএব আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহ লোকে যশ এবং পর লোকে অক্ষয় সদ্গতি লাভ করিব। তাহাতে আপনারও সুখসাধন করা হইবে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! আমি যাহা বলিলাম, সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাহাতে আপনারও বিপুল ধর্ম্মার্থ সাধন করা হইবে। যে উদ্দেশ্যে লোকে ভার্য্যা স্বীকার করে, আমি তাহা

সিদ্ধ করিব। আমি পুত্র ও কন্যা প্রসব করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। আপনি এই পুত্র ও কন্যার ভরণ পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন; কিন্তু আমা হইতে সে কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি আমার প্রাণ ধন প্রভৃতি সকলেরই অধিকারী; আপনি পরলোক গমন করিলে আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিতে পারিব? আমি মরিলে 'পর এই দুইটী বালক সন্তান কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিবে। আপনি না থাকিলে আমি কি রূপেই বা সৎ পথে থাকিয়া ইহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিব। আর ইহার পর আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে অযোগ্যপাত্র, কলঙ্কিত ও দর্পোদ্ধত ব্যক্তিরা যদি এই কন্যাকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলেই বা আমি ইহাকে কি রূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব? পক্ষিসকল যেমন ভূমি-নিক্ষিপ্ত আমিষ-পিণ্ডকে কামনা করে, সেইরূপ মনুষ্যগণ বিধবা রমণীর প্রতি লোভী হয়। হে বিপ্র চূড়ামণে! আমি বিধবা হইলে দুষ্ট ব্যক্তিরা আমার মন বিচলিত করিতে পারিবে। নাথ! তাহা হইলে আমি কি রূপে সাধুদিগের প্রশংসিত পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব? আপনার বংশের এই একমাত্র বালিকা দুহিতাকে বা কি প্রকারে আপনার পিতৃপৈতামহ পথে স্থাপন করিতে সমর্থ হইব? যেরূপ শূদ্রেরা বেদ শ্রবণের নিমিত্ত প্রার্থনা করে, সেই রূপ দুষ্ট ব্যক্তিরা এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে কামনা করিবে। তখন যদি আমি আপনার গুণগ্রামে ভূষিতা এই কন্যাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে যে রূপ কাকে যজ্ঞীয় ঘৃত হরণ করে সেই রূপ তাহারা ইহাকে অপহরণ করিবে। অতএব আমাকে লোকে অবজ্ঞা করিবে; সুতরাং আমার কি দশা হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে

পারিতেছি না। সেই অবস্থায় আপনার এই সন্তানকে আপনার অনুপযুক্ত এবং আপনার এই কন্যাকে অযোগ্য ব্যক্তির বশবর্ত্তী দেখিয়া আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব। তখন ইহারা আপনার ও আমার অভাবে জলহীন মীনের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব আপনি বিচার করিয়া দেখুন, আপনি প্রাণত্যাগ করিলে আমার এবং এই দুই পুত্র কন্যার এই তিনেরই জীবন বিনাশ হইবে; সুতরাং আমি বিবেচনা করি, আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনার কর্ত্তব্য। ব্রহ্মন্! ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, পুত্রবতী কামিনী যদি স্বামীর পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিতে পারে তাহা হইলে সেই তাহার সৌভাগ্য। আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত আমি পুত্র, কন্যা ও আপনার জীবন, এই সমস্তই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। স্ত্রীলোকে বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দান, এ সর্ব্বাপেক্ষাই স্বামীর প্রিয়সাধন ও হিতানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে। অতএব আমি যাহা করিতে কল্পনা করিলাম তাহাই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মসঙ্গত। তাহাতে আপনার এবং আপনার বংশেরও মঙ্গল হইবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্য বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধন রক্ষা করিবে; ধনের দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, কিন্তু স্ত্রী দ্বারাই হউক, আর ধনের দ্বারাই হউক আপনাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই উভয় ফল সাধনের নিমিত্তেই পুত্র কন্যা উৎপাদন এবং বিবাহ করিবে। এক দিকে কুল ও অপর দিকে আপনাকে রাখিয়া তুলনা করিলে সমস্ত কুল অপেক্ষাই আত্মা গুরুতর হয়। অতএব আর্য্য, আপনি আমার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করুন; বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া আপনাকে রক্ষা করুন;

এবং আমাকেই গমন করিতে আজ্ঞা করুন। আপনি এই পুত্র ও কন্যার ভরণ পোষণ করিবেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, স্ত্রীজাতি অবধ্য এবং রাক্ষসেরাও ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব সেই রাক্ষস আমাকে সংহার না করিলেও করিতে পারে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এস্থলে পুরুষের বধ নিশ্চয় এবং স্ত্রীলোকের বধ অনিশ্চিত হইতেছে; সুতরাং আমাকেই প্রেরণ করা উচিত। আমি অশেষ সুখ ভোগ করিয়াছি। আপনিও আমার অনেক প্রিয়সাধন করিয়াছেন। আমি প্রভূত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছি এবং আপনা হইতে সন্তানও প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে জীবন ত্যাগ করিতে আমার দুঃখ নাই। আমি সন্তান প্রসব করিয়াছি; বৃদ্ধ হইয়াছি এবং আপনার হিতসাধন সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। এই সকল ভাবিয়াই আমি জীবন ত্যাগ করিতে স্থির করিতেছি। আর, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি আবার বিবাহ করিতে পারেন; সুতরাং পুনর্ব্বার ধর্ম্মও আচরণ করিতে পারিবেন। হে মঙ্গল-নিধান! পুরুষে বহু বিবাহ করিলে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না; কিন্তু স্ত্রীজাতি পূর্ব্ব স্বামীকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিলে অধর্ম্মভাগিনী হয়। আপনি এই সকল এবং আত্মহত্যা নিন্দিত, বিবেচনা করিয়া আপনার বংশ, এই পুত্র ও কন্যার এবং আপনাকে রক্ষা করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভরতনন্দন! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত উভয়ে দুর্ব্বিষহ দুঃখ-ভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এক শত অষ্ট পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর সেই কন্যা শোকার্ত্ত পিতা মাতার বাক্য আমূলতঃ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, আপনারা কি জন্য শোকে অধীর হইয়া অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন? আমি এক কথা বলিতেছি শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। এক কালে আমাকে ধর্ম্মানুসারে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন; অতএব যখন আমার ত্যাগই নিশ্চয় রহিয়াছে, তখন একমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারা সমুদায় রক্ষা করুন। লোকে নিস্তার পাইবার আশা করিয়াই সন্তান কামনা করে। অতএব এই উপস্থিত বিপদ্‌সাগরে আপনি এই দুহিতারূপিণী তরণীর সাহায্যে উত্তীর্ণ হউন। কি ইহ লোক, কি পরলোক আত্মজ হইতে উভয় লোকেই নিস্তার পাওয়া যায়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই কারণেই তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকেন। পিতৃগণ দৌহিত্র হইতে উদ্ধার পাইবার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি আপনিই পিতার প্রাণ রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের উদ্ধার করিব। পিতঃ! যদি আপনি লোকযাত্রা সম্বরণ করেন, তাহা হইলে আমার এই শিশু ভ্রাতা নিশ্চয় অকালে কাল-কবলে কবলিত হইবে; সুতরাং আপনার এবং আমার এই ভ্রাতার দুই জনের অভাবে পিতৃদিগের পিণ্ডলোপ হইবে। তাহাতে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিবে। আর, তখন, আমিও পিতা ও ভ্রাতাকে না দেখিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিব। জননীও স্বামী পুত্রের শোকে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমি দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইব। কিন্তু আপনি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া এই বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে মাতা, শিশু ভ্রাতা, বংশ ও পিণ্ড সকলই রক্ষা হইবে। পিতঃ! পুত্র আপনার তুল্য এবং পত্নী সখির সদৃশী; কিন্তু কন্যা কষ্টস্বরূপা; অতএব সেই কষ্টরূপিণী দুহিতাকে

পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করুন। আমাকে ধর্ম্ম আচরণে আজ্ঞা করুন। তাত! আমি বালিকা; অতএব আপনি জীবন ত্যাগ করিলে আমাকে যে সে দ্বারে যাইতে হইবে। অতএব আমি এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া কুল রক্ষা করিব। তজ্জন্য আমার অনেক ফল হইবে। আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাক্ষসের নিকট গমন করেন তাহা হইলে আমাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন হে সাধু-শ্রেষ্ঠ! আমার এবং ধর্ম্ম ও কুল-রক্ষার উপরোধে আপনি আপনাকে রক্ষা করুন। আমাকে ত এক কালে অবশ্যই ত্যাগ করিবেন; অতএব তখন না হইয়া এই সময়েই ত্যাগ করুন। যে কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া নিশ্চয় আছে তাহাতে আর কাল-বিলম্ব করা আবশ্যক কি? আপনি পরলোক যাত্রা করিলে আমরা কুক্কুরের ন্যায় অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব; পিতঃ! তাহার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে? আপনি এই ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইয়া যদি বন্ধু বান্ধবের সহিত সুখে কালাতিপাত করেন তাহা হইলে আমি স্বর্গে সুখে বসতি করিতে পারিব। আমরা শ্রবণও করিয়াছি যে এই রূপ বিপদে অন্যায় করিয়া ও কন্যা সমর্পণ করত লোক যদি পিতৃদিগকে জল দান করে তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদিগের হিতকারী হয়।

দুহিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা ও মাতা তাঁহার সহিত একত্রে রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে শিশু সন্তান তাঁহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া প্রফুল্ল লোচনে হাস্য বদনে মধুর অর্দ্ধস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করত কহিতে লাগিল, পিতঃ! মাতঃ! আপনারা রোদন করিবেন না। ভগিনি! আপনিও শোক করিবেন না। বালক এই কথা বলিয়া প্রত্যেকের নিকট এক এক বার করিয়া যাইতে

লাগিল। অনন্তর এক তৃণ গ্রহণ করিয়া কহিল, আমি এই তৃণ দ্বারা সেই নরমাংস-ভোজী রাক্ষসকে বিনাশ করিব। তখন যদিও পিতা, মাতা ও ভগিনী সাতিশয় দুঃখিত ছিলেন, তথাপি তাহার সেই অর্দ্ধস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের আনন্দ জন্মিল।

অনন্তর কুন্তী মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার এই অবসর উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং যেরূপ অমৃত দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে উজ্জীবিত করে সেইরূপ তাঁহাদিগকে যেন পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করিয়াই কহিতে লাগিলেন।

এক শত উনষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯।

কুন্তী কহিলেন, যে কারণে আপনারা এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, আমি তাহা জানিতে অভিলাষ করি; কারণ যদি সমর্থ হই তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তপস্বিনি! তুমি সাধু ব্যক্তির উপযুক্তই বলিতেছ বটে; কিন্তু এ দুঃখ নিবারণ করিতে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। বকনামে এক রাক্ষস এই নগরের নিকটে বাস করে। সেই নরখাদক এই নগরের এবং এই প্রদেশের অধিকারী। নরমাংসে পরিপুষ্ট, বলশালী সেই দুষ্টাশয় অসুর-রাজ এই প্রদেশ রক্ষা করে। তাহার ভুজবলে রক্ষিত হইতেছি বলিয়া পররাজ্য বা অন্য কোন প্রাণী হইতেই আমাদিগের কোন ভয় নাই। ঐ রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্ত এক শকট অন্ন দুইটি মহিষ এবং যে মনুষ্য উহা লইয়া যায় তাহাকেও

করস্বরূপে আমাদিগকে নিত্য প্রদান করিতে হয়। এই দেশবাসী গৃহস্থেরা পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যহ তাহাকে ঐ কর দান করে। অনেক বৎসর অন্তর এক এক গৃহস্থের এইরূপ তুস্তর বার × উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি কখন কোন গৃহস্থ ইহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ঐ রাক্ষস তাহাকে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত সংহার করিয়া আহার করে। বেত্রকীরগৃহ নামক স্থানে এই প্রদেশের এক রাজা আছেন; তিনি নির্ব্বুদ্ধি; নীতি অবলম্বন করেন না। যদিও তিনি নিজে রাক্ষস বধ করিতে অসমর্থ বটেন; তথাপি যাহাতে প্রজাদিগের চিরকালের নিমিত্ত মঙ্গল হইতে পারে এ রূপ কোন উপায়ও উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করেন না, সেই জন্য আমরা নিরন্তর উদ্বিগ্ন আছি। যখন তাঁহার রাজ্যে বসতি করিতেছি তখন ত নিশ্চয়ই আমাদিগের এই তুঃখ উপস্থিত হইবে। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-দিগকে আপনার অধিকারে বাস করাইতে পারেন না; কারণ তাঁহারা কাহারও ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করেন না; কামচারী পক্ষীর ন্যায় আপন গুণে যথা ইচ্ছা বসতি করেন। কিন্তু আমি ইহার অন্যথা আচরণ করিয়াছি। আর, কথিত আছে যে অগ্রে রাজা, পরে পত্নী, তদনন্তর ধন উপার্জ্জন করিবে। এই তিন বিষয় সঞ্চয় করিতে পারিলে জ্ঞাতি ও পুত্রদিগকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু ইহাতেও আমার অন্যথা আচরণ ঘটিয়াছে। সেই কারণেই এক্ষণে এই বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন হইয়া অশেষ তুঃখ অনুভব করিতেছি। অদ্য আমা-দিগের সেই কুলক্ষয়কারক বার উপস্থিত হইয়াছে। সেই রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্ত অদ্য আমাদিগকে এক জন মনুষ্য দান করিতে হইবে। আমার এ রূপ ধন নাই যে

× পালা।

কোন স্থান হইতে একটী মনুষ্য ক্রয় করিয়া আনিয়া দিব; অথচ কোন বন্ধুকেও দান করিতে পারি না। অতএব অদ্য সেই রাক্ষসের হস্ত হইতে যে পরিত্রাণ পাইব এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না। সেই হেতু এই সুদুস্তর শোকসাগরে পতিত হইয়াছি; সুতরাং স্থির করিয়াছি যে অদ্য আমি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার সহিত সেই ক্ষুদ্রাশয় রাক্ষসের নিকট গমন করিব। তাহা হইলেই সে আমাদিগের সকলকে এক বারে আহার করিবে।

এক শত ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬০।

কুন্তী বলিলেন, আপনি এই ভয়ে কোন রূপে বিষণ্ণ হইবেন না। আমি রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আপনার একটী মাত্র পুত্র ও কন্যা। তাহারাও আবার বালক। অতএব আমার ইচ্ছা নয় যে তাহারা, কি আপনার পত্নী, কি আপনি নিজে সেই রাক্ষসের নিকট গমন করেন। আমার পাঁচ পুত্র; অতএব তাহাদিগেরই এক জন খাদ্যসামগ্রী লইয়া সেই পাপের নিকট গমন করিবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি জীবনরক্ষার নিমিত্ত কখনই এরূপ কর্ম্ম করিতে পারিব না। কি অধার্ম্মিক, কি দুষ্কুলোদ্ভব, কেহই আপনার জন্য অতিথি বা ব্রাহ্মণের প্রাণ সংহার করে না। ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনাকে ও পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে। আমার বোধ হয় তাহা করিলেই আমার নিজের মঙ্গল হইবে। আর, আমার প্রবৃত্তিও এই [illegible] ব্রহ্মহত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে আমার আত্মহত্যাই

কর্ত্তব্য। ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে কোন রূপেই নিষ্কৃতি দেখিতেছি না। আমি যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক আত্মহত্যা করি, সেও ইহা অপেক্ষা বরং প্রশংসনীয়। আর, এস্থলে আমি কিছু আপন ইচ্ছায় আপনাকে বধ করিতেছি না; অতএব তাহাতে পাপ কি? কিন্তু যদি অভিসন্ধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধ করি, তাহা হইলে সে পাতক হইতে কি সহজে, কি কষ্টে, কোন রূপেই নিষ্কৃতি পাইব না। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন গৃহে আগত ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ অথবা অর্থীকে বধ করা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর কার্য্য আর হইতে পারে না। আমার আপদ্‌কাল উপস্থিত বটে; কিন্তু আপদ্‌ধর্ম্মবেত্তা প্রাচীনেরা কহিয়াছেন যে কখনই নিন্দনীয় বা নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবে না। অতএব অদ্য পত্নীর সহিত আমার প্রাণ ত্যাগ করাই মঙ্গল। আমি কখনই ব্রহ্মহত্যা করিতে পারি না।

কুন্তী বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমিও নিশ্চয় জানি যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং এক শত থাকিলেও পুত্র সর্ব্বদাই প্রিয়। কিন্তু যে রাক্ষসের কথা বলিলেন, সে আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র বীর্য্যবান্, মন্ত্রজ্ঞ ও তেজস্বী। আমি নিশ্চয় জানি যে, সে ঐ রাক্ষসকে সমুদায় আহারসামগ্রী অর্পণ করিবে, অথচ আপনাকে রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমি দেখিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে অনেকানেক বলবান্ ও ভীমকায় রাক্ষসগণ সেই বীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই মরিয়াছিল। ব্রহ্মন্! আপনি এই কথা অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না; কারণ তাহা হইলে বিদ্যার্থিগণ কুতূহল বশতঃ আমার পুত্রদিগকে সাতিশয় বিরক্ত করিবে। সাধুরা বলিয়া থাকেন, গুরুর আজ্ঞা না লইয়া আমার পুত্রগণ যে বিদ্যা অন্যকে অর্পণ করিবে সে বিদ্যা দ্বারা

আপনারা নিজে আর কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।

পৃথার এই বাক্য শ্রবণ করত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহার সেই অমৃত-তুল্য বাক্যের অত্যন্ত সমাদর করিলেন। অনন্তর তিনি কুন্তীর সহিত একত্রে গমন করিয়া উভয়ে বায়ুনন্দনকে সেই কার্য্য করিতে উপরোধ করিলেন। ভীম তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

একশত একষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভারত! ভীম তাহাই করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; এদিকে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমের আকার দ্বারাই সেই বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনে উপবেশন করত মাতাকে কহিতে লাগিলেন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি আপন ইচ্ছায় এই কর্ম্ম ককিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অথবা আপনি তাঁহাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

কুন্তী বলিলেন, শত্রুঘাতী ভীম আমারই আজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণের ও এই নগরের উদ্ধারের নিমিত্ত এই মহৎ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি এরূপ ভয়ানক দুষ্কর সাহস কিরূপে করিলেন? সাধু ব্যক্তিরা পুত্র ত্যাগ করাকে প্রশংসা করেন না। আপনি পরের পুত্রের নিমিত্ত আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? পুত্র ত্যাগ করিয়া আপনি লোক ও বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাইতেছি, ও নীচগণ দ্বারা অপহৃত রাজ্য পুনর্ব্বার উদ্ধার করিব বলিয়া আশা করিতেছি; যে অসাধারণ তেজস্বীর বীর্য্য চিন্তা করিয়া দুঃখভয়ে দুর্য্যোধন ও শকুনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না; যে বীরের বীর্য্য-দ্বারা আমরা পুরোচনকে বধ করিয়া জতুগৃহ দাহ ও তজ্জন্য অন্যান্য বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছি এবং যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া বোধ করিতেছি যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করিয়া এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা এখনই লাভ করিয়াছি, আপনি কি বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? দুঃখভয়ে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়া কি আপনার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে?

কুন্তী বলিলেন, যুধিষ্ঠির! তুমি ভীমের জন্য শোক করিও না। আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এরূপ কার্য্য করিতে উদ্যত হই নাই। পুত্র! দেখ, এই ব্রাহ্মণের ভবনে আমরা সুখে বাস করিতেছি; তিনি আদর করিয়া আমাদিগের দুঃখ দূর করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা এপর্য্যন্ত আমাদিগকে জানিতে পারে নাই। অতএব এক্ষণে আমি এই রূপে তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে নিশ্চয় করিয়াছি। যে ব্যক্তি উপকার না ভুলিয়া যান, তিনি যথার্থ পুরুষ। আর যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকার করে তাহার বহুগুণ পরিমাণে সে ব্যক্তির প্রত্যুপকার করিতে হয়। জতুগৃহে ভীমের সেই মহৎ বিক্রম এবং হিড়িম্বের সংহার দর্শন করিয়া আমার প্রত্যয় হইয়াছে, দশ সহস্র হস্তীর তুল্য ভীমের বল আছে। সুতরাং তাহার প্রতি আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। হস্তী যেমন, তেমনি বৃকোদর তোমাদিগকে বারণাবত হইতে বহন করিয়া আনিয়াছে। অতএব তাহার তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই।

সে, যুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্রধরকেও পরাস্ত করিতে পারে। অপর, সে জন্মিয়াই আমার ক্রোড় হইতে পতিত হইয়াছিল, তখন তাহার অতিভার গাত্রের আঘাতে শিলা চূর্ণীকৃত হয়। অতএব আমি বিবেচনা করিয়া তাহার বল বুঝিতে পারিয়াই তাহাকে ব্রাহ্মণের এই উপকার করিতে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি লোভ, কি অজ্ঞান, কি মোহবশতঃ এরূপ নিশ্চয় করি নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই এই ধর্ম্ম আচরণে উদ্যত হইয়াছি। যুধিষ্ঠির! ইহাতে দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমাদিগের এই স্থানে বাসদানরূপ উপকারের প্রত্যুপকার করা হইবে এবং ধর্ম্মও উপার্জ্জিত হইবে। আমি জানি, যে ক্ষত্রিয় যে কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণের সাহায্য করিবেন, তিনি সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন। ক্ষত্রিয়কে প্রাণনাশ হইতে মুক্ত করিলেও তাঁহার ইহ এবং পরলোকে মহতী কীর্ত্তি হয়। এই ভূমণ্ডলে বৈশ্যের সাহায্য করিলেও তিনি সর্ব্বলোকবাসী প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যে রাজা শরণার্থী শূদ্রকে মুক্ত করেন, তিনিও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বনৃপতি-পূজিত রাজবংশে উৎপন্ন হন।

এক শত দ্বিষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬২।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মাতঃ! আপনি দুঃখিত ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক বিবেচনা করত যে এই রূপ করিয়াছেন তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। আপনি ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন; অতএব ভীমসেন নিশ্চয়ই সেই নরখাদককে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু যাহাতে নগরবাসীরা এই বিষয় জানিতে না পারে আপনি ব্রাহ্মণকে

তাহা বলিয়া দিবেন। তিনি যেন অতি যত্ন পূর্ব্বক এই বিষয় গোপন করিয়া রাখেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর রাত্রি প্রভাতা হইলে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন আহার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া রাক্ষস যে স্থানে বাস করে সেই স্থানে গমন করিলেন। বলবান্ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনিই সেই সকল খাদ্য-সামগ্রী আহার করিতে করিতে নাম ধরিয়া সেই রাক্ষসকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি যে স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন সেই স্থানে আগমন করিল। তাহার শরীর অতি বৃহৎ; চক্ষুর্দ্বয়, শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ; মূর্ত্তি অতি ভয়া-নক; মুখ কর্ণপর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুর ন্যায় দেখিতে অতি ভয়ানক। রাক্ষস আসিবার সময় রেখাত্রয়ে ভ্রুকুটী বন্ধন এবং দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে মহাবেগে মেদিনী কম্পিত করত আসিতে লাগিল। অন-ন্তর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনকে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন তাহার দুই নয়ন ঘূরিতে লাগিল। অনন্তর কহিতে লাগিল এই অন্ন আমার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে; আমি সম্মুখে উপস্থিতও আছি; তথাপি কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি যমসদনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা ভোজন করিতেছে? কিন্তু ভারত! ভীম সেই রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিলেন না, হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরাইয়া আহার করিতে লাগিলেন। তখন সেই নরখাদক ভীষণ চীৎকার পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উত্তো-লন করিয়া সংহার করিবার নিমিত্ত ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। তথাপি শত্রুঘাতী পাণ্ডুনন্দন, বৃকো-দর উপেক্ষা সহকারে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ক্রোধে পরিপূর্ণ

হইয়া ভীমের পশ্চাৎ ভাগে আগমন করত উভয় হস্তে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিল। ভীম সেই বলবান্ রাক্ষসের পাণি দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়াও অবজ্ঞা সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন; তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। অনন্তর রাক্ষস অধিকতর কুপিত হইয়া আঘাত করিবার নিমিত্ত এক বৃক্ষ লইয়া ভীমের দিকে ধাবিত হইল। তখন মহাবল ভীম আস্তে আস্তে সেই সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিয়া আচমন করত হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থিত হইলেন এবং সেই রাক্ষস যে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল তিনি হাসিতে হাসিতে তাহা বামকরে ধারণ করিলেন। তখন সেই বলশালী পিশিতাশন অনেকানেক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে প্রহার করিতে লাগিল। ভীমও তাহার প্রতি নানাবিধ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ এইরূপ নর ও রাক্ষসের পরস্পর ভয়ানক বৃক্ষযুদ্ধ উপস্থিত হইল; তাহাতে অনেকানেক বৃক্ষই নাশ পাইল। অনন্তর বক মহাবল পাণ্ডব-নন্দন ভীমকে আপনার নাম শ্রবণ করাইয়া দুই বাহু-দ্বারা তাঁহাকে বেগে ধারণ করিল। বলশালী ভীমসেনও বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সেই মহাবাহু রাক্ষসকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। নরখাদক ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাদিগের দুই জনের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল চূর্ণীকৃত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর বৃকোদর সেই নরখাদক রাক্ষসকে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে দেখিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করত জানুদ্বয় দ্বারা নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানুদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ পেষণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার গ্রীবা এবং বাম হস্ত দ্বারা তাহার কটিদেশে ধারণ করিয়া তাহাকে দুই ভাগে ভগ্ন করিলেন। ভগ্ন হইবার সময়

রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

এক শত ত্রিষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর শৈলরাজ-পরিমিত বক ভগ্নাঙ্গ হইয়া ঘোর চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। রাজন্! সেই শব্দে ভীত হইয়া সেই রাক্ষসের পরিবার সকল ভৃত্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে সহসা নির্গত হইল। যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীম তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞান-শূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তোরা কখনই আর মনুষ্য বধ করিতে পারিবি না। যদি হিংসা করিস, তাহা হইলে তোরাও এইরূপ মৃত্যু লাভ করিবি। হে ভরতনন্দন! সেই সকল রাক্ষসেরা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করত সম্মত হইয়া সেই রূপই প্রতিজ্ঞা করিল। সেই অবধিই সেই নগরে নাগরিকেরা রাক্ষসদিগকে অতি সৌম্য দেখিতে লাগিল।

অনন্তর ভীম, সেই মৃত রাক্ষসকে লইয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করত গুপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিগণ ভীমের হস্তদ্বারা তাহাকে নিহত দেখিয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। ভীম এইরূপে রাক্ষস বধ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যাগমন করত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অনন্তর পর দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল সেই রাক্ষসের গিরিশৃঙ্গ পরিমিত মৃত-

দেহ রুধিরাক্ত হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। তাহাতে পরম আনন্দিত হইয়া সকলে একচক্রায় পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া সেই সংবাদ দিল। রাজন্! তখন সহস্র সহস্র আবাল বৃদ্ধ নগরবাসিগণ আপন আপন স্ত্রী সমভিব্যাহারে বক রাক্ষসকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতে লাগিল এবং সেই অমানুষিক কার্য্য দর্শন করত আশ্চর্য্য হইয়া সকলে দেবতার অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর গণনা করিতে লাগিল ঐ দিন রাক্ষসকে ভোজন করাইবার কাহার বার ছিল। গণনায় সেই ব্রাহ্মণকেই নিশ্চয় করিল। তখন সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগের ঐ প্রশ্ন শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে গোপন করত কহিলেন, আমি রাক্ষসকে ভোজন করাইবার আজ্ঞা পাইয়া পরিবারদিগের সহিত রোদন করিতেছিলাম, এমত সময়ে এক মনস্বী মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার নিকটে আমার ও এই নগরের দুঃখ শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আমিই সেই দুরাত্মার নিকট অন্ন লইয়া যাইব। আমার নিমিত্ত তোমার কোন ভয়ও পাইবার আবশ্যক নাই। অনন্তর তিনি সেই অন্ন লইয়া বকের বনে প্রস্থান করিলেন। নিশ্চয় বোধ হইতেছে তিনিই এই মহৎ কার্য্য করিয়া লোকের হিত সাধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি প্রজাগণ তাঁহার এই বাক্যে আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দিত চিত্তে ব্রহ্মমহোৎসব আরম্ভ করিল। অনন্তর যাবতীয় নগরবাসিগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিল। কুন্তীর পুত্রগণ সেই স্থানেই বসতি করিতে লাগিলেন।

এক শত চতুঃষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

চৈত্ররথ পর্ব্ব।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই সকল পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা এইরূপে বক রাক্ষসকে বধ করিয়া তাহার পর কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! তাঁহারা ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিয়া সেইরূপেই বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে পর এক ব্রতধারী ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে আগমন করিয়া তথায় বসতি করিতে প্রার্থনা করিলেন। আতিথ্য করা ব্রাহ্মণের ব্রত ছিল; সুতরাং তিনি অভ্যাগত ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া তাঁহাকে বাস করিবার নিমিত্ত স্থান দান করিলেন। বিপ্র সেই স্থানে বসতি করিয়া নানা দেশ, তীর্থ, নদী, রাজা, রাজ্য ও নগর সংক্রান্ত অনেক অদ্ভুত কথা কহিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রেরা কুন্তীর সহিত সেই ব্রাহ্মণের সেবা করত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জনমেজয়! অনন্তর এক দিন সেই বিপ্র কথার অবসর ক্রমে পাঞ্চাল দেশে যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত স্বয়ম্বর, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডির উৎপত্তি এবং দ্রুপদের মহাযজ্ঞে কৃষ্ণার বেদী হইতে উৎপত্তিবিবরণ উল্লেখ করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণের মুখে সেই আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে অনুরোধ করিলেন। কহিলেন, বিপ্র! দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের পাবক হইতে এবং কৃষ্ণার বেদী হইতে কিরূপে অদ্ভুত উৎপত্তি হইয়াছিল? দ্রুপদতনয়

কি প্রকারে মহাবলশালী দ্রোণের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্রুপদ ও দ্রোণ পরস্পর বন্ধু থাকিয়া পশ্চাৎ কি কারণেই বা শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? আপনি বিস্তার পূর্ব্বক এই সমস্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! সেই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগের এই প্রশ্ন শুনিয়া দৌপদীর উৎপত্তি-বিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক শত পঞ্চষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, গঙ্গাদ্বারের নিকটে ভরদ্বাজ নামে এক মহাতপা, ব্রতধারী, অসাধারণ ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন মহর্ষি বাস করিতেন। তিনি একদা গঙ্গাতীরে স্নান করিতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরা তাঁহার পূর্ব্বেই সেই স্থানে আসিয়া স্নান করিয়া উঠিতেছে। তীরে উঠিবা মাত্রই বায়ু তাহার বসন হরণ করিলেন। তাহাকে বিবস্ত্রা দেখিয়া ঋষির মন আকৃষ্ট হইল। কৌমার-ব্রতধারী ঋষি অনেকদিনের পর সেই অপ্সরাতে এইরূপ আসক্ত হইলে পর তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি তাহা-দ্রোণে (ভুণ্ডিতে) ধারণ করিলেন। তাহা হইতেই দ্রোণনামে তাঁহার এক সন্তান উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। রাজন্! পৃষতনামে এক মহীপতি ভরদ্বাজের মিত্র ছিলেন। ঐ কালে দ্রুপদ নামে তাঁহারও এক পুত্র জন্মিল। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পৃষততনয় দ্রুপদ আশ্রমে গিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা পৃষত পর লোক গমন করিলে পর দ্রুপদ রাজা হইলেন। ঐকালে দ্রোণও শ্রবণ করিলেন পরশুরাম আপনার যাবতীয় সম্পত্তি যাহাকে তাহাকে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময় ভরদ্বাজতনয় দ্রোণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমার শরীরমাত্র কেবল অবশিষ্ট আছে। আপনি আমার শরীর বা অস্ত্রসমূহ, ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন। দ্রোণ বলিলেন, আপনি সমুদায় অস্ত্র এবং তাহাদিগের প্রয়োগ ও সংহার আমাকে দান করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভৃগুনন্দন তাহাতে স্বীকৃত হইয়া দ্রোণকে তাহাই দান করিলেন। দ্রোণ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। পরশু-রামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইলে পর মানুষলোকে দ্রোণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই রহিল না।

অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রুপদের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনার কি মনে হয়? আমি আপনার সখা?

দ্রোণ বলিলেন, অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের, অরথী রথীর এবং অরাজা রাজার সখা হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বের মিত্রতা আর প্রার্থনা করিতেছ কেন?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বুদ্ধিমান্ সেই ভরদ্বাজতনয় মনে মনে পাঞ্চাল রাজের প্রতিশোধ স্থির করিয়া কৌরবদিগের হস্তিনানাম্নী শ্রেষ্ঠ নগরীতে প্রস্থান করিলেন।

দ্রোণ কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইলে পর ভীষ্ম বহু ধন দান করিয়া আপনপৌত্রদিগকে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত আপন শিষ্য

পৃথাপুত্রদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ; অতএব আমি যাহা মনে মনে অভিলাষ করিতেছি তোমরা সত্য করিয়া বল আমাকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপে তাহাই অর্পণ করিবে। অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যগণ তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া স্বীকৃত হইলেন।

কৃতাস্ত্র পাণ্ডুপুত্রেরা তাঁহার মনোবাঞ্ছা সাধন করিতে স্থির নিশ্চয় হইয়াছেন জানিতে পারিয়া দ্রোণ তাঁহাদিগের নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, দ্রুপদ নামা পৃষতনন্দন ছত্রবতী নাম্নী নগরীতে রাজত্ব করেন। তোমরা শীঘ্র তাঁহার নিকট হইতে রাজত্ব আকর্ষণ × করিয়া আমাকে সমর্পণ কর।

অনন্তর পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র যুদ্ধে দ্রুপদকে জয় করিয়া মন্ত্রীর সহিত বন্ধন করত দ্রোণকে আনিয়া দিলেন।

দ্রোণ বলিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট পূর্ব্বের মিত্রতা প্রার্থনা করি। "যে ব্যক্তি নিজে রাজা নহেন তিনি রাজার বন্ধু হইতে পারেন না" বলেছিলেন! এই নিমিত্ত আমি তোমার সহিত রাজ্য করিবার নিমিত্ত এই যত্ন করিয়াছি। তুমি ভাগিরথীর দক্ষিণ এবং আমি উত্তর কূলের রাজা হইলাম।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া অস্ত্রজ্ঞচূড়ামণি পাঞ্চালরাজ কহিলেন, হে মহামতে ভারদ্বাজ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই হউক। আর তোমার যে অভিপ্রায় আমাদিগের সেই রূপই চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব হউক্।

শত্রুতাপন দ্রোণ ও পাঞ্চালরাজ পরস্পর এই কথা

× কাড়িয়া লইয়া। বাং।

বলিয়া এবং সখ্যতা সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্বে যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু সেই মহতী অবমাননা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও দ্রুপদের মন হইতে বহির্গত হইল না। তিনি উৎকণ্ঠিত মনে সেই চিন্তা করিয়াই কৃশ হইতে লাগিলেন।

এক শত ষট্‌ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৬।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, অমর্ষান্বিত রাজা দ্রুপদ কর্ম্মসিদ্ধ দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে অন্বেষণ করত অনেকানেক ব্রাহ্মণের গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি একটী শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। বিতৃষ্ণা হেতু পূর্ব্ব-জাত পুত্র ও বন্ধুদিগকে ধিক্ বলিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া দেখিলেন, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ক্ষত্রবলে দ্রোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা ও চরিত্র অতিক্রম করা যাইতে পারে না।

রাজা এই রূপে গঙ্গাতীরে কল্মাসপাদের নগরীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন এক ব্রাহ্মণের পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কেহ অস্নাতক, বা অব্রতধারী ব্রাহ্মণ নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে আর দুইটী ব্রতধারী ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম যাজ ও কনিষ্ঠের নাম উপযাজ। তাঁহারা কাশ্যপগোত্রে উৎপন্ন। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ প্রশান্ত। তাঁহারা যাজ্ঞিক ও সংহিতা অধ্যয়নে সর্ব্বদাই নিযুক্ত। আলস্য-শূন্য। রাজা দ্রুপদ সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগের

দুই জনেরই সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের দুই-জনের মধ্যে আবার কনিষ্ঠের অধিকতর বল বুঝিতে পারিয়া পাদসেবা, প্রিয়-বাক্য-প্রয়োগ এবং সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহারই বিশেষ রূপে পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই রূপে কিছুকাল যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া রাজা দ্রুপদ এক দিন উপযাজকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে কার্য্য করিলে আমার এক পুত্র জন্মিয়া দ্রোণকে সংহার করিতে পারে, আপনি তাহাই করুন। হে উপযাজ! আপনি সেই কার্য্য করিলে পর আমি আপনাকে এক অর্ব্বুদ গাভী দান করিব। অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন আমি আপনাকে তাহাই দান করিব; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঋষি উপযাজ তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন "আমি নহি।" দ্রুপদ প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে পর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ উপযাজ উপযুক্ত সময়ে মধুর বাক্যে রাজাকে কহিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ভূমিপতিত ফল তুলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যে স্থানে ঐ ফলটী পতিত হইয়াছিল সেই স্থানটী পবিত্র কি না, তিনি তাহা জানিতেন না। আমি তাঁহার অনুগমন করিতেছিলাম; সুতরাং তাঁহার ঐ অন্যায় কার্য্য দর্শন করিয়াছিলাম। অতএব দূষিত সামগ্রী (এঁচলা) গ্রহণ করিতে তিনি কখনই বিষণ্ণ হইবেন না। তিনি ফলের পাপজনক দোষ দেখিয়াও দেখেন নাই। যে ব্যক্তি এক স্থলে পরিশুদ্ধি বিবেচনা করেন না, তিনি অন্যস্থলে কেনই করিবেন? অপর, যখন তিনি গুরুকুলে বাস করিয়া সংহিতা অধ্যয়ন করিতেন তখন সচরাচর অন্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেন; নির্লজ্জ হইয়া বারম্বার

অন্নেরই গুণকীর্ত্তন করিতেন। অতএব তর্করূপ চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি তিনি ফল (ধন) প্রার্থনা করেন। রাজন্! আপনি তাঁহারই নিকটে গমন করুন। তিনিই আপনাকে যজ্ঞ করাইবেন।

রাজা যাজের ঐ সকল বৃত্তান্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিলেন, কিন্তু উপযাজের বাক্যক্রমে তাঁহারই নিকটে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পূজার যোগ্য যাজকে পূজা করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গাভী দান করিব; আপনি আমাকে যজ্ঞ করান্। আমি দ্রোণের প্রতি শত্রুতায় দগ্ধ হইতেছি, আমাকে আনন্দিত করুন। ব্রহ্মাস্ত্রজ্ঞানে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ সেই দ্রোণ ভিন্ন অন্য কেহই শ্রেষ্ঠ নাই; সেই হেতুই তিনি বন্ধুভেদ জন্য যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিয়াছেন। এই পৃথিবীতে এরূপ কোন ক্ষত্রিয় নাই যে কুরুনন্দনদিগের আচার্য্য সেই ধীশক্তিসম্পন্ন ভরদ্বাজনন্দন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। দ্রোণের শরজালে প্রাণিদিগের দেহ অবশ্যই নষ্ট হইবে। তাঁহার ছয় অরত্নি-পরিমিত শরাসনও দেখিতে অতি ভয়ানক। সেই মহামনা মহাবলশালী ভরদ্বাজনন্দন ব্রাহ্মণবেশে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়বলকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। তিনি পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয় উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূমণ্ডলে কেহই তাঁহার অস্ত্রবল বারণ করিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া ধারণ করত হুতাহুতি (যাহাতে হোম করা হইতেছে) অনলের ন্যায় যুদ্ধ স্থলে শত্রুদিগকে দগ্ধ করেন। ব্রহ্ম ও ক্ষত্রতেজ প্রয়োগ করিলে ব্রহ্মতেজই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আমি ক্ষত্রিয়তেজ হইতে ভীত হইয়া ব্রহ্মতেজের শরণ লইলাম। আপনি বেদবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ এবং দ্রোণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট; অতএব আপনা হইতেই আমি যুদ্ধে

অজেয় এবং দ্রোণের অন্তকারী এক পুত্র লাভ করিতে পারিব। যাজ! আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। আমি আপনাকে দশকোটি গাভী দান করিব।

যাজ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত চিন্তা করিলেন কাহার যাগ করিতে হইবে। অনন্তর সেই কার্য্য গুরুতর ভাবিয়া রাজাকে নিষ্কাম উপযাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কহিয়া দিলেন, বলিবে যাজ দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাজা তাঁহার সেই আজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। তখন মহাতপা উপযাজ রাজাকে পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বলিলেন, রাজন্! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, পুত্র সেইরূপই মহাবীর্য্যবান্, মহাতেজস্বী ও মহাবলশালী হইবে। রাজা দ্রুপদ সেই পুত্রকে দ্রোণহন্তা-রূপে নিশ্চয় করিয়া যাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবে এরূপ সকল সামগ্রীই আহরণ করিলেন। অনন্তর যাজ হোম সমাপন করিয়া রাজ্ঞীকে আজ্ঞা করিলেন, রাজ্ঞি! নিকটে আগমন করিয়া হবিঃ গ্রহণ কর। তোমার পুত্র ও কন্যা উপস্থিত হইয়াছে। রাজ্ঞী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ যাজ! আমার মুখ এখনও দিব্যগন্ধে অবলিপ্ত রহিয়াছে এবং সমস্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া আছি। অতএব এই অশুচি অবস্থায় সন্তানের নিমিত্ত হবির্গ্রহণ করিতে পারি না সুতরাং আপনি আমার প্রিয় অনুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনর্ব্বার হোম করুন। আমি শুচি হইয়া আগমন করিতেছি।

যাজ বলিলেন, যাজ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছে এবং উপযাজ তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়াছে, অতএব তুমি আইস বা চলিয়া যাও; ইহাতে অবশ্যই ফলোৎপত্তি হইবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, যাজ এই কথা বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে পর, দেবতুল্য অগ্নিবর্ণ, ঘোররূপ

এক কুমার কিরীট, উত্তম বর্ম্ম, খড়্গ, ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া ঘন ঘন শব্দ করিতে করিতে সেই অগ্নিগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন। জাতমাত্রই তিনি রথে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালগণ "সাধু" "সাধু" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীরে, এতাদৃশ হর্ষের আবেশ হইল যে পৃথিবী তাহাদিগকে ধারণ করিতে কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক অদৃশ্য আকাশচারী মহাভূত কহিতে লাগিলেন, এই যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, ইনি লোকের ভয় দূর; পাঞ্চালদিগের যশোবৃদ্ধি; রাজার শোক নাশ এবং দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।

অনন্তর সৌভাগ্যশালিনী, সুদর্শনাঙ্গী, আয়ত-নয়না, অসিতাপাঙ্গী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও পদ্মপলাশাক্ষী এক কুমারীও বেদীমধ্য হইতে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার কেশপাশ আকুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ; নখগুলি ঈষৎ উন্নত ও তাম্রবর্ণ; ভ্রূযুগল অতি মনোহর এবং কুচদ্বয় উন্নত ও সুগঠন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন মানুষরূপ ধারণ করিয়া কোন স্বর্গসুন্দরী সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গাত্র হইতে নীলোৎপলের ন্যায় সুগন্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। তাঁহার রূপ অতি উৎকৃষ্ট। ভূমণ্ডলে সেরূপ আর দ্বিতীয় নাই। কি দেবতা, কি দানব, কি যক্ষ, সকলেই তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। সেই চারুনিতম্বিনী জন্মিবামাত্রও দৈববাণী হইয়াছিল যে, এই সর্ব্বরমণীরত্ন কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইলেন। এই ক্ষীণাঙ্গী সময় উপস্থিত হইলে দেবতাদিগের কার্য্য সাধন করিবেন। ইহাঁ হইতেই কৌরবদিগের মহাভয় উৎপন্ন হইবে।

পাঞ্চালগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে সিংহপালের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। তাহারা হর্ষে এরূপ পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিল যে পৃথিবী তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রুপদমহিষী পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দুই পুত্র ও কন্যাকে দর্শন করিয়া যাজের নিকট আগমন করত কহিলেন, ইঁহারা যেন আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জননী বলিয়া না জানে। যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কহিলেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণেরা সেইপুত্র ও কন্যার নাম করণ করিলেন। বালক অতিশয় ধৃষ্ট (চঞ্চল), অতিধৃষ্ট (বিপক্ষের উৎকর্ষাসহিষ্ণু) ও দ্যুম্ন (অগ্নি) হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা কহিলেন, দ্রুপদের এই সন্তানের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিল। কৃষ্ণার বর্ণ স্বভাবতঃই কৃষ্ণ ছিল। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম কৃষ্ণা রহিল। দ্রুপদের মহা-যজ্ঞে এই রূপে এই দুই যমজ সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল।

প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যু-ম্নকে আপনার গৃহে আনিয়া অস্ত্র শিক্ষা দিয় ছিলেন। মহা-মতি দ্রোণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দৈব অপ্রতিবিধেয়। অত-এব আপনার কীর্ত্তি-রক্ষার নিমিত্ত ঐ রূপ করিয়াছিলেন।

এক শত সপ্তষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তীর মহাবল পুত্রগণ এই বাক্য শ্রবণ করত যেন শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সকলে অত্যন্ত অসুস্থ, হইলেন। অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী পুত্রদিগকে তদ্গতচিত্ত বুঝিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, অরিন্দম! আমরা এই মহাত্মা ব্রাহ্মণের গৃহে অনেক দিন বাস করিলাম। এই মনো-হর নগরে ভিক্ষা করিয়া সচ্ছন্দে বিহার করিলাম। এই

প্রদেশে যে বন, উপবন প্রভৃতি রমণীয় সামগ্রী আছে, সে সকলই বারম্বার দর্শন করিলাম। হে কুরুনন্দন! সে সকল পুনর্ব্বার দর্শন করিলে আর তাদৃশ আনন্দ জন্মে না। ভিক্ষাও আর সে রূপ অনায়াসে লাভ করা যায় না। অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চাল দেশে গমন করি। তাহা হইলে পূর্ব্বে যে সকল বস্তু কখন দর্শন করি নাই, সেই সকল নূতন বস্তু দেখিয়া আনন্দ জন্মিবে। হে শত্রু-নাশন! শুনা যায় পাঞ্চালদেশে ভিক্ষা অতি সুলভ এবং রাজা যজ্ঞসেনও অতিশয় বদান্য ও অতিথি সেবক। এক স্থানে অধিক দিন বসতি করাও উচিত হয় না। তাহাতে আমার মতও নাই। অতএব পুত্র! যদি তোমার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চাল দেশে শুভ যাত্রা করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার যাহা মত, আমরা তাহা অবশ্যই করিব। তাহা করিলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমি জানি না, আমার অনুজেরা সে স্থানে গমন করি-বেন কি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন অনন্তর কুন্তী ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে গমনের কথা কহিলেন। তাঁহারাও তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন।

রাজন্! অবশেষে কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া পুত্রদিগের সহিত মহাত্মা দ্রুপদের মনোহর নগরো-দ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এক শত অষ্টষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডুপুত্রেরা সেই ব্রাহ্মণের গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে বসতি করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব এক দিন তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। শত্রুতাপন পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রণাম ও অভিবাদন করত করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মুনি পৃথাপুত্রদিগের পূজা গ্রহণ করত তাঁহাদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে পর বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে পরন্তপ পাণ্ডবগণ! তোমারা ধর্ম্ম আচরণ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ ত? যে সকল ব্রাহ্মণের পূজা করা উচিত, তোমরা তাঁহাদিগের পূজা করিতে ত ত্রুটি কর নাই?

ঋষি ধর্ম্মার্থ-যুক্ত এই বাক্য বলিয়া অনেকানেক অদ্ভুত ইতিহাস কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার কহিলেন, কোন তপোবনবাসী মহাত্মা মুনির এক ক্ষীণাঙ্গী, সুন্দরনিতম্বিনী, সুভ্রু ও সর্ব্বগুণভূষিতা দুহিতা ছিল। আপনার কার্য্যদোষে সেই কন্যার ভাগ্য মন্দ হইয়া উঠিল। অনুপম-রূপ-শালিনী হইয়া তিনি পতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই হেতু অতিশয় দুঃখিত হইয়া অবশেষে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, আমি শঙ্কর; তোমাকে বর দান করিতে আসিলাম; তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। কুমারী আপনার অভিলষিত প্রার্থনা করিয়া বারম্বার মহেশ্বরকে কহিতে লাগিলেন, আমি সর্ব্বগুণ-বিভূষিত পতি প্রার্থনা করি। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ঈশান তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার ভরতবংশ-সম্ভূত পঞ্চ স্বামী হইবে। কন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া বরদাতা মহেশ্বরকে কহিলেন; আমি

আপনার প্রসাদে একমাত্র পতিই প্রার্থনা করি। মহাদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, তুমি "পতি দেও" "পতি দেও" বলিয়া পঞ্চ বার প্রার্থনা করিয়াছ। অতএব পর জন্মে তোমার পঞ্চ স্বামী হইবে। তুমি যেরূপ বলিলে তাহাই হইবে।

সেই কন্যা এক্ষণে দ্রুপদের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পার্ষতনন্দিনী কৃষ্ণা তোমাদিগের পত্নী হইবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্টই আছে। অতএব তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া বসতি কর। কৃষ্ণাকে লাভ করিয়া তোমরা নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিবে।

পাণ্ডবদিগের পিতামহ ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া কুন্তী ও তাঁহার পুত্রদিগের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এক শত ঊনসপ্ত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ ব্যাস গমন করিলে পর পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণ আনন্দিত মনে জননীকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করিলেন। প্রথম উদ্দেশ অনুসারে সমতল পন্থা অবলম্বন করিয়া রাত্রি দিন গমন করত অবশেষে সোমাশ্রয়ায়ণ নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডুনন্দনগণ গঙ্গায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় এক প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড হস্তে করিয়া রক্ষা করত তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সেই নির্জ্জন মনোহর গঙ্গা সলিলে ঈর্ষ্যান্বিত

এক গন্ধর্ব্বরাজ স্ত্রীদিগের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন। নদীর দিকে আগমনকালীন পাণ্ডবদিগের পদশব্দ হইতে-ছিল; তিনি তাহা শুনিতে পাইলেন। বলী সেই শব্দ-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং পাণ্ডবদিগকে জননীর সহিত আগমন করিতে দর্শন করিয়া ভয়ানক শরাসন বিস্তার করত কহিতে লাগিলেন, এখনও রাত্রি আইসে নাই; কিন্তু ঘোররূপিণী সন্ধ্যা ঐ রক্ত বর্ণা হইয়াছে। রাত্রি উপস্থিত হইবার অশীতি লব পূর্ব্বে যে মুহূর্ত্ত তাহাতে কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসেরা বিহার করিয়া থাকে। অন্য সমুদায় ভাগেই মনুষ্যেরা কার্য্য ও বিচরণ করিবে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ যদি লোভ হেতু সেই সময় ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাক্ষসেরা ও আমরা তাহাদিগকে রুদ্ধ করি। এই কারণে বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্যগণ অথবা অত্যন্ত বলশালী রাজাও, রাত্রিতে জলের নিকট গমন করিবেন না। অতএব তোমরা দূরে অবস্থিতি কর। আমার নিকটে আগমন করিও না। তোমরা কি জান না, যে আমি ভাগী-রথীর জলে আগমন করিয়াছি? আমি অঙ্গারপর্ণ নামে গন্ধর্ব্ব। আমি আপনার বলেই বিপক্ষ জয় করি। আমি অত্যন্ত অভিমানী ও ঈর্ষান্বিত এবং কুবেরের প্রিয় সখা। এই যে আমার বন দেখিতেছ, ইহারও নাম অঙ্গারপর্ণ। আমি এই গঙ্গাতীরে নানাবিধ অভিলাষ অনুসারে ক্রীড়া করি। কি রাক্ষস, কি শৃঙ্গী, কি দেবতা, কেহই ইহার নিকটে আগমন করেন না; অতএব তোমরা কি হেতু আগমন করিতেছ?

অর্জ্জুন বলিলেন, দুর্ম্মতে! সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে এবং এই নদীতে রাত্রি, দিবা, কি সন্ধ্যায় কাহার দল লোকের অপকার করিবার নিমিত্ত গুপ্ত থাকিতে পারে? হে খেচর!

ভুক্তই থাকুক, আর অভুক্তই থাকুক, রাত্রিতেই হউক, কি দিবসেই হউক ; গঙ্গায় আসিতে লোকের কোন নিয়ম নাই। আমরা শক্তি সম্পন্ন ; অকালে আসিয়াই তোমাকে তিরস্কার করিতেছি। মূঢ় ! যে মনুষ্যেরা যুদ্ধে অক্ষম, তাহারাই তোমাদিগকে ভয় করে। পূর্ব্বে হিমালয়ের হেম শৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গা সপ্ত ধারায় সমুদ্রে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষ্যজাতা সরস্বতী, রথস্থা, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকীর জল পান করেন, তাঁহাদিগের পাপ দূরীভূত হয়। গন্ধর্ব্ব ! ব্যাস বলিয়াছেন এই পবিত্র গঙ্গাই একধারায় আকাশে গমন করত দেবলোকে অলক-নন্দা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনিই আবার পিতৃলোকে পাপ-শীল ব্যক্তিদিগের দুস্তরা বৈতরণী নাম লাভ করিয়াছেন। এই মঙ্গলদায়িনী ও স্বর্গ সম্পাদনী দেবনদীতে স্নান, বা ইহার বারি পান ও স্পর্শ করিবার কাহারও বাধা নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে রোধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ভাগীরথীর পবিত্র বারি যথেচ্ছা স্পর্শ করিতে বারণ বা বাধা নাই, অতএব আমরা তোমার কথায় কি জন্য তাহা স্পর্শ করিব না ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অঙ্গারপর্ণ সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধবশতঃ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক দৃষ্টিবিষ সর্পের ন্যায় নিশিত বাণজাল নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন প্রজ্বলিত কাষ্ঠদণ্ড ও উত্তম চর্ম্ম ঘূর্ণিত করিয়া তাঁহার সকল বাণই নিবারণ করিলেন। বলিলেন, গন্ধর্ব্ব ! যাঁহারা অস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করা কোন কার্য্যকারক নহে। যদি তাঁহাদিগের প্রতি বিভীষিকা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা ফেনের ন্যায় অবিলম্বেই মিলাইয়া যায়। গন্ধর্ব্ব ! বোধ হয় গন্ধর্ব্বেরা সকল মনুষ্য অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। অতএব আমি মায়া দ্বারা না করিয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিব। ইন্দ্রের গুরু, মহামান্য বৃহস্পতি পূর্ব্বে এই আগ্নেয়াস্ত্র ভরদ্বা-

জকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরে ভরদ্বাজের নিকট হইতে অগ্নিবেশ উহা প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট হইতে আমার গুরু লাভ করেন। অবশেষে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আমাকে এই উৎকৃষ্ট অস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই সেই গন্ধর্ব্বের রথ দগ্ধ হইল। মহাবল অঙ্গারপর্ণ রথহীন দগ্ধ ও অস্ত্রতেজে জ্ঞানশূন্য হইয়া অধোমুখে পতিত হইতে লাগিলেন। অমনি ধনঞ্জয় তাঁহার মাল্য-শোভিত কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং আকর্ষণ করিয়া ভ্রাতৃগণের দিকে লইয়া চলিলেন। তখন গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভীনসী নাম্নী গন্ধর্ব্বনন্দিনী পতির পরিত্রাণ কামনা করত যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইয়া কহিল, মহাভাগ। আমাকে ত্রাণ করুন, আমার এই স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিউন্। প্রভো! আমার নাম কুম্ভীনসী; আমি গন্ধর্ব্বদুহিতা; আপনার শরণাগত হইলাম।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, তাত অর্জ্জুন! যে শত্রু যুদ্ধে পরাজিত, সুতরাং যশোহীন হইয়াছে; যাহার পরাক্রম নষ্ট হইয়াছে; এবং যে স্ত্রীর অধীন; তাহাকে কে বিনাশ করিয়া থাকে? অতএব হে রিপুনিসূদন! ইহাকে পরিত্যাগ কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, গন্ধর্ব্ব! আর দুঃখ নাই। তুমি জীবন প্রাপ্ত হইলে, যথা ইচ্ছা গমন কর। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিলেন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, আমি পরাজিত হইয়া আমার পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিলাম। লোকের সভায় আর অঙ্গারপর্ণ-নাম বা বল লইয়া গর্ব্ব করিব না। আমি দিব্যাস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্ব-মায়া দান করিব, ইহা আমার পরম লাভ বলিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে চিত্ররথ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমার অত্যুৎকৃষ্ট বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে

অতএব আমি দগ্ধরথ হইলাম। পূর্ব্বে আমি তপস্যা দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। তুমি অদ্য আমার প্রাণ দান করিলে, অতএব আমি উহা তোমাকে দান করিব। বলদ্বারা শত্রুকে নিশ্চেষ্ট করিয়া পরাজয় করিলে পর সে যখন শরণাগত হয়, তখন যিনি তাহাকে মুক্ত করেন, তিনি কি প্রত্যুপকারেরই প্রত্যাশা করিতে না পারেন? আমি যে বিদ্যার কথা কহিতেছি তাহার নাম চাক্ষুষী। মনু সোমকে ইহা দান করিয়াছিলেন। পরে সোম বিশ্বাবসুকে এবং অবশেষে বিশ্বাবসু আমাকে উহা অর্পণ করিয়াছেন। লোকত্রয়ের মধ্যে যে কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা হইবে, ইহা দ্বারা তাহাই দেখিতে পাইবে। যে রূপ অভিলাষ হইবে, সেই রূপই দর্শন করিবে। এই বিদ্যা লাভ করিতে হইলে ছয় মাস এক পদে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতে হয়। কিন্তু তোমাকে কোন ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। আমি স্বয়ং তোমাকে ইহা দান করিব। রাজন্! এই বিদ্যাবলেই আমরা মনুষ্য হইতে উৎকৃষ্ট। দেবতা হইতে আমরা নিকৃষ্ট বটি; কিন্তু ইহার প্রভাবে আমরা তাঁহাদিগের অনুভাব দর্শন করিতে পারি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে এবং তোমার ভ্রাতৃদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ এক এক শত গন্ধর্ব্ব-জাত অশ্ব দান করিব। সেই সকল অশ্ব দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বহন করে। তাহারা দিব্যবর্ণ এবং মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী। দেখিতে কিঞ্চিৎ কৃশ বটে; কিন্তু তাহাদিগের বেগ কখনই ক্ষীণ হয় না। পূর্ব্বে বৃত্রাসুর-বিনাশের নিমিত্ত মহেন্দ্রের যে বজ্র নির্ম্মিত হয় তাহা বৃত্রের মস্তকে লাগিয়া সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। দেবগণ সেই বিভক্ত বজ্র-খণ্ড-সমূহ পূজা করিয়া থাকেন। সংসারে যশোনামে যে ধন আছে তাহা ঐ বজ্রের অংশ। ব্রাহ্মণদিগের হস্ত; ক্ষত্রিয়দিগের রথ; বৈশ্যদিগের দান এবং শূদ্রদিগের

পরিচর্য্যাদি কার্য্য, সমুদায়ই সেই বজ্রের অংশ। ক্ষত্রিয়-দিগের বজ্র-ভাগ স্বরূপ রথের অঙ্গ বলিয়া অশ্বগণ অবধ্য। রথাঙ্গ অশ্বদিগকে বড়বা প্রসব করে। গন্ধর্ব্বজাত অশ্বগণ অন্যান্য সমুদায় অশ্ব অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তাহারা ইচ্ছানুসারে বর্ণপরিবর্ত্ত ও বেগে গমন করিতে পারে এবং তাহাদিগকে বাসনা করিলেই আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব সেই সকল অশ্বেরা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে।

অর্জ্জুন বলিলেন, গন্ধর্ব্ব! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ; অথবা তোমার প্রাণনাশসম্ভাবনা হইলে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি; বলিয়া তুমি আমাকে বিদ্যা বা অশ্ব দান করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি গ্রহণ করিব না।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, দেখিতে পাওয়া যায় মহতে মহতে মিলন হইলে সাতিশয় আনন্দ জন্মে। তুমি আমাকে জীবন দান করিয়াছ। সেই হেতু প্রসন্ন হইয়াই আমি তোমাকে বিদ্যা দান করিতেছি বটে। কিন্তু বিভৎসো! তাহার পরি-বর্ত্তে তোমার নিকট হইতে তাহার তুল্য উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিব। অর্জ্জুন বলিলেন, আমি অস্ত্র দিয়া তোমার নিকট হইতে অশ্ব লইতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের দুই জনের চিরকালের নিমিত্ত বন্ধুত্ব হউক। সখে গন্ধর্ব্ব! বল দেখি তোমাদিগকে মনুষ্যেরা কি নিমিত্ত ভয় করে। আমরা সাধু ও বেদজ্ঞ। শত্রুদিগকে দমন করিতেও আমাদিগের ক্ষমতা আছে। তথাপি তুমি রাত্রি-কালে গমন করিতে দেখিয়া কি নিমিত্ত আমাদিগকে তিরস্কার করিতে সমর্থ হইলে?

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, হে পাণ্ডুনন্দনগণ! তোমরা অনগ্নি এবং হোমও কর নাই। ব্রাহ্মণও তোমাদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন না এই কারণেই আমি তোমাদিগকে তিরস্কার

করিয়াছি। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানব-দিগের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, শুনিতে পাই তাহারা সর্ব্বদাই কুরুবংশের যশঃ অতি বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া থাকেন। বীর! আমি নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিকেও তোমার ধীশক্তিসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ কীর্ত্তন করিতে শ্রবণ করিয়াছি। এই সমগ্র সসাগরা বসুমতী ভ্রমণ করিয়া তোমার সদ্বংশের প্রভাব আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্জ্জুন! তোমার ধনুর্ব্বেদোপদেষ্টা ত্রিলোক-বিখ্যাত যশস্বী ভরদ্বাজ-নন্দনকেও আমি জ্ঞাত আছি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পার্থ! তোমার পিতৃগণ দেব ও মানুষগণত্তম কুরুকুলবর্দ্ধন ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীর তনয়দ্বয় এবং পাণ্ডুকেও জানি। তোমরা কয় ভ্রাতা দেবরূপী, মহাত্মা, যাবতীয় অস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ ও ব্রতধারী এবং তোমাদিগের মন ও বুদ্ধি সাতিশয় উন্নত; আমি তাহাও অবগত আছি। তথাপি তোমা-দিগের অপমান করিয়াছি। হে কুরুনন্দন! যে ব্যক্তি বাহু-বলরূপ ধনে ধনশালী, তিনি স্ত্রীদিগের নিকটে আপনাকে অবমানিত বোধ করিলে কখনই সহ্য করিতে পারেন না। অপর, রাত্রিকালে আমাদিগের বল অতিশয় বৃদ্ধি পায়। কৌন্তেয়! স্ত্রীগণ আমার নিকটে ছিল বলিয়াই আমার তাদৃশ ক্রোধ হইয়াছিল। হে তাপত্যবর্দ্ধন! সেই জন্য তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিলে। যে কারণে তুমি আমাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তুমি তাহা আচরণ করিতেছ। পার্থ! সেই হেতুই তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছ। হে পরন্তপ! যদি কোন কামরসজ্ঞ (অর্থাৎ কৃতদার) ব্যক্তি রাত্রিকালে আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি কখনই প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারেন না। আর, যিনি কৃত-দার হইয়াও বেদাধ্যয়ন-পুরঃসর পুরোহিতে সমুদায় ভার

অর্পণ করেন তিনিও সমুদায় রাত্রিচরদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। অতএব তাপত্য! যে কোন কার্য্যে মনুষ্যদিগের মঙ্গল কামনা থাকে, সে সমুদায়েই জিতাত্মা পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইবে। যাঁহারা পবিত্র; যাঁহারা সত্যবাদী; যাঁহরা ধর্ম্মাত্মা এবং যাঁহারা কৃতকর্ম্মা, রাজারা তাঁহাদিগকেই পুরোহিত করিবেন। যে রাজার ধর্ম্মজ্ঞ, বাগ্মী, সচ্চরিত্র ও সদাচারী পুরোহিত থাকে, তাঁহার ইহলোকে জয় এবং পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই থাকে। যে রাজা অলব্ধ বস্তু লাভ অথবা লব্ধ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি গুণবান্ পুরোহিত করিবেন। যিনি আপনার উন্নতি এবং সাগরান্তা সমগ্র বসুমতী উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরোহিতের মতানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিবেন। হে তাপত্য! পুরোহিত না থাকিলে রাজা কেবল শৌর্য্য অথবা আভিজাত্য-সম্পন্ন হইলেই কখন পৃথিবী জয় করিতে পারেন না। অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন! ইহা নিশ্চয় জানিবে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য থাকিলেই রাজ্য রক্ষা করা যায়।

এক শত সপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০।

অর্জ্জুন বলিলেন, গন্ধর্ব্ব! তুমি এখনই আমাকে "তাপত্য!" বলিয়া সম্বোধন করিলে। "তাপত্য" শব্দের অর্থ কি? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাহা হইতে আমরা "তাপত্য" নাম প্রাপ্ত হইলাম, সেই তপতী কে? সাধো! আমরা কুন্তীর নন্দন; অতএব আপনাদিগকে "কৌন্তেয়" বলিয়াই জানি। এক্ষণে তোমার নিকট তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, গন্ধর্ব্ব এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্রিলোকবিশ্রুত কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়কে ইতিহাস শ্রবণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন! এই মনোহারিণী কথা তোমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। তোমাকে যে কারণে আমি "তাপত্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তাহাও উল্লেখ করিতেছি, একমনে শ্রবণ কর। ঐ যে ভগবান্ সূর্য্য আকাশে থাকিয়া তেজোদ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিতেছেন; উঁহার স্বসমান-গুণবতী, ত্রিলোকবিশ্রুতা এক দুহিতা ছিল। তিনি সাবিত্রীর কনিষ্ঠ ভগিনী। ভামিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন; নয়ন-যুগল আয়ত এবং সৌন্দর্য্য অনুপম ছিল। তিনি সদাচারিণী, সাধ্বী ও সুবেশা ছিলেন। কি দেবকন্যা, কি অসুরকন্যা, কি যক্ষকন্যা, কি রাক্ষসকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, কি অপ্সরা, কেহই তাঁহার ন্যায় রূপবতী ছিলেন না। হে-ভরতনন্দন! সবিতা ত্রিলোক অন্বেষণ করিয়া রূপ, শীল, গুণ ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহার উপযুক্ত বর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এদিকে কন্যাও যৌবনে পদার্পণ করিলেন। অতএব তাঁহাকে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট উৎসুক হইয়া তপন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কৌন্তেয়; সেই সময় ঋক্ষপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ বলশালী সম্বরণ সূর্য্যের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রতধারী পবিত্র ও নিরহঙ্কার হইয়া অর্ঘ্য, গন্ধ, ও মাল্যাদি উপহার এবং বিবিধ তপস্যা দ্বারা ভক্তি সহকারে অংশুমালীকে পূজা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও পৃথিবীতে অসাধারণ-রূপ-সম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন, ইনিই তপতীর স্বামী হইবার উপযুক্ত পাত্র। দিবাকর এইরূপ চিন্তা করিয়া বিখ্যাত-বংশ-সম্ভূত নৃপশ্রেষ্ঠ সেই সম্বরণকেই কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। অংশু-

মালী যেরূপ আপনার তেজোদ্বারা স্বর্গকে সমুজ্জ্বল করেন, সম্বরণ সেইরূপ আপন প্রভাবে পৃথিবী প্রদীপ্ত করিতেন। বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে যেরূপ অর্চ্চনা করেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রজাগণ সেইরূপ সম্বরণকে পূজা করিতেন। রাজা তেজোদ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছিলেন; সেই হেতু কি বন্ধু কি শত্রু, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে সকলেই আনন্দিত হইতেন। হে কুরুনন্দন! সম্বরণের এইরূপ গুণ ও এই রূপ চরিত্র দেখিয়াই তপন তাঁহাকে তপতী সম্প্রদান করিতে স্বয়ং ইচ্ছা করিলেন।

পার্থ! অনন্তর কোন সময় অমিত-পরাক্রম রাজা সম্বরণ পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ বনে মৃগয়া করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার অনুপম অশ্ব ক্ষুধা ও পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিল। পার্থ! অশ্ব মরিলে পর রাজা পর্ব্বতপৃষ্ঠে পাদচারেই ভ্রমণ করিতে করিতে এক আরক্ত-লোচনা অনুপমসুন্দরী কন্যা নিরীক্ষণ করিলেন। শত্রু-সংহারী ভূপতি একাকী একাকিনী কামিনীকে দর্শন করিয়া অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া রহিলেন। রূপ দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মী; প্রভা দেখিয়া স্বর্গভ্রষ্ট রবিপ্রভা; শরীর ও তেজ দেখিয়া অগ্নিশিখা, আবার প্রসন্নতা ও কান্তি দেখিয়া তাঁহাকে সুবিমলা চন্দ্রকলা বলিয়া ভাবনা করিতে লাগিলেন। অসিতলোচনা গিরিপৃষ্ঠের যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, বোধ হইতেছিল, যেন সেই স্থানে একখানী হিরণ্ময়ী প্রতিমা বিরাজিত রহিয়াছে। তাঁহার রূপ, বিশেষতঃ তাঁহার বেশ দ্বারা সেই পর্ব্বতের বৃক্ষ ও প্রস্তর সমুদায় স্বর্ণময় বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মহিলার প্রতিই রাজার অবজ্ঞা

জন্মিল। তিনি স্বীকার করিলেন, এতদিনে তাঁহার নয়ন সার্থক হইল। জন্ম অবধি এই পর্য্যন্ত যে কিছু রমণীয় বস্তু তাঁহার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, বিশেষ ভাবনা করিয়া দেখিলেন, তাহার একটীও ইহাঁর সমান নহে। অপর, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় বিধাতা দেব, অসুর ও মনুষ্যলোক মন্থন করিয়া এই বিশালাক্ষীর রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রাজা সম্বরণ অসদৃশ-রূপিণী সেই কন্যা-বিষয়ে এইরূপ অশেষ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি কল্যাণীকে দর্শন করিয়াই মদনবলে পীড়িত হইয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কামানলে দগ্ধ হইতে হইতে বাচালতা অবলম্বন করত লজ্জাশীলা সেই মনোহারিণী কামিনীকে কহিলেন, রম্ভোরু! তুমি কে ও কাহার? কি কারণে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ? হে শুচিস্মিতে! কি কারণেই বা একাকিনী এই নির্জ্জন অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ? তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়াছ বটে; কিন্তু তুমি নিজে এই এই ভূষণ-সমূহের মনোজ্ঞ ভূষণ। দেবকন্যা, অসুরকন্যা, রাক্ষসকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, অপ্সরা এবং অন্যান্য যে কোন মহিলাকে দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, মত্তকাশিনি! বোধ হয় তাহাদিগের কেহই তোমার সমান রূপবতী নহেন। চারুবদনে! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও অধিকতর মনোহর বদন এবং পদ্মপত্রসদৃশ নেত্রযুগল যে অবধি দর্শন করিয়াছি, মন্মথ সেই অবধিই আমাকে মন্থন করিতেছেন।

কামার্ত্ত রাজা নির্জ্জন বনমধ্যে সেই মহিলাকে এইরূপ কহিলেন বটে, কিন্তু আয়তনয়না তাঁহাকে কোন প্রত্যুত্তর দান করিলেন না। প্রত্যুত তাঁহাকে শোক করিতে দেখিয়াও, সৌদামিনী যে রূপ মেঘমধ্যে লীন হয়, সেই রূপ-

অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত বন পর্য্যটন করিয়াও কোন স্থানে কমলপত্রাক্ষী দর্শন পাইলেন না। তখন প্রভূত বিলাপ করিয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দ হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

এক শত এক সপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর শত্রুনিপাতন নরপতি সম্বরণ সেই মহিলার অদর্শন-জন্য কামবেগে মুগ্ধ হইয়া ভূমি পৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তখন পীনায়ত-নিতম্বিনী চারু-হাসিনী তপন-তনয়া পুনর্ব্বার আগমন করত তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং মধুর বাক্যে কামমোহিত কুরু-বংশ-বর্দ্ধন নৃপতিকে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপশার্দ্দূল! উত্থান করুন। অরিন্দম! মোহাভিভূত চিত্তে ভূমিতে পতিত হওয়া আপনার উপযুক্ত হয় না।

রাজা এই মধুর বাক্য শ্রবণ করত নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে সেই বিশাল-নিতম্বিনী অসিত-লোচনা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন কামাগ্নি বেষ্টি হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত স্পষ্ট বাক্যে কহিলেন, হে অসিত-নয়নে! হে মত্তকাশিনি! আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি; তুমি আমাকে ভজনা কর। প্রাণ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে। হে বিশালাক্ষি! হে পদ্মোদরপ্রভে! ঐ দেখ মদন তোমায় উপলক্ষ করিয়া আমাকে শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন; কোন প্রকারেই শান্ত হইতেছেন না। হে প্রফুল্ল চিত্তে! অনঙ্গরূপী মহাভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিতেছে। বরাননে!

তুমি আমাকে ভজনা কর। হে কিন্নরকণ্ঠে! হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি! হে কমলনয়নে। হে শশাঙ্কবদনে! আমার প্রাণ এক্ষণে তোমারই অধীন। ভীরু!. এক্ষণে তোমাকে না পাইলে আমি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারি না। মন্মথ আমাকে বিদ্ধ করিতেছেন। অতএব অঙ্গনে! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। আমি তোমার একান্ত অনুগত; সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। ভাবিনি! প্রণয় দান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। দর্শনমাত্রেই তোমার প্রতি আমার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহাতেই আমার মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। কল্যাণি! তোমাকে দেখিয়া আর কোন মহিলাকে দর্শন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভাবিনি! প্রসন্ন হও। আমি তোমার বশবর্ত্তী এবং তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অতএব আমাকে ভজনা কর। হে সুন্দরি! যে অবধি তোমাকে দর্শন করিয়াছি রতিপতি সেই অবধিই শরাঘাতে আমার মর্ম্মভেদ করিতেছেন। কমললোচনে! মদনাগ্নি-জন্য আমার যে অসহ্য দাহ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি প্রণয়-যোগ-রূপ বারি দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ কর। হে কল্যাণি! হে ভাবিনি! দুর্দ্দান্ত এবং ভীষণ ধনুর্ব্বাণধারী কুসুমশর তোমার দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া দুঃসহ শর-প্রহারে আমাকে অতি নিষ্ঠুর রূপে বিদ্ধ করিতেছেন। তুমি আপনাকে দান করিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত কর। সুন্দরি! তুমি গন্ধর্ব্ব-বিধানানুসারে আমাকে বিবাহ কর। হে রম্ভোরু! শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্ব-প্রকার বিবাহ অপেক্ষা গন্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

তপতী বলিলেন, রাজন্! আমি অবিবাহিতা এবং আমার পিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। অতএব আমি স্বাধীন নহি। যদি আমার প্রতি যথার্থই আপনার প্রণয় জন্মিয়া থাকে;

তাহা হইলে আপনি আমার পিতাকে প্রার্থনা করুন। মহারাজ! যেমন আমি আপনার প্রাণ হরণ করিয়াছি, তেমনি আপনিও দর্শন মাত্রেই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন। কিন্তু হে নৃপতিশার্দ্দূল! নিজ-দেহের প্রতি আমার কোন ক্ষমতা নাই বলিয়াই আমি আপনাকে ভজনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মহিলারা কখনই স্বাধীন নহেন। ত্রিলোক-বিশ্রুত শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ভক্তবৎসল মহীপতি আমার স্বামী হউন, বলিয়া কোন মহিলা কামনা না করে। অতএব এক্ষণে সময় অতিবাহিত করিয়া আপনি আমার পিতা আদিত্যকে প্রণিপাত, তপস্যা ও ব্রতাচরণ করিয়া প্রার্থনা করুন। হে শত্রুঘাতিন্! তিনি যদি আমাকে আপনাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত হন তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ আপনার বশবর্ত্তিনী হইব। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আমি এই লোকপ্রদীপ আদিত্যের কনিষ্ঠা নন্দিনী। আমার নাম তপতী।

এক শত দ্বিসপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭২

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, সুন্দরী এই কথা বলিয়া সত্বর স্বর্গে আরোহণ করিলেন। রাজাও পুনর্ব্বার সেই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হইলেন।

এদিকে মন্ত্রী সৈন্য ও অনুচর-বর্গ সমভিব্যাহারে রাজার অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভূপতি নিবিড়-কানন-মধ্যে উদ্ভিন্ন-শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া আছেন। অমাত্য মহাবল রাজাকে শবের ন্যায় ভূমিপতিত দর্শন করিয়া যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতে

লাগিলেন। অনন্তর অস্তে ব্যস্তে, পিতা যেরূপ ভূমি হইতে পুত্রকে উত্তোলন করেন, সেই রূপ কামমোহিত সেই নৃপতির নিকটে গিয়া স্নেহবশে তাঁহাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্তোলন করিলেন। সচিব প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্ত্তি ও নীতিজ্ঞানবিষয়ে রাজা অপেক্ষা বৃদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বোধ করিলেন, দেহ হইতে যেন জ্বর ত্যাগ হইল। তখন তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত নরপতিকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করত কহিলেন, হে মনুজশ্রেষ্ঠ! হে অনঘ! কোন ভয় করিবেন না। আপনার মঙ্গল হউক্। মন্ত্রী ভাবিয়াছিলেন সমরে শত্রু-নিপাতন রাজা ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত হইয়াই ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন; সুতরাং সুশীতল পদ্মসুগন্ধি বারি দ্বারা তাঁহার বিশ্লিষ্ট-মুকুট মস্তক অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই সচিব ব্যতীত অন্য সমুদায় সৈন্য সামন্তই বিদায় করিয়া ছিলেন। রাজার আজ্ঞা পাইয়া সেই মহাসৈন্য সমস্তই প্রত্যাগমন করিল। তখন ভূপতি পুনর্ব্বার সেই গিরিবরের নিতম্বে উপবেশন করিয়া পবিত্র, কৃতাঞ্জলি ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সূর্য্যকে আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মনে মনে শত্রুঘাতী ঋষিশ্রেষ্ঠ আপন পুরোহিত বশিষ্ঠকে স্মরণ করিলেন।

রাজন্! সম্বরণ এই রূপে দ্বাদশীদিবস দিবা রাত্রি এক স্থানে উপবেশন করিয়া থাকিলে পর দেবর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। বিশুদ্ধাত্মা ধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিয়াছিলেন তপতী রাজার মন হরণ করিয়াছেন; সুতরাং "তোমার প্রিয় সাধন করিব" বলিয়া সেই ব্রতধারী রাজাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং ভাস্করের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমক্ষেই আকাশে উঠিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিপ্র সহস্রাংশুর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, আমি বশিষ্ঠ। মহাতেজা বিবস্বান্ কহিলেন, মহর্ষে! আসিতে আজ্ঞা হউক্। কি মনে করিয়া আগমন হইল? উল্লেখ কর, হে মহাভাগ! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট হইতে যাহা প্রার্থনা কর, অদেয় হইলেও আমি তোমাকে তাহা দান করিব।

মহাতপা মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়া সূর্য্যদেবকে নমস্কার করত কহিলেন তপতীনামে আপনার যে সাবিত্রীর কনিষ্ঠা দুহিতা আছে, আমি রাজা সম্বরণের নিমিত্ত তাঁহাকেই প্রার্থনা করি। হে বিহঙ্গম! রাজা সম্বরণের কীর্ত্তি অতিমহতী এবং তিনি ধার্ম্মিক ও মহতীধীশক্তি-সম্পন্ন। অতএব তিনি আপনার কন্যার স্বামী হইবার উপযুক্ত পাত্র।

দিবাকর সম্বরণকে কন্যা দান করিবেন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই রাখিয়াছিলেন; সুতরাং বশিষ্ঠের এই বাক্যে তাঁহাকে সমাদর করিয়া কহিলেন, রাজা সম্বরণ রাজাদিগের মধ্যে সকলেরই শ্রেষ্ঠ। তুমিও যাবতীয় মুনিগণের প্রধান। তপতীর ন্যায় কামিনীও আর নাই। অতএব এস্থানে সম্প্রদান ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে?

সূর্য্য এই বলিয়া রাজা সম্বরণের নিমিত্ত দুহিতা তপতীকে মহাত্মা বশিষ্ঠের করে আপন ইচ্ছায় সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই কন্যাকে গ্রহণ করত বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। বিখ্যাতকীর্ত্তি কৌরবশ্রেষ্ঠ রাজা সম্বরণ মদনে অভিভূত হইয়া এক মনে তপতীকে চিন্তা করিতেছিলেন। এক্ষণে বশিষ্ঠ সেই চারুহাসিনী দেবকন্যাকে লইয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া আনন্দ সহকারে সাতিশয় দীপ্তি ধারণ করিলেন। সুভ্রু তপনতনয়া নভোমণ্ডল হইতে আসিবার সময় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সৌদামিনী দিক সকল

সমুজ্জ্বল করিয়া ভ্রষ্ট হইতেছে। রাজার দ্বাদশ রাত্রি-সাধ্য সমাধি সমাপ্ত হইলে পর মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

সম্বরণ এইরূপে তপস্যা দ্বারা পৃথিবীনাথ ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া বশিষ্ঠের তেজে ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই দেব-গন্ধর্ব্ব-সেবিত গিরিপৃষ্ঠেই যথাবিধি তপতীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং বশিষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সেই পর্ব্বতেই বিহার করিতে অভিলাষী হইলেন। সুতরাং নগর, রাজ্য, বন, উপবন, সর্ব্বস্থানেই সেই মন্ত্রীকে শাসন করিতে আজ্ঞা করিলেন। বশিষ্ঠ অবশেষে রাজার অনুমতি লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তখন ভূপতি সেই পর্ব্বত-প্রদেশে অমরের ন্যায় বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা সম্বরণ এই রূপে সেই কানন ও উপবনে ভার্য্যার সহিত দ্বাদশ বর্ষ সমভাবে ক্রীড়া করিলেন। ভারত! ইন্দ্র সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে রাজার পুরে এক বিন্দুও বর্ষণ করিলেন না। শত্রুতাপন! সেই অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় প্রজাই ক্ষয় পাইতে লাগিল। তাদৃশ সুদারুণ সময়ের মধ্যে ভূমিতে শিশিরও পতিত হইল না, সুতরাং কোন শস্যই উৎপন্ন হইল না। অতএব প্রজাগণ ক্ষুধাভয়ে চঞ্চল হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নাগরিকেরা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পুরুষ মর্য্যাদা পরিত্যাগ করত স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। নগরী ক্ষুধা পীড়িত, অথচ নিরাহার, সুতরাং শবভূত মনুষ্যে ব্যাপ্ত হইয়া প্রেত-ব্যাপ্ত প্রেত-নগরীর ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই ব্যাপার দর্শন করিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ আগমন করিলেন এবং বহু বৎসর

প্রবাসের পর রাজা সম্বরণকে তপতীর সহিত তাঁহার আপন রাজ্যে আনয়ন করিলেন। নৃপতিশ্রেষ্ঠ সম্বরণ নগরে প্রবেশ করিলে পর দানবসূদন ইন্দ্র পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং প্রভূত শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। রাজা আপন রাজ্যে মঙ্গল চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর নগর ও রাজ্যবাসী প্রজাগণ সাতিশয় আনন্দিত হইল। শচীর সহিত পুরন্দরের ন্যায় ভূপতি তপতীর সহিত পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করিলেন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, হে পার্থ! সূর্য্যতনয়া মহাভাগবতী তপতী এই রূপে তোমার পূর্ব্ব পুরুষের পত্নী হইয়াছিলেন। সেই হেতুই আমি তোমাকে "তাপত্য" বলিয়া সম্বোধন করিলাম। তপস্বিশ্রেষ্ঠ রাজা সম্বরণ সেই তপতীর গর্ভে কুরুকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন! তুমি সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি তাপত্য।

এক শত ত্রিসপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! মহাবলশালী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম-ভক্তি-সহযোগে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে কুতূহলী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গন্ধর্ব্বপতে! তুমি যে বশিষ্ঠের নামোল্লেখ করিলে এবং যিনি আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। অতএব বলিতে আরম্ভ কর।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং অরুন্ধ-

তীর স্বামী। যে কাম ও ক্রোধ দেবতারাও জয় করিতে পারেন না বশিষ্ঠ তপস্যাবলে সেই উভয়কেই জয় করিয়াছিলেন। উহারা তাঁহার চরণ বহন করিত। বিশ্বামিত্রের অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়াও সেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ক্রোধ সম্বরণ করত কুশিকদিগকে বিনাশ করেন নাই। তিনি পুত্র-বিয়োগে সন্তপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শক্তি থাকিতেও শক্তিহীনের ন্যায় বিশ্বামিত্র-সংহারের নিমিত্ত কোন নিষ্ঠুর কর্ম্ম আচরণ করেন নাই। সমুদ্র যেরূপ বেলা অতিক্রম করেন না ঋষি সেইরূপ যমালয় হইতে পুত্রদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যমের মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নাই। ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত রাজারা সেই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাকে পুরোহিত করিয়া এই সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়াছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই সকল নৃপশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে পুরোহিত লাভ করিয়াই নানা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডবপ্রধান! বৃহস্পতি যেরূপ অমরদিগকে যাজন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মর্ষি সেই সকল ভূপতিদিগকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। অতএব তোমরা পুরোহিত করিবার জন্য কোন এক ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, বেদবিৎ, মনোমত, গুণবান্ ব্রাহ্মণকে অন্বেষণ কর। পার্থ! যে সদ্বংশ-জাত ক্ষত্রিয় রাজ্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন তিনি অগ্রে পুরোহিত করিবেন। কারণ যে রাজা পৃথিবী ও জয় লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ব্রাহ্মণ তাঁহার অগ্রে থাকা আবশ্যক। অতএব আমার ইচ্ছা কোন এক গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও ধর্ম্মার্থকামের মর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তোমাদিগের পুরোহিত হন।

এক শত চতুঃসপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৪।

অর্জ্জুন বলিলেন, গন্ধর্ব্ব! দিব্য আশ্রমে বাস করিতে করিতে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কি কারণে পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল, তুমি তাহা উল্লেখ কর।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, পার্থ! সর্ব্বলোক এই বশিষ্ঠের আখ্যানকে পুরাণ বলিয়া জানে। আমি তাহা অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামে বিখ্যাত এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি কুশিকের সন্তান। ধর্ম্মাত্মা গাধিরও এক শত্রুসংহারী লোক-বিশ্রুত পুত্র ছিল। তাহার নাম বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র মৃগয়ায় মৃগ ও বরাহদিগকে বিদ্ধ করত অমাত্যের সহিত মরু ভূমি, প্রান্তর ও গহন বনে বিচরণ করিতেন। এক দিন তিনি মৃগলাভ-প্রয়াসে পরিশ্রান্ত, ক্ষীণ ও পিপাসিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে আগমন করিলেন অসাধারণ-ভাগধেয়-সম্পন্ন মহর্ষি বশিষ্ঠ পার্থিব-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া পূজা পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বন্য ফল, মূল ও ঘৃত দান করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠের যে কামধেনু ছিল তিনি প্রার্থনা-মাত্রেই অভিলষিত দান করিতেন। অতএব ঐ সময় গ্রাম্য ও অরণ্য ওষধি, দুগ্ধ, অমৃত তুল্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বরসের আলয়-ভূত ষড়রস, পেয়, চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্য রূপ অমৃত তুল্য বিবিধ খাদ্য দান করিলেন। নানা প্রকার রত্ন এবং অন্যান্য বিবিধ অভিলষিত বস্তুও তাঁহা হইতে দোহন করা হইল।

রাজা বিশ্বামিত্র অমাত্য ও সৈন্য সামন্তের সহিত সেই সকল অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সেবন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই ধেনুর মনোহর গঠনপরিপাট্য; উন্নত স্তন চতুষ্টয়; মেরুদণ্ড ও পুচ্ছ; সুন্দর উরুদেশ ও পার্শ্ব; স্থূল শ্রুতিযুগল ও ললাটপট্ট; মণ্ডূকের ন্যায় উন্নত ও স্থূল

বর্ণ যুগল ; বিশাল পয়োধরমণ্ডল ; মনোহর লাঙ্গুল ; কনক-তুল্য কর্ণদ্বয়। সুদৃশ্য শৃঙ্গ এবং বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট গ্রীবা ও মস্তক দর্শন করিয়া বিস্মিত চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, আপনাকে অর্ব্বুদ গাভী বা রাজ্য দান করিতেছি, আপনি আমাকে এই নন্দিনী প্রত্যর্পণ করুন। হে মহামুনে। আপনি যথা-সুখে রাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! আমি দেবতা, অতিথি, পিতৃগণ ও যজ্ঞের উপরোধে সমস্ত রাজ্য লইয়াও আপনাকে এই নন্দিনী সমর্পণ করিতে পারি না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আমি ক্ষত্রিয় এবং আপনি জিতাত্মা ব্রাহ্মণ। তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন আপনাদিগের অস্ত্র। অতএব আপনাদিগের কোন বীর্য্যই নাই। অর্ব্বুদ গাভী দান করিয়া আমি ইহাকে লইতে বাসনা করিয়াছি। যদি তাহাতেও আপনি অর্পণ করিতে সম্মত না হও তাহা হইলে আমি আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না—অর্থাৎ বল প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করিব।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! তুমি বলবান্ ও রাজা। ক্ষত্রিয়-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তোমার বাহুবলও আছে ; অতএব তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় কর। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার আর প্রয়োজন নাই।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, হে পার্থ! বিশ্বামিত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া হংস ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণা সেই নন্দিনী নাম্নী গাভীকে কশাগ্র এবং দণ্ড প্রহারে পীড়িত ও ইতস্ততঃ বন্ধন করিয়া বল পূর্ব্বক হরণ করিলেন। অনন্তর কল্যাণী নন্দিনী হম্বা রব করিতে করিতে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন এবং সাতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইলেও কোন মতে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন না।

তখন বশিষ্ঠ বলিলেন, ভদ্রে! তোমার বারম্বার হম্বা রব আমি শ্রবণ করিতেছি। নন্দিনি! বিশ্বামিত্র তোমার বল নাশ করিতেছে তাহাও দর্শন করিতেছি। কিন্তু কি করি আমি ব্রাহ্মণ; সুতরাং ক্ষমাশীল।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! নন্দিনী বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যের ভয়ে এই রূপে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! বিশ্বামিত্রের ভয়ানক সৈনিকেরা আমায় কশাগ্র ও দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছে; তথাপি আপনি কি কারণে উপেক্ষা করিতেছেন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, ধৃতব্রত বিশ্বামিত্র মুনি নন্দিনীর এই রূপ ক্রন্দন শ্রবণ এবং সৈনিকদিগকে প্রহার করিতে দর্শন করিয়াও ধৈর্য্য ত্যাগ করিলেন না; কহিলেন নন্দিনি! তেজঃ ক্ষত্রিয়দিগের বল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমাই বল। অতএব আমি ক্ষমাবল অবলম্বন করিয়া রহিলাম। তোমার ইচ্ছা হয় গমন কর।

নন্দিনী বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই প্রকার কহিতেছেন। তবে কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কেহ বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইতে পারে না।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্যাণি! আমি তোমায় পরিত্যাগ করিতেছি না। যদি থাকিতে পার থাক। কিন্তু ঐ দেখ তোমার বৎস দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্ষীণ হইতেছে।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, বশিষ্ঠের "থাক" এই কথা শ্রবণ করিয়া পয়স্বিনী ধেনু ক্রোধ-রক্ত-নয়নে রৌদ্র মূর্ত্তি ধারণ এবং রোমাঞ্চিত গ্রীবা ও মস্তক ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গম্ভীর শব্দে হম্বা রব করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যসকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। সৈনিকেরা তাঁহাকে কশাগ্র ও দণ্ড দ্বারা প্রহার এবং নানাস্থানে

বন্ধন করিয়াছিল, নন্দিনী তজ্জন্য অধিকতর কোপান্বিত হইলেন। তাঁহার শরীর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তিনি পুচ্ছ-হইতে প্রভূত অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুচ্ছ হইতে পহ্লব; পয়োধর হইতে দ্রাবিড় ও শক; যোনি দেশ হইতে যবন; শকৃৎ হইতে বহুল শবর; মূত্র হইতে কাঞ্চি; পার্শ্ব হইতে শরভ এবং ফেন হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর, খশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন, কেরল ও অন্যান্য অনেকানেক ম্লেচ্ছ জাতি সৃষ্টি করি-লেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, নিমেষ মাত্রে সেই সকল বিবিধ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী ক্রুদ্ধ ম্লেচ্ছ সৈন্য সৃষ্ট হইয়া পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। বিশ্বামিত্রের সৈন্যের পঞ্চ ও সপ্ত জনে সেই সকল ম্লেচ্ছ সৈনিকের প্রত্যেককে বেষ্টন করিল। কিন্তু তাহারা শর বর্ষণ করিয়া সেই মহা সৈন্য দূরীকৃত করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র কেবল দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেন না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠপক্ষীয় সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের সৈনিক দিগের কাহারও প্রাণসংহার করিল না। নন্দিনী সেই সমস্ত সৈন্য কেবল দূরে নিরাকৃত করিলেন। বিশ্বামিত্রের সৈনিকেরা ত্রি য জন পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কাহাকেও ত্রাণকর্ত্তা দেখিতে পাইল না। ব্রহ্মতেজঃ-সম্ভূত সেই মহৎ আশ্চর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয়-বলের-প্রতি বিশ্বামিত্রের অশ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্ থাক্। ব্রহ্মতেজঃ-সমূদ্ভূত বলই বল। বলাবল বিবেচনা করিয়া বলিতে হইলে তপস্যাকেই শ্রেষ্ঠ বল বলিতে হয়।

গাধিসুত এই কথা কহিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ও জাজ্বল্যমান রাজশ্রী পরিত্যাগ এবং ভোগ্যবস্তু সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া

তপস্যায়ই চিত্ত নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তপঃসিদ্ধিলাভ করিয়া তেজোদ্বারা ত্রিলোক ব্যাপ্ত করত সকলকে তাপিত করিলেন। তাহাতেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্! কৌশিক অবশেষে ইন্দ্রের সহিত একত্রে সোমরসও পান করিয়াছিলেন।

একশত পঞ্চ সপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৫

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, পার্থ! এই পৃথিবীতে কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত এবং অসাধারণ-তেজস্বী রাজা ছিলেন। শত্রু-কুলক্ষয়কারী সেই রাজা এক দিন মৃগয়ার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত হইয়া বনেবনে ভ্রমণ করত মৃগ, বরাহ প্রভৃতি বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই নিবিড় বনে অনেকানেক খড়্গাও সংহার করিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ পরিশ্রম করত ক্লান্ত হইয়া মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজমান করিতে ইতিপূর্ব্বে মানস করিয়াছিলেন।

মৃগয়াক্লান্ত রাজা কল্মাষপাদ তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া এক জনের গমনোপযুক্ত পথে গমন করিতে করিতে দেখিলেন মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্র মহাভাগ শক্তি, সেই পথ দিয়া আগমন করিতেছেন। শক্তি বশিষ্ঠের এক শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি এই পথে আগমন করিও না। আমি ইহাতে গমন করিতেছি। ঋষি তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহা

রাজ! আমি এই পথে গমন করিতেছি। এই এক চিরন্তন ধর্ম্ম আছে যে, রাজা সকল ধর্ম্মেই ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিবেন।

এই রূপে তাঁহারা উভয়ে "পথ হইতে অপসৃত হও, অপসৃত হও" বলিয়া বাগ্বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। ঋষি ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করিয়া সেই পথ হইতে অপসৃত হইলেন না। রাজাও মানের উপরোধ এবং ক্রোধ হেতু মুনির পথ পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ সম্বরণ মুনি পথ প্রদান করিলেন না দেখিয়া মোহবশতঃ রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ শক্তি কশাপ্রহারজন্য ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই নৃপশ্রেষ্ঠকে অভিশাপ করিলেন। কহিলেন, রে নৃপাধম! তুই অদ্য রাক্ষসের ন্যায় ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলি। অতএব অদ্য প্রভৃতি তুই নরখাদক হইবি। মনুষ্যমাংসে আসক্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবি। এই আমি পথ প্রদান করিলাম। তুই গমন কর। বীর্য্য-শক্তি-সম্পন্ন শক্তি রাজাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন।

সেই রাজাকে যজমান করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর শত্রুতা জন্মিয়াছিল। পার্থ! এক্ষণে সেই উগ্রতপা প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র শক্তির সহিত তাঁহাকে বিবাদ করিতে দেখিয়া নিকটে আগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা কল্মাষপাদ শক্তিকে বশিষ্ঠের পুত্র এবং বশিষ্ঠের ন্যায় তেজস্বী বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভারত! বিশ্বামিত্রও অন্তর্হিত হইলেন এবং আপনার মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের দুইজনেরই অগোচর হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নৃপশ্রেষ্ঠ কল্মাষপাদ শক্তি কর্ত্তৃক অভিসপ্ত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত স্তব

করিতে লাগিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন বিশ্বামিত্র রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। কিঙ্কর নামে রাক্ষস শক্তির শাপ এবং বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় নৃপতির শরীরে প্রবেশ করিল। হে শত্রুতাপন! রাক্ষস রাজার শরীরে অধিষ্ঠান করিয়াছে, দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পার্থ! রাক্ষস শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর কল্মাষ-পাদ সাতিশয় পীড়িত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি বনে প্রস্থান করি-লেন। বনে গমন করিতেছেন এমন সময় এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট মাংস ও অন্ন প্রার্থনা করিলেন, রাজর্ষি! কল্মাষপাদ তাঁহাকে উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি এই স্থানে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন। আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার বাঞ্ছিত ভোজন দান করিব।

রাজা এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহামনাঃ রাজা অভিলাষ ও সুখ অনুসারে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে উত্থান করত সূদকে আনাইয়া আজ্ঞা করিলেন, তুমি শীঘ্র ঐ বনে গমন কর। এক ব্রাহ্মণ আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে অন্ন ও মাংস দিয়া আইস।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সূদ মাংসের অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই না পাইয়া ব্যথিত মনে রাজাকে আসিয়া ঐ কথা নিবেদন

করিল। রাজার শরীরে রাক্ষস প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি অণুমাত্রও ব্যথিত না হইয়া সূদকে কহিলেন, তুমি ঐ ব্রাহ্মণকে নরমাংস প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া আইস।

অনন্তর সূদ যে আজ্ঞা বলিয়া শীঘ্র ঘাতকদিগের গৃহে গমন করত নির্ভয়ে নরমাংস আহরণ করিল এবং অবিলম্বে রন্ধন করিয়া অন্নের সহিত গ্রহণ করত সেই ক্ষুধার্ত্ত তপস্বীকে গিয়া অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ দিব্য চক্ষে সেই অন্ন নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করত কহিলেন, এই অন্ন অভোজ্য। সেই নৃপাধম আমাকে অভোজ্য অন্ন প্রেরণ করিয়াছে, অতএব সেই মূঢ়েরই এই রূপ খাদ্য লালসা জন্মিবে। শক্তি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছেন, নরাধম সেই রূপই মানুষমাংসে আসক্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করত প্রজাদিগকে বিরক্ত করিবে।

শক্তির শাপ এক্ষণে দ্বিরুক্ত হইয়া অধিকতর বলবান্ হইয়া উঠিল। রাজা রাক্ষস-বলে আক্রান্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন।

কল্মাষপাদ রাক্ষসাধিষ্ঠিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অল্পকালের মধ্যেই একদিন শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে অনুপযুক্ত অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, অতএব তোমাকে ভোজন করিয়াই আমি মনুষ্য-ভোজন আরম্ভ করিব। এই কথা বলিয়া রাজা ব্যাঘ্র যে রূপ অভিলষিত পশুর প্রাণ সংহার করে সেই রূপ শক্তিকে তৎক্ষণাৎ বধ করিয়া ভক্ষণ করিলেন।

শক্তি বিনষ্ট হইল দেখিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকে বারম্বার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। রাক্ষস উহাঁর আদেশে ক্রুদ্ধ সিংহ যে রূপ ক্ষুদ্র পশু সংহার করে তাহার ন্যায় শক্তির কনিষ্ঠদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে সংহার করিতেছেন শুনিয়া বশিষ্ঠ মহাদ্রি যেরূপ মেদিনী ধারণ করে, তাহার ন্যায় ক্রোধ-বেগ ধারণ করিলেন। বুদ্ধিমান্ আপনাকে বধ করিতেও কল্পনা করিলেন, তথাপি কৌশিকদিগের উচ্ছেদ চিন্তা করিলেন না। ঋষি সুমেরুর শৃঙ্গ হইতে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পর্ব্বত-শিলায় যেন তুলরাশির উপর পতিত হইলেন। পাণ্ডব! যখন তিনি দেখিলেন যে পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়াও বিনষ্ট হইলেন না, তখন মহাবনে অগ্নি প্রদান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু হুতাশন উত্তম রূপে প্রজ্ব-লিত হইয়াও তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। সেই দীপ্যমান অগ্নি ঋষির শীতল বলিয়া বোধ হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ তখন শোকে অভিভূত হইয়া কণ্ঠদেশে এক গুরুতর শিলা বন্ধন করিয়া সমুদ্র-জলে পতিত হইলেন। কিন্তু ঊর্ম্মিবেগে পুনর্ব্বার স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক শত ষট্ সপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৬।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, মুনি আশ্রম পুত্র-শূন্য দেখিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া দেখিলেন বর্ষাকাল প্রবৃত্ত হওয়াতে এক নদী নূতন জলে পরিপূর্ণ হইয়া তীরজাত বৃক্ষসকল স্রোতোবেগে পাতিত করিতেছে। হে কৌরবনন্দন! দুঃখসন্তপ্ত দেবর্ষি পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন, আমি এই জলে নিমগ্ন হইব। মুনি এই রূপ স্থির করিয়া অবশেষে আপনাকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ় রূপে বন্ধন করত দুঃখিত চিত্তে সেই মহা নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। হে অরি-বল-সদন! অনন্তর নদী রজ্জুচ্ছেদ পূর্ব্বক ঋষিকে বন্ধন শূন্য

করিয়া স্থলে নিক্ষেপ করিল। বশিষ্ঠ রজ্জুমুক্ত হইয়া উত্থান করিলেন এবং সেই নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর সাতিশয় দুঃখ-জন্য চাঞ্চল্যবশতঃ একত্র অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া সরোবর, নদী ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি এক দিন ভীষণ গ্রাহসঙ্কুলা ভীমমূর্ত্তি হৈমবতী নাম্নী নদীর স্রোতে পুনর্ব্বার আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। সরিদ্বরা হৈমবতী বিপ্রকে প্রদীপ্ত হুতাশন বিবেচনা করিয়া শতধারায় পলায়ন করিল। সেই অবধি তাহার নাম শতদ্রু হইয়াছে। বশিষ্ঠ সে বারেও তীরে উৎক্ষিপ্ত হইলেন দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন প্রাণ পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব দেখিতেছি। সুতরাং পুনর্ব্বার আশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি বিবিধ পর্ব্বত ও নানা প্রকার দেশ অতিক্রম করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছেন, ইতি মধ্যে অদৃশ্যন্তী নাম্নী তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঋষি সন্নিকট্য বশতঃ শুনিতে পাইলেন তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে ষড়ঙ্গ দ্বারা অলঙ্কৃত বেদবাণী অতি পরিপূর্ণ রূপে উচ্চারিত হইতেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আমার অনুগমন করিতেছ? অদৃশ্যন্তী বলিলেন, মহাভাগ! আমি তপোযুক্তা অনাথিনী অদৃশ্যন্তী! আমি শক্ত্রির ভার্য্যা ও আপনার পুত্রবধূ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুত্রি! পূর্ব্বে আমি যেরূপ শক্ত্রির মুখে বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিতাম সেই রূপ শব্দে কে এই সাঙ্গ বেদ উচ্চারণ করিতেছে?

অদৃশ্যন্তী বলিলেন, মুনে! তোমার পুত্র শক্ত্রির ঔরসজাত সন্তান আমার গর্ভে দ্বাদশ বৎসর বাস করিতেছে। তাহারই এই অধ্যয়ন শব্দ আপনি শ্রবণ করিতেছেন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, পার্থ! অসাধারণ-ভাগ্য-সম্পন্ন দেবর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা শ্রবণ করত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আমার সন্ততি আছে। অতএব আমি মৃত্যু হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

হে অনঘ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই রূপে মৃত্যু হইতে নিবৃত্ত হইয়া বধূর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে বিজন বনে রাজা কল্মাষপাদকে দেখিতে পাইলেন। ভারত! রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ছিলেন; সুতরাং দর্শনমাত্রই উত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে চেষ্টিত হইলেন। অদৃশ্যন্তী সম্মুখে সেই নিষ্ঠুর-কর্ম্মা রাজাকে দর্শন করত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবান্! ঐ দেখুন ভয়ানক রাক্ষস ভীষণ-দণ্ড-হস্ত যমের ন্যায় কাষ্ঠদণ্ড উত্তোলন করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে। হে মহাভাগ! হে সর্ব্ববেদবিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি ভিন্ন উহাকে নিবারণ করিতে পারে পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি আর নাই। ভগবন্! আমাকে এই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে পরিত্রাণ করুন্। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাপিষ্ঠ আমাদিগের উভয়কে সংহার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পুত্রি! তুমি কোন রূপেই রাক্ষসাৎ ভয় করিও না। যাহাকে দেখিয়া, ভয় উপস্থিত হইয়াছে, বলিয়া বোধ করিতেছ, ও প্রকৃত রাক্ষস নহে। ত্রিলোক-বিখ্যাত বীর্য্য-শালী রাজা কল্মাষপাদ এ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই নির্জ্জন বনে বসতি করিতেছেন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, ভারত! তেজস্বী ভগবান বশিষ্ঠ মুনি রাজা কল্মাষপাদকে সম্মুখে আগমন করিতে দেখিয়া হুঙ্কার দ্বারাই নিবারণ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিয়া যোগবলে তাঁহাকে সেই ঘোর শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। গ্রহণসময়ে দিবাকর যেরূপ

গ্রহ দ্বারা গ্রস্ত থাকেন, রাজা সেইরূপ বশিষ্ঠ-নন্দন শক্তির তেজো দ্বারা দ্বাদশ বৎসর অভিভূত ছিলেন।

কল্মাসপাদ এই রূপে শাপ হইতে মুক্ত হইয়া ভাস্কর যেরূপ কিরণ দ্বারা সন্ধ্যাকালীন অভ্রখণ্ড রঞ্জিত করেন সেই রূপ তেজো দ্বারা সমস্ত কানন সমুজ্জ্বল করিলেন এবং জ্ঞান লাভ করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবসর পেতে ঋষি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন, মহাভাগ! আমি সুদাস নামক ভূপতির তনয় এবং আপনার যজমান হইবার উপযুক্ত। এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ হয় আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মনুজশ্রেষ্ঠ! আমার অভিপ্রেত সময়ক্রমে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য শাসন কর; আর কখন ব্রাহ্মণের অপমান করিও না।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আর কখন ব্রাহ্মণদিগের অপমান করিব না। প্রত্যুত আপনার নিদেশ ক্রমে তাঁহাদিগকে উত্তম রূপে পূজা করিব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট যাহাতে অঋণী হইতে পারি এক্ষণে আপনার নিকট তাহাই প্রার্থনা করি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে এক রূপ, গুণ ও শীলসম্পন্ন বাসনানুরূপ পুত্র দান করুন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তখন পুত্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর তিনি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে রাজার সহিত লোকবিশ্রুত অযোধ্যা নগরীতে যাত্রা করিলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যে রূপ আগমন করিয়া থাকে, প্রজাগণ সেই রূপ বিগতপাপ মহাত্মা রাজা কল্মাসপাদকে দেখিবার

জন্য আনন্দিত চিত্তে আগমন করিতে লাগিল। মনুজশ্রেষ্ঠ বহু দিনের পর পুনর্ব্বার মহর্ষি বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে পুণ্য-লক্ষণানগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাবাসী লোক-সমূহ পুরোহিতের সহিত রাজাকে দর্শন করিয়া প্রদীপ্ত আদিত্যের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন! শরৎকালীন সমুদিত চন্দ্রমার ন্যায় লক্ষ্মীবান্‌শ্রেষ্ঠ রাজা কল্মাষপাদ অযোধ্যা নগরীকে পুনর্ব্বার লক্ষ্মী দ্বারা শোভিত করিলেন। তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট নগরী সুপরিষ্কৃত অভিষিক্ত রাজমার্গ এবং ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত হইয়া চিত্ত আনন্দিত করিতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! তখন হৃষ্ট পুষ্ট জনে পরিবৃত হইয়া নগরী শক্রাধিষ্ঠিত অমরাপুরীর ন্যায় প্রকাশিত হইল।

রাজা কল্মাষপাদ নগরীতে প্রবেশ করিলে পর তাঁহার রাজ্ঞী বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন। তখন অসাধারণ-ভাগ্য-সম্পন্ন মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিয়া দিব্য বিধি অনুসারে তাঁহাকে সম্ভোগ করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ উৎপন্ন হইলে পর মুনি রাজার অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু বহু কাল অতীত হইল, তথাপি রাজ্ঞীর সন্তান হইল না। যশস্বিনী সেই হেতু প্রস্তর-খণ্ডের আঘাতে গর্ভ ভেদ করিলেন। তাহারাও দ্বাদশ বর্ষ পরে পুরুষশ্রেষ্ঠ অশ্মক নামে নরপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি পৌদন্য নামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

এক শত সপ্তসপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৭।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর অদৃশ্যন্তী আশ্রমে বাস করিতে করিতে দ্বিতীয় শক্তির ন্যায় শক্তির কুলবর্দ্ধন এক পুত্র প্রসব করিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিজে পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন। বালক যখন গর্ভে ছিলেন, তখন বশিষ্ঠ প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গর্ভে আছেন শুনিয়াই ঋষি সে অভিসন্ধি পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার স্থাপিত হন। এই নিমিত্ত বালকের নাম পরাশর রহিল। ধর্ম্মাত্মা জন্মিয়া অবধি বশিষ্ঠ মুনিকেই পিতা বলিয়া জ্ঞান এবং পিতার ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষেই তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধনও করিতেন। যখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে সুমিষ্ট "পিতা" শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন অদৃশ্যন্তী এক দিন তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইহাঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না; ইনি তোমার পিতার পিতা। তোমার পিতাকে বনমধ্যে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে। হে বৎস! তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া বোধ করিতেছ তিনি তোমার পিতার পিতা-পিতামহ।

সত্যবাদী ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাযশা পরাশর এই কথা শ্রবণ করত দুঃখিত হইয়া সর্ব্বলোক বিনাশ করিতে স্থির করিলেন। মহাত্মা মহাতপা ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ পরিণত-বুদ্ধি মিত্রাবরুণ-নন্দন বশিষ্ঠ তাঁহাকে এই রূপ কৃত-নিশ্চয় দেখিয়া নিবারণ করিলেন। তাহার কারণও বলিতেছি শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পৃথিবীতে কৃতবীর্য্য নামে এক বিখ্যাত মহীপতি ছিলেন। তিনি বেদবেত্তা ভৃগুবংশীয়দিগের যজমান। রাজা সোমযাগ করিয়া সেই উগ্রভুক্ ভার্গবদিগকে বিপুল ধন ধান্য দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি স্বর্গারোহণ করিলে পর তাঁহার বংশে অর্থ প্রয়োজন উপস্থিত

হইল। তখন তদ্বংশীয় রাজাসকল ভার্গবদিগকে প্রভূত-ধন-শালী জানিয়া যাচকরূপে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভৃগুবংশীয়েরা কেহ কেহ ধনক্ষয়-ভয়ে আপন বিত্ত ভূমি গর্ত্তে নিখাত করিলেন। কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। কেহ কেহ বা কারণান্তর বিবেচনা করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকেই সমর্পণ করিল।

তাত! ক্ষত্রিয়গণ এই রূপে যদৃচ্ছাক্রমে ভূমিতল খনন করিতে করিতে এক জন এক ভার্গবের গৃহে ভূমিনিহিত ধন লাভ করিলেন। অনন্তর সকল ক্ষত্রিয় একত্রিত হইয়া সেই গুপ্ত ধন দর্শন করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শরণাগত ভার্গবদিগকেও অপমান করিতে লাগিলেন এবং ভার্গবমাত্রকেই নিশিত শর দ্বারা নিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য কি গর্ভস্থ বালকদিগকেও সংহার করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়গণ এই রূপে ভৃগুবংশের উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর ভৃগুপত্নীসকল ভয়বশতঃ হিমাচলের গিরিদুর্গে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে কোন কামিনী ভর্ত্তার কুলবৃদ্ধির নিমিত্ত ভয়ে উরুদেশে গর্ভ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্য এক জন ব্রাহ্মণী তাহা জানিতে পারিয়া (পাছে ক্ষত্রিয়গণ পশ্চাৎ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকেও আক্রমণ করে) এই ভয়ে ঐ কথা ক্ষত্রিয়দিগকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন রাজন্যবর্গ সেই গর্ভ সংহার করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া গমন করত দেখিলেন ব্রাহ্মণী আপনার তেজে প্রজ্বলিত হইতেছেন।

অনন্তর সেই গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরু ভেদ করত বহির্গত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের চক্ষু বিকল করিলেন। তাঁহারা অন্ধ হইয়া গিরি-দুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রাজারা এই রূপে দৃষ্টি-হীন হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-শূন্য হইলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের আর তাদৃশ চৈতন্য বা স্ফূর্ত্তি থাকিল না অতএব সকলে শান্ত-শিখ অগ্নির ন্যায় প্রভাহীন হইয়া দুঃখিত চিত্তে দৃষ্টি-লাভের নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইলেন। কহিলেন, অনিন্দিতে! আপনি প্রসন্ন হইলে ক্ষত্রিয়েরা চক্ষু লাভ করিয়া যাইতে পারেন। আমরা পাপ কর্ম্ম করিতেছি বটে; কিন্তু সকলে ঐক্যমত্য অবলম্বন করত এই পর্য্যন্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। শোভনে! আপনি ও আপনার পুত্র আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন্। পুনর্ব্বার দৃষ্টি দান করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্রাণ করুন্।

এক শত অষ্ট সপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৮।

ব্রাহ্মণী বলিলেন, বৎসগণ! আমি তোমাদিগের দৃষ্টি হরণ বা তোমাদিগের প্রতি কোপ করি নাই। উরু-সম্ভূত এই ভৃগুনন্দনই তোমাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। নিশ্চয় জানিবে এই মহাত্মা আত্মীয়বন্ধুসংহার স্মরণ করত কোপ হেতু তোমাদিগের দৃষ্টি হরণ করিয়াছেন। হে বৎসগণ! তোমরা যখন গর্ভ পর্য্যন্তও বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে তখন আমি এই গর্ভ শত বৎসর উরু দেশে ধারণ করিয়াছিলাম। ষড়ঙ্গ সমস্ত বেদ ভৃগুবংশের প্রভূত প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত গর্ভস্থ দশাতেই ইহাঁর অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্পষ্ট দেখিতেছি এই বালকই পিতৃবধ জন্য ক্রোধ হেতু তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার দিব্য তেজেই তোমাদিগের চক্ষু দৃষ্টি হীন হইয়াছে।

অতএব হে পুত্রগণ! তোমরা ঊরু-সম্ভূত আমার এই শ্রেষ্ঠ পুত্রকে প্রার্থনা কর। প্রণিপাত দ্বারা তুষ্ট হইয়া ইনিই তোমাদিগকে দৃষ্টি দান করিবেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই কথা শুনিয়া রাজারা সকলেই সেই বালকের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনিও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। সেই সাধুশ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ষি ঊরুভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীতে ঔর্ব্বনামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চক্ষু লাভ করিয়া আপন. স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে কি রূপে সর্ব্বলোকের পরাভব হইবে ভাবিয়া মহামনা ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব ঋষি সর্ব্ব-লোক বিনাশ করিতে মনঃ স্থির করিলেন। ভৃগুনন্দন ভৃগু-কুলের মান বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বলোক-বিনাশের নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই অত্যুগ্র মহা তপ-স্যায় সুর, অসুর ও মানুষলোক উত্তাপিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভার্গবের পূর্ব্ব পুরুষেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু হে তাত! তাঁহারা সেই কুলনন্দনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সকলেই তাঁহার নিকট আগমন করত কহিলেন, হে পুত্র ঔর্ব্ব! আমরা তোমার উগ্রতপস্যার প্রভাব বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে লোকদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। ক্রোধের দমন কর। তাত! ক্ষত্রিয়েরা সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর মহাত্মা ভার্গবেরা তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ বিবেচনা করিও না যে তাঁহাদিগের প্রতী-কারের ক্ষমতা ছিল না। আমরা যখন সুদীর্ঘ পরমায়ুর প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলাম, ক্ষত্রিয়েরা তখনই আমাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা তাহা স্বয়ং কামনা করিয়াছিলাম। সেই যে এক জন ভূমি-গর্ভে ধন

[illegible] ক্ষত্রিয়দিগের ক্রোধোৎ-

পাদন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের ধনাধ্যক্ষ প্রভূত ধন আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা স্বর্গকামী; অতএব আমাদিগের ধনে প্রয়োজন কি? তাত! যখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মৃত্যু কোন প্রকারেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, আমরা তখনই সকলে পরামর্শ করিয়া এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। যাহারা আত্মঘাতী তাহারা কখনই শুভলোক লাভ করিতে পারে না; এই কারণেই আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপনারা আপনাদিগকে সংহার করি নাই। বৎস! এক্ষণে ক্ষত্রিয় এবং লোক-সমূহকে সংহার করিও না। ক্রোধ উত্থিত হইয়া তোমার সমস্ত তপস্যাই দূষিত করিতেছে। অতএব উহাকে পরিত্যাগ কর।

এক শত ঊনাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৯।

ঔর্ব্ব কহিলেন, পিতৃগণ! আমি ক্রোধ বশতঃ পূর্ব্বে সর্ব্বলোক-সংহারের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা এক্ষণে মিথ্যা হওয়া উচিত হইতেছে না। আমার রোষ ও প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিতে আমি সাহসী হইতেছি না। ক্রোধ শান্ত না হইলে, অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ আমাকে দগ্ধ করিবে। যে মনুষ্য কারণ বশতঃ সমুৎপন্ন ক্রোধকে শান্ত করেন, তিনি কখনই উত্তম রূপে ত্রিবর্গ সাধন করিতে পারেন না। যথা-স্থানে প্রযুক্ত হইলে ক্রোধ অবশিষ্টদিগকে দমন এবং শিষ্টদিগকে রক্ষা করে। অতএব যাঁহারা সকলকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ক্রোধ প্রয়োগ করিবেন। যখন আমি ঊরুদেশরূপ গর্ত্ত-

শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তখন ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক বধ্যমান মাতৃগণ ও ভার্গবদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়াধমেরা সংসারে ভৃগুবংশীয়দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং গর্ব্ভস্থ বালক পর্য্যন্তও ক্ষমা করে নাই আমি তখনই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মাতৃ ও পিতৃ-পুরুষগণ সাতিশয় শোকোদ্বিগ্ন চিত্তে সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় পান নাই। যখন কেহই সেই ভৃগুপত্নীদিগকে আশ্রয় দেন নাই তখন আমার জননী আমাকে ঊরুদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। যত দিন পাপ দমন-কর্ত্তা দেখিতে পায়, পাপীলোক তত দিন দৃষ্টি-গোচর হয় না। কিন্তু যখন পাপের দমন-কর্ত্তা না থাকে, তখন সংসারে অনেকেই পাপী হইয়া উঠে। পাপকে জানিতে পারিয়া যে ব্যক্তি শক্তি থাকিতেও তাহার দমন না করেন, জিতাত্মা হইলেও, তিনি পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়েন। কি রাজা, কি অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তি, আপনার জীবন অভীষ্ট ভাবিয়া কেহই শক্তি থাকিতেও আমার পিতৃমাতৃদিগকে পরিত্রাণ করেন নাই। সেই হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া আমি সমস্ত লোক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছি। ইহাতে আমার ক্ষমতাও আছে। অতএব আপনা-দিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমি ক্ষমতাবান্ বটি; কিন্তু যদি উপেক্ষা করি তাহা হইলে লোকের অত্যাচার হইতে আমারও ভয় উপস্থিত হইবে। এই যে দেখিতেছেন আমার ক্রোধাগ্নি লোকসমূহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমি যদি এক্ষণে ইহাকে দমন করি তাহা হইলে ইহা নিজতেজে আমাকেই দগ্ধ করিতে থাকিবে। কিন্তু আমি জানি আপনারা সকল লোকেরই হিত কামনা করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে আমার এবং লোক-সমূহের মঙ্গল হইতে পারে আজ্ঞা করুন; কারণ আপনারা কর্ত্তা।

পিতৃগণ বলিলেন, পুত্র! তোমার এই যে ক্রোধাগ্নি সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তুমি ইহাকে জলে নিক্ষেপ কর। কারণ জলে যাবতীয় লোকই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক্। সর্ব্বরস ও নিখিল জগৎ সমস্তই জলময়। অতএব হে দ্বিজসত্তম! তুমি এই ক্রোধাগ্নি জলে নিক্ষেপ কর। হে বিপ্র! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা-হইলে এই অগ্নি মহাসমুদ্রে থাকিয়া তাঁহার জল দগ্ধ করিতে থাকুক। জল লোকময়। হে অনঘ! তাহা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হইবে না, অথচ দেবতা-প্রভৃতি লোক-সমূহেরও অনিষ্ট হইবে না।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ঔর্ব্ব সেই ক্রোধসম্ভূত অগ্নি বরুণালয়ে নিক্ষেপ করিলেন। উহাই সমুদ্রে জল শোষণ করিতেছে। বেদবেত্তারা কহিয়া থাকেন বৃহৎ অশ্বমুণ্ডে পরিণত হইয়া মুখ হইতে অগ্নি উদ্গার করতঃ উহা মহোদধির জল শোষ-করিতেছে। অতএব হে জ্ঞানবৎশ্রেষ্ঠ পরাশর! তুমি জানিয়া শুনিয়া লোক-সমূহ দগ্ধ করিও না। তোমার মঙ্গল হউক্।

এক শত অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮০

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, বেদবিৎশ্রেষ্ঠ, মহাতেজা বিপ্রর্ষি পরাশর মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার যে ক্রোধ হইয়াছিল তাহা দমন করিলেন। কিন্তু মুনি শক্তির সংহার স্মরণ করিয়া রাক্ষস-বধের নিমিত্ত রাক্ষসযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। মহামুনি

শক্তির বধ স্মরণ করিয়া সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞে আবালবৃদ্ধ অনেকানেক রাক্ষসকে দগ্ধ করিলেন। ইহাঁর দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় প্রতিবন্ধকতা করা উচিত নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বশিষ্ঠ পরাশরকে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন না। মুনি যজ্ঞস্থলে প্রদীপ্ত অগ্নিত্রয়ের মধ্যে অধিবেশন করিয়া চতুর্থ অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই বিশুদ্ধ যজ্ঞে হোম আরম্ভ হইলে পর নভোমণ্ডল যেন মেঘাত্যয়ে সূর্য্য দ্বারা প্রদীপ্ত হইল। বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান পরাশরকে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

হে শত্রুঘ্ন! অনন্তর পরাশরকে অন্যকর্ত্তৃক অসমাপ্য যজ্ঞ সমাপন করাইবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধি মহর্ষি অত্রি উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ পুলস্ত্য, পুলহ, ও মহাযাজ্ঞিক ক্রতু, রাক্ষসদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করিলেন। পার্থ! পুলস্ত্য রাক্ষসদিগের সংহার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে পরাশরকে কহিলেন, তাত! এই সমুদায় অজ্ঞান ও নির্দ্দোষ রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া তোমার কি বিঘ্নভয় দূরীভূত হইতেছে? তাহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ? আমার বংশ লোপ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তাত! তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মও এরূপ নহে। পরাশর! শমই তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অতএব তুমি তাহাই অবলম্বন কর। তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া অধর্ম্ম করিতেছ। ধর্ম্মজ্ঞ! শক্তির অপমান করাও তোমার উচিত হয় না। আমার বংশ ক্ষয় করাও কর্ত্তব্য নহে। হে বাশিষ্ঠ! শক্তির শাপেই সেই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শক্তি আপনার দোষেই পৃথিবী হইতে পরলোকে নীত হইয়াছেন। মুনে! কোন রাক্ষসই তাঁহাকে সংহার করিতে পারিত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যু অন্বেষণ করিয়াছিলেন। পরাশর! বিশ্বামিত্র তাহাতে কেবল নিমিত্ত-মাত্র হইয়াছিলেন রাজা কল্মাষপাদ এক্ষণে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। শক্তি

ভিন্ন বশিষ্ঠের অন্যান্য যে সমস্ত কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তাঁহারাও একক্ষণে পরম সুখে দেবতাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। হে মহামুনে! বশিষ্ঠ এ সমস্তই জ্ঞাত আছেন। হে শক্তি-নন্দন তাত পরাশর! তুমি একক্ষণে এই যজ্ঞে নির্দ্দোষী রাক্ষসদিগের বধের কারণরূপী হইয়াছ। অতএব যজ্ঞ সমাপন কর। নিবৃত্ত হও।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, মহামুনি শক্তি তনয় পরাশর অত্রি এবং বশিষ্ঠেরও এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। রাক্ষস-বধের নিমিত্ত যজ্ঞে যে বহ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন, ঋষি তাঁহাকে হিমাচলের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে পাওয়া যায় সেই বহ্নি অদ্যাপি পর্ব্বে পর্ব্বে তত্রস্থ রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর দগ্ধ করিয়া থাকে।

এক শত একাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! রাজা কল্মাষপাদ কি কারণে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ গুরুর নিকট ভার্য্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন? মহাত্মা বশিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি হেতু অগম্যা গমন করিয়াছিলেন? তিনি কি অধর্ম্ম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন? তুমি আমার নিকট সেই সমুদায় উল্লেখ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি রাজা কল্মাষপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয়ে আমাকে যে প্রশ্ন করিলে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শক্তি যেরূপে রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ দেন আমি সে সমুদায় তোমার নিকট পূর্ব্বেই

উল্লেখ করিয়াছি। ভূপতি সেই শাপের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রোধ-ব্যাকুল নয়নে পত্নীর সহিত নগর হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ মৃগসমাকুল নানা-প্রাণিপূরিত অশেষ-গুল্মলতাচ্ছাদিত নির্জ্জন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন তিনি ক্ষুধায় আক্রান্ত হইয়া আপনার আহার অন্বেষণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া এক নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রতি-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সেই রাজাকে দর্শন-মাত্র মনোরথ চরিতার্থ না করিয়াই ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভূপতি তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণী ভর্ত্তাকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে সুব্রত! হে রাজন্! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার কীর্ত্তি ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়াছে। গুরু-গণের সেবা বা ধর্ম্ম আচরণ করিতে আপনার কখন প্রমাদও ঘটে নাই। অতএব শাপবশে মোহিত এবং দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পাপ আচরণ করা আপানার উচিত হইতেছে না। ভর্ত্তার অনপত্য-তারূপ ব্যসন দর্শন করিয়া আমি নিতান্ত কাতর আছি। সেই হেতু এক্ষণে ঋতুকাল সমাগত হইলে পর আমি পুত্রোৎ-পাদনের নিমিত্ত তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম। কিন্তু কৃতার্থ হইতে পারি নাই। অতএব হে রাজশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হউন্। আমার এই ভর্ত্তাকে মুক্ত করুন্।

ব্রাহ্মণী এই রূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ অভিলষিত মৃগ ভক্ষণ করে, সেই রূপ নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার স্বামীকে আহার করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভূমি-গলিত অশ্রুবিন্দুসমূহ অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া দেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ব্রাহ্মণজায়া ভর্তৃদুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রোধভরে রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ করিলেন, হে ক্ষুদ্র! আমি সঙ্গমে কৃতার্থ না হইতেই তুমি আমার সমক্ষে অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমার মহাযশা প্রাণপ্রিয় ভর্তাকে ভক্ষণ করিলে। অতএব দুর্ব্বুদ্ধে! তুমিও ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করিলে আমার শাপে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আর, তুমি যে ঋষি বশিষ্ঠের পুত্র বিনাশ করিয়াছ তোমার ভার্য্যা তাঁহার সহবাস না করিয়া পুত্র প্রসব করিতে পারিবেন না। হে নৃপাধম! তাঁহার ঔরসজাত পুত্রই তোমার বংশধর হইবে।

আঙ্গিরসকুল-সম্ভূতা শুভলক্ষণসম্পন্না সেই ব্রাহ্মণী রাজাকে এইরূপ অভিশাপ করিয়া তাঁহার সন্নিকটেই প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মহাভাগ বশিষ্ঠ মহতী তপস্যার প্রভাবে এবং জ্ঞানবলে এই সমস্তই জানিতে পারিলেন।

অবশেষে বহুকাল অতীত হইলে পর রাজা কল্মাষপাদ যখন শাপ হইতে মুক্ত হইলেন, তখন তিনি ঋতুকালে পত্নীসঙ্গম করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ভূপতি কামে অভিভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার শাপ স্মরণ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণীর শাপ স্মরণ করত সাতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা এইপ্রকার শাপগ্রস্ত হইয়াই আপন স্ত্রীর সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এক শত দ্বি অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮২।

অর্জ্জুন বলিলেন, গন্ধর্ব্ব! তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব বল দেখি কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের উপযুক্ত পুরোহিত হইতে পারেন।

গন্ধর্ব্ব বলিলেন, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বন মধ্যে উৎকোচক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন। ইচ্ছা হইলে তোমরা তাঁহাকে বরণ করিতে পার।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন প্রীত-চিত্তে গন্ধর্ব্বকে যথাবিধি আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ! অস্ত্র সকল এক্ষণে তোমার নিকটেই থাকুক। সময় উপস্থিত হইলে আমরা ঐ সকল গ্রহণ করিব। তোমার মঙ্গল হউক।

অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও পাণ্ডুপুত্রগণ পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই ভাগীরথীতীর হইতে আপন আপন অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

পরে পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্ববেদবিৎশ্রেষ্ঠ ধৌম্য তাঁহাদিগের নিকট স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত বন্য ফল মূল অর্পণ করিলেন। তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া রাজ্য, রাজলক্ষ্মী ও স্বয়ম্বর-স্থলে পাঞ্চালী লাভে পাণ্ডুপুত্রগণ আশা বন্ধন করিলেন এবং আপনাদিগকে সনাথ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। উদারবুদ্ধি ধৌম্য বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মবেত্তা ছিলেন; ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবেরা এই নিমিত্ত তাঁহাকে পুরোহিত করিলেন। ধৌম্য দেখিলেন পাণ্ডবেরা বুদ্ধি, বীর্য্য, বল ও উৎসাহসম্পন্ন এবং লোকের হিতার্থী। অতএব স্বীকার করিলেন, ধর্ম্ম অনুসারে তাঁহারাই রাজ্য পাইতে পারেন।

অবশেষে ধৌম্য স্বস্ত্যয়ন করিলে পর মনুজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা তাঁহার সমভিব্যাহারে পাঞ্চাল দেশে গমন করিতে মনঃ স্থির করিলেন।

একশত ত্রি অশীতি অধ্যায়ে চৈত্ররথ পর্ব্ব সমাপ্ত। ১৮৩।

স্বয়ম্বর পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া দ্রৌপদী, পাঞ্চাল দেশ এবং ভাবি মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত মাতার সহিত যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন কতকগুলি ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া গমন করিতেছেন। রাজন্! ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচারী পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? কোথায়ই বা গমন করিবে?

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমরা কয় সহোদর ভ্রাতা মাতার সহিত একচক্রা নগরী হইতে আগমন করিতেছি।

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, তোমরা পাঞ্চাল দেশে দ্রুপদের

অর্জ্জুনকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু সে অভিসন্ধি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। হে ভরতনন্দন জনমেজয়! পাঞ্চালরাজ এক্ষণে অর্জ্জুনকে চিনিয়া লইবার নিমিত্ত অনায়ম্য সুদৃঢ় ধনু এবং শূন্যমার্গে এক কৃত্রিম যন্ত্রও নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা সেই যন্ত্রের সহিত এক লক্ষ্যও নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, এই ধনুকে জ্যা যোজনা করিয়া যিনি এই চক্র অতিক্রম করত বাণদ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিবেন তিনিই আমার কন্যা প্রাপ্ত হইবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা দ্রুপদ এই প্রকারে স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজগণ সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর দর্শন করিবার নিমিত্ত নানা দেশ হইতে মহাত্মা ঋষিগণ আগমন করিলেন। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কৌরবেরাও কর্ণের সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন

অনন্তর দ্রুপদরাজ বিশেষ রূপে অভ্যর্থনা করিলে পর রাজারা স্বয়ম্বর দর্শন করিতে মঞ্চের উপরে উপবেশন করিলেন। পশ্চাৎ প্রজাগণ সাগরের ন্যায় কোলাহল করিয়া উপবিষ্ট হইল। রাজগণ শিশুমারশিরোনামক স্থান দিয়া মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

নগরের পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তি সমতল বিশুদ্ধ ঈশানকোণে সমাজবাট সর্ব্বদিকে ভবনে পরিবৃত হইয়া বিরাজিত হইল। চতুর্দ্দিকে প্রাকার, পরিখা, দ্বার ও তোরণ এবং বিচিত্র বিতান শোভা পাইতে লাগিল। শত শত তূর্য্য বাজিয়া উঠিল। উৎকৃষ্ট অগুরুধূপগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইল। পৃথিবী চন্দনজলে অভিষিক্ত হইল। মাল্যদামে চারিদিক্ বেষ্টিত হইল। সর্ব্বভাগে কৈলাস শিখরতুল্য অত্যুন্নত প্রাসাদ সকল গগণতল স্পর্শ করিয়া রহিল। সেই সকল প্রাসাদ সুবর্ণজালে আচ্ছাদিত; মণিময় কুট্টিমে বিভূষিত; সুখা-

রোহণ-সাধন-সোপান বিশিষ্ট; তথায় মহামূল্য আসন এবং অগ্রাম্য, উত্তম অগুরু-বাসিত ও হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ আয়োজিত ছিল। এক একটীর শত শত দ্বার ছিল এবং সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে কাহারও বাধা ছিলনা। শয্যা ও আহারসামগ্রী সর্ব্বত্রই প্রস্তুত ছিল। ভবনমাত্রেই নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল; সুতরাং হিমালয়ের শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

ভূপতিগণ পরস্পর পরস্পরকে যেন স্পর্দ্ধা করত উত্তম রূপে অলঙ্কৃত হইয়া সেইস্থানে নানাবিধ বিমানে বসতি করিতে লাগিলেন। পৌরগণ সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাভাগ্যশালী, কৃষ্ণ ও অগুরুচন্দনে বিভূষিত, মহাপ্রসাদ, (১) ব্রাহ্মণের হিতকারী, স্বরাষ্ট্ররক্ষাকর্ত্তা এবং সুকৃত-শুভকর্ম্মসাধন হেতু সর্ব্ব-লোকপ্রিয় নরপতিদিগকে দর্শন করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণাদর্শনরূপ সিদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত আপনারাও মঞ্চের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল। পাণ্ডুনন্দনেরাও ব্রাহ্মণদিগের সহিত উপবেসন করিয়া পাঞ্চালরাজের অনুপম সমৃদ্ধি দর্শন করিতে লাগিলেন।

রাজন্! সমাজ এইরূপে বহুদিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেকানেক নট ও নর্ত্তক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রভূত ধনদান হইতে লাগিল। অনন্তর ষোড়শদিনে দ্রৌপদী স্নান করত উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ পরিধান করিয়া মধ্যক্তশোভিত মালাহস্তে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন সোমবংশের পুরোহিত মন্ত্রবিৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান এবং ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইলেন। এইরূপে হোমদ্বারা অগ্নিকে প্রীত করিয়া অবশেষে সমুদায় বাদিত্র নিবারণ করিলেন।

(১) অর্থাৎ যাঁহারা প্রসন্ন হইলে প্রভূত উপকার করেন।

রাজন্! বাদিত্রের বারণ জন্য সভামণ্ডল নিঃশব্দ হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃষ্ণার সহিত রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়া মেঘের ন্যায় অত্যুচ্চ গম্ভীর স্বরে স্পষ্ট স্পষ্ট কহিতে লাগিলেন, হে সমবেত নৃপতিগণ! সকলে শ্রবণ করুন; এই শরাসন; এই পঞ্চ বাণ এবং এই লক্ষ্য। যে সৎকুল-সম্ভূত বলশালী যুবক এই পঞ্চ বাণ দ্বারা এই যন্ত্রের ছিদ্র দিয়া লক্ষ্য ভেদ করিবেন, আমার ভগিনী এই কৃষ্ণা তাঁহারই ভার্য্যা হইবেন। আমি মিথ্যা বলিতেছি না।

দ্রুপদনন্দন প্রথমতঃ এই কথা কহিয়া অবশেষে ভগিনীকে সমবেত রাজাদিগের প্রত্যেকের নাম, গোত্র ও কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক শত পঞ্চাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৫।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, ভগিনি! বায়ুবেগশালী, উগ্রবেগ, ভীমবীর্য্য দুর্য্যোধন, দুর্বিবহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, কুণ্ডক, চিত্রসেন, সুবর্চ্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী তুহুণ্ড, বিকট ও অন্যান্য মহাবল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণের সহিত তোমার নিমিত্ত এই উপস্থিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অসংখ্য রাজাও আগমন করিয়াছেন। এই গান্ধাররাজের পুত্র সৌবল, বৃষক ও বৃহদ্বল আসিয়াছেন। এই শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অশ্বত্থামা ও ভোজ তোমার নিমিত্ত নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই রাজা বৃহন্ত, মনিমান্, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মেঘসন্ধ, বিরাট, বিরাটের পুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বার্দ্ধক্ষেমি, সুধর্ম্মা, সেনাবিন্দু, সুকেতু, সুকেতুর পুত্র সুনামন ও সুবর্চ্চা, সুচিত্র,

সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান্ নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান, চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমান্, সমুদ্রসেনপুত্র প্রতাপশালী চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, পিতাপুত্র বিদণ্ড ও দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বীর্য্যবান্, ভগদত্ত, শল্য, শল্যের পুত্র বীর রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, উশীনর-নন্দন শিবি, পটচ্চর নিহন্তা, কারুষাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, বীর্য্যবান্ রুক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, মহামতি উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্ক, গবেষণ, আশাবহ, নিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বীর বাতপতি, ঝিল্লী পিণ্ডারক, ও উশীনর প্রভৃতি বিখ্যাত বৃষ্ণিবংশীয়গণ; ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লীক, মহারথ শ্রুতায়ু, উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, মতিমান্ বৎসরাজ, কোশল ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভুবন-বিখ্যাত নৃপতিগণ তোমার নিমিত্ত লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। শুভে! যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন তোমায় তাঁহাকেই বরণ করিতে হইবে।

একশত ষড়শীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর নানালঙ্কার-ভূষিত কুণ্ডল-ধারী তরুণবয়স্ক রাজগণ প্রত্যেকেই আপন বল ও অস্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া যেন পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করতই উত্থিত হই-লেন। সকলেই রূপ, কুল, শীল, ধন ও যৌবনের গর্ব্বে মদ-

ত্রাবী হিমালয়-জাত মাতঙ্গের ন্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন। পরস্পর পরস্পারকে স্পর্দ্ধার সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং কামে আক্রান্ত হইয়া "কৃষ্ণা আমারই হইবে" এই কথা কহিতে কহিতে প্রত্যেকে সহসা উত্থিত হইলেন। পূর্ব্বে দেবগণ যেরূপ পর্ব্বত-রাজ-কন্যা উমাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়সকল দ্রুপদ-তনয়াকে লাভ করিবার নিমিত্ত রঙ্গ-স্থল একত্রিত হইয়া সেইরূপ শোভিত হইলেন। দ্রুপদ-নন্দিনীর নিমিত্ত রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইবামাত্র মদন রাজাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণাগত চিত্তে আপন আপন বন্ধুকেও দ্বেষ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীর কুমার-যুগল, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, যম, কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। ক্রমে দৈত্য, সুপর্ণ, উরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ এবং নারদ ও পর্ব্বত উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণ-মতানুযায়ী প্রধান প্রধান বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা আপন আপন প্রধানতা অনুসারে উপবেশন করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। যদুবীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাভিমুখ বারণেন্দ্র এবং ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সেই মত্ত-গজেন্দ্ররূপী পঞ্চ জনকে পঞ্চ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিলেন এবং রামকে কহিলেন, ইনি যুধিষ্ঠির; ইনি ভীম; ইনি অর্জ্জুন; ইনি নকুল এবং ইনি সহদেব। রাম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রীতমনে অল্পে অল্পে জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য বীর রাজপুত্র ও রাজপৌত্রগণ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্র, মন, ও স্বভাব সমর্পণ করিয়া ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে আরক্তনয়নে তাঁহাকেই দর্শন করিতেছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং যমজ

নকুল ও সহদেব কৃষ্ণাকে দর্শন করিয়া অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায়ই কন্দর্প-বাণে পীড়িত হইলেন। রাজন্! দিব্যগন্ধে পরিপূরিত, দুন্দুভিশব্দে প্রধ্মাত, পুষ্পব্যাপ্ত অন্তরীক্ষে দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব, সুপর্ণ, নাগ ও অসুরদিগের তুমুল জনতা হইয়া উঠিল। বিমান সকল পরস্পর প্রতিহত হইতে লাগিল। বেণু, বীণা ও পণব সুমধুর স্বরে বাজিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবালে বিভূষিতাঙ্গ, মহাবাহু, মহাবল, বলবীর্য্য দর্পিত দুর্যোধন, কর্ণ, শাল্ব, শল্য অশ্বত্থামা, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গাধিপতি, বঙ্গাধিপতি, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, বিদেহরাজ, যবনাধিপতি এবং অন্যান্য পদ্মলোচন রাষ্ট্রাধিপতি রাজপুত্র ও রাজপৌত্রগণ ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া কৃষ্ণালাভের নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই শরাসনে জ্যা যোজনা করিতে কেহ মনেও ভাবনা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যেমন নিজ নিজ বল, শিক্ষা, গুণ ও ক্রম অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি একে একে স্ফূর্ত্তিমৎ সুদৃঢ় শরাসনের কোটি দ্বারা ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া লুঠিতে লাগিলেন। মস্তক হইতে কিরীট এবং গলদেশ হইতে হার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। অবশেষে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নিবৃত্ত হইলেন।

ক্ষত্রিয়বর্গ এইরূপে স্রস্ত-কিরীট ও স্রস্তহার হইয়া কৃষ্ণালাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করত হাহারবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন ধনুর্দ্ধর-শ্রেষ্ঠ কর্ণ রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়া নিমেষমাত্রে সেই শরাসনে জ্যা-রোপণ করিয়া বাণ যোজনা করিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ অগ্নি, সোম ও সূর্য্য-তুল্য সূর্য্যতনয়কে অনুরাগবশতঃ কৃতপ্রতিজ্ঞ দর্শন করিয়া মনে করিলেন, তিনি লক্ষ্য ভেদ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমি

সূতকে বরণ করিব না। তাহা শ্রবণ করিয়া মার্ত্তণ্ড ক্রোধ-সূচক হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ সেই বিকাশমান শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

সভাস্থ রাজগণ অনেকেই এই রূপে নিবৃত্ত হইলে পর অবশেষে মহাবল-পরাক্রান্ত চেদিরাজ দমঘোষ-তনয় মহামতি সুধীর শিশুপাল শরাসনে জ্যা রোপণ করিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি উভয় জানুপাতিয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। পশ্চাৎ মহাবল মহাবীর্য্য জরাসন্ধ ধনুকের নিকটে আসিয়া অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু শরাসনের ভরে জানুদ্বয় পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অবশেষে মহাবল মদ্ররাজ শল্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনিও সেইরূপে পতিত হইলেন।

এই রূপে সমস্ত রাজগণ অবমানিত হইয়া নিবৃত্ত হওয়াতে রঙ্গস্থলোপবিষ্ট জনগণ চঞ্চল হইলে পর কুন্তীনন্দন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই শরাসনে জ্যা ও শর যোজনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন।

এক শত সপ্তাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজগণ একে একে জ্যা-রোপণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে পর উদার-ধীশক্তি-সম্পন্ন ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ সমুত্থিত-ইন্দ্রধ্বজ-তুল্য জিষ্ণুকে গমন করিতে দেখিয়া মৃগচর্ম্ম প্রকম্পন পূর্ব্বক কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ম্লান কেহ কেহ বা আনন্দিত হইলেন। উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধির অভিমান করিতেন তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, শল্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-

গণ অস্ত্রবেদে সুনিপুণ বলিয়া ভূমণ্ডলে বিলক্ষণ বিখ্যাত। তাঁহারাই যখন শরাসনে জ্যা রোপণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন এই বিপ্রবালক কি রূপে সমর্থ হইবেন। কারণ ইহাঁর অস্ত্রশিক্ষা বা দেহবল কিছুই নাই। চাপল্য বশতঃ এই বটু বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কার্য্য অসিদ্ধ হইলে আমরা ব্রাহ্মণমাত্রেই রাজাদিগের উপহাস-ভাজন হইব। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বালক দর্প হর্ষ, বা ব্রাহ্মণ-সহজ চাপল্য নিবন্ধন শরাসনে জ্যা রোপণ করিতে উদ্যত হইয়াছে; অতএব ইহাকে নিবারণ কর।

অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, আমরা কি কারণে উপহাসাস্পদ বা অপমানের পাত্র হইব? রাজাদিগের সহিত আমাদিগেরই বা বিবাদ হইবে কেন? কেহ কেহ বলিলেন, দেখিতেছি এই সুন্দর যুবক নাগরাজকরের ন্যায় সুগঠন, পীনস্কন্ধ, মহাবাহু, হিমাচলের ন্যায় ধৈর্য্যশালী, সিংহের ন্যায় ললিত-গতি এবং গজপতির ন্যায় বিক্রমশালী। ইহাঁর বিলক্ষণ উৎসাহও আছে। অতএব অনুমান হইতেছে, ইনি কার্য্য সিদ্ধ করিলেও করিতে পারেন। ইহাঁর উৎসাহ এবং শক্তি অতি মহতী। শক্তি না থাকিলেই বা নিজে গমন করিবেন কেন?

আর এই মরণশীল মনুষ্যলোকে এরূপ কি কার্য্য আছে যে ব্রাহ্মণেরা তাহা সম্পাদন করিতে না পারেন। ব্রাহ্মণেরা নিরাহার; বায়ুমাত্রভোজী; ফলাহারী এবং কঠোর-ব্রতচারী; সুতরাং দুর্ব্বল বটেন; কিন্তু তাঁহারা আপন তেজেই বলবান্। ব্রাহ্মণ সৎ বা অসৎ আচরণ করুন; তথাপি তিনি উপস্থিত সুখকর বা দুঃখজনক; মহৎ বা তুচ্ছ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ নহেন, ভাবিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। দেখুন, জামদগ্ন্য যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে জয় এবং অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে অগাধ সমুদ্র পান

করিয়াছিলেন। অতএব আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই বিপ্র-নন্দন নিমেষমাত্রেই শরাসনে জ্যারোপণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, তথাস্তু।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এদিকে অর্জ্জুন শরাসনের সমীপে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর সেই ধনুঃ প্রদক্ষিণ করতঃ বরদ প্রভু মহাদেবকে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। পশ্চাৎ মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। রুক্মী, সুনীথ, বক্র, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদ-পারগ নরশ্রেষ্ঠ মহা মহা রাজগণ বিশেষ যত্ন করিয়াও যে শরাসনে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হন নাই, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বিষ্ণু তুল্য প্রভাবশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন বীর্য্যবান্‌দিগের প্রতি দর্প করিয়া নিমেষমাত্রেই তাহাতে জ্যা যোজন করিয়া পঞ্চ বাণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতেই লক্ষ্য ভেদ করিলেন। লক্ষ্য ছিন্ন হইয়া ছিদ্রের মধ্য দিয়া ভূমিতে পতিত হইল। তখন অন্তরীক্ষ এবং সমাজমধ্যে মহা শব্দ হইয়া উঠিল। দেবগণ শত্রুসংহারী অর্জ্জুনের মস্তকোপরি দিব্য-কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ আপন আপন অঞ্চল বিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা হাহা রব করিয়া উঠিলেন। নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদকেরা শতাঙ্গ বাদ্য-যন্ত্র একত্রিত করিয়া বাদন করিতে আরম্ভ করিল। সূত ও মাগধগণ সুস্বরে স্তুতি-পাঠ করিতে লাগিল।

দ্রুপদ অর্জ্জুনকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সৈন্য দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।

সেই মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইলে পর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির

পুরষোত্তম নকুলসহদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্র আবাসে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ এবং অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে শুক্ল মাল্য ও বসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

অচিন্ত্য-কর্ম্মা অর্জ্জুন রঙ্গস্থলে সেই মহিলাকে জয় করিয়া গ্রহণ করত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিলেন। দ্রৌপদী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

এক শত অষ্টাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা দ্রুপদ সেই ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছুক হইলে পর নৃপতিমণ্ডল পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, আমরা অনেক রাজগণ সমবেত হইয়াছি; কিন্তু দ্রুপদ আমাদিগের সকলকেই অবজ্ঞা করিয়া এই যোষিদ্বরা দৌপদীকে বিপ্রহস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে ছেদন করা হইতেছে। অতএব যে দুরাত্মা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছে, আইস আমরা তাহাকে সংহার করি। এই নৃপদ্বেষী দুরাচার দ্রুপদ সম্মান বা গুণবার্দ্ধক্য-নিবন্ধন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে। আইস ইহাকে ও ইহার পুত্রকে সংহার করি। দুরাত্মা আমাদিগকে আহ্বান করত উত্তম অন্ন ভোজন করাইয়া অবশেষে অপমান করিতেছে। দেবতাদিগের ন্যায় এই সকল রাজগণ সমবেত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে সে কি একজনকেও উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইল না? বিপ্রদিগকে

বরণ করিবার অধিকারও নাই। শ্রুতি আছে স্বয়ম্বর ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই বিধেয়। অথবা যদি এই কন্যা কাহাকেও বরণ করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে ইহাকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করা যাউক্। চাপল্য হেতুই হউক্, আর লোভ বশেই হউক, এই ব্রাহ্মণ রাজাদিগের অনিষ্ট করিয়াছেন; তথাপি ইনি ব্রাহ্মণ, অতএব ইহাঁকে কোন রূপেই বধ করা উচিত নহে। আমাদিগের রাজ্য, জীবিত, বিত্ত, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য যে কিছু ধন আছে সকলই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত। অন্য স্বয়ম্বর ব্যক্তিদিগের যেন দ্রুপদের ন্যায় গতি না হয়; এ বিষয়ে অপমান-ভয় এবং আপন ধর্ম্মের অনুরোধ রাখিতে হইবে।

পরিঘার ন্যায় লম্বিত-বাহু প্রধান প্রধান নৃপতিগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করত দ্রুপদকে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন। দ্রুপদ সেই সমস্ত অসংখ্য ক্রুদ্ধ ভূপতিদিগকে শরাসনহস্তে ধাবমান হইতে দেখিয়া ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অরিন্দম মহাবলশালী পাণ্ডুতনয় ভীমসেন ও অর্জ্জুন মত্ত বারণের ন্যায় বেগে ধাবমান সেই রাজাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজগণ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন এবং অঙ্গুলিত্র বন্ধন করিয়া ক্রোধবশতঃ কুরুরাজ-পুত্র ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন। অত্যাশ্চর্য্য-ভীমকর্ম্মা বজ্রসমানসার মহাবল ভীমসেন গজেন্দ্রের ন্যায় এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া উহাকে পত্রশূন্য করিলেন। রিপু-প্রমাথী দীর্ঘ-বাহু পবননন্দন অবশেষে সেই বৃক্ষ হস্তে করিয়া দণ্ডহস্ত ভীষণ যমের ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অসাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ইন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুন ভ্রাতার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া ধনুঃ গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা দামোদর অর্জ্জুন ও তাঁহার ভ্রাতার

সেই অমানুষিক কর্ম্ম দর্শন করিয়া উগ্রবীর্য্য ভ্রাতা হলায়ুধকে কহিলেন, এই যে সিংহরাজের ন্যায় খেলগামী পুরুষ কিঞ্চিদূন-পঞ্চ-হস্ত-পরিমিত মহাধনু আকর্ষণ করিতেছেন; সঙ্কর্ষণ! যদি আমি বসুদেবনন্দন হই, তবে সত্য করিয়া বলিতেছি ইনি অর্জ্জুন। আর যিনি বলপূর্ব্বক বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া রাজাদিগের নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইনি ভীম। ভীম ভিন্ন রণস্থলে আর কেহই এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। সেই যে ইতিপূর্ব্বে গৌরবর্ণ পুরুষ রঙ্গস্থল হইতে বহির্গমন করিলেন; যাঁহার অক্ষি কমলপত্রের ন্যায় আয়ত; যাঁহার নাসিকা ঈষৎ-লম্বিত ও সুন্দর; যিনি সিংহগতি এবং যিনি অতিবিনীত তিনি ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির। আর, সেই যে দুই কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় দুই কুমারকে দেখিয়াছেন তাঁহারা অশ্বিনেয়। আমার বিবেচনায় এই হইতেছে। শুনিয়াছি পাণ্ডুপুত্রেরা জতু-গৃহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

নির্জ্জল-তোয়দ-প্রতিম বলদেব কৃষ্ণের বাক্যে প্রতীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি জতুগৃহ হইতে মুক্তা পিতৃস্বসাকে কৌরবশ্রেষ্ঠদিগের সহিত দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম।

এক শত উননবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ অজিন ও কমণ্ডলু বিধূনন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! ভয় নাই। আমরা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। অর্জ্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আপনারা দর্শকরূপে পার্শ্বে অবস্থিতি করুন। যেরূপ মন্ত্রদ্বারা

আশীবিষ সর্পকে নিবারণ করে সেইরূপ আমি শত শত সরলাগ্র শরদ্বারা ইতস্ততঃ বিকীরণ করত এই সকল ক্রুদ্ধ রাজাদিগকে নিবারণ করিতেছি। মহাবল অর্জ্জুন এই কথা কহিয়া শুল্কস্বরূপে-প্রাপ্ত শরাসন গ্রহণ করিয়া ভ্রাতা ভীমের সহিত অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কর্ণপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগকে দর্শন করিয়া ভীতি-শূন্য ভ্রাতৃযুগল গজের প্রতি অজের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধেচ্ছু রাজগণ পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন, ব্যবস্থা আছে যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করা যাইতে পারে।

নৃপতি-বর্গ এইকথা কহিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রতি হঠাৎ ধাবিত হইলেন। মহাতেজা কর্ণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত এক করী যেরূপ অন্য করীর প্রতি ধাবিত হয়, মদ্ররাজ বলশালী শল্য সেইরূপ যুদ্ধার্থী হইয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি অন্যান্য সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবলীলাক্রমে মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন বলবৎ শরাসন গ্রহণ করত আকর্ষণ করিয়া নিশিত শরাঘাতে সম্মুখপাতী সূর্য্যনন্দন কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। রাধাতনয় সেই সকল উগ্রতেজ নিশিত-শরসমূহের বেগে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। অবশেষে অনির্দ্দেশ্যসামর্থ্য বিজিগীষুশ্রেষ্ঠ দুই জনই অন্যোন্যকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লঘুহস্ততার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমার বাহুবল দেখ! তোমার অস্ত্রের কেমন প্রতীকার করিলাম তাহাও দর্শন কর।

অনন্তর সূর্য্যনন্দন কর্ণ পৃথিবীতে কাহারই ভুজবল অর্জ্জুনের ভুজবলের সমান নহে, বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অর্জ্জুন-প্রহিত বেগবান্ বাণসমূহ নিবারণ করিয়া সৈন্যবর্গ প্রতিধ্বনিত করত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কহিলেন, হে দ্বিজবর! যুদ্ধস্থলে তোমার অবিশ্রান্ত ভুজবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিজয়-কারিতা দর্শন করিয়া আমি প্রীত হইলাম। তুমি কি সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ? কি পরশুরাম? কি পুরন্দর? কি বিষ্ণু? আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া ভুজবল আশ্রয় করত আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ? আমি যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র, অথবা পাণ্ডু-নন্দন কিরীটী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

কর্ণ এই কথা কহিলে পর অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, কর্ণ! আমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ বা পরশুরাম নহি। আমি যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্র-ধারিপ্রধান ব্রাহ্মণ। আমি গুরুর নিকট হইতে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দরাস্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি। বীর! আমি তোমাকে জয় করিবার নিমিত্ত রণে অবতীর্ণ হইয়াছি। কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাধানন্দন কর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, ব্রহ্মতেজ কখনই জয় করা যাইবে না। সুতরাং তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

রণস্থলীর অন্যদিকে বীর, বলবান্ এবং শিক্ষাবল হেতু যুদ্ধ-কুশল ভীম ও শল্য পরস্পরকে আহ্বান করিয়া দুই মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এক জন অন্যকে জানু ও মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। পর্য্যায়ক্রমে পরস্পর পরস্পরকে অগ্রে আকর্ষণ, সম্মুখে আস্ফালন, এবং আকর্ষণ, বিকর্ষণ করিয়া মুষ্টি প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের

চপেটা-ঘাত-জন্য তুমুল চট পটা শব্দ সমুত্থিত হইল। উভয়ে উভয়কে পাষাণপাতের ন্যায় প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা মুহূর্ত্তমাত্র পরস্পরকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর কুরু-শ্রেষ্ঠ ভীমসেন বাহুদ্বারা শল্যরাজকে উত্তোলন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণ হাস্য করিয়া উঠিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম তদ্ভিন্ন আরও আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন। তিনি শল্যকে পাতিত করিয়া সংহার করিলেন না।

এই রূপ শল্য পাতিত এবং কর্ণ ভীত হইলে পর অন্যান্য যাবতীয় রাজারাও ভীত হইয়া বৃকোদরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কহিতে লাগিলেন, এই দুই ব্রাহ্মণকে ধন্য বলিতে হইবে। জিজ্ঞাসা কর, ইহাঁরা কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ইহাঁদিগের নিবাসই বা কোথায়? পরশুরাম, দ্রোণ বা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইত। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এবং কৃপ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইত। আর বলদেব, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বা দুর্য্যোধন ব্যতিরিক্ত অপর কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে শল্যকে পাতিত করিতে পারিত। অতএব ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হয়। আইস প্রথমতঃ ইহাঁদিগের পরিচয় লওয়া যাউক। পশ্চাৎ আনন্দিত হইয়া ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কৃষ্ণ ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের দুই জনকে কুন্তী-পুত্র রূপে সন্দেহ করিলেন। অনন্তর সেই সকল রাজাদিগকে অনুনয় বাক্যে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম পূর্ব্বক কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধ-কুশল নৃপতিগণ এই-

রূপে নিবারিত হইয়া বিস্মিতচিত্তে আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থলে অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন যে অদ্য রঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ হইলেন এবং ব্রাহ্মণই পাঞ্চালীকে বরণ করিলেন। রৌরব এবং অজিনবাসা ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করাতে ভীম ও অর্জ্জুন দুই জনে অতি কষ্টে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুকর্তৃক ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ বীরযুগল কৃষ্ণার সহিত জনতা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। বোধ হইল যেন পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র ও সূর্য্য মেঘরাশির মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইল, তথাপি পুত্রগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না, দেখিয়া জননী কুন্তী পুত্র-স্নেহ বশতঃ তাঁহাদিগের নানা প্রকারে মৃত্যু চিন্তা করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কি চিনিতে পারিয়া কুরুশ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিয়াছে? দৃঢ়বৈর ভয়ানক মায়াজীবী রাক্ষসেরাই বা কি তাঁহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছে? অহো! মহাত্মা ব্যাসের অনুমতিরও বিপরীত ফল ফলিল।

কুন্তী সুত-স্নেহ-বশতঃ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া, মনুষ্যদিগের নিদ্রার সময় দুর্দ্দিনের অপরাহ্নে মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায়, সেই কুম্ভকার-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এক শত নবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯০।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহানুভাব নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন ভীম ও অর্জ্জুন কৃষ্ণাকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে কুম্ভকার গৃহে প্রবেশ করত কহিলেন, জননি! আমরা ভিক্ষা আহরণ করি-

য়াছি। কুন্তী গৃহের মধ্যে ছিলেন, সুতরাং না দেখিয়াই কহিলেন, সকলে একত্রিত হইয়া ভক্ষণ কর। কিন্তু তিনি পশ্চাৎ গৃহের বাহিরে আগমন করত কৃষ্ণাকে দেখিয়া কহিলেন, হায়, আমি কি কষ্টের কথাই কহিয়াছি! ধর্ম্ম-ভীতা কুন্তী তজ্জন্য সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পরম-প্রীতা কৃষ্ণার হস্ত ধারণ করত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পুত্র! এই কন্যা দ্রুপদের নন্দিনী। তোমার অনুজ ভীম ও অর্জ্জুন ইহাঁকে আনিয়া আমায় সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। আমিও প্রমাদ বশতঃ, আমাকে যেরূপ বলিতে হয়, তদনুসারে বলিয়াছি, তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া ভক্ষণ কর। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বল দেখি এক্ষণে আমার বাক্য কি প্রকারে মিথ্যা না হয়, অথচ এই পাঞ্চালনন্দিনীর অধর্ম্ম না ঘটে এবং তজ্জন্য ইনি বিষণ্ণ না হন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ পুরুষর্ষভ যুধিষ্ঠির মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ অবশেষে ধনঞ্জয়কে কহিলেন ফাল্গুন! তুমিই রাজনন্দিনী যাজ্ঞসেনীকে উপার্জ্জন করিয়াছ। অতএব ইনি তোমার সাহচর্য্যেই শোভা পান। সুতরাং তুমিই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ইহাঁর পাণি-গ্রহণ কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, নরেন্দ্র! আপনি আমাকে অধর্ম্মভাগী করিবেন না। শিষ্টদিগের এ ধর্ম্ম নহে। প্রথমে আপনি বিবাহ করিবেন। পশ্চাৎ মহাবাহু অচিন্ত্য-কর্ম্মা ভীমসেন ও আমি। তাহার পর নকুল ও সহদেব। রাজন্! বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব ও এই কন্যা, সকলেই আপনার বশবর্ত্তী। এইরূপ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে পাঞ্চালরাজের হিতসাধন হইতে পারিবে আপনি তাহাই আজ্ঞা করুন। আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিব।

অর্জ্জুনের সেই স্নেহ ও ভক্তি-সম্বলিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ পাঞ্চালীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পাঞ্চালীও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই রূপে পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া পাণ্ডুপুত্রদিগের মনে পাঞ্চালী ভিন্ন অন্য কিছুই অবকাশ পাইল না। ক্রমে মদন সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়-সমূহ মন্থন করিতে লাগিলেন। বিধাতা আপন অভিলাষ অনুসারে পাঞ্চালীর রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা অন্যান্য যাবতীয় কামিনীর রূপ হইতেই অধিকতর মনোজ্ঞ।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের আকার ও ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যাসের বাক্য স্মরণ করিলেন এবং পাছে ভ্রাতৃ-ভেদ উপস্থিত হয় এই ভয়ে কহিলেন, শুভ-লক্ষণা পাঞ্চালী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনল্পবল পাণ্ডুপুত্রেরা জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

এদিকে যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই পাণ্ডুপুত্র বলিয়া সন্দেহ করত রামের সহিত কুম্ভকার-ভবনে তাঁহাদিগের আবাসে আগমন করিলেন। দেখিলেন জ্বলন-সঙ্কাশ পাণ্ডুপুত্রগণ অজাত-শত্রুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। তখন বাসুদেব অজমীঢ়বংশসম্ভূত ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করত কহিলেন, আমি কৃষ্ণ। তাহার পর রোহিণীনন্দনও সেই রূপে পরিচয় প্রদান করিলেন। কৌরবেরা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে যদুবীরযুগল পিতৃস্বসার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বাসুদেব! আমরা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই স্থানে বসতি করিতেছি, তথাপি তুমি কি রূপে আমাদিগকে চিনিতে

পারিলে? বাসুদেব ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও জানিতে পারা যায়। পাণ্ডব ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন্ ব্যক্তি আছে যে সেই রূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? আমাদিগের পরম ভাগ্য যে শক্রঘাতী পাণ্ডবেরা অগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। আমাদিগের পরম ভাগ্য যে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় নাই। আপনাদিগের মঙ্গল হউক্। আপনাদিগের মঙ্গল এক্ষণে গুহায় নিহিত আছে। আপনারা অগ্নির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকুন। কোন রাজাই আপনাদিগকে যেন চিনিতে না পারেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমরা আপন শিবিরে গমন করি।

অক্ষর-লক্ষ্মী সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া বলদেবের সহিত সত্বর প্রস্থান করিলেন।

এক শত একনবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯১।

কুম্ভকার-গৃহে গমন-কালীন দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন অলক্ষিতরূপে কুরুনন্দন ভীম ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। তিনি সহচরদিগকে সতর্ক করিয়া পাণ্ডবদিগের ও অন্যান্যের অজ্ঞাতসারে তাহারই নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যাসময় উপস্থিত হইলে রিপুমর্দ্দন অদীনসত্ত্ব মহাবলশালী ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করত আগমন করিয়া ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন। তখন দাতৃস্বভাবা কুন্তী যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, শুভে! তুমি এই ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হইতে অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া

দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অতিথি ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে কেহ আহার করিতে অভিলাষ করে তাহাদিগকে আহার দান, কর। পশ্চাৎ অবশিষ্ট ভাগ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ এই নাগরাজ তুল্য বিপুলাকৃতি গৌরবর্ণ যুবা বীর বৃকোদরকে অর্পণ কর; কারণ ইনি প্রত্যহ অধিক ভোজন করিয়া থাকেন। আর যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল, উহা ছয়ভাগে বিভক্ত কর। যুধিষ্ঠির আদি চারি ভ্রাতা, তুমি ও আমি, এই ছয় জনে ভক্ষণ করিব। নৃপদুহিতা যাজ্ঞসেনী তাঁহার সেই সাধুবাক্য শ্রবণ করত কোন বিচার না করিয়াই যথোক্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। অবশেষে সকলে আহার করিলেন। আহার সমাপন করিয়া আপন আপন মৃগচর্ম্ম বিস্তার করত শয়ন করিলেন। কুরুপ্রবীরগণ দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকের দিকে কুন্তী এবং চরণের দিকে দ্রৌপদী শয়ন করিয়া রহিলেন। দ্রৌপদী কুশাস্তরণে ভূমিতে শয়ন করিয়া এবং পঞ্চ জনের পদতলে উপধান স্বরূপ হইয়াছিলেন বটে; তথাপি মনে দুঃখ অনুভব বা পাণ্ডবদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন না। বীর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডুনন্দনেরা শয়ন করিয়া রথ, নাগ, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, দিব্যাস্ত্র ও সৈন্য-বিষয়ে নানা প্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের সেই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ মনুষ্যেরা দেখিল, নৃপনন্দিনী কৃষ্ণাও তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

ক্রমে রজনী প্রভাতা হইল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাত্রিতে পাণ্ডবেরা যে সমস্ত কথোপকথন করিয়াছিলেন, দ্রুপদের নিকট সেই সকল উল্লেখ করিবার নিমিত্ত সত্বর যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবদিগকে উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হইয়া মহাত্মা দ্রুপদ অতি খিন্ন মনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন

নিকটে উপস্থিত হইবামাত্রেই রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! যাজ্ঞসেনীকে কে লইয়া গিয়াছে? কৃষ্ণা কোথায় গমন করিয়াছেন? কোন নিকৃষ্ট জাতি বা শূদ্র, অথবা কোন করদাতা বৈশ্য ত আমার দুহিতাকে জয় করত লইয়া গিয়া আমার মস্তকে পাদক্ষেপ করে নাই? যদি আমার কন্যা নরশ্রেষ্ঠ পার্থের সহিত গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অনুতাপ নাই। হে মহাভাগ! আমার দুহিতাকে কে জয় করিয়া লইয়াছে? কুরুবংশীয় মহাবীর বিচিত্রবীর্য্য-তনয় মহাবীর্য্য পাণ্ডুর পুত্রেরা কি অদ্যাপি জীবিত আছেন? অর্জ্জুন কি শরাসন গ্রহণ করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন?

এক শত দ্বিনবতি অধ্যায়ে স্বয়ম্বর পর্ব্ব সমাপ্ত। ১৯২।

বৈবাহিক পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, সোমবংশীয় প্রধান নৃপনন্দন ধৃষ্ট-দ্যুম্ন পিতার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে, যিনি কৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, আয়ত এবং লোহিতলোচনে শোভমান সেই যে কৃষ্ণাজিনধারী দেবসঙ্কাশ মনোহরমূর্ত্তি যুবা পুরুষ মহৎ শরাসনে জ্যাযোজন করিয়া লক্ষ্য ভেদ করত ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন, তিনি অন্য কাহারও সহিত মিলিত হইলেন না। পুরন্দর যে রূপ মহর্ষি ও অমরগণে পরিবৃত হইয়া দৈত্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই রূপ তিনি বিপ্রবর্গে বেষ্টিত হইয়া পুজনীয় রাজকুলের মধ্যে প্রবেশ করত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নাগবধূ নাগের ন্যায় কৃষ্ণা হৃষ্টান্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের অজিন-প্রান্ত ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তদ্দর্শনে অসহিষ্ণু এবং জাতক্রোধ হইয়া রাজগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। তখন আর এক বীর রাজগণের মধ্যে আগমন করিয়া যম ক্রোধভরে যেরূপ দণ্ডাঘাতে প্রাণী সংহার করেন, সেই রূপ এক মহীরুহ উৎপাটন করত গ্রহণ করিয়া ভূপালদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রাজন্! তদ্দর্শনে নৃপতিবর্গ সেই নৃসিংহ বীর-যুগলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বীর-দ্বয় চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাকে লইয়া নগরের বহির্ভাগে এক কুম্ভকার-গৃহে প্রবেশ

করিলেন। সেই স্থানে অগ্নি-শিখার ন্যায় এক বৃদ্ধা রমণী সমীপোপবিষ্ট সেই রূপ অগ্নি-সঙ্কাশ বীরত্রয়ের সহিত বসিয়া ছিলেন। দেখিয়া আমার অনুমান হইল, তিনি তাঁহাদিগের প্রসূতি হইবেন।

অনন্তর সেই দুই বীর নিকটে গমন করত সেই রমণীর চরণে নমস্কার করিলেন এবং কৃষ্ণাকেও তাঁহার পাদবন্দন করিতে আদেশ করিলেন। অবশেষে ভিক্ষা বলিয়া কৃষ্ণাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করত সকলে ভিক্ষা করিতে গমন করিলেন। ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর কৃষ্ণা সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের পূজা ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দান করিলেন। অবশিষ্ট ভাগ সেই বৃদ্ধা কামিনী ও পঞ্চ বীরকে পরিবেশন করিয়া অবশেষে আপনি ভক্ষণ করিলেন। রাজন্! তাহার পর ভূমিতে দর্ভময় আস্তরণ বিস্তীর্ণ হইলে পর তাঁহারা সকলে তাহাতে শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া বীরগণ নীল নীরদের ন্যায় গম্ভীর স্বরে পরস্পর নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে সকল কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, শূদ্র, বৈশ্য বা অন্য কোন নীচ জাতি সে সকল কথা কহিতে পারে বলিয়া সম্ভব হয় না। তাঁহারা যুদ্ধ-সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। অতএব পিতঃ! নিশ্চয় জানিবেন, আমাদিগের আশালতার ফল ফলিয়াছে। কারণ, শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এক্ষণে সেই বীর যেরূপে অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করিলেন এবং যেরূপ তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তাঁহারাই পাণ্ডব হইবেন। পঞ্চ ভ্রাতা মাতার সহিত প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজা দ্রুপদ এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া পুরোহিতকে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করি-

লেন। কহিয়াদিলেন, আপনি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা পাণ্ডুর সন্তান কি না? আমি তোমাদিগের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।

রাজ-পুরোহিত রাজার আজ্ঞা পাইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করত যথাক্রমে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রশংসা করিয়া ভূপতির আদেশানুসারে সমস্তই আনুপূর্ব্বিক কহিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে বরণীয়গণ! মহীপতি পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদ আপনাদিগের পরিচয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই বীরপুরুষকে লক্ষ্য ভেদ করিতে দেখিয়া তিনি অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এক্ষণে আপনারা আপনাদিগের জাতি ও কুল যথাবৎ বর্ণন করিয়া রাজার, তাঁহার অনুচর বর্গের ও আমার হৃদয় আনন্দিত করত শত্রুদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করুন। মহারাজ পাণ্ডু রাজা দ্রুপদের আত্মতুল্য প্রাণপ্রিয় মিত্র ছিলেন। সেই কারণে রাজার মনে মনে এই অভিলাষ ছিল যে, তাঁহার নন্দিনী যাজ্ঞসেনী তাঁহার মিত্রের পুত্রবধূ হন। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শূরগণ! দ্রুপদরাজা মনে মনে নিরন্তর ভাবনা করিতেন; "দীর্ঘবাহু অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। যদ্যপি সত্যই তাহা ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে আমার সৌভাগ্য, যশ, পুণ্য ও ইষ্টসাধন হয়।"

পুরোহিত এই কথা কহিয়া নিবৃত্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিকটস্থ ভীমসেনকে আদেশ করিলেন, ইহাঁকে পাদ্য, অর্ঘ্য দান কর। ইনি রাজা দ্রুপদের পুরোহিত। অতএব ইহাঁকে বিশেষরূপ পূজা করা উচিত। রাজন্! বৃকোদর ভ্রাতার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তম রূপে তাঁহার পূজা করিলেন। পুরোহিত পূজা গ্রহণ করত হৃষ্টচিত্তে আসনে উপবেশন করিলে পর যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, বিপ্র! পাঞ্চালপতি আপন ইচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করেন

নাই। তিনি আপন ধর্ম্ম অনুসারে লক্ষ্যভেদপণ করিয়া কন্যা প্রদান করিতে মানস করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এই বীর পুরুষ তাঁহার কন্যাকে লাভ করিয়াছেন। জাতি, কুল, শীল বা গোত্রবিষয়ে সম্প্রতি তাঁহার আর কিছু বক্তব্য নাই। শরাসনে শরযোজনা করিয়া লক্ষ্য ভেদ করাতেই সে সমস্ত বক্তব্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই মহাত্মা তাঁহারই মানস অনুসারে যাবতীয় রাজগণের মধ্য হইতে কৃষ্ণাকে জয় করিয়া আনিয়াছেন। অধুনা সোমবংশসম্ভূত রাজা দ্রুপদের এরূপ স্থলে শোকপ্রকাশ করা কেবল অসুখের কারণমাত্র হইতেছে। কিন্তু তাঁহার যে অভিলাষ আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে। কারণ দেখিতেছি, এই সুন্দরী রাজনন্দিনী সুলক্ষণ-সম্পন্না। অপর, যে ব্যক্তি হীনবল সে কখন সেই শরাসনে জ্যা যোজন করিতে সমর্থ হয় না এবং যে নীচকুলোদ্ভব অথবা অস্ত্রে অনভিজ্ঞ সে কখন সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে পারে না। অপর, এই পৃথিবীমধ্যে এরূপ কোন ব্যক্তিই নাই যে সম্প্রতি ঐ লক্ষ্যপাতন অন্যথা করিতে সমর্থ হয়। অতএব এক্ষণে কন্যার নিমিত্ত অনুতাপ করা রাজার উচিত হইতেছে না।

যুধিষ্ঠির এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময় একজন দ্রুপদের দূত, রাজবাটীতে অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে; এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল।

একশত ত্রিনবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৩।

দূত নিবেদন করিল, মহারাজ দ্রুপদ কন্যা সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে বরপক্ষীয় জনগণের নিমিত্ত উত্তম অন্ন প্রস্তুত করাইয়াছেন। আপনারা নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া অবিলম্বে

সেই স্থানে আগমন করুন। কৃষ্ণার পরিণয় সেই স্থানেই সম্পন্ন হইবে; বিলম্ব করিবেন না। স্বর্ণনির্ম্মিত-পদ্ম সমূহে সুশোভিত উৎকৃষ্ট-অশ্বযুক্ত এই রাজযোগ্য রথ সকল প্রস্তুত আছে। আপনারা ইহাতে আরোহণ করিয়া সকলে পাঞ্চাল-রাজের ভবনে আগমন করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দনেরা পুরোহিতকে বিদায় দিয়া এক রথে কৃষ্ণা ও কুন্তীকে আরোহণ করাইয়া আপনারা প্রত্যেকে এক এক রথে আরোহণ করত যাত্রা করিলেন।

এ দিকে পাঞ্চালরাজ পুরোহিতের মুখে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের জাতিপরীক্ষার ও উপহারের নিমিত্ত চতুর্ব্বর্ণের উপযোগী ফল, স্বলঙ্কৃত মাল্য, চর্ম্ম, বর্ম্ম, আসন, গো, রজ্জু, বীজ, কৃষিকার্য্যের অন্যান্য সাধন-সমূহ, শিল্পকার্য্যোপযোগী ছেদন যন্ত্র ও ক্রীড়াদ্রব্য প্রভৃতি নানা বিধ দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাখিলেন। এতদ্ভিন্ন বর্ম্ম, দীপ্তিমৎ চর্ম্ম, উত্তম খড়্গ, অশ্ব, বিচিত্র রথ, উৎকৃষ্ট শরাসন, নানাবিধ বাণ, শক্তি ঋষ্টি, কাঞ্চনময় ভূষণ, প্রাস, ভুষুণ্ডী, পরশ্বধ ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী এবং উত্তম বস্তু-বিনির্ম্মিত শয্যা আসন এবং বস্ত্রও আয়োজিত রহিল।

কুন্তী সাধ্বী কৃষ্ণাকে গ্রহণ করিয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অক্ষুণ্ণ প্রভাব মহিলাগণ কৌরবরাজ-মহিষীকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন।

রাজন্! এ দিগে সিংহ-বিক্রান্ত-গামী, মহর্ষভ-লোচন, অজিনোত্তরীয়-ধারী, গূঢ়োন্নতাংস, ভুজগেন্দ্রের নির্ম্মোক-সদৃশ প্রলম্ব-বাহু পুরুষশ্রেষ্ঠদিগকে দর্শন করিয়া রাজা দ্রুপদ এবং তাঁহার মন্ত্রিপুত্র, সুহৃদ্ ও ভৃত্যবর্গ সকলেই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর পঞ্চ বীর অবিশঙ্কিত এবং অবিস্মিত চিত্তে যিনি যাঁহার পরে আগমন করিয়াছিলেন, তদনুসারে মহামূল্য

আসনে উপবেশন করিলেন। তখন মাজ্জিত-বেশ দাসদাসীগণ জাম্বনদপাত্রে করিয়া রাজ-ভোগোপযুক্ত নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী আনয়ন করিল। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আপন আপন অভিলাষ অনুসারে সেই সকল ভোজ্য বস্তু ভোজন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। অবশেষে অন্যান্য যাবতীয় বিলাস-বস্তু অতিক্রম করিয়া সাংগ্রামিক সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। রাজন্! তাহা দর্শন করিয়া দ্রুপদ এবং তাঁহার পুত্র ও মন্ত্রি-গণ তাঁহাদিগকে পাণ্ডব বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন।

একশত চতুর্ন্নবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৪।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অদীনাত্মা পাঞ্চালরাজ মনোহরমূর্ত্তি রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করত ব্রাহ্মণো-চিত অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আপনাদি-গকে কোন্ জাতি বলিব? আপনারা ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণ, কি গুণ-সম্পন্ন বৈশ্য; না শূদ্র? হে বিপ্রগণ! আপনারা কি দেবতা, কৃষ্ণাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া মায়া অবলম্বন করিয়া দিকে দিকে ভ্রমণ করিতেছেন? আপনারা আমাদিগকে যথার্থ করিয়া বলুন। আমাদিগের অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে। হে পরন্তপ! আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন হইলে আমরা কি তজ্জন্য আনন্দ অনুভব করিতে পারিব? আমাদিগের কি ভাগ্য শুভ হইবে আপনারা রাজাদিগের ভূষণ। মিথ্যা বলিলে ইষ্টাপূর্ত্তোপার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হইবে। হে অনঘ! হে দেবসঙ্কাশ! হে অরিন্দম। তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া অবশেষে আমি বিধানানুসারে বিবাহ যোগ্য সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিব।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পাঞ্চাল-রাজ উন্মনা হইবেন না। আনন্দিত হউন। আপনি নিশ্চয় জানুন, আপনার মনোরথ সত্যই সম্পূর্ণ হইয়াছে। রাজন! আমরা ক্ষত্রিয়। মহাত্মা পাণ্ডুর সন্তান। আমি সকলের জ্যেষ্ঠ। এই ভীম এবং এই অর্জ্জুন। রাজন্। ইহাঁরা দুই জনেই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়া লইয়াছেন। এই যমজ নকুল ও সহদেব। আমাদিগের জননী কুন্তী কৃষ্ণার সমভিব্যাহারে আছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ। আপনার মনোগত দুঃখ দূরীভূত হউক। আমরা ক্ষত্রিয়। পদ্মিনীর ন্যায় আপনার কন্যা এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করিয়াছেন। মহারাজ! আপনাকে যথার্থ তথ্য এই জ্ঞাপন করিলাম। আপনি আমাদিগের পরম গুরু ও একমাত্র সহায়।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদের নয়ন হর্ষজলে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে উপক্রম করিলেন, কিন্তু আনন্দ-ভরে কহিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর শত্রু-তাপন অতি যত্নে সেই হর্ষ দমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি রূপে নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলে? ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত উল্লেখ করিলেন। ধার্ম্মিক দ্রুপদ কুন্তীনন্দনের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় নিন্দা করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেব দ্রুপদের আজ্ঞাক্রমে মহাভবনে প্রবেশ করিয়া বসতি করিলেন। রাজা নিত্য নিত্য তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল রাজ এই রূপে আশ্বস্ত হইয়া

পুত্রদিগের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করত অবশেষে আজ্ঞা করিলেন, অদ্য পুণ্যাহ। মহাযশা অর্জ্জুন অদ্যই বিধিবৎ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন। তাহারই সময় নির্দ্ধারণ কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে কহিলেন, রাজন্! আমাকেও বিবাহ করিতে হইবে।

দ্রুপদ কহিলেন, তবে তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ কর। অথবা তোমাদিগের মধ্যে তুমি যাহাকে অনুমতি কর তিনিই কৃষ্ণাকে বিবাহ করুন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, রাজন্! দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। আমাদিগের জননী ইতিপূর্ব্বে ইহাই আজ্ঞা করিয়াছেন। অর্জ্জুন আপনার এই কন্যা-রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছেন। অতএব ইহাতে আমার এবং ভীমসেনেরও অংশ আছে। মহারাজ! আমাদিগের এক নিয়ম আছে; আমরা রত্ন পাইলে একত্রে ভোজন করি। অতএব রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা সে নিয়ম ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না। কৃষ্ণা আমাদিগের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী হইবেন। তিনি অগ্নি-সন্নিধানে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে আমাদিগের পাণিগ্রহণ করুন। দ্রুপদ বলিলেন, কুরুনন্দন! এক জনের অনেক মহিষী হইয়া থাকে, কিন্তু এক মহিষীর অনেক পতি হইতে পারে, আমরা তাহা কোন স্থানে শ্রবণও করি নাই। তুমি ধার্ম্মিক ও শুচি; অতএব এরূপ লোকবিরুদ্ধ কার্য্য করা তোমার উচিত নহে। তুমি কুন্তীর নন্দন; তথাপি তোমার এরূপ বুদ্ধি কেন উপস্থিত হইল?

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তবে পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গমন করিয়াছিলেন আমরাও সেই পথে মাত্র গমন করিয়া থাকি। আমার বাক্যকে কেহ কখন মিথ্যা বলিতে পারে না।

অধর্ম্মেও আমার প্রবৃত্তি হয় না; তথাপি ইহাতে মত দিয়াছি। রাজন্! ইহা নিত্য ধর্ম্ম। আপনি ইহা আচরণ করুন। পার্থিব! ইহাতে কখন সন্দেহ করিবেন না।

দ্রুপদ বলিলেন, কৌন্তেয়! তুমি কুন্তী ও আমার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পরামর্শ কর। পশ্চাৎ যাহা ইতিকর্ত্তব্যতা বলিয়া স্থির হইবে, আমি কল্য তাহাই করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর তাঁহারা মিলিয়া কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজন্! ইতিমধ্যে দ্বৈপায়ন যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এক শত পঞ্চনবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫।

তখন মহাযশাঃ পাঞ্চাল এবং পাণ্ডুপুত্রগণ সকলে গাত্রোত্থান করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বন্দনা করিলেন। মহামনা মহর্ষি তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। অবশেষে নরশ্রেষ্ঠ দ্রুপদ এবং পাণ্ডবেরাও অমিততেজা পরাশরনন্দনের আজ্ঞাক্রমে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই পৃষতনয় মহাত্মা মুনিকে মধুর বাক্যে দ্রৌপদীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, ভগবন্! এক কামিনী উপপত্নী না হইয়া কি রূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে? আপনি এ বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, উল্লেখ করুন।

ব্যাস বলিলেন, এই লোক এবং বেদ-বিরুদ্ধ বিপ্রলব্ধ ধর্ম্মে তোমাদিগের কাহার কাহার মত আছে, আমি অগ্রে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

দ্রুপদ বলিলেন, আমার মতে ইহা অধর্ম্ম। লোক এবং বেদবিরুদ্ধ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনেকের এক পত্নী দেখিতে পাই না। মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষেরাও এই ধর্ম্ম আচরণ করেন নাই। বিদ্বদ্‌গণও কখন অধর্ম্ম আচরণ করেন না। এই সকল কারণে আমি এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। এই ধর্ম্মের প্রতি সত্যই সন্দেহ আছে বলিয়া আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মন্! হে তপোধন! কোন্ সচ্চরিত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা সম্ভোগ করিতে পারেন? আমরা কোন রূপে ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিতে পারি না বটে; কিন্তু অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি না। অতএব পাঞ্চালী পঞ্চজনের ভার্য্যা হউন, ইহাতে আমরা সম্মতি প্রদান করিতে পারি না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমি কখন মিথ্যা বলি না; অধর্ম্মেও কখন আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার প্রতীতি হইতেছে, ইহা কোন ক্রমেই অধর্ম্ম নহে। হে ধার্ম্মিকগণ! পুরাণেও শুনিতে পাই, গোতমনন্দিনী জটিলা সপ্ত ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুনি কন্যা রঙ্গাও তপস্যাশালী প্রচেতাদিগের দশ ভ্রাতাকে বিবাহ করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! গুরুর বাক্যকেই ধর্ম্মসাধন কহিয়া থাকে। মাতার সমান গুরুও আর নাই। তিনিই বলিয়াছেন, তোমরা ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীর ন্যায় কৃষ্ণাকে একত্রে সম্ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি বোধ করিতেছি, ইহাই পরম ধর্ম্ম।

কুন্তী বলিলেন, ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠির যথার্থই বলিতেছেন। আমি মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকি। মিথ্যা হইতে কি রূপে পরিত্রাণ পাইব।

ব্যাস বলিলেন, ভদ্রে! তোমাকে মিথ্যায় লিপ্ত হইতে হইবে না। ইহা সনাতন ধর্ম্ম। দ্রুপদ! আমি সকলের নিকটে

বলিব না; আইস তোমাকে গোপনে এক কথা কহিব। যেরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতে হইবে। যুধিষ্ঠির সত্যই বলিয়াছেন; ইহা ধর্ম্ম বটে; তাহাতে আর সংশয় নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর প্রভু দ্বৈপায়ন উত্থান করত রাজার কর গ্রহণ করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ পাণ্ডবগণ, কুন্তী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যে স্থানে রাজা ও ব্যাস অপেক্ষা করিতেছিলেন সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দ্বৈপায়ন এক পত্নীর বহুস্বামী কি রূপে ধর্ম্ম হইল, দ্রুপদ রাজাকে তাহা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এক শত ষণ্নবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৬।

ব্যাস বলিলেন, পূর্ব্বকালে দেবগণ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সূর্য্যতনয় যম সেই যজ্ঞে পশুমারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজন্! যম এই রূপে যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াতে আর কোন প্রাণীই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল না। সুতরাং কালবলে প্রজা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন সোম, শক্র, বরুণ, কুবের সাধ্যগণ মরুদ্গণ, বসুগণ, দুই অশ্বিনীনন্দন এবং অপরাপর দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া ভুবনস্রষ্টা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া এক কালে সেই লোক-গুরুকে কহিলেন, ভগবন্! মনুষ্যদিগের অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখিয়া আমাদিগের ভয় হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অতএব আপনাদিগের সুখলাভকামনা করিয়া এক্ষণে আপনার শরণ লইলাম।

পিতামহ বলিলেন, কি তোমরা মানুষ হইতে ভয় পাই-

য়াছ? তোমরা অমর এবং তাহারা মর। অতএব তাহাদিগকে ভয় করা তোমাদিগের উচিত হয় না।

দেবতারা কহিলেন, মর্ত্ত্যগণ এক্ষণে অমর্ত্ত্য হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহাদিগের সে বিশেষ নাই। বিশেষ নাই বলিয়াই আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে বিশেষ হইতে পারে তজ্জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

ভগবান্ বলিলেন, সূর্য্যতনয় এক্ষণে যজ্ঞে ব্যস্ত হইয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যেরা আর মরিতেছে না। তিনি কার্য্য সমাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে পর আবার মনুষ্যেরা মরিতে আরম্ভ করিবে। অথবা সেই যমের দেহ তোমাদিগের বীর্য্য দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইলে তদ্দ্বারাই মনুষ্যদিগের বিনাশ হইবে। তাহাতে মনুষ্য-বীর্য্য কিছুই করিতে পারিবে না।

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ পূর্ব্বজ পুরুষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থানে অন্যান্য দেবতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিয়া বসতি করিলেন।

অনন্তর সেই স্থানে সকলে এক দিন একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, গঙ্গা-স্রোতে কাঞ্চনময় পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের মধ্যে বীর ইন্দ্র তথ্য জানিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। গঙ্গা দেবী যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, পুরন্দর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এক পাবক-তুল্য-প্রভাবতী কামিনীকে দর্শন করিলেন। সেই কামিনীই রোদন করিতে করিতে জল লইবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই অশ্রুবিন্দু জলে পতিত হইবামাত্র সুবর্ণ-ময় পদ্ম হইতেছিল।

বজ্রী সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সেই কামিনীর নিকটে গমন করত কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে এবং কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ; আমাকে যথার্থ করিয়া বল।

কামিনী কহিলেন, হে শক্র! হে দেবরাজ! আমার সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রে আগমন কর। তাহা হইলেই আমি কে এবং কি নিমিত্ত রোদন করিতেছি, তুমি সকলই জানিতে পারিবে।

ব্যাস বলিলেন, পুরন্দর সেই কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, হিমাচলের শিখরদেশে এক সুন্দর যুবা পুরুষ এক সিংহাসনে উপবেশন করিয়া এক কামিনীর সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন। ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলে তিনি লক্ষ্যও করিলেন না। দেবরাজ তজ্জন্য কুপিত হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ক্রোধভরে কহিলেন, বিদ্বান! এই ভুবন আমার; সুতরাং আমারই বশবর্ত্তী। আমি ইহার অধীশ্বর। কিন্তু যুবা পুরুষ ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া অল্পে অল্পে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপমাত্র করিলেন। দেবরাজ সেই দৃষ্টিক্ষেপেই স্তম্ভিত হইয়া স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর যখন ক্রীড়া সমাপ্ত হইল, যুবা পুরুষ তখন সেই রোরুদ্যমানা কামিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, ইন্দ্রকে আমার নিকটে আনয়ন কর। আর ইঁহার শরীরে কখন দর্প প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিধান করিব।

অনন্তর যেমন সেই কামিনী আসিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, পুরন্দর অমনি বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন উগ্রতেজা যুবারূপী ভগবান্ শূলপাণি তাঁহাকে কহিলেন, শক্র! আর কখনও এরূপ করিও না। তোমার বল ও বীর্য্য অপ্রমেয়। অতএব এই মহৎ অদ্রি-খণ্ড উত্তোলন করিয়া বিবর-মধ্যে প্রবেশ কর। তথায় তোমার ন্যায় সূর্য্য-সঙ্কাশ আরও অনেক ইন্দ্র আছেন।

অনন্তর পুরন্দর সেই অদ্রি-খণ্ড উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, মহাগিরির বিবর-মধ্যে তাঁহার ন্যায় আর চারি জন অব-

স্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমারও কি ইহাঁদিগের তুল্য দশা হইবে ?

তখন দেব শূল-পাণি ক্রোধভরে নেত্র-যুগল বিস্ফারিত করিয়া বজ্রপাণিকে কহিলেন, শতক্রতো! তুমি এই দরী-মধ্যে প্রবেশ কর। কারণ, তুমি বালক-স্বভাব-প্রযুক্ত আমাকে এখনই অবজ্ঞা করিয়াছ।

দেবরাজ বিভুর এই বাক্যে পীড়িত হইয়া গিরিশিখরারূঢ় অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। এদিকে বৃষভবাহন পূর্ব্বোক্ত কথা কহিয়াই, তাঁহাকে বিবর-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তখন বজ্রী করযোড়ে বহুরূপী উগ্র দেবকে কহিলেন, হে ভবাদ্য! আপনি অশেষ ভুবনেরই দ্রষ্টা। উগ্রতেজা দেব হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, যাহা-দিগের এরূপ চরিত্র, তাহারা কখনই ইহা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই যে তোমার ন্যায় আর কএক জনকে দেখিতেছ, ইহাঁরাও এইরূপ কর্ম্ম করিয়া এই গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব তুমিও এই দরী-মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি কর। অনন্তর এই ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে—অর্থাৎ সকলেই মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইবে। তথায় তোমরা দুর্ব্বিষহ কার্য্য এবং অসংখ্য প্রাণী সংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন কর্ম্মবলে পূর্ব্বোপার্জ্জিত ইন্দ্রলোকে প্রত্যাগমন করিবে। আমি এই যে সকল কথা কহিলাম, ইহা সকলই সত্য। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক প্রয়োজন-বশে তোমা-দিগকে আরও অনেকানেক কার্য্য করিতে হইবে।

পূর্ব্ব ইন্দ্রেরা বলিলেন, যে মানুষ-লোকে মুক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ, আমরা সেই লোকে গমন করিব। দেব! এক্ষণে প্রার্থনা, যেন ধর্ম্ম, বায়ু, মঘবান্ ও অশ্বিনীর পুত্রদ্বয়, এই পঞ্চ দেবতা আমাদিগকে উৎপাদন করেন।

ব্যাস বলিলেন, বজ্রপাণি এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার দেবশ্রেষ্ঠ শূল-পাণিকে কহিলেন, আমি কার্য্যের নিমিত্ত আমার বীর্য্য দ্বারা এক পুরুষ উৎপাদন করিয়া পঞ্চম ভুক্ত করিয়া দিব।

রাজন্! এই পঞ্চ ইন্দ্রের প্রথমের নাম বিশ্বভুক্; দ্বিতীয়ের নাম ভূতধামা, তৃতীয়ের নাম শিবি, চতুর্থের নাম শান্তি এবং পঞ্চমের নাম তেজস্বী। এই সকল ইন্দ্রগণ আপন আপন স্বভাব অনুসারে যেরূপ কামনা করিয়াছিলেন, উগ্রধন্বা বিশ্বনাথ সেই রূপই আজ্ঞা করিলেন। সেই যে লোকরমণীয়া রমণী রোদন করিতেছিলেন, উমাপতি তাঁহাকে মনুষ্য-লোকে সেই ইন্দ্রদিগের ভার্য্যা হইতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া অপ্রমেয়, অনন্ত, অব্যক্ত, অজ, পুরাণ, সনাতন, বিশ্বস্বরূপ অনন্তরূপী নারায়ণের নিকট গমন করিলেন, নারায়ণও সেই কার্য্যে অনুমোদন করিলেন। তখন সেই ইন্দ্রগণ ধরণীতে অবতীর্ণ হইলেন। হরিও দুই গাছি কেশ ধারণ করিতেন। তাঁহার মধ্যে এক গাছি শুক্ল এবং আর এক গাছি কৃষ্ণ। তিনি সেই দুই গাছি কেশ যদুকুলে রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শুভ্র কেশ গাছি হইতে বলরাম এবং কৃষ্ণ কেশ গাছি হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন। সেই যে ইন্দ্রগণ ইতিপূর্ব্বে গিরি-দরী-মধ্যে রুদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই এই বীর্য্যশালী পাণ্ডবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুন বজ্রীর অংশ।

রাজন্! ঐ সকল পূর্ব্ব ইন্দ্র হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এই যে দিব্যরূপা দ্রৌপদীকে দেখিতেছ, ইনি লক্ষ্মী। ইহাঁদিগের ভার্য্যা হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। রাজন্! তুমি কি বুঝিতেছ না, দৈবযোগ না থাকিলে যজ্ঞকার্য্যের অবসানে এই

কামিনী কি প্রকারে ভূমি হইতে উৎপন্ন হইবেন? অপর ইহাঁর রূপের প্রভা চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভার ন্যায় এবং ইহাঁর গাত্র-গন্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। মহারাজ! আমি প্রীত হইয়া তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি। সেই দিব্য চক্ষে তুমি পাণ্ডবদিগকে স্বর্গীয় পূর্ব্ববেশসম্পন্ন দেখিতে পাইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাহার পর উদারকর্ম্মা পবিত্র ব্রাহ্মণ ব্যাস তপোবলে রাজাকে দিব্য চক্ষু দান করিলেন। তদ্দ্বারা রাজা পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্বদেহসম্পন্ন দর্শন করিলেন। তাঁহারা যথার্থই ইন্দ্ররূপী। দিব্য হেমমুকুট ও মালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের বল সূর্য্য ও অগ্নির প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল। অঙ্গ সকল উপযুক্ত অলঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহারা যুবা, বিশাল-বক্ষা ও শালের ন্যায় উন্নত। সকলেই উত্তম পরিষ্কৃত বস্ত্র এবং সুগন্ধ মালা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন।

পার্থিব! রাজা সাক্ষাৎ ত্রিলোচন, বসু ও সর্ব্বগুণোপেত আদিত্যের ন্যায় সেই সকল মনোহর পূর্ব্বেন্দ্রদিগকে; শক্রপ্রতিম শক্র-তনয় অর্জ্জুনকে এবং দিব্য মায়াকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মূর্ত্তিমান্ সোম ও বহ্নির ন্যায় প্রভাবতী অবলোত্তমা যাজ্ঞসেনীর তেজ নিরীক্ষণ করিয়া স্বীকার করিলেন, ইনি ইহাঁদিগের পত্নী হইবার উপযুক্ত পাত্রীই বটেন। সেই সমস্ত আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া রাজা অবশেষে সত্যবতী-নন্দনের চরণ স্পর্শ করত কহিলেন, পরমর্ষে! আপনাতে ইহা অসম্ভাবিত নহে।

অনন্তর ব্যাস প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, তপোবনবাসী কোন এক মহাত্মা ঋষির এক কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বর মিলিল না। সেই হেতু তিনি উগ্র তপস্যা দ্বারা শঙ্করকে প্রসাদিত করিলেন। মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া আপনি আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

কন্যা ঈশ্বরের এই কথা শ্রবণ করিয়া "সর্ব্বগুণোপেত পতি দান করুন্, দান করুন্" বলিয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন, ভদ্রে! তোমার পঞ্চ স্বামী হইবে।

কন্যা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, শঙ্কর! আমি আপনার নিকট একমাত্র পতিই বাসনা করি। প্রীতাত্মা দেবদেব তাহাতে উত্তর করিলেন, তুমি "পতি দান করুন্, দান করুন্" বলিয়া পঞ্চবার প্রার্থনা করিয়াছ। অতএব ভদ্রে! যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছ, সেইরূপই হইবে। তোমার বাক্যই সত্য হউক্। তুমি অন্য দেহ প্রাপ্ত হইলে এই ঘটনা ঘটিবে। দ্রুপদ! সেই দেবরূপিণী কন্যাই তোমার এই দুহিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি এই পঞ্চ জনের পত্নী হইবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্টই রহিয়াছেন। ইনি স্বর্গলক্ষ্মী। পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত মহাযজ্ঞে উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই যে কন্যার কথা কহিলাম, তিনিই তপস্যা করিয়া তোমার দুহিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। দে সেবিতা সুন্দরী আপন কর্ম্ম হেতু একাকিনী পঞ্চ জনের পত্নী হইবেন বলিয়া বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। রাজন্! এই সকল শ্রবণ করিয়া অভিলষিত কার্য্য সাধন কর।

একশত সপ্ত নবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৭।

দ্রুপদ বলিলেন, মহর্ষে! আপনার এই বাক্য আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই। সুতরাং এই প্রকার কার্য্য করিতে যত্নও করি নাই। দৈব-বিহিত কর্ম্মের অপনয়ন করা সাধ্য নহে। অতএব এই প্রকার কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। ভাগ্যের গ্রন্থি

ছেদ করা যায় না। আপন কর্ম্ম হেতু যে কিছু নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে তাহাও অন্যথা করা দুঃসাধ্য। আমি এক বরের নিমিত্ত লক্ষ্য রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাগ্য নিবন্ধন অনেকের নিমিত্ত হইল। পূর্ব্ব জন্মে যাজ্ঞসেনী অনেক পতি দান করুন, বলিয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তিনিও সেই রূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এবিষয়ের ধর্ম্মাধর্ম্ম তিনিই জানেন। যদি যথার্থই শঙ্কর এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্ম্মই হউক্, আর অধর্ম্মই হউক্, এরূপ বিবাহে কোন পাপ নাই। অতএব কৃষ্ণা যদনুসারে ইঁহা-দিগের পত্নী হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, পাণ্ডবেরা তদনুসারেই বিধিবৎ ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্যাস ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! অদ্যই পুণ্যাহ। চন্দ্রমা অদ্য পৌষ্য যোগ প্রাপ্ত হইবেন। অতএব তুমি সর্ব্বাগ্রে অদ্যই কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ কর।

অনন্তর রাজা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রেরা বিবাহ-যোগ্য উত্তম সামগ্রী আয়োজন করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণাকে স্নান করাইয়া নানা রত্নে বিভূষিত করত আনয়ন করিলেন। তখন রাজার বন্ধু, মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ পরম প্রীত হইয়া বিবাহ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রাধান্য অনুসারে আগমন করিতে লাগিলেন। দ্রুপদের ভবনাজিন উৎপল প্রভৃতি নানা জলজ পুষ্পের মালায় ভূষিত হইয়াছিল; এক্ষণে সেই সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণে ব্যাপ্ত হইয়া তারকাঙ্কিত পরিষ্কৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর বিভূষিত, কুণ্ডলধারী, যুবা, মহামূল্য-বসন-পরিধায়ী কৃতস্নান, কৃতমঙ্গল পাণ্ডুনন্দনেরা অগ্নি-সমান-তেজা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত, মহর্ষভবৃন্দ যেরূপ আনন্দিত হইয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করে, সেই রূপ সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার

পর বেদপারগ পুরোহিত ধৌম্য জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করত যুধিষ্ঠিরকে আনাইয়া কৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া করে করে সংযুক্ত করত তাঁহাদিগের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। অবশেষে দ্রুপদের আজ্ঞা লইয়া রাজ-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

মহারাজ! এই রূপ ক্রম অনুসারে পাণ্ডুপুত্রেরা এক এক দিন এক এক জন পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এস্থলে মহর্ষি আরও এক অদ্ভুত কথা কহিয়াছিলেন। দ্রৌপদী বিবাহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবস অতিবাহিত হইলে পর, পর দিনে আবার কন্যাত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর দ্রুপদ নানাবিধ উত্তম উত্তম ধন দান করিলেন। রত্নময় বল্গাবিশিষ্ট-অশ্ব-চতুষ্টয়-যুক্ত এক শত উৎকৃষ্ট রথ, হেম-শৃঙ্গ গিরির ন্যায় একশত বিন্দুজাল-বিরাজিত গজ এবং মহার্হ বসন ভূষণে বিভূষিত এক শত যুবতী দাসী প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বহু ধন দান করিলেন। বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভূত পরিমাণে অর্পণ করিলেন।

ইন্দ্র-প্রতিম মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণ বিবাহের অবসানে প্রভূত ধন ও পত্নী লাভ করিয়া পাঞ্চাল-রাজের ভবনেই ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এক শত অষ্টনবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রুপদের আর দেবতাগণ হইতেও ভয় থাকিল না। তাঁহার

পত্নীগণ কুন্তীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করত পাদ বন্দনা করিলেন। ক্ষৌম-সম্বৃতা কৃষ্ণাও শ্বশ্রূকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি-পুটে নম্রভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর পৃথা প্রেমভরে সুশীলা সদাচাররতা পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের; স্বাহা অগ্নির; রোহিণী চন্দ্রের; দময়ন্তী নলের; ভদ্রা বৈশ্রবণের; অরুন্ধতী বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী নারায়ণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তুমিও তোমার পতিগণের সহিত সেই রূপ ব্যবহার কর। ভদ্রে! দীর্ঘায়ু ও বীর তনয়-প্রসবিনী, বহু-বন্ধু-পরিবৃতা, সৌভাগ্য-শালিনী, ভোগ সম্পন্না, ধর্ম্মপত্নী এবং পতিব্রতা হও। অতিথি, অভ্যাগত সাধু, বৃদ্ধ ও বালকদিগকে অভ্যর্থনা ও প্রতিপালন করিয়াই যেন নিরন্তর তোমার সময় অতিবাহিত হয়। তোমার স্বামী কুরুজাঙ্গলের প্রধান প্রধান নগর ও রাষ্ট্রের রাজা হইলে পর তুমি রাজ্ঞী হইয়া অভিষিক্তা হও এবং তোমার ভর্তৃগণের ভুজবলোপার্জ্জিত বসুন্ধরা অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দান কর। হে গুণবতি! পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তুমি এক শত বৎসর সেই সকল সুখে ভোগ কর। বধূ! অদ্য তোমাকে দুকুল পরিধান করিতে দেখিয়া যেরূপ অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্র প্রসব করিলে আবার এইরূপ অভিনন্দনই করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মধুসূদন যাদব পাণ্ডবদিগকে বিচিত্র বৈদূর্য্য-শোভিত মহামূল্য আভরণ; মহার্হ বসন; নানা দেশীয় সুখস্পর্শ কম্বল ও অজিন; রূপ, যৌবন এবং দাক্ষিণ্যসম্পন্না, সলঙ্কারা, নানাদেশীয় শত শত যুবতী দাসী; বিনীত, শান্ত-স্বভাব অনেকানেক গজ; নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্ব; সুবর্ণময় বিশুদ্ধ পট্টে বিরাজিত শত শত রথ; কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ও অমুদ্রিত সুবর্ণ রাশি যৌতুকরূপে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গোবিন্দের

চিত্ততুষ্টি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত পরম আনন্দ সহকারে সেই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ করিলেন।

এক শত নবনবতি অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৯।

বিদুরাগমন পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর রাজগণ বিশ্বস্ত চরের মুখে এই সমাচার পাইলেন যে, শুভলক্ষণা দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সেই যে মহাত্মা শরাসন অবনত করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়াছিলেন, তিনি মহাধনুর্ব্বাণধারী বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। আর, সেই যে বলশালী পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে শল্যকে পাতিত ও রক্ষ ধারণ করিয়া রাজাদিগকে ভীত করিয়াছেন এবং স্বয়ং কিছুতেই ত্রস্ত হন নাই, তিনি শত্রু সেনা-সংহারী ভীমস্পর্শ ভীম।

রাজন্! পাণ্ডুপুত্রগণ প্রশান্ত-ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন শুনিয়া ভূপতিদিগের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কুন্তী পুত্রের সহিত জতু-গৃহ-দাহে দগ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে যেন পুনর্জ্জাত বলিয়া বোধ করিলেন, এবং পুরোচনকৃত অতি-নিষ্ঠুর কর্ম্ম স্মরণ করিয়া কুরুবংশসম্ভূত ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার করিলেন। অনন্তর স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইলে পর দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন শুনিয়া যিনি যে দেশ হইতে আসিয়াছিলেন; তিনি সেই দেশে প্রস্থান করি-

লেন। দ্রুপদতনয়া অর্জ্জুনকে বরণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনও অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ ও কৃপের সহিত উন্মনা হইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দুঃশাসন লজ্জিত হইয়া মন্দ মন্দ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, অর্জ্জুন যদি ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ না করিত, তাহা হইলে কখনই দ্রৌপদী লাভ করিতে পারিত না। রাজন্! তৎকালে তাহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহ নিশ্চয় জানিতে পারেন নাই। দৈবকেই শ্রেষ্ঠ জানিবেন; পৌরুষ কোন কার্য্যকারক নহে। তাত! পৌরুষকে ধিক্; কারণ, আমরা পৌরুষ প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিলাম না।

রাজন্! তাঁহারা এই রূপ কথোপকথন এবং পুরোচনকে নিন্দা করিতে করিতে যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবেরা অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া দ্রুপদের সহিত মিলিত হইয়াছেন চিন্তা করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রুপদের অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ পুত্রদিগের বিষয় ভাবনা করিয়াও তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভীতি হইল। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা দ্রৌপদীকে বরণ করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভগ্নদর্প হইয়া লজ্জিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সহর্ষ চিত্তে কহিলেন, ভাগ্যবশতঃ কৌরবেরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃত-রাষ্ট্র তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে বলিয়া উঠি-লেন, "কি ভাগ্য!" হে ভরতনন্দন! প্রজ্ঞাচক্ষু ভূপতি মনে মনে করিলেন বুঝি দ্রুপদ-তনয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যো-ধনকেই বরণ করিয়াছেন। তিনি সেই হেতু পুত্রবধূ দ্রৌপদীর নিমিত্ত নানাবিধ ভূষণ আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন এবং বধূর সহিত পুত্র দুর্য্যোধনকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু অবশেষে যখন বিদুর বলিলেন যে, দ্রৌপদী যুদ্ধকুশল বীর পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছেন; দ্রুপদ তাঁহাদিগের যথেষ্ট আদর করিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বয়ম্বরস্থলে সমুপস্থিত তাঁহাদিগের অসংখ্য আত্মীয়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন ভূপতি কহিলেন, আমি পুত্র বলিয়া কৌন্তেয়দিগকে পাণ্ডু অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি। এক্ষণে তাহারা যে মিত্র ও মহাবল সম্বন্ধী লাভ করিয়া কুশলী হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি আমার অধিকতর প্রীতি জন্মিল। বিদুর! সংসারে এরূপ কোন্ রাজা আছেন, যিনি পূর্ব্বে গতশ্রী এবং নির্দ্ধন হইয়া পশ্চাৎ সবান্ধব দ্রুপদের আশ্রয় লাভ করত উন্নতি প্রত্যাশা না করেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বিদুর তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! প্রার্থনা করি, শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনার এই রূপ বুদ্ধি হউক্!

মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ আগমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, আমরা বিদুরের সম্মুখে আপনার নিকট পাপ কথা কহিতে সাহস করি না। এক্ষণে নির্জ্জন পাইয়াই কহিতেছি; আপনি এ কি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? তাত! আপনি বিদুরের সমক্ষে সপত্নদিগের বৃদ্ধি কামনা করিলেন এবং তাহাতে হর্ষও প্রকাশ করিলেন! হে নৃপ! হে অনঘ! আপনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অকর্ত্তব্য করিতেছেন। পাণ্ডবদিগের বল নাশ করাই এক্ষণে কর্ত্তব্য। এখনও সময় আছে। অতএব পাণ্ডুপুত্রেরা যাহাতে পুত্র, বল ও বান্ধবের সহিত আমাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে, সকলে সেই বিষয়েই পরামর্শ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত। ২০০।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তোমরা যেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও তাহাই কামনা করি। কিন্তু আমি আকার-মাত্রেও তাহা বিদুরের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। বিদুর ইঙ্গিতমাত্রেও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে, এই কারণে আমি বিশেষ রূপে পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা কর, ব্যক্ত করিয়া বল। কর্ণ! তোমারও যাহা সময়োচিত বলিয়া বোধ হয়, উল্লেখ কর।

দুর্য্যোধন বলিলেন, এক্ষণে সুনিপুণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ দ্বারা কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্রদিগের মধ্যে পরস্পর মনান্তর উৎপাদন করা যাউক্। অথবা বিপুল বিত্ত দান করিয়া রাজা দ্রুপদ এবং তাঁহার পুত্র ও মন্ত্রিদিগকে প্রলোভিত করা যাউক্। না হয় যাহাতে পাঞ্চালরাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহারই চেষ্টা দেখা যাউক্। নতুবা যাহাতে পাঞ্চালদেশে বসতি করিতেই পাণ্ডবদিগের অভিরুচি জন্মে, ব্রাহ্মণেরা তাহারই অনুষ্ঠান করুন্। হস্তিনায় বাস করিলে তাহাদিগের পদে পদে অমঙ্গল হইবে, প্রত্যেকের নিকট এই কথা উল্লেখ করুন্। তাহা হইলে পরস্পর ভিন্ন হইয়া পাণ্ডবেরা সেই স্থানেই বসতি করিতে মনস্থ করিবে। অথবা কতিপয় সুনিপুণ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি যাইয়া পাণ্ডবদিগের অনুরাগভাজন হইয়া তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উৎপাদন করুক্। কিম্বা তাহাদিগের প্রতি কৃষ্ণার বিরাগ জন্মাইয়া দিউক্। কৃষ্ণার অনেক স্বামী; সুতরাং সে ব্যাপার অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে। কিম্বা পাণ্ডবেরা যাহাতে কৃষ্ণার প্রতি বিরক্ত হয়, তাহারই চেষ্টা করুক্। অথবা, রাজন্! কতকগুলি উপায়দক্ষ মনুষ্য প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া ভীমসেনের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করুক্। ভীমই উহাদিগের মধ্যে অধিকতর বলশালী। যুধিষ্ঠির তাহার আশ্রয়ে থাকিয়াই পূর্ব্বে আমা-

দিগকে গ্রাহ্য করিত না। সেই তীক্ষ্ণ বীরই পাণ্ডবদিগের একমাত্র অবলম্বন। রাজন্! ভীমের মৃত্যু হইলেই পাণ্ডুনন্দনেরা আশ্রয়হীন হইবে। সুতরাং তাহাদিগের আর উৎসাহ বা তেজ থাকিবে না। তাহা হইলেই রাজ্যলাভের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইবে। ভীম পৃষ্ঠরক্ষক স্বরূপে পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিতি করিলে পর কেহই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সে না থাকিলে অর্জ্জুন কর্ণের চতুর্থাংশেরও সমান নহে। অতএব ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডবেরা আপনাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে পারিবে। সুতরাং আমাদিগকে বলবান্ ভাবিয়া আর রাজ্যলাভের চেষ্টা করিবে না। রাজন্! তখন যদি তাহারা এই স্থানে আগমন করিয়া আমাদিগের বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমরা শাস্ত্র অনুসারে তাহাদিগের দণ্ড বিধান করিব। অথবা প্রত্যেকের নিকট সুন্দরী কামিনী প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের লোভ উৎপাদন করা যাউক্। তাহা হইলেই কৃষ্ণা তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবে। অথবা, রাধেয়! তাহাদিগের এই স্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করা যাউক্। তাহারা এই স্থানে আগমন করিলে পশ্চাৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় কোন উপায় প্রয়োগ করত তাহাদিগকে নিপাত করা যাইবে। পিতঃ! আমি এই যে সকল উপায় বলিলাম, তাহার মধ্যে যেটী নির্দ্দোষ বলিয়া আপনার প্রতীতি হয়, সেইটীই প্রয়োগ করুন্; বিলম্ব করিবেন না। সময় অতিবাহিত হইতেছে। যত দিন দ্রুপদের প্রতি পাণ্ডবদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস না জন্মিতেছে, তত দিনই তাহাদিগকে পারা যাইবে, তাহার পর আর তাহাদিগকে পারা যাইবে না। তাত! আমার ত বুদ্ধি এই। বিবেচনা করিতেছি ইহাতেই পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ করা যাইবে। এক্ষণে ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন্।

কর্ণ! তুমি ইহার কি প্রকার ভাল মন্দ বিবেচনা কর?

দুই শত এক অধ্যায় সমাপ্ত। ২০১।

কর্ণ বলিলেন, দুর্য্যোধন! তোমার পরামর্শ উপযুক্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। হে কুরুবংশাবতংস! এক্ষণে আর উপায় প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবদিগকে পারা যাইবে না। হে বীর! তুমি তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে নানা গুপ্ত উপায় প্রয়োগ করিয়াছিলে; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। হে পার্থিব! যখন তাহারা শিশু, সহায়হীন এবং তোমার নিকটেই ছিল তখনই তুমি তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হও নাই। এক্ষণে ত তাহাদিগের সহায় ও নানা প্রকারে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব আমার বুদ্ধি হইতেছে, আর উপায় প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবদিগকে পারা যাইবে না। তুমি কোনক্রমে তাহাদিগের লোভ উৎপাদন করিতেও আশা করিতে পার না; কারণ, তাহারা জিতাত্মা এবং পৈতৃক সম্পত্তি লাভে একান্ত সমুৎসুক। তাহাদিগকে পরস্পর বিশ্লিস্ট করিবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ, যাহারা এক পত্নীতে আসক্ত থাকে, তাহারা কখনই পরস্পর কলহ করিতে পারে না। অন্যকে প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদিগের প্রতি কৃষ্ণার বিরক্তি উৎপাদন করিতেও আশা করিতে পার না, কারণ, কৃষ্ণা অত্যন্ত দুরাবস্থা সময়েই পাণ্ডবদিগকে বরণ করিয়াছে; এক্ষণে ত তাহারা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়াছে। তবে তুমি এই এক কথা বলিতে পার যে, কামিনীরা প্রায়ই বহুপতি কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু দ্রৌপদী তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা দুঃসাধ্য। রাজা দ্রুপদ অতি ধার্ম্মিক।

তিনি ধনের প্রয়াস করেন না। অতএব তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য দান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। দ্রুপদের গুণবান্ পুত্রও পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুরক্ত। সুতরাং উপায় দ্বারা যে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ করা যাইবে, আমার কোন প্রকারেই এরূপ বোধ হয় না।

হে পুরুষর্ষভ! আমরা এক্ষণে এইমাত্র করিতে পারি যে, যত দিন পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হয়, তত দিন আমরা তাহাদিগকে অনবরতই প্রহার করিতে থাকি। আমার ইচ্ছা তুমি ইহাতেই অনুমোদন কর। যত দিন আমাদিগের পক্ষ প্রবল এবং দ্রুপদের পক্ষ হীনবল থাকে, তত দিন কোন বিচার না করিয়া কেবল পাণ্ডবদিগকে প্রহার করিতে থাক। হে গান্ধারীনন্দন! হে পার্থিব! পাণ্ডবদিগের বাহন, মিত্র ও বংশ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া না উঠিতে উঠিতে তুমি ইতিমধ্যে আপন বিক্রম প্রকাশ কর। রাজা দ্রুপদ আপন পুত্রগণের সহিত যুদ্ধসজ্জা করিবার পূর্ব্বেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর। কৃষ্ণ যদুকুলবাহিনী লইয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত আগমন না করিতে করিতেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত কি ধন, কি বিবিধ ভোগ, কি সমস্ত রাজ্য কিছুই অপরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ করেন না।

মহারাজ! মহাত্মা ভরত বিক্রম প্রকাশ করিয়া মহী লাভ করিয়াছিলেন এবং পাকশাসন বিক্রম প্রকাশ করিয়াই ত্রিলোক জয় করিয়াছিলেন। লোকে ক্ষত্রিয়ের বিক্রমকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। আপন বিক্রম প্রকাশ করাই বীরদিগের ধর্ম্ম। অতএব রাজন্! আইস আমারা সুমহৎ চতুরঙ্গ সেনা দ্বারা দ্রুপদকে মন্থন করত পাণ্ডবদিগকে এই স্থানে আনয়ন করি। সাম, দান বা ভেদ দ্বারা পাণ্ডবদিগকে নিরস্ত করা যাইবে না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়াই তাহাদিগকে পরাজয় কর। তাহাদিগকে জয় করিয়া

অবশেষে পৃথিবী ভোগ কর। রাজন্! এতদ্ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্র রাধেয়ের বাক্য শুনিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন। পশ্চাৎ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি জ্ঞানবান্ ও অস্ত্রজ্ঞ। অতএব এরূপ বিক্রম-সম্পন্ন বাক্য তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে আমাদিগের সুখোদয় হইতে পারে, তোমরা তদ্বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের সহিত পুনর্ব্বার পরামর্শ কর।

অনন্তর সেই সকল যশঃশালী মন্ত্রীদিগকে আনাইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দুই শত দুই অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ভীষ্ম বলিলেন, পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিতে আমার কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হয় না। আমার পক্ষে ধৃত-রাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই সমান; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গান্ধারীর পুত্র এবং কুন্তীর পুত্র; আমি ইহাদিগের মধ্যে উভয়কেই সমান জ্ঞান করি। অতএব ধৃতরাষ্ট্র! উভয়কেই রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। পাণ্ডবেরা আমার এবং তোমার যেরূপ আত্মীয়, দুর্য্যোধন এবং যাবতীয় কৌরবগণও সেই রূপ আত্মীয়; অতএব এরূপ স্থলে তাহাদিগের সহিত বিরোধ করিতে কিরূপে প্রবৃত্তি হইতে পারে? সুতরাং সেই সকল বীরদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধেক ভূমি অর্পণ কর। রাজ্যে তাঁহাদিগের প্রপিতামহ কুরুশ্রেষ্ঠদিগের ভাগ আছে। তাত! দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ এই রাজ্য

আপনার পৈতৃক বলিয়া বোধ করিতেছ, পাণ্ডবেরাও সেই-রূপ বোধ করে। যদি যশস্বী পাণ্ডবেরা এই রাজ্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তুমি বা অন্য কোন ভরতবংশীয় ব্যক্তি কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? আর যদি তুমি ধর্ম্ম অনুসারে এই রাজ্য লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তাহারাও তোমার পূর্ব্বেই ইহার অধিকারী হইয়াছে। আমার বিবেচনায় হই-তেছে যে, মিষ্টভাবে তাহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য অর্পণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহা হইলেই সকলের মঙ্গল হইবে। ইহার অন্যথা হইলে আমাদিগের মঙ্গল হইবে না। তোমারও চিরকালের নিমিত্ত এক অখ্যাতি থাকিবে। নিরন্তর কীর্ত্তিরই অনুবর্ত্তন কর। কীর্ত্তিই প্রধান বল। লোকে কহিয়া থাকে, নষ্ট-কীর্ত্তি মনুষ্যের জীবন বিফল। কৌরব! যে পর্য্যন্ত মনু-ষ্যের কীর্ত্তি থাকে, সে পর্য্যন্ত সে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু, হে গান্ধারীনন্দন! নষ্ট-কীর্ত্তি হইয়া জীবিত থাকিলেও মনুষ্যকে মৃত বলিয়া গণনা করিতে হইবে। অতএব তুমি কুরুকুলো-চিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের ও আপনার অনুরূপ কার্য্য কর। ইহা আমাদিগের পরম ভাগ্য যে পাণ্ডু-পুত্রেরা এবং কুন্তী অদ্যাপি জীবিত আছেন। ভাগ্যবলেই দুরাত্মা পুরোচনের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। হে গান্ধারী-নন্দন! যত দিন পৃথাপুত্রেরা জতুগৃহ-দাহে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিয়াছিলাম, তত দিন আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দেখিতে সমর্থ হই নাই।

কুন্তীর সেইরূপ নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও কেহ পুরো-চনকে দোষী করে নাই। হে পুরুষব্যাঘ্র! যাবতীয় লোক তোমাকেই দোষী করিতেছে। অতএব তাঁহাদিগের জীবিত থাকায় এক্ষণে তোমার দুর্নাম তিরোহিত হইল। সুতরাং, মহারাজ! তুমি তাহাদিগের দর্শনে আনন্দ প্রকাশ কর। হে কুরুনন্দন! তাহারা জীবিত থাকিলে স্বয়ং বজ্রপাণিও

তাঁহাদিগের পৈতৃক ভাগ অপহরণ করিতে সমর্থ হন না। বিশেষতঃ তাহারা পরস্পর একাত্মা, ধর্ম্মপথাবলম্বী এবং অধর্ম্ম পূর্ব্বক অবশ্য-প্রাপ্য রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়াছে।

দুর্য্যোধন! এক্ষণে যদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, আমার প্রিয় সাধন করা এবং সকলের মঙ্গল করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য অর্পণ কর।

দুই শত তিন অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

দ্রোণ বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! আমরা শুনিয়াছি, যে সকল হিতকারী মন্ত্রীদিগকে মন্ত্রণার নিমিত্ত আহ্বান করা যায়, তাঁহারা ধর্ম্ম্য এবং যশস্য বিষয়েই মন্ত্রণা দিয়া থাকেন। তাত! ভীষ্মের মতেই আমার মত। সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে বলিতে হইলে কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যের অংশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্ন দিয়া কোন এক প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে শীঘ্র দ্রুপদের নিকট প্রেরণ কর। সেই ব্যক্তি বর বধূ উভয়ের নিমিত্তই নানা ধন লইয়া যাউক্ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বারম্বার বলুক, রাজন্! আপনার ও আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সম্বন্ধ হওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং আপনাদিগের পরম অভ্যুদয় হইল বলিয়া বোধ করিতেছেন। আপনাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ উপযুক্ত এবং পরম আনন্দের বিষয় হইয়াছে। রাজন্! অবশেষে সেই ব্যক্তি কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্রদিগকে সান্ত্বনা করুক্। দ্রৌপদীকে বিবিধ হিরণ্ময় সুপরিষ্কৃত আভরণ অর্পণ করিতে আজ্ঞা করুন্। আপনার আজ্ঞায় লোক সকল বস্ত্রালঙ্কার লইয়া দ্রুপদের পুত্রদিগকে এবং কুন্তীকে সমর্পণ করুক্।

এইরূপে দ্রুপদ শান্ত হইলে পর ঐসকল লোকেরা তাঁহার নিকট পাণ্ডবদিগকে এই স্থানে আনয়ন করিবার প্রস্তাব করুক্। তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলে পর দুঃশাসন এবং বিকর্ণ সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করুক্। তাহার পর পাণ্ডবেরা আসিয়া পৈতৃক রাজ্যে অধিষ্ঠিত হউক্। আপনি তাহাদিগের সমাদর করিতে থাকুন্। প্রজাদিগের একান্ত মত যে পাণ্ডবেরা সিংহাসনে উপবেশন করেন। মহারাজ! পাণ্ডুপুত্রেরা আপনারও পুত্র। অতএব আমি ভীষ্মের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি, তাহাদিগের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলেই মঙ্গল হইবে।

কর্ণ বলিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ সর্ব্বকার্য্যেই আপনার অন্তরঙ্গ এবং আপনার অর্থমানেই অর্থ ও মানবিশিষ্ট। তথাপি যে তাঁহারা মন্ত্রণাকালে যাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে তদ্বিষয়ে আপনাকে মন্ত্রণা দিতেছেন না, ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত আর কি হইতে পারে? কোন ব্যক্তি যদি হৃদগত ভাব গুপ্ত রাখিয়া দুষ্টাশয়ে কোন বিষয় মঙ্গল বলিয়া মন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলে সাধু-ব্যক্তিরা কি তাহাতে সম্মত হইতে পারেন? কি অর্থ কষ্ট, কি উন্নতির অবস্থা, কি হ্রাসের অবস্থা, কোন অবস্থাতেই মিত্র হইতে সাহায্য হয় না। সুখ ও দুখ ভাগ্যবলেই হইয়া থাকে। দেখুন, কি বিজ্ঞ; কি বালক; কি বৃদ্ধ; কি সসহায়; কি অসহায়; সকলেই কোন না কোন অবস্থায় সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। শুনিতে পাই পূর্ব্বকালে রাজগৃহ নামক নগরে অম্বুবীচ নামে মগধদিগের এক রাজা ছিলেন। তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। কার্য্যের মধ্যে কেবল নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেন। সুতরাং তাঁহার সকল কার্য্যই মন্ত্রীর হস্তগত হইল। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। সেই সর্ব্বেশ্বর হইয়া

উঠিল এবং আপনাকে বলবান্ ভাবিয়া রাজাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। মূঢ় রাজার উপভোগ্য যাবতীয় ধন ও রত্ন এবং স্ত্রীদিগকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত লাভ করিয়া লোভীর লোভ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন সে রাজার রাজ্য অপহরণ করিতে চেষ্টা পাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রাজা সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত এবং কেবল নিস্বাস প্রশ্বাস মাত্রে ব্যাপৃত হইলেও দুরাত্মা অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রাজার রাজপদ বিধি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ছিল; এস্থলে ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? রাজন্! যদি বিধি আপনার রাজ্য-ভোগ বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাবতীয় লোক শত্রু হইলেও আপনার উহা অচল থাকিবে। আর, যদি ভাগ্যে না থাকে, তাহা হইলে বিশেষ যত্ন করিলেও রাখিতে পারিবেন না। হে বিদ্বন্! আপনি ইহাতেই মন্ত্রীদিগের সাধুতা বা অসাধুতা বিবেচনা করুন্। কে দুষ্ট এবং কে হিত কথা কহিল, তাহাও অনুসন্ধান করিবেন।

দ্রোণ বলিলেন, দুষ্ট! বুঝিলাম তুমি দুষ্টাভিপ্রায় বশতঃই এরূপ বলিলে। তুমি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্তই আমাদিগের দোষোল্লেখ করিলে। কিন্তু, কর্ণ! যাহাতে কৌরবদিগের বংশরক্ষা এবং মঙ্গল হইবে, আমি তাহাই বলিয়াছি। যদি তুমি তাহা অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলে যাহাতে যথার্থ মঙ্গল হইবে তাহাই কীর্ত্তন কর। অন্য কি বলিব, আমি যে হিত কথা কহিলাম, তাহার বিপরীতাচরণ করিলে অবিলম্বেই কৌরবেরা বিনষ্ট হইবে। আমি ইহা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াছি।

দুই শত চারি অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৪।

বিদুর বলিলেন, বান্ধবেরা আপনাকে যথার্থ হিত বাক্যই কহিয়া থাকেন। কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকাতে সে সকল আপনার চিত্তে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কুরুশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যে কথা কহিলেন, তাহা মনোরম ও শুভসাধন। কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। এইরূপ দ্রোণও নানাবিধ উৎকৃষ্ট হিত বাক্য কহিয়াছেন; কিন্তু রাধাসুত কর্ণ তাহাকে হিত বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। রাজন্! বিশেষ চিন্তা করিয়া ইহাঁদিগের দুই জনের অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ বা আপনার উৎকৃষ্টতর সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। কি বয়স, কি প্রজ্ঞা, কি শাস্ত্রজ্ঞান, ইহারা সকল বিষয়েই বৃদ্ধ। রাজেন্দ্র! ইহাঁরা পাণ্ডবদিগকে ও আপনাকে সমান স্নেহ করেন। দাশরথি রাম বা গয় অপেক্ষা ইহাঁরা সত্য বিষয়ে কোন অংশেই ন্যূন নহেন। আপনার সমক্ষে ইহাঁরা কোন অহিত বাক্য প্রয়োগ এবং আপনার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। আপনি এই সত্যপরাক্রম দুই মহাত্মার কোন অপরাধই করেন নাই; তবে কি কারণে ইহাঁরা আপনাকে অমঙ্গল মন্ত্রণা দিবেন? হে নরনাথ! এই পৃথিবীতে ইহাঁরা দুই জনেই বিজ্ঞ। অতএব কেবল আপনার নিমিত্তই কি কারণে কুটিল বাক্য প্রয়োগ করিবেন? হে কুরুনন্দন! আমার এই স্থির বুদ্ধি হইতেছে যে, এই দুই ধর্ম্মজ্ঞ কোন কারণ বশতঃ কখনই এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া কোন কথা কহিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইহাঁরা যাহা বলিতেছেন, তাহাই আপনার মঙ্গলজনক। রাজন্! দুর্য্যোধন প্রভৃতির ন্যায় পাণ্ডবেরাও তোমার পুত্র; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে সকল মন্ত্রী এই বিষয় জানিয়া তাহাদিগের কোন অহিত সাধন করিতে আপনাকে মন্ত্রণা দেয়, তাহারা মন্ত্রী নহে; অন্ততঃ তাহারা হিতজনক মন্ত্রণা দান করে

না। আর, যদিই আপনি আপনার পুত্রদিগের প্রতি মনে মনে পক্ষপাত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যে আপনার সেই হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই আপনার হিত-সাধক নহে। রাজন্! মহাদ্যুতি এই দুই মহাত্মা সেই কারণেই কোন অপ্রকৃত পরামর্শ কহেন নাই। কিন্তু আপনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই যে দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবদিগকে পরাস্ত করা যাইবে না, আপনি তাহা অন্যথা বিবেচনা করিবেন না। আপনার মঙ্গল হউক। রাজন্! স্বয়ং পুরন্দরও কি সংগ্রামস্থলে সব্যসাচী শ্রীমান্ ধনঞ্জয়কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন্? মহাবাহু ভীমসেন দশসহস্র হস্তীর বল ধারণ করেন। অমরেরাও কি তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারেন? দুই যমসুতের ন্যায় দুই যমজও যুদ্ধে সেইরূপই নিপুণ। অত-এব কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহা-দিগকে জয় করিতে সাহসী হন্। যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবে ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করি-তেছে, তাঁহাকে কি রণে পরাজয় করা যাইতে পারে? বলরাম যাহাদিগের পক্ষপাতী এবং জনার্দ্দন যাহাদিগের সহায়, তাহারা যুদ্ধে কাহাকে না জয় করিয়াছে? রাজা দ্রুপদ তাহাদিগের শ্বশুর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর দ্রুপদ-নন্দনেরা তাহাদিগের শ্যালক। অতএব, রাজন্! তাহারা দুর্জ্জয় এবং দায়াদ; আপনি এই বিবেচনা করিয়া অগ্রেই সেইরূপ ব্যবহার করুন্। পুরোচনের কার্য্য নিবন্ধন আপ-নার এই এক মহৎ অপযশ বদ্ধমূল হইয়াছে। আপনি পাণ্ডব-দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এক্ষণে তাহা ক্ষালন করুন্। তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমা-দিগের সকলের ও কুলের মঙ্গল এবং জীবন রক্ষা হইবে। তাহাতে ক্ষত্রিয়তেজও বৃদ্ধি পাইবে। দ্রুপদ এক জন প্রধান

রাজা। ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের সহিত তাঁহার বৈর বদ্ধ হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে আত্মীয় করিতে পারিলে আমাদিগের পক্ষ বৃদ্ধি হইবে। হে রাজন্! দশার্হগণও অতি বলবান্ ও অসংখ্য। যে পক্ষে কৃষ্ণ তাহারাও সেই পক্ষে এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ জয়ও সেই পক্ষে। মহারাজ ' যে কার্য্য সাম দ্বারা সাধন করা যায়, দৈবের অভিশাপ না হইলে কোন্ ব্যক্তি বিগ্রহ দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হয়; পৃথার পুত্রগণ জীবিত আছেন শুনিয়া প্রজারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে; অতএব আপনি তাহাদিগের প্রিয় সাধন করুন্। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলতনয় শকুনি, ইহারা সকলেই অধার্ম্মিক, অপরিণতবুদ্ধি ও বালক। অতএব ইহাদিগের বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিবেন না। রাজন্! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, দুর্য্যোধনের দোষে এই সমস্ত প্রজা নষ্ট হইবে।

দুইশত পঞ্চ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৫।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বিদ্বান্ এবং দ্রোণ ভগবান্ ঋষি বটেন। বিদুর! তুমিও আমাকে হিত-কর সত্য বাক্য কহিতেছ। কুন্তীনন্দনেরা যেরূপ পাণ্ডুর পুত্র সেইরূপ ধর্ম্ম অনুসারে আমারও পুত্র বটে। আমার পুত্রেরা যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তাহারাও সেইরূপ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, বিদুর। যাও সেই পাণ্ডবদিগকে বিশেষ পূজা করিয়া তাহাদিগের মাতা কুন্তী এবং পত্নী দেবরূপিণী কৃষ্ণার সহিত এই স্থানে লইয়া আইস। ভাগ্যবশে পৃথা-নন্দনেরা জীবিত রহিয়াছে। ভাগ্য-বশে কুন্তী অদ্যাপি

প্রাণ ধারণ করিতেছেন। ভাগ্যবশে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণা লাভ করিয়াছে; ভাগ্য বলেই আমরা বর্দ্ধিত হইলাম; ভাগ্য-বলেই পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই। ভাগ্য-বলেই আমার মহৎ দুঃখ দূরীভূত হইল।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত! অনন্তর বিদুর ধৃত-রাষ্ট্রের আজ্ঞায় যজ্ঞসেন এবং পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বিদুর, দ্রৌপদী, পাণ্ডব এবং যজ্ঞসেনের নিমিত্ত বিবিধ রত্ন লইয়া পাঞ্চালে উপনীত হইয়া সর্ব্বাগ্রে বিধিপূর্ব্বক দ্রুপদের কর গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাৎ রাজা দ্রুপদও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি-লেন। উভয়ে উভয়ের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর সেই স্থানে, বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া হর্ষভরে আলিঙ্গন করত কুশল জিজ্ঞাসা করি-লেন। তাঁহারাও যথা ক্রমে তাঁহার পূজা করিলেন। তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নাম গ্রহণ করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহা-দিগকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবেরা যাঁহাকে যেরূপ দিয়াছিলেন, অমিতবুদ্ধি তদনু-সারে পাণ্ডবদিগকে, কুন্তীকে, দ্রৌপদীকে এবং দ্রুপদের পুত্রদিগকে নানাবিধ রত্ন ও ধন দান করিলেন। অবশেষে পাণ্ডবগণের ও কেশবের সমক্ষে বিনীত ভাবে বিনীত রাজা দ্রুপদকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, রাজন্! আপনি আপনার মন্ত্রী ও পুত্রগণের সহিত অবধান করুন; রাজা ধৃত-রাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্র ও অমাত্যগণ সকলেই আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাজন্! আপনার সহিত সম্বন্ধ হও-য়াতে তাঁহাদিগের অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কৌরবেরাও আপনার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভরদ্বাজনন্দন তিনি আপনার প্রিয় তিনিও আলিঙ্গন দিয়া

আপনার মঙ্গল সংবাদ প্রার্থনা করিতেছেন। হে পাঞ্চাল-রাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কৌরবেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। হে যজ্ঞসেন! আপনার সহিত সম্বন্ধ হওয়াতে তাঁহাদিগের যাদৃশী প্রীতি হইয়াছে, রাজ্য লাভ করিয়া তাঁহাদিগের তাদৃশী প্রীতি জন্মে নাই। আপনি এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তথায় প্রেরণ করুন্। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিতে সাতিশয় ব্যস্ত হইয়াছে। এই সকল নর-শ্রেষ্ঠেরা বহুকাল হইল দেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বোধ হয় ইহাঁরা ও কুন্তী আপনারাই দেশ দর্শন করিতে সমুৎসুক আছেন। কুরুকুলের প্রধান প্রধান কামিনীগণও কৃষ্ণাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের নগরে ও রাষ্ট্রে প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব বিলম্ব না করিয়া পত্নীর সহিত পাণ্ডুপুত্রদিগকে প্রেরণ করুন্। মহারাজ! আপনি মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে যাইতে আজ্ঞা করিলেই আমি ধৃত-রাষ্ট্রের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিয়া দি, কুন্তী ও কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডবেরা আগমন করিবেন।

দুই শত ছয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

রাজ্যলাভ পর্ব্ব।

দ্রুপদ বলিলেন, বিদুর! এক্ষণে আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, সে সকলই সত্য। এই সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও অত্যন্ত হর্ষ হইয়াছে। এই সকল মহাত্মাদিগের তথায় গমন

করা উপযুক্ত বটে; কিন্তু আমি আপন মুখে ইহাঁদিগকে এ কথা কহিতে পারি না। কুন্তীপুত্র বীর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, ইহাঁদিগের সম্মতি হইলে এবং বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের যদি মত হয়, তাহা হইলেই ইহাঁরা যাইতে পারেন। রাম কৃষ্ণ উভয়ে ইহাঁদিগের প্রিয় ও হিত সাধনে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, রাজন্! আমরা কয় ভ্রাতা আপনার অধীন। আপনি প্রসন্ন চিত্তে আমাদিগকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমরা সেইরূপই করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর বাসুদেব বলিলেন, আমার মতে ইহাঁদিগের গমন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ রাজা দ্রুপদের কি মত হয়, বলিতে পারি না।

দ্রুপদ বলিলেন, বীর মহাবাহু পুরুষোত্তম যাদব যে প্রকার বিবেচনা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিব। এক্ষণে পাণ্ডুপুত্রেরা যেরূপ আমার হইয়াছেন, বাসুদেবেরও সেইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষব্যাঘ্র কেশব যেরূপ পাণ্ডবদিগের মঙ্গল চিন্তা করেন, স্বয়ং কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরও সেরূপ করেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! অনন্তর দ্রুপদের আজ্ঞা পাইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুর সকলেই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এবং যশস্বিনী কুন্তীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সুখে বারণাবতে যাত্রা করিলেন।

এদিকে বীরগণ আগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আপন পুত্র মহাবল বিকর্ণ ও চিত্রসেন এবং অন্যান্য কৌরবদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত দ্রোণ এবং কৃপও যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া [illegible] প্রবেশ করিলেন। কৌতূহলে নগর

বিদীর্য্যমাণ বোধ হইল। তাহাতেই নরশ্রেষ্ঠদিগের শোক ও দুঃখ বিনষ্ট হইল। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন, হিতৈষী প্রজাসকল হৃদ্গম বাক্যে কহিতেছে, সেই যে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ আপন পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, তিনি ঐ পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতেছেন। নিশ্চয় বোধ হইতেছে যেন, অদ্য মহারাজ পাণ্ডু আমাদিগের প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত বন হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাত! অদ্য কুন্তীপুত্রেরা পুনর্ব্বার নগরে প্রবিষ্ট হইলেন, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আর কি অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে? যদি আমরা দান, হোম বা তপস্যা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই বলেই পাণ্ডবেরা শত বৎসর নগরীতে বাস করুন্।

অনন্তর পাণ্ডবেরা, ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা ভীষ্ম এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিদিগের পাদবন্দনা করিলেন এবং সমস্ত নগরের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট গৃহে বসতি করিলেন।

অনন্তর বিশ্রান্ত হইয়া তাঁহারা তথায় কিছু কাল বসতি করিলে পর এক দিন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুধিষ্ঠির! আমি যাহা বলিতেছি, তুমি ভ্রাতৃদিগের সহিত তাহা শ্রবণ কর। তোমাদিগের পুনর্ব্বার কোন বিবাদ উপস্থিত না হয়, এই কারণে তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে যাত্রা কর। রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ লইয়া সেই স্থানেই বাস কর।

অনন্তর মহারথ পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাকে স্বর্গের ন্যায় অলঙ্কৃত করিলেন এবং শান্তি স্থাপন করিয়া দ্বৈপায়ন প্রভৃতির সাহায্যে নগরের নিমিত্ত স্থান মাপিয়া লইলেন। নগর সাগরপ্রতিম পরিখা এবং গগনস্পর্শী শ্বেতাভ্রসন্নিভ চন্দ্রপ্রভ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া নাগবেষ্টিত ভোগবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিপক্ষ

গরুড়ের ন্যায় পরিদৃশ্যমান পুরদ্বার এবং প্রাসাদে পরিশোভিত, অদ্রিরাশির ন্যায় মন্দরোপম গোপুরে গুপ্ত, স্থানে স্থানে দ্বিজিহ্ব-পন্নগ-সদৃশ শক্তিনামক অস্ত্রসমূহে সমাবৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত অট্টালিকাসমূহে শোভিত, যোধগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অঙ্কুশ ও এককালে শত শত প্রাণীর প্রাণনাশক শতঘ্নী নামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রসমূহ ও লৌহময় চক্রে বিরাজিত হইল। পথসকল প্রশস্ত ও পরস্পর উত্তম রূপে বিভক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইল। নগরে কখন দৈব উৎপাত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

মহারাজ! ঐ নগর শুভ্রবর্ণ বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া অমরনগরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই কারণে উহার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ রহিল। এই প্রকার নগরমধ্যে মনোহর মঙ্গলপ্রদ স্থানে পাণ্ডবদিগের প্রভূত-ধন-পূর্ণ, সুতরাং ধনপতির ভবন-সদৃশ অট্টালিকাশ্রেণী বিদ্যুদ্দামবিভূষিত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অবশেষে সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি নানাবিধ ভাষাজ্ঞ নানা দেশীয় ব্যক্তিসকল এবং নিখিলবেদ-নিপুণ ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়া সেই নগরে বসতি করিতে মনস্থ করিলেন। কত শত বণিক্ ধনোপার্জ্জনলালসায় দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিতে লাগিল। বিবিধ-শিল্প-শাস্ত্র-পারগ ব্যক্তি সকল আগমন করিয়া তথায় বসতি করিল। চারিদিকে অতি মনোহারিণী উপবনশ্রেণী, আম্র, অম্রাতক, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, চিত্তোন্মাদি-কুসুম-শোভিত কেতক, ফল-ভারাবনত পানীয় আমলক, লোধ্র, উৎকৃষ্টপুষ্প বিশিষ্ট অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, মাধবীলতাকুঞ্জ, করবীর, পারিজাত এবং নিত্য ফল-পুষ্প শালী অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিত হইল। মত্ত ময়ূর, মদাকুলিত কোকিল এবং পুঞ্জে পুঞ্জে অন্যান্য নানাবিধ বিহ-

হংসকুল সেই সকল উদ্যানের মনোহর শোভা সম্পাদন করিল। নানাবিধ দর্পণ-সুনির্ম্মল গৃহ; অশেষ লতাগৃহ; ক্রীড়ার নিমিত্ত নির্ম্মিত মৃণ্ময় পর্ব্বত; উৎকৃষ্ট জলপূরিত দীর্ঘিকা; শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি নানাবর্ণ পদ্মের গন্ধে সুগন্ধি মনোহর সরোবর; কারণ্ডব ও চক্রবাক-পূর্ণ বনবেষ্টিত বিবিধ চিত্তোন্মাদিনী পুষ্করিণী, এবং অতি বিস্তৃত তড়াগসমূহ তন্মধ্যে কত রমণীয়তাই বিস্তার করিল। রাজন্! সেই পবিত্র জনসমূহে পরিব্যাপ্ত বিস্তৃত প্রদেশে বসতি করিয়া পাণ্ডুপুত্রদিগের আনন্দ দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রতি এই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে তাঁহারা এই প্রকারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া সমৃদ্ধ হইলেন। তাঁহারা বসতি করাতে নগরী নাগগণে পরিবৃত ভোগবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ! রামকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে এই রূপে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ করত দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

দুই শত সাত অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৭।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! আমার পূর্ব্ব পিতামহ মহাবল পাণ্ডবগণ এইরূপে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ কি করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? মহাভাগ্যশালী নরেন্দ্রগণ সকলে এক ভার্য্যায় আসক্ত হইয়াও কি কারণে পরস্পর বিবাদ করেন নাই। হে তপোধন! আমি বিস্তার পূর্ব্বক এই সমস্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কৃষ্ণা লাভ করিয়া তাঁহারা পরস্পর কি প্রকার আচরণ করিতেন, আপনি তাহা উল্লেখ করুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পরন্তপ পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া কৃষ্ণার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। মহাতেজা সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য-প্রাপ্তির পর ভ্রাতাদিগের সাহায্যে ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই শত্রু জয় করিয়া সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করত পরমানন্দে সেই স্থানে বসতি করিতে লাগিলেন।

এক দিন পুরুষশ্রেষ্ঠেরা পৌর কার্য্য সমাপন করিয়া রাজোচিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে মনোহর আসন প্রদান করিলেন। পশ্চাৎ তিনি উপবেশন করিলে পর স্বহস্তে অর্ঘ্য দান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। দেবর্ষি তাঁহার পূজা গ্রহণ করত পরম আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার আজ্ঞায় আসন পরিগ্রহ করিয়া দ্রৌপদীকে বলিয়া পাঠাইলেন, ভগবান্ নারদ ঋষি আগমন করিয়াছেন। দ্রৌপদী এই সংবাদ শ্রবণ করত পবিত্র ও সমাহিত হইয়া যে স্থানে নারদ উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন এবং সেই দেবর্ষির চরণ-যুগল বন্দনা করত করপুটে অবগুণ্ঠিত মুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন। ধর্ম্মাত্মা সত্যবাক্ ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ সেই রাজনন্দিনীকেও অশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিতে আদেশ করিলেন।

দ্রৌপদী প্রস্থান করিলে পর দেবর্ষি নির্জ্জন পাইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রদিগকে কহিলেন, যশস্বিনী পাঞ্চালী একাকিনী তোমাদিগের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী। অতএব যাহাতে তজ্জন্য তোমাদিগের পরস্পর ভেদ না জন্মে তাহার এক নিয়ম কর। পূর্ব্বে ত্রিলোক বিশ্রুত অসুর-বংশসম্ভূত

সুন্দ এবং উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা পরস্পর মিলিত থাকাতে কেহই তাহাদিগকে সংহার করিতে পারিত না। তাহারা উভয়ে একত্রে এক রাজ্য সম্ভোগ; এক শয্যায় শয়ন এবং এক পাত্রে ভোজন করিত। কিন্তু উভয়েই এক তিলোত্তমায় আসক্ত হইয়া অবশেষে পরস্পর বিভিন্ন হইল। অতএব যুধিষ্ঠির! তোমরা পরস্পরের প্রীতিসম্বলিত সৌহার্দ্দ রক্ষা কর। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে ভিন্ন ভাব উপস্থিত না হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহামুনে! সুন্দ ও উপসুন্দ কাহার পুত্র? তাহারা পরস্পর হিংসা করিত না, তথাপি কিরূপে তাহাদিগের মনান্তর হইল? তাহারা যে তিলোত্তমা নাম্নী অপ্সরাকে কামনা করিয়া পরস্পর বিনষ্ট হইল, সেই বা কাহার কন্যা? হে তপোধন! আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

দুই শত অষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নারদ বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এই পুরাতন ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, তুমি ভ্রাতাদিগের সহিত শ্রবণ কর। হিরণ্যকশিপু নামক মহাসুরের বংশে পূর্ব্বে নিকুম্ভ নামে বলবান্ ও তেজস্বী এক দৈত্য উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার দুই পুত্র; সুন্দ ও উপসুন্দ। তাহারা উভয়েই মহাবীর্য্য, ভীমপরাক্রম, দৈত্যপ্রধান, ভয়ানক ও ক্রূরকর্ম্মা ছিল। অভিপ্রায়, কার্য্য, উদ্দেশ্য, সুখ ও দুঃখ, উভয়ের এক প্রকারই ছিল। একজন ভিন্ন অন্য জন ভোজন বা কোন স্থানে গমন করিত না। পরস্পর পরস্পরকে মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ

করিত। উভয়ের এক প্রকার শীল ও আচার ছিল। বোধ হইত যেন, এক ব্যক্তিই দুই হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উভয়ের বীর্য্য তুল্যরূপেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কার্য্যেও উভয়ের মত একই হইত।

অনন্তর তাহারা উভয়ে ত্রৈলোক্য জয় করিতে কামনা করিয়া যোগ করিতেই নিশ্চয় করিল এবং গুরূপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বিন্ধ্য পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। তপস্যাও ভয়ানক করিল। ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করিতে লাগিল। জটা ও বল্কল ধারণ করিল। মলব্যাপ্ত অঙ্গ ধারণ করিয়া রহিল। বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিতে লাগিল। আপন মাংস কাটিয়া হোম করিতে আরম্ভ করিল। অঙ্গুষ্ঠমাত্রে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। ঊর্দ্ধবাহু এবং অনিমেষ-লোচনে বহুকাল ব্রত ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত তাহাদিগের বহুকাল-ব্যাপ্ত তপঃপ্রভাবে প্রতপ্ত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল। সেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া উঠিল।

অনন্তর দেবগণ তাহাদিগের দুই জনের সেই উগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া ভীত হইলেন এবং তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বারম্বার স্ত্রী-দিগের দ্বারা তাহাদিগের লোভোৎপাদন করিতে চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু তাহারা কোন রূপেই সেই মহাব্রত ভঙ্গ করিল না। অনন্তর দেবতারা মায়া প্রয়োগ করিলেন। কেহ তাহা-দিগের মাতা, কেহ ভগিনী, কেহ ভার্য্যা, কেহ বা অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুর বেশ ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ধাবমান শূলপাণি রাক্ষসের ভয়ে ত্রাসিত হইয়া সকলে তাহাদিগের উভয়ের নাম গ্রহণ করত "পরিত্রাহি, পরিত্রাহি," রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আশঙ্কায় সকলের কেশ আলুলায়িত এবং — ও আভরণ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তথাপি তাহারা সেই দৃঢ়

ব্রত ভঙ্গ করিল না। যখন কোন প্রকারেই তাহাদিগের ক্ষোভ বা দুঃখ জন্মিল না, তখন সেই সকল স্ত্রী, ও প্রাণিগণ, এবং রাক্ষসও তিরোহিত হইল।

অবশেষে সর্ব্বলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বেশ্বর পিতামহ স্বয়ং তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

মহাবল দৃঢ়বিক্রম সুন্দ ও উপসুন্দ পিতামহকে দর্শন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, পিতামহ! যদি আপনি আমাদিগের তপস্যায় প্রীত হইয়া থাকেন, তবে এই বর দান করুন্, যেন আমরা উভয়েই মায়াবী, অস্ত্রজ্ঞ, বলী, কামরূপী ও অমর হইতে পারি।

ব্রহ্মা বলিলেন, অমরত্ব ভিন্ন তোমরা আর যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, সকলই পরিপূর্ণ হইবে। অমরত্ব ভিন্ন দেবসাধারণ আর সমস্ত বস্তুই কামনা কর। প্রভুত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্তই তোমার এই অদ্ভুত তপস্যা করিয়াছ; অতএব আমি তোমাদিগকে অমরত্ব দান করিতে পারি না। তোমরা ত্রিলোক জয় করিতে অভিলাষী হইয়া তপস্যা আচরণ করিয়াছ। এই কারণেই আমি তোমাদিগের অমরত্ব অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছি না।

সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল, পিতামহ! তবে ত্রিলোকে যে কিছু স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু আছে, তাহার কিছু হইতেই যেন আমাদিগের মৃত্যুভয় না থাকে। আমরা কেবল অন্যোন্যের হস্তেই প্রাণত্যাগ করিব। পিতামহ বলিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাদিগকে তাহাই দান করিলাম। তোমাদিগের মৃত্যুর ব্যবস্থা এই প্রকারই রহিল।

নারদ বলিলেন, পিতামহ এই রূপ বর দান করত সুন্দ ও উপসুন্দকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। দুই ভ্রাতাও বর লাভ করিয়া ত্রিলোকের অবধ্য

হইয়া আপনাদিগের ভবনে চলিয়া গেল। তাহাদিগের বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাদিগকে পূর্ণমনোরথ-নিবন্ধন প্রসন্ন দেখিয়া পরম প্রীত হইল। তাহারা জটা কর্ত্তন করিয়া মৌলি ধারণ করিল এবং গাত্রমলা পরিষ্কার করিয়া মহামূল্য বসন ভূষণে ভূষিত হইল। সর্ব্বকালীন-অকাল-কৌমুদী-মহোৎসব আরম্ভ করিল। তাহাদিগের বান্ধবেরাও অত্যন্ত আনন্দিত হইল। প্রতি গৃহে, ভোজন কর, ভোজন করাও, দান কর, আমোদ কর, গান কর, পান কর, নিরন্তর এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট করতলনাদিত মহাশব্দে সমস্ত দৈত্যনগরী আনন্দিত হইল। দৈত্যগণ এই রূপ আমোদ প্রমোদে এক দিনের ন্যায় অনেক সম্বৎসর অতিবাহিত করিল।

দুই শত নয় অধ্যায় সমাপ্ত ২০৯।

নারদ বলিলেন, উৎসব আরব্ধ হইবার সমকালীনই ত্রৈলোক্যের আধিপত্যপ্রয়াসী ভ্রাতৃযুগল মন্ত্রণা করিয়া সেনা সজ্জীভূত হইতে আজ্ঞা করিল। তাহাদিগের সুহৃদ্বর্গ ও অন্যান্য প্রাচীন দৈত্যগণ সকলেই সে বিষয়ে অনুমোদন করিল। তখন তাহারা পূর্ব্বরাত্রিতে প্রাস্থানিক মঙ্গল সমাপন করিয়া মঘায় যাত্রা করিল। গদা ও পট্টিশধারিণী, শূল ও মুদ্গরহস্তা, বর্ম্মিণী, মহতী দৈত্যসেনা সমভিব্যাহারে চলিল। চারণগণ বিজয়শংসী মঙ্গল ও স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। দুই ভ্রাতা পরমানন্দে যাত্রা করিল।

কামগামী যুদ্ধদুর্ম্মদ সুন্দ ও উপসুন্দ প্রথমেই অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করিয়া দেবতাদিগের আলয়ে গমন করিল। দেব-গণ তাহাদিগের আগমন এবং ব্রহ্মার বরদানবৃত্তান্ত শ্রবণ

করিয়া স্বর্গলোক পরিত্যাগ করত ব্রহ্মলোকে পলায়ন করিলেন। এদিকে ভীমবিক্রম ভ্রাতৃযুগল ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, রক্ষ ও অন্যান্য খেচরদিগকে পরাজয় করিল। অনন্তর ভূমিমধ্যবাসী নাগদিগকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রবাসী সমুদায় ম্লেচ্ছজাতি জয় করিল। তাহার পর সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সৈনিকদিগকে ডাকিয়া এই নিদারুণ আজ্ঞা করিল যে, ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণই হব্য কব্য দ্বারা দেবতাদিগের তেজ, বল ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং সেই কার্য্যনিবন্ধন তাহারা অসুরদিগের শত্রু। অতএব আইস, আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনাশ করি।

দৈত্যযুগল মহোদধির পূর্ব্ব তীরে পরামর্শ করিয়া সৈন্যদিগকে এইরূপ আদেশ করত চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল। যে কোন ব্রাহ্মণ যাগ করিতেছিলেন বা অন্যকে যাগ করাইতেছিলেন, তাহারা তাঁহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের বিশ্বস্ত সৈনিকেরা ব্রাহ্মণদিগের আলয়ে অগ্নিহোত্র দেখিতে পাইলেই তাহা গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যদি কোন তপস্বী ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন, ব্রহ্মার বরে প্রতিহত হইয়া তাহা কোন ক্ষমতাই প্রকাশ করিতে পারিল না। যখন শাপও শিলায় প্রক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় প্রতিহত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীতে যে কেহ তপঃসিদ্ধ, শান্ত এবং শমপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই গরুড়ের ভয়ে সর্পকুলের ন্যায় তাহাদিগের ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই জগৎ মনুষ্যশূন্য হইয়া মথিত আশ্রম এবং ভগ্ন ও বিকীর্ণ কলসস্রবে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। রাজন্! এই রূপে ঋষিগণ প্রচ্ছন্ন হইলে পর সুন্দ ও উপসুন্দ তাঁহাদিগকে

সংহার করিবার নিমিত্ত অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কখন মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জর হইয়া দুই জনে বিবরচ্ছন্ন ঋষি-দিগকেও বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। কখন সিংহ, কখন ব্যাঘ্র হইতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই অন্তর্হিত হইল। ক্রূরেরা এই প্রকার উপায়ে ঋষিদিগকে সংহার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন রহিত হইল। রাজা ও ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হইলেন। উৎসব ও যজ্ঞ তিরোহিত হইল। সকলেই ভীত হইয়া হা হা রব করিতে লাগিল। ক্রয় বিক্রয়াদি হট্টকার্য্য রুদ্ধ হইল। দৈবকার্য্য নিবৃত্ত হইল। পুণ্য ও বিবাহকর্ম্ম অন্তর্হিত হইল। পিতৃ-কার্য্য নিবৃত্তি পাইল। বষট্কারও মঙ্গল কর্ম্ম নিবৃত্ত হইল; সুতরাং পৃথিবী দেখিতে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। সুন্দ ও উপসুন্দের সেই কার্য্য দেখিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ও গগনচারী নক্ষত্রপুঞ্জও বিষণ্ণ হইল।

দৈত্যযুগল এইরূপে নিষ্ঠুর কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদিক্ জয় করত শত্রুহীন হইয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিল।

দুই শত দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১০।

নারদ বলিলেন, জিতক্রোধ, জিতাত্মা, ও জিতেন্দ্রিয় দেবর্ষি ও সিদ্ধ পরমর্ষিগণ সকলেই সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তজ্জন্য কৃপাবশে পিতামহের আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পিতামহ চতুর্দ্দিকে সিদ্ধর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন। ইতিমধ্যে মহাদেব, অগ্নি,

বায়ু, চন্দ্র, আদিত্য, পারমেষ্ঠ্য ঋষিগণ, এবং অজ, অবিমুগ্ধ, তেজোগর্ভ, তপস্যাশালী বৈখানস, বালিখিল্য বানপ্রস্থ, মরীচিপ প্রভৃতি ঋষিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সকলেই দীনভাবে পিতামহের নিকটে গমন করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দের সমুদায় কার্য্য নিবেরন করিলেন। তাহারা যেরূপে প্রাণী সংহার করিয়াছিল এবং যে যে ক্রমে কার্য্য করিয়াছিল, মুনিগণ নিঃশেষে সমুদায় নিবেদন করিলেন।

অবশেষে দেবর্ষিগণ এবং অপ্সরোগণও সকলে তাঁহাকে সেই অভিপ্রায়ই নিবেদন করিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ দৈত্যদ্বয়ের বিনাশের উদ্দেশে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলে পর ব্রহ্মা তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, এক লোভনীয় কামিনী সৃজন কর। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করত বারম্বার চিন্তা করিয়া এক দিব্যা কামিনী নির্ম্মাণ করিলেন। ত্রিলোকের মধ্যে যে কিছু স্থাবর বা জঙ্গম দর্শনীয় সামগ্রী আছে, বিশ্বকর্ম্মা ঐ কামিনীতে সমুদায়ই একত্রিত করিলেন এবং তাহার গাত্রে কোটি কোটি রত্ন সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। দেবরূপিণী ললনা রত্ন দ্বারাই নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সুন্দরীকে অতি যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করিলেন; সুতরাং তাহার রূপের ন্যায় ত্রিলোকে আর দ্বিতীয় মিলিল না। তাহার গাত্রের মধ্যে অণুমাত্রও এরূপ শ্রীভ্রষ্ট রহিল না, যাহাতে দর্শকদিগের দৃষ্টি সংলগ্ন না হয়। সুন্দরী সাক্ষাৎ কামরূপিণী লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীরই মন ও নয়ন হরণ করিল। রত্নের তিল তিল লইয়া তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল; পিতামহ এই কারণে তাহার

নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। ললনা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া করপুটে কহিল, লোকেশ! আমি কি কার্য্যের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইলাম?

পিতামহ বলিলেন, তিলোত্তমে! তুমি সুন্দ ও উপ-সুন্দের নিকটে গমন করিয়া তোমার প্রার্থনীয় রূপ দ্বারা তাহাদিগের লোভোৎপাদন কর। তুমি যাহাতে তোমার রূপসম্পত্তি এবং নৈপুণ্য দ্বারা তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উৎপাদন করিতে পার, তাহার চেষ্টা দেখ।

নারদ বলিলেন, তিলোত্তমা তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া দেবতাদিগের মণ্ডলী প্রদক্ষিণ করিল। ব্রহ্মা পূর্ব্বমুখে, মহেশ্বর দক্ষিণমুখে এবং অন্যান্য দেবতারা উত্তর মুখে বসিয়া ছিলেন। ঋষিগণ চতুর্দ্দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিলোত্তমা দেবমণ্ডলী প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেব ও পুরন্দরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ঈশান পৃষ্ঠগতা ললনাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হওয়াতে পৃষ্ঠদেশে তাঁহার আর একটী পদ্মাক্ষিবিরাজিত আনন নির্গত হইল। এই রূপে তিলোত্তমার ভ্রমণ অনুসারে তাঁহার দক্ষিণ ও বাম ভাগে আর দুইটী সেইরূপ মুখ নির্গত হইল। পুরন্দরেরও পৃষ্ঠে, পার্শ্বে ও সম্মুখে রক্তবর্ণ সহস্র বিশাল নয়ন আবির্ভূত হইল। মহাদেব পূর্ব্বে এই প্রকারেই চতুর্মুখ এবং ইন্দ্র এই প্রকারেই সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। এইরূপ তিলোত্তমা যে দিকে গমন করিতে লাগিল, দেবতা ও ঋষিগণ সেই দিকেই মুখ ফিরাইতে আরম্ভ করিলেন। পিতামহ ভিন্ন সভাসীন যাবতীয় মহাত্মাই সেই ভামিনীর গাত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

অনন্তর তিলোত্তমা প্রস্থান করিল। দেবতা ও ঋষিগণ তাহার রূপসম্পত্তি নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন যেন কার্য্য এখনই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

তিলোত্তমা প্রস্থান করিলে পর, লোকভাবন পিতামহ, অমর ও ঋষিদিগকে বিদায় দান করিলেন।

দুই শত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১১।

নারদ বলিলেন, এদিকে দুই দৈত্য পৃথিবী জয় করিয়া শত্রুশূন্য, ব্যথাহীন ও কৃতকৃত্য হইল এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, মনুষ্য ও রাক্ষসদিগের যাবতীয় রত্ন প্রাপ্ত হইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এখন দেখিল যে, তাহাদিগের প্রতিসেধকর্ত্তা আর কেহই রহিল না; সুতরাং অলস হইয়া দুই দেবতার ন্যায় বিহার করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রী, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও বিবিধ আনন্দজনক পানীয় সম্ভোগ করিয়া পরম আনন্দিত হইল। অন্তঃপুরের বনোদ্যান, পর্ব্বত, বন ও অন্যান্য অভিলষিত প্রদেশে দুই অমরের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল।

অনন্তর এক দিন দুই জনে পুষ্পিতশাল-শোভী, শিলাময়, সমতল, বিন্ধ্য প্রদেশে বিহার করিতে গমন করিল। তথায় সমুদায় অভিলাষ-বস্তুই আয়োজিত হইল। তখন উভয়ে স্ত্রীদিগের সহিত উত্তম আসনে উপবেশন করিল। অমনি কামিনীসকল, বাদ্য, স্তুতিসম্বলিত গীত ও নৃত্য দ্বারা তাহাদিগের চিত্ত-তুষ্টি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইতিমধ্যে তিলোত্তমা একমাত্র রক্তবসনে আলুলায়িত বেশ রচনা করিয়া নদীতীরজাত কর্ণিকার পুষ্প চয়ন করিতে করিতে যে স্থানে সুন্দ ও উপসুন্দ উপবেশন করিয়াছিল, অল্পে অল্পে সেই স্থানে গমন করিল। উৎকৃষ্ট মদিরা পান করিয়া দুই ভ্রাতার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারা

সেই সুন্দরীকে দর্শন করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল। অনন্তর আসন পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে তিলোত্তমা অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানেই প্রস্থান করিল এবং কামে উন্মত্ত হইয়া উভয়েই তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল। সুন্দ তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। অমনি উপসুন্দ তাহার বাম বাহু ধারণ করিল। বরলাভ, ভুজবীর্য্য, বল, ধন, রত্ন ও সুরাপান, এককালে এই সমুদায় মদে মত্ত এবং কামমদান্ধ ভ্রাতৃযুগল পরস্পর পরস্পরকে ভ্রূকুটী করত কহিতে লাগিল। সুন্দ বলিল, উপসুন্দ! আমার ভার্য্যা তোমার গুরু। উপসুন্দ বলিল, সুন্দ! আমার ভার্য্যা তোমার বধূ। এই কামিনী আমার, তোমার নহে।

এইপ্রকারে তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ তিরোহিত হইল। সুতরাং দুই জনেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর কামে মোহিত হইয়া দুই জনে দুই ভীষণ গদা গ্রহণ করত তিলোত্তমার জন্য উভয়ে উভয়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কহিতে লাগিল, আমি অগ্রে ইহাকে ভোগ করিব; আমি অগ্রে ইহাকে ভোগ করিব। ক্ষণ পরেই ভীম অসুরদ্বয় গদাপ্রহার-নিঃসৃত রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট আদিত্যের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। তখন সেই সকল নারী ও দৈত্যগণ বিষাদ ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পাতালে প্রস্থান করিল।

অনন্তর পিতামহ সর্ব্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং তিলোত্তমাকে সমাদর করিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অবশেষে বরদানে ইচ্ছুক হইয়া আপনিই তাঁহাকে কহিলেন, ভাবিনি! যে যে লোকে আদিত্যগণ ভ্রমণ করেন, তুমি সেই সমুদায় লোকে বিচরণ করিবে। তোমার তেজঃপ্রভাবে কেহই তোমাকে অধিক ক্ষণ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে তিলোত্তমাকে

বর দান করিয়া সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের আধিপত্যে পুনর্ব্বার স্থাপন করত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

নারদ বলিলেন, সুন্দ ও উপসুন্দ একাভিপ্রায় এবং সর্ব্বথা একত্র মিলিত হইয়াও তিলোত্তমার নিমিত্ত পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ! আমি স্নেহ বশতঃ তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা আমার প্রিয় সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবগণ মহাত্মা মহর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর সম্মত হইয়া ঋষির সমক্ষেই এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি দ্রৌপদীর সহিত একত্র উপবিষ্ট থাকিলে যদি অন্য তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষের নিমিত্ত বনে বাস করিতে হইবে।

ধর্ম্মচারী পাণ্ডবেরা এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর মহামুনি নারদ অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন।

হে ভারত! পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা নারদের আজ্ঞায় এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই পরস্পর ভিন্ন হন নাই।

দুই শত দ্বাদশ অধ্যায়ে রাজ্যলাভ পর্ব্ব

সমাপ্ত। ২১২।

অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডুপুত্রেরা এইরূপ নিয়ম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করত অস্ত্রাঘাতে অন্যান্য রাজাদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। বরবর্ণিনী কৃষ্ণা একাকীই পঞ্চ অমিতবল মনুজশ্রেষ্ঠদিগের ভার্য্যা হইলেন। পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। দ্রুপদনন্দিনীও সেই পঞ্চ জনকে লাভ করিয়া নাগসঙ্গমে সরস্বতীর ন্যায় অপরিমিত হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরবেরা দোষহীন এবং সুখসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

রাজন্! কিছু কাল পরে কতিপয় তস্কর কোন এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গাভী অপহরণ করিল। ব্রাহ্মণ সেই ধন তস্করে অপহরণ করিল দেখিয়া আর্ত্তস্বরে পাণ্ডবদিগকে ভৎসনা করত কহিতে লাগিলেন, নরাধম চৌরেরা আমার গোধন হরণ করিয়া আমাদিগের অধিকার হইতে পলায়ন করিতেছে। পাণ্ডবগণ! শীঘ্র তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবন কর। কাক প্রশস্ত ব্রাহ্মণের ঘৃত ভোজন করিতেছে, নীচ শৃগাল শার্দ্দূলের শূন্য গুহায় উৎপাত করিতেছে; কিন্তু রক্ষা না করিয়া রাজা কেবল ষড়্ভাগ আহরণ করিতেছেন। এরূপ রাজাকে অহিতকারী কহিতে হয়। চৌরেরা ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করিতেছে; ধর্ম্মকর্ম্ম বিলোপিত হইতেছে এবং আমিও রোদন করিতেছি। অতএব এ অবস্থায় হস্তালম্বন বিতরণ কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় সন্নিকটে রোরূয়মাণ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন। শ্রুতমাত্রই মহাবাহু "মা ভৈঃ" শব্দে ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু মহারাজ! যে গৃহে মাহাত্মা পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শস্ত্র ছিল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার সহিত সেই গৃহে উপবেশন করিয়াছিলেন। সুতরাং অর্জ্জুন সে গৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত দীন বাক্যে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় তজ্জন্য শোকার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন; এই ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই ইহার অশ্রু প্রমার্জ্জন করিতে হইবে। ইহাতে উপেক্ষা করিলেও রাজার মহা অধর্ম্ম জন্মিবে। যদি আমি অদ্য দ্বারদেশে রোরুদ্যমাণ এই ব্রাহ্মণের রক্ষা না করি, তাহা হইলে রক্ষা করিতে অক্ষম বলিয়া এই ভূমণ্ডলে আমাদিগের সকলেরই অখ্যাতি হইবে। অধর্ম্মও জন্মিবে। এদিকে, যদি আমি রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া গৃহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে অজাতশত্রু আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। আর তিনি গৃহে থাকিতে গৃহে প্রবেশ করিলে আমাকে বনে গমন করিতে হইবে; কিন্তু রাজার অপমান সম্ভাবনা চিন্তা করিলে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিবেচনাই দূরে পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব অধর্ম্মই হউক, মরণই হউক, আর বনেই গমন করিতে হউক, আমাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কারণ, শরীরপাতের অপেক্ষা ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা উচিত।

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় এইরূপ নিশ্চয় করত গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ধনুর্গ্রহণ করত আনন্দিত মনে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, বিপ্র! শীঘ্র আগমন করুন। পরধনপ্রয়াসী ক্ষুদ্র চোরেরা অধিক দূরে না যাইতে যাইতেই আমরা দুই জনে গিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে গোধন উদ্ধার করিয়া আনি।

অনন্তর অর্জ্জুন ধনুঃগ্রহণ এবং চর্ম্ম পরিধান করত ধ্বজশোভিত রথে আরোহণ করিয়া চৌরদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বেই বাণ দ্বারা চৌরদিগকে সংহার

করত গোধন প্রত্যাহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন।

সব্যসাচী এইরূপে ব্রাহ্মণকে গোধন প্রত্যর্পণ করিয়া যশোলাভ করত আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর গুরুদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের অভিনন্দন গ্রহণ করত ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, প্রভো! আমাকে নিয়মের আজ্ঞা করুন্। আমি আপনাকে দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি। অতএব বনে গমন করিব। আমাদিগের এইরূপ নিয়মই হইয়াছে! যুধিষ্ঠির ভ্রাতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক-জন্য অস্ফুট বাক্যে সহসা বলিয়া উঠিলেন, কেন? অনন্তর অত্যন্ত কাতর হইয়া ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অনঘ! যদি আমার কথা প্রামাণ্য বলিয়া তোমার জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর! তুমি গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার যে কিছু অপ্রিয় করিয়াছ, আমি সে সকলই ক্ষমা করিলাম। অন্তঃকরণে অণুমাত্রও ক্রোধ নাই। জ্যেষ্ঠ স্ত্রীর সহিত একত্রে উপবিষ্ট থাকিলে কনিষ্ঠ তথায় প্রবেশ করিতে পারে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই নিয়মভঙ্গ করিবেন। অতএব মহাবাহো! নিবৃত্ত হও। আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার ধর্ম্মলোপ হয় নাই। তুমি আমারও অপমান কর নাই।

অর্জ্জুন বলিলেন, আমি আপনার মুখেই শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মে ছল প্রয়োগ করিবে না। অতএব আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না; সত্যই আমার অস্ত্র।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন বনচর্য্যায় দীক্ষিত হইয়া রাজাকে নিবেদন করত দ্বাদশ বর্ষের নিমিত্ত বনে বাস করিতে যাত্রা করিলেন।

দুই শত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুরুবংশের যশোবর্দ্ধন অর্জ্জুন বন-যাত্রা করিলে পর মহাত্মা বেদপারগ অধ্যাত্মচিন্তক ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিলেন। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুক, ভগ-বদ্ভক্ত, পৌরাণিক, সূত, কথক, বনবাসী শ্রমণ ও দিব্য-উপাখ্যান-কথক অন্যান্য অনেকানেক ব্রাহ্মণও অনুগমন করিলেন। অর্জ্জুন ঐ সকল ব্যক্তিগণে পরিবৃত হইয়া অমর-পরিবৃত বাসবের ন্যায় নানা মনোরম কথা কহিতে কহিতে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে কত শত রমণীয় বিচিত্র বন, সরোবর, নদী, সাগর, দেশ ও পুণ্য তীর্থ দর্শন করিলেন। অবশেষে গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া বসতি করিলেন। পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধাত্মা অর্জ্জুন সেই সমস্ত বেদপারগ দ্বিজগণের সহিত অধিষ্ঠিত হইয়া সেই স্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া-ছিলেন, জনমেজয়! তাহা শ্রবণ কর।

হে ভারত! কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই স্থানে বসতি করিলে পর ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থানে অগ্নিহোত্র স্থাপন করিলেন। সেই সকল অগ্নি হুত ও জ্বলিত; উভয় তীরে পুষ্পোপহার আয়োজিত এবং সেই সকল মহাত্মারা অধিবাসী হওয়াতে গঙ্গাদ্বার অত্যন্ত শোভা ধারণ করি[illegible]।

আবাসস্থান এইরূপে জনাকীর্ণ হইলে পর কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন এক দিন স্নান করিবার নিমিত্ত গঙ্গাজলে অবতীর্ণ হই-লেন। অনন্তর স্নান তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য সমাপন করি-বার নিমিত্ত তীরে উত্থান করিতেছেন, এমন সময়ে জলের মধ্য হইতে নাগকন্যা উলূপী তাঁহাকে কামনা করিয়া আকর্ষণ করিলেন। অর্জ্জুন জলের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, কৌরব্যনাগের ভবনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন। তদ্দ-র্শনে তিনি নিঃশঙ্কমনে অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অগ্নি তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ধনঞ্জয় অবশেষে হাসিতে হাসিতে নাগরাজতনয়াকে কহিলেন, হে ভীরু! হে ভাবিনি!

তুমি এ কি সাহস করিয়াছ? হে সুভগে! এ কোন্ দেশ? তুমি কে এবং কাহার দুহিতা?

উলূপী বলিলেন, ঐরাবতের বংশ-সম্ভূত কৌরব্যনামে এক নাগ আছেন; আমি তাঁহারই দুহিতা। আমার নাম উলূপী! হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি স্নান করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলে পর আমি তোমায় দর্শন করিয়া কন্দর্পে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম। আমি তোমার নিমিত্তই মদনজন্য কষ্ট ভোগ করিতেছি। তোমা ভিন্ন আমার অন্য গতিও নাই। অতএব তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে আনন্দিত কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, ভদ্রে! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি আপনার বশ্য নহি। কিন্তু জলবিহারিণি! তোমার প্রিয় সাধন করিতে ইচ্ছা আছে। আমি কখন কোন মিথ্যা কথাও কহি নাই। অতএব এক্ষণে কি করিব। কি করিলে আমার মিথ্যা কহা হইবে না; অথচ তোমার প্রিয় সাধন করা হইবে এবং ধর্ম্মও রক্ষা হইবে?

উলূপী বলিলেন, পাণ্ডব! তুমি যেরূপে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছ এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমায় যে কারণে ব্রহ্মচর্য্য আদেশ করিয়াছেন, আমি সে সকলই জানি। তোমরা এক নিয়ম করিয়াছিলে। তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ দ্রৌপদীর সহিত একত্র উপবিষ্ট থাকিলে অপর যে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিবেন, তিনিই দ্বাদশ বর্ষের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিবেন। অতএব দ্রৌপদীর নিমিত্তই তুমি অন্যান্যের নিকট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছ। তুমি সে স্থানে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ। কিন্তু এস্থলে তোমার সে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। বিশাললোচন! আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ত পরিত্রাণ করিতে হইবে। আমাকে পরিত্রাণ করিয়া তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। আর যদিই ইহাতে ধর্ম্মের অণুমাত্র

ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে তাহাকেও ধর্ম্মই বলিতে হইবে। কারণ, তাহাতে আমার প্রাণ রক্ষা করা হইবে। পার্থ! আমি তোমার ভক্ত। অতএব আমাকে ভজনা কর। সাধুদিগের মতই এই। যদি তুমি এই কার্য্য না কর তাহা হইলে আমাকে মৃত বলিয়াই অবধারণ কর। মহাবাহো! প্রাণ দান করিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের আচরণ কর। হে পুরুষোত্তম! অদ্য আমি তোমার শরণাগত হইলাম! কৌন্তেয়! তুমি দীন ও অনাথ-দিগকে নিত্যই রক্ষা করিয়া থাক। আমি তোমার শরণ লই-য়াছি; রোদন করিতেছি এবং অভিলাষিণী হইয়া স্বয়ং যাচ্ঞাও করিতেছি। অতএব আমার প্রিয় সাধন কর। তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তীনন্দন নাগতনয়ার এই কথা শ্রবণ করত ধর্ম্মকে কারণ রূপে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি কৌরব্য নাগের ভবনে সেই রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার সেই গঙ্গাদ্বারে প্রত্যা-গমন করিলেন। সাধ্বী উলূপীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন এবং গমনকালীন তাঁহাকে বর-দান করিলেন, তুমি জলচরমাত্রেরই অজেয় হইবে এবং তাহারা সকলেই তোমার বশবর্ত্তী হইবে।

দুই শত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৪।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ইন্দ্রনন্দন পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-দিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া অবশেষে হিমা-চলের পার্শ্বে প্রস্থান করিলেন। কুন্তীসুত, অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠ পর্ব্বত এবং ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে আপনার বিশুদ্ধি সম্পাদন

করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গাভী এবং বাসস্থান সমর্পণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, হিরণ্যবিন্দু-তীর্থে স্নান করিয়া অনেকানেক পুণ্য স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব দিক্ দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ এক এক করিয়া সমুদায় তীর্থ দর্শন করিলেন। মনোহর নৈমিষারণ্যবাহিনী উৎপলিনীনদী, নন্দা, অপরনন্দা, যশস্বিনী কৌশিকী, মহানদী, গয়া ও গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থই দর্শন করিলেন। প্রত্যেক তীর্থেই আপনার পবিত্র কার্য্য সমন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে যে কোন তীর্থ বা তীর্থায়তন আছেন, মহাবাহু সে সমুদায়েই গমন করিলেন এবং প্রত্যেক তীর্থেই ব্রাহ্মণগণকে ধন দান পূর্ব্বক যথাবিধানে তীর্থ দর্শন সমাধান করিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন, কলিঙ্গরাজ্যের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহারা তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের আজ্ঞা লইয়া অল্পসহায় সমভিব্যাহারে সাগরোদ্দেশে গমন করিলেন। ক্রমে নানা দেশ ও রমণীয় সৌধ সকল দর্শন করিতে করিতে কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করিলেন। শেষে নানা তাপসের বাস দ্বারা পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন করিয়া অল্পে অল্পে সাগরকূলস্থ মণিপুরে উপনীত হইলেন। তথায় যে যে তীর্থ ও পবিত্র স্থান ছিল, মহাবাহু সে সমুদায় দর্শন করিয়া অবশেষে রাজার নিকট গমন করিলেন। ঐ রাজার নাম চিত্রবাহন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুহিতা ছিল। সেই কন্যা এক দিন যদৃচ্ছাক্রমে নগরমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় অর্জ্জুন তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র তিনি তাঁহাকে চিত্রবাহনের দুহিতা বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। অবশেষে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন প্রয়োজন ব্যক্ত করত কহি-

লেন, রাজন্! আমি উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়। আপনি আমাকে এই কন্যা দান করুন্। রাজা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? তিনি কহিলেন, আমি পাণ্ডুনন্দন। আমার নাম ধনঞ্জয়। রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে আমাদিগের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। সেই হেতু তিনি পুত্রকামনায় অতিশ্রেষ্ঠ উগ্র তপস্যা করিয়া দেবদেব পিনাক-পাণিকে সন্তুষ্ট করিলেন। পার্থ! ভগবান্ উমাপতি এইরূপে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন "তোমার বংশে একমাত্র পুত্র হইবে।" সেই অবধিই আমাদিগের বংশে প্রত্যেকের একমাত্র পুত্র হইয়া আসিতেছে। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সকলেরই পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু আমার এই একমাত্র বংশ-ধরী কন্যা হইয়াছে। আমি ইহাকে পুত্র বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। সেই হেতু ইহাকে পুত্রিকা করিয়াছি। অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহাতে যে পুত্র উৎপাদন করিবে, তাহার একটী আমার বংশধর হইবে। আমার কন্যার শুল্কই এই। যদি তুমি ইহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে ইহাকে গ্রহণ কর।

ধনঞ্জয় তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সেই নগরে তিন বৎসর বসতি করিলেন। অবশেষে সেই কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাজার অনুমতি গ্রহণ করত ভ্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

দুই শত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তাহার পর ভরতশ্রেষ্ঠ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত তপস্বিপরিপূরিত সমুদায় মনোহর পুণ্য তীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে পাঁচটী তীর্থ ছিল; ঐ পঞ্চতীর্থের চতুষ্পার্শে অনেক তপস্বী বসতি করিতেন; কিন্তু কেহই তাহার মধ্যে স্নান করিতেন না। ঐ সকলের নাম আগস্ত্য, সৌভদ্র, সুপাবন পৌলোম, অশ্বমেধফলপ্রদ সুপ্রসন্ন কারন্ধম এবং পাপপ্রশমন ভারদ্বাজ।' পাণ্ডব এই সমস্ত তীর্থ দর্শন করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি মুনিগণ এই সকলে স্নান করেন না দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে করপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপস্বিগণ! ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণ কি নিমিত্ত এই পঞ্চতীর্থে স্নান করেন না? তপস্বীরা উত্তর করিলেন, এই পঞ্চতীর্থে কুম্ভীর সকল বাস করে। ঐ সকল কুম্ভীর তপস্বিদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। হে কুরুনন্দন! এই কারণেই কেহ ইহাতে স্নান করেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তপস্বিদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। তাপসেরা অনেক নিবারণ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে প্রথমতঃ সুভদ্র নামক মহর্ষির উৎকৃষ্ট তীর্থে উপনীত হইয়া জলে অবগাহন করত স্নান করিলেন। ইতিমধ্যে জলের অভ্যন্তর হইতে এক ভয়ানক কুম্ভীর তাঁহার চরণে ধারণ করিল। বলিশ্রেষ্ঠ, মহাবাহু, কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় জীবদ্দশায়ই সেই কুম্ভীরকে গ্রহণ করিয়া তীরে উত্থিত হইলেন। অর্জ্জুন তীরে উত্তোলন করিবামাত্রেই ঐ কুম্ভীর এক সর্ব্বাভরণভূষিতা সুলক্ষণসম্পন্না নারী হইল। সেই দিব্যরূপা মনোরমা ললনা সৌন্দর্য্যে যেন প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই মহদাশ্চর্য্য দর্শন করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই ভামিনীকে কহিলেন, হে কল্যাণি; হে জলচরি! তুমি কাহার? কোথা হইতেই

বা আগমন করিলে? তুমি পূর্ব্ব জন্মে কি কারণেই বা এই মহৎ পাপ করিয়াছিলে?

বর্গা বলিলেন, আমি দেবতাদিগের অরণ্যচারিণী অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। ধনপতি আমাকে নিরন্তর অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আমার আর চারি সখী। তাহারাও সকলে কামগামিনী ও সুলক্ষণসম্পন্না। আমি সেই চারি সখীর সহিত এক দিন ধনপতিকে দর্শন করিতে গমন করিতেছিলাম। যাইতে যাইতে দর্শন করিলাম,এক বনে ব্রতধারী সুন্দর ব্রাহ্মণ একান্তে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন। রাজন্! তাঁহার তপঃপ্রভাব আদিত্যের ন্যায় সেই সমস্ত বন প্রদীপ্ত করিয়াছে। তাঁহার সেই প্রকার উগ্র তপস্যা এবং তাদৃশ অনুপম রূপ দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলাম। হে ভারত! আমি, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা, আমরা সকলে এক কালেই সেই বিপ্রের নিকট গমন করিলাম এবং গান ও হাস্য করত তাঁহার লোভোৎপাদন করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বীর! তিনি কিছুতেই আমাদিগের প্রতি মন করিলেন না। নিশ্চল তপস্যাচারী মহাত্মা বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ করিলেন, তোমরা কুম্ভীর হইয়া এক শত বৎসর জলে বিচরণ করিবে।

দুই শত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৬।

বর্গা বলিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তখন আমরা সকলে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সেই অবিচলিত-চিত্ত তপোধন ব্রাহ্মণের শরণাগত হইয়া কহিলাম, দ্বিজ! আমরা রূপ, বয়স ও কন্দর্পের দর্পে দর্পিত হইয়া অন্যায় আচরণ করিয়াছি। অত-

এব আমাদিগকে ক্ষমা করুন্। হে তপোধন! আমরা যে জিতাত্মা আপনার লোভোৎপাদন করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি, সেই আমাদিগের যথেষ্ট বধ হইয়াছে। ধর্ম্মচারীরা বলিয়া থাকেন, কামিনীরা অবধ্য। আপনি ধার্ম্মিক। অতএব আমাদিগের হিংসা করিবেন না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! শুনিতে পাই, ব্রাহ্মণ প্রাণীমাত্রেরই মিত্র। এক্ষণে এই প্রবাদই সত্য হউক্। শিষ্ট ব্যক্তিরা প্রপন্ন ব্যক্তিদিগকে শরণ দান করিয়া থাকেন। আমরা প্রপন্ন; আপনার শরণও লইয়াছি; অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বীর, শুভকর্ম্মা, চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সেই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিয়া কহিলেন, শত ও সহস্র শব্দ সর্ব্বদাই অনন্তবাচক। কিন্তু আমি যে শত বলিয়াছি তাহা অনন্তবাচক না হইয়া যথার্থ শতই বুঝাইবে। তোমরা গ্রাহরূপিণী হইয়া জলাবতীর্ণ মনুষ্যদিগকে ধারণ করিতে থাকিবে। কিন্তু যখন কোন পুরুষোত্তম তোমাদিগকে জল হইতে স্থলে উত্তোলন করিবেন, তখন তোমরা সকলে পুনর্ব্বার আপন আপন রূপ প্রাপ্ত হইবে। আমি হাসিতে হাসিতেও কখন মিথ্যা কহি নাই। তোমরা যে সকল তীর্থে বাস করিবে, সেই সকল তীর্থ নারীতীর্থ বলিয়া সর্ব্বদিকে খ্যাতি লাভ করিবে। সেই সকল স্থান পবিত্র এবং পাবন বলিয়াও গণ্য হইবে।

বর্গা বলিল, অনন্তর আমরা সেই বিপ্রকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করত অতিশয় দুঃখিত চিত্তে সেই স্থান হইতে উত্থান করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কবে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই সেই মনুষ্যের দর্শন পাইব, যাঁহার সঙ্গম লাভ করিয়া আমরা পুনর্ব্বার নিজ নিজ রূপ লাভ করিব। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! আমরা মুহূর্ত্তমাত্র এই রূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে মহাভাগ দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিলাম। অমিতদ্যুতি সেই

দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল। পার্থ! অনন্তর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া লজ্জাবনত মুখে তাঁহার সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রহিলাম। তিনি আমাদিগের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম। তিনি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ সাগরের কূলে পুণ্য ও রমণীয় পঞ্চ তীর্থ আছে। তোমরা অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। পাণ্ডুনন্দন শুদ্ধাত্মা পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয় অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে নিশ্চয় মুক্ত করিবেন। বীর! আমরা সকলে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। অনঘ! অদ্য তাহাই সত্য হইল। আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। বীর! আমার সেই আর চারি সহচরী এখনও জলে বাস করিতেছে। আপনি তাহাদিগকে মোচন করিয়া শুভ কর্ম্ম সাধন করুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! বীর্য্যশালী, অদীনাত্মা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অবশেষে সেই সমস্ত অপ্সরাদিগকে মুক্ত করিলেন। মহারাজ! অপ্সরোগণ জল হইতে উত্থান করত আপন আপন শরীর প্রাপ্ত হইয়া আবার দেখিতে পূর্ব্বের ন্যায় হইল।

অর্জ্জুন এইরূপে পঞ্চ তীর্থ নির্ভয় করত তাহাদিগকে বিদায় দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপুরে যাত্রা করিলেন। তিনি তাঁহার গর্ব্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্র উৎপাদন করিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাণ্ডব গোকর্ণ যাত্রা করিলেন।

দুই শত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অমিতবিক্রম পাণ্ডব অপর ভাগে যে যে পুণ্য ও পবিত্র ক্ষেত্র ছিল, এক এক করিয়া সকল স্থানেই গমন করিলেন। পশ্চিম সমুদ্রে যে যে তীর্থ ও পুণ্য ক্ষেত্র ছিল, অর্জ্জুন সে সমুদায় দর্শন করিয়া অবশেষে প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলেন। মধুসূদন শুনিলেন, অপরাজিত বীভৎসু, সুপুণ্য ও রমণীয় প্রভাস তীর্থে আগমন করিয়াছেন। শ্রবণমাত্রেই মাধব কুন্তীনন্দন সখাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। অনন্তর প্রভাসে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। নর ও নারায়ণ ঋষি এইরূপে উভয় সখায় উভয়কে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করত অবশেষে সেই প্রভাস তীর্থে বাস করিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে ব্রহ্মচর্য্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, পাণ্ডব! কি কারণে এই সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ করিতেছ? অর্জ্জুন যথাবৃত্ত সমুদায় উল্লেখ করিলেন। বৃষ্ণিনন্দন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এ রূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে!

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপে প্রভাস তীর্থে কিছু কাল বিহার করিয়া অবশেষে বাস করিবার নিমিত্ত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। কৃষ্ণের আদেশে পুরুষেরা ইতিপূর্ব্বেই সেই মহীধরকে অলঙ্কৃত এবং তাহাতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী আয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সেই সমস্ত গ্রহণ এবং ভোজন করিয়া কৃষ্ণের সমভিব্যাহারেই নট ও নর্ত্তকদিগকে দর্শন করিলেন। অবশেষে মহামতি তাহাদিগের সকলকে বিশেষ সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া সুসজ্জিত শয্যায় শয়ন করিতে গমন করিলেন। মহাবাহু শুভ শয্যায় শয়ন করিয়া নানা নদী, পল্বল, পর্ব্বত, নদ ও বনের কথা কহিতে লাগিলেন। জনমেজয়! ইতিমধ্যে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকেও হরণ করিল! অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে মধুর গীত, বীণারব ও স্তুতিপাঠশব্দে কুন্তীনন্দনের নিদ্রাভঙ্গ

হইল। তিনি শয্যা হইতে উত্থান করিলেন। অমনি বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে সুখসুপ্তি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধনঞ্জয় অবশেষে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। জনমেজয়! কুন্তীপুত্রের সম্মানের নিমিত্ত দ্বারকার উদ্যান, গৃহ ও রাজপথ প্রভৃতি সমুদায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। দ্বারকা-বাসী সহস্র সহস্র প্রজা কুন্তীনন্দনকে দর্শন করিবার মানসে সত্বর রাজমার্গে বহির্ভূত হইল। সহস্র সহস্র নারী, অন্যান্য ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের মহতী জনতা হইল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা এইরূপে ধনঞ্জয়ের সম্মা-ননা করিলেন। অর্জ্জুন পূজনীয়দিগের পূজা, বালকদিগকে অভিনন্দন, এবং সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় সকলেই তাঁহাকে প্রতিনন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় নানারত্ন ও ভোজ্যে পরিপূরিত শ্রীকৃষ্ণের ভবনে তাঁহার সহিত একত্রে অনেক যামিনী বসতি করিলেন।

দুই শত অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনবনবাস পর্ব্ব সমাপ্ত। ২১৮।

সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! কিছু দিন পরে রৈবতক পর্ব্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের এক মহোৎসব আরব্ধ হইল। বীরগণ সেই অদ্রিসম্বন্ধীয় মহোৎসবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধনাদি দান করিলেন। রাজন্! সেই গিরির চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ, রত্ন-সম্ভার-বিভূষিত কল্প বৃক্ষের ন্যায় বিবিধ-কাম্যবস্তু-পূরিত প্রাসাদে অলঙ্কৃত হইল। অনেকানেক বাদক বাদিত্র বাদন, নর্ত্তক নৃত্য এবং গায়ক গান করিতে আরম্ভ করিল। মহাতেজস্বী বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বালকেরা নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সুবর্ণচিত্রিত রথে আরোহণ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র পৌরগণও আপন আপন স্ত্রী ও পরিবার লইয়া কেহ পাদচার, কেহ বা উত্তম এবং কেহ বা অধম রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ আরম্ভ করিল। ভারত! রেবতীনন্দন মত্ত হলধর অবশেষে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণ গান করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বৃষ্ণিবংশীয়দিগের রাজা প্রতাপশালী উগ্রসেনও সহস্র সহস্র কামিনীসমভিব্যাহারে বিচরণ আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্বেরা তাঁহারও গুণ গান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বলদেবনন্দন এবং শাম্বও দিব্য বসন ও মাল্য ধারণ করিয়া দুই জনে অমরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারথ হার্দ্দিক্য, উদ্ধব ও অন্যান্য অনেকে পৃথক্ পৃথক্ কামিনী ও গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করত সেই উৎসবের শোভা সম্পাদন করিলেন।

কৌতূহল এই প্রকার অদ্ভুতরূপে প্রবৃত্ত হইলে পর বাসুদেব ও অর্জ্জুন উভয়ে একত্রে আগমন করিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা নানালঙ্কারভূষিতা বসুদেবনন্দিনী সুভদ্রাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রই অর্জ্জুনের মনে কন্দর্পের উদ্রেক হইল। তিনি একমনে সেই ললনাকেই দর্শন করিতে লাগিলেন। পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণ তাহা দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, একি ? কন্দর্প-বনেচর ব্যক্তির চিত্তকেও বিলোড়ন করিলেন ? পার্থ! এই কামিনী সারণের সহোদরা। ইহাঁর নাম সুভদ্রা। ইনি পিতার অতি প্রিয়তমা নন্দিনী। যদি ইহাকে বিবাহ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আমি আপনিই পিতাকে বলিতে পারি।

অর্জ্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ! ইনি একে বসুদেবের দুহিতা ও কৃষ্ণের ভগিনী; তাহাতে আবার সুন্দরী। অতএব ইনি কাহার মন হরণ না করিবেন ? যদি তোমার ভগিনী এই বৃষ্ণিনন্দিনী আমার মহিষী হন, তাহা হইলে আমার যাবতীয় কল্যাণসিদ্ধ এবং সমস্ত পৃথিবী লাভ করা হয়। জনার্দ্দন! বল দেখি, আমি কি উপায়ে ইহাঁকে লাভ করিতে পারি ? যদি নরের সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি তন্নিবন্ধন সমস্ত কার্য্যই করিব। বাসুদেব বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্বয়ম্বর দ্বারাই ত ক্ষত্রিয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু অর্জ্জুন! তাহাতে সন্দেহ আছে। কারণ, তাহাতে আপন হৃদ্গত ভাবের কারণতা আছে! বলপূর্ব্বক হরণ করাও ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রশংসনীয়। ধর্ম্মবেত্তারাও বলিয়া থাকেন, বীরদিগের এই রূপেই বিবাহ হইতে পারে। অতএব অর্জ্জুন! তুমি আমার এই কল্যাণী ভগিনীকে বলপূর্ব্বক স্বয়ম্বরস্থলে হরণ কর। কে বা তোমার হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিবে ?

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অবশেষে শীঘ্র-

গামী পুরুষদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুমতি করিলেন।

দুই শত উনবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন সংবাদ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় জানিতে পারিলেন, সুভদ্রা রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন। এই অবসরে ভরতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে ইতিকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করত তাঁহার অনুমতিলইয়া কাঞ্চনময়, সুসজ্জিত শৈব্য ও সুগ্রীবনামকঅশ্বযুক্ত, কিঙ্কিণীজালশোভিত; নিখিলশস্ত্র-পূরিত; মেঘরাবী; জ্বলিত অগ্নিতুল্য প্রভাশালী এবং শত্রুদিগের হর্ষাপহারী রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, কবচ, কটিবন্ধ, খড়্গ এবং গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। সুভদ্রা পর্ব্বতরাজ রৈবতককে পূজা এবং দৈব কার্য্য সমাপন করত ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া গিরি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে কুন্তীনন্দন কামবাণে ব্যথিত হইয়া বল পূর্ব্বক সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে ধারণ করত রথে উত্তোলন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ এইরূপে সেই শুচিস্মিতাকে সুবর্ণময় রথে আরোহণ করাইয়া আপনার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈনিকেরা সুভদ্রাকে অপহৃতা হইতে দর্শন করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দ্বারকার দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর সকলে একত্রে সুধর্ম্মানাম্নী সভায় উপনীত হইয়া সভাপালকে অর্জ্জুনের বিক্রম নিবেদন করিল। সভাপাল তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্বুনদচিত্রিত, মহাঘোষ, সমরভেরী শব্দিত করিলেন। ভোজ, অন্ধক

ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা অন্ন পান পরিত্যাগ করত চারিদিক্ হইতে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথেরা এইরূপে একত্রিত হইয়া অগ্নির ন্যায় জাম্বূনদ নির্ম্মিত, মহামূল্য আস্তরণাবৃত, মণি ও বিদ্রুমে খচিত জ্বলিত অগ্নিপ্রভ শত শত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেবতাদিগের সভার ন্যায় সেই সভায় উপবেশন করিলে পর সভাপাল আপন অনুচরদিগের সহিত তাঁহাদিগকে অর্জ্জুনের আচরণের কথা নিবেদন করিলেন। মদসংরক্তলোচন বৃষ্ণিগণ তাহা শ্রবণ করত সহ্য করিতে না পারিয়া দর্প সহকারে উত্থান করিলেন। শীঘ্র রথ যোজনা কর; প্রাস আনয়ন কর; মহামূল্য ধনুক ও কবচ আনিয়া দেও; এই প্রকার রব উঠিল। কেহ কেহ রথ যোজনা কর বলিয়া সারথিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা নিজেই হেমভূষিত তুরগ সকল যোজনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রথ, কবচ ধ্বজ আনীত হইলে পর বীরগণ তুমুল আক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বনমালাধারী, কৈলাসশিখর-সন্নিভ, মদমত্ত, নীলবাসা বলদেব কহিলেন, জনার্দ্দন কোন কথাই কহিতেছেন না। তবে তোমরা এরূপ করিয়া অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ কেন? ইহাঁর ভাব না জানিয়া তোমরা ক্রোধ হেতু বৃথা গর্জ্জন করিতেছ। এই মহামতি অগ্রে ইহাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন্। পশ্চাৎ তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিব।

বৃষ্ণিগণ হলায়ুধের এই মনোগ্রাহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া সকলে পুনর্ব্বার সভায় উপবেশন করিলেন। অনন্তর শত্রুতাপন রাম বাসুদেবকে কহিলেন, জনার্দ্দন! তুমি এই সমস্ত দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত বাক্যহীন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছ? অচ্যুত! আমরা তোমার জন্যই সকলে অর্জ্জুনের সম্মান করিয়াছি। কিন্তু সেই দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গার তাদৃশ পূজার পাত্র নহে। এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি

আপনাকে সৎকুলজাত বলিয়া অভিমান করেন, অথচ যে পাত্রে ভোজন করেন, সেই পাত্রই ভঙ্গ করেন? এইপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে মনুষ্যের ইচ্ছা হইতে পারে বটে; কিন্তু কোন্ ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া এরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হয়? অর্জ্জুন অদ্য আমাদিগের অপমান এবং তোমাকে অনাদর করিয়া আপনার মৃত্যুর ন্যায় সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। গোবিন্দ! সে আমার মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে; অতএব আমি কিরূপে সহ্য করিতে পারি? সর্প কি পাদস্পর্শ ক্ষমা করিয়া থাকে? অদ্য আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশূন্যা করিব। আমি অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারিব না। বলদেব এইরূপে মেঘ ও দুন্দুভির শব্দে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে পর বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা সকলেই সেই বাক্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন।

দুই শত বিংশ অধ্যায়ে সুভদ্রাহরণপর্ব্ব
সমাপ্ত। ২২০।

হরণাহরণ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, বৃষ্ণিগণ সকলে আপন আপন বীর্য্য অনুসারে এই প্রকার কহিলেন। অবশেষে বাসুদেব ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন আমাদিগের বংশের অপমান করেন নাই। প্রত্যুত তিনি ইহার বিশেষ

সম্মান করিয়াছেন। পাণ্ডব নিশ্চয়ই আমাদিগকে অর্থলুব্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন না। স্বয়ম্বরও সংশয়াস্পদ বলিয়া তাঁহার বোধ আছে। পশুর ন্যায় কন্যা সম্প্রদান করিতেই বা কোন ব্যক্তি মত প্রদান করিতে পারেন? পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তিই বা অপত্য বিক্রয় করিতে সাহসী হয়? আমার বোধ হয়, পাণ্ডব এইসকল দোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি ধর্ম্ম পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছেন। এপ্রকার সম্বন্ধ উপযুক্তও বটে। সুভদ্রা যশস্বিনী। পাণ্ডবও এই প্রকার বিখ্যাত। সুতরাং তিনি বল পূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিয়াছেন। অর্জ্জুন ভরতবংশীয় শান্তনুর সন্তান এবং কুন্তিভোজের দৌহিত্র। অতএব তাঁহার সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে কোন্ ব্যক্তির না অভিলাষ হয়? ভগনেত্রহর বিরূপাক্ষ হর ভিন্ন অর্জ্জুনকে অন্য কেহ রণে পরাজয় করিতে পারে, আমার এরূপ বোধ হয় না। সেই রথ; সেই আমার ঘোটক এবং সেই অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ অর্জ্জুন যোদ্ধা। মহাশয়! ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি লোকসমূহে এরূপ কি কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি তাঁহার সমান হইতে পারেন? আমার মতে আপনারা শীঘ্র গমন করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে অর্জ্জুনকে নিবৃত্ত করুন্। যদি ধনঞ্জয় বল পূর্ব্বক আপনাদিগকে পরাজয় করিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করে, তাহা হইলে আপনাদিগের যশ সদ্যই নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলে পরাজয় নাই।

রাজন্! কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া সকলে সেইরূপই করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে পরিণয় সমাপন করিলেন। পশ্চাৎ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের পূজা গ্রহণ করত সেই স্থানে বসতি করিয়া এক বৎসর কাল বিহার করিলেন। অবশেষে পুষ্করে গিয়া অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দ্বাদশবর্ষ সমাপ্ত হইলে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

পৃথানন্দন এইরূপে পুনরাগমন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক রাজাকে অভিবাদন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করত দ্রৌপদীর নিকট গমন করিলেন। দ্রৌপদী প্রণয় বশতঃ তাঁহাকে কহিলেন, কৌন্তেয়! যে স্থানে সাত্বতনন্দিনী সুভদ্রা অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সেই স্থানেই গমন কর। দৃঢ় বন্ধনও প্রাচীন হইলে কালে শ্লথ হইয়া পড়ে। ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর রক্তকৌশেয়-বাসিনী সুভদ্রাকে গোপিনীবেশ ধারণ করাইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। সমধিকরূপশালিনী, যশস্বিনী, বীরপত্নী, বিশালরক্তলোচনা সুভদ্রা উত্তম ভবনে প্রবেশ করিয়া ভদ্রা কুন্তীর পাদ বন্দনা করিলেন। কুন্তী পরম আনন্দিত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মস্তক আঘ্রাণ করত অশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পূর্ণশশধরবদনা সুভদ্রা অবশেষে দ্রৌপদীর পাদবন্দন করত কহিলেন, আমি আপনার দাসী। কৃষ্ণা উত্থান করিয়া কৃষ্ণের সেই ভগিনীকে আলিঙ্গন করত আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমার স্বামী শত্রুশূন্য হউন্। সুভদ্রা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, তাহাই হউক্। জনমেজয়! অনন্তর মহারথ পাণ্ডবেরা এবং কুন্তী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে আপনার নগরে উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব রামের সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে সমুদায় বীর ও মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ, তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ এবং মহাসৈন্য আগমন করিল। এতদ্ভিন্ন বৃষ্ণিদিগের সেনাপতি অরিন্দম অক্রূর; মহাতেজা অনাধৃষ্টি, মহাযশা উদ্ধব; সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি মহামতি সত্যক; কৃতকর্ম্মা সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু

বিক্রান্ত চারুদেষ্ণ, ঝিল্লী, পৃথু, মহাবাহু সারণ ও বিদ্বৎ-শ্রেষ্ঠগণ আগমন করিলেন।

কৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নকুল ও সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দুই জনে গিয়া অভ্যর্থনা করিলে পর বৃষ্ণিগণ পতাকাধ্বজ-শোভিত; মার্জ্জিত ও জলসিক্ত পন্থাবিশিষ্ট; পুষ্পরাশি-বিরাজিত, পবিত্রগন্ধী, সুশীতল চন্দনরস ও দাহ্যমান অগুরু চন্দনের গন্ধে প্রপূরিত, হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে ব্যাপ্ত এবং বণিক্-বৃন্দে পরিশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়গণ এবং রামের সমভিব্যাহারে রাজার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। পুর-বাসী ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যুধিষ্ঠির যথাবিধানে বলরামের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। গোবিন্দ বিনয় সহকারে আনন্দিত ধর্ম্মরাজের প্রতিপূজা করিলেন। পুরুষব্যাঘ্র ভীমকে যথাবিধানে অভিবাদন করি-লেন। পশ্চাৎ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই সকল বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়দিগকে যথাবিধানে ও আগমন অনুসারে অভ্যর্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কাহাকে গুরুর ন্যায় পূজা, কাহাকে বা বয়স্যের ন্যায় সমাদর করিলেন। প্রেম সহকারে কাহাকে অভিবাদন; কাহারও বা অভিবাদন গ্রহণ করি-লেন।

অবশেষে জনার্দ্দন সুভদ্রার সহিত বিবাহ নিবন্ধন জ্ঞাতি-দেয় নানা ধন দান করিলেন। কিঙ্কিণীজালমালী, অশ্ব চতুষ্টয়-যুক্ত শত সুবর্ণময় রথ সুশিক্ষিত সারথির সহিত অর্পণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন মথুরাদেশীয়া, দুগ্ধবতী, পুণ্যপ্রভা, সহস্র গাভী; হেমভূষিত, চন্দ্রাংশুপ্রভ, সহস্র বড়বা; কৃষ্ণবর্ণ কেশরবিশিষ্ট, শুভ্রবর্ণ, বায়ুবেগগামী, সহস্র, সুশিক্ষিত অশ্ব-

তরী; স্নান ও পানোৎসবের নিমিত্ত গৌরবর্ণা, সুবেশা, সুপ্রভা, সুবর্ণশতকণ্ঠী, অরোগিণী এবং সেবানিপুণা সহস্র দাসী সমর্পণ করিলেন। অপর, পৃষ্ঠ ও বাহ্লিক দেশীয় অশ্ব, মহামূল্য বসন এবং কম্বলাদি দান করিলেন। জনার্দ্দন এতদ্ভিন্ন নির্ম্মিত অনির্ম্মিত সুবর্ণ ভারে ভারে অর্পণ করিলেন। অপর, তিন ধারায় মদস্রাবী, গিরিকূটসন্নিভ, সমরে অপ্রতিহত, সুসজ্জিত, মুখর-ঘণ্টাধারী, মনোহরহেমভূষিত এবং আরোহণসাধনসমন্বিত, সহস্র মত্ত গজ দান করিলেন। অনন্তর লাঙ্গলী রাম বিবাহসম্বন্ধে মত প্রদান করিয়া বিবাহোপহার প্রদান করিলেন। অনন্তর মহারত্ন-সম্ভার-রূপ-প্রবাহ-বিশিষ্ট, বস্ত্র ও কম্বল-রূপ-ফলশোভিত, মহাগজ-রূপ-গ্রাহ-সঙ্কুল এবং পতাকারূপশৈবালব্যাপ্ত সেই সমৃদ্ধ মহাধন পাণ্ডবসাগরে প্রবেশ করিল। তাঁহাদিগের কোষাগার পূর্ণই ছিল। এক্ষণে অধিকতর পূর্ণ হইয়া শত্রুভয় দূরীকৃত করিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগকে পূজা করিলেন। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাত্মাগণ সকলে একত্রিত হইয়া দেবভবনে পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় রাজভবনে আমোদ করিতে লাগিলেন। কুরু ও বৃষ্ণিগণ মঙ্গল ও প্রীতি অনুসারে অত্যুচ্চ করতালি দিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট বীরগণ এইরূপে বহু দিবস বিহার করিয়া অবশেষে কুরুদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করত দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ কুরুদত্ত নানা ধন গ্রহণ করিয়া বলরামের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ মহাত্মা পার্থের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থেই অবস্থিতি করিলেন এবং মহাযশা ধনঞ্জয়ের সমভিব্যাহারে মৃগয়া করত যমুনাতীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৌলোমী যেরূপ জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, কেশবের প্রিয়া ভগিনী সুভদ্রা সেইরূপ দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা,

বৃষভলোচন, নরশ্রেষ্ঠ, শত্রুসংহারী, বিখ্যাত অভিমন্যুকে প্রসব করিলেন। অর্জ্জুনের নন্দন অভী অর্থাৎ নির্ভয় এবং মন্যু অর্থাৎ ক্রোধবিশিষ্ট ছিলেন, এই কারণে তাঁহার নাম অভিমন্যু রহিল। হুতাশন যেরূপ যজ্ঞে ঘর্ষণ দ্বারা শমী-কাষ্ঠ হইতে নির্গত হন, অভিমন্যু সেইরূপ সাত্বতনন্দিনীর গর্ভে অর্জ্জুন হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অযুত গাভী ও নিষ্ক দান করিলেন। বালক বাল্যকাল অবধিই চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতৃ ও পৌরগণ; সকলেরই প্রিয় হইলেন। কৃষ্ণ জন্ম অবধি তাঁহার সমুদায় শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। বালক শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ শত্রুতাপন অভিমন্যু অর্জ্জুনের নিকট চতুষ্পাদ দশবিধ দিব্য ও মানুষিক ধনুর্ব্বেদ আনুপূর্ব্বিক শিক্ষা করিলেন। মহাবল অর্জ্জুনতনয় অস্ত্রজ্ঞান, পটুতা এবং অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়া বিশেষরূপে শিক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্রের আদান ও মোক্ষণ বিষয়ে সুভদ্রাগর্ব্ভসম্ভূত আপন পুত্রকে অবিকল আপনার ন্যায় পারদর্শী দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্র যেরূপ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত, দুর্দ্ধর্ষ, বৃষস্কন্ধ, বিস্তৃতানন ভুজঙ্গসদৃশ, সিংহদর্প; মহাধনুর্দ্ধর, মত্তমাতঙ্গবিক্রম; মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় ভীমরাবী, শৌর্য্য ও বীর্য্যে অবিকল কৃষ্ণের তুল্য, পূর্ণচন্দ্রানন আপন পুত্র অভিমন্যুকে সেইরূপই দর্শন করিলেন। শুভলক্ষণা পাঞ্চালীও পঞ্চ স্বামী হইতে পঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ বীর পুত্র লাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম; অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন উৎপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, যুধিষ্ঠির! শাস্ত্র অনুসারে দেখিতেছি, আপনার পুত্র পরপ্রহারসহনে বিন্ধ্যপর্ব্বতের

ন্যায় হইবেন, এই কারণে ইহাঁর নাম প্রতিবিন্ধ্য রহিল। ভীম সহস্র সোমযাগ করিয়া আদিত্য ও সোমপ্রভ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার পুত্রের নাম সুতসোম রহিল। অর্জ্জুন বহুবিধ বিশ্রুত কর্ম্ম করিয়া প্রত্যাগমন করত পুত্র উৎপাদন করিলেন, এই জন্য তাঁহার পুত্রের নাম শ্রুতকর্ম্মা হইল। কুরুবংশে একজন শতানীক নামে রাজা ছিলেন; নকুল তাঁহার নামেই আপনার পুত্রের নামকরণ করিলেন। কৃষ্ণা কৃত্তিকানক্ষত্রে সহদেবের ঔরসজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এই কারণে তাঁহার নাম শ্রুতসেন রহিল। রাজন্! কৃষ্ণার পুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক বৎসর অন্তরে জন্মগ্রহণ করিলেন। ধৌম্য তাঁহাদিগের জাতকর্ম্ম, চূড়া, উপনয়ন প্রভৃতি সমুদায় অনুপূর্ব্বিক সম্পাদন করিলেন। সুচরিত এবং সুব্রতধারী বালকেরা বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া অবশেষে অর্জ্জুনের নিকট দিব্য ও মানুষিক সমুদায় বাণ ও অস্ত্র শিক্ষা করিলেন। রাজেন্দ্র! পাণ্ডবেরা বিশাল-বক্ষা দেবপুত্রের ন্যায় মহারথ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

দুই শত এক বিংশ অধ্যায়ে হরণাহরণপর্ব্ব সমাপ্ত। ২২১।

খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবেরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের আজ্ঞায় ইন্দ্রপ্রস্থে বসতি করিয়া অন্যান্য নরপতিদিগকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মা পুণ্যলক্ষণ-কর্ম্মা দেহ লাভ করিয়া যে রূপ সুখে বাস করেন, সর্ব্বলোক সেই রূপ ধর্ম্মরাজকে রাজা প্রাপ্ত হইয়া সচ্ছন্দে বসতি করিতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমান রূপেই সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নীতিমান্ ব্যক্তির ন্যায় তিনকেই আত্মসম বন্ধু বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। তুল্যরূপে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পৃথিবীতে মূর্ত্তিমান্ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি তাহাদিগের চতুর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। প্রজাগণ, বেদাধ্যায়ী, যুদ্ধপ্রযোক্তা এবং শুভলোকের রক্ষাকর্ত্তা রাজা প্রাপ্ত হইল। তাঁহা হইতে অন্যান্য রাজাদিগের নিশ্চলা লক্ষ্মী, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি এবং অশেষ ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইল। রাজা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া চতুর্ব্বেদপ্রযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় অতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। বৃহস্পতির ন্যায় ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রতুল্য সেই রাজার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। প্রজাদিগের নেত্র ও মন অতিপ্রীতি হেতুক সেই ধর্ম্মরাজে তুল্যরূপেই তৃপ্ত হইল। প্রজারা কেবল মনেই আনন্দিত হইল না; তাহাদিগের চিত্ত যেরূপ আনন্দিত হইল, তাহারা কার্য্যেও সেই প্রকার আচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ধীমান্ চারুভাষী পার্থের রাজ্যে অযুক্ত, অসত্য, অসহ্য ও অপ্রিয় ভাষা শ্রুত হইল না। সুমহাতেজা সর্ব্বলোকের এবং আপনার হিত সাধন করত আমোদে কালাতিপাত করিতে

লাগিলেন। পাণ্ডবেরা এইপ্রকারে আনন্দিত এবং বিগতজ্বর হইয়া বাস করত অন্য রাজাদিগের তাপ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন।

এক দিন অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, জনার্দ্দন! অত্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভব হইতেছে। চল যমুনায় গমন করি। দুইজনে সুহৃজ্জনের সহিত যমুনার জলে ক্রীড়া করিয়া সায়াহ্নে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। তোমার কি মত হয়?

বাসুদেব বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! আমারও ইচ্ছা হইতেছে যে, আমার সুহৃজ্জনের সমভিব্যাহারে জলে গিয়া সুখ অনুসারে ক্রীড়া করি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভারত! অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়ে এই রূপ কথোপকথনানন্তর ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা লইয়া বন্ধুজনের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তাঁহারা বিবিধ বৃক্ষসমন্বিত, পুরন্দরপুরসম, নানাপ্রাসাদবিরাজিত, সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয়যুক্ত, মহার্হ বিবিধ গন্ধমাল্যে শোভিত, উত্তম বিহারস্থলে উপনীত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রত্নসমূহে অলঙ্কৃত পুরীমধ্যে সত্বরেই প্রবেশ করিলেন। সহচরবর্গ যথাসুখে ক্রীড়া কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। সমুন্নতকুচা বিশালনিতম্বিনী মত্তগামিনী প্রমদারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অনুজ্ঞাক্রমে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ সলিলে, কেহ কেহ বা গৃহে বিহার করিতে লাগিল। রাজন্! দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদে মত্ত হইয়া সেই সময়ে সেই সকল স্ত্রীদিগকে বস্ত্রাভরণ প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন কোন কামিনী আনন্দিত মনে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ সংগীত করিতে লাগিলেন। কোন কোন অবলা হাস্য পরিহাসে নিমগ্না হইলেন। কেহ কেহ উত্তম সুরা সেবন করিলেন। কেহ কেহ পরস্পর প্রহার ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পরস্পর রহস্য মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ যাহার

যেমত অভিলাষ তিনি তাহাই সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় সেই বনজাত বংশসমূহ বীণা মৃদঙ্গাদির মনোহর শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া মহাসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

মহারাজ! এইপ্রকারে মহা মহোৎসব আরব্ধ হইলে পর মহাত্মা শক্রনগরবিজয়ী ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ নিকটস্থ এক মনোজ্ঞ স্থলে গমন করত মহামূল আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সেই পূর্ব্ব প্রকাশিত বিক্রম এবং অপর অপর বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ দেবলোকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় একত্রে আসীন থাকেন; সেইরূপ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে সেই স্থানে সমুপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে বৃহৎশালতরুবরতুল্য দীর্ঘ তপ্তকাঞ্চনদীপ্তি, হরিৎও পিঙ্গলবর্ণ সমুজ্জ্বল শ্মশ্রুধারী, উপযুক্ত দৈর্ঘ্য ও বিস্তারবিশিষ্ট তরুণতপন সদৃশ, জলজবদন তেজঃপ্রদীপ্ত, পিঙ্গলবর্ণ, জটাধারী; চীরপরিধায়ী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহারা অলৌকিক তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া আসন হইতে উত্থান করিলেন।

দুই শত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়ে যাবতীয় লোকের মধ্যে প্রধান বীর। এই খাণ্ডবপ্রস্থনিকটে অবস্থিতি করিতেছ। আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ। অনুক্ষণ অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকি; আপাততঃ তোমাদিগের সমীপে সমাগত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা ভোজন দান করিয়া আমার অসীম তুষ্টি সম্পাদনে সত্বর হও। বীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই বাক্য

শ্রবণমাত্রে তাঁহাকে বলিলেন, কি প্রকার অন্ন আহার করিলে আপনি পরিতৃপ্ত হইবেন আজ্ঞা করুন্, আমরা তদ্বিষয়ে শীঘ্রই চেষ্টা করিতেছি। তাঁহারা কি প্রকার অন্ন আহরণ করিবেন পরস্পর সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন; এমত সময় সেই ব্রাহ্মণবেশধারী ভগবান্ বলিলেন, আমি সাধারণ অন্ন ভোজন করিতে বাসনা করি নাই। আমি পাবক। যে অন্ন আমার যোগ্য হইবে তাহাই তোমরা প্রদান কর। অমরনাথ ইন্দ্র অনুক্ষণ এই মহৎ খাণ্ডববনের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে আমি ইঁহা দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্রের সখা তক্ষক নামে ভুজঙ্গ অনুচরবৃন্দসহ নিরন্তর এই অরণ্যমধ্যে বাস করে, সেই কারণবশতঃ বজ্রধর যথাসাধ্য ইহা রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক প্রাণী এই স্থানে নিরাপদে বসতি করে। আমি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াও দেবরাজের প্রভাবে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারি না। তিনি আমাকে প্রজ্বলিত অবলোকন করিলেই জীমূত-ধারায় অভিষিক্ত করেন। সুতরাং একান্ত বাঞ্ছিত হইলেও আমি খাণ্ডবদাহ করিতে সমর্থ হই না। তোমরা দুই জনেই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, তোমরা আমার সহায়তা করিলে আমি এই খাণ্ডব দাহ করিতে সমর্থ হই। তাহা হইলেই আমার উৎকৃষ্ট বিধানে ভোজন হয়। তোমাদিগের সমীপে এই অন্ন প্রার্থনা করি। খাণ্ডবদাহসময়ে যে সমস্ত জীব ইতস্ততঃ পলায়নে চেষ্টা করিবে, তোমরা তাহাদিগকে ও জলধরের জলাধারাসমূহ অস্ত্রবিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বমতে নিবারণ করিবে।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! অগ্নি কি কারণে পুরন্দরপরিরক্ষিত নানাপ্রাণিপূরিত খাণ্ডববন দহন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন? তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যে খাণ্ডব দাহ করিয়াছিলেন; বোধ হয় তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে। ব্রহ্মন্! আমি তাহার যথার্থ তত্ত্ব বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা

করি; অতএব যে জন্য সেই খাণ্ডব দগ্ধ হইয়াছিল, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! খাণ্ডবদাহসংক্রান্ত ঋষিসম্মত পৌরাণিক বৃত্তান্ত আপনার সমীপে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন্। হে মহারাজ! পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে বলবিক্রমশালী মহেন্দ্র-তুল্য শ্বেতকি নামে লোকবিশ্রুত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তুল্য ধীশক্তিমান্, দাতা ও যাজ্ঞিক অপর কেহ ছিল না। তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণা দান করত জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু ও দেবযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নৃপ! তাঁহার বুদ্ধি অনুক্ষণ কেবল কার্য্যানুষ্ঠান, যজ্ঞ ও নানাবিধ দান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে লিপ্ত ছিল না। ধীমান্ অবনীনাথ ঋত্বিক্‌দিগের সহিত বহুকাল যাগানুষ্ঠান করাতে ঋত্বিকেরা ধূম-ব্যাকুলিতনয়ন ও খিন্ন হইয়া সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করিলেন। মহীপাল বারম্বার প্রবৃত্তিসাধন বাক্যে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নেত্রের দোষ জন্মিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই যজ্ঞে আসিতে স্বীকার করিলেন না। অনন্তর ভূপতি সেই সকল পুরোহিতবর্গের অনুজ্ঞানুসারে অপর অপর পুরোহিত আনাইয়া সেই অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাধা করিলেন। কিছুদিন পরে মহীপতি এক দিন শতবর্ষসাধ্যযাগ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিতেরা তাহা নিষ্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন না। মহাযশস্বী মহীপাল আলস্যবিহীন হইয়া আত্মীয়জনের সহ মহাযত্নপূর্ব্বক প্রণিপাত, সান্ত্বনা ও দান দ্বারা পুনঃ পুনঃ পুরোহিতসমূহের অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসীম প্রভাবসম্পন্ন পুরোহিতবর্গ কোনমতেই তাঁহার অভিলাষ সম্পূর্ণ করিলেন না। তখন রাজর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমস্থিত সেই বিপ্রসমূহকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! যদি আমি পতিত হই, কিম্বা নিরন্তর আপনা-

দিগের সেবাপরায়ণ হইয়া না থাকি, তাহা হইলে আমি আপনাদিগের সমীপে নিন্দিত হইব এবং তাহা হইলেই আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু আমি যত দিন পতিত, কি আপনাদিগের প্রতি অননুরক্ত নহি, তত দিন অন্যায় করিয়া আমাকে ত্যাগ কিম্বা আমার উদ্যত যজ্ঞানুরাগে বিঘ্ন করা আপনাদিগের যোগ্য কর্ম্ম হয় না। আমি আপনাদিগের শরণাগতই হইতেছি। অতএব আপনারা সুপ্রসন্ন হউন্। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যদি আপনারা বিদ্বেষবলে আমাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সুতরাং আমি যাজ্যকর্ম্মের জন্য অন্য পুরোহিতের সমীপে গমন করিব এবং আপন কার্য্য সিদ্ধির কারণ সান্ত্ববাক্য ও দানাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃতবিধানে প্রকাশ করত বাসনা সফল করিব। রাজা এইরূপ বলিয়া তুষ্ণী সমাশ্রয় করিলেন। অবশেষে পুরোহিতেরা যখন বুঝিলেন যে, আপনারা সেই পরন্তপ মহীপতির যাজনকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ চিত্তে নৃপসত্তমকে বলিলেন, হে পার্থিবোত্তম! আপনি দৈবকার্য্য করিতেছেন, আমরা সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া যথোচিত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। আপনিও বুদ্ধিবৈকল্যপ্রভাবে ত্বরাযুক্ত হইয়াছেন; অতএব এই সমস্ত পুরোহিত পরিবর্ত্তন করা উচিত। আপনি রুদ্রের সমীপে গমন করুন্, তিনি আপনার যাজন কার্য্য সমাধানে সক্ষম হইবেন। নরপতি শ্বেতকি তাঁহাদিগের এইরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর কৈলাসপর্ব্বতে অবিলম্বে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! তিনি সেই স্থানে নিয়মপর ব্রতরত এবং উপবাসপরায়ণ হইয়া অতিদীর্ঘ কাল মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন; এবং কিয়ৎকাল, কখন দ্বাদশ মুহূর্ত্তে কখন ষোড়শ মুহূর্ত্তে কেবল ফলমূল ভক্ষণ

করিতেন। তিনি ছয় মাস সুসমাহিত, ঊর্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষ হইয়া অচল স্থাণুসম অবস্থিতি করিলেন। ভারত! ভগবান্ শঙ্কর এই প্রকার মহাতপোনিরত সেই নৃপশার্দ্দূলের তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিমার্গে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, হে পরন্তপ নরশার্দ্দূল! আমি তোমার তপঃসাধনে প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি শ্বেতকি অমিততেজ-সম্পন্ন মহাত্মা মহাদেবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন, হে সুরেশ্বর! হে দেবদেবেশ্বর! হে সর্ব্বলোকের নমস্য ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজনকর্ম্ম করুন্। ভগবান্ রুদ্র রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাজন্! এই যাজনকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আমাদিগের অধিকার নাই। কিন্তু তুমি যাজনরূপ বরের বাসনাতেই কঠোর তপস্যা করিয়াছ। অতএব হে পরন্তপ! আমি এবম্বিধ নিয়মে তোমার যাজন করিতে পারি, যে যদি তুমি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া অনুক্ষণ অবিচ্ছিন্ন আজ্যধারায় হুতাশনকে সন্তর্পিত করিতে পার; তাহা হইলে যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রাপ্ত হইবে। ধরণীনাথ শ্বেতকি শূলপাণি রুদ্রের এইরূপ অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তৎকথিত কার্য্যসমূহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দ্বাদশবর্ষ সম্পূর্ণ হইল, তখন তিনি পুনর্ব্বার লোকপ্রভব ভগবান্ ভূতনাথের নিকট সমাগত হইলেন। মহেশ্বর তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, হে নৃপসত্তম! আমি তোমার কার্য্যে যথোচিত প্রীত হইয়াছি; কিন্তু হে শত্রুঘ্ন! বিধানমতে ব্রাহ্মণেরাই যাজনকর্ম্ম করিতে পারেন; অতএব আমি স্বয়ং এক্ষণে তোমার যাজনকার্য্য করিতে ব্রতী হইব না। অবনীতে দুর্ব্বাসা নামে বিশ্রুত এক মহা-

ভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আছেন; তিনি আমারই অংশ। সেই তেজস্বী পরম ঋষি আমার আদেশানুসারে তোমার যাজ্যকার্য্য করিবেন। তুমি যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন কর। রাজা শ্বেতকি রুদ্রের অনুজ্ঞাক্রমে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করত যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্য পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিলেন এবং পুনর্ব্বার রুদ্রের সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, হে প্রভো মহাদেব! আমি যাবতীয় দ্রব্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি, আমার অভিলাষ যে আপনার প্রসাদে কল্য আমার দীক্ষা হয়। ভগবান্ রুদ্র সেই মহাত্মা মহীপালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসাকে আহ্বান করত কহিলেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ! এই মহাভাগ মহীপতির নাম শ্বেতকি। তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে ইহাঁর যাজ্য কার্য্য কর। ঋষি তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মহীপালের বাসনানুরূপ পূর্ব্বোক্ত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ আরব্ধ হইল। রাজন্! অবশেষে মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যে সমস্ত মহাতেজস্বী মহাত্মা যাজক ও সদস্যগণ তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্ব্বাসার আদেশমতে আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর মহাভাগ দুর্ব্বাসাও আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন!

মহারাজ! সেই যজ্ঞে অপরিসীম হব্য পান করিয়া ভগবান্ হুতাশনের পীড়া জন্মে। তিনি প্রতিদিন তেজোহীন হইতে লাগিলেন এবং অঙ্গগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার তেজোহ্রাস নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বলোকপ্রপূজিত পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। পশ্চাৎ সেই স্থানে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে জগৎপতে! ভক্ষণে আমি তেজোহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছি; আপনার প্রসাদে স্বীয় পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে অভিলাষ করি। সর্ব্বলোকবিধাতা ভগবান্ হুতাশনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, মহাভাগ! তুমি দ্বাদশ বর্ষ অবিচ্ছিন্ন বসুধারায়

আহুত হব্য পান করিয়াছ। এই নিমিত্তে তোমার এরূপ গ্লানি হইয়াছে। হব্যবাহন! তুমি তেজোভ্রষ্ট হইয়াছ বলিয়া হঠাৎ খিন্ন হইও না। তুমি সুস্থতা প্রাপ্ত হইবে। বিভাবসো! ইতি-পূর্ব্বে তুমি অমরগণের আদেশানুসারে দেবশত্রুদিগের বাস-স্থান ভয়ানক যে খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়াছিলে, এক্ষণে তা-হাতে নানাবিধ প্রাণী অবস্থিতি করিতেছে। তুমি তাহাদিগের বসায় পরিতৃপ্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে। অতএব সেই বন দাহন করিবার জন্য সত্বরে গমন কর, তাহা দগ্ধ করিলেই তোমার এই গ্লানি তিরোহিত হইবে।

হুতাশন পিতামহের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবি-লম্বে দ্রুতগমনে প্রস্থান করিলেন, অনন্তর ঘোরতর খাণ্ডব গহনে অতিবেগে উপস্থিত হইয়া রোষবশে সহসা বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। খাণ্ডববাসী প্রাণিসমূহ সেই অরণ্য প্রদীপ্ত দেখিয়া অনল নির্ব্বাপণের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। শতসহস্র হস্তিসমূহ ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া কর দ্বারা অবিলম্বে জল সংগ্রহ করিয়া মোচন করিতে লাগিল। বহুমস্তক ভুজঙ্গমগণ ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরতা পূর্ব্বক বহু মস্তক দ্বারা পাবকোপরি জলরাশি প্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। হে ভরতকুলপ্রদীপ! সেই প্রকার অপর অপর প্রাণিসমূহও ধূলিপ্রক্ষেপ ও শাখাপ্রশাখাদিপ্রহার প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা অবিলম্বেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। হব্যবাহন খাণ্ডববনে বারম্বার, এমন কি সপ্তবার প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এ প্রকারে নির্ব্বাপিত হওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দুই শত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৩।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পীড়িত হব্যবাহন খাণ্ডব-দাহকরণে হতাশ হইয়া রোষাকুলিতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করত সমুদায় বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, অনঘ! আমি ইহার এক উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিলাম; তাহাতে তুমি অদ্যই দেবরাজের সমক্ষে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। বিভাবসো! নর নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ সনাতন দেবতাযুগল দেব কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; লোকে তাঁহারা অর্জ্জুন ও বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে তাঁহারা দুই জনেই খাণ্ডবের নিকট এক সঙ্গে বসতি করিতেছেন। তুমি খাণ্ডবদাহার্থে তাঁহাদিগের সমীপে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর। তাহা হইলে সেই বনসমূহ রক্ষিত হইলেও দাহ করিতে পারিবে। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যত্ন পূর্ব্বক দেবরাজ ও তত্রত্য প্রাণিসমূহকে প্রতিষেধ করিতে পারিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। হব্যবাহন এই কথা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনল তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা বলিলেন, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার সমীপে বর্ণন করিয়াছি। নৃপশার্দ্দূল! অনন্তর অর্জ্জুন শতক্রতুর অনভিমতে খাণ্ডবদাহদিধক্ষু হুতাশনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সময়োচিত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমার সংখ্যাতীত বিবিধ দিব্যাস্ত্র আছে। তদ্দ্বারা আমি বজ্রধারী শত শত শতক্রতুর সহিত সমর করিতে পারি। কিন্তু সংগ্রামসময়ে আমার বেগ সর্ব্বতোভাবে সহ্য করিতে পারে, এরূপ আমার বাহুবীর্য্যের অনুরূপ শরাসন নাই। বিশেষতঃ আমাকে শীঘ্র শীঘ্র শর ক্ষেপ করিতে হইবে, সুতরাং বহুসংখ্য অক্ষয় শর আবশ্যক। অপর, আমার যে রথ আছে, তাহা সেই অভিলষিত শররাশি বহন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব পাণ্ডরবর্ণ সমীরণতুল্য

বেগশালী দিব্য অশ্ব ও মেঘ-নির্ঘোষ সূর্য্যতুল্যতেজঃপুঞ্জ-সম্পন্ন রথের প্রয়োজন হইবে। এই মাধবেরও ভুজবীর্য্যের অনুরূপ কোন অস্ত্র নাই যে, তদ্দ্বারা ইনি রণভূমিতে পিশাচ ও নাগসমূহকে সংহার করিবেন। অতএব ভগবন্! দেবরাজ এই মহারণ্যে বর্ষণ করিলে আমরা যাহাতে নিবারণ করিতে পারি এবং যাহাতে এই মহৎ কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইতে পারে, এমত কোন সদুপায় বলুন্। পাবক! পৌরুষ দ্বারা যাহা সাধন করিতে হইবে, তাহা আমরা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সংগ্রাম সাধনের উপযুক্ত যে সকল উপকরণ প্রয়োজনীয়, তাহা আপনি আমাদিগকে সমর্পণ করুন্।

খাণ্ডবদাহ পর্ব্বে দুই শত চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৪।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ ধূমকেতু হুতাশন অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলবাসী জলাধিপ অদিতি-নন্দন লোকপাল বরুণদেবের সহ সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। সলিলনাথ বরুণ তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। হুতাশন চতুর্থ লোকপাল সেই সনাতন দেব জলাধিপতিকে সম্মানপুরঃসর গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমাকে রাজা সোম যে তূণীর, শরাশন ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন; সে সমস্ত সত্বরেই সমর্পণ কর। পার্থ সেই গাণ্ডীব শরাসন এবং বাসুদেব চক্র দ্বারা গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। অতএব তাহা অবিলম্বেই আমাকে প্রদান কর। বরুণদেব, প্রদান করিতেছি, বলিয়া সেই বিষয় স্বীকার করিলেন। অনন্তর যে ধনু মহাবীর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বশস্ত্রপ্রমথন-ক্ষম, যশঃকীর্ত্তি-প্রবর্দ্ধনকারী, শস্ত্রসমূহদ্বারাও অধৃষ্য, সমস্ত

আয়ুধ হইতে বৃহৎ, অরাতিসেনাপ্রমাথী, রাজ্যবৃদ্ধিকর, শত সহস্র শরাসনের সমকক্ষ, অক্ষত, বিচিত্র নানাবিধ বর্ণে সুশোভিত, মনোহর এবং যাহা দেব, দানব, গন্ধর্ব্বদিগের সর্ব্বক্ষণ পূজিত হয়, এপ্রকার অদ্ভুত ধনুরত্ন ও যাহাতে বাণ রক্ষা করিলে ব্যয় দ্বারা শেষ হয় না এরূপ তূণীরদ্বয় বরুণদেব প্রদান করিলেন এবং যে রথ মন ও পবনসম বেগশালী, পাণ্ডরমেঘতুল্য, রজতপ্রভ, কাঞ্চনমালাবিভূষিত গন্ধর্ব্বনগরীয় অশ্বগণে আকৃষ্যমান হইয়া থাকে, যাহা দিব্যাস্ত্র এবং সর্ব্বোপকরণে সমন্বিত ও দেবদানবদিগের অজেয়, যাহার নির্ঘোষ বহু দূর হইতেও শ্রবণগোচর হয়, যাহা লোকনাথ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা তপস্যা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যাহার রূপ ভাস্করের ন্যায় অনির্দ্দেশ্য, যাহাতে প্রভু সোম আরোহণ করিয়া দানবদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; যাহার কান্তি অতি প্রদীপ্ত, যাহার কিরণ দূর হইতে উপলব্ধ হয়, যাহা নভস্তলস্থ নবমেঘের সম দৃশ্য হইয়া থাকে, যাহার শিরোদেশে ইন্দ্রধনুসদৃশ বিরাজমান সুমনোহর পরমোৎকৃষ্ট হিরণ্ময় ধ্বজযষ্টির উপরিভাগে সিংহশার্দ্দূলসম পরাক্রান্ত দিব্য বানর, সর্ব্বলোকদলনেচ্ছু হইয়াই যেন দীপ্তি পাইতেছে এবং যাহার ধ্বজপতাকায় আবির্ভূত বিবিধ ভূতসমূহের গম্ভীর নিনাদ শ্রবণে শত্রুসেনাগণ সংজ্ঞাশূন্য হয়, বরুণদেব এরূপ কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন খড়্গ, কবচ, গোধা ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করত বর্ম্মিত হইয়া নানাপতাকাশোভিত অনুপম উৎকৃষ্ট সেই রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবসমূহকে প্রণাম করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তির বিমানারোহণের ন্যায় তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত গাণ্ডীব নামক দিব্য পরমোৎকৃষ্ট সেই শরাসন আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন হুতাশনকে নমস্কার করিয়া বলপ্রকাশ পূর্ব্বক সেই গাণ্ডীব

জ্যাযুক্ত করিলেন। বলবান্ পাণ্ডুতনয়ের জ্যাযোজনাকালে তাহার শব্দ যে যে জনের শ্রবণগোচর হইল, সেই সেই জনেরই হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন এইপ্রকারে রথ, ধনু ও মহৎ অক্ষয় তূণীরদ্বয় লাভ করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে হুতাশনের সহায়তা করিতে সমর্থ হইলেন।

অনন্তর হুতাশন কৃষ্ণকে চক্র ও দয়িত আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে তিনিও তখন অগ্নির সাহায্যে সমর্থ হইলেন।

পশ্চাৎ অগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, হে মধুসূদন! আপনি সংগ্রামস্থলে এই অস্ত্রে মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণীদিগকেও পরাস্ত করিতে পারিবেন, সংশয় নাই। তুমি সমরস্থলে এই অস্ত্রপ্রভাবে দেব, দানব, রক্ষ, পিশাচ, নাগ ও মনুষ্য ইহাদিগের হইতে সমধিক ক্ষমতাশালী হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাধব! এই অস্ত্র সংগ্রামমধ্যে শত্রুমণ্ডলীতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইলেও অপ্রতিহত হইয়া শত্রুবিনাশ করত পুনর্ব্বার আপনার হস্তে আসিবে। অনন্তর প্রভু বরুণ তাঁহাকে দৈত্যকুলসংহারকারিণী ঘোররূপিণী অশনিনিঃস্বনা কৌমোদকী গদাও সমর্পণ করিলেন। তখন কৃতাস্ত্র অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ধ্বজ রথ ও অস্ত্রাদি-সম্পন্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে পাবককে বলিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরের সহ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম। সর্পরক্ষার্থী এক মাত্র যুযুৎসু বজ্রপাণি ইন্দ্রের সহ যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত সামান্য। অর্জ্জুন কহিলেন, পাবক! বীর্য্যবান্ চক্রপাণি জনার্দ্দন রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে এই চক্র দ্বারা যাহা সংহার করিতে অক্ষম হইবেন, ত্রিলোকীমধ্যে এমত বস্তুই নাই। আমিও এই অক্ষয় তূণীর ও গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়া অখিল লোক পরাস্ত করিতে উৎসাহ করিতে পারি। অতএব আপনি অদ্যই ইচ্ছানুসারে এই মহাবন চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করত প্রজ্ব-

লিত করুন্; আমরা আপনার সাহায্যকার্য্যে সমর্থ হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৈজসরূপ ধারণ করত সেই বনসমূহ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তিনি সপ্তশিখা বিস্তার করত সর্ব্ব দিক্ বেষ্টন করিয়া দাব দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন এমত বোধ হইতে লাগিল, যেন যুগান্ত কাল প্রদর্শিত হইতেছে। হে ভরতবংশাবতংস! প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সেই মহারণ্যকে গ্রহণ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভীষণ-শব্দে প্রাণি-নিকরকে কম্পমান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তৎকালীন দহ্যমান সেই অরণ্যস্থল দিবাকরকররাশি-রঞ্জিত সুমেরুপর্ব্বতের রূপ ধারণ করিল।

খাণ্ডবদাহ পর্ব্বে দুই শতপঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন রথারোহণ করত সেই অরণ্যের উভয় পার্শ্ব হইতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাণিসমূহকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে খাণ্ডববাসী প্রাণিনিকরকে পলায়ন করিতে দৃষ্ট হইল, সেই দুই বীর সেই সেই স্থলেই ধাবমান্ হইতে লাগিলেন। মহারথদ্বয় রথারোহণে অরণ্যের চারি দিকে এত শীঘ্র ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে উভয় রথ পরস্পর সংলগ্ন বোধ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অন্তরাল দৃষ্ট হইল না। খাণ্ডবারণ্য দহ্যমান হওয়াতে শতসহস্র প্রাণী ভীষণ শব্দে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন প্রাণীর এক

অঙ্গ দগ্ধ হইল, কেহ কেহ সমধিক উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পড়িল; কোন কোন জন্তুর নেত্র স্ফটিত হইয়া গেল; কেহ কেহ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল; কেহ কেহ ভয়ে ধাবমান হইল; কোন কোন জীব অপত্যকে, কেহ কেহ পিতাকে, কেহ কেহ বা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বাসস্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল; তথাপি স্নেহবশে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিল না। কোন কোন শরীরী দশনে দশন দংশন করত অনেকবার পতিত ও অত্যন্ত ঘূর্ণিত হইয়া পুনর্ব্বার অনলে নিপতিত হইল। কেহ দগ্ধপক্ষ, কেহ কেহ দগ্ধচক্ষু, কেহ কেহ বা দগ্ধপদ হইয়া মহীতলে স্থলে স্থলে বিলুণ্ঠিত ও গতপ্রাণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তথাকার জলাশয়সমূহ হুতাশনে সন্তাপিত এবং কথিত হওয়াতে কূর্ম্মমৎস্যাদি জলচর জন্তুসমূহের মৃত দেহ ইতস্ততঃ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই অরণ্যমধ্যে শরীরিসমূহের যে সকল দেহ দগ্ধ হইল, সেই সকল প্রদীপ্ত কলেবর যেন বিবিধ অগ্নিশরীর বোধ হইতে লাগিল। সেই বন হইতে যে সকল পক্ষী উড্ডীন হইতেছিল, অর্জ্জুন তাহাদিগকে শর দ্বারায় খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রজ্জ্বলিত অনলরাশিমধ্যে পাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ পক্ষিগণ শরসমূহে ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া মহাশব্দ করিতে করিতে বেগপূর্ব্বক কিছু দূর ঊর্দ্ধে গমন করিয়া পুনঃ সেই খাণ্ডববনেই পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্রমন্থনসময়ে যে প্রকার ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ শরসমূহাঘাতে বনচরদিগের মহাশব্দ শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। প্রজ্জ্বলিত অনলশিখাসকল সাতিশয় উদ্বেগজনক হইয়া গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল।

অনন্তর মহাত্মা অমরগণ সেই অনল-শিখায় সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া পুরোগামী ঋষিগণের সমভিব্যাহারে অসুরপ্রমাথী সহস্রলোচন শতক্রতু সুরপতির সমীপে গমন করিলেন ও বলিলেন, হে অমরেশ্বর! অগ্নি কি এই যাবতীয়

মানবলোক দগ্ধ করিতেছেন? এক্ষণে কি আমাদিগের সমস্ত লোকের প্রলয়সময় সমুপস্থিত হইয়াছে?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হরিবাহন বৃত্রহা তাঁহাদিগের সমীপে তাহা শ্রবণ এবং আপনি অবলোকন করিয়া খাণ্ডব দাব রক্ষণার্থে গমন করিলেন। তিনি নানারূপ মহারথসমূহে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য মেঘবৃন্দ পুরন্দরের আদেশানুসারে খাণ্ডব বনের উপর রথচক্রের দণ্ডপ্রমাণ স্থূল ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ সকল ধারা অনলের তেজে আকাশেই শুষ্ক হইয়া গেল, কোন ধারাই বহ্নিতে পতিত হইতে পারিল না। পশ্চাৎ নমুচিসূদন ইন্দ্র সমধিক ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার মহামেঘ দ্বারা অনলের উপর বহুজল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালীন সেই মহারণ্য অগ্নিশিখা ও সলিলধারায় ব্যাপ্ত, ধূম ও সৌদামিনীতে সমাচ্ছন্ন এবং উপরিস্থিত নীরদসমূহে সমাবৃত হইয়া দেখিতে অতি ভয়ানক হইল।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দুই শত ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৬।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন দেবরাজকে তাদৃশ বারি বর্ষণ করিতে দেখিয়া আপন উৎকৃষ্টাস্ত্র প্রদর্শন করত শর বর্ষণ দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। চন্দ্র যেরূপ নীহার দ্বারা জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত করেন, সেইরূপ অমেয়াত্মা পাণ্ডুতনয় শত শত শর দ্বারা সমস্ত খাণ্ডববন আচ্ছন্ন করিলেন। তথাকার নভোমণ্ডল সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শরসমূহে এরূপ আচ্ছাদিত হইল যে কোন প্রাণীই সে স্থল হইতে নির্গত হইতে পারিল না। মহাবল নাগরাজ

তক্ষক তৎকালে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। তাহার পুত্র বলবান্ অশ্বসেন সে স্থলে ছিল। তক্ষকতনয় অগ্নি হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিল; কিন্তু অর্জ্জুনবাণে প্রতিহত হওয়াতে বহির্গত হইতে পারিল না। পশ্চাৎ তাহার মাতা ভুজঙ্গতনয়া নিগিরণ করিয়া উদ্গার করিল। নাগকন্যা তাহাকে মুক্ত করিবার বাসনাতে তাহার মস্তক গ্রাস করিয়া তাহার পুচ্ছদেশ নিগিরণ করিতে করিতে আকাশমার্গ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল; এমত সময় অর্জ্জুন তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্তৃতধার তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন। পুরন্দর তাহা দর্শন করিয়া অশ্বসেনের বিমোচনের জন্য তৎক্ষণাৎ বায়ুবর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে মোহিত করিলেন। সেই সময়ে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। অর্জ্জুন তৎকালীন ঐ নাগ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া ও সেই মায়া নিরীক্ষণ করত আকাশগত ভীষণ প্রাণিসমূহকে দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং বীভৎসু, বাসুদেব ও পাবক সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া সেই কুটিলগামী সর্পকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে তুমি প্রতিষ্ঠাহীন হইবে। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন সেই বঞ্চনা স্মরণ করিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রগামী শরজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া সহস্রলোচনের সহ সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজও তাঁহাকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপন তীক্ষ্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ করত গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর পবন ভয়ানক শব্দসহ গগনতলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত সাগর বিলোড়ন করত ঘোরতর মেঘসমূহ উৎপাদন করিল। ঐ সমস্ত মেঘাবলী হইতে সেই স্থানে বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও স্তনিত-নির্ঘোষের সহিত বারিধারাসমূহ পতিত হইতে লাগিল। প্রতিবিধানক্ষম অর্জ্জুন সে সকল নিরাকরণের কারণ উৎকৃষ্ট বায়ব্য অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করত

পরিত্যাগ করিলেন; তাহাতে ইন্দ্রের সেই বজ্র ও মেঘসমূহের বীর্য্য ও তেজ নিহত হইল এবং বারিধারা-বৃন্দ শুষ্ক ও বিদ্যুৎরাশি বিনষ্ট হইয়া গেল। ক্ষণকালের মধ্যে নভোমণ্ডলের রজ ও তমঃস্তোম বিলয় প্রাপ্ত হইল। সুখকর শীতল সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল এবং সূর্য্যমণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল। তৎকালীন হুতাশন অপ্রতিহত ও দেহিদিগের দেহ-নিঃসৃত বসাসমূহে অভিষিক্ত হওয়াতে আনন্দিত হইয়া বিবিধাকৃতি ধারণ ও মহানাদে জগন্মণ্ডল পরিপূরণ করত শিখাসকল বিস্তীর্ণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! সুপর্ণ প্রভৃতি পতত্রিনিকর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই খাণ্ডব দাবানল রক্ষিত হইতে দেখিয়া অহঙ্কার পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইল এবং বজ্রসদৃশ পক্ষ, তুণ্ড ও নখ দ্বারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রহার করিবার অভিলাষে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল। প্রদীপ্তানন বিষধরসকল বিষম বিষ বিসর্জ্জন করিতে করিতে পাণ্ডবসমীপে আগমন করিল। পরে পাণ্ডুতনয়, রোষাগ্নিসহকৃত শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগের সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং তাহারা দেহ বিনাশের জন্য প্রদীপ্ত পাবকে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হইল। তখন ক্রোধভরে তাহাদিগের তেজোবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা "অয়ঃকণপ" অর্থাৎ লৌহময়-গুলিকাক্ষেপন যন্ত্র ও চক্রাশ্ম অর্থাৎ যদ্দ্বারা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হয় এমত কাষ্ঠযন্ত্র, এবং ভুষণ্ডী অর্থাৎ পাষাণপ্রক্ষেপক চর্ম্মরজ্জুময় যন্ত্র, এই সকল অস্ত্র ধারণ করত উদ্যতহস্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ জন্য উৎপতিত হইল। বীভৎসু তাহাদিগকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া নিশিতশর-

সমূহ দ্বারা তাহাদিগের মস্তক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অরিকুলসংহর্ত্তা মহাতেজস্বী কৃষ্ণও চক্র দ্বারা সেই সমস্ত দৈত্যদানবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন অমিতবলশালী দৈত্যদানবগণ, যেমন জলপ্রবাহের আবর্ত্তবেগে ভ্রমিত তৃণসমূহ ভার প্রাপ্ত হইলে স্থির হইয়া থাকে, তাহার তুল্য শরনিকরে বিদ্ধ ও চক্রবেগে আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হওয়াতে স্থির হইল।

অনন্তর অমরগণের অধীশ্বর অসুরসূদন ইন্দ্র অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া পাণ্ডরবর্ণ গজপতিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অমোঘ অস্ত্র বজ্র গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, এইক্ষণে এই দুই জনই হত হইবে। অমরগণ দেবরাজকে মহাশনি উদ্যত করিতে অবলোকন করিয়া সকলেই আপন আপন সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাজন্! যম কালদণ্ড ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ধনেশ্বর গদা ধরিলেন; বরুণ পাশ ও বিচিত্র অশনি গ্রহণ করিলেন; স্কন্দ শক্তি ধরিয়া অচল মেরু সদৃশ অবস্থিত হইলেন; অশ্বিনীকুমার-দ্বয় দীপ্তিমান্ ওষধি হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ধাতা ধনু ধারণ করিলেন; জয়ঃ মূষল লইলেন; মহাবল ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বত উদ্যত করিলেন, সূর্য্যের অংশ দেবশক্তি হস্তে লইয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইলেন; মৃত্যুদেব পরশ্বধ ধরিলেন; অর্য্যমা ভয়ানক পরিঘ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মিত্র ক্ষুরধার চক্র ধরিলেন। নরপাল! ভগ; পূষা ও সবিতা পীণ কার্ম্মুক ও নিস্ত্রিংশ লইয়া ক্রোধপরবশে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। আপন তেজে দীপ্তিমান্ মহাবল রুদ্রগণ, বসুগণ, মরুগণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ, ইহাঁরা এবং অপর অপর অনেক অমর বিবিধ আয়ুধ ধরিয়া পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে

এইপ্রকারে পিশাচ, উরগ, রাক্ষসাদি বিনষ্ট করাতে তৎ-কালীন তাঁহার রূপ অত্যন্ত উগ্রতর দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমাগত সমুদায় অমরদিগের মধ্যে কেহই কৃষ্ণার্জ্জুনের সমরে বিজয়ী হইতে পারিলেন না। দেবতারা যখন দেখিলেন যে সেই অরণ্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুবল হইতে পরিত্রাণ করিবার কারণ দাবানল নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। রাজন্! দেবরাজ দেবতানিকরকে বিমুখ হইতে অবলোকন করিয়া প্রীত হইয়া কেশব ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদায় ত্রিদিবেশ নিবৃত্ত হইলে মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মহাগম্ভীর শব্দে আকাশবাণী হইল যে, তোমার সখা ভুজঙ্গরাজ তক্ষক বিনষ্ট হয় নাই; সে খাণ্ডবদাহসময়ে কুরু-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। বাসব! তুমি আমার এই বচনে নিশ্চয় জানিবে যে কোন জনেই এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে কোন মতে সমরে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাঁরা দেবলোকবিশ্রুত পুরাতন দেব নর নারায়ণ; ইহাঁদিগের যেরূপ বীর্য্য ও যে প্রকার পরাক্রম তাহা তুমি বিদিত আছ। ইহাঁরা যুদ্ধে অজেয় এবং দুদ্ধর্ষ; ইহাঁদিগকে পরাস্ত করিতে সর্ব্বলোকের মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই। এই দুই পুরাতন ঋষিত্তম অমর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগ প্রভৃতি সকলেরই পূজনীয়। বাসব! দেবতাদিগের সহিত এস্থান হইতে প্রস্থান কর। এই খাণ্ডবদাহ বিধিকৃতই হই-য়াছে। অমরপতি বাসব ঐ বাক্য যথার্থ বিবেচনা করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষ পরিহার করত দেবলোকে গমন করিলেন।

রাজন! অমরেরা আপনাদিগের অধিপতি পুরন্দরকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া সেনাসমূহের সহ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। বীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব, দেবগণ ও দেবরাজকে বিমুখ হইতে দেখিয়া সিংহনাদ করিলেন। রাজন্!

বাসব প্রস্থান করিলে তাঁহারা আনন্দিত হইয়া নির্ভীক চিত্তে খাণ্ডব দাহ করিতে লাগিলেন। পবন যেরূপ জলদসমূহ নিরাকরণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন অমরগণকে পরাস্ত করিয়া শরসমূহ দ্বারা খাণ্ডববাসী প্রাণিদিগকে বিনাশ করত অগ্নিসাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরসমূহ দ্বারা সংছিদ্যমান হওয়াতে কোন প্রাণীই তথা হইতে বিনির্মুক্ত হইতে পারিল না। মহাবল প্রাণিগণের অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করা দূরে থাকুক্ তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হইল না। অর্জ্জুন কখন এক বাণে শতপ্রাণী, কখন শত বাণে এক প্রাণী বিদ্ধ করি লাগিলেন; সেই সমূহ প্রাণীরা যেন সাক্ষাৎ কালকর্ত্তৃক নিহত এবং গতপ্রাণ হইয়া হুতাশনমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা কি নদীতীর, কি বিষম স্থান, কি শ্মশান, তত্রত্য কোন স্থলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারিল না। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরিতাপে তাপিত হইতে হইল। বহু-সংখ্যক প্রাণিগণ দীন-চিত্তে মহাশব্দে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল; হস্তী, মৃগ ও তরক্ষুসকল চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। সেই শব্দে অতিদূরস্থ গঙ্গাচর ও সমুদ্রচর-মৎস্যসমূহ এবং বিদ্যাধরগণ এবং তৎসন্নিহিত যাহারা অরণ্যবাসী ছিল, সকলেই সমধিক শঙ্কাকুল হইল। মহাবাহু! কৃষ্ণার্জ্জুনের সহ যুদ্ধ করা দূরে থাকুক্, কোন ব্যক্তি, কি অর্জ্জুনকে কি জনার্দ্দন কৃষ্ণকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। যে সকল রাক্ষস, দানব ও নাগগণ একত্র সংহত হইয়া ধাবমান হইতে লাগিল, চক্র দ্বারা কৃষ্ণ তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তাহারা চক্রযোগে ভিন্নমস্তক, ভিন্নকলেবর ও নষ্টপ্রাণ হইয়া প্রজ্জ্বলিত পাবকে পতিত হইল এবং অপর অপর মহাকায় জীবসমূহও ঐপ্রকারে অনলমুখে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালীন অগ্নি মাংস, রুধির ও বসাসমূহে সন্তর্পিত হওয়াতে ধূমশূন্য ও আকাশগামী হইলেন এবং দীপ্তপিঙ্গাক্ষ;

দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তোর্দ্ধকেশ হইয়া প্রাণিদিগের বসা পান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে সুধা-পান করিয়া মুদিত ও তৃপ্ত হইয়া পরম নির্ব্বৃত হইলেন।

অনন্তর মধুসূদন সহসা অবলোকন করিলেন যে ময় নামক অসুর তক্ষকের বাসস্থান হইতে পলায়ন করিতেছে এবং পবনসারথি অগ্নি শরীরবান্ ও জটাধারী হইয়া মেঘের সম শব্দ করিতে করিতে তাহাকে দাহ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; তৎকালীন সেই বাসুদেব তাহাকে বিনষ্ট করিবার মানসে চক্র উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ময় দানব তাঁহাকে চক্রউদ্যত করত ও পাবককে দিধক্ষু হইয়া আসিতে দেখিয়া বলিল, অর্জ্জুন! ধাবমান হও, আমাকে রক্ষা কর। ধনঞ্জয় তাহার সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে জীবন প্রদান করিয়াই যেন কহিলেন, তোমায় ভয় নাই। তিনি দয়া-পরায়ণ ছিলেন, এই কারণেই ময়কে অভয় দান করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন নমুচির ভ্রাতা সেই ময়কে অভয় দান করিলেন। দাশার্হ কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিলেন না এবং পাবকও দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধীমান্ হুতাশন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পাকশাসন হইতে রক্ষিত হইয়া পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দাহ করিলেন। ঐ অরণ্যদহনকালে পাবক কেবল অশ্ব-সেন, ময় ও শার্ঙ্গক নামক পক্ষি-চতুষ্টয়, এই ছয় প্রাণিকে দাহ করেন নাই।

খাণ্ডবদাহ পর্ব্বে দুই শত অষ্টাবিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৮।

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই খাণ্ডবারণ্যদহনকালীন তথাবিধ অবস্থায় অগ্নি কি কারণে শার্ঙ্গক পক্ষিদিগকে দাহ করেন নাই তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন্। অশ্বসেন ও ময়দানব যে কারণে দগ্ধ হয় নাই, তাহা আপনি বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের দগ্ধ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করেন নাই। ব্রহ্মন্! শার্ঙ্গকদিগের রক্ষা পাওয়া আমার অদ্ভুত অনুভব হইতেছে। তাহারা সেই অগ্নিদাহে কি কারণে বিনষ্ট হইল না ব্যক্ত করিয়া বলুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অরিন্দম! যে কারণ বশতঃ তৎকালে হুতাশন শার্ঙ্গকগণকে দগ্ধ করেন নাই, আপনার নিকট যথাবিধানে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন্। মহারাজ! মন্দপাল নামে বিখ্যাত তপোনিরত বিদ্বান্ ব্রতাবলম্বী ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি স্বাধ্যায়শীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা তপঃ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তিনি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণের পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। ভারত! যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলেন, তখন স্বোপার্জ্জিত তপঃসাধনের কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না। সেই মহর্ষি আপন দুশ্চর তপোদ্বারা উপার্জ্জিত লোকে গমন করিতে অক্ষম হইয়া ধর্ম্মরাজ-সমীপস্থ অমরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার তপস্যা দ্বারা উপার্জ্জিত সেই লোক কি কারণে অবরুদ্ধ আছে? যে কর্ম্মসাধনে এই সমুদায় পুণ্যসদনে গমন করিতে পারা যায়, আমি কি সে কার্য্য করি নাই? অমরগণ! যে নিমিত্ত আমার সেই তপস্যার ফল আবৃত আছে, তাহা আপনারা ব্যক্ত করিয়া আমার সমীপে বলুন; আমি তাহা সমাধা করিতে প্রস্তুত আছি।

অমরগণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রবণ করু। মানবেরা ক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্তানোৎপাদন, এই সমুদায় বিষয়ে ঋণী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহার সংশয় নাই। যজ্ঞ, তপস্যা

এবং সন্তানোৎপাদন এই তিন কার্য্য দ্বারা সেই সমুদায় ঋণ পরিশোধ হয়। তুমি বিস্তর তপস্যা ও যজ্ঞ করিয়াছ, কিন্তু তোমার অপত্য নাই, এই কারণে তোমার এই সমুদায় পুণ্য-লোক আবৃত রহিয়াছে। তুমি সন্তানোৎপাদন কর; তাহা হইলে ইসমস্ত এই উত্তম লোক ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। ব্রহ্মসত্তম! শ্রুতি আছে যে, পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে মুক্ত করে। অতএব তুমি সন্তানোৎপাদনে যত্নশীল হও।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মন্দপাল অমরগণের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন; ভাবিলেন কোন্ যোনিতে গমন করিলে সত্বর বহু অপত্যোৎপাদন হইতে পারে। অবশেষে তিনি পক্ষিজাতি অল্পদিনের মধ্যে বহু পুত্র প্রসব করে, ইহা বিবেচনা করিয়া শার্ঙ্গক পক্ষী হইয়া জরিতা-নাম্নী শার্ঙ্গিকাতে গমন করিয়া তাহার গর্ভে ব্রহ্মজ্ঞ চারি অপত্য উৎপাদন করিলেন। তৎপরে তিনি অণ্ডগত শিশু-তনয়দিগকে তাহাদিগের জননীর সহ সেই অরণ্যে পরি-ত্যাগ করিয়া লপিতার সমীপে গমন করিলেন। জরিতা অপত্যস্নেহে ব্যাকুলা হইয়া বিবিধ চিন্তাপরায়ণ হইল। ঋষি সেই খাণ্ডবারণ্যে ঐ অণ্ডস্থিত অপত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও জরিতা পুত্রশোকার্ত্তা হইয়া ঐ অত্যাজ্য ঋষিতনয়দিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; স্নেহবৈক্লব্যনিবন্ধন স্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

অনন্তর মন্দপাল ঋষি লপিতার সহ সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অবলোকন করিলেন, যে হুতাশন খাণ্ডব দাব দাহ করিতে সমাগত হইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ বিপ্রর্ষি সেই মহা-তেজস্বী লোকপাল জাতবেদার ঐ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সন্তানগণের জন্য তাঁহাকে অনুনয় করিবার মানসে সভয়ে

চিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে অগ্নে! আপনি সর্ব্বলোকের বদনস্বরূপ হইয়াছেন; আপনি হবণীয় দ্রব্য বহন করিয়া থাকেন। পাবক! আপনি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছেন। কবিসমূহ আপনাকে অদ্বিতীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; ত্রিবিধ বলিয়াও বর্ণন করেন। তাঁহারা আপনাকে অষ্ট প্রকারে কল্পনা করিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা করেন। হুতাশন! পরমর্ষিরা কহেন, যে আপনিই এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন; আপনি না থাকিলে এই জগন্মণ্ডল সদ্যই বিনষ্ট হইত। বিপ্রবৃন্দ আপনাকেই নমস্কার করিয়া কলত্রপুত্রের সহ স্বকার্য্য দ্বারা শাশ্বত লোক জয় করতঃ তাহাতে গমন করেন। হে অগ্নে! পণ্ডিতগণ আপনাকে বিদ্যুতের সহ গগনস্থিত ঘন বলিয়া কীর্ত্তন করেন! হে পাবক! আপনা হইতে শিখাসমূহ বহির্গত হইয়া সর্ব্ব ভূতকে বশীভূত করে। হে জাতবেদঃ! আপনিই এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন; হে মহাদ্যুতে। কর্ম্মবিধায়ক বেদ অপনারই বাক্য এবং এই সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবসমূহ আপনারই সৃষ্ট। হে অগ্নে! প্রথমতঃ আপনাতেই সলিলের বিধান হইয়াছে; এই সমুদায় বিশ্ব আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমুদায় হব্যকব্যও যথাবিহিতমতে আপনাকেই সমাশ্রয় করিয়া আছে। দেব! আপনি দহন; আপনিই ধাতা; আপনিই বৃহস্পতি; আপনিই অশ্বিনীকুমারযুগল; আপনিই অর্ক; আপনিই অখিলস্বরূপ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, নৃপতে! অমিততেজস্বী মন্দপাল মুনি অনলকে এইমতে স্তব করিলেন, বহ্নি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, তোমার অভিলাষ কি, বল; তাহা আমি সম্পাদন করিতেছি। মন্দপাল করপুটে তাঁহাকে বলিলেন, হব্যবাহন! আপনি যখন খাণ্ডবদাহ করিবেন, তখন আমার অপত্যদিগকে ভস্মী-

ভূত করিবেন না। ভগবান্ হব্যবাহন তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং খাণ্ডব-দাব-দিধক্ষু হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দুই শত উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৯।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সেই শার্ঙ্গকপক্ষিশাবকেরা যথোচিত দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া, রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইল না। তাহাদিগের জনয়িত্রী তপঃপরায়ণা জরিতা তাহাদিগকে বালক দেখিয়া দুঃখশোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, মদীয় দুঃখবর্দ্ধন এই ভীষণ দহন গহন দহন করিতে করিতে সমুদায় স্থান সন্দীপিত করিয়া ভয়ানক রূপে এই স্থানে আসিতেছে; আমার এই শিশু-সন্তানগুলি পক্ষহীন, গমনে অক্ষম ও অজ্ঞান, অপর, ইহারাই পূর্ব্ব পুরুষদিগের একমাত্র গতি; অতএব ইহারা আমার অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিতেছে। এই অনল মুহুর্মুহু পাদপসমূহ অবলেহন করিতে করিতে ত্রাস উৎপাদন করত এই দিকে আগমন করিতেছেন, কিন্তু আমার এই অজাতপক্ষ সন্তানগণের পলায়ন করিবার শক্তি নাই। আমিও একাকিনী; ইহাদিগের সকলগুলিকে লইয়া যে এই বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব, আমার এরূপ সামর্থ্য নাই; ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াও গমন করিতে পারি না। হায়! আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে। আমি কোন্ পুত্রকে লইয়া যাইব? কোন্ পুত্রকেই বা পরিত্যাগ করিয়া যাইব? কিরূপ করিলেই বা কৃতকৃত্যা হইতে পারি? হে পুত্রগণ! তোমরাই বা কি বিবেচনা করি-

তেছ? আমি চিন্তা করিয়া তোমাদিগের পরিমুক্তির কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি স্বীয় গাত্রে তোমাদিগের সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া অবশেষে এক সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিব। তোমাদিগের নির্দ্দয় জনক পূর্ব্বে গমন কালে বলিয়াছিলেন যে “আমার চারি পুত্রের মধ্যে জরিতারি নামক পুত্রে জ্যেষ্ঠতাহেতু বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে; সারিসৃক্ক নামে পুত্র অপত্যোৎপাদন করিয়া পিতৃগণের কুলবৃদ্ধি করিবে; স্তম্বমিত্র নামক সন্তান তপোনিষ্ঠ হইবে এবং দ্রোণ নামে বিখ্যাত পুত্র বেদবেত্তা হইবে” কিন্তু এক্ষণে এই পীড়াজনক মহাবিপদ্ উপস্থিত হইল। আমি কাহাকে লইয়া পলায়ন করিব? কি প্রকারেই বা কৃতকৃত্যা হইব। জরিতা এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইল। আপন বুদ্ধি দ্বারা অনল হইতে আপন পুত্রগণের রক্ষার উপায় কিছুই উদ্ভাবন করিতে পারিল না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শার্ঙ্গসমূহ জননীর এইপ্রকার বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিল; জননি! আপনি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থলে অনল নাই, তথায় গমন করুন্। হে মাতঃ! আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আপনার অপর অপত্য উৎপন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু আপনি বিনষ্ট হইলে বংশরক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে না। জননি! এক্ষণে আমাদিগের সহ আপনার জীবন ত্যাগ করা অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করা এ উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যে পক্ষ সমাশ্রয় করিলে আমাদিগের কুলের মঙ্গল হয়, এক্ষণে আপনার তদনুসারে কার্য্য করিবারই সময় উপস্থিত। আপনি সর্ব্ববিনাশক সুতস্নেহ আর করিবেন না। তাহা করিলে স্বর্গলোকফলক পুত্রাভিলাষী পিতার এই কর্ম্ম বিফল হইবে।

জরিতা বলিল, পুত্রগণ! এই তরুর নিকটে ধরণীর মধ্যে মূষিকের বিবর দৃষ্ট হইতেছে। তোমরা অবিলম্বে উহার

মধ্যে প্রবেশ কর। ঐ স্থানে তোমাদিগের অনলভয় থাকিবে না। তোমরা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি ধূলি রাশিতে বিলমুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিব। এক্ষণে প্রজ্বলিত অনল হইতে উদ্ধার পাইবার এই মাত্র এক উপায় আছে। যখন হুতাশন নির্ব্বাপিত হইবে, তখন আমি আসিয়া বিবরমুখ হইতে সেই পাংশুসমূহ দূরীকৃত করিব। তোমরা অনল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার এই বাক্য রক্ষা কর।

শার্ঙ্গসমূহ বলিল, আমাদিগের এ পর্য্যন্ত পক্ষ উদ্ভূত হয় নাই, আমরা মাংসপিণ্ডমাত্র; সহজেই মাংসভোজী মূষিক আমাদিগকে অবিলম্বে বিনাশ করিবে; এই কারণ বশতঃ আমরা বিবরমধ্যে অবস্থিতি করিতে অসম্মত হইতেছি। এই-ক্ষণে অনল যাহাতে আমাদিগকে দাহ না করেন এবং মূষিক যাহাতে আমাদিগকে ভক্ষণ না করে, যে প্রকারে পিতার অপত্যোৎপাদন বৃথা না হয়, এবং যে রূপে আমাদিগের জনয়িত্রীর জীবন রক্ষা হয়, তাহার আর কোন সদুপায় দেখি-তেছি না; নিশ্চয়ই আমাদিগের মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হই-য়াছে। বিবরমধ্যে প্রবেশ করিলে মূষিকের দ্বারা এবং বহি-র্ভাগে অবস্থিতি করিলে অনল দ্বারা প্রাণান্ত হইবে, এই উভয়বিধ মৃত্যু বিবেচনা করিয়া দেখিলে হুতাশনে দগ্ধ হওয়াই বিধেয় হয়। মূষিকের দ্বারা ভক্ষিত হওয়া কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে; কারণ, পবিত্র অনল-মুখে দেহ পরি-ত্যাগ করিলে সদ্গতি হইবে; বিবরমধ্যে মুষিকের দ্বারা ভক্ষিত হইলে নিন্দিত মৃত্যু হইবে।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দুই শত ত্রিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩০।

জরিতা বলিল, এই বিল হইতে একটী ক্ষুদ্র মূষিক বহির্গত হইয়াছিল, এক শ্যেন বিহগ দেখিয়া তাহাকে পদদ্বয় ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই গর্ত্তমধ্যে তোমাদিগের কোন আশঙ্কাই নাই।

শার্ঙ্গেরা বলিল, সেই শ্যেনবিহঙ্গ মূষিক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে কিনা বিদিত নহি। যদিচ লইয়া গিয়া থাকে, তথাচ ঐ বিবরের ভিতরে অন্যান্য অধিক মূষিক থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আর হুতাশন এস্থলে আইসেন কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। যেহেতুক প্রতিকূল সমীরণ দ্বারা অনল নিবৃত্ত হওয়াও দৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বিবরমধ্যে অবস্থিতি করিলে আমাদিগের নিশ্চয়ই মরণ-লাভ হইবে; বরঞ্চ বিবরের বহির্ভাগে থাকিলে মৃত্যু-বিষয়ে সম্ভাবনা আছে। জননি! যে স্থানে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা যে মৃত্যুতে সন্দেহ থাকে তাহাই উত্তম; অতএব ন্যায়মতে আপনার শূন্যপথে গমন করাই বিধেয়, আপনার রক্ষা হইলে আপনি শ্রেষ্ঠ অপত্য লাভ করিতে পারিবেন।

জরিতা বলিল, অপত্যগণ! যৎকালীন বিহঙ্গমবরিষ্ঠ মহাবীর্য্য শেন্য বিবর হইতে মুষিক গ্রহণ করত বেগভরে ধাবমান হয়, তৎকালীন আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এবং বিবর হইতে মূষিক হরণ করাতে আমি সত্বরা হইয়া তাহার পিছে যাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম যে, হে শ্যেনরাজ! আপনি আমাদিগের বৈরীকে লইয়া অমরলোকে হিরণ্ময় কলেবর ধারণ করিয়া বাস করুন্। তৎপর সেই শ্যেন বিহগ মূষিককে ভক্ষণ করিলে আমি তাহাকে জানাইয়া গৃহে পুনঃ প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম। অপত্যগণ! তোমরা এক্ষণে নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হও, এস্থানে তোমাদিগের কোন আশঙ্কা নাই; মহাত্মা শ্যেন আমার সম্মুখে মূষিককে আহার করিয়াছে।

শার্ঙ্গসমূহ কহিল, শ্যেন যে মূষিককে হরণ করিয়াছে তাহা আমরা দেখি নাই, সুতরাং বিশেষ রূপে বিদিত না হইলে ভূবিবরে প্রবেশ করিতে পারি না।

জরিতা বলিল, বৎসগণ! তোমরা আমার বাক্য রক্ষা কর; ইহাতে তোমাদিগের কোন শঙ্কা নাই। শেন্যপক্ষী মূষিককে হরণ করিয়াছে ইহা আমি বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছি।

শার্ঙ্গসমূহ কহিল, আপনি যে আমাদিগকে স্তোভ-বাক্যে প্রতারণা করিতেছেন এমত আমরা বিবেচনা করি না; কারণ বুদ্ধি সমাকুলিত হইলে যে কর্ম্ম করা যায়, ঐ কার্য্য জ্ঞান-কৃত বলিতে পারা যায় না। পশ্চাৎ, আমরা কখন আপনার কোন উপকার করি নাই এবং আমরা যে কে, তাহাও আপনি জানেন না, তবে কি কারণ বশতঃ আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; দেখুন, আপনি আমাদিগের কেহ নহেন এবং আমরাও আপনার কেহ নহি। জননি! আপনি তরুণী ও রূপলাবণ্য-সম্পন্না এবং পতির অন্বেষণে সমর্থা। অতএব আপনি স্বামীর অনুগামিনী হউন; তাহাতে বরিষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবেন। আমরা অনলে প্রবেশ করিয়া পুণ্য-ধামে গমন করি। যদি অনল আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, তাহা হইলে আপনি পুনর্ব্বার আমাদিগের সমীপে আগমন করিবেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শার্ঙ্গী অপত্যগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করতঃ তাহাদিগকে সেই খাণ্ডবারণ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরা হইয়া, যে স্থানে অনলপীড়নের অভাব, এই প্রকার অনাময় স্থলে গমন করিল। তৎপর হব্যবাহন, সত্বর ও প্রখরশিখান্বিত হইয়া মন্দপালপুত্র শার্ঙ্গসমূহের অবস্থিতিস্থানসমীপে সমাগত হইলেন। তখন সেই বিহগ-সমূহ প্রদীপ্ত জ্বলনকে নিকটাগত হইতে দেখিলেন; তাহা-

দিগের মধ্যে অগ্রজ জরিতারি সেই অনলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দুইশত একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩১।

জরিতারি বলিল, জ্ঞানী পুরুষ মৃত্যুকালের পূর্ব্বক্ষণে জাগরিত থাকেন, তাঁহাকে কুত্রাপি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চৈতন্য-রহিত জন চরম কাল সমাপ্ত হইলে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করে, তাহাকে মৃত্যুপীড়া সম্যক্‌মতে ভোগ করিতে হয় এবং সে মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

সারিসৃক্ক বলিল, আমাদিগের এই প্রাণকৃচ্ছ উপস্থিত; আপনি ধীর ও মেধাবী, আপনিই আমাদিগকে রক্ষা করুন্; যেহেতু অনেকের মধ্যে এক জনই প্রাজ্ঞ এবং শূর বলিয়া পরিগণ্য হইয়া থাকেন।

স্তম্বমিত্র বলিল, অগ্রজভ্রাতা কনিষ্ঠদিগের ত্রাতা হইয়া থাকেন; সহজেই প্রথমজন্মা ভ্রাতাই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করেন। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে রক্ষা না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ কি করিতে পারে।

দ্রোণ কহিল, এই ক্রূরকর্ম্মা সপ্তজিহ্ব সপ্তানন হিরণ্যরেতা ত্বরাপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে হইতে লেলিহান হইয়া বিসর্পণ পুরঃসর আমাদিগের অবস্থিতিস্থানে আগমন করিতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে পার্থিব! মন্দপালনন্দনেরা পরস্পর এপ্রকার সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রণত হইয়া যে প্রকার অগ্নির স্তব করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

জরিতারি বলিল, হে জ্বলন! তুমি সমীরণের আত্মা, তুমি

লতাসমূহের কলেবর। হে শুক্র! আপনার উৎপত্তিস্থল আপনি। হে মহাবীর্য্য! আপনার শিখাসকল সূর্য্যের রশ্মির সম ঊর্দ্ধ, নিম্ন, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব সর্ব্বদিকেই প্রসর্পিত হইয়া থাকে।

সারিসৃক্ক বলিল, হে ধূমকেতো! আমাদিগের জনয়িত্রী দৃষ্টিবর্ত্মের বহির্গত হইয়াছেন, পিতাকেও আমরা পরিজ্ঞাত নহি এবং এ পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষোদ্ভেব হয় নাই; আমরা অত্যন্ত শিশু; হে অনল! এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের অপর আর রক্ষাকর্ত্তা নাই; অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন্। হে অনল! আপনার যে কল্যাণপ্রদ রূপ ও সপ্তশিখা আছে, তাহার দ্বারা এই আর্ত্ত ও শরণাকাঙ্ক্ষী আমাদিগকে পরিমুক্ত করুন্। হে জাতবেদঃ! আপনি একাকীই উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন, হে দেব! কোন রশ্মিতেই আপনা ব্যতীত অপর কেহ উত্তাপ-প্রদাতা নাই; হে হব্যবাহ! আমরা ঋষিনন্দন ও শিশু; আমাদিগকে রক্ষা করুন্; আপনি আমাদিগের সমীপ হইতে অন্যস্থানে প্রস্থান করুন্।

স্তম্বমিত্র বলিল, হে অগ্নে! আপনি একমাত্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ; আপনাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, আপনি এই ভুবনসমূহ ধারণ করিতেছেন; আপনি প্রাণিসমূহ পালন করিতেছেন, আপনিই তেজঃপদার্থ; আপনি হব্য বহন করিয়া থাকেন এবং আপনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হব্য স্বরূপ। পণ্ডিতগণ আপনাকে কারণরূপে একধা এবং কার্য্যরূপে বহুধা বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহন অগ্নে! আপনি প্রথমতঃ ত্রিলোক সৃষ্টি করেন; পরে কাল সমাগত হইলে আপনিই সমিদ্ধ হইয়া পুনশ্চ তাহা সংহার করিয়া থাকেন; অতএব আপনিই সমুদায় ভুবনের উদ্ভবস্থান এবং আপনিই প্রলয়স্থান বলিয়া পরিগণ্য আছেন।

দ্রোণ বলিল, হে জগৎপতে! আপনি প্রাণিসমূহের অন্ত-র্ভূত থাকিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত অন্ন নিত্য নিত্য পরিপাক করিয়া থাকেন, অতএব আপনাতেই সমস্ত ভূত সমাশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। হে শুক্র! হে জাতবেদঃ! আপনি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া রশ্মি দ্বারা সমুদায় ভূমিসম্ভূত রস ও ধরণীস্থিত বারি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে পুনর্ব্বার তাহা বর্ষণ দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় শস্যাদি উৎপাদন করিতে-ছেন। হে শুক্র! আপনা হইতেই এই সমস্ত হরিত-বর্ণ পত্র-যুক্ত লতা, পুষ্করিণী-সকল ও মঙ্গলপ্রদ মহোদধি সমুদ্ভব হইতেছে। হে তিগ্মাংশো! আমাদিগের এই দেহ রসনে-ন্দ্রিয়াধীশ্বর জলপতি বরুণের পরায়ণ; অতএব আপনি যৎ-কালীন সলিলের স্রষ্টা, তৎকালীন আপনি অবশ্য আমা-দিগের মঙ্গলপ্রদ হইতেছেন, এমত স্থলে আমাদিগকে আপনার রক্ষা করাই উচিত, আপনি অদ্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! আপনি আমাদিগের দূরপথগামী হউন্; রত্নাকর-নিকটস্থ গৃহের সদৃশ আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন্।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তৎপর জাতবেদা অনল ব্রহ্মজ্ঞ দ্রোণের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং মন্দ-পালের সমীপে যেমত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বলিলেন, হে দ্রোণ! তুমি ঋষি, তুমি যে সকল বিষয় ব্যক্ত করিলে, তাহা বেদস্বরূপ, তোমার বাসনা সম্পূর্ণ করিব, তুমি শঙ্কা করিও না। অগ্রে মন্দপাল তোমাদিগের জন্য আমার সমীপে নিবেদন করিয়াছিলেন যে, "আপনি যৎকা-লীন খাণ্ডবদাহ করিবেন, তৎকালীন আমার অপত্যগুলিকে দগ্ধ করিবেন না।" হে দ্রোণ! মন্দপালের সেই বচন এবং এক্ষণে তোমার এই বাক্য এই দুই আমার গুরুতর হই-

হেছে; অতএব বল, আমাকে তোমাদিগের জন্য কি করিতে হইবে; হে ব্রহ্মসত্তম! তোমার এই স্তবে আমি অত্যন্ত সন্তোষিত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হইবে।

দ্রোণ বলিলেন, হে হুতাশন শুক্র! এই সমুদায় বিড়াল-সমূহ প্রতিদিন আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে; অতএব আপনি ইহাদিগকে সবংশে দগ্ধ করুন্।

হে জনমেজয়! অনন্তর অনল শার্ঙ্গসমূহকে বিদিত করিয়া তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন এবং সমিদ্ধ হইয়া খাণ্ডব দাব দাহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

খাণ্ডবদাহ পর্ব্বে দুই শত দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩২।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে কৌরব্য! এদিকে সেই মন্দপাল তিগ্মাংশু অনলকে তাদৃশ বাক্য বলিয়াও অপত্যগণের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কোন ক্রমে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অপত্যের জন্য সন্তপ্তহৃদয় হইয়া লপিতাকে কহিলেন, লপিতে! গমনশক্তিহীন আমার তনয়েরা কি প্রকার আছে বলিতে পারি না। যৎকালীন পবনবহন-সহকারে হুতবহ প্রবল হইবে, তৎকালীন আমার তনয়েরা অনল-মুখ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হইবে না; তাহাদিগের জননী কি রূপে সেই সমুদায় শিশুতনয়কে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম হইবে। সেই তপঃপরায়ণা পুত্রগণের মুক্তির উপায় না দেখিলে একান্ত শোকার্ত্তা হইয়া পড়িবে। কি প্রকারেই বা ঊর্দ্ধ ও তির্য্যগ্‌গমনে অসমর্থ, শিশু সন্তান-গণের জন্য সন্তপ্ত হইয়া বহুবিধ রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইবে। হা! আমার পুত্র সেই জরিতারি কি প্রকারে

জীবন ধারণে সমর্থ হইবে? সারিসৃকই বা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিবে। স্তম্বমিত্রই বা কি মতে প্রাণ রক্ষা করিবে। দ্রোণই বা কি বিধানে রক্ষা পাইবে, আমার সেই তপঃপরায়ণা বনিতাই বা কিমতে প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষমা হইবে?

হে ভারত! মহর্ষি মন্দপাল বনমধ্যে এই প্রকার বিলাপ করিতেছে, তাহা দেখিয়া লপিতা অসূয়া পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, তুমি যে সমূহ পুত্রের কথা বলিলে, তাহাদিগের জন্য তোমার ভাবনা নাই; তাহারা তেজস্বী ও বীর্য্যসম্পন্ন; তাহাদিগের অনল হইতে আশঙ্কা নাই। এবং তুমি আপনি আমার নিকটে সেই সমুদায় তনয়ের রক্ষার জন্য অনলের সমীপে বিদিত করিয়াছিলে; মহাত্মা অনলও তথাস্তু বলিয়া সেই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি লোকপাল হইয়া কখন অঙ্গীকার পালনে বিমুখ হইবেন না। ইহাতেই সে বিষয়ে তোমার মন সুস্থ আছে; বস্তুতঃ তোমার অন্তঃকরণ বন্ধুকার্য্যে অভিমুখী নহে; তুমি সেই আমার শত্রু জরিতাকেই স্মরণ করিয়া সমাকুল হইতেছ। পূর্ব্বে জরিতার প্রতি তোমার যাদৃশ স্নেহ ছিল, এক্ষণে আমার উপর সেরূপ নাই! যাহার দুই পক্ষ আছে, সে ব্যক্তির। পুত্রাদি সুহৃজ্জন ক্লিশ্যমান হইলে, স্নেহশূন্য হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে; তাহার কখনই আত্মপক্ষ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য হয় না; অতএব এক্ষণে তুমি যাহার জন্য পরিবেদনা করিতেছ, সেই জরিতার সমীপেই গমন কর; আমি না বুঝিয়া যে প্রকার কুপুরুষ সমাশ্রয় করিয়াছিলাম, সেই ফলেই একাকিনী বিচরণ করিব।

মন্দপাল বলিলেন, তুমি আমাকে যে প্রকার মনে করিতেছ, আমি সেভাবে বিচরণ করি না; পরন্তু কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যেই এরূপ ভ্রমণ করিতেছি, আপাততঃ

আমার সংজাত তনয় কৃচ্ছ্রগত হইয়াছে ; যে ব্যক্তি অতীত বিষয় পরিত্যাজ্য করিয়া ভাবি বিষয়ের বাসনা করিয়া থাকে, সেই মূঢ় জন লোকের নিন্দাভাজন হয়, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর ; আমার হৃদয় ঐ অপত্যগণের জন্য একান্ত চিন্তাকুল রহিয়াছে ; এই প্রজ্জ্বলিত অনল বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিতে করিতে আমার উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সন্তাপ ও অমঙ্গল-প্রদ আশঙ্কাই উদ্ভব করিতেছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর অনল শার্ঙ্গসমূহের বাস-স্থান অতিক্রম করিলে জরিতা রোরূয়মাণা হইয়া অপত্য উদ্দেশের জন্য পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হইল ও দেখিল যে, সমুদায় পুত্রগুলি বনমধ্যে অনলমুখ হইতে মুক্ত, নিরাময় এবং কুশলী আছে।

অনন্তর তাহারা জননীকে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিল, জরিতা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া পুনঃ অশ্রু-পাত করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে মুহুর্মুহু আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ প্রত্যেকের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আলি-ঙ্গন করিল, হে ভারত! ইত্যবসরে মহর্ষি মন্দপাল, সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে দর্শন বরিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না। সেই ঋষি প্রত্যেক পুত্রকে এবং জরিতাকে পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিল না। পরে মন্দপাল জরিতাকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, কোন্‌টী তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কোন্‌টী তোমার দ্বিতীয় পুত্র, কে তোমার তৃতীয় পুত্র এবং কোন্‌টী তোমার চতুর্থ কনিষ্ঠ পুত্র? আমি শোকার্ত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ তোমাকে এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি 'তুমি কি কারণ বশতঃ প্রত্যুত্তর বা সম্ভাষণ করিতেছ না? আমি তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে গমন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারি নাই।

জরিতা কহিল, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রে, কি দ্বিতীয় পুত্রে, কি তৃতীয় পুত্রে, কিম্বা কনিষ্ঠ পুত্রে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে তুমি আমাকে সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্টা দেখিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই চারু-হাসিনী তরুণী লপিতার সমীপেই গমন কর।

মন্দপাল কহিলেন, স্ত্রীলোকের সপত্নী বা পুরুষান্তর ব্যতীত ইহলোকে অতিশয় উদ্বেগজনক আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। সপ্তর্ষি মধ্যে স্থিত ঋষিসত্তম মহানুভব বশিষ্ঠ অত্যন্ত বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও নিরন্তর ভার্য্যার প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিরত ছিলেন, তথাপি সর্ব্বলোকবিশ্রুতা সুব্রতা অরুন্ধতী সেই ঋষিবীর বশিষ্ঠের প্রতি ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই কল্যাণী অরুন্ধতী ঐ রূপ গর্হিত চিন্তা করাতে ধূমারুণসমপ্রভা, অনভিরূপা কখন লক্ষ্যা কখন অলক্ষ্যা হইয়া দুর্নিমিত্তের ন্যায় লোকের দৃষ্টিগোচরা হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ যে প্রকার অরুন্ধতীর অনিষ্ট ছিলেন না, সেইরূপ আমিও তোমার অনিষ্ট নহি; আমি কেবল সন্তানের জন্যই সঙ্গত হইয়াছি; এমত অবস্থায় তুমি অদ্য আমার প্রতি সেই অরুন্ধতীর সম-ব্যবহার করিতেছ, স্ত্রীলোকদিগকে ভার্য্যা বলিয়া কখন বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা পুত্রবতী হইলে ভর্ত্তৃ শুশ্রূষাদি কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহার পুত্রসকল তাঁহার সম্যক্ উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনিও সেই পুত্র-দিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে দুই শত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩৩।

মন্দপাল কহিলেন, আমি অগ্নিদাহ হইতে তোমাদিগের মুক্তির নিমিত্তে মহানুভব অনলের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনিও তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমি সেই অগ্নির বাক্য ও তোমাদিগের জননীর ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তোমাদিগের অপ্রতিহত বীর্য্য স্মরণ করিয়া পূর্ব্বে এখানে আসি নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রতি দুঃখিত হইও না। তোমরা বেদপ্রসিদ্ধ ঋষি; অগ্নিও তোমাদিগকে অবগত আছেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর দ্বিজ মন্দপাল এইরূপে পুত্রদিগকে আশ্বাসিত করিয়া ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ তিগ্মাংশু এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে জগতের হিতসাধন নিমিত্তে সমিদ্ধ হইয়া খাণ্ডবারণ্য দাহ করিলেন। তিনি সেই স্থানে বসা ও মেদের সরিৎ পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়া অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণে পরিবৃত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও কেশবকে কহিলেন, যে কর্ম্ম দেবগণও সহজে সম্পাদন করিতে পারেন না, তাহা তোমরা সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বর প্রার্থনা কর; যদিও পুরুষের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ হয়, তথাপি তোমাদিগকে প্রদান করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর পার্থ ইন্দ্রের সমীপে সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদ্যুতি অমররাজ তাহা প্রদান করিবার সময় স্থির করিয়া বলিলেন যে হে পাণ্ডব! যৎকালীন ভগবান্ মহাদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমুদায় অস্ত্রপ্রদান করিব। হে কুরুনন্দন! যখন সেই অস্ত্র প্রদানের সময় উপস্থিত হইবে, তৎকালীন

তাহা আমি জানিতে পারিব; আমি তোমার মহা তপস্যার দ্বারা তোমাকে সমুদায় আগ্নেয়াস্ত্র, সমুদায় বায়ব্য অস্ত্র ও মদীয় আর আর সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিব; তুমি গ্রহণ করিবে। অনন্তর বাসুদেব প্রার্থনা করিলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার চিরপ্রণয় থাকে। দেবরাজ সুবুদ্ধি কৃষ্ণকে ঐ বরদান করিলেন। প্রভু অমররাজ দেবগণের সহিত এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া হুতাশনকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ পাবক মৃগপক্ষীগণের সহিত খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া পঞ্চদশ দিবসের পর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রুধির, মেদ ও মাংস ভক্ষণে পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়েই বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; আমি তোমাদিগের হইতেই যথোচিত সুখে পরিতৃপ্ত হইলাম, অনুমতি করিতেছি, তোমরা অপ্রতিহতগতি হইবে, যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বিচরণ করিতে পারিবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পাবক তাঁহাদিগকে এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও ময়দানব, এই তিন জন একত্র হইয়া কিঞ্চিৎকাল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রমণীয় নদীকূলে উপবেশন করিলেন।

দুই শত চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে খাণ্ডবদাহপর্ব্ব সমাপ্ত। ২৩৪।

আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

গদ্য

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত মূলের অনুবাদ।

সভাপর্ব্ব।

এইপর্ব্ব

শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর মহোদয়ের

আনুকূল্যে

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

"এই মহাভারত গৃহিগণের দর্পণস্বরূপ"

ঋষিবাক্য।

পুনঃসংস্করণ

কলিকাতা

ভারতযন্ত্র।

৩৬৭ নং চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৪ সাল।

ধর্ম্মধনা, পুণ্যস্মরণা, পবিত্রহৃদয়া,

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া

পরহিতপরায়ণাসু

জননি!

সৎকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক ধার্ম্মিকবর যাদৃশ মনে মনে অসীম আনন্দ অনুভব করেন, আমি আপনাকে ভারত উৎসর্গ করিয়া তদপেক্ষাও সমধিক সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আদিপর্ব্ব খানি যে বিধানে আপনার কীর্ত্তিকর পরম পবিত্র করকমলে সমুৎসর্গ করিয়াছি, সভাপর্ব্ব খানিও সেইমত বিধানে সম্প্রদান করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই চরিতার্থ হইব। অলমতি বিস্তরেণ, ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়।

বিজ্ঞাপন।

জগৎ প্রসবিতা, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে এবং অস্মদ্দেশীয় দেশহিতৈষী, ধর্ম্মনিরত, বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারীপ্রভৃতি মহোদয় ও মহোদয়াগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি দাতব্য মহাভারতের আদিপর্ব্বের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিসমাপ্ত করিলাম। উপরোক্ত মহানুভব ও মহোদয়াগণের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে যে এইরূপে সমস্ত ভারত নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে প্রচারিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সম্প্রতি বিশুদ্ধহৃদয় পুণ্যশীল শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় প্রতাপ চন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর মহানুভবের আনুকুল্যে সভাপর্ব্বখানির মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরব্ধ হইল। ঈদৃশ দেবাংশসম্ভূত নরপতি যে সাধারণের উপকারার্থ বিনা প্রার্থনায় আনুকূল্য প্রদান করিয়া বিপুলধর্ম্ম, পুণ্য ও যশোলাভ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? কিমধিকমিতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়।

মহাভারত।

সভাপর্ব্ব।

সভা নির্ম্মাণ পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাসুদেবসন্নিধানে বারংবার অর্জ্জুনের যথাবিহিত সৎকার করিয়া মধুর বচনে বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন! আপনি আমারে কৃষ্ণের বিষম ক্রোধ ও বহ্নির করাল শিখা হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন। অতএব আপনার কোন প্রত্যুপকার করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে বাসনা করি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাসুর! তোমার কথাতেই আমার যথেষ্ট প্রত্যুপকার সাধিত হইয়াছে; তোমার কল্যাণ হউক্; এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর; তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিও, আমরাও তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিলাম। ময় কহিল, হে বিভো! ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের অনুরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! আমার একান্ত বাসনা যে প্রীতমনে আপনার কোন প্রত্যুপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা এবং নির্ম্মাণ বিষয়ে একান্ত দক্ষ; কেবল আপনার অপরিমেয় গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইয়া এরূপ প্রার্থনা করিতেছি জানিবেন। অর্জ্জুন

কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমার প্রত্যুপকারের বাসনা করিতেছ, তজ্জন্য আমি তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইয়া লইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু তোমার প্রার্থনা যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিলষিত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম সমাধা কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইল। অর্জ্জুনের এই বাক্যে ময় কৃষ্ণসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাসুদেব কিঞ্চিৎ কাল স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি আমার একান্ত প্রিয় কামনা কর, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত এমন এক সভা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হও, যেন মানবগণ তন্মধ্যে সমাসীন হইয়া সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন দেব দানব ও মানবদিগের সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশিত থাকে।

কৃষ্ণের অনুজ্ঞালাভে মহাসুর ময় অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম রমণীয় সুদৃশ্য সভার নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইল। অনন্তর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সবিশেষ সমস্ত তাঁহার গোচর করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ময়ের যথোচিত সৎকার ও সংবর্দ্ধনা করিলেন। ময়ও বিশেষ আগ্রহ সহকারে তদীয় পূজা গ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পাণ্ডবগণসমীপে দানবদিগের বিচিত্র চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইল। পরে মহাত্মা কৃষ্ণের ও পাণ্ডুনন্দনদিগের অভিপ্রায়ানুসারে শুভ দিনে ময়াসুর কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পায়সে ও বিবিধ ধনে শতসহস্র দ্বিজবরকে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বর্ত্তুসুখা, দিব্যরূপা, মনোরমা সভাস্থলীর এক এক সীমা পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব, পরমাপ্যায়িত পাণ্ডবগণের স্নেহে ও ভক্তিসম্পৃক্ত পূজায় পরম প্রীত হইয়া কিয়ৎকাল সুখে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া পরে পিতৃদর্শন-লালসে চলচিত্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া পরে স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর চরণ-বন্দন করিলেন। ভোজরাজদুহিতা কুন্তী শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর মধুরভাষিণী ভগিনী সুভদ্রার সকাশে উপস্থিত হইয়া, বাষ্পাকুললোচনে তথ্য, হিতকর, অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। প্রিয়ভাষিণী সুভদ্রাও পিতৃমাতৃস্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্যসকল কহিয়া দিয়া তাঁহাকে পূজা ও বার-ম্বার অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশের ভূষণস্বরূপ কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি বন্দনা করিলেন। পরে দ্রৌপদীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত একত্রিত হইয়া তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্ট-য়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চ পাণ্ডবে পরিবৃত হইয়া অমরগণে পরিবেষ্টিত দেবেন্দ্রের ন্যায় সুমহতী শ্রী প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর যাত্রাকালোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানমানসে স্নানান্তে পূত ও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া স্বনগরগমনাভিলাষে বাহ্য কক্ষে উপস্থিত হইলেন। আশীর্ব্বাদক ভূদেবগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও

অক্ষতপ্রভৃতি যাবতীয় মঙ্গলজনক দ্রব্য সামগ্রী হস্তে করিয়া উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব ধনদানান্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া গদা, চক্র, অসি ও ধনুঃপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ গরুড়-ধ্বজ, সমলঙ্কৃত আশুগামী কাঞ্চনময় স্যন্দনে আরোহণ করিয়া গমনে উদ্যত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরবশ হইয়া সেই রথে আরোহণ করিয়া সারথিশ্রেষ্ঠ দারুকেরে স্থানান্তরে বসিতে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং অশ্বের বল্গা গ্রহণ-পূর্ব্বক সারথির কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহুবল-শালী অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শুভ্র চামর ধারণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণে সমবেত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রিপুদলবলহারী বসুদেবাত্মজ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যানুগত গুরুর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ়ালিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা ও নমস্কার এবং যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে যুগপৎ সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব অভিবাদন করি-লেন। অৰ্দ্ধ যোজন পথ অতিক্রান্ত হইলে শত্রুঘাতী কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

পদপতিত পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সস্নেহে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভ-বনগমনের অনুমতি দান করিলেন। তখন ভগবান্ বাসু-দেব পাণ্ডবদিগের সহিত নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতী গমনো-

মুখ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দ্বারকাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর রথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেম। ক্রমে রথ অদৃশ্য হইল। তখন পাণ্ডবেরা কি করেন, কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া অতিকষ্টে স্বনগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণও সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত গরুড়বৎ বেগগামী হইয়া সত্বরে দ্বারকাপুরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, সহোদর ও বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে ভ্রাতা ও সমস্ত বন্ধুবান্ধবদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণও হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বারকা পুরে প্রবেশ করিলে উগ্রসেনাদি যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণ তাঁহার পূজা করিলেন। কৃষ্ণ, বৃদ্ধ পিতা বসুদেব, যশস্বিনী মাতা দেবকী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবকে অভিবাদন করিয়া প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ, ভানু প্রভৃতি পুত্রদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতিক্রমে রুক্মিণীভবনে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ময়দানব অর্জ্জুনকে প্রস্থানোচিত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহাভাগ! আমি পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি, এক্ষণে অনুমতি করুন বিদায় হই। পূর্ব্বকালে কৈলাসাচলের উত্তরাংশে মৈনাকপর্ব্বতসন্নিধানে দানবগণ যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথায় আমি বিন্দুসরোবরসমীপে বিচিত্র পরম রমণীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছিলাম; তৎকালে

লইয়া যাইতে পারিত। ময় সভাস্থলে চিত্তচমৎকারী, স্বচ্ছবারিবিরাজিত, একটী সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ সরোবর মণিময়মৃণালশালী বৈদূর্য্যময়পত্রযুত শত শত শতদলে ও কাঞ্চনময় কহ্লারে বিরাজিত এবং জলচর বিহঙ্গমকুলে সুশোভিত হইয়াছিল। হিরণ্ময় মৎস্য ও কূর্ম্মে উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। সর্ব্বতঃ প্রসারিত, বিচিত্র, স্ফটিকময় সোপানপরম্পরা দর্শন করিলে দর্শনকারীদিগের নয়নমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। মুক্তাবিন্দুসমাচিত নিষ্পঙ্ক অনাবিল সলিলে সরোবর অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছিল। মণিময় পরিসরবেদিকা সন্নিধাপিত থাকায় তাহার কি অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব শোভাই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, বক, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে নিরন্তর বিচরণ করত জনগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। মুক্তাজাল ও বিবিধ রত্নরাজিতে বিরাজিত থাকায় কত শত রাজা ও রাজপুত্র উহার সন্নিহিত হইয়াও উহাকে সরোবর বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সরোবরের মধ্য ভাগ দিয়া গমন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সুস্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, শীতলচ্ছায়াশালী, নানাবিধমনোহরফলফুলশোভিত বৃক্ষরাজিতে ও মুকুলপল্লববিভূষিত বহুলতাসন্ততিতে ঐ সভার চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ হইয়াছিল। গন্ধবহ স্থলজলজাত নানাবিধ কুসুমসমূহ হইতে সুরভি গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারে জনগণের ও পাণ্ডবদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে এই অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর পরম রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উহার সমাপ্তিসংবাদ নিবেদন করিল।

সভাপর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নরাধিপতি যুধিষ্ঠির মধু-মিশ্রিত সঘৃত পায়সান্নে; সুস্বাদু ফলমূলে; শূকরহরিণাদি মৃগমাংসে; অযুতাযুত ব্রাহ্মণের সবিশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়া অখণ্ডবস্ত্রে ও সুরভি মাল্যে তাঁহাদিগের পূজাবিধি সমাধা হইলে, একৈক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদান করিয়া ময়-নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ করিলেন। সভামধ্যে গগনস্পর্শী পুণ্যাহ-ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্যবাদন ও নানা প্রকার গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও স্থাপনা করিলেন। মল্ল, ঝল্ল, নট, বৈতালিক ও সূতসকলে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের গুণগানে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবদেবীর পূজা সমাপনান্তে, ভ্রাতৃগণে সমবেত হইয়া সেই সভায় অমররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ-মান হইলেন। মহর্ষিগণ ও নানাদিগ্‌দেশাগত রাজগণ পাণ্ডব-দিগের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। আর অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরা, অর্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাল্‌ভ্য, স্থূলশিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তিত্তিরি, যাজ্ঞবল্‌ক্য, সপুত্র লোম-হর্ষণ, অপ্‌সুহোম্য, ধৌম্য, অণীমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামো-ষ্ণীশ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারা-শর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিলীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতূকর্ণ, শিখাবান্, আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জংঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিন্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, নাচিকেত, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, সুমহাতপা শাণ্ডিল্য, কুক্কুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ

কঠ এই সকল মহর্ষিগণ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধস্বভাব ঋষিগণ তথায় অতি পবিত্র কথা কীর্ত্তন করত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। অপিচ, শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ, দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ কমঠ, বজ্রধরসদৃশ প্রভাবশালী যবনজিৎ মহাবলপরাক্রান্ত কম্পন, জটাসুর, মদ্ররাজ, কুন্তী, কিরাতরাজ পুলিন্দ, পুণ্ড্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রক, পাণ্ড্য, উড্রাজ, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চানূর, দেবরাত, ভীমরথ, ভোজ, শ্রুতায়ুধ, কালাঙ্গ, জয়সেন, মাগধ, সুকর্ম্মা, চেকিতান, শত্রুমর্দ্দন পুরু, কেতুমান্, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবল শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনুপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিৎ, শিশুপাল, সপুত্র করুষাধিপতি, বৃষ্ণিবংশীয় দেবরূপী কুমারাগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শিনিপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, অঙ্কৃতি, বীর্য্যবান্ দ্যুমৎসেন, ধনুর্দ্ধর কৈকেয়বর্গ, যজ্ঞসেন, সৌমকি, কেতুমান্ বসুমান্, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজকুমারগণ মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সতীর্থ রৌক্মিণেয় শাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ, এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্যসমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও কিন্নরগণ তুম্বুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সংগীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষিগণের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা যেরূপ স্বর্গে অমরকুলকর্তৃক

আরাধিত হন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সেই সভামধ্যে সমাগত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সেইরূপ উপাসিত হইতে লাগিলেন।

সভাক্রিয়া পর্ব্ব সমাপ্ত।

লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! মহানুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই সভায় সমাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ ভুবন-তলে বিচরণ করিতে করিতে পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিগণসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হই-লেন। তিনি সমগ্র বেদ, উপনিষদ্, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণাদি সমস্ত শাস্ত্রেরই পারদর্শী। ইতিহাস ও পুরাণ তাঁহার সম্যক্ অভ্যস্ত ছিল। তিনি রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্মৃতিমান্ প্রগল্ভ ও প্রমাণনিষ্ঠ কবি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরা-কল্পবিশেষবিৎ উক্ত মুনিবর সন্ধিপ্রমুখ ষড়্গুণের অদ্বিতীয় প্রয়োক্তা ছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও ন্যায়-বান্ ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে কি রূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্য্যোপদেশ করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি তিনিই যথার্থ অবগত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় যুদ্ধকুশল ও সংগীতবিশারদ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতি অপে-ক্ষাও সদ্বক্তা ছিলেন ও বাক্যের যথার্থ দোষ গুণ বিচার করিতে পারিতেন। উহাঁকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, বর্গচতু-ষ্টয়ের মূর্ত্তিমান্ অবতার বলিলেই হয়। সমাধিবলে তাঁহার

সমস্ত জগৎ করতলস্থ বস্তুর ন্যায় প্রকাশমান হইত। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালবেদী ছিলেন।

মুনিবর সভামণ্ডপে অধ্যাসীন পাণ্ডবগণকে দৃষ্টিগোচর করিয়া পরমাহ্লাদ অনুভব করিলেন এবং যথাবিধি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পূজা ও সৎকার করিলেন। অনুজগণপরিবৃত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতিবিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া আসনপরিগ্রহে চরিতার্থতা বিধান করিতে বলিলেন এবং গো, কাঞ্চন ও মধুপর্কসহকারে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ঈদৃশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা দর্শনে মহর্ষি পরম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসাচ্ছলে ধর্ম্মরাজকে ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন; হে মহারাজ! অর্থচিন্তা ত আপনার ধর্ম্মচিন্তাকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই? সুখানুভবে ব্যাসক্ত হইয়া পবিত্র মনকে ত কলুষিত করেন নাই? ভবদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ত ত্রিব[illegible]া করিতেছেন? অর্থলোভ ত আপনার ধর্ম্মার্জ্জনের পথের প্রতিরোধক হয় নাই? অথবা ঐকান্তিক ধর্ম্মচিন্তা ত আপনার অর্থাগমের প্রতিবন্ধকতা করে নাই? একান্ত কামরসাস্বাদনে লোলুপ হইয়া ত ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনে বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই? যথাসময়ে ত পরস্পর সকলেরই যথাবিধি সেবা করা হইয়া থাকে? সপ্ত উপায়, গুণ ষট্‌ক ও স্বপরপক্ষ বলাবল ত সম্যক্ পর্য্যালোচিত হয়? কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে? আপনার সপ্ত প্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে? তাহারা ত সকলেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন? তাহাদের ত প্রভুভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস

হয় নাই? তাহারা ত কেহই ব্যসনে লিপ্ত নহে? কপট-দূতগণ ত নির্ভয়ে উপস্থিত হইয়া আপনার বা ভবদীয় মন্ত্রীগণের গুপ্ত মন্ত্রণা ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই? কে শক্র, কে মিত্র ও কেই বা যথার্থ উদাসীন, আলাপ মাত্রেই ত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? আবশ্যকমতে ত সন্ধিস্থাপন ও যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করা হয়? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মসদৃশ বৃদ্ধ, পবিত্র-স্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সদ্বংশজাত, অনুগত ব্যক্তিগণ ত মন্ত্রী-পদে অভিষিক্ত আছে? যেহেতু মন্ত্রণাই জয়লাভের একমাত্র কারণ। অতএব আপনি ত মন্ত্র-কুশল শাস্ত্র-বিদ্যাবিশারদ অমাত্যগণ নিযুক্ত করিয়াছেন? বিপক্ষেরা ত আপনার কোন প্রকার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হয় নাই? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন? পরার্দ্ধ রাত্রিতে ত অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন? মন্ত্রণাকালে ত একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত থাকেন না? স্থিরীকৃত মন্ত্রণা ত জানপদদিগের নিকট অপ্রকাশিত থাকে? স্বল্পায়াস সাধ্য-ক্রিয়াগুলিন ত শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া থাকেন? কৃষীবলেরা ত আপনার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভক্তির সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে? তাহারাত কখন আপ-নার অনিষ্ট চেষ্টা পায় নাই? কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি-বার পূর্ব্বে ত পরীক্ষার জন্য বিশেষ নিপুণ, ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রকো-বিৎ পণ্ডিতগণ নিয়োজিত করিয়া থাকেন? কুমারগণকে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ করিবার নিমিত্ত ত উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়? সহস্র সহস্র মূর্খ-বিনিময়ে একজন মাত্র পণ্ডিত পাইয়া ত সন্তোষ লাভ করেন? কারণ, উপস্থিত আপদ্ বিপদ্ প্রতীকার নিমিত্ত পণ্ডিত লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। দুর্গসমূহ ত পানীয় ও আহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সমুদায়ে পরিপূর্ণ আছে এবং তাহাতে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের ত কিছু মাত্র অস-

ভাব উপস্থিত নাই? দুর্গের প্রহরীগণ ত সর্ব্বদাই সতর্কতা পূর্ব্বক দুর্গের ও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে? শান্ত দান্ত বুদ্ধিমান্ ও অতি বিচক্ষণ একজনও অমাত্য থাকিলে রাজা এবং রাজপুত্রের রাজ্যলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী করিয়া তুলে। মহারাজ গূঢ়চরদ্বারা বিপক্ষ চরের গতিবিধি ত অবগত হইয়া থাকেন? স্থিরচেতা হইয়া বিপক্ষদলের অজ্ঞাতসারে তাহা-দিগের কার্য্যসকল ত অবলোকন করিয়া থাকেন? আপনার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ ত বিনয়ী, অসূয়াশূন্য, সদ্বংশজাত ও সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বিত বটে? আপনার হোমকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ত বেদবিধিজ্ঞ সরলান্তঃকরণ ও কার্য্যদক্ষ বটে? যাঁহাকে দৈবজ্ঞ বলিয়া শুভাশুভ গণনার্থ নিযুক্ত করি-য়াছেন, তিনি ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে নিপুণ? কার্য্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ত প্রধানের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম ও নিকৃষ্টের প্রতি নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন? পূর্ব্বপুরুষাগত অতিনির্ম্মলস্বভাব বৃদ্ধ সচিবদিগকে ত রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত করিয়াছেন? অতি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া প্রকৃতিমণ্ড-লকে ত উদ্বেজিত করেন নাই? পতিত ব্যক্তিকে যাজকেরা এবং কামাতুর উগ্রস্বভাব স্বামীকে মহিলাগণ যেরূপ হেয় জ্ঞান করে, আপনার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রীগণ ত আপনাকে সেরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকে না? যাহাদিগকে সৈন্যাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা ত প্রখ্যাতবংশসম্ভূত, শৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালী কার্য্যদক্ষ ও প্রভুপরায়ণ বটে? যাহারা সর্ব্ব-প্রকার যুদ্ধে বিলক্ষণ দক্ষ, সচ্চরিত্র, সাহসী ও বলবান্ তাহা-দিগকে ত যথোচিত পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং যথা-সময়ে তাহারা ত আপনাপন বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কারণ, তাহা না হইলে তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিদ্রোহাদি বিশেষ বিশৃঙ্খলা

ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সদ্বংশজাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণ ত আপনার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন? কেমন, সময়ে সময়ে তাঁহারা ত আপনার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণপর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত? যথেচ্ছাচারী শাসনানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ত যাবতীয় যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করা হয় নাই? যদি কখন কোন ব্যক্তি আপন শক্তি ও ক্ষমতানুসারে আপনার কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে ত তৎক্ষণাৎ সম্যক্ রূপ পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়? জ্ঞানী কৃতবিদ্য নম্রস্বভাব গুণীগণের ত গুণের যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া থাকেন? মহারাজ! যাঁহারা কেবল আপনার মঙ্গল সাধনের জন্য অকালে কালের করাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার-বর্গ ত ভরণপোষণের জন্য কখন কোন প্রকার কষ্ট পায় নাই? যদি শত্রু-পক্ষীয়েরা হীনবল বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ত অপত্য-নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন? হে ভরতর্ষভ! বিপক্ষকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্র, কোষ, ও ভৃত্য ত্রিবিধ বল লইয়া তাহাকে ত আক্রমণ করিয়া থাকেন? পিতা মাতার যেমন সকল সন্তানের প্রতি সমান দয়া থাকে, আপনি ত সেই রূপ সমুদ্রমেখলা সমগ্রা পৃথিবীকে সম-দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয় লাভ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে অগ্রিম দানপূর্ব্বক যথাসময়ে ত যুদ্ধ যাত্রায় নির্গত হন? পরস্পরের ভেদসাধন করণাভিপ্রায়ে বিপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গকে ত যথাসম্ভব অর্থ দান করিয়া থাকেন? স্বয়ং ইন্দ্রিয়গণ সম্যক্ বশীকৃত করিয়া ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র রাজগণকে ত আক্রমণ ও করপ্রদ করিয়াছেন? যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ত সাম দানবিধি ভেদ ও দণ্ডের যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন?

নিজাধিকৃত প্রদেশসকল সুদৃঢ়-রূপে রক্ষিত করিয়া ত বিপক্ষ-রাজ্য জয় করিতে বহির্গত হন? বিপক্ষরাজগণকে সম্যক্ পরাজয় করিয়া ত পরে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন? প্রধান সৈনিক পুরুষকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অষ্টাঙ্গযুক্ত চতুরঙ্গিণী সেনা ত শত্রু-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? বিপক্ষরাজ্যের শস্যচ্ছেদন ও সংগ্রহ কাল উপেক্ষা না করিয়া ত শত্রুনিপাতনে প্রবৃত্ত হন? অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ত্বদধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্যক্ রূপে সম্পাদন করিয়া থাকে? তাহারা ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ করিয়া দেয় না? ভবদীয় ভক্ষ্যভোজ, গাত্র-মার্জ্জন বস্ত্র ও গন্ধ দ্রব্য সকল রক্ষা করিবার জন্য যে সকল ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা ত সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ও বিশ্বাস-ভাজন? কর্ম্মচারীগণ ত ধ্যান্যাগার, বাহন, দ্বার, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাগম প্রভৃতির সম্যক্ তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে? হে মহারাজ! আপনিত আভ্যন্তরিক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে বাহ্যজনগণকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন? আয়ের চতুর্থ ভাগ, অর্দ্ধ ভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজ ব্যয় ত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক্, শিল্পী, আশ্রিত, দীন, দরিদ্র ও অনাথদিগকে ত ধন ধান্য দান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয় ও ব্যয়ের নিরূপণকারী গণক ও লেখকগণ পূর্ব্বাহ্নেই ত সবিশেষ বিবরণ আপনার গোচর করিয়া থাকে? বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত শুভাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারীগণ ত বিনাপরাধে আপনার নিকট হইতে কর্ম্মচ্যুত হয় না? অধিকৃত-বর্গের গুণ দোষ বিচার করিয়া ত তাহাদিগেকে নি[illegible]ক্ত করা হয়? অর্থলোলুপ, তস্কর, শত্রু বা অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তিগণ ত আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই? দস্যু, অর্থগৃধ্ন উদ্ধত নারীগণ বা কুমারবৃন্দ অথবা আপনি স্বয়ং ত

রাষ্ট্রপীড়া উৎপাদন করেন না? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে ত কৃষকদিগের কৃষি কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত আবশ্যকীয় জলাশয়, কূপ বা কৃত্রিম সরিদাদি খনন করিয়া থাকেন? অনাবৃষ্টি জন্য প্রজাগণের ত কোন বিশেষ ক্ষতি উপস্থিত হয় না? প্রজাদিগের প্রয়োজন মতে স্বল্প বৃদ্ধি নিরূপণ করিয়া ঋণদানে তাহাদিগকে ত অনুগৃহীত করিয়া থাকেন? আপনার বার্ত্তা-সকল ত প্রকৃত সাধু লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? জনপদবাসী প্রকৃত বীর পুরুষেরা ত মহারাজের মঙ্গলচিন্তায় একান্ত নিরত আছে? নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লীত পল্লীগ্রামের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন? আপনার নগরাদি ত সম্যক্ বশীভূত আছে? তস্করেরা ত ত্বদীয় বিষয়মধ্যে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের কোন অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হয় না? প্রমদাগণের ত সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকট কোন গুহ্য বিষয় প্রকাশ করেন না? কোন অশুভ ঘটনায় খিন্নচিত্তে অন্তঃপুরে গমন করিয়া ত মহিলাগণের বদন দর্শনে ও স্রক্চন্দনাদি বিষয়ের অনুভবসুখে ত নিমগ্ন হয়েন না? রজনীর পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পরার্দ্ধে ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! প্রবোধিত হইয়া ত যথোচিত বেশভূষায় ভূষিত হয়েন এবং দেশকালজ্ঞ সচিব সমভিব্যাহারে দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন দিয়া তাহাদের সন্তোষ সম্পাদন করেন? আপনার শরীররক্ষক পুরুষেরা ত সশস্ত্র হইয়া আপনার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে? যমের ন্যায় ত দোষীর দণ্ড ও গুণীর পুরস্কার করিয়া থাকেন? প্রিয়াপ্রিয় পরীক্ষায় ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই? কায়িক পীড়া উপস্থিত হইলে ত তাহার শান্তির নিমিত্ত নিয়মানুসারী হইয়া চিকিৎসকের উপদেশ মতে ঔষ-

ধাদি সেবন করিয়া থাকেন? মানসিক পীড়ার সময়ে ত বৃদ্ধ-দিগের সহিত কথাবার্ত্তায় কাল হরণ করিয়া তাহার শান্তি বিধান করেন? আপনার চিকিৎসকগণ ত আপনার সুহৃদ্ ও অনুগত বটেন? তাঁহারা ত চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন? কিসে আপনি কায়িক ও মানসিক সুস্থ থাকেন, তাঁহাদের সেই চিন্তাই ত নিরন্তর বলবতী রহি-য়াছে? অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের কার্য্য দর্শনকালে আপনি ত লোভমোহাদি রিপুগণের বশীভূত হয়েন না? অরিগণ ত প্রভূত অর্থ দানে নগরবাসী ও জনপদবাসী প্রকৃতিমণ্ডলকে কলুষিত করিয়া আপনার সহিত বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার সুযোগ করে নাই? অরাতিকুল হীনবল হইলে ত তাহা-দিগকে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত করেন না? মন্ত্রবলেও ত প্রবল শত্রুকে সমধিক যন্ত্রণা দিতেছেন না? বলপ্রয়োগে বা মন্ত্রনিয়োগে কাহার ত একবারে সর্ব্বনাশ করিয়া তুলেন না? প্রধান প্রধান রাজারা আপনার গুণে বশীভূত হইয়া ত প্রাণপণে আপনার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন? আপনি ত গুণগ্রাহী হইয়া ব্রাহ্মণ ও সজ্জনগণের যথোচিত সেবা করিয়া থাকেন? কারণ, তাঁহাদের সেবাই নিখিল মঙ্গলের হেতু ও মোক্ষফলের প্রসূ হইয়া থাকে। হে মহা-রাজ! ত্রয়ীমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হেতু আপনি ত পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন? চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সুরস অন্ন পানে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি জন্মা-ইয়া ত তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া থাকেন? বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইতে ত আপনার ঐকা-ন্তিক ইচ্ছা আছে? শুভ-ফল-প্রদ দেব, দ্বিজ, তপোধন, গুরুজন, বৃদ্ধ, জ্ঞাতিগণ এবং চৈত্যতরু দৃষ্টিমাত্রে সকলকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? ক্রোধ ও বিষয়াসক্তি আপনাকে ত নিতান্ত অভিভূত করিয়া তুলে নাই? আপনার পার্শ্বস্থ

ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই ত মঙ্গলময় বস্তুসকল হস্তে করিয়া অবস্থিতি করে? হে মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত আমার প্রশ্নের অনুসারী হইয়া চলিতেছে? কারণ, এরূপ হইলে উভয়ই আয়ুষ্য, যশস্য ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ত্রিবর্গেরই প্রসূ হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত নিয়মানুসারে চলিয়া কার্য্য করিলে রাজ্যমধ্যে কখন কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং রাজাও অক্লেশে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সুখে ও নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে পারেন। হে রাজন্! কপটচারী, লোভী, ভবদধিকৃত ব্যক্তি হইতে চৌর্য্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া সৎকারার্হ ভদ্রস্বভাব কোন ব্যক্তি ত কখন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই? যে সকল দুষ্ট, অনিষ্টকারী, অসৎস্বভাবসম্পন্ন লোক, অকৃতাপরাধী, পবিত্রস্বভাব, ভদ্রসন্তানদিগকে এইরূপ বিপজ্জালে নিপাতিত করে, তাহারাইত আবার প্রকৃত তস্করদিগকে হৃত বস্তুর সহিত ধৃত করিয়া ধনলোভে সেই সকল ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় নাই? হে ভরতকুলতিলক! আপনার অমাত্যেরা ত উৎকোচে বশীভূত হইয়া ধনী ও দরিদ্র মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে যথাকে অযথা বলিয়া ব্যাখ্যা করে নাই? নাস্তিকতা, মিথ্যা, অধর্ম্ম, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, অনভিজ্ঞতা, আলস্য, চিত্তচাঞ্চল্য, একাকী বিষয়-কার্য্য-চিন্তা, মূর্খের সহিত মন্ত্রণা, অধ্যবসিত কার্য্যে উপেক্ষা, মন্ত্ররক্ষায় ও গৃহস্থ মাঙ্গল্য কর্ম্মে হতাদর এবং অবিমৃষ্যকারীতা, রাজপরিহার্য্য এই চতুর্দ্দশ দোষ ত আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন? বদ্ধমূল হইলেও রাজারা এই সকল দোষে প্রায়ই রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! আপনিত বেদাধ্যয়ন, অর্থ, বনিতা ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমস্তের যথোপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে বেদাধ্যয়নাদির ফললাভের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইলে

ফল লাভ হইল বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে, আমি তাহা সম্যক্ অবগত নহি। অনুগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে যার পর নাই চরিতার্থ হই। নারদ কহিলেন, মহারাজ! অগ্নি-হোত্র বেদাধ্যয়নের ফল, দান ও ভোজন অর্থোপার্জ্জনের ফল, রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎপাদন দারপরিগ্রহের ফল এবং সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার বিদ্যাশিক্ষার ফল বলিয়া পরি-গণিত হইয়া থাকে।

মহাতপা মুনি বেদাধ্যয়নাদির ফল এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মরাজকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! লাভা-কাঙ্ক্ষী দূরদেশাগত বাণিজ্যোপজীবী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আপনার নিযুক্ত শুল্কসংগ্রহকারী পুরুষেরা ত যথা-নিয়মে শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত আপনার রাষ্ট্রমধ্যে প্রতারিত না হইয়া সুখসচ্ছন্দ সহকারে অবস্থিতি পূর্ব্বক পণ্য দ্রব্যের সমুচিত বিনিয়োগে সমর্থ হয়? আপনি ত ধর্ম্মার্থপ্রদর্শক বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীগণের ধর্ম্মার্থগর্ভ বচনপরম্পরা অবহিত হইয়া শ্রবণ করেন? কৃষি আর গো, পুষ্প, ফল ও ধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্ত অকাতরে ঘৃত মধু দান করিয়া ত দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন? উপকরণ সামগ্রীর সম্পাদকশিল্পীগণ ত আলস্যে বৃথা সময় অতিবাহন করিবার অবকাশ পায় না? হে মহারাজ! কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইলে আপনি ত অচিরে তাহা বিস্মৃত হন নাই? রাষ্ট্রবাসী সৎকর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা ত সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া থাকেন? তাঁহাদিগকে সাধুশ্রেণী-ভুক্ত করিয়া ত যথোচিত সংবর্দ্ধনা করেন? হস্ত্যশ্বরথাদির শুভাশুভ লক্ষণসকল ত সম্যক্ অবগত হইয়াছেন? স্বীয় সৌধে বসিয়া ত ধনুর্ব্বেদের লক্ষণসকল এবং নাগর যন্ত্র সূত্র অভি-নিবেশ পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া থাকেন? হে নৃপেন্দ্র! অরি-ন্দম অস্ত্র শস্ত্র সকল ব্রহ্মদণ্ড ও বিষযোগ ত আপনি বিশেষ

বিদিত আছেন? অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়া ত অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও ক্ষোভ হইতে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতেছেন? বৃদ্ধ, অন্ধ, কাণ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টী অনর্থ ত একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহাত্মা কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, দেবর্ষি নারদের মুখ হইতে বিনির্গত উপদেশগর্ভ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে দেবর্ষে! আপনি প্রশ্নচ্ছলে আমাকে যাহা যাহা উপদেশ করিলেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য, অদ্যাবধি আমি বিশেষ যত্নবান্ হইয়া তৎসমস্ত প্রতিপালন করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি বিলক্ষণ স্ফুরিত হইয়া উঠিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতে কোন অংশে ত্রুটি করেন নাই। তাহার ফলে অবিলম্বে সসাগরা ধরামণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন। নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! যিনি এইরূপ চতুর্ব্বর্গরক্ষায় তৎপর থাকেন, তিনি ইহলোকে পরমানন্দে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি নারদের কথাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যথোচিত সম্মান প্রয়োগ পূর্ব্বক তদীয় বাক্যের উত্তর স্বরূপে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি

ভবদাদিষ্ট ধর্ম্মমূল উপদেশানুসারে যথাশক্তি চলিয়া থাকি, ন্যায়ানুগত ও অর্থসংগত কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে পূর্ব্বাচরিত ভূপালগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু অনিয়তাত্মা প্রযুক্ত সকল কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হই নাই।

মহর্ষি নারদ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, যুধিষ্ঠির সভামধ্যে তাঁহার পুনর্ব্বার সৎকার করিয়া যোগ্যাবসরে কহিলেন, ভগবন্! আপনি অপ্রতিহতগতি, বিধাতাবিনির্ম্মিত অনেকানেক লোক দর্শন ও পর্য্যটন করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদিগের এই অপূর্ব্ব সভার সদৃশ বা ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কোথায় কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না? যদি দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার সবিশেষ বর্ণন দ্বারা আমাদিগকে চরিতার্থ করুন্। যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে মহর্ষি নারদ স্মিতবদনে ও মধুর বচনে কহিলেন, হে মহীপালশ্রেষ্ঠ! যাহা আপনার এই মণিময়ী সভার সদৃশী হইতে পারে, মনুষ্যলোকে এমন কোন সভাই শ্রবণ বা অবলোকন করি নাই। এক্ষণে তোমার শ্রবণ-বাসনা যদি বলবতী হইয়া থাকে, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসবাসী যক্ষরাজ কুবেরের সভা বর্ণন করিতেছি। দিব্যাভিপ্রায়শোভিনী বিশ্বরূপিণী সর্ব্বক্লমাপহারিণী ভগবান্ ব্রহ্মার যে সভা দিব্যধামে বিরাজমান আছে, আমি সম্প্রতি তাহাই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। হে ভরতর্ষভ! এই সভা, দেবগণ, পিতৃগণ, সাধ্যসমূহ ও সংযতাত্মা প্রশান্তচিত্ত বেদযজ্ঞপরায়ণ মুনিগণে পরিসেবিত হইয়া থাকে। নারদের কথা শ্রবণে মহামনা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সেই সমস্ত সভার বিস্তার ও দীর্ঘতার পরিমাণ কত? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের, স্ব স্ব

সভায় আসীন হইলে কে কে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কুতূহল নিবারণ করুন্। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থ নায় ও আগ্রহাতি ম নারদ পরম প্রীত হইয়া কহি-লেন, হে মহারাজ! ক্রম ন্বয় সমস্তই বিশেষ করিয়া র্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্রের সভা অতিশয় দীপ্তিমতী; তিনি স্বকৃত পুণ্যফলে ঈদৃশী দিব্য সভা লাভ করিয়াছেন। অর্কসদৃশপ্রভাশালিনী এই সভা দেবরাজ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন * জরাশোকক্লমাপহারিণী, শঙ্কা-বারিণী, শান্তিদা, মঙ্গলপ্রসূ, মহার্হ সনসংযুতা, উন্নতবেশ্ম-শোভিনী, দিব্যপাদপরাজিতা, মনোরমা, গগনচারিণী, কাম-গামিনী এই সভা দীর্ঘে সার্দ্ধশতযোজন, প্রস্থে শতযোজন ও ঊর্দ্ধে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণা। শূন্যমার্গে অবস্থিত এই

* এই স্থলে ৺ সিংহ মহোদয় কৃত অনুবাদ পাঠে পাঠকগণের এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, বিশ্বকর্ম্মাই ইন্দ্রসভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক মূলে বিশ্বকর্ম্মার নামোল্লেখও নাই। পাঠক-গণের বিশ্বাস জন্য মূলের কবিতাটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। যথা।—

"শক্রস্য তু সভা দিব্যা ভাস্বরা কর্ম্মভির্জ্জিতা।
স্বয়ং শক্রেণ কৌরব্য নির্ম্মিতার্কসমপ্রভা" ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব ২৮৩ শ্লোক।

সভায় জরা, শঙ্কা, শোক ও দুঃখের লেশমাত্রও নাই। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট গৃহশ্রেণী, রত্নময় নানা আসন ও দিব্য তরু-লতা-সন্ততিতে উহা বিরাজমান রহিয়াছে। সভামধ্যে দেব-রাজ ইন্দ্র স্বীয় সহধর্ম্মিণী শচী দেবী সমভিব্যাহারে একাসনে উপবেশন করেন। শচীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও দিব্য কান্তিতে সভার শোভা আরও মনোহারিণী হইয়াছে। যশস্বী অমররাজ দিব্যকিরীট দিব্যাম্বর লোহিতাঙ্গদ ও চিত্রমাল্যে সুশোভিত হইয়া সভার অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদিত করেন। গৃহ-বাসী যাবতীয় দেবগণ; দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কারশোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, সুবর্ণসদৃশবর্ণশালী সুবর্ণমালাঙ্কৃত ওজস্বী মরুত্বদ্গণ, অন্যান্য দেবগণ, অমল, অপাপ, তেজস্বী, অনল-প্রভ, শোকজ্বরপরিশূন্য দেবর্ষিগণ ইহাঁরা সকলে স্ব স্ব অনু-চরবর্গসমভিব্যাহারে প্রতিদিন এই সভায় আসিয়া দেব-রাজের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষি পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরা, ক্রোধন দুর্ব্বাসা, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, সাবর্ণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান্, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদর-শাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও তুম্বুরু এবং যোনিজ ও অযোনিজগণ, বায়ুভক্ষসকল ও হুতাশী সমুদয় ত্রিলোকীনাথ পুরন্দরের উপাসনা করিয়া থাকেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বাল্মীকি, সত্যবাক্ শমীক, সত্য-প্রতিজ্ঞ প্রচেতা, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপা স্থাণু, কাক্ষীবান্, গৌতম, তার্ক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বানর, কালকবৃক্ষীয়, অশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সম্বর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান্ বিশ্বক্সেন, দিব্য আপসমুদয়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বিদ্যুৎসমুদয়, বারিবাহগণ, বায়ুগণ, স্তনয়িত্নুগণ, পূর্ব্বদিক্, যজ্ঞনির্ব্বাহক সপ্তবিংশতি পাব-

রুগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ইন্দ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গুরু, শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমন, তরুণ, যজ্ঞ সকল, দক্ষিণা সকল, গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ, যজ্ঞবাহ মন্ত্রগণ, এই সভায় সমুপস্থিত হয়েন। অপ্সরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গলস্তুতি পাঠ, ও বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা বলবৃত্রনিসূদন ইন্দ্রের সততই চিত্ততোষ বিধান করিয়া থাকে। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হুতাশনসম জাজ্বল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্য মাল্য ও দিব্য বেশ ধারণ পূর্ব্বক চন্দ্রনিভ মনোরম বিমানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ সভায় গমনাগমন করিয়া থাকেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্র তথায় বিরাজমান হয়েন। সুধাকরের ন্যায় স্নিগ্ধকান্তি, চতুর্ম্মুখের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তিগণ, অন্যান্য মহাত্মাগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল, নিয়তই তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! আমি নলিনরাজিবিরাজিত এই ইন্দ্রসভা কতবারই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্ত হইয়া শ্রবণে প্রবৃত্ত হউন্।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে নরনাথ! বৈবস্বত যমের নিমিত্ত যে সভা নির্ম্মিত হইয়াছে, সম্প্রতি আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রসভার ন্যায় এই সভাও শোভাময়ী ও কামগামিনী। ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে শত যোজন অপেক্ষাও অধিক হইবেক। ইহা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী হইয়াও নাতিশীতোষ্ণ পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। এই সভাতেও

জরা, শোক, ক্ষুৎ, পিপাসা, অপ্রিয়, দৈন্য, ক্লান্তি ও প্রতি-কুলতাপ্রভৃতি কিছুমাত্রই দৃষ্ট হয় নাই। কি দেবতাভিলষিত, কি মানববাঞ্ছিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য সামগ্রীই ইহাতে বর্ত্ত-মান রহিয়াছে। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্যজাত যাবতীয় সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ফলমূল প্রচুর পরিমাণে এই সভায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পরন্তপ! বহুল পুষ্পমালার মনোহর সৌরভে ইহার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া থাকে! কল্পপাদ-পগণ ইহাতে যাবতীয় প্রাণিগণেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছে। সুমিষ্ট সৌগন্ধপরিপূরিত শীতল ও উষ্ণ বারি সভামধ্যে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে। পূতচিত্ত রাজর্ষি ও পবিত্র-স্বভাব ব্রহ্মর্ষিগণ হৃষ্টমনে তপনতনয় যমের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবা, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতর্দ্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহ-দ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, শাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদ-শ্বোর্ম্মি, কার্ত্তবীর্য্য, ভরত, সুরথ, সুনীথ, নিশঠ, নল, দিবো-দাস, সুমনা, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পৃথুবেগ, প্রথুশ্রবা, পৃষদশ্ব; বসুমনা, বলবান্ ক্ষুপ, বৃষদর্ভ, বৃষসেন, পুরুকুৎস, আর্ষ্টীসেন, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনর, পুণ্ডরীক, শর্য্যাতি, শরভ, শুচি, অঙ্গ, রিষ্ট, বেণ, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাস্নুরি, সুনীথ, নিষদ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, সুদ্যুম্ন, বলবান্ মধু, ঐল, বলবান্ রাজা মরুত্ত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, ব্যশ্ব, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, শশবিন্দু, দাশরথি রাম ও লক্ষ্মণ, প্রতর্দ্দন, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, যামদগ্ন্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, উপরিচর, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভীমজানু, গৌরপৃষ্ঠ, নল, গয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন,

পৃথুলাশ্ব, অষ্টক, মৎস্য বংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপতি, হয়বংশীয় শত ভূপাল, শত ধৃতরাষ্ট্র, অশীতি জনমেজয়, শত ব্রহ্মদত্ত, শত ঈরি, দ্বিশতাধিক ভীষ্ম, শত ভীম, শত প্রতিবিন্ধ, শত নাগ, শত হয়, শত পলাশ, কাশ কুশপ্রভৃতি শত শত, রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমাদের পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরথ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মন্ত্রিগণ সমবেত ধীমান্ রাজর্ষি বৃষদর্ভ, আর যাঁহারা ভূরিদক্ষিণ বহুসঙ্খ্যক মহা-ফল অশ্বমেধে দেবগণে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; সেই সহস্র সহস্র শশবিন্দু এই সমস্ত কীর্ত্তিশালী বহুল শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পবিত্র রাজর্ষিগণ ঐ সভায় বৈবস্বতের উপাসনায় সতত নিরত রহিয়াছেন।

মৃত্যু, অগস্ত্য, মাতঙ্গ, কাল, যাগশীলগণ, সিদ্ধগণ, যোগী-গণ, অগ্নিস্বাত্ত, ফেনপ, উষ্মপ স্বধাবান্ বর্হিষদ্ ও অন্যান্য শরীরধারী পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান্ অগ্নি, অবিদ্যা ও দক্ষিণায়নমৃত দুষ্কৃতকর্ম্মা মানবগণ, যমকিঙ্করগণ এবং শিংশপ পলাশ কাশ কুশ প্রভৃতি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া ঐ সভায় যমরাজের উপাসনায় নিযুক্ত দৃষ্ট হয়। হে নরনাথ! পিতৃ-পতির এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্যক সভাসদ্গণের নাম বা কর্ম্মসমুদয় নিরূপণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উক্ত কামগা-মিনী পরম রমণীয় সভা কোন ক্রমেই সংকীর্ণ নহে। এই সভায় কাহারও যাইবার বাধা নাই। বহুকাল তপস্যা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা উক্ত সভা নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই সভা স্বকীয় প্রভার প্রভাবে তেজস্বিনী ও কান্তিশালিনী হইয়াছে। কঠোরতপোনিরত শান্তস্বভাব সত্যবাদী ধৃতব্রত ভাস্বর-দেহধারী পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র সন্ন্যাসীগণ; বিচিত্র কেয়ূর বিচিত্র মাল্য ও সমুজ্জ্বল কুণ্ডলে বিভূষিত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরো-গণ, বিশদাম্বর পরিধান করিয়া উক্ত সভায় গমনাগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই বিবিধ পুণ্য কর্ম্মে ও পবিত্র পরি-

চ্ছদে সমলঙ্কৃত হইয়াছেন। মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ও বহুল অপ্স-রোগণ নৃত্য গীত হাস্যরসে ও বাদ্যাদিতে ঐ সভায় সকলেরই চিত্তে সন্তোষ জন্মাইয়া থাকে। সভুদ্ভূত সুরভি পবিত্র গন্ধ সর্ব্বদাই সভাস্থদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমোদিত করিতেছে। পুণ্যধ্বনি নিরন্তর কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিতেছে। ভূরি ভূরি মনোহারিণী মালা সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সভা-মধ্যে সহস্র সহস্র ধর্ম্মনিষ্ঠ দিব্যরূপধারী মনস্বীগণ মহাত্মা যমের উপাসনা করিতেছেন। হে মহারাজ! যমের এই পরম সমৃদ্ধিশালিনী সভা ত আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; এক্ষণে বিকচতামরসরাজিবিরাজিত জলেশ্বর বরুণের সভা কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন্!

নবম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অপরিসীমতেজঃশালিনী অত্যুচ্চশুভ্রপ্রাকারে পরিবেষ্টিতা উন্নত-তোরণরাজি-বিরাজিতা যমসভাসদৃশী বহুরত্নময়ী বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতা দিব্যা বারুণী সভা অগাধজলপুঞ্জোপরি ভাসমানা রহিয়াছে। সভার চতু-র্দ্দিক্ ফলপুষ্পভরাবনত হিরণ্ময় পাদপনিকরে, মলয়ানিলান্দোলিত কিসলয়মুকুলফলনিবহসুশোভিত লতাসন্ততিতে ও বিবিধ সৌগন্ধবিকাশী বহুল গুল্মসমূহে যেন উহাকে নীল পীত ধবল লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণবিচিত্রিত চন্দ্রাতপে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে। বিবিধবর্ণে বিভূষিত বিহগাবলী বিমানমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া শ্রবণসুখকর মধুর স্বর-সংযোগে কলরব করত সভাস্থ সকলেরই চিত্ততোষ বিধান করিতেছে। উক্ত সভায় প্রবেশমাত্রেই সকলেরই একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দসুখ অনুভূত হইয়া থাকে। এই সভা নাতিশীতোষ্ণ পরমরমণীয় ও সর্ব্বর্ত্তুসুখাবহ। বরুণপালিত

এই সভার অন্তর্গত যাবতীয় স্থান যথোপযুক্ত গৃহাদিতে বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত আসনে পরিশোভিত। দিব্য বসন ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া বরুণ নিজ সহধর্ম্মিণী বারুণী দেবীর সহিত একাসনে উক্ত সভামণ্ডপে সমাসীন হন। আদিত্যগণ দিব্য মালায় পরিবেষ্টিত, দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও দিব্য গন্ধে সুশোভিত হইয়া প্রত্যহ জলেশ্বর বরুণের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে মহীপাল! বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবণ, কৃষ্ট, লোহিত, পদ্ম, চিত্র, কম্বল, অশ্বতর, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, মনিমান্, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, পাণিমান্, কণ্ডুক, বলবান্ প্রহ্লাদ, মূষিকাদি, জনমেজয়, পতাকী, মণ্ডলী, ফণাধারী, নাগগণ ও অন্যান্য বহুল সর্পসমূহ সানন্দচিত্তে সভায় অবস্থিত হইয়া প্রতিদিন যথাবিধি বরুণের উপাসনা করিয়া থাকে। হে অবনীনাথ! বৈরোচন বলী, পৃথ্বীজেতা নরকরাজ, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালকঞ্জাদি দানবগণ, সুহনু, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুনামা, সমনিঃস্বন, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পীঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরা, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, দশাবর টিট্টিভ, বিটভূত, সংহ্রাদ ও ইন্দ্রতাপন প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ. দিব্যপরিচ্ছদধারী মাল্যবান্ কিরীটযুক্ত ও মনোহর কুণ্ডলাদি দিব্যালঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মপাশধারী উগ্রতেজা প্রচেতার উপাসনায় ব্যাপৃত। অপরিমেয়শৌর্য্যরাশিসমন্বিত ঐ সমস্ত দানবগণ সকলেই সিদ্ধতপা হইয়া অমর বর প্রাপ্ত হইয়াছে। হে রাজাধিরাজ! মহোদধি চতুষ্টয়, পুণ্যতোয়া গঙ্গা, কালিন্দী, বিদিশা, বেণ্বা, স্রোতস্বতী নর্ম্মদা, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা, শতদ্রু, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবনদী, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণ্বা, কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরণী, তৃতীয়া, জেষ্ঠিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্বতী, মহানদী, পর্ণাশা, সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়ী, লৌহিত্য মহানদ, লবন্তী, গোমতী,

সন্ধ্যা ও ত্রিস্রোতগা, লোকবিশ্রুত এই সমস্ত ও অন্যান্য সুতীর্থ সমুদয় এবং অপরাপর নদী, তীর্থ, প্রস্রবণ, সরোবর, কূপ, তড়াগ ও পল্বলসকল নিজ নিজ বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক মহাত্মা পাশপাণি জলেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত এবং পৃথ্বী, দিক্‌সমুদয়, ভূধরনিকর ও জলচর জন্তুগণ জলাধিপতি বরুণের উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। গীতবাদ্যনিপুণ যাবতীয় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নিরন্তর ঐ সভায় অবস্থান করিতেছে। বিবিধ-রত্নরাজিবিরাজিত প্রখ্যাতবংশ মহীধরেরাও উপস্থিত হইয়া সুমধুর কথাপ্রসঙ্গে ঐ সভায় অবস্থিতি করে। পুত্র-পৌত্রাদি পরিবারবৃন্দে মিলিত হইয়া বরুণমন্ত্রী সুনাভ গোনাম পুষ্কর-তীর্থের সহিত জলেশ্বরের সেবা করিতেছেন। হে ভরতর্ষভ! আমি ভ্রমণ করিতে করিতে এই সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া সকলকে বরুণের উপাসনা করিতে দেখিয়াছি। এক্ষণে কুবেরের সভার বিবরণ শ্রবণ করুন্।

দশম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, রাজন্! যক্ষরাজ কুবেরের সভা দীর্ঘে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণা। স্বকীয় তপস্যা-প্রভাবে কিন্নরেশ্বর উহা স্বয়ং লাভ করিয়াছেন্। কৈলাসাচল-শিখরসদৃশী এই সভার বিমলশুভ্রকান্তি, চন্দ্রকান্তি অপেক্ষাও অধিকতর শোভিনী ও লোচনানন্দদায়িনী। নিরন্তর গুহ্যক-গণ বহন করায় বোধ হয় যেন নভোমণ্ডলস্থ হইয়াই অতীব শোভমানা হইয়াছে। অভ্যন্তরস্থ উন্নত কাঞ্চনময় প্রাসাদ-শ্রেণী সভার শোভা অধিকতর উজ্জ্বল করিতেছে। স্বর্গীয় পবিত্র পরিমলবাহিনী সর্ব্বজনমনোমোহিনী সভা বহুতর

মহামূল্য রত্ননিকরে খচিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভমান হইয়াছে। রত্নরাজির প্রভা শুভ্র প্রাঙ্গনমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় অতীব প্রভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয়, যেন সভা ধবল জলধরের কলেবর পরিগ্রহ করিয়া অসীম গগনাম্বুরাশিতে প্লবমানা। এই সভায় শ্রীমান্ বৈশ্রবণ, মনিময় কুণ্ডল, বিবিধ রত্নাভরণ ও পবিত্র শুভ্র বসন ধারণ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দিব্য পাদপীঠযুক্ত, প্রশস্ত আস্তরণসংবৃত, পয়ঃফেণনিভ কোমল আসনে সমাসীন হন। মন্দারবন, নন্দনকানন, কহ্লারবন ও অলকাসরসীর পরিমল বহন পূর্ব্বক মলয়ানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া যক্ষরাজ কুবেরের সেবা করিয়া থাকে। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ এই সভার সভ্য। কিন্নর ও অপ্সরোগণ বিশুদ্ধ দিব্য তানসহকারে গান করিয়া সভাস্থদিগের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করে। মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতাপ্রভৃতি নৃত্যগীতবিশারদা সঙ্খ্যাতীত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বকামিনীগণ এই সভায় নৃত্য গীত বাদ্য ও অভিনয় করিয়া ধনপতির উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্নর ও নরনামক অন্যান্য বহুল গন্ধর্ব্ব, মণিভদ্র, ধমদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রৌষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গল, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাস্পনিকেত ও চীরবাসাপ্রভৃতি সহস্র সহস্র যক্ষগণ তথায় উপস্থিত থাকেন। হে ভরতনন্দন! ভগবতী লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বদাই এই সভায় বিরাজমান আছেন। কুবেরানন্দবর্দ্ধন নলকূবর, আমি, মৎসদৃশ অন্যান্য ব্যক্তিগণ এবং ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ সকলেই এই সভায় অবস্থান করিয়া থাকে। মাংসলোলুপ রাক্ষ-

সাদি মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সভামধ্যে ধনপ্রদ মহাত্মা যক্ষেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত আছেন। হে রাজশ্রেষ্ঠ! মহাবলশালী শূলপাণি উগ্রধন্বা পশুপতি ভগনেত্রহা ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি ত্র্যম্বক, বিকটাকার কুব্জ লোহিতনেত্র মহানিনাদ মেদমাংসভোজী নানাপ্রহরণধারী পবনসদৃশ মহাবেগগামী অসংখ্য প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া, মহিষাসুরমর্দ্দিনী সহধর্ম্মিণী দেবী ভগবতীর সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়সখ ধনেশের সভায় নিরন্তর অবস্থিতি করেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হুহূ, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলুষ, গীতনিপুণ চিত্রসেন, চিত্ররথপ্রভৃতি শত শত গন্ধর্ব্বপতি ও অন্যান্য নানাভরণভূষিত সহস্র ধার্ম্মিকপ্রবর সহস্র গন্ধর্ব্বগণ স্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে যক্ষেশ্বর কুবেরের উপাসনা করিয়া থাকেন। বিদ্যাধরাধিপতি চক্রধর্ম্মা, অসংখ্য কিন্নরগণে পরিবৃত হইয়া ধনাধিপতির পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ভগদত্তপ্রভৃতি অন্যান্য রাজগণও ঐ সভায় অবস্থিতি করেন। কিম্পুরুষাধিপতি দ্রুম, রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র ও গন্ধমাদন এবং ধার্ম্মিকপ্রবর বিভীষণ ও যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়া ধনেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দ্দুর, ইন্দ্রকীল, সুনাভ, এই সমস্ত পর্ব্বত ও অন্যান্য পর্ব্বতগণ, মেরুকে অগ্রসর করিয়া ধনাধিপতির উপাসনায় নিযুক্ত আছে। ভগবান্ নন্দীশ্বর, দন্তী, তপোধিকা বিজয়া, শ্বেতবর্ণ মহাবল নিনাদকারী মহাদেবের বৃষ, অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করে। পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা কুবের সর্ব্বদাই প্রমথগণপরিবৃত ভগবান্ ভবানীপতির নিকট গমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। মহাদেবও তাঁহার সহিত সখ্যভাবে আমোদ প্রমোদ করেন। নিধিপ্রধান শঙ্খ ও পদ্ম সমুদায় রত্নসমভিব্যাহারে লইয়া কুবেরের

আদিপর্ব্বের সূচীপত্র।

অধ্যায়	প্রকরণ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
১ ম, অঃ	মঙ্গলাচরণ, শৌনকাদি মুনিগণের সমীপে সৌতির আগমন ও মহাভারতের উল্লেখাদি কথন।	১	১
,,	উপক্রমণিকা।	১০	২২
২ য়, অঃ	সমন্তপঞ্চক তীর্থ, অক্ষৌহিণীর পরিমাণ ও মহাভারতীয় পর্ব্বসংগ্রহ।	২৪	১৯
,,	মহাভারতীয় পর্ব্ব সমূহের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং অধ্যায় ও		
,,	শ্লোকের সংখ্যা কথন।	২৭	১১
,,	অখিল হরিবংশ পর্ব্বের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং অধ্যায় ও		
,	শ্লোকের সংখ্যা কথন।	৪৩	৮
,,	মহাভারতের মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতি।	ঐ	১৪

পৌষ্যপর্ব্ব।

অধ্যায়	প্রকরণ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
৩ য়, অঃ	সরমা কর্ত্তৃক জনমেজয়াদির প্রতি অভিশাপ।	৪৪	২৫
,,	জনমেজয়ের মৃগয়ায় গমন ও যজ্ঞসমাধানার্থে ও শাপ-		
,,	মোচনার্থে সোমশ্রবাকে পুরোহিত রূপে প্রাপ্তি।	৪৫	২২
,,	আয়োদ-ধৌম্য, এবং তৎশিষ্য উপমন্যু, আরুণি ও		
,,	বেদের উপাখ্যান।	৪৬	১৯
,,	বেদ ও উতঙ্কের উপাখ্যান।	৫২	২৭
৪ র্থ, অঃ	অগ্নিগৃহ হইতে শৌনকের সৌতির সমীপে আগমন ও		
,,	কথারম্ভ।	৬৩	২৩
৫ ম, অঃ	ভৃগুবংশের উৎপত্তি, ও চ্যবনের উৎপত্তি কথনে		
,,	পুলোমা, রাক্ষস ও হুতবহের উপাখ্যান।	৬৪	১৮
৬ ষ্ঠ, অঃ	রাক্ষস কর্ত্তৃক পুলোমাহরণ, চ্যবনের উৎপত্তি, রাক্ষস-		
,,	বিনাশ ও অগ্নির প্রতি ভৃগুর অভিশাপ।	৬৭	৭
৭ ম, অঃ	ক্রোধে অগ্নির আত্মসংহার ও ব্রহ্মার স্তবে তুষ্টি।	৬৮	১৮
৮ ম, অঃ	চ্যবনের বংশোদ্ভব কথন এবং রুরু ও প্রমদ্বরার		

আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব।

অধ্যায়	প্রকরণ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
৮৮ তি, অঃ	যযাতির স্বর্গ হইতে পতন কালে অষ্টকগণের সহিত		
”	সাক্ষাৎ ও কথোপকথন	২৬৭	২
৮৯ তি, অঃ	যযাতির স্বর্গভোগ কীর্ত্তন	২৬৮	২০
৯০।৯১।৯২।৯৩ তি, অঃ	যযাতি সহ অষ্টকাদির প্রশ্নোত্তর ও		
”	অষ্টকাদির সহিত যযাতির পুনঃ স্বর্গগমন	২৭১	১৫
৯৪।৯৫ তি, অঃ	পুরু ও পাণ্ডব বংশ কীর্ত্তন	২৮৪	৯
৯৬ তি, অঃ	গঙ্গার মহাভিষ রাজার প্রতি শাপ ও বসুগণের সহিত		
”	কথোপকথন	২৯৭	১
৯৭ তি, অঃ	গঙ্গাপ্রতীপসংবাদ, প্রতীপের সন্তানোৎপত্তি এবং		
”	শান্তনুর প্রতি অনুমতি	২৯৯	১
”	শান্তনুর মৃগয়ার্থ গমন এবং গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ	৩০১	২
৯৮ তি, অঃ	শান্তনুর গঙ্গার সহিত বিবাহ ও বসুগণের জন্ম	৩০২	১
৯৯ তি, অঃ	শান্তনুর সমীপে বসুগণের শাপ ও আত্মপরিচয়		
”	কথন	৩০৪	৫
১০০ তি, অঃ	শান্তনুর পুনর্ব্বার গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ, ও ভীষ্মের		
”	সহিত গৃহে প্রত্যাগমন	৩০৭	৮
”	শান্তনুর সত্যবতী সাক্ষাৎ ও দাসের সহিত		
”	কথোপকথন	৩১০	২০
”	ভীষ্মের সত্যবতীকে আনিয়া শান্তনুকে প্রদান ও পিতা		
”	হইতে ইচ্ছামৃত্যুবর প্রাপ্তি	৩১৩	৮
১০১ ম, অঃ	চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের উদ্ভব, শান্তনুর স্বর্গে গমন,		
”	চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু, এবং বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যপ্রাপ্তি	৩১৬	১
১০২ য়, অঃ	কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বরে ভীষ্ম কর্ত্তৃক মহীপাল-		
”	দিগের পরাভব এবং বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ ও নিধন		
”	প্রাপ্তি	৩১৭	১
১০৩ য়, অঃ	ভারতবংশরক্ষার্থ ভীষ্মের সত্যবতীর সহ		
”	কথোপকথন।	৩২২	২
১০৪ র্থ, অ,	ভীষ্মের সত্যবতীর সমীপে পরশুরাম ও দীর্ঘতমার		
”	আখ্যান কথন	৩২৪	৮

জতুগৃহদাহ পর্ব্ব।

বকবধ পর্ব্ব।

চৈত্ররথ পর্ব্ব।

অধ্যায় প্রকরণ পত্রাঙ্ক পংক্তি

স্বয়ম্বর পর্ব্ব।

বৈবাহিক পর্ব্ব।

বিদুরাগমন পর্ব্ব।

রাজ্যলাভ পর্ব্ব।

অর্জ্জুন বনবাস পর্ব্ব।

উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি সেই মনোহারিণী অন্তরীক্ষচারিণী অনন্যসাধারণ সভা অনেকবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে নির্ম্মাণদক্ষ ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! জগতে যে সভার তুলনা নাই; সম্প্রতি আমি পিতামহের সেই সভা কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য নরলোকদর্শনেচ্ছু হইয়া অপ্রতিহতগতিতে দিব্যলোক হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি মানুষরূপ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সভা দেখিতে পাইলেন। [illegible] দর্শনে একান্ত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আমাকে কহিলেন, হে নারদ! সর্ব্বভূতমনোরম অপ্রমেয় অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মসভার সদৃশ কখন আমি কাহারও সভা নয়নগোচর করি নাই। ভগবান্ আদিত্যের মুখে ব্রহ্মসভার অলৌকিক শোভার কথা শ্রবণ করিয়া আমার দর্শন-লালসা একান্ত বলবতী হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি যে পাপতাপবিনাশিনী পবিত্র ব্রহ্মসভার কথা বলিলেন, তাহা দর্শন করিতে আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। এক্ষণে কোন্ তপস্যায়, কিরূপ ঔষধে, কোন্ যোগে বা কি প্রকার কর্ম্মফলে তাহা দেখিতে পাই, অনুগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান বলিয়া দিলে অনুগৃহীত হই। ভগবান্ দিবাকর আমাকে ব্যগ্র দেখিয়া কহি-

লেন, হে তপোধন! যদি তোমার সেই সভা দর্শনে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐকান্তিক চিত্তে বর্ষসহস্র-সাধ্য ব্রাহ্মব্রতের অনুষ্ঠান কর। তবে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারিবে।

অনন্তর আমি ব্রহ্মব্রতের অনুষ্ঠানকামনায় হিমাচলে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দিবাকরাদিষ্ট নিয়মানুসারে উক্ত মহাব্রত সাধন করিতে লাগিলাম। ব্রত সমাপন হইলে ভগবান্ সহস্ররশ্মির সমভিব্যাহারে চিরাভিলষিত ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম। অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐ সভা সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্দ্দেশ বা ইয়ত্তা করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উহা ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। উহার পরিমাণ ও সংস্থান নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অধিক কি কহিব, পূর্ব্বে এরূপ সভা কখন কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। সর্ব্বসুখের আকর নাতি-শীতোষ্ণ পরম রমণীয় এই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে ক্ষুৎ, পিপাসা ও শ্রান্তিজনিত ক্লেশ একেবারে তিরোহিত হয়। সভাস্থলীতে নেত্রগোচর করিলে সহসা বোধ হয়; যেন সহস্র সহস্র ভাস্কর-মণিতে উহা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। প্রশস্ত ও উন্নত স্তম্ভাবলীতে অবলম্বিত না হইয়াও ঐ শাশ্বতী সভা কখন স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে বিচলিত হয় নাই। সভামধ্যে দিব্য ও অমিতপ্রভ ভাব সকল উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে। সভার প্রদীপ্ত কান্তি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ও ক্ষণপ্রভার সমুজ্জ্বল প্রভাকেও যেন তিরস্কার করিয়া নভোমণ্ডলে নিজ তেজ প্রসৃত করিতেছে। মধ্যভাগে ভগবান্ অদ্বিতীয় সর্ব্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অমূল্য রত্নরাজিখচিত আসনে বিরাজমান হইয়াছেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনায় নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন। দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা,

পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, অথর্ব্ববেদী আঙ্গিরস, মরীচিপায়ী বালিখিল্যগণ, মহাচেতা অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়; জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সম্বর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, ধার্ম্মিকবর ঋষ্যশৃঙ্গ, মহতপা যোগার্য্য, ভগবান্ সনৎকুমার অসিত, দেবল, তত্ত্ববেত্তা জৈগীষব্য, ঋষভ, অজিতশক্র ও মহাবীর্য্য মণি, ইহাঁরা সকলেই ঐ সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। অষ্টাঙ্গযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ, নক্ষত্র গণের সহিত চন্দ্রমা, গভস্তিমান্ সূর্য্য, বায়ুগণ, যজ্ঞ সমস্ত, সংকল্প, প্রাণ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা সকল, চেতজ, জল, মহী, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, কারণ পদার্থ, সকলই স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর সেই ভূতভাবন ব্রহ্মার উপাসনায় তৎপর রহিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মহাব্রতপরায়ণ এক এক অদ্বিতীয় মহাত্মা। অপিচ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কাম, হর্ষ, দ্বেষ তপ ও দমপ্রভৃতি অন্যান্য বহুতর পদার্থপুঞ্জও ঐ সভায় উপস্থিত হন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোদিগের বিংশতিগণ এবং প্রধান গন্ধর্ব্ব সপ্ত, লোকপাল সমস্ত, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, অঙ্গারক, শনৈশ্চর ও রাহুপ্রভৃতি গ্রহ সমস্ত, মন্ত্র, রথন্তর সাম, হরিমান্ ও বসুমান্ নামক কর্ম্ম বিশেষ, অগ্নীষোম ও ইন্দ্রাগ্নি ত্রিলোকীনাথ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বকর্ম্মা, অষ্ট বসু, সমস্ত পিতৃগণ, হবি, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শাস্ত্র সকল, ইতিহাস, উপবেদ, যাবতীয় বেদাঙ্গ, গ্রহ সপ্ত, সোম সমুদায়, বেদমাতা গায়ত্রী, দুর্গতরণী, সপ্তবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, স্তুতিশাস্ত্র, সমগ্রসাম, বিবিধ গাথা, তর্কসহিত ভাষ্য সকল; বহুবিধ নাটক, কাব্য, কথা, আখ্যায়িকা ও কারিকা সমুদয় এই সমস্ত এবং অন্যান্য পবিত্র গুরুপূজকেরাও তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, পঞ্চবিধ সম্বৎসর যুগ চতুর্ব্বিধ অহোরাত্র, নিত্য অব্যয় দিব্য কালচক্র,

তথায় নিরন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির! অদিতি, দিতি, দনু, সরসা, বিনতা, ইরা, কালিকা, সরভী, সরমা, গৌতমী, প্রভা, কদ্রু, রুদ্রাণী; শ্রী, লক্ষ্মী, ভদ্রা, ষষ্ঠী দেবী, মূর্ত্তিমতী পৃথিবী, গঙ্গা, হ্রী, স্বাহা, কীর্ত্তি, সুরাদেবী, শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সম্বৃত্তি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি ও দেবী রতি এই সমস্ত ও অন্যান্য দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনায় নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

হে ভরতকুলদীপক! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মনোবেগশালী পিতৃগণ, ইহাঁরাও ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতেছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পিতৃদিগের সাতটী গণ; তন্মধ্যে চারিটি বিগ্রহবান্, অপর তিনটী অশরীরী। হে নরনাথ। মহাভাগ বৈরাজাদি, অগ্নিস্বাত্তাদি, ও গার্হপত্যাদি লোকবিশ্রুত এই সমস্ত পিতৃগণ স্বর্গে সঞ্চরণ করেন। আর সোমপাদি, একশৃঙ্গাদি, চতুর্ব্বেদাদি ও কলাদি এই সমস্ত পিতৃগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে পূজিত হন। ইহাঁরা স্বয়ং অগ্রে আপ্যায়িত হইয়া পরে সোমকে আপ্যায়িত করেন। হে রাজন্! সেই সমস্ত পিতৃগণই এই ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, দানবগণ, গুহ্যকগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, যাবতীয় পশুগণ এবং স্থাবর ও জঙ্গম অন্যান্য মহাভূতবর্গও হৃষ্টমনে অমিততেজা মহাত্মা পিতামহের উপাসনা করিতেছে। দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম ও উমা সহ উমাপতি, সকলেই তথায় যাতয়াত করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! কার্ত্তিকেয়, নারারণ, সমুদায় দেবর্ষিগণ, বালিখিল্য ঋষিগণ এবং যোনিজ ও অযোনিজ সমস্ত প্রাণিবর্গই এই সভায় পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত। হে নরপতে! অধিক কি কহিব, কি স্থাবর কি জঙ্গম যে কোন পদার্থ এই ত্রিলোক মধ্যে দৃষ্টি-

গোচর হয়, সে সমস্তই আমি ব্রহ্মসভায় নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই সভায় অষ্টাশীতি সহস্র সন্তানবান্ ঋষি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। স্বর্গবাসী যাবতীয় লোকই যদৃচ্ছাক্রমে উক্ত সভায় গমন পূর্ব্বক প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করে! হে মনুজাধিপতে! সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, অপরিমেয় ধীশক্তি-সম্পন্ন; উগ্রতেজা, বিশ্বযোনি, সর্ব্বলোক-পিতামহ আত্মভু, অভ্যাগত দেব, দানব, দ্বিজ, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, বিহঙ্গ, কালেয়, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরপ্রভৃতি মহাভাগ অতিথিগণকে যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনায় ও মধুর সম্ভাষণে প্রীত করিয়া অভিলষিত সম্ভোগ সামগ্রী প্রদানে তাঁহাদিগের সবিশেষ তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। সমাগত ও প্রত্যাগত ব্যক্তিগণে ঐ সভা সর্ব্বদাই বহুলজনসঙ্কুল হইয়া থাকে। অসংখ্য ব্রহ্মর্ষিগণে পরি-সেবিতা তেজস্বিনী ক্লমাপহারিণী এই দিব্য সভা স্বকীয় প্রদীপ্ত তেজে দীপ্যমানা হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। হে রাজশার্দ্দূল! মনুষ্যলোকে তোমার এই সভা যাদৃশী দুর্ল্লভা, নিরুপম ব্রহ্মসভাও দেবলোকে সেই-রূপ। দেবলোকস্থ সমস্ত সভাই আমি অবলোকন করি-য়াছি। কিন্তু সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকে ত্বদীয় সভা দর্শনে বোধ হইতেছে যে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা ও মনোহারিণী।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মীপ্রবর দেবর্ষে! আপনি যে সভা কীর্ত্তন করিলেন, তাহার মধ্যে বৈবস্বত যমরাজের

সভায় প্রায় যাবতীয় রাজগণ অধ্যাসীন উল্লেখ করিলেন। বরুণের সভায় অসংখ্য নাগগণ, দানবশ্রেষ্ঠগণ, কল্লোলিনী ও তদ্বল্লভগণের অবস্থিতির কথাই বর্ণিত হইল। ধনেশ্বর কুবেরের সভায় অসংখ্য গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর ও অপ্সরোগণ এবং ভগবান্ চন্দ্রমৌলি সমাগত হন নির্দ্দেশ করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিবৃন্দ, দেবগণ, তন্ত্র ও মন্ত্রপ্রভৃতির অধিষ্ঠান উল্লিখিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অসংখ্য দেবগণ, বহুবিধ মহর্ষিগণ এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণের নামোল্লেখ করিলেন। কিন্তু হে মহর্ষে! এই সভায় যাবতীয় রাজগণের মধ্যে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রই কেবল বিরাজমান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে যতাত্মন্! রাজা হরিশ্চন্দ্র এমন কি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যে তিনিই একাকী ইন্দ্রের সমকক্ষ হইয়া দেবরাজের সহিত একত্র বাস করিতে পাইয়াছেন? পিতৃলোকাবস্থিত অস্মত্তাত পাণ্ডুকে আপনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আপনার কিরূপ কথা বার্ত্তা হইল? তিনি আমাকে কি বলিতে বলিয়াছেন? অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন্।

নারদ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি ধীশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রলোকনিবাসী রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি সবিশেষ বর্ণন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্।

মহাপ্রবল পরাক্রান্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র যাবতীয় ক্ষিতীশ্বরদিগের মধ্যে সম্রাট্ ছিলেন। সমস্ত ভূপালগণই তাঁহার শাসনাধীন হইয়া তাঁহার নিকট নতশিরা ছিল। হে প্রজানাথ! তিনি জয়শীল এক রথেই নিজ অস্ত্রবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তিনি বন, উপবন, নগ, নগরপ্রভৃতি সমস্ত মহীমণ্ডল স্বকীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া রাজসূয়

নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সমস্ত সামন্তচক্র তাঁহার আজ্ঞানুসারে ধন ধান্যাদি আহরণ পূর্ব্বক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল।

উক্ত যজ্ঞ কালে যে যে বিষয়ের প্রার্থনা করিয়াছিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র অকাতরে ও পরম প্রীতমনে তাহাকে তাহার পঞ্চগুণ অধিক দানে তুষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি নানা দিগ্দেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ ভোজ্য, পানীয় ও প্রভূত অর্থ দান করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রভূত অর্থলাভে পরমাহ্লাদিত হইয়া এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সম্প্রতি রাজা হরিশ্চন্দ্র অদ্বিতীয় তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই তাঁহার সদৃশ হইতে পারেন নাই। এই কারণেই রাজা হরিশ্চন্দ্র অন্যান্য রাজগণাকাঙ্ক্ষিত সুখধাম ইন্দ্রধামে বিরাজমান হইতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এই মহাযজ্ঞ সমাপন করিয়া পরে সাম্রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হে ভরতনন্দন! যে কোন মহীপাল বহুধন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যথাবিধি সুচারুরূপে কার্য্য করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ ইন্দ্রসংসর্গসুখে বাস করিয়া তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রবল রিপুকুলের বল বিক্রম দর্শনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া নিধন প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও ইন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা অতিকঠোর তপস্যায় নিবিষ্টচেতা হইয়া পার্থিব কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহারাও ইন্দ্রধামে উপস্থিত হইয়া নিত্যকাল অসীম সুখ সম্পত্তি ভোগে অধিকারী হন।

হে কুন্তীনন্দন! তোমার পিতা মহারাজ পাণ্ডু ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতীত সৌভাগ্য সন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত

হইয়াছেন। আমি মর্ত্ত্য লোকে আসিতেছি দেখিয়া তিনি প্রণাম করিয়া আমাকে বলিলেন, হে মহর্ষে! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ তনয় যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন যে " সমস্ত ভ্রাতৃগণ তোমার বশীভূত রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে তুমি অনায়াসে সমস্ত ধরাতল জয় করিতে সমর্থ; অতএব তুমি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার পুত্র, তুমি যজ্ঞের ফল লাভে অধিকারী হইলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্র সভাসদ্ হইয়া তাঁহার সহিত অনন্যানুভূত আনন্দলাভে চরিতার্থ ও পরম সুখী হইতে পারি "।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তোমার পিতার ঈদৃশী প্রার্থনায় আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে মর্ত্ত্য লোকে গমন করিয়া অবশ্যই যুধিষ্ঠিরের নিকট তোমার অভিলাষ ব্যক্ত করিব। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তুমি মহাভাগ পাণ্ডুদত্ত সন্দেশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হও। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে তুমিও পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত এই সভার সভাসদ্ হইয়া একত্র সহবাসলাভে পরমসুখী হইতে পারিবে। কিন্তু হে মহীপতে! এরূপ কিংবদন্তী আছে যে উক্ত রাজসূয় মহাযজ্ঞে নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। যজ্ঞঘ্ন ব্রহ্মরাক্ষসেরা নিরন্তর উহার দোষান্বেষণে নিযুক্ত থাকে। যজ্ঞের আরম্ভ কালে ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। এমন কি, সময়ে সময়ে উহাতে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু-রই উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে। ফলতঃ কিছুমাত্র দোষ ঘটিলেই একবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। অতএব এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কল্যাণকর বলিয়া বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন্। প্রতিদিন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবহিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন-দ্বারা যোগানুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরি-তৃপ্ত করিবেন।

মহারাজ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সে সমস্তই বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদায় হই, অদ্য দাশার্হ নগরীতে গমন করিব। নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া ঋষিমণ্ডল সমভিব্যাহারে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি বিদায় হইলে যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন।

লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলাবতংস জনমেজয়! দেবর্ষি নারদের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ বিধানবিষয়ক চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। মহাত্মা রাজর্ষিদিগের মহিমা, পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে যজ্বাদিগের শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্তি ও রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাক্ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করা একান্ত বাঞ্ছিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পাণ্ডুবংশাবতংস যুধিষ্ঠির সভাসদ্গণের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিসম্মানিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অদ্ভুততেজা বীর্য্যাতিরেকশালী ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মচিন্তায় নিবিষ্টমনা হইয়া কিসে প্রকৃতিমণ্ডলের মঙ্গল বিধান করা যায়, কেবল এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। কোপ-মাৎ-

মর্ষ্য-রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যাবতীয় ঋণ পরিশোধের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। সর্ব্বত্রই " সাধু ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম " এই শব্দ পুনঃপুনঃ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিরন্তর ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে প্রকৃতিমণ্ডল দিন দিন তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং কেহই তাঁহার অপ্রিয় বা অনিষ্ট চেষ্টায় রত রহিল না। এই জন্যই তাঁহার নাম অজাতশত্রু হইয়া উঠিল। রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রকৃতি রঞ্জন করিতে লাগিলেন; ভীমসেন প্রজা পরিপালনে ব্যাপৃত রহিলেন; সব্যসাচী ধনঞ্জয় শত্রুবিনাশে যত্নবান্ হইলেন; ধীমান্ সহদেব ধর্ম্মানুসরণে এবং নকুল বিনয়াচরণে নিযুক্ত থাকিলেন। নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে সকলেই স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। জনপদে কলহ বাদ বিসংবাদ কিছুমাত্র ছিল না; আবশ্যকমতে বৃষ্টি হইতে লাগিল; সুতরাং জনপদ ক্রমশঃ সম্পন্ন ও স্ফীত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মরাজের রাজত্বকালে আবশ্যকীয় কোন বস্তুরই অসদ্ভাব রহিল না। বৃদ্ধিজীবীদিগের জীবিকা, যজ্ঞোপযোগী সামগ্রী সকল, পশু পালন, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সকলেরই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রতারণা দ্বারা প্রজাগণের ধন মোষণ বা বলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয় ও অকালমৃত্যু এ সকলের নামমাত্রও ছিল না। তস্কর বা প্রবঞ্চকগণ রাজার প্রতি কোন অসদাচরণ করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা পাইতেছে, কিংবা রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণ জনপদে কোন প্রকার অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এরূপ প্রসঙ্গও তৎকালে কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। স্বকীয় ব্যবসায়ের নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানার্থ বণিকৃগণের আগমনে এবং প্রিয়ানুষ্ঠান ও উপাসনার্থ করদ ভূপতিগণের নিরন্তর গতায়াতে জনপদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

অধিক কি, তাঁহার রাজ্যকালে সুখসম্ভোগপরতন্ত্র ও লোভ-মদাদি রজোগুণের একান্ত বাধ্য বিলাসী ব্যক্তিদিগের দ্বারাও দেশের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির সর্ব্ব-ব্যাপক সর্ব্বগুণান্বিত ক্ষমাবান্ ও প্রশান্তস্বভাব বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। সাম্রাজ্যভোগী দীপ্তিমান্ মহাযশা ধর্ম্ম-রাজ যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তত্রত্য ব্রাহ্মণ হইতে গোপাল পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার প্রতি আপন পিতা মাতা অপেক্ষাও অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছিল।

বাগ্মীশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, অনুজগণ ও অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহাদিগের পরা-মর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। যজ্ঞকাম ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অবগত হইয়া তাঁহারা সকলেই ঐক্যমত্য অব-লম্বন পূর্ব্বক অর্থগর্ভ বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরু-সত্তম! যে নরেন্দ্র সার্ব্বভৌমোচিত গুণনিচয়ের যথাযোগ্য পাত্র হন, তিনি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের প্রকৃত অধিকারী। আপনি সে সমস্ত গুণের কোনমতেই অযোগ্য পাত্র নহেন। অতএব হে মহারাজ! আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে আপনি অবিলম্বে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আপনার সুহৃদ্ মাত্রেই এসময় এ বিষয়ে অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই। এখন রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার উপদ্রবই দেখিতেছি না। ক্ষাত্র বলে বলীয়ান্ হইলেই এই যজ্ঞ অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়। সংশিতব্রত সামবেদী ঋত্বিক্‌গণ এই যজ্ঞে মন্ত্র দ্বারা ষট্ প্রকার অগ্নি স্থাপন করিয়া থাকেন। রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞেরই ফল লাভ হয়। এই জন্য দীক্ষিত ব্যক্তিকে সকলেই সর্ব্বজিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি বীর্য্যবান্ এবং আমরাও সকলে আপনার নিতান্ত অনুগত ও অধীন, যজ্ঞ আরম্ভ করুন, অচিরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। অতএব এবিষয়ে

বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া কালবিলম্ব করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। ত্বরায় যজ্ঞানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিতে তৎপর হউন্।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অজাতশত্রু পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির, ন্যায়ানুগত অভিলাষানুরূপ সুহৃদ্বর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মনে মনে নিরন্তর এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত কি না? আপনার যেরূপ ক্ষমতা তাহাতে এই মহাযজ্ঞ নির্ব্বাহ হইয়া উঠিবে কি না? এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার ভ্রাতৃগণ, মহাত্মা ঋত্বিক্‌গণ ও ঋষিগণকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার সার্ব্বভৌমানুষ্ঠেয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে। কিন্তু কেবল শ্রদ্ধা ও কথামাত্রে ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই বলিলেন, মহারাজ! আপনি অনর্থক চিন্তা করিতেছেন। আপনি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র; কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন, অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইবে। ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও মন্ত্রীগণ, ঋত্বিক্ ও ঋষিগণাদিষ্ট পরামর্শের পোষকতা করিলেন দেখিয়া, জিতেন্দ্রিয় পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির স্বকীয় সামর্থ্য দেশ কাল ও আয় ব্যয় মনে মনে সর্ব্বদাই সমালোচন করত যুক্তি স্থির করিতে লাগিলেন। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করেন না বলিয়াই কদাচ তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। কেবল আত্মসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কোন মতেই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরামর্শ গ্রহণেচ্ছু হইয়া সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ জরাজন্মমৃত্যুরহিত অমিতপ্রভাব মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

ধর্ম্মরাজের মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, জগতে কোন বস্তুই তাঁহার অবিদিত নাই। যাহা তিনি অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই। যাহা তিনি সহ্য করিতে না পারেন, এমন কোন বিষয়ই নিরীক্ষিত হয় নাই। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণবিষয়ক চিন্তায় কিয়ৎকাল নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে গুরুজন-সমুচিত আশীর্ব্বাদ ও মনোগত সন্দেশ সমভিব্যাহারে ভগবান্ জগদ্‌গুরু নারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতও আশুগামী স্যন্দনে আরোহণ করিয়া যদুবংশাবতংস দ্বারকানাথের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সংবাদ নিবেদন করিল। তখন দর্শনার্থী যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দান মানসে ভগবান্ পীতবসন, সেই দূত সমভিব্যাহারে বায়ুবৎ বেগবান্ হইয়া ত্বরায় ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইলেন। পিতৃস্বসৃতনয় ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন অভ্যাগত কৃষ্ণকে পিতৃবৎ সমাদর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সমাদরে ও যত্নাতিশয়ে পরম প্রীত হইয়া স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। যমজ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক গুরুর ন্যায় উপাসিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে প্রিয় সুহৃদ্ ধনঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

অনন্তর অবসরজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্যক্ সুস্থ ও বিশ্রান্ত দেখিয়া সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। কেবল ইচ্ছামাত্রেই যে উহা সম্পন্ন হয়, এমন নহে; যেরূপে উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। যাহাতে সকলই সম্ভব, যিনি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমস্ত জগতের গুরু, তিনিই রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের যথার্থ পাত্র। আমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ আমাকে ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু তুমি অনু-

মোদন না করিলে আমি কখনই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না। দেখ, অনেকেই বন্ধুত্বের অনুরোধে দোষের উল্লেখ করিতে চায় না। কেহ কেহ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রিয় বাক্য বলিয়া থাকে। কেহবা যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, এরূপ কথাই প্রিয় বলিয়া পরামর্শ দেয়। হে মহাত্মন্! এই জগতে ঐরূপ লোকই অধিক। তাহাদিগের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত নহ, এই জন্য তোমার সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি; যাহা কর্ত্তব্য হয় উপদেশ দাও।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত; অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করা আপনার পক্ষে কোনমতেই অবিধেয় নহে। আপনি রাজসূয়ানুষ্ঠানের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, শ্রবণ করুন্। জামদগ্ন্য পরশুরাম ক্ষত্রকুল বিনাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীনবীর্য্য ও অপকৃষ্ট। তাঁহারা একত্রিত হইয়া যে কৌলিক নিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। হে রাজন্! আধুনিক অধিকাংশ ভূপতিগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণেই ঐল ও ইক্ষ্বাকু বংশের পরিচয় দিয়া থাকেন। ঐল ও ইক্ষ্বাকু

বংশসম্ভব রাজগণ হইতে এক শত কুল উৎপন্ন হয়! তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশই ভূলোকখ্যাত। হে রাজন্! যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষ্মীকে অধিকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষিতীশ্বর জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে যাবতীয় নরপতিগণকে পরাজয় করিয়া একাধিপত্য করিতেছে। হে মহারাজ! যিনি সকলের প্রভু ও অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি, তিনিই কেবল রাজসূয় যজ্ঞে অধিকারী হইতে পারেন। পরাক্রমশালী শিশুপাল জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেনাপতি হইয়া রহিয়াছে। মায়াযোধী প্রবলপ্রতাপ করূষাধিপতি বক্র, জরাসন্ধ সভায় শিষ্যবৎ অবস্থান করিতেছে। পরাক্রমশালী হংস ও ডিম্বক উভয়েই জরাসন্ধের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। দন্তবক্র, করূষ, করভ, ও মেঘবাহন ইহারাও তাহার উপাসনা করিতেছে। মহারাজ! লোকপ্রসিদ্ধ দিব্য সেই অদ্ভুত মণি যিনি মস্তকে ধারণ করেন, যিনি মুরু ও নরকদেশের শাসনকর্ত্তা, যিনি পশ্চিম প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়া বরুণের ন্যায় আধিপত্য করিতেছেন, অপরিমিত বলশালী ত্বদীয়পিতৃসুহৃৎ সেই যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভূপতি ভগদত্তও সতত তাহার প্রিয়ানুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগ্বিভাগের অদ্বিতীয় শাসন কর্ত্তা, যিনি তোমার প্রতি একান্ত স্নেহবান্, যিনি স্নেহবশতঃ সতত তোমার শুভানুধ্যানে রত, সেই পুরুজিৎ কুন্তিবংশবর্দ্ধন শত্রুনিসূদন তোমার মাতুলও জরাসন্ধের অনুগত। চেদিদেশবিখ্যাত যে দুরাত্মা আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে, মোহবশতঃ সর্ব্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, যে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি এবং যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক এক্ষণে তাহার স্মরণাপন্ন হইয়াছে। যিনি পৃথিবীর চতুর্থাং-

শের অধিপতি, ভোজ ও দেবরাজ ইন্দ্র যাঁর সখা, যিনি পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৈশিক দেশ জয় করিয়াছেন, জামদগ্ন্যতেজা অকৃতি যাঁহার সহোদর, সেই বিদ্যাবল সমন্বিত অরাতি-কুলঘাতক ভীষ্মকও তাহার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। আমরা ঐ ভীষ্মকের আত্মীয়; সর্ব্বদাই তাঁহার প্রিয় কামনা করিয়া থাকি এবং অবিরত বিনয় ও নম্রভাবে তাঁহার অনুগত রহিয়াছি। কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের বশীভূত হইলেন না। তিনিও জরাসন্ধের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া কুলক্রমাগত শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য ও মানাভিমান বিস্মৃত হইয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অষ্টাদশ ভোজকুল ও উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ সকলেই জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চ, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শাল্বায়ন বংশীয় ভূপতিগণ, দক্ষিণ-পাঞ্চালস্থ নৃপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলানিবাসী রাজগণও সহোদর ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে উক্ত জরাসন্ধের ভয়ে স্ব স্ব রাজ্য পরিহারপূর্ব্বক কুন্তিদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। মৎস্য ও সন্যস্তপাদপ দেশীয় রাজন্যগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া উত্তর দিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। সমস্ত পাঞ্চালগণ জরাসন্ধভয়ে অভিভূত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল দানবরাজ কংস যাদবগণকে উদ্বেজিত করিয়া বৃহদ্রথাত্মজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি-নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করে। মূঢ়মতি কংশ জরাসন্ধের সহিত এইরূপে সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া সেই সাহসে সাহসী হইয়া আত্মীয় জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিল। মহারাজ! এরূপ করায় কংস প্রায় সকলেরই ঘৃণাস্পদ ও অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছিল! ভোজবংশীয় বৃদ্ধ রাজন্যগণ ঐ দুরাত্মার অত্যাচার সহ্য করিতে না

পারিয়া জ্ঞাতিবর্গের পরিত্রাণ বাসনায় আসিয়া আমার শরণাপন্ন হয়। আমি জ্ঞাতিবর্গের হিত সাধনেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ অক্রূরকে আহুকের কন্যা সম্প্রদান করিয়া বলভদ্রকে সহায় করিয়া সুনামা ও কংসকে নিহত করিয়া এক প্রকার তাঁহাদিগের কার্য্য উদ্ধার করি। এই উপস্থিত আপদের অন্ত হইলে পর যখন জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল, তখন আমরা অষ্টাদশ কনিষ্ঠ রাজবংশের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, এমন কি, যদি আমরা অরাতিনাশক শস্ত্রসমূহ দ্বারা তিন শত বৎসর অবাধে যুদ্ধ করি, তাহা হইলেও জরাসন্ধের বলক্ষয় করা সহজ নহে। কারণ, অমরতেজা মহাবল হংস ও ডিম্বক নামে যে দুই জন তাহার দুই পার্শ্ব রক্ষা করে, তাহারা অস্ত্রের অবধ্য। সেই দুই বীর এবং জরাসন্ধ তিন জনে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলে বোধ করি, সমস্ত ত্রিলোকীও তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া কিছুই করিতে পারে না। মহারাজ! কেবল আমিই এরূপ বলিতেছি তাহা নহে; যাবতীয় ভূপতিগণেরই এইরূপ বিশ্বাস আছে।

হংস নামে বিখ্যাত অপর এক মহাবীর নরপতি ছিলেন। আমাদিগের সহিত সপ্তদশ সংগ্রামে বলদেব তাহাকে নিধন করেন। এই নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ডিম্বক অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া যমুনাজলে জীবন বিসর্জ্জন করে। পরে হংসও লোকমুখে ডিম্বকের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণে হতাশ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে ভরতসত্তম! হংস ও ডিম্বকের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণে জরাসন্ধ ভগ্নোৎসাহ হইয়া শূন্যমনে স্বপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিল। আমরাও সানন্দমনে পুনরায় মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

অনন্তর ইন্দীবরনয়না হংসমহিলা পতিশোকে বিধুরা হইয়া "আমার পতিহন্তাকে ত্বরায় বিনষ্ট করুন্" এই বলিয়া

স্বীয় পিতা জরাসন্ধকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরাও জরাসন্ধের বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার মথুরা পরিত্যাগ করিলাম। শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও ভগ্নমনা হইয়া, জ্ঞাতিবর্গ পুত্র পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে আপন অর্থসম্পত্তির কিয়দংশমাত্র লইয়া রৈবত শৈলে পরিশোভিত কুশস্থলী নাম্নী পরমরমণীয় এক পুরীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তথায় দুর্গাদি সংস্কার করিয়া আপনাদিগের অধিকার দৃঢ়ীভূত করিলাম। দুর্গদ্বারা রক্ষিত হইয়া উক্ত পুরী দেবতাদিগেরও অগম্য হইয়াছে। মহাবীর বৃষ্ণিবংশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক্, এমন কি, দুর্গমধ্য হইতে কামিনীগণও স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ করিয়া পুরী ও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম। হে শত্রুঘাতিন্! এক্ষণে আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়া পর্ব্বতস্থ উক্ত পুরীমধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি। সমস্ত বার্ষ্ণীয়েরা উক্ত গিরিবরের সংস্থানাদি সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি ভাবিয়া পরমাহ্লাদে কালাতিবাহন করিতেছেন। এইরূপ প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধের অত্যাচারে উদ্বেজিত হইয়া আমরা বলবান্ হইয়াও নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় পলায়িত হইয়া উক্ত গোমন্ত পর্ব্বত সমাশ্রয় করিয়াছি। উক্ত পর্ব্বতের পরিমাণ ফল তিন যোজন হইবেক। প্রত্যেক যোজনে এক শত করিয়া সৈন্যব্যূহ বিরচিত হইয়াছে এবং যোজনান্তে একশত দ্বার নির্ম্মিত রহিয়াছে। বীরপুরুষগণের বিক্রমই উহার উন্নত তোরণরূপে শোভমান হইতেছে। অষ্টাদশ বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে পরন্তপ! আমাদিগের বংশে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আহুকের একশত পুত্র, তাঁহারা সকলেই দেবকল্প। চারুদেষ্ণ, ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, বলদেব, আমি ও মৎসদৃশ যোদ্ধা সাম্ব, আমরা এই সপ্ত জন অতিরথী

আছি। এতদ্ভিন্ন কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি এই কয়জন মহারথী, অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও প্রভূতবলশালী রাজা এই দশ জন, মধ্যদেশ জরাসন্ধ আত্মসাৎ করিয়াছে শুনিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সম্রাট্ তুল্য গুণবান্, আপনি অবিরোধে নিত্য কাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন; আপনার ক্ষত্রিয়মণ্ডলীমধ্যে সম্রাট্ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু জরাসন্ধ যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করা সুকঠিন। কারণ, মৃগরাজ যেমন অবলীলাক্রমে হস্তিগণকে আক্রমণ করিয়া গিরিগুহায় বদ্ধ করিয়া রাখে, জরাসন্ধও সেইরূপ ভূরি ভূরি রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপন দুর্গমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে জরাসন্ধ রাজগণে পূজোপহার করিয়া যজ্ঞ করিবার মানসে ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনা করিয়াছিল। পরে আশুতোষের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সে আপন প্রতিজ্ঞা হইতে একপ্রকার উত্তীর্ণ হইয়াছে। জরাসন্ধ যখন আপন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে পরাজিত ভূপতিগণকে পুনর্জ্জয় করিবার মানসে বহির্গত হয়, তখন আমরা তাহার ভয়ে মথুরাপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম। অতএব হে কুরুনন্দন! যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করা নিতান্ত অভিলষণীয় হয়, তাহা হইলে অগ্রে ঐ দুরাত্মাপ্রধান দুর্জ্জয় জরাসন্ধের বিনাশ সাধন করিয়া পরাজিত ভূপতিবৃন্দকে মুক্ত করুন্। তাহা না হইলে আপনার অভিলষিত যজ্ঞানুষ্ঠান কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি রাজসূয়ে আপনার একান্ত মনন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় এইরূপ করাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেশ কাল কার্য্য ও কারণ অবধারণ পূর্ব্বক আপনার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অনুষ্ঠান করুন্।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি অত্যন্ত সুবুদ্ধি ও বিবেচক; তোমার উপদেশ বাক্য অখণ্ডনীয়, তুমিই জগতের একমাত্র সংশয়চ্ছেত্তা। এই ভূমণ্ডলে স্বকার্য্যনিরত অনেকানেক নরপতি আছেন; কিন্তু কেহই সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ সম্রাট্ শব্দ অতীব দুর্লভ। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কখন আত্মপ্রশংসা করে না। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অকুতোভয়ে বিপক্ষ সৈন্যকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! বিবিধ মহার্ঘ রত্ননিকরে পরিপূর্ণ এই বহ্বায়তী বসুন্ধরায় অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। আমার বিবেচনায় শান্তিই পরম শ্রেয়স্করী। অতএব শান্তি দেবীর সেবা করাই আমার বিধেয় ও উপযুক্ত কর্ম্ম। রাজসূয় মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া চরমে পরম সুখকর ফল লাভের প্রত্যাশা করা কেবল দুরাশামাত্র। অস্মদ্বংশীয় যাবতীয় মহীপতিগণেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত। বোধ করি, তাঁহারাও কখন সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক্, দুরাত্মা জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য দর্শনে আমিও সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। যে হেতু আমি সর্ব্বদাই তোমার বাহুবলের সম্পূর্ণ আশা ভরসা করিয়া থাকি। কিন্তু যখন তুমিই সেই জরাসন্ধের ভয়ে বিদ্রুত হইয়াছ, তখন আমরা তাহাকে বধ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আশা করা দুরাশা বই আর কি বলিব? হে মহাবাহো! তুমি, বলদেব, ভীম ও ধনঞ্জয় এই চারি জনের মধ্যে কেহ জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিতে

পার কি না? আমার ঐ দুরাত্মার বধচিন্তা নিরন্তর বলবতী রহিয়াছে। তোমাকে আমি অধিক আর কি বলিব? তুমি যাহা বলিবে, আমি কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিব না।

ধর্ম্মরাজের বাক্যাবসানে ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! যে রাজা উদ্যোগ-বিহীন হয় অথবা দুর্ব্বল ও উপায়বিহীন হইয়া প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে ভূপতি অবশ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অতি হীনবল নরপতিও যদি আলস্য ও তন্দ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্ নীতি প্রয়োগ দ্বারা আপন অপেক্ষা অধিক বলবান্ শত্রুকে আক্রমণ করেন, তিনি অবশ্যই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারেন। হে রাজন্! আমাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিলক্ষণ নীতিজ্ঞ, আমিও বলবান্, আর ধনঞ্জয়ও সর্ব্বত্রই জয় লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমরা অগ্নিত্রয়ের যজ্ঞ সাধনের ন্যায় অনায়াসে দুরাত্মা জরাসন্ধের বধ সাধন করিতে পারিব।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে নরাধিপ! অজ্ঞেরা পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকে। তাহাতে অভিলষিত শত্রুজয়প্রভৃতি কোন কার্য্যেই চরিতার্থ হইতে পারে না। হে মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, পূর্ব্বে যৌবনাশ্বি কর পরিত্যাগ, ভগীরথ প্রজাপালন, কার্ত্তবীর্য্য কঠোর তপঃপ্রভাব, ভরত বাহুবল এবং মরুত্ত অর্থবল দ্বারা সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাঁরা সকলেই এক একটী মাত্র গুণের অধিকারী হইয়া সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনি সেই সমস্ত গুণে বিভূষিত হইয়াও সম্রাট্ পদবীতে অধিরূঢ় হইতে সন্দেহ করিতেছেন। ধর্ম্ম অর্থ ও নীতি প্রয়োগ দ্বারা বৃহদ্রথতনয় সেই জরাসন্ধকে আপনার এখনই বধ করা উচিত হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন্, একশত বংশ হইতে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তিও জরাসন্ধকে পরাভূত করিতে পারেন নাই।

প্রত্যুত উক্ত দুরাত্মা তাহাদের সকলকেই প্রায় পরাজয় করিয়া স্বচ্ছন্দে অখণ্ড সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছে। ঐশ্বর্য্য-শালী রাজগণ রাশি রাশি অর্থ দান দ্বারা জরাসন্ধের উপাসনা করিল। তত্রাপি ঐ নরাধম নীতিবিগর্হিত কার্য্য দ্বারা তাহা-দিগকে স্বদুর্গে আনিয়া নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বল-পূর্ব্বক যাহার নিকট হইতে করগ্রহণ না করে, এমন ভূপ-তিই নাই। উক্ত নৃপাধম বলপূর্ব্বক মূর্দ্ধাভিষিক্ত যাব-তীয় রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছে। তাহারা প্রায় সকলেই তাহার বশীভূত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! যাহারা আপনার অপেক্ষাও দুর্ব্বল, তাহারা উক্ত নরাধমের কি করিতে পারিবে? হে ভরতকুলতিলক! বলি প্রদানার্থ সমা-নীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় অতিকষ্টে পশুপতির মন্দিরে বাস করিতেছে। দুরাত্মা জরাসন্ধ অচিরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবে। আমি এই জন্য আপনাকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিতেছি। যুদ্ধ ব্যতীত এই ঘোর নৃশংসাচরণ নিবারণের আর অন্য উপায় নাই। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে। আর চতুর্দ্দশ জন মাত্র আনিতে পারিলেই একশত সম্পূর্ণ হইবেক। তাহা হইলেই উহাদিগকে এককালে সংহার করিয়া আপন অভীষ্ট সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যিনি ঐ পাপা-ত্মার এতাদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্মে বিঘ্নোৎপাদন করিয়া বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করিতে পারিবেন, তাঁহার কীর্ত্তি নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় ও দেদীপ্যমান হইবেক। যিনি উহাকে জয় করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারি-বেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমার সাম্রাজ্যলালসা এতদূর বলবতী নহে যে কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় তোমাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত সেই দস্যুর নিকট প্রেরণ করি। দেখ, ভীম ও অর্জ্জুন ইহারা দুই জনে আমার দুই চক্ষু স্বরূপ এবং তুমি আমার মনস্বরূপ। নয়ন-মনবিহীন হইয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব? বিশেষতঃ যে জরাসন্ধ দুর্জ্জয় যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলে স্বয়ং যমও পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না, তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহার কি করিবে? ফলতঃ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে মহান্ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। অতএব প্রস্তাবিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! এবিষয়ে আমার অভিপ্রায় এই যে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানাভিলাষে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। যথার্থ বলিতেছি, এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করায় আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। বোধ করি, রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পূর্ব্বে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! ধনু, শস্ত্র, শর, বীর্য্য, স্বপক্ষ, কার্য্যনিশ্চয়, যশ ও বল প্রভৃতি সকলই অতি দুর্ল্লভ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এই সকলই প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বানেরা সদ্বংশজাত ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে ব্যক্তি বলবান্ ও সাহসী, তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। বীরবংশে সমুৎপন্ন দুর্ব্বলব্যক্তি কি করিতে পারে? কিন্তু নির্ব্বীর্য্যবংশজাত হইয়া বীর্য্যবান্

যে সম্ভ্রমাস্পদ হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি শত্রু জয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বলবান্ ব্যক্তি অন্যান্য সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত না হইলেও অরাতি নিপাত করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি যাবতীয় সদ্‌গুণরাশির আকর হইলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। যেখানে পরাক্রম, সেখানে সকলগুণই আসিয়া আবির্ভূত হয়। আত্যন্তিক অভি-নিবেশ, পুরুষকার ও দৈব এই তিনটি জয়ের প্রতি কারণ; লোক অসীম শৌর্য্যরাশিতে সমন্বিত হইলেও অনবধানতা-দোষে জয়লাভে বঞ্চিত ও শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয়। দৈন্য যেমন দুর্ব্বলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, মোহও সেইরূপ অজ্ঞাতসারে আসিয়া বলবানের অনুগত হয়। অতএব মোহ ও দৈন্য অগ্রে পরিত্যাগ না করিয়া বিজিগীষু হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য দুরাত্মা জরাসন্ধকে নিহত করিয়া বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করা অপেক্ষা আমাদিগের পক্ষে আর কি প্রশংসার কার্য্য হইতে পারে? বিশেষতঃ এ বিষয়ে নিরস্ত থাকিলে লোকে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বলবীর্য্যহীন মনে করিবেক। অতএব হে মহারাজ! কি জন্য আপনি গুণবত্ত্বাসন্দেহ করিয়া উপ-হাসাস্পদ হইতেছেন? অগ্রে শান্তি দেবীর উপাসনায় নিরত হইয়া মুনিজনসুলভ স্বভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলে পরে বল্কল ধারণ যেমন অনায়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ প্রবল শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে সাম্রাজ্য আপনা আপনিই আসিয়া হস্তগত হইবেক।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন ভরতবংশীয়ের সদৃশ কথাই বলিয়াছে। কুন্তীর গর্ভজাত

ব্যক্তির যে রূপ সাহস, ধৈর্য্য ও বিবেচনা হওয়া উচিত, অর্জ্জুন তাহাই প্রদর্শন করিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন্, মরণের অবধারিত কাল নাই। আর যুদ্ধ না করিলে যে মৃত্যু হইবে না, একথা কেহই বলিতে পারে না। অতএব নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ হইবার আবশ্যকতা কি? বরং নয়প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারিলে অনেকাংশে মনের শান্তিলাভ হইতে পারিবে। এরূপ করিলে ক্ষত্রিয়পুত্রদিগের উপযুক্ত কর্ম্মই করা হয়। উপায়সম্পন্ন ব্যক্তির উপক্রম প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। সামদানাদি উপায়বিহীন অনয়শালী ব্যক্তির সমুদায় চেষ্টা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি উভয় পক্ষই নয়ানুসারে চলে, তাহা হইলেও এক পক্ষের বিজয়ী হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। কারণ, উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ সমতা হইয়া উঠে না। অতএব আমরাও যথার্থ নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিয়া নদীকূলস্থিত তরুবরের ন্যায় অনায়াসে তাহাকে একবারে অধঃপাতিত করিতে পারিব। আত্মছিদ্র গোপন করিয়া বিপক্ষের ছিদ্রানুসারে আক্রমণ করিলে অবশ্যই আমাদিগের জয় লাভ হইবেক। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে বলবান্ শত্রুর সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না। পণ্ডিত-দিগের এইমত আমারও অনুমোদিত বটে। গোপনভাবে শত্রুগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক শত্রুর শরীর অধিকার করা কোন মতেই নিন্দনীয় নহে। ভীমবীর্য্য জরাসন্ধ সমস্ত রাজ্য অধিকার ও যাবতীয় রাজন্যগণকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক ভূতগণের অন্তরাত্মার ন্যায় একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচার করিতেছে। যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই জ্ঞাতিগণের মঙ্গল সাধিত হইবেক। না হয়, তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াও স্বচ্ছন্দে স্বর্গলাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মধুসূদন! জরাসন্ধ কে? তাহার

পরাক্রমই বা কত? তোমাকে স্পর্শ করিয়াও তোমার কোপানলে দগ্ধ হয় নাই কেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অনঘ! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত বারংবার আমাদের অপ্রিয়াচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন্।

মগধদেশে বৃহদ্রথ নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। অক্ষৌহিণী সেনা তাঁহার বশবর্ত্তী ছিল। রূপবান্ বলবান্ সমরে অমরতেজস্বী অতুলপরাক্রম উক্ত রাজা যজ্ঞান্তচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া অবনীতে দ্বিতীয় পাকশাসনের ন্যায় প্রজা শাসন করিতেন। তিনি তেজে সূর্য্য, ক্ষমায় পৃথিবী, ঐশ্বর্য্যে কুবের এবং ক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় ছিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার কুলপরম্পরাগত সমস্ত গুণনিকর সূর্য্যকিরণের ন্যায় জগদ্ব্যাপী হইয়াছিল। কাশীরাজের পরমা সুন্দরী দুইটী যমজ কন্যা ছিল। উক্ত মহীপতি তাহাদের পাণিগ্রহণ করেন। ভূপতি স্বীয় ভার্য্যাদ্বয়ের নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি তোমাদের দুই জনের প্রতিই সমান আসক্তি প্রকাশ করিব। কখনই বৈষম্যাচরণ করিব না। হে রাজন্! গজরাজ যেরূপ করিণীযুগল সহবাসে কালযাপন করে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিগ্রহবান্ অম্বুরাশি যেরূপ শোভনীয় হয়, বৃহদ্রথও মহিষীযুগলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেইরূপ শোভমান হইয়াছিলেন। ভোগসুখে নিরত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে রাজার যৌবনকাল অতীত হইল। কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনি দাম্পত্যসুখের ফলপ্রাপ্ত হইলেন না। অপত্যকামনায় একান্ত যত্নবান্ হইয়া হোম ও যাগ প্রভৃতি মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে নিতান্ত হতাশ হইলেন।

অনন্তর একদিন রাজা বৃহদ্রথ শুনিতে পাইলেন যে কাক্ষীবানের পুত্র মহানুভব চণ্ডকৌশিক তপস্যায় শ্রান্ত

হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে আসিয়া এক তরু-মূলে উপবেশন করিয়াছেন। রাজা অনতিবিলম্বে স্বীয় পত্নী-দ্বয় সমভিব্যাহারে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি মুনিজনসমুচিত নানাবিধ উপচারে সেবা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঋষিবর রাজার এবংবিধ প্রযত্নাতিশয়ে ও সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাজা পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সাশ্রুনয়নে ও গদ্গদবচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি অতিমন্দভাগ্য, এপর্য্যন্ত পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত থাকিয়া যার পর নাই অসুখে কাল যাপন করিতেছি। সংপ্রতি বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সস্ত্রীক তপস্যা করিবার মানসে তপোবনে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব এ অবস্থায় আর কি বর প্রার্থনা করিব?

রাজার খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া মুনিবর ইন্দ্রিয়গণের সংযম করিয়া সেই সহকার তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবিষ্ট থাকিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে বৃক্ষ হইতে একটী সুপক্ব আম্রফল তাঁহার অঙ্কদেশে পতিত হইল। পক্ষীগণ উহা স্পর্শও করে নাই। উহা অক্ষত অবস্থাতেই শিথিলবৃন্ত হইয়া মুনিবরের ক্রোড়ে পতিত হয়। মহপ্রাজ্ঞ মুনিবর ঐ ফল রাজার পুত্রলাভের নিমিত্তভূত স্থির করিয়া উহা রাজাকে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপতে! তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে বন-প্রস্থানব্যবসায় হইতে মনকে নিরস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।

হে ভরতর্ষভ! মুনিবরের বাক্য ও আশীর্ব্বাদ শিরো-ধার্য্য করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ধীমান্ বৃহদ্রথ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে মুনিদত্ত আম্রটী পত্নীদ্বয়কে

প্রদান করিল। তাহারাও ঐ ফল সমানাংশে বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিল। কিছুকাল পরেই মুনির বাক্য সফল হইল। রাজ্ঞীদ্বয় গর্ভবতী হইলেন। মহিষীদ্বয়ের যুগপৎ গর্ভসঞ্চারের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বৃহদ্রথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। হে ভরতকুলতিলক! দশ মাস পূর্ণ হইলে পর মহিষীদ্বয় যথাকালে দুই খণ্ড শরীর প্রসব করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইলে দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক খণ্ডেই এক চক্ষু এক বাহু এক চরণ অর্দ্ধ মুখ অর্দ্ধোদর ও স্ফিক্ মাত্র রহিয়াছে। অবলা ভগ্নীদ্বয় ঈদৃশ অর্দ্ধ সন্তান প্রসব করিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিল যে, এরূপ সন্তান ধাত্রীর হস্তে প্রদান করা উচিত। তাহার যাহা বিবেচনা হয় করিবেক। ধাত্রীও রাজ্ঞীদ্বয়ের অনুমতি পাইয়া খণ্ডিত গর্ভ দ্বয় বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া অন্তঃপুর হইতে একাকিনী বহির্গমন পূর্ব্বক চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিয়া আসিল। হে নরশ্রেষ্ঠ! মেদমাংসভোজিনী জরানাম্নী এক রাক্ষসী অদৃষ্টপূর্ব্ব খণ্ডদ্বয় শরীর অবলোকন করিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক দুই খণ্ড একত্র করিল। ঐরূপ করিবামাত্রেই ঐ অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় পরস্পর যথাযথ সংযোজিত হইয়া অপূর্ব্ব বীর্য্যবান্ শিশুর মূর্ত্তি ধারণ করিল। হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষসী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সেই শিশুকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া উত্তোলন করিতে গিয়া অসমর্থা হইল। ইত্যবসরে বালকও তাম্র বর্ণ মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক স্বীয় বদনে স্থাপন করিয়া সজল জলধরের ন্যায় গভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকের চীৎকার ধ্বনিতে পুরবাসীগণ সকলেই সম্ভ্রমে মহারাজ বৃহদ্রথের সহিত বহির্গত হইল। হতাশ ম্লানবদন ও ক্ষীরপূর্ণপয়োধর রাজ্ঞীদ্বয়ও পুত্র প্রাপ্তির আশয়ে নন্দনোদ্দেশে সহসা ধাবিত হইল। রাক্ষসী রাজমহিষীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে সম্পূর্ণ সন্তানার্থী ও বালকের অদ্ভুত সারবত্তার বিষয় পর্য্যালোচনা

করিয়া মনে মনে ভাবিল যে এই অবগণ্ড বালককে বধ করিয়া আমার কি হইবেক? ইহার দ্বারা এক দিনেরও সম্পূর্ণ আহার চলিবেক না। বিশেষতঃ আমি যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি, এটী তাহার একমাত্র বংশধর সন্তান। অতএব ইহার দ্বারা উদর পূর্ত্তি না করিয়া বরং রাজাকে প্রত্যর্পণ করি। এই বলিয়া ঐ মায়াবিনী নিশাচরী মানুষরূপিণী হইয়া নিবিড়া বলাকিনী যেরূপ সহস্ররশ্মিকে আবরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ সেই উজ্জ্বলাভ বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে মহারাজ বৃহদ্রথ! এই কুমারটী তোমার পত্নীদ্বয়ের গর্ভজাত, মুনিবরের বরপ্রভাবে এ তোমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইলে রাজ্ঞীদ্বয় অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর দর্শনে নিতান্ত ভীত ও হতাশ হইয়া ইহাকে চতুষ্পথে পরিত্যাগ করিয়া যান। আমি যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! পরে কাশীরাজের দুহিতৃদ্বয় পরিত্যক্ত বালকের পূর্ণ কলেবর দর্শনে হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহাকে অতিপ্রযত্নে অঙ্কে স্থাপিত করিয়া স্তন্যক্ষীরে অভিষিক্ত করিল। রাজাও সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মানবরূপিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গি! তুমি যে আমাকে দুর্ল্লভ পুত্র রত্ন প্রদান করিলে, তুমি কে? আমার বোধ হইতেছে, তুমি ইচ্ছাবিহারিণী কোন দেবী হইবে। ফলতঃ তুমি যেই হও, স্বরূপ বর্ণন করিয়া আমার হৃদয়াকাশ হইতে ত্বরায় সন্দেহতম দূরীভূত কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রাক্ষসী কহিল, হে মহারাজ! আমি দেবযোনি কামরূপধারিণী ইচ্ছাবিহারিণী জরানাম্নী রাক্ষসী! আমি সমুচিত সম্মানের সহিত তোমার আবাসে বাস করিতেছি। মনুষ্যমাত্রেরই গৃহে প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে দানবগণের বিনাশজন্য ভগবান্ বিশ্বযোনি গৃহদেবী নামে দিব্যরূপিণী আমাকে সৃজন করিয়াছিলেন। যে নবযৌবনা বা সপুত্রা কামিনী স্বগৃহভিত্তিতে আমার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া রাখে, তাহার নিশ্চয় মঙ্গল হয়। যিনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন বা না রাখেন, তিনি নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হন। হে নরাধিপ! তোমার গৃহের ভিত্তিতে সপুত্রা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি লিখিত আছে এবং প্রতিদিনই নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে ও উপচারসামগ্রীতে সুন্দররূপে পূজিত হইয়া থাকি। এই জন্যই তোমার কল্যাণ চিন্তায় নিয়ত যত্নবতী রহিয়াছি। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! অদ্য তোমার পুত্রের খণ্ডিত শরীর পতিত দেখিয়া যত্নে যেমন উত্তোলন ও একত্র সংযোজন করিলাম, অমনি সেই খণ্ডদ্বয় একত্রিত হইয়া সম্পূর্ণাবয়ব এই বালক হইল। হে মহারাজ! দৈব আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুকূল, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র জানিবেন। আমি সুমেরুকেও অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে পারি। আপনার এই দুগ্ধপোষ্য বালকটীর ত কথাই নাই। তোমার আলয়ে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজিত হই বলিয়া ইহারে তোমাকে অর্পণ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা অন্তর্হিত হইল। রাজাও আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া আপন-

পুত্রকে কোলে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুত্রের সমস্ত জাতকর্ম্ম সমাপন করাইলেন। অনন্তর নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, সমস্ত প্রকৃতিমণ্ডলকেই রাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করিতে হইবে। জরা রাক্ষসী দ্বারা সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইল বলিয়া পুত্রের নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। বালক দিন দিন প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রশস্ত ও উন্নত আকার ধারণ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া জনক জননীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই মহাতপা চণ্ডকৌশিক পুনর্ব্বার মগধে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। রাজা মহর্ষির নাম শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পুত্র কলত্র পুরোহিত ও অমাত্যবৃন্দ সমভি-ব্যাহারে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মহর্ষির প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সমস্ত রাজ্যের সহিত কুমারকে তাঁহার চরণারবিন্দে অর্পণ করিলেন ও বলি-লেন, ভগবন্! আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আপ-নার অচিন্তনীয় শুভাগমনে চরিতার্থ হইয়াছি। পাদপদ্ম দর্শনে যুগপৎ আমার মন ও নয়ন পবিত্র হইল। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক রাজার সৎকারে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া সমস্তই অবগত হইয়াছি! ভবিষ্যতে তোমার এই পুত্র যাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং ইহার যে রূপ রূপ গুণ ও পরাক্রম হইবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই তনয় যখন রাজ্যে

অভিষিক্ত হইবে, তখন নিঃসন্দেহই ঐ সমস্ত গুণ অধিকার করিবে। যেরূপ অন্যান্য অণ্ডজগণ নভোমার্গে উড্ডীয়মান বিহগরাজ গরুড়ের গতির অনুকরণে অসমর্থ, অন্যান্য ভূপ-তিগণ কর্ত্তৃক সেইরূপ এই কুমারের শৌর্য্য বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অনুকরণীয় হইবেক না। যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচারী হইবে, তাহারা নিঃসন্দেহ কালকবলে নিপতিত জানিবেন। হে রাজন্! যদি দেবতারাও ইহার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন, তাহা হইলেও ঐ অস্ত্র পর্ব্বতাহত নদীবেগের ন্যায় ইহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তোমার এই বালক যাবতীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের অধীশ্বর হইবে। তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। রশ্মিমালী সূর্য্য যেমন যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রভা বিনাশ করেন, সেইরূপ তোমার পুত্রও যাবতীয় ভূপালবৃন্দের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অস্তমিত করিবে। পতঙ্গগণ যেমন জ্বলন্ত হুতাশনের সমীপবর্ত্তী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমৃদ্ধ রথবাজিসঙ্কুল রাজন্যগণও ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়া অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কল্লোলিনীবল্লভ মহোদধি যেরূপ বর্ষাকালীন মহাপ্রবাহশালী নদনদীগণকে কুক্ষিসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার এই পুত্রও সমস্ত রাজগণের রাজশ্রী স্বয়ং আত্মসাৎ করিবে। সর্ব্বশস্যপ্রস-বিনী সমুদ্রমেখলা বসুন্ধরা যেমন শুভাশুভ সকল বস্তুরই ভার বহন করিতেছেন, সেই রূপ মহাবল জরাসন্ধও চাতু-র্ব্বর্ণ্যের ধারয়িতা জানিবেন। শরীরিগণ যেমন সর্ব্বভূতের আত্মভূত বায়ুর বশবর্ত্তী হয়, সেইরূপ যাবতীয় ভূপাল-বৃন্দও ইহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে। অধিক আর কি বলিব, আপনার এই জরাসন্ধ ভূমণ্ডলে ত্রিপুরান্তকারী মহাদেবের অবতাররূপে জনগণের প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

হে পরন্তপ! মহর্ষি বৃহদ্রথকে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যেন

কোন কার্য্যব্যপদেশে অন্যমনা হইয়া তাঁহাকে বিদায় হইতে অনুমতি করিলেন। মগধরাজও সানন্দমনে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিলেন এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ও পুরোহিত প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়া জরাসন্ধকে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নরপতি পত্নীদ্বয়সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধও পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া স্বীয় বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আপন একাধিপত্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা বৃহদ্রথ বহুকাল সপত্নীক তপস্যা করিয়া স্বর্গাধিরোহণ করিলেন। জরাসন্ধও কৌশিকের বাক্যানুসারে সমস্ত বিষয় লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন করিতে লাগিল। হে ভারত! তৎকালে মথুরাধিপতি কংস জরাসন্ধের পরম আত্মীয় হইয়াছিল। কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করায় জরাসন্ধের সহিত তাঁহার বিষম শত্রুতা জন্মে। বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত মগধরাজ গিরিমধ্যে এক প্রকাণ্ড গদা লইয়া মথুরাস্থ কৃষ্ণের বধে নিক্ষেপ করিল। ঐ গদা নবনবতি যোজনান্তে মথুরার নিকটে আসিয়া পতিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণের অঙ্গও স্পর্শ করিতে পারে নাই। পুরবাসীরা সম্যক্ অবলম্বন তাঁহার নিকট ঐ গদাপাতের বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। যে স্থানে শোভনা ঐ মহতী গদা পতিত হইয়াছিল, সেই স্থান তদবধি গদাবসান নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে মহারাজ! হংস ও ডিম্বক নামে যে দুই জন জরাসন্ধের প্রধান সহায় ছিল, তাহারা অস্ত্র শাস্ত্রর অবধ্য মন্ত্রণাবিষয়ে অতিনিপুণ এবং নীতিশাস্ত্র বিশারদ ছিল। ঐ মহাবল বীরদ্বয়ের কথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। হংস, ডিম্বক ও জরাসন্ধ তিনজনে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলে

দেবতারাও তাহাদের অণুমাত্র অনিষ্ট সম্পাদনে সমর্থ হন না। কুক্কুর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় রাজগণ " দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না " এই নীতি বাক্যের অনুসরণ করিয়া জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্ব সমাপ্ত।

জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সেই হংস ও ডিম্বক উভয়েই বিনষ্ট হইয়াছে এবং দুরাত্মা কংসও কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ জরাসন্ধবধের এই প্রকৃত সময় উপস্থিত। সমস্ত দেব-দানব একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও মহাবল জরাসন্ধকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজয় করিতে অসমর্থ। অতএব আমার বিবেচনায় বাহুযুদ্ধে উহাকে পরাস্ত করা কর্ত্তব্য। আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান্ এবং ধনঞ্জয় আমাদের সহকারী থাকিতেছেন; তাহাতে যেমন অগ্নিত্রয় একত্রিত হইয়া যজ্ঞ সাধন করেন, সেইরূপ আমরাও ঐ দুরাত্মার প্রাণ বিনাশে সমর্থ হইব। আমরা তিন জনে একত্রিত হইয়া তাহার সমীপস্থ হইলে সে অবশ্যই আমাদের একজনের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অবমাননা, লোভপ্রকাশ ও বাহুবল দর্শনে দর্পিত হইয়া সে ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতেই উদ্যত হইবে দেখিতেছি। মনুষ্য উদ্ধত-স্বভাব হইলেও যেমন যথাকালে যম তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন, ভীমও সেইরূপ উদ্ধতস্বভাব

ঐ জরাসন্ধকে অবলীলাক্রমে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। হে মহারাজ! আপনি যদি আমার হৃদয়জ্ঞ হন এবং আমার প্রতি আপনার যদি অকৃত্রিম স্নেহ ও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ করুন্।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেবের বাক্য সমাপ্তি হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হৃষ্টচিত্তে সন্নিহিত ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে অরাতিনিসূদন মধুসূদন! আমাকে আর লজ্জা দিও না, তুমি আমাদের অধিপতি; আমরা তোমারই একান্ত আশ্রিত। আমাকে যাহা বলিবে ও করিতে পরামর্শ দিবে, তৎসমুদায়ই আমার নিকট যুক্তিসিদ্ধ ও কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। তুমি সহায় থাকিলে লক্ষ্মী স্বয়ং অনুগ্রহবতী থাকেন। হে জগদীশ্বর! তুমি অনুগ্রহ করিয়া থাক বলিয়া আমরা সকল বিষয়েই নিশ্চিন্ত থাকি। তোমার বাক্যে আমার এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, যথার্থতই জরাসন্ধ নিহত বলিয়া মনে করিতেছি, বন্দীভূত রাজগণ মুক্ত হইয়াছে এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন হয়, প্রশান্তচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তোমরা তিন জনে আমার সমীপস্থ থাকায় বোধ হয় যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ বিগ্রহ ধারণ করিয়া আমার সহিত বাস করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমা ব্যতীত পার্থ থাকিতে পারে না ও পার্থ ব্যতীত তুমিও থাকিতে পার না এবং ত্রিলোকমধ্যে তোমাদের উভয়ের অজেয়ও কিছুই নাই। এই বলবীর্য্যসমন্বিত বৃকোদর তোমাদিগের সহিত মিলিত থাকিলে তোমরা কি না করিতে পার? সেনানীর বিজ্ঞতা ও নিপুণতার সাহায্য পাইলে সৈন্যগণ অবলীলাক্রমে শত্রু জয় করিতে পারে। নায়কবিহীন সৈন্যগণকে

পণ্ডিতেরা এক প্রকার জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরই সেনাপতির পদে নিযুক্ত হওয়া উচিত। বুদ্ধিমানেরা যেরূপ নিম্ন দিকেই জল লইয়া যান, ধীবরেরাও যেমন ছিদ্র দেখিয়া জলের গতি করিয়া দেয়, বিচক্ষণ সেনাপতি সেই রূপ বিপক্ষের নিম্নতা ও ছিদ্র বিচার করিয়া সৈন্য চালনা করেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের মধ্যে নীতিবিশারদ, বিধিজ্ঞ, পুরুষকারসমন্বিত ও ত্রিলোকবিখ্যাত। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিব। যিনি কার্য্যসিদ্ধির বাসনা করেন, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার অগ্রে সম্বোধন করা উচিত। নানাগুণসম্পন্ন পৃথানন্দন অর্জ্জুন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমার অনুগমন করিতেছেন এবং বাহুবলশালী ভীমসেনও তোমাদের পশ্চাদ্‌গামী হইতেছেন। তাহা হইলে বিজয় লাভের আর কোন সন্দেহ থাকিল না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজের বাক্য সমাপ্তি হইলে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্‌বর্গকর্ত্তৃক অনুমোদিত ও অভিনন্দিত হইয়া তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ভীমার্জ্জুনকেও উক্ত বেশ ধারণ করাইয়া মগধরাজ জরাসন্ধের উদ্দেশে গমন করিলেন। তাঁহাদের দেহপ্রভা একেই স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত সূর্য্যকান্তি ও অনলাভা অপেক্ষাও উজ্জ্বল, তাহাতে আবার জরাসন্ধের উপর রোষানল প্রজ্বলিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন আরও প্রখর ভাব ধারণ করিয়াছে। অজেয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই যখন জরাসন্ধ বধে উদ্যত হইয়াছেন এবং মহাবল ভীমসেনও যখন তাঁহাদের অনুগমন করিতেছেন, তখন লোকের মনে জরাসন্ধবধ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। কারণ, সকলেই অবগত আছে, যে কৃষ্ণার্জ্জুন যাবতীয় কার্য্যের প্রবর্ত্তক, এমন কি, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরও প্রবর্ত্তয়িতা,

এক্ষণে যে তাঁহারা ভীমসহায়ে এই সামান্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবেন, তাহাতে আর কি সংশয় আছে ?

ভ্রাতৃত্রয় বদ্ধ-পরিকর হইয়া কুরুদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ কুরুজাঙ্গল অতিক্রম করিলেন। পরে রমণীয় পদ্ম সরোবর ও কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ ও সদানীরা পর্ব্বতস্থ নদী সকল একে একে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরমা সরযূ সরিৎ পার হইয়া পূর্ব্ব কোশলদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক মিথিলা মালা ও পরে চর্ম্মণ্বতী নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বেগবতী গঙ্গা ও শোণ নদ পার হইয়া বীরত্রয় কিয়দ্দূর পূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক কুশাম্বদেশের বক্ষঃস্থল স্বরূপ মগধরাজ্যের সীমায় পাদক্ষেপণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল-সমাকীর্ণ, গোধনপূর্ণ ও মনোহরবৃক্ষরাজিবিরাজিত গোরথনামক পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে সংস্থাপিত মগধরাজের নগরী সন্দর্শন করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! দেখ দেখ, মগধরাজের মহাপুরী কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। উহা নানাবিধ পশুতে পরিপূর্ণ; জল প্রণালীর চমৎকার পদ্ধতিতে ও সুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন প্রাসাদশ্রেণীতে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কোন প্রকার উপদ্রবের নামমাত্রও নাই। অত্যুচ্চ শৃঙ্গশোভিত শীতলচ্ছায় সমুন্নত বৃক্ষাবলি-পরিবৃত ও পরস্পরসংশ্লিষ্ট বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পাঁচটী মহাশৈল যেন একযোগ হইয়া নগরীকে

রক্ষা করিতেছে। তাম্রবর্ণ কিসলয়নিচয়, বিকসিত কুসুমশ্রেণী ও মৃদু মধুর গন্ধবিকাসী লোধ্রবন-রাজি কামিজনের মনোহরণ করিতেছে। ঐ দেখ, যে স্থানে সংশিতব্রত মহাতপা গৌতম শূদ্রাণী ঔশীনরীতে কাক্ষীবান্ প্রভৃতি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা ঐ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শূদ্রাণীর গর্ব্ভসম্ভূত হইয়াও যে ঐ বংশ রাজবংশ ভজনা করিতেছে, ইহা কেবল রাজাদিগের প্রতি মহামুনি গৌতমের অসামান্য অনুগ্রহ বই আর কি বলিব। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে প্রবল প্রতাপ অঙ্গ বঙ্গাদি রাজগণও এই গৌতমের আবাসে আসিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন। ঐ দেখ, গৌতমাশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে লোধ্র ও পিপ্‌পল বনরাজী কেমন অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। অর্ব্বুদ ও শক্রবাপী নামে যে দুই পরন্তপ নাগের নাম শুনিয়াছ এবং স্বস্তিক ও মুনি নামে যে অপর দুইটি নাগ আছেন, তাহাদিগেরও বাসস্থান ঐ। ভগবান্ মনু, মগধবাসীদিগকে জলধর পটলের মুখাপেক্ষী করেন নাই। জলাভাবে কোন প্রকার কস্মিন্ কালেও ইহাদিগের ক্লেশ হয় না এবং মণিমান্ ও কৌশিক ইহাঁরাও মাগধদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপে দৈবের আনুকূল্য লাভে একান্ত হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া জরাসন্ধ অনুপম অর্থসিদ্ধির জন্য কখন কোন আশঙ্কা করে না। কিন্তু অদ্য আমরা সেই দৈববলদর্পিত দুরাত্মাকে আক্রমণ করিয়া তাহার সেই দর্প চূর্ণ করিব সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অগাধসত্ব বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ভীমার্জ্জুনকে নানাস্থান ও নানাবস্তু দর্শন করাইয়া পরিশেষে তিন ভ্রাতায় মিলিত হইয়া পুরোদ্দেশে চলিলেন। হস্তী, অশ্ব, শকট ও জনসংকুল, অবিরতোৎসবান্বিত অধৃষ্য চাতুর্ব্বর্ণ্যপরিপূরিত পুরীদ্বারের সন্নিহিত হইয়াও তাঁহারা পুরীতে প্রবেশ না করিয়া রাজপরিজন ও প্রজাবর্গের পূজিত

সুরুচির ও সমুন্নত চৈত্যক শৃঙ্গ ভেদ করিতে লাগিলেন। এখানে রাজা বৃহদ্রথ মাংসভোজী ঋষভ নামে একজন দৈত্যকে আক্রমণ ও হনন করিয়া তদীয় চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত ভেরীত্রয় করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ ভেরীত্রয় এরূপ বৃহদাকার ছিল যে আঘাত করিলে প্রায় একমাস পর্য্যন্তও তাহার ধ্বনি শ্রুত হইত। উক্ত ভেরী দিব্যপুষ্পে আকীর্ণ হইয়া যে স্থানে ধ্বনিতে হইত, তথায় যে চৈত্যক-শৃঙ্গ ছিল, জরাসন্ধের বধাভিলাষী ভীমার্জ্জুনসমবেত শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভঙ্গ করিয়া যেন জরাসন্ধের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় সুমহৎ ও সুবিপুল যে পুরাতন চৈত্যক এ পর্য্যন্ত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সমর্চ্চিত হইত, উক্ত বীরত্রয় সেই চৈত্যককেও পাতিত করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মগধপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পুরস্থিত বেদপারগ পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ অনির্ব্বচনীয় অনিষ্টাপাতের হেতুভূত দুর্নীমিত্ত সমস্ত দর্শনে ভীত হইয়া নরপতি জরাসন্ধকে গজারূঢ় করিয়া নীরাজনা প্রভৃতিদ্বারা তাহার আপদ শান্তি করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ নরপতিও যথানিয়মে দীক্ষিত হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতকবেশধারী নিরায়ুধ বাহুবলসহায় ভীমার্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধকাম হইয়া তাহার সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজপথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহার দুই পার্শ্বে নানাবিধ পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী শ্রেণিবদ্ধ হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে। রাজপথের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে তাঁহারা একান্ত বিস্মিত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, মাল্যকারের ভবনে রাশীকৃত নানাবিধ পুষ্পমাল্য সজ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বলপূর্ব্বক মাল্যগ্রহণ করিয়া আপনাদের বিচিত্র বেশ রচনা করিতে লাগিলেন। গলদেশে মনোহর পুষ্পমাল্য, কর্ণে সুসজ্জিত

ও উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ ও কটিদেশে বিচিত্র রাগযুক্ত বসন পরিধান করিয়া, হিমালয়স্থ মৃগরাজ যেমন গোষ্ঠান্বেষণে বহির্গত হয়; তাঁহারাও সেইরূপ জরাসন্ধের অন্বেষণে তাহার ভবনোদ্দেশে চলিলেন। হে মহারাজ! সেই সুমহান্ বীরত্রয় চন্দনে চর্চ্চিত-দেহ হইয়া পরম রমণীয় শ্রী প্রাপ্ত হইলেন। আজানুলম্বিত দীর্ঘাকার বাহুদ্বয় নিরীক্ষণ করিলে সহসা শাল-স্তম্ভ বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাঁহাদের প্রকাণ্ড মত্তমাতঙ্গসদৃশ কলেবর ও অতিবিশাল বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া সমস্ত মগধবাসী বিস্ময়াপন্ন হইল। বাহুবলশালী বীরত্রয় বহুজনসঙ্কুল কক্ষা অতিক্রম করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে সাহঙ্কারে মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দর্শনমাত্র জরাসন্ধ "আপনারা সুখে আসিয়াছেন, আসুন্ আসুন্" ইত্যাদি সম্মানসূচক বাক্য সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে আপন আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আগন্তুক বীরত্রয়কে সৎকারার্হ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্যপ্রভৃতি প্রয়োজনোপযোগী সামগ্রী আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। হে জনমেজয়! জরাসন্ধের এতাদৃশী সামাজিকতা দর্শনে ভীম ও অর্জ্জুন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা নিয়মস্থ আছেন, এজন্য এক্ষণে কোন কথাই কহিবেন না। অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় স্থাপিত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে যথোক্ত সময়ে প্রত্যাগত হইয়া তথায় তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। হে ভারতসত্তম! মহারাজ জরাসন্ধের এরূপ নিয়ম ছিল যে, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা যদি অর্দ্ধরাত্র সময়েও আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি নাম শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মহারাজ জরাসন্ধ গৃহাগত ব্রাহ্মণত্রয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশভূষা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হে ভরতকুলতিলক! ব্রাহ্মণত্রয় জরাসন্ধকে যজ্ঞশালায় সমাগত দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাজন্! নির্ব্বিঘ্নে আপনার মোক্ষপদ প্রাপ্তি হউক্। জরাসন্ধ বিপ্রবেশধারী বীরত্রয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন। তাঁহারাও যজ্ঞীয় ত্রিবিধ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

হে কুরুনন্দন! মহারাজ জরাসন্ধ বীরত্রয়কে রক্তচন্দন ও পুষ্পমাল্য পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া নিন্দাচ্ছলে কহিলেন, হে স্নাতক ব্রাহ্মণত্রয়! আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এই ভূলোকে স্নাতকব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকাল ব্যতীত কদাপি পুষ্পমাল্যদ্বারা আপনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুশোভিত করেন নাই; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা সে নিয়ম অবহেলা করিয়াছ। অধিকন্তু দেখিতেছি তোমাদের হস্তে শরাসনের আকর্ষণচিহ্ন রহিয়াছে। অতএব তোমরা কে স্বরূপ বর্ণন কর। ক্ষত্রিয়তেজ ধারণ করিয়া কি নিমিত্ত আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছ? তোমাদের এরূপ কপট বেশ ধারণ করিবার অভিপ্রায় কি? সত্য করিয়া বল। রাজগণের নিকট সত্যই সমধিক আদরণীয়। তোমরা রাজদণ্ডের কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া অকুতোভয়ে চৈত্যক ভূধরের শৃঙ্গ ভেদ করিয়া অপ্রকাশ্য দ্বার দিয়া ছদ্মবেশে কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? বাক্য নিঃসরণ করিলে ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তোমরা কি নিমিত্ত এরূপ বিপরীতাচরণ করিয়া দণ্ডার্হ ও উপহাসাস্পদ হইতেছ? তোমাদিগের অভিসন্ধি কি? ব্রাহ্মণবেশে আগমন করিয়াও কি নিমিত্ত মৎপ্রদত্ত সৎকার পরিগ্রহ করিতেছ না? তোমাদের আমার নিকটে আসিবারই বা প্রয়োজন কি?

জরাসন্ধের বাক্যাবসান হইলে বাগ্মীপ্রবর কৃষ্ণ অতি-স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে তাহাকে উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আমাদিগকে আপনার স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া যে রূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাই থাকুক্। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় এই তিন বর্ণই স্নাতক ব্রতে ব্রতী হইতে পারেন এবং তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলীও থাকিতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ নিয়মধারী ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদাই সৌভাগ্যশালী হন। পুষ্পবন্ত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহ শ্রীমন্ত হয়, এই বিশ্বাসেই আমরা মাল্য পরিগ্রহ করিয়াছি। হে বার্হদ্রথ জরাসন্ধ! ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় বাহু দ্বারাই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহা-দের কথায় তেজের কিছুই প্রকাশ পায় না। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়দিগের সৃষ্টিকালে বিধাতা স্বকীয় বীর্য্য তাহাদের বাহু-দ্বয়েই সংস্থাপিত করেন। যদি তোমার তাহা দেখিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অদ্যই অনতিবিলম্বে তাহা দেখিতে পাইবে। নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মই এই যে শত্রুগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে অদ্বারে ও বন্ধুবান্ধবের গৃহে প্রকাশ্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তুমি ইহা অবগত হও যে, আমরা বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। শত্রুর পরিচর্য্যা গ্রহণ না করা আমাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ কৌলিক নিয়ম।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জরাসন্ধ কহিল, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি যে কোন সময় তোমাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না এবং ভাবিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিতেছি

না। যদি তোমাদের সহিত আমি কখন অমিত্র ব্যবহার না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা বৃথা কিজন্য আমাকে শত্রু মনে করিতেছ? এরূপ করিবার ভাব কি? যথার্থ বল, সত্যই সাধুদিগের ভূষণ। দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মানসিক পীড়া জন্মে। কিন্তু ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এবং ধর্ম্মার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াও যিনি অকৃতাপরাধে অন্যের ধর্ম্মার্থের উপঘাত করেন, তাঁহার ইহকালে অশুভ ও পরকালে নরকপাত হয়। ত্রিলোকমধ্যে ক্ষত্রধর্ম্মই সৎপথের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কেবল ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি ধর্ম্মানুরাগী প্রকৃতিমণ্ডলের কখনই কোন অপকার করি নাই। তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া পরিগণিত করিতেছ? বোধ হয়, তোমাদিগের কোন বিশেষ প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছে বা মতিভ্রম ঘটিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলদীপক একাকী বংশের যাবতীয় ভার বহন করিতেছেন, তাঁহারই আদেশ ক্রমে আমরা এখানে আসিয়া তোমাকে অভিযোগ করিতে উদ্যত আছি। হে রাজন্! তুমি বলপূর্ব্বক বহুল রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে বলি প্রদান মানসে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তবে আবার অনপকারী বলিয়া কেমন করিয়া আপনাকে ব্যক্ত কর। হে নৃপসত্তম! রাজা হইয়া কোন ব্যক্তি নিরপরাধে স্বজাতীয়ের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে? আপনি কোন্ বিবেচনায় তাহাদিগকে ধৃত করিয়া মহাদেবের নিকট বলি দিতে বাসনা করিয়াছেন? আমরা ধর্ম্মচারী ও ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ। অতএব ভবৎকৃত অপরাধে আমাদিগকেও অপরাধী হইতে হইবে। আমরা কস্মিন্ কালেও নরবলির নাম শ্রবণ করি নাই। তুমি কি নিমিত্ত ভগবান্ শশাঙ্কশেখরের আরাধনায় নরবলি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছ? হে জরাসন্ধ। তুমি সবর্ণগণকে পশুভূত

করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিতেছ। তোমা ব্যতীত কোন্ নরাধম আর এরূপ কর্ম্ম করিতে প্রয়াস করিয়া থাকে? যিনি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ সেই সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। আর্ত্তের দুঃখ মোচন করাই ক্ষত্রিয়দিগের কুলব্রত। কিন্তু তুমি একান্ত আর্ত্ত জ্ঞাতিগণের উচ্ছেদেই কৃতসংকল্প হইয়াছ। অতএব এক্ষণে আমরা জ্ঞাতিগণের কল্যাণ কামনায় তোমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি মনে করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ বীর পুরুষ আর কেহই নাই। সে কেবল তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয়মাত্র। বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন্ ক্ষত্রিয় স্বজাতীয় পক্ষপাতী হইয়া ক্ষত্র-কুলোদ্ভব ভূপালগণের রক্ষায় যত্নবান্ হইয়া সম্মুখ সংগ্রামে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গলাভে পরম সুখী হইতে বাসনা না করে? হে নরশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গ-লাভ বাসনাতেই রণযজ্ঞে দীক্ষিত হয়। হে রাজন্! বেদা-ধ্যয়ন, মহৎযশ, তপস্যা ও সংগ্রামমৃত্যু এই চারিটীর প্রত্যে-কই স্বর্গলাভের মূলীভূত কারণ। বেদাধ্যয়নাদি যথানিয়মে সম্পন্ন না হইলে স্বর্গলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষত্রকুলোচিত বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিলে স্বর্গ লাভ হইবেই হইবে; কোন মতে অন্যথা হইবার নহে। দেখ, স্বীয় গুণবান্ পুত্র বৈজয়ন্তের প্রভাবে সুরপতি ইন্দ্র যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎ পালন করিতেছেন। সে যাহা হউক্, আমাদিগের সহিত শত্রুতা হওয়ায় তোমার স্বর্গারোহণের পথ যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে, সে রূপ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তুমি অসংখ্য মাগধবলে দর্পিত হইয়া প্রায় সকল ভূপতি-গণেরই অপমান করিয়া থাক। হে নরেশ্বর! এরূপ ব্যবহার করা তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্যমাত্রেই বল-

বান্ ও পরাক্রমশালী হয়। এই ভূমণ্ডলে তোমার সমতেজা ও তোমাপেক্ষাও অধিক. বীর্য্যবান্ অনেকানেক লোক আছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহারা অজ্ঞাত থাকাতেই তোমার অহ-ঙ্কার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তোমার দর্প ও অহঙ্কার আমাদের আর সহ্য হয় না। অতঃপর ঈদৃশ অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা সপরিবারে তোমাকে যমালয় গমন করিতে হইবেক। মহাবল কার্ত্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ ইহাঁরা সকলেই এক সময় প্রভূতপরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু অতিদর্পে দর্পিত হইয়া আপন শুভাশুভের প্রতি একবারে যত্নশূন্য হওয়ায় সকলেই সসৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা ব্রাহ্মণ নহি। কেবল ছলনা দ্বারা তোমাকে নিহত করিবার উদ্দেশেই এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি। আমরা তিন জনই ক্ষত্রিয়, আমি হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ, আর এই দুই বীর স্বর্গীয় পাণ্ডুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয়। হে মগধরাজ! আমরা তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিতেছি। হয় যাবতীয় বন্দীকৃত নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা প্রশান্তভাবে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া শমনভবনে গমন কর।

জরাসন্ধ কহিল, হে কৃষ্ণ! আমি পরাজয় না করিয়া কোন নৃপতিকেই আনয়ন করি নাই। পরাজিত ব্যতীত অপর কেহই এই স্থানে বদ্ধ নাই, আর আমার সহিত বিবাদ যুদ্ধ করে এমন লোকই বা কে আছে? হে বাসুদেব! বাহুবলে শত্রুকে পরাজয় করিয়া তাহাকে স্ববশে রাখা ও তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করাই ত ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমি ক্ষত্রব্রতাবলম্বী, দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার নিমিত্ত যে সকল রাজগণকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তোমা-দের ভয়ে ভীত হইয়া কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? তুমি যে যুদ্ধের কথা কহিতেছ, আমি তাহাতে সম্মত আছি।

আমি ব্যূহবদ্ধ সৈন্য দ্বারা সৈন্যের সহিত অথবা একাকী তোমাদের এক বা দুই অথবা এককালে তিন জনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বার্হদ্রথ জরাসন্ধ ভীমকর্ম্মা কৃষ্ণাদির সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া স্বীয় আত্মজ সহদেবকে রাজ্যে অভিষেক করিতে আদেশ দিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই উপস্থিত যুদ্ধে তিনি কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই বীরকে স্মরণ করিলেন। পূর্ব্বে এই দুই বীর হংস ও ডিম্বক নামে বিখ্যাত ছিল। বৃষ্ণিবংশাবতংস পুরুষশার্দ্দূল সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত বাসুদেব, জরাসন্ধ যাদবগণের অবধ্য ও ভীমপরাক্রম ভীমসেনের বধ্য এই বিবেচনায় ব্রহ্মার আদেশে স্মরণ করিয়া স্বয়ং জরাসন্ধের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুকুলতিলক বাগ্মী বাসুদেব জরাসন্ধকে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ! আমাদের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার ইচ্ছা হয়? তোমার সহিত কে যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত হইবেন? শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সমাপ্ত হইলে মহাবল জরাসন্ধ তন্মধ্যে ভীমসেনকে বিপুলকায় দেখিয়া তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা প্রকাশ করিল।

জরাসন্ধকে যুদ্ধার্থে বদ্ধপরিকর দেখিয়া পুরোহিত গোরোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্য ও ব্যথা মূর্চ্ছানিবারক নানাবিধ ঔষধ হস্তে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

জরাসন্ধ মহাযশা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। বর্ম্ম পরিধান ও কিরীট পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশ-পাশ বন্ধন করিয়া অগাধ অম্বুধির উত্তালতরঙ্গমালার ন্যায় বেগবান্ হইয়া ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভীমসেন! অগ্রসর হও, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিয়া, মহাবল বলাসুর যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল. সেইরূপ অসীমপরাক্রম জরাসন্ধও ভীমসেনকে আক্রমণে উদ্যত হইল। ভীমসেনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সগর্ব্বে জরাসন্ধের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নিরায়ুধ বাহুমাত্রসহায় দুই বীর পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া শার্দ্দুলের ন্যায় প্রহৃষ্টচিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর করগ্রহণ পূর্ব্বক পরস্প-রের পাদাভিবন্দন করিয়া বক্ষাঘাতদ্বারা রাজভবনের প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিতে লাগিলেন। পরে করযুগল দ্বারা স্কন্ধে বারং-বার সমাঘাত বিঘাত প্রতিঘাত অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সমাস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তের আকুঞ্চন প্রসারণ মুষ্টিকরণ প্রভৃতি ও কক্ষা বন্ধনপূর্ব্বক গলদেশে গল্লদেশে কপোলে কপোলে অভিঘাত দ্বারা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত করিতে লাগিলেন। এরূপ প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল, বোধ হয়, যেন বাহুপ্রহারই প্রচণ্ড ঘনঘটার গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে পরস্পর পীড়ন করিয়া গর্জ্জন-কারী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বাহুপাশাদি বিবিধ প্রকার বন্ধন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত, পূর্ণকুম্ভ ও মস্তকপীড়ন প্রভৃতি নানাপ্রকার যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চপেটা-ঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিয়া পরস্পর ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জনকারী কেশরীর ন্যায় পরস্পরকে নিরী-ক্ষণ ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-দ্বারা সমাপীড়ন ও হস্ত দ্বারা স্ব স্ব উদর আবরণ পূর্ব্বক পর-

স্পর পরস্পরকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন। উভয়েই সুশিক্ষিত ও তুল্যবলশালী, উভয়েই কটি, স্কন্ধ, ও পার্শ্বদেশ সঙ্কুচিত করিয়া করযুগল দ্বারা পরস্পরের উদর বেষ্টন পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে পরস্পর সর্ব্বজনাতিক্রমকারী পৃষ্ঠভঙ্গ, সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা, বাহুদ্বয় দ্বারা পূর্ণকম্ভ, তৃণপীড়, মুষ্টিসহ ও ইচ্ছানুরূপ পূর্ণ যোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হে নরব্যাঘ্র! বাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বীরদ্বয়ের বাহুযুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল। তৎকালে ঐ স্থান এরূপ জনতা-সঙ্কুল হইয়াছিল, যে ভূমি দৃষ্টিগোচর হইল না। বীরদ্বয়ের ভুজাঘাত, নিগ্রহ ও প্রগ্রহ জন্য বজ্র ও পর্ব্বতের সম্পাত তুল্য অতিভয়ঙ্কর নির্ঘোষ হইতে লাগিল। উভয়েই মহা-বীর ও উভয়েই জয়াভিলাষী; সুতরাং পরস্পর বিমর্দ্দ না হইয়া বরং ক্রমশঃ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া নিরবচ্ছেদে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, মহাবল জরাসন্ধের সহিতও ভীমসেনের সেই রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রকর্ষণ, অনুকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি কৌশল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া জানু-দ্বারা বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। দৃঢ়বক্ষা দীর্ঘবাহু মল্লযুদ্ধনিপুণ বীরদ্বয় ঘোরতর আস্ফালন করিয়া পরে ভৎ-সনা বাক্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করত পরিঘ-তুল্য বাহু দ্বারা সমাশ্লেষণ পূর্ব্বক কঠিনতর প্রহার দ্বারা অভি-ঘাত করিতে লাগিলেন।

ঐ বীর-দ্বয়ের যুদ্ধ কার্ত্তিকমাসের প্রথম দিবসে আরব্ধ হইয়া অনাহারে ও অবিশ্রামে উপর্য্যুপরি ত্রয়োদশ দিবস সমভাবে চলিয়াছিল। চতুর্দ্দশ দিবসে জরাসন্ধ শ্রান্ত হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীম-

সেনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! যুদ্ধে পরিশ্রান্ত শত্রুকে ক্লেশ দেওয়া বিধেয় নহে। কেন না পরিশ্রমের উপর পরিশ্রম হইলে জীবন পরিত্যাগ হইতে পারে। অতএব এ অবস্থায় রাজাকে পীড়া দেওয়া তোমার উচিত হয় না। কৃষ্ণকর্তৃক এই রূপ উত্তেজিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বৃকোদর তাদৃশ অবস্থাপন্ন জরাসন্ধকে বধ করিবার বাসনায় অধিকতররূপে আক্রমণ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন জরাসন্ধের বিনাশে একান্ত অভিলাষী হইয়া বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বিপক্ষ এখনও বদ্ধপরিকর ও অজেয়ভাবেই রহিয়াছে; আমি এ অবস্থায় কি রূপে ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারি? কৃষ্ণ বৃকোদরের এই কথায় কহিলেন, ভ্রাতঃ! যদি একান্তই বধেচ্ছু হইয়া থাক, তবে বিলম্ব করিবার আবশ্যকতা কি? তোমার যে দুর্লভ দৈববল আছে, যাহা তুমি প্রভঞ্জন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আর কবে কাহার প্রতি নিয়োজিত করিবে? শ্রীকৃষ্ণের সাঙ্কেতিক বাক্যের মর্ম্ম বোধ করিয়া পরন্তপ ভীমসেন মহাবীর জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক মস্তকোপরি ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। এইরূপ শতবার মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া জানু দ্বারা তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। জরাসন্ধকে নিষ্পেষণ করিয়া ভীমসেন গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাৎকালিক ঘোরতর তাঁহার গর্জ্জনধ্বনিতে

মগধবাসী ব্যক্তিমাত্রই ভয়ে কম্পান্বিত হইতে লাগিল। অধিক কি, সেই মহাশব্দে গর্ভবতী স্ত্রীগণেরও গর্ভস্রাব পর্য্যন্ত হইল। মগধবাসী লোক সকলই অনুভব করিয়াছিল যে, বুঝি হিমালয় ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে অথবা সমগ্র ধরাতল রসাতলে যাইতেছে।

অনন্তর বিজয়ী ভ্রাতৃত্রয় সেই ঘোরা রজনীতে জরাসন্ধকে নিদ্রিতের ন্যায় রাজদ্বারে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরে বীরত্রয় জরাসন্ধের সুসজ্জীভূত রথে আরোহণ করিয়া বন্দীভূত বন্ধুবান্ধবগণকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। বন্ধনোন্মুক্ত অনেকানেক প্রভূতরত্নশালী ভূপতিগণ নানাবিধ বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়া বীরত্রয়কে পরিতুষ্ট করিলেন। এইরূপে জরাসন্ধের বিনাশ সাধন ও বন্দীকৃত রাজন্যবৃন্দের বন্ধনোন্মোচন করিয়া মহাবাহু ভীমার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরিতৃপ্ত কারামুক্ত রাজগণের সহিত অক্ষত শরীরে গিরিব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন। বাহুবলশালী ভীমার্জ্জুন সেই অজেয় দিব্যরথে আরূঢ় হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সারথ্যে নিযুক্ত হওয়ায় এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল। শত্রুজননিধনকারিণী বৃহস্পতিপত্নী সর্ব্বদা এই রথে অধিষ্ঠিতা থাকিতেন; সংগ্রাম স্থলে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র এই রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, ইহার কান্তি তপ্ত কাঞ্চনকে লজ্জা দেয়। ইহার চতুর্দ্দিকে কিঙ্কিণীজালমালা দোদুল্যমান হইতেছে; গমনকালে সজল জলধরপটলের গভীর গর্জ্জনকেও উপহাস করিয়া থাকে; এই রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নবনবতি সংখ্যক দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণাদি সেই দিব্য রথ লাভ করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত রথে বীরত্রয়কে অধিরোহণ করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। বৃহদাকার অশ্ব-চতুষ্টয়ে

উক্ত রথ বাহিত হইত। ঐ রথে ইন্দ্রধনুর প্রভাসদৃশ প্রভা-শালী গগনস্পর্শী এক মনোহর ধ্বজদণ্ড ছিল। ঐ ধ্বজপট্ট উড্‌ডীয়মান হইলে প্রায় এক যোজন পথ হইতে দৃষ্টিগোচর হইত।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র আসিয়া উপ-স্থিত হইল। বিস্তৃতানন, মহানাদ, গরুত্মান্ সমবেত হইলে সেই দিব্য রথ উন্নত চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিরণসহস্রে সমাবৃত প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রাণিগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া সেই রথ স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা সমধিক শোভমান হইতে লাগিল। হে রাজন্! এই উন্নত দিব্য ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না, বাণ দ্বারাও বিদ্ধ হইত না। মনুষ্যেরা উহা কেবল দর্শন মাত্র করিতে পাইত, স্পর্শ করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। ঐ রথ প্রথমতঃ বসু দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হন। পরে বৃহদ্রথ বসুর নিকট হইতে উহা লাভ করেন। পরিশেষে বৃহদ্রথ সংসারা-শ্রম পরিত্যাগ করিলে জরাসন্ধ এপর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিতে-ছিল। কিন্তু এক্ষণে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত সেই মেঘনাদী রথে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি-লেন। অনন্তর প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নগরবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার কল্যাণকর পরিচর্য্যা করিল। কারামুক্ত রাজগণও বিনয়, নম্রতা ও ভক্তি সহকারে মধুসূদনের পূজা করিয়া কহিতে লাগিল; হে বাহুবলশালিন্! হে অস্মন্মুক্তিদ বিভো! আপনি ভীমার্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া দুস্তর পাপপঙ্কে পঙ্কিল জরাসন্ধরূপ হ্রদে নিমগ্ন আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং দুর্ভেদ্য গিরিব্রজমধ্যে অবসন্ন দুর্ভাগ্যদিগকে যে মোচন করিয়াছেন, তজ্জন্য জগতে

আপনার অক্ষয় যশোরাশি চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে আমাদিগকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই আপনার দাস হইলাম। এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করুন্।

মনস্বী হৃষীকেশ কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছেন। আপনারা সম্রাট্পদবীলাভে একান্ত অভিলাষী সেই মহারাজের সাহায্য করেন, ইহাই আপনাদিগের নিকট একমাত্র প্রার্থনা। নৃপতিগণ "তাহাই করিব" বলিয়া সর্ব্বতোভাবে অঙ্গীকার করিলেন। জরাসন্ধনন্দন সহদেব কুলপুরোহিতকে অগ্রসর করিয়া অমাত্যসমভিব্যাহারে আসিয়া অতিবিনীতভাবে বরদ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া নানাবিধ মহামূল্য রত্নরাজি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইল। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহার্ঘ রত্ন সকল গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন একত্রিত হইয়া তাহাকে বিহিত বিধানে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কৃষ্ণাদি মহাত্মা বীরত্রয়কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহদেব রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধকে নিহত ও ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া শ্রীমান্ অচ্যুত ভীমার্জ্জুনের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! বাহুবলশালী বৃকোদর জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া যাবতীয় বন্দীকৃত রাজন্যগণকে মুক্ত করিয়াছেন। আপনার সৌভাগ্যবশতঃ ভীম ও অর্জ্জুন উভয়েই অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

রিপুকুলের অজেয় মহাবীর জরাসন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে এবং

নিধনকারী ভীমার্জ্জুন ভ্রাতৃদ্বয় অক্ষতশরীরে বাসুদেবের সহিত প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া, যুধিষ্ঠিরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ধর্ম্মরাজ বাসুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। পরে সমাগত রাজগণকে বয়ঃক্রমানুসারে পূজা ও বন্দনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে যাইতে অনুমতি দিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া রাজন্যবৃন্দ নানাবিধ যানে ও বাহনে আরূঢ় হইয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ধীমান্ অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ দ্বারা মহাবীর শত্রু জরাসন্ধের নিধন সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুমতি লইয়া কুন্তী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে সম্ভাষণ করিয়া নানারত্নালঙ্কৃত ধর্ম্মরাজদত্ত দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক দশ দিক্ নিনাদিত করত স্বনগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধকে নিহত করিয়া বধার্থনীত নৃপতিগণকে গিরিদুর্গ হইতে উদ্ধার ও বন্ধনোন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় যুধিষ্ঠিরের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল। হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! অনন্তর সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রীতিবর্দ্ধন, ধর্ম্মকামার্থের অনুসরণ ও নয়ানুগত প্রজাপালন করিয়া পরমসুখে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন।

জরাসন্ধবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দিগ্‌বিজয় পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধনঞ্জয় উৎকৃষ্ট ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর, দিব্য রথ, ও ধ্বজলাভে সমধিক সাহসী হইয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! ধনু, অস্ত্র, মহাবীর্য্য, সহায়, দুর্ল্লভ যশ ও সৈন্য, অভিলষিত এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু আমি লাভ করিয়াছি। অতএব আমি এক্ষণে কোষ বৃদ্ধি করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে যাইতে ইচ্ছা করি। হে নৃপোত্তম! আমি দিগ্বিজয়ে গমন করিলে নিশ্চয়ই সমস্ত রাজগণকে করপ্রদ করিতে পারিব। অতএব শুভক্ষণে ও শুভনক্ষত্রে যাত্রা করিয়া আমি ধনদপালিত উত্তর দিকে যাইতে বাসনা করি। মহারাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের কথা শ্রবণ করিয়া অতিস্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্বিজগণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া শত্রুর নিরানন্দ ও মিত্রের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ দিগ্বিজয়ে প্রস্থান কর, অবশ্যই জয় লাভ হইবে। এইরূপে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ধনঞ্জয় সসৈন্যে পরিবৃত ও অগ্নিদত্ত অদ্ভুত দিব্য রথে আরূঢ় হইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ সৎকৃত হইয়া ভীমসেন ও নকুল সহদেব সকলেই সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। ধনঞ্জয় উত্তর দিক্‌, ভীমসেন পূর্ব্ব দিক্‌, সহদেব দক্ষিণ দিক্‌ এবং অস্ত্রবিৎ নকুল পশ্চিম দিক্‌ জয় করিতে প্রস্থান করিলেন। এখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে সুহৃৎ ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া পরমাহ্লাদে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণন করুন্। জগদ্বিখ্যাত পাণ্ডবদিগের শৌর্য্য ও বীর্য্যের কথা যত শুনিতেছি, ততই শ্রবণলালসা বলবতী হইতেছে। কোনমতেই পরিতৃপ্ত হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা যুগপৎ এই ভূমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি অগ্রে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

বাহুবলশালী ধনঞ্জয় প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুলিন্দদেশস্থ মহীপতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। পরে কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ত্তদেশ জয় করিয়া ভূপতিগণকে করপ্রদ করিলেন। এই পরাজিত রাজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শাকলদ্বীপ জয় করিয়া পৃথ্বীপতি প্রতিবিন্ধ্যকে পরাজিত করিলেন। সপ্তদ্বীপ মধ্যে শাকল দ্বীপস্থ যাবতীয় নরপতিগণের সহিত অর্জ্জুনের অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। ফলতঃ মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন যুদ্ধে তাহাদিগকে নির্জ্জিত ও করপ্রদ করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ আক্রমণ করিলেন। ভগদত্ত নামে মহাবল নরপতি ঐ দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি চীন ও অন্যান্য সাগরতীরস্থ যোদ্ধৃগণের সহায়তায় অর্জ্জুনের সহিত ক্রমশঃ অষ্টাহ যুদ্ধ করিয়া হাস্যবদনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বাসবাত্মজ। সংগ্রামস্থলে এরূপ বিক্রম প্রকাশ করা তোমার উপযুক্ত কর্ম্মই হইয়াছে। আমিও শচীনাথ বাসবের বন্ধু, যুদ্ধ বিষয়েও কোনমতে তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহি। কিন্তু সংগ্রামস্থলে তোমার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিলাম না। হে তাত!

আমার সহিত তোমার এরূপ যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় কি বল? হে বৎস! তোমার কি করিতে হইবে? আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই সম্পন্ন করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৌরবশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, সত্যসন্ধ ও যাগশীল; তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি অন্যদুর্ল্লভ সাম্রাজ্য লাভ করেন। আমরা তাঁহারই আদেশক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছি। আপনি তাঁহাকে করপ্রদান করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। আপনি আমার পিতৃ-সখ, বিশেষতঃ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনি আমার পিতৃবৎ পূজ্য। অতএব আমি আপনাকে আদেশ করিতে পারি না। আপনি প্রীতি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কর প্রদান করুন্।

ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি আমার যেরূপ প্রণয়াস্পদ, ত্বদগ্রজ যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ। অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব। এতদ্ব্যতীত আরও কি করিতে হইবে বল; আমি তাহাতেও সম্মত আছি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু ধনঞ্জয় প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের কথায় পরম প্রীত হইয়া, মনে মনে প্রাগ্জ্যোতিষ জয় করিলাম স্থির করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি সমস্তই জয় করিলেন। যে সমস্ত গিরিবাসী নৃপতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া উলকরাজ

বৃহন্তসমীপে যাত্রা করিলেন। মহারাজ বৃহন্ত, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কি করেন, অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিলেন। বৃহন্ত পরাজিত হইয়া অর্জ্জুনকে সাহায্য দান করায় তিনি অনতিবিলম্বে সেনাবিন্দুকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন। জয়শীল অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুবল ও উত্তর উলূক দেশস্থ ভূপতিগণ বিনা যুদ্ধে অর্জ্জুনকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। ভূপতিগণের ঈদৃশ ভাব দর্শনে ধনঞ্জয় একান্ত উৎসাহিত হইয়া, সেনা-বিন্দুর রাজধানী দেবপ্রস্থে সৈন্য নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভূপালগণকে করপ্রদ করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনাকে আদেশ করিলেন। ঐ চতুরঙ্গিণী সেনাও যাবতীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া ভূরি ভূরি মহামূল্য দ্রব্যজাত লইয়া ধনঞ্জয়সমীপে প্রত্যাগত হইল। পাণ্ডুনন্দন কিরীটী সৈন্যগণের সাহস ও কার্য্য দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া পুরুবংশীয় বিশ্বগশ্বের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিশ্বগশ্বের রক্ষিত কতকগুলি ভয়ানক বীরগণ তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিত। মহাবীর ধনঞ্জয় উক্ত পার্ব্বতীয়দিগের সহিত বিশ্বগশ্বকে সমরে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন। পরে পাণ্ডুনন্দন, উৎসবসঙ্কেত নামে সপ্তবিধ ম্লেচ্ছজাতিকে পরাস্ত করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ক্ষত্রীয় বীরপুরুষদিগকে এবং দশ জন সামন্তরাজে পরিবেষ্টিত লোহিতাখ্য নরপতিকেও পরাস্ত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিলেন। ত্রিগর্ত্তদারু, কোকনদ প্রভৃতি জনপদবাসী ক্ষত্রিয়গণ বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিল। পরমরমণীয়া অভিসারী নগরী অতি ত্বরায় অর্জ্জুনের বশবর্ত্তিনী

হইল। অনন্তর বাসবাত্মজ ধনঞ্জয় আয়ুধনিকরে পরিরক্ষিত হইয়া দুস্তর সমরসাগরে অবগাহন করিয়া অতুল বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সিংহপুর বিলোড়িত করিয়া সুহ্ম, সুমাল ও বাহ্লীকদিগকে প্রমথিত করিলেন। পশ্চিম কাম্বোজ ও উত্তর ঋষিক প্রভৃতি কতকগুলি ভূপতিগণ একযোগ আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইয়া সহজেই তাহাদিগকে স্বীয় অধীন করিলেন। ঋষিকদিগের সঙ্গেও তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ঋষিকগণ পরাস্ত হইয়া উপায়নস্বরূপ শুকোদর তুল্য হরিদ্বর্ণ আটটী অশ্ব প্রদান করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ঐ সকল অশ্ব এবং পশ্চিম দেশজাত নানাবিধ ময়ূরমেচকাভ অতিদ্রুতগামী অসংখ্য অশ্ব ও অন্যান্য মহামূল্য দ্রব্যজাত লইয়া নিস্কুটগিরি ও হিমালয় জয় করিয়া শ্বেত পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া সেনা নিবেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতগিরি অতিক্রম করিয়া, ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দ্বারা দ্রুমপুত্রপরিরক্ষিত কিম্পুরুষদেশ জয় করিয়া স্বকীয় অধিকার-ভুক্ত করিয়া লইলেন। পরে গুহ্যকরক্ষিত হাটকনামক স্থান অধিকৃত করিয়া বিজয়ী অর্জ্জুন পরম মনোরম মানস সরোবরের সন্নিহিত হইলেন। তথায় স্বধর্ম্ম-নিরত ঋষিকুলোদ্ভব কামিনীগণকে-নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের সার্থকতা করিলেন। মানস সরোবরের চতুষ্পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্বপালিত দেশসকল জয়

করিয়া তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক নামে প্রচুর অশ্ব ও রত্ন করস্বরূপে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন জয়াভিলাষী হইয়া, উত্তর হরিবর্ষে যাত্রা করিলেন। ঐ দেশের সীমায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালগণ অর্জ্জুনসমীপে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, হে পৃথাপুত্র ধনঞ্জয়! আপনি কি জন্য এই গন্ধর্ব্বনগরীতে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন? ইহা আপনি কদাচ অধিকার করিতে পারিবেন না। দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান করুন্। ইহা মানবের অধিকৃত স্থান নহে। এখানে সৈন্য সামন্তেরও অভাব নাই। এই দেশের নাম উত্তর কুরু। এস্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গমাত্রও নাই। সামান্য মনুষ্যের এখানে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। আপনি যে, এ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, ইহাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। এস্থলে জেতব্য কিছুই নাই। দেখুন্ আপনি নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু তত্রাপি স্থানমাহাত্ম্যে কোন বস্তুই আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আমরা আপনার সাহসে পরম প্রীত হইয়াছি। আপনি যখন এত দূর আসিতে পারিয়াছেন, তখন আপনার বিজয়লাভই হইয়াছে। এক্ষণে যদি আপনার অন্য কোন কার্য্য সমাধা করিবার প্রয়োজন থাকে বলুন, আমরা আদেশ মাত্র প্রতিপালন করিতেছি। এতচ্ছ্রবণে অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি ধর্ম্মরাজ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনে অভিলাষী হইয়া দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়াছি। তোমাদের এই স্থান যদি নরলোকের আবাসভূমি না হয়, তাহা হইলে তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। তাহা হইলেই আমি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে পারি।

দ্বারপালেরা অর্জ্জুনের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া

তাঁহাকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য মৃগচর্ম্ম ও ক্ষৌম দুকূল প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী করস্বরূপ প্রদান করিল।

এই রূপে অর্জ্জুন উত্তর কুরু জয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অসংখ্য ক্ষত্রিয় ও দস্যুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিয়া নানাবিধ মহার্ঘ রত্নরাজি সংগ্রহ করিলেন। পরে ময়ূরমেচকসদৃশাভ, শুকশ্যাম, আশুগামী অশ্বগণ ও ভূরি ভূরি রত্নরাজি লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে সমুপস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ-সমক্ষে সমস্ত ধন ন্যস্ত করিয়া তদীয় আদেশ ক্রমে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সময় অর্জ্জুন জয়াভিলাষী হইয়া উত্তর দিক্ যাত্রা করেন; সেই সময়েই ভীমপ্রতাপ ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে সুমহতী চতুরঙ্গিণী সেনাসমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাবীর বৃকোদর প্রথম পাঞ্চাল দেশের মহানগরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগকে হস্তগত করিয়া গণ্ডক, বিদেহ ও দশার্ণদিগকে পরাভূত করিলেন। দশার্ণরাজ সুধর্ম্মা, ভীমসেনের সহিত এরূপ ভয়ানক বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভীমসেন তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আপন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর ভীমসেন অসংখ্য সৈন্যভরে বসুন্ধরাকে কম্পান্বিত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া অশ্বমেধেশ্বর রোচ-

মানের সহিত প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিলেন। ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়াই ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাকে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। রোচমান পরাজিত হইয়াছে দেখিয়া চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী যাবতীয় নরপতিগণ ভীত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন দক্ষিণদেশস্থ সুবিস্তীর্ণ পুলিন্দদেশে যাত্রা করিলেন। কৌশলক্রমে তত্রত্য নরপতি সুকুমার ও সুমিত্রকে বশবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পালন জন্য মহাবল শিশুপালের উদ্দেশে চলিলেন। মহাবল চেদিরাজ ভীমসেনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইয়া ভীমসেনকে সাদর সম্ভাষণে উপবেশন করাইয়া পরস্পর পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর শিশুপাল ভীমসেনকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য লাভের বাসনা করিয়াছেন। আমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি। এই কথা শ্রবণমাত্র চেদিরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিলেন। অনন্তর ভীমসেন ত্রিংশৎ দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তৎকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া স্বকীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন কুমাররাজ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রেণীমান্ ও কোটালাধিপতি বৃহদ্বলকে করপ্রদ করিলেন। পরে অযোধ্যাধিপতি ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘপ্রজ্ঞকে

স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক গোপালকক্ষ, উত্তর কোশল ও মল্ল-দিগের অধিপতিকেও পরাভূত করিলেন। অনন্তর হিমাদ্রির পার্শ্বস্থ জলোদ্ভব দেশ জয় করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন এই রূপে অনেকানেক দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

মহাবল ভীমপরাক্রান্ত ভীমসেন নিজ ভুজবলে ভল্লাট দেশ ও তৎসন্নিহিত শুক্তিমৎ পর্ব্বত অধিকার করিয়া কাশী-রাজ সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। সুপার্শ্বদেশস্থ নরাধিপ ক্রথও তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিলেন। অনন্তর মৎস্য ও মহাবল মলদ-দিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত পশুভূমি অধিকৃত করিয়া লইলেন। তৎপরে মদধার মহীধর ও সোমধেয়দিগকে নির্জ্জিত করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। তথায় যাইতে যাইতে মহাবাহু ভীমসেন বৎসভূমি অধিকার করিয়া ভর্গ-দিগের অধীশ্বর নিষাদাধিপতি ও মণিমৎ প্রভৃতি বহুল ভূপালগণকে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। ভোগবান্ পর্ব্বতের দক্ষিণ মল্লদিগকে পরাস্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। শর্ম্মক ও বর্ম্মকগণ, বিদেহাধিপতি রাজা জনক এবং শক ও বর্ব্বরগণ অনতিবিলম্বে ও স্বল্পায়াসেই বশীভূত হইতে লাগিল। ইন্দ্রপর্ব্বতসন্নিহিত সাত জন অধীশ্বরকে পরাজিত করিলেন। পরে সপক্ষ সুহ্ম ও প্রসুহ্মগণকে পরাজয় করিয়া মগধদেশে উপস্থিত হইয়া দণ্ড দণ্ডধার ও মহীপতি-দিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিরিব্রজে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত জরাসন্ধের তনয় সহ-দেবকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত করিয়া তাহাকে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। চতুরঙ্গিণী সেনার পদভরে মেদিনী কম্পান্বিত করিয়া ভীমসেন কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামের পর কর্ণ নির্জ্জিত ও বশীকৃত

হইলেন। তৎপরে বিজয়ী ভীমসেন মোদাগিরিস্থ বাহু-বলশালী ভূপতিকে যুদ্ধে নিহত করিলেন।

পবনাত্মজ ভীমসেন এইরূপে নানা দেশ জয় করিয়া অতুল মহামূল্য ধনরাশি সংগ্রহ করিলেন। পরিশেষে লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রতীরস্থিত জলপ্রধানদেশস্থ ম্লেচ্ছাধিপতিগণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট করস্বরূপ উৎকৃষ্ট কাঞ্চন, মহার্ঘ বস্ত্র, বিচিত্র কম্বল ও রাশি রাশি মণিমুক্তা আহরণ পূর্ব্বক ভীমপরাক্রম ভীমসেন বাসবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত স্তূপায়মান ধন ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ করিলেন।

এক ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয়োদ্দেশে বিদায় লইবার সমকালে সহদেবও ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে জয়াভিলাষে দক্ষিণাদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ শূরসেনদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া পরে মৎস্যরাজকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। দন্তবক্র, সুকুমার ও সুমিত্র প্রভৃতি রাজগণ সহজেই কর প্রদানে সম্মত হইল। বিজেতা সহদেব সমগ্র পশ্চিম, মৎস্যদেশ ও পটচ্চর জয় করিয়া নিষাদভূমি, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোশৃঙ্গ ও পৃথিবীপতি শ্রেণীমান্‌কে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। পরে নবরাষ্ট্র লাভ করিয়া অচিরে কুন্তিভোজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। চর্ম্মণ্বতীনদীতীরে জম্ভকরাজতনয়ের সহিত সহদেবের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত

হইল। বৈরনিবন্ধন বাসুদেব তাহাকে পূর্ব্বে পরাভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সহদেব আবার জয় করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে নর্ম্মদানদীতীরে উপস্থিত হইয়া মাদ্রীতনয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দনামক বীরদ্বয়কে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া তাহাদের নিকট প্রভূত অর্থ করস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপাল ভীষ্মক ভোজকটপুরের অধিপতি ছিলেন। সহদেব তথায় উপস্থিত হইয়া দুই দিবস তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিলেন। অনন্তর পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কোশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা বিপুলবলসম্পন্ন এই বীরদ্বয়কে সমরে পরাজিত ও একান্ত বশীভূত করিয়া বঙ্গরাজ্য উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। তথায় মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী যাবতীয় ভূপতিগণকে পরাস্ত করিয়া পরে ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। অনন্তর কোশলাপতি, বেণ্বাতটের অধীশ্বর, কান্তারকবর্গ ও পূর্ব্ব কোশলস্থ নরপতিগণ সমরে পরাজিত হইল। নাটকেয়, হেরম্বক ও মারুধ রাজগণ বশীভূত হইলে মুঞ্জগ্রামও হস্তগত করিলেন। নাচীন, অর্ব্বুক এবং সন্নিহিত আরণ্যক রাজগণকে অভিভব করিয়া নরাধিপ বাতাধিপতিকে বশবর্ত্তী করিলেন। দক্ষিণাভিমুখে যাইতে যাইতে পুলিন্দগণকেও বশীভূত করিয়া লইলেন। অনন্তর নকুলানুজ সহদেব এক দিন তুমুল সংগ্রামের পর পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। পরে ত্রিলোকখ্যাত কিষ্কিন্ধ্যাগুহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সপ্তাহ সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে কোন ক্রমেই পরাস্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা সহদেবের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস দর্শনে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিল, হে পাণ্ডুনন্দন! আমরা মহারাজ

যুধিষ্ঠিরের কর্ম্মে বিঘ্ন জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া করস্বরূপ মহামূল্য রত্নরাজি গ্রহণ কর। সহদেব তাহাই স্বীকার করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া নীল রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। এমন কি, ইহাতে নকুলের যথেষ্ট সৈন্য অপক্ষয় হইল। তথাপি জয়ী হইতে পারিলেন না। পরিশেষে আপন প্রাণের প্রতিও সংশয় উপস্থিত হইল। কারণ, যুদ্ধকালে ভগবান্ হব্যবাহন নীলনৃপের সহায়তায় প্রবৃত্ত ছিলেন। অগ্নির প্রতাপে সহদেবের যাবতীয় তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ, ধ্বজ ও কবচ সমস্তই দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সহদেব ভগ্নমনা হইয়া স্থিরচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজপ্রবর! সহদেব যজ্ঞার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথাপি ভগবান্ হিরণ্যরেতা কি নিমিত্ত তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, নীলনৃপের পরম রূপবতী দিব্যলাবণ্যশালিনী রমণীয়া এক তনয়া ছিল, ঐ কন্যা অগ্নির উদ্দীপনের নিমিত্ত পিতার অগ্নিহোত্রসমীপে সর্ব্বদা অবস্থান করিত। ভগবান্ বহ্নি তাহার অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, রাজতনয়া তালবৃন্তে বারংবার বীজন করিলেও সেই পদ্মমুখীর বদন-বিনির্গত ফুৎকারবাত ব্যতিরেকে কদাপি জ্বলিত হইতেন না। ক্রমে ভগবান্ হুতাশন সেই অরবিন্দনয়নার প্রতি একান্ত আসক্তচিত্ত হইলেন। এক দিবস অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া বিপ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই সুদর্শনা অঙ্গনার সহিত স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই সমস্ত গর্হিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৈশ্বানরের ন্যায়ানুগত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে বিপ্ররূপী বহ্নি একান্ত বিরাগ সহকারে প্রলয় কালের মত

ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে রাজা ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পরে শুভদিনে শুভলগ্নে বিপ্ররূপধারী জাতবেদার সহিত স্বীয় তনয়ার পরিণয়বিধি নির্ব্বাহিত করিলেন। ভগবান্ হিরণ্যরেতা প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া নীল নৃপে কহিলেন, মহারাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন্। রাজা বহ্নির অনুগ্রহাতিশয়ে পরমাপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন্; যেন কেহ কখন আমার রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার অনিষ্টাপাত বা বৈরাচরণে সমর্থ না হয়। বহ্নি রাজাকে তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি যে কেহ আসিয়া নীলরাজ্য আক্রমণ করিলে বহ্নি স্বয়ং সংগ্রামস্থলে অবতীর্ণ হইয়া সৈন্যসামন্ত একবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। সুতরাং বিজিগীষু রাজগণ অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া কেহ কখন মাহিষ্মতী পুরী আক্রমণে অভিলাষ করেন নাই। বহ্নি নীলতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলে মাহিষ্মতীর কামিনীগণ তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া অবারিতভাবে স্বেচ্ছাচারিণী স্বৈরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। রাজগণ দহনভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কেহ কখন মাহিষ্মতীর আক্রমণে সাহসী হন না।

উপাখ্যান সমাপন করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেবের সৈন্যগণ অগ্নিতে নিতান্ত উদ্বেজিত হইয়া পলায়নোদ্যত হইলে তিনি অতি গভীরভাবে নিস্তব্ধ হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সবিশেষ বুঝিতে পারিয়া পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক আচমন করিয়া বিনয়পূর্ণ মধুর বচনে ভগবান্ পাবকের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভগবন্ বিশ্বপাবন! আমি আপনকার প্রসাদেই

দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। আপনি জগৎ পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনার নাম পাবক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনি দেবগণের বদনস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন বলিয়াই আমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছি। আপনি এরূপ প্রতিকুলাচরণ করিলে ধর্ম্মরাজের সমস্ত প্রযত্ন একবারে বিফল হইয়া যায়। আপনি যাবতীয় হবনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত আপনার নাম হব্যবাহন হইয়াছে। আপনা হইতেই বেদের সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য আপনি লোকে জাতবেদা বলিয়া প্রথিত। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু, সুরেশ ও অনল; আপনিই গগনস্পর্শী হুতাশন, জ্বলন ও শিখাবান্। আপনিই বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ, কুমারসূ ও সর্ব্বতেজোনিধান। আপনিই ভগবান্ রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যরেতা। হে ভগবন্ বহ্নে! আপনি আমাকে তেজ প্রদান করুন, বায়ু প্রাণাধানে প্রবৃত্ত হউন্, পৃথিবী বলাধান ও জল মঙ্গল সাধন করুন্। হে ভগবন্! আপনা হইতেই বারি সম্ভূত হইয়াছে। আপনি অমরশ্রেষ্ঠ ও যাবতীয় দেবগণের বদনস্বরূপ; এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন্। ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবগণ ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তৎসমুদায়েরই অধিষ্ঠাতা। এক্ষণে সত্য দ্বারা আমার পবিত্রতা বিধান করুন্। হে বহ্নে! আমি পুতাত্মা হইয়া ভক্তি ও প্রীতির সহিত আপনার স্তব করিতেছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আনুকূল্য বিতরণ করুন, কৃতার্থ হই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি প্রীতি ও ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে এই আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নির স্তব করিতে পারেন। তিনি নিঃসন্দেহ সম্পত্তিশালী, দান্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! মাদ্রীসুত সহদেব এইরূপে অগ্নির স্তব সমাপন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ কৃশানো! যজ্ঞ বিষয়ে এরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করা কোনমতেই আপনার বিধেয় হইতেছে না। অনন্তর সহদেব ধরাতলে কুশাস্তরণ পূর্ব্বক বহ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। অগাধজল জলনিধি যেমন কখন তীরভূমি অতিক্রম করেন না, অগ্নিও সেইরূপ নরদেব সহদেবের স্তুতি বাক্য অতিক্রমে সমর্থ হইলেন না। সহদেবের স্তবে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া তিনি স্বীয় বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক প্রণত মাদ্রীসুতের প্রতি সদয় হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, হে নরসত্তম! উত্থান কর, আমি তোমার স্তবে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার ও ধর্ম্ম-রাজের পবিত্র অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত আছি। তথাপি এরূপ নির্দ্দয় আচরণ করিবার প্রধান কারণ এই যে, আমি পূর্ব্বে নীল নৃপের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তোমার বংশে যাবৎ কাল কোন বংশধর থাকিবে, ততকাল আমি এই মাহিষ্মতী পুরী রক্ষা করিব। যাহা হউক, তোমাদের যে মনোরথ ব্যর্থ হয়, তাহাও আমার অভিলষিত নহে।

এইরূপে বহ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সহদেব হর্ষোৎ-ফুল্লচিত্তে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার পূজা করিলেন। বহ্নি পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরেই বহ্নির আদেশানুসারে নীল নৃপ সহদেবসমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। মাদ্রীতনয়ও তৎকৃত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে করদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাবাহু সহদেব তেজোরাশিসমন্বিত ত্রৈপুরনৃপে পরাজিত করিয়া পৌরবেশ্বরকে ও তৎপরে কৌশিকাচার্য্য সুরাষ্ট্রাধিপতি অকৃতিকে পরাস্ত করিয়া রাশি রাশি মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করিলেন। কিছু দিনের জন্য সুরাষ্ট্ররাজ্যে স্কন্ধা-

দ্বার সংস্থাপন করিয়া ভোজকটস্থ মহাপাত্র রুক্মী ও পরম ধার্ম্মিক বাসবসুহৃৎ মহারাজ ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। যাইতে যাইতে সহদেব বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট রত্নরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক শূর্পাকর, তালাকট ও দণ্ডকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে জয় করিলেন। অনন্তর সাগর-দ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণপ্রাবরণ, নররাক্ষসযোনিসম্ভব কালমুখ, কোলগিরি, সুরভী-পট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গল বশীভূত করিয়া, একপাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, সঞ্জয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্ত্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র, কর্ণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও যবন-পুরে দূত প্রেরণ করিয়া কর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সমুদ্র সমীপস্থ কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়া দশাননানুজ বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। মহাত্মা বিভীষণ প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ রত্নজাত, সুগন্ধি চন্দন ও মহামূল্য বস্ত্রাভরণাদি দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। মহারাজ! ধীমান্ সহদেব এই রূপে শৌর্য্য, বীর্য্য ও বিনয়ে যাবতীয় ভূপতিগণকে করায়ত্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জয়লব্ধ দ্রব্যজাত ধর্ম্মরাজের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া স্বকীয় বিলাসগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভীমার্জ্জুন ও সহদেব যে রূপে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বর্ণন করিলাম। এক্ষণে মতিমান্ নকুলের বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্।

বরুণ পশ্চিমদিকের পালনকর্ত্তা। পূর্ব্বে বাসুদেব এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে বীরশ্রেষ্ঠ মাদ্রীতনয় নকুল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া জয়োদ্দেশে এই দিকে প্রয়াণ করিলেন। অসংখ্য সৈন্যগণ অনুগমন করিতে লাগিল। রথচক্রনদে, তুরঙ্গের হেষারবে, মাতঙ্গের গভীর বৃংহিতে ও সৈন্যগণের কোলাহল শব্দে দশদিক্ মুখরিত হইতে লাগিল। সেনাদিগের পদভরে বসুমতী কম্পমান হইয়া উঠিল। গমনোত্থিত ধূলিরাশি উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডলকে ভূমণ্ডল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর কৃতান্তসহোদরসম বীরগণে পরিবৃত হইয়া মহাবাহু নকুল প্রথম রোহিতক পর্ব্বত আক্রমণ করিলেন। এই পর্ব্বত এমন সুদৃশ্য, যেন ইহাতে প্রকৃতির পরম রমণীয় শোভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিয়াছে। গোচরোপযোগী তৃণক্ষেত্র এবং শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সকল নেত্রের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। প্রতিবাসীরা প্রতিবৎসরেই প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্যজাত সংগ্রহ করিয়া থাকে। অগণ্য গোগণ গোচরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ পূর্ব্বক সরস শষ্পরাজি ভক্ষণ করিতেছে। কার্ত্তিকপ্রিয় এই প্রদেশে নকুলের আগমনাভিপ্রায় বুঝিয়া মহাবীর মত্ত ময়ূরকেরা তাঁহার সহিত প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিল। নকুল নির্ভীকতার সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষগণকে

সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া প্রচুর ধনধান্যপরিপূরিত শৈরীষক ও মহেত্থদেশ অধিকার করিয়া পরে রাজর্ষি আক্রোশকে করপ্রদ করিলেন। অনন্তর তিনি দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চ কর্পট, এবং মাধ্যমিক ও বাটধান দ্বিজগণকে বশীভূত করিয়া পুষ্করারণ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় উৎসবসঙ্কেতনামে কতকগুলি ম্লেচ্ছজাতিকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া সিন্ধুকূলাশ্রিত মহাবল গ্রামণীয়গণ, সরস্বতী নদীতীরস্থ শূদ্র ও আভীরসকল, মৎস্যজীবী ও পর্ব্বতবাসীগণ, সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট, দ্বারপাল নগর ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করত সকলেরই নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন।

রামঠ, হারহূণ ও অপরাপর পাশ্চাত্য ভূপতিগণ বিজেতার দর্শনমাত্রেই অধীনতা স্বীকার করিল। অনন্তর নরদেব নকুল বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেবও দূতের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যাবতীয় যাদবগণের সহিত তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া লইলেন। অনন্তর মাদ্রীসুত স্বীয় মাতুলালয় মদ্রকদিগের রাজধানী সকলে উপস্থিত হইয়া বিনয়, নম্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা মাতুল শল্যকে বশীভূত করিলেন। সৎকারার্হ মাদ্রীতনয় এখানে যথাবিধানে সৎকৃত হইয়া প্রভূত রত্নরাজি লাভ করিলেন। অনন্তর সমুদ্রগর্ভস্থ দুরাচার ম্লেচ্ছগণকে ও পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও ভূরি ভূরি শকদিগকে পরাভূত করিয়া নানাবিধ রত্নরাজি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ইহা প্রথিত আছে যে, দশ সহস্র করভেও তাঁহার জয়লব্ধ দ্রব্যজাত অতিকষ্টে বহন করিয়া আনিয়াছিল।

সুদর্শন মাদ্রীতনয় নকুল এই রূপে বাসুদেববিনির্জ্জিত

বরুণপালিত দেশ সমস্ত জয় করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থবিহারী ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপুরঃসর তৎ-সমীপে যাবতীয় ধনরত্ন সমর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দিগ্‌বিজয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, সত্য প্রতিপালন, শত্রুকুলের সমূলোচ্ছেদন করায় প্রকৃতিমণ্ডল স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিতান্ত যত্নবান্ হইল। ন্যায়ানুগত কর গ্রহণ ও ধর্ম্মানুগত রাজ্যশাসন করায় মেঘমালা যথাকালে প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। জনপদ সকল এককালে নগরের ন্যায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অপ্রতিহতচিত্তে অজস্র পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় রাজ্যমধ্যে সুখের আর সীমা রহিল না। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য, রথ্যাদিসংস্কার প্রভৃতির কিছুমাত্রই ত্রুটি রহিল না। রাজার সাধু আচার ব্যবহারে প্রজাগণের স্বভাব ও চরিত্র এত দূর সংশোধিত হইয়াছিল যে, এমন কি, প্রবঞ্চক ও চৌরেরাও স্ব স্ব কর্ম্মে ঘৃণা প্রদর্শন করিল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ব্যাধিভয় ও অকালমৃত্যু প্রভৃতির নামও শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নাই।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সমস্ত ভূপতিগণ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনমানসে সর্ব্বদাই ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মানুগত ধনাগম দ্বারা অনতিকালমধ্যে রাজকোষ এরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে, অকাতরে শতসহস্র বৎসর ব্যয় করিলেও উহা ক্ষয় হইবার নহে।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রচুর ধন ধান্যে ও প্রভূত মহামূল্য রত্ননিকরে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ দেখিয়া রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য স্থিরসংকল্প হইলেন। সুহৃদ্বর্গ পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত ভাবে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনার যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; বৃথা আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? ত্বরায় আরব্ধ করুন্।

তাঁহাদিগের এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে যজ্ঞেশ্বর বাসুদেব সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ও সমান দয়াবান্, যিনি অতীন্দ্রিয়, স্থিতিশীলদিগের অগ্রগণ্য ও জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল-ত্রয়ের নিয়ন্তা, যিনি সমস্ত যাদবদিগের পরিরক্ষক, যিনি অপার সংসারসাগরের একমাত্র কর্ণধার, যিনি আপৎকালে মধুসূদন নাম উচ্চারণে অকাতরে অভয় দান করেন, সেই অরিমর্দ্দন কেশিসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ রমাপতি যদুপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত অপর্য্যাপ্ত মহামূল্য মণিমাণিক্যাদি বিবিধ রত্নরাজি সমভিব্যাহারে অসংখ্য সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক চক্রনিকরের ঘর্ঘর ধ্বনিতে দশ দিক্ মুখরিত করিতে করিতে খাণ্ডবপ্রস্থবিহারী ধর্ম্মরাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভাগমনে পাণ্ডবদিগের সেই অক্ষয়-রত্নরাশি-পরিপূরিত ভাণ্ডার চন্দ্রো-দয়ে অগাধজলশালী জলধির ন্যায় সম্যক্ স্ফীত ও বর্দ্ধিত

হইয়া উঠিল। যেখানে রৌদ্রের সম্পর্ক নাই, সেখানে সূর্য্য-দেবের উদয় হইলে কিংবা নির্ব্বাতস্থলে বায়ু সঞ্চারিত হইলে লোকের মনে যেরূপ অসীম আনন্দের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ বিপদ্‌বিনাশন মধুসূদনের আগমনে সমস্ত পাণ্ডবগণ, সমস্ত পাণ্ডবপুরী আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। পাণ্ডুবংশাবতংস যুধিষ্ঠির সমাগত বরদ বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া যথাবিধি সৎকারান্তে তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। তিনি সুখাসীন হইলে তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ধৌম্য, দ্বৈপায়নপ্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ, ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব সকলের সহিত মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দ্বারকানাথ! আমার প্রতি তোমার এরূপ অনন্যসাধারণ অনুগ্রহ না থাকিলে আমি কখনই এই সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইতে পারিতাম না। আপনি সর্ব্বদাই আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন বলিয়াই আমি এতাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু হে হৃষীকেশ! আমি এই সমস্ত ধনসম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা করিতেছি। হে যজ্ঞেশ্বর! আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি অনুজগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মনোরথ পূর্ণ কর। আমি তদ্বিষয়ে তোমার সম্মতি প্রার্থনা করি। আর তোমাকেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে। কারণ, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমার সকল পাপ তাপ শান্তি হইবেক সন্দেহ নাই। কিম্বা অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাকেই দীক্ষিত হইতে সম্মতি দান কর। তোমার সম্মতি লইয়া কর্ম্ম করিলেই আমার এই মহাযজ্ঞে ফল লাভের সম্ভাবনা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মরাজের বিনয়-গর্ভ বচনে একান্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনিই সার্ব্বভৌম উপাধিধারণের প্রকৃত পাত্র। আপনি

যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেই আমরা কৃতার্থম্মন্য হই। এই রাজসূয়ে আপনিই দীক্ষিত হউন্। আমরা সকলেই আপনার কল্যাণ সাধনে যত্নবান্ রহিলাম। আমরা অন্যান্য কর্ম্মজাত সমাধা করি। আমাকে আপনার কি করিতে হইবে? আদেশ করুন্। নিয়োগ লাভে চরিতার্থ হই। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যজ্ঞেশ্বর! আপনি যখন আমার বাঞ্ছা মাত্রেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং কার্য্যসিদ্ধি ও অবিলম্বেই হইবে, নিশ্চয় বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুমোদিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি অমাত্যগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণাদিষ্ট যজ্ঞাঙ্গভূত দ্রব্য সামগ্রী সমগ্র আহরণ কর এবং ধৌম্যের পরামর্শানুসারে সে সমস্ত বস্তুজাত যথাস্থানে সংস্থাপিত কর। অর্জ্জুনসারথি ইন্দ্রসেন, বিশোক ও পূরু তোমরা অন্নাদির আহরণে নিযুক্ত থাক এবং ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধনার্থে নানাবিধ বিকসিত সুরভি পুষ্প আহরণে এবং বিবিধ কাম্যবস্তু সংগ্রহণে প্রবৃত্ত হও। সহদেব আজ্ঞামাত্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে যথাদিষ্ট বস্তুজাত আহরণ করিয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করিলেন।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! এদিকে সত্যবতীহৃদয়ানন্দবর্দ্ধন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিক্কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়গোত্রাবতংস সুসামা ঋষি উদ্গাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৈল ও ধৌম্য হোতা এবং তাঁহাদিগের বেদবেদান্তপারগ শিষ্যমণ্ডলী ও পুত্রবর্গ হোত্রগাতা হইলেন। ইহাঁরা সকলেই স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞবিধির উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়া সেই বিস্তৃত যজ্ঞ ভূমির

পূজা আরম্ভ করিলেন। শিল্পিগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গন মধ্যে দেবগৃহসদৃশ বহুল গৃহশ্রেণী নির্ম্মাণ করিল। সচিবপ্রবর সহদেবও রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে রাষ্ট্রস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণগণ, ভূপালবর্গ, বৈশ্যগণ এবং সম্মানভাজন শূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দ্রুতগামী দূতগণকে সত্বরে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ মন্ত্রী কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া নিমন্ত্রণোদ্দেশে দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে স্বকার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগমনকালে আত্মীয় স্বজন ও অপরাপর বহুল লোক সমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঋত্বিক্ ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, সচিবনিচয়, নানাদিগ্দেশাগত শত শত নরপতিগণে সমবেত হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বেদবেদাঙ্গপারগ শত শত ব্রাহ্মণগণ তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সহস্র সহস্র শিল্পকর দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহ সকল পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রত্যেক গৃহই নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল, মূল, মিষ্টান্ন, সুবাসিত জল ও বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত ছিল। ঋতুরাজ বসন্ত যেন অন্যান্য ঋতুগণ সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাঙ্গনমধ্যে বিরাজমান হইয়া ছিলেন। আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল গৃহমধ্যে সুখে বাস করিয়া নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি শ্রবণ ও দর্শন করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই ধ্বনি অজস্র কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে শতসহস্র গোধন, বিবিধ শয্যা, নানাবিধ পরিচ্ছদ, রাশি রাশি রজত ও কাঞ্চন পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিতে

লাগিলেন। অমররাজ ইন্দ্র শতক্রতু হইবার কালে স্বর্গে যেরূপ নির্ম্মল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরও ভূমণ্ডলে সেইরূপ অক্ষয় যশোরাশি উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপ ও সমস্ত ভ্রাতৃগণকে আনয়ন করিবার মানসে নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি ত্বরায় ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া সমস্ত গুরুজন ও ভ্রাতৃগণকে যজ্ঞ-সংবাদ প্রদান করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া আইস।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সমরবিজয়ী নকুল ত্বরায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি গুরুজন ও ভ্রাতৃগণকে সমুচিত সম্মান ও সৎকার প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিনয়ে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারাও বিপ্রবর্গ অগ্রে করিয়া হৃষ্টমনে যজ্ঞোদ্দেশে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন শুনিয়া অন্যান্য শত শত রাজা ও রাজপুত্র, যজ্ঞ, যজ্ঞস্থলী, যজ্ঞমণ্ডপ ও ধর্ম্মরাজকে দর্শনমানসে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে মহামূল্য রত্নরাজি সঙ্গে লইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমস্ত ভ্রাতৃগণ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল, শকুনি, অচল, বৃষক, মহারথী কর্ণ, বলশালী শল্য, মহাবল বাহ্লিক, সোমদত্ত, কুরুবংশীয় ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ শল, অশ্বত্থামা, কৃপ, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সপুত্র দ্রুপদ, বসুধাধিপ শাল্ব, সাগরতীরবর্ত্তী জলপ্রধানদেশ-

বাসী সমস্ত ম্লেচ্ছগণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, পর্ব্বতীয় রাজগণ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গেশ্বর, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপালবৃন্দ, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়বর্গ, সিংহল, কাশ্মীরাধিপতি, মহাতেজা কুন্তিভোজ, পার্থিব গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় যাবতীয় প্রবলপ্রতাপ নরপতিগণ, পুত্রদ্বয়ের সহিত বিরাট, মহাবল মাবেল্ল, সমরদুর্ম্মদ মহাবল সপুত্র শিশুপাল, অন্যান্য ভূপালবৃন্দ ও রাজতনয় সকল যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, কঙ্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ট উল্মুক, নিশঠ, অঙ্গাবহ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীর্য্যবান্ মহারথগণ, সকলেই সমাগত হইলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকানেক মধ্যদেশীয় রাজগণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে সমাগত সমস্ত রাজন্যগণকে সুস্বাদু, ভোজ্য, সুরস পানীয় এবং দীর্ঘিকায় ও তরুলতায় সুশোভিত বাসভবন প্রদত্ত হইল। ধর্ম্মরাজ স্বয়ং সমাগত এই সমস্ত ভূপালবৃন্দের সৎকার সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। রাজকৃত সৎকারে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে প্রবেশিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

ঐ গৃহগণ শ্রেণীবদ্ধ থাকায় যজ্ঞস্থলীর শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। নানাদ্রব্যে বিভূষিত, শুভ্রবর্ণ অত্যুন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত, সুবর্ণজালপরিকীর্ণ, মনোরম মণিকুট্টিমশোভিত, সুখারোহসোপানপরম্পরাবিরাজিত, বিকসিতকুসুমদামসমাকীর্ণ, বিবিধসৌগন্ধপূরিত অত্যুন্নত গৃহসকল কৈলাসশিখরেরও শোভা তিরোহিত করিয়াছিল। গৃহরাজির অভ্যন্তরে নানাবর্ণে বিচিত্রিত আসন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ সকল যথাস্থানে বিনিবেশিত হইয়াছিল। সমাগত ভূপালবৃন্দ ঐ সকল গৃহমধ্যে বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 'ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র

পট্টাম্বর পরিধান পূর্ব্বক সদস্যগণে পরিবৃত হইয়া অকাতরে বিপ্রগণে দক্ষিণা দান করিতেছেন। সমস্ত নরপতিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও ঋষিগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ সভাস্থলী স্বর্গাধিষ্ঠিত ইন্দ্র-সভার ন্যায় একান্ত শোভমান হইয়াছিল।

পঞ্চ ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতিকে আসিতে দেখিয়া অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান ও প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্ব্বক সকলকে সভাস্থ করিয়া সবিনয়ে কহিলেন; আপনাদিগের শুভাগমনে আমি চরিতার্থ হইলাম। এই সমস্ত স্তূপায়মান ধন আপনাদিগেরই জানিবেন। যাহাতে ইহা সদ্ব্যয়ে ব্যয়িত হয়, তদ্বিষয়ে সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন্। যুধিষ্ঠিরের বিনয় বাক্যে প্রীত হইয়া সকলে পূর্ব্বাপর বিবেচনা পূর্ব্বক দুঃশাসনকে ভক্ষ্য ভোজ্য বিষয়ে নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য পরিচর্য্যা ও সম্মানরক্ষার নিমিত্ত অশ্বত্থামা নিযুক্ত হইলেন। সঞ্জয় রাজগণের অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনায় লিপ্ত থাকিলেন। মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য সকল কর্ম্ম যথাকালে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না? তাহার তত্ত্বাবধান লইতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য, কতিপয় শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সুবর্ণ ও অন্যান্য মহামূল্য রত্ন সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া

প্রদান করিতে লাগিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভৃতি বৃদ্ধগণ সভাস্থলে কর্তৃপক্ষের ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর ন্যায়পরতার সহিত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। মহীপতি দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রকার উপহার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। জগদ্গুরু ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং উৎকৃষ্ট ফল লাভের বাসনায় সমাগত ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত রহিলেন।

এ দিকে অভূতপূর্ব্ব সভার শোভা ও রাজসূয়যাজী ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যে সমস্ত লোক সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রায় সহস্রাধিক উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজকোষ অজস্র ব্যয়ে ক্ষীয়মাণ হইয়াও পূর্ব্ববৎ পর্য্যাপ্তই রহিল। রাজগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া এই রূপ ধন প্রদান করিতে লাগিলেন যে, যেন আমার প্রদত্ত ধনেই ধর্ম্মরাজের যাবতীয় যজ্ঞব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। নভোমার্গে যজ্ঞদর্শনার্থী দেবগণের ও ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের বিচিত্র বিমানাবলী, যজ্ঞসীমান্তনির্ম্মিত ব্রাহ্মণগণের বাসোপযোগী গৃহশ্রেণী ও ভূপালবৃন্দের আবাসযোগ্য বিবিধরত্নখচিত সুদৃশ্য রম্য হর্ম্ম্যপরম্পরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া স্ব স্ব উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিয়া কুন্তীকুমারের সভাস্থলীর কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই সমুদ্ভূত করিল। অপ্রমেয় রত্নরাজি-বিরাজিত সভামণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মরাজ যেন যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ষড়গ্নিসংস্কার পূর্ব্বক রাজসূয় মহাযজ্ঞের বিধিবিহিত অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। অতুল ঐশ্বর্য্যে সমাগত ব্যক্তিনিবহ সমুচিত সম্মানিত ও সৎকৃত হইতে লাগিলেন। অন্নপানাদি দ্বারা সকলেই সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করিলেন। কত লোক সমাগত হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কত শত

মহামূল্য রত্নরাশি প্রদত্ত হইল যে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? এই মহাযজ্ঞে সমারোহের পরাকাষ্ঠাই হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব, মর্ত্ত্যলোকে কখন কেহ এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। বৈদিকক্রিয়াকুশল যজ্ঞদক্ষ মহর্ষিগণ বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠান করায় দেবতারাও যারপর নাই তৃপ্তিলাভ করিলেন। দ্বিজাতিগণও দক্ষিণাস্বরূপ নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত লাভ করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য সামান্য লোক সকলও উচিতাধিক সাদর সম্ভাষণে, সমধিক অভ্যর্থনায় ও যথাসময়ে স্নানাহার লাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিল।

রাজসূয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

ষড়্ত্রিংশ অধ্যায়।

অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শুভদিনে শুভক্ষণে মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ ও রাজর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞান্তে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত অন্তর্বেদিকাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার নারদাদি মহাত্মাগণের ও রাজর্ষিবৃন্দের সহিত সম্মিলন হওয়ায় বোধ হইল, যেন দেবর্ষিগণ ও অমরনিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্

পিতামহ সভায় সমাসীন হইয়াছেন। তপোবলসমন্বিত ঋষিগণ অবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় কথার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ইহা এইরূপ হইবেক, কেহ কেহ কখনই না, বরং এই প্রকারই হওয়া সম্ভব অথবা অবশ্যই এইরূপ হইবেক, এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক বিস্তার করিয়া বাগ্বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। কেহ বা শাস্ত্রানুশীলনজাত অসামান্য মার্জ্জিত প্রজ্ঞার প্রভাবে সহজেই সামান্য বস্তুর গৌরব ও অসামান্য বস্তুর লঘুত্ব সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা এক বিষয়ের মীমাংসা না হইতে হইতেই অপর বিষয়ের প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন। শ্যেনপক্ষী যেরূপ অন্যপক্ষীর মুখভ্রষ্ট আমিষখণ্ড ভূতলসাৎ না হইতে হইতেই আকাশমার্গে গ্রহণ করিয়া বেগে উড্ডীয়মান হয়, কোন কোন মেধাবী পুরুষ সেইরূপ অন্যের উদাহৃত অর্থ পুষ্কল না হইতে হইতেই আত্মসাৎ করিয়া আপন অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাষ্যাভিজ্ঞ বরিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বিচার প্রসঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিস্তীর্ণ বেদিকাভূমির চতুর্দ্দিক্ দেবগণ, বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজ ও মহর্ষিগণে সমাকীর্ণ থাকায় অমল নভোমণ্ডলের দিব্য কান্তিও ন্যক্কৃত হইল। তৎকালে ঐ বেদিকার চতুঃসীমায় শূদ্রদিগের ও ব্রতী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিরই অবস্থানের যোগ্যতা ছিল না।

যজ্ঞান্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপূর্ব্ব শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া দেবর্ষি নারদ অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। যাবতীয় ক্ষত্রিয়কুলস্থ ভূপতিবৃন্দকে একত্র নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মার ভবনে অংশাবতরণঘটিত পুরাবৃত্ত কথা তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সমবেত ক্ষত্রিয়সমাজকেই তাঁহার সেই সেই অমরসমাজ বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তিনি তখন পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে স্মরণ করিলেন ও ভাবিলেন যে, পূর্ব্বে

অধ্যায়	প্রকরণ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি

সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব।

হরণাহরণ পর্ব্ব।

খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব।

আদিপর্ব্বের সূচী সম্পূর্ণ

যিনি দেবগণকে "তোমরা ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরস্পর পরস্পরের বধ সাধন পূর্ব্বক স্বর্গে প্রত্যাগত হও" বলিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, স্বয়ং সেই ভগবান্‌ও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যদুবংশ পবিত্র ও অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভগবান্‌ শশাঙ্ক অসংখ্য নক্ষত্রবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নভোমণ্ডলে যেমন আপন প্রচুর প্রভা বিস্তার করিয়া থাকেন, ইনিও সেইরূপ বৃষ্ণিবংশে অবতংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাদবগণমধ্যে আপন অপ্রমেয় যশোরাশি বিস্তার করিতেছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র ও বরুণপ্রভৃতি দেবগণও যাঁহার অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় কতপ্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই অরিনিসূদন দৈত্যঘাতী মধুসূদন মানবরূপ ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষত্রিয়কুল ইহাঁ হইতেই একবারে সমূলে নির্ম্মূল হইবে। দেবর্ষি নারদ মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার হরিগুণ গান করত যজ্ঞস্থলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাত্মা ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস যুধিষ্ঠির! তোমার মানস পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে সমাগত রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্‌, স্নাতক, সম্বন্ধী, মিত্র ও ভূপতি ইহাঁদেরই অর্ঘ্যপ্রদানের পাত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, আর অভ্যাগত ব্যক্তি একত্র সংবৎসর বাস করিলেও অর্ঘ্যার্হ হন। কিন্তু, এই সমাগত ভূপালবৃন্দ বহুকাল হইতেই আমাদের সহিত একত্র বাস করিতেছেন; অতএব ইহাঁদিগকেও এক একটী অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পিতামহ! কোন্‌ মহাত্মাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করা যাইতে পারে, তাহা আপনি স্থির করিয়া বলুন্‌। আমি আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছি।

মহাপ্রজ্ঞ মহাবল অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন শান্তনুতনয় ভীষ্ম কিঞ্চিৎকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বৃষ্ণিবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণকে ভূমণ্ডলতলমধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চনীয় বলিয়া স্থির করিলেন এবং কহিলেন, যেমন যাবতীয় পদার্থ-মধ্যে সূর্য্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা তেজীয়ান্, মহামতি বাসুদেবও সেইরূপ স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে যাবতীয় সভাস্থ ভূপালবৃন্দকে হীনপ্রভ করিতেছেন। নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চার ও সূর্য্যা-লোকবিহীন প্রদেশে ভাস্করের উদয় যেরূপ অপার আনন্দের কারণ হয়, শ্রীকৃষ্ণের সমাগম আমাদিগের এই সভার সেইরূপ অপার আনন্দের কারণ হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রধান অর্ঘ্য তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত সহদেবকে অনুমতি করিলেন। সহদেবও ক্ষণ-বিলম্ব ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ পিতামহের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সভামধ্যে ঈদৃশ মর্য্যাদাসূচক প্রধান অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবও শাস্ত্রানুসারে তাহা প্রতিগ্রহ করি-লেন। এই ব্যাপার দর্শনে চেদিরাজ শিশুপাল যৎপরো-নাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া রোষভরে সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মরাজ ও ভীষ্মকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বারং-বার শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

শিশুপাল ক্রোধে হতবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্রচণ্ড স্বরে কহিল, হে শান্তনুতনয় ভীষ্ম! এখানে মানী ও গুণীগণের অগ্রগণ্য অনেকানেক নরপতি বর্ত্তমান

আছেন। তাঁহারা বিদ্যমানে অভিষেকহীন কৃষ্ণ রাজার ন্যায় রাজপূজা পাইবার সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। হে যুধিষ্ঠির! তুমি কোন্ বিবেচনায় বৃষ্ণিতনয় কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া অস্মদাদির অপমান করিলে? সভামধ্যে এরূপ কার্য্য করা তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। দেখ, পাণ্ডবগণ! তোমরা নিতান্ত বালকের ন্যায় সদসদ্বিবেচনাশক্তি-রহিত হইয়াছ। মানাপমান বোধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ দেখিতেছি। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধে এখনও তোমাদিগের অধিকার জন্মে নাই। আর এই অল্পদর্শী নিম্নগাপুত্রেরও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। হে ভীষ্ম! তুমি যে লোকসমাজে এ পর্য্যন্ত পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাক, কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কি তাহার অনুরূপ কার্য্য করা হইল? এরূপ ব্যবহার জনসমাজে প্রচার হইলে তুমি নিশ্চয়ই অবজ্ঞাস্পদ হইবে। সাধুগণ তোমায় অবশ্যই নিন্দা করিবেন। তোমরা স্থির হইয়া ক্ষণমাত্র বিবেচনা করিলে না যে, ভূরি ভূরি রাজোপাধিধারী মহানুভব ব্যক্তিগণ বর্ত্তমানে কাহাকে এরূপ সম্মানসূচক মহার্ঘ অর্ঘ্য প্রদান করি? দাশার্হকে এরূপ অর্চ্চনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তোমাদের পাত্রাপাত্র জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ভাল, যদি স্থবির বোধে কৃষ্ণেরে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উঁহার পিতা বৃদ্ধ বসুদেব তোমাদের কি অপরাধ করিয়াছিলেন? পুত্রের গৌরব করায় কি পিতার অপমান হইল না? অথবা যদি শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুগত বলিয়া পূজা করিয়া থাক, তাহা হইলে প্রকারান্তরে দ্রুপদকে অমিত্র-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আর যদি আচার্য্য বোধে কৃষ্ণের অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য কেন না অর্চ্চিত হইলেন? বল; ঋত্বিক্ বোধে পূজা করিলে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল?

হে যুধিষ্ঠির! মৃত্যু যাঁহার আজ্ঞাধীন রহিয়াছে, সেই সত্য-সন্ধ মহাপুরুষ ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে তুমি কি বলিয়া কৃষ্ণকে অর্ঘ্য সম্প্রদানের পাত্র স্থির করিলে? সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীরচূড়ামণি অশ্বত্থামা সভায় উপস্থিত থাকিতে তোমার কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবার উদ্দেশ্য কি? রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য বিদ্যমান থাকিতে কৃষ্ণ কোন মতেই অর্চ্চনীয় হইতে পারে না। কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুমকে অবমাননা করিয়া কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা কি গৌরবের কার্য্য হইয়াছে? রাজা ভীষ্মক, নরপতি পাণ্ড্য, নৃপশ্রেষ্ঠ রুক্মী, একলব্য ও মদ্রাধিপতি ইঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, জমদগ্নিতনয়ের প্রিয়শিষ্য মহাবীর কর্ণ কি কৃষ্ণ অপেক্ষা বলবীর্য্যসমন্বিত নহেন? হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! দেখ, এই কৃষ্ণ না বৃদ্ধ, না আচার্য্য, না ঋত্বিক্, না মহীপতি, কাহারই মধ্যে পরিগণিত নহে। তুমি তাহা সবিশেষ অবগত হই-য়াও কি নিমিত্ত ইহাকে অর্চ্চনা করিলে? ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি আত্মীয়তানিবন্ধন সুহৃদ্বোধে ইহার প্রিয়কামনা করিয়া যাবতীয় রাজন্যগণের অবমাননা করিয়াছ। যদি কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করাই তোমার মনে মনে অভিপ্রেত ছিল, তবে দেশদেশান্তর হইতে ভূরি ভূরি ভূপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যকতা কি? হে ভূপাল-গণ! আমরা ভয়, লোভ ও সান্ত্বনার বশীভূত হইয়া কুন্তী-নন্দনকে কর প্রদান করিয়াছি, এমত নহে। ইনি ধর্ম্মানু-রাগী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষী; এই জন্যই আমরা কর প্রদান করিয়াছি। আমরা যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনায় যেমন সম্মান পূর্ব্বক বিনা যুদ্ধে করপ্রদান করিয়াছিলাম, ইনি তেমনি তাহার প্রতিফলস্বরূপ আহ্বান করিয়া আমাদিগের যথেষ্ট অপমান করিলেন। হে কুন্তী-তনয়! যাহার রাজোপাধিধারণযোগী কোন গুণই লক্ষিত

হয় নাই, তাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করা শুদ্ধ আমাদিগকে অপমানিত করিবার উদ্দেশ্য বিনা আর কি হইতে পারে? ধার্ম্মিক বলিয়া আপনাকে জনসমাজে পরিচিত করা তোমার একান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য বলিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল। এই কৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ অতি জঘন্য ও নিতান্ত ঘৃণ্য। দেখ, পূর্ব্বে এই দুরাত্মা ঘোর অন্যায় আচরণে মহারাজ জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। এরূপ অলক্ষণ পুরুষেরে অর্ঘ্য প্রদানে তোমার এই মাত্র লাভ দেখিতেছি যে, ধর্ম্মাত্মা বলিয়া তোমার যে সুখ্যাতিটী ছিল, এক্ষণে তাহা একবারেই নিশ্চয় বিলুপ্ত হইল। তোমার অসারতা অপদার্থতা এককালেই দিগ্ব্যাপিনী হইয়া উঠিল। হে বৃষ্ণিকুলোদ্ভব মাধব! কুন্তীতনয়েরা যদিচ সদসদ্-বিবেচনায় অসমর্থ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিল, তত্রাপি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া প্রতিগ্রহ করা কোন মতেই দাশার্হের কর্ত্তব্য হয় নাই। অথবা নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন জনে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। কুকুরেরা যেমন ঘৃতপক্ক সামগ্রী প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টমনে লইয়া নিভৃত স্থানে ভক্ষণ করে, তুমিও এই পাণ্ডবদত্ত অর্ঘ্য আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিয়া সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়াছ। কিন্তু হে মধুসূদন! কৃপণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক এরূপ অর্চ্চিত হইয়া মনে করিও না যে, তুমি প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া উপস্থিত রাজন্যগণকে অপমানিত করিলে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রকারান্তরে তুমিই অপমানাস্পদ হইয়াছ। ক্লীবের দারপরিগ্রহ, বধিরের বক্তৃতা শ্রবণ ও অন্ধের রম্য বস্তু দর্শন যেমন একান্ত অসঙ্গত হয়, রাজোপাধিতে বঞ্চিত হইয়া এই অর্চ্চনা পরিগ্রহ করাও তোমার পক্ষে সেইরূপ নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। যাহা হউক্, রাজা যুধিষ্ঠিরের সদ্বিবেচনা ও ন্যায়পরতা, ভীষ্মের বিজ্ঞতা ও বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া হইল।

শিশুপাল এই প্রকার ও অন্যান্য বহুপ্রকার তিরস্কার করিতে করিতে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজগণ সমভি-ব্যাহারে সভাস্থলী হইতে নির্গত হইল।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শিশুপাল রোষকষায়িত লোচনে ভীষ্মাদি মহাত্মাগণের প্রতি তির্য্যগ্‌ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া সভা হইতে প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ সত্বরে তাহার নিকট ধাবিত হইলেন এবং তাহার গতিরোধ করিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, হে মহীপাল! বিবেচনা করিয়া দেখুন, রোষপরবশ হইয়া সভা হইতে প্রস্থান করা কি আপনার অনুরূপ কার্য্য হইতেছে? ভীষ্মাদি মহাত্মাগণকে তিরস্কার করায় আপনার অধর্ম্ম হইতে পারে। কার্কশ্য প্রয়োগে সকলেই আপনার উপর নিঃসন্দেহ বিরক্ত হইতে পারেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম ধর্ম্মাববোধে অক্ষম এরূপ উক্তি করা আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম হয় নাই। ইহাঁকে অবজ্ঞা করা আপনার কোনমতেই উচিত হইল না। দেখুন, আপনাপেক্ষা অনেকানেক স্থবির নৃপতিগণ এই সভায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করায় তাঁহারা কেহইত অসন্তুষ্ট হইলেন না। আপনারও তাঁহা-দের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সন্তোষ লাভ করা উচিত। বিশেষ জানিয়া শুনিয়াই ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। কৃষ্ণের সহিত পিতামহের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে যতদূর জানেন, আপনি

ততদূর জানেন না বলিয়াই অকারণে অভিমান করিতে-ছেন। বিশেষ জানিলে আপনি কখনই এরূপ অসন্তুষ্ট হইতেন না।

তখন অতিগম্ভীর স্বরে ভীষ্ম কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধতম শ্রীকৃষ্ণের অচর্না যাহার অনভিমত, তাদৃশ লোক কখনই অনুনয়ের পাত্র নহে। ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিপুল বল বিক্রম সহকারে যিনি বিপক্ষকে নির্জ্জিত করিয়া স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, শাস্ত্রানুসারে তিনিই তাহার গুরু হন। যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণের তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে কে না পরাজয় স্বীকার করিয়াছে? এমন লোক এখানেত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কেবল আমরাই এই অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়া থাকি ও করিতেছি, এমন নহে। ইনি সমস্ত জগতেরই অর্চনীয় ও উপাস্য। অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ভূপতিগণই ইঁহা কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহাঁতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব আমি স্থবির-গণ সত্ত্বেও সর্ব্বাগ্রে এই মহাত্মারই অর্চ্চনা করিয়াছি। হে রাজন্! এ বিষয়ে তোমার ক্ষোভ, দ্বেষ বা ঈর্ষা করা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে না। পুনর্ব্বার যাহাতে এরূপ মতিভ্রম না ঘটে, তদ্বিষয়ে এই বেলা যত্নবান্ হও। অনেকানেক ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীগণের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। আমি এই সভাস্থলে যে কেবল তাঁহাদিগেরই মহাত্মা বাসুদেবের শত শত গুণ কীর্ত্তন করিতে দেখিলাম, এমত নহে, এতদ্ব্যতীত এই মহাপুরুষের সৎকীর্ত্তি সংকীর্ত্তন বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। এই ভূমণ্ডলে সজ্জনসমর্চ্চিত, সর্ব্বভূতসুখাবহ জনার্দ্দনকে যে কেবল আমরাই ইচ্ছানুসারে বা সম্বন্ধনিবন্ধন অথবা উপকারানুরোধে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, এরূপ নহে। প্রভূত যশ, শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও বিজয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্যক্তিমাত্রেই ইহাঁর উপাসনায় প্রবৃত্ত।

এই সভামণ্ডপস্থ কোন্ ব্যক্তি আমাদের অপরিক্ষীত? বিশেষ বুঝিয়াই যাবতীয় গুণী ও বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগের এই মহাপ্রভাবশালী বাসুদেবেরই সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদবেদাঙ্গপারগ, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রভূতবলবীর্য্যসমন্বিত, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণই পূজনীয় হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বেদবেদাঙ্গপারগ এবং প্রভূতবলবিক্রমশালী; বিশেষতঃ এই ভূমণ্ডলে ইহাঁ অপেক্ষা অধিকগুণসম্পন্ন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইনি দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, গাম্ভীর্য্য ও প্রজ্ঞাপ্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের একমাত্র আধার। অতএব হে সমাগত ভূপালগণ! অবশ্যার্চ্চনীয় ঈদৃশ মহানুভব অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন বলিয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহারও ক্ষুণ্ণ হওয়া কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। বরং সকলেরই একমতাবলম্বন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট-চিত্তে এ বিষয়ে অনুমোদন করা উচিত। এই হৃষীকেশ একাই ঋত্বিক্, গুরু, আচার্য্য ও নৃপতি, ইহ লোকে যে কোন একটী বিশেষগুণেই লোক পূজ্যার্হ হইয়া থাকে। কেশবে সে সমস্ত গুণই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা এই সকল বিষয় সবিশেষ অনুধাবন করিয়া তবে কৃষ্ণকে পূজা করিয়াছি। এই মঙ্গলময় বাসুদেব সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ; ইনিই চরাচরগুরু ও বিশ্বপতি, ইনিই সেই অচিন্তনীয় অব্যক্ত কারণ সনাতন ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি ও জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয় সকলই ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও দিঙ্মণ্ডলী প্রভৃতি সমস্তই ইঁহা হইতে উৎপন্ন। যেরূপ বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে অগ্নিহোত্র, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মনুষ্যের মধ্যে রাজা, নদীর মধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্র, তেজঃপদার্থের মধ্যে

সূর্য্য, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু এবং বিহগজাতির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে. সেইরূপ ত্রিলোকী-মধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্, ও অধ সমস্ত জগতেরই এক এক পতি নিরূপিত রহিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণই সেই সকল শ্রেষ্ঠ মধ্যে শ্রেষ্ঠ-তম বলিয়া বিদিত। শিশুমতি শিশুপাল কৃষ্ণের স্বরূপ অব-গত নহে; এই জন্যই সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে এরূপ প্রলাপবাদে প্রবৃত্ত হয়। যিনি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মাববোধে সমর্থ হন। স্বল্পমতি শিশুপালের সে বিষয়ে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা কি? বল। বৃদ্ধ ও সমস্ত ভূপালগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি না কৃষ্ণকে অর্চ্চনীয় বোধ করে? কেই বা ইহাঁর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে? কৃষ্ণের ন্যায্য পূজা যদি শিশু-পালের অভিমত না হইয়াছে, তাহা হইলে কর্ত্তব্যপক্ষে যাহা কিছু করিতে হয়, করুক্।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে পর সহদেব কহিলেন, হে ভূপালগণ! কেশি-নাশন কেশব অপরিমেয় পরাক্রমশালী; আমাদিগের পরম পূজনীয়। এই পূজ্যতম কেশবের পূজা যাহাদের সহ্য না হইয়াছে, আমি তাহাদিগের মস্তকে পদাঘাত করিতেছি। যদি কাহারও সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে অগ্রসর হইয়া আমার এই বাক্যের সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করুক্। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও সদসদ্বিচারক্ষম, সেই সকল মহানুভব নৃপতিগণ

কখনই কৃষ্ণের পূজায় বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। এই বলিয়া সহদেব সগর্ব্বে পাদোত্তোলন করিয়া ভূতলে পদাঘাত করিলেন। অভিমানপূর্ণ রাজগণ সহদেবের ঈদৃশ দর্পেরিত কার্য্যদর্শনে চকিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। কাহারই বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। এই অবকাশে সহদেবের মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে সান্দ্রতম পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং গম্ভীর আকাশবাণীতে তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া শত শত ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। ত্রিকালদর্শী সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা দেবর্ষি নারদ সর্ব্বসমক্ষেই বলিতে লাগিলেন, যাহারা পদ্ম-পলাশলোচন বসুদেবনন্দন হরির আরাধনাবিহীন, তাহাদের বৃথা জীবনের প্রয়োজন কি? তাহাদিগের অত্যন্ত অসার জীবন জীবনই নয়। তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিলেও পাপ স্পর্শে সন্দেহ নাই।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের বিশেষজ্ঞ নরদেব সহদেব ক্রমান্বয়ে পূজার্হ ব্যক্তিগণের পূজা সমাপন করিলেন। সভা-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পূজিত হইতে দেখিয়া মহাবল বীর-শ্রেষ্ঠ শিশুপাল ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া রাজগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাবল ভূপালগণ! আমি তোমাদের সেনাপতি হইতেছি। এক্ষণেই পাণ্ডব ও যাদবগণে সমূলে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত সকলেই সমরসাগরে অবগাহন কর। তোমাদের মধ্যে যাঁহাদিগের মানাপমানের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি আছে, কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান করা যাঁহাদের অতিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাঁহারা আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিয়া সাহায্য দান কর। আমি তোমাদিগের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতেছি। শিশুপালের বাক্য সমাপ্তি হইলে অনেকেই সাহসী হইয়া উঠিলেন। শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে একান্ত প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য তাহা-

দিগের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ও কৃষ্ণের অর্চ্চনা সিদ্ধ না হয়, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য পক্ষে পরিগণিত হইল। নৃপতিগণ মনে মনে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই শিশুপালের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। সিংহের মুখ হইতে আমিষখণ্ড আকর্ষণ করিয়া লইলে যেরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে। ক্রোধপরবশ ভূপালগণও সন্নিহিত বন্ধুবান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অবিকল সেই ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল। মহীপতিগণের ঈদৃশ ভাবভঙ্গি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা দুস্তর সমর-সাগরে অবগাহন করিবার পরামর্শ করিতেছে।

অর্ঘ্যাভিহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন কোন গুরুতর কার্য্যকালে বৃহস্পতির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিগণকে রোষভরে সগর্ব্বে দর্পপ্রকাশ পূর্ব্বক মহান্ কোলাহল করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিবার পরামর্শ করিতে দেখিয়া, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ।

দেখুন্, এই বিশাল রাজসাগর রোষবাত্যায় আলোড়িত হইয়া উত্তরঙ্গ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ হইতেছে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করুন্। যাহাতে যজ্ঞের কোন বিঘ্ন না জন্মে এবং প্রকৃতিমণ্ডলের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন্।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কুরুশার্দ্দূল! তুমি অকারণে বিঘ্ন সম্ভাবনা করিতেছ কেন? কুক্কুর কি কখন অগাধসত্ব কেশরীকে স্পর্শ করিতে পারে? আমি পূর্ব্বেই ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সিংহ নিদ্রিত আছে বুঝিয়া যেমন কুক্কুরেরা তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া শব্দ করিতে থাকে, এই সমবেত রাজগণও সেইরূপ এই বৃষ্ণিসিংহের সম্মুখে আসিয়া রোষভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। প্রভূত-বলশালী বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যেপর্য্যন্ত কেশরীর ন্যায় প্রবোধিত না হইতেছেন, সেই পর্য্যন্তই চেদিরাজ শিশুপাল রাজাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছে। বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না; শিশুমতি শিশুপাল যাবতীয় ভূপাল-বৃন্দকে অকালে কালের করাল-কবলে নিক্ষিপ্ত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। যে বলে শিশুপাল এখনও দর্প করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, আমার বোধ হয়, যদুপতি কৃষ্ণ এখনই উহার সেই বল হরণ করিবেন। দেখ ধর্ম্মরাজ! শিশুপাল যেরূপ গর্ব্ব করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। কিন্তু এই হত-ভাগ্যের ব্যবহার দর্শনে অন্যান্য ভূপালগণেরও বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইল। ইহারাও কি নিমিত্ত ইহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতেছে? ফলতঃ এই কৃষ্ণ যখন যাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের প্রায়ই শিশুপালের দশা উপস্থিত হইয়া

থাকে। বৎস! নারায়ণই জগতে জরায়ুজাদি ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ। শিশুপাল এই অনাদি অনন্ত নিরীশ্বর নারায়ণের অবমাননা করিয়া অনতিবিলম্বেই যে যমালয়ে যাইবার জন্য পথ পরিষ্কার করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করিও না।

অপ্রমেয়বলশালী ভীষ্মের এই গভীর তিরস্কারবাক্য শ্রবণে শিশুপাল আঘাত-প্রাপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একেবারে যার পর নাই জ্বলিত হইয়া তীক্ষ্ণধার বাক্যে ভীষ্মকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

এক চত্বারিংশ অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, হে শান্তনুতনয় ভীষ্ম! বৃদ্ধ বয়সে উপস্থিত হইয়া একেবারেই তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে নাকি? কি জন্য নিষ্কলঙ্ক বংশে কলঙ্ক লেপন করিতে উদ্যত হইয়াছ? অস্মদাদি ভূরি ভূরি ভূপালগণকে বিভীষিকা দর্শাইতে কি তোমার লজ্জাভয় উদয় হইল না? অথবা তুমি যখন চিরকাল ক্লীবভাবেই জীবন যাপন করিলে, তখন ক্লীবের ন্যায় ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্ম করা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার জ্ঞানচক্ষু কি একবারেই অন্ধ ও উন্মেষ-শূন্য হইয়াছে? তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, পাণ্ডবগণের অগ্রণী হইয়া উপহাসাস্পদ হইতেছ। ক্ষুদ্র তরী এক বৃহৎ তরণীর পরিচালকাভাবে অগ্রভাগে অবস্থিত অথবা স্বয়ং অন্ধ হইয়া অন্ধব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলে, যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তুমিও পাণ্ডবগণের অগ্রণী হইয়া সেইরূপ হইয়াছ সন্দেহ নাই।

তোমার মুখে শ্রীকৃষ্ণের পুতনাঘাত প্রভৃতি যে সকল গৌরবের কথা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণ যথার্থই ব্যথিত হইয়াছে। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মূর্খ এই নিমিত্ত কেশবকে ঈশ্বর বোধ করিয়া পূজা করিতেছ, তোমার বদন হইতে ঈদৃশ স্তুতিবাদ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে তোমার জিহ্বা শত শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইল না কেন? নিতান্ত অনভিজ্ঞ বালক ও ইতর লোকেরাও যাহাকে হেয় ও ঘৃণিত বোধ করিয়া থাকে, তুমি বয়োবৃদ্ধ হইয়া কোন্ বিবেচনায় তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিলে? ভীষ্ম! বাল্যকালে কৃষ্ণ একটা শকুনি ও সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব এবং বৃষভকে বিনষ্ট করিয়াছিল; তজ্জন্য কি সর্ব্বাপেক্ষা বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইল? চেতনাশূন্য একটা কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা পাতিত করাতেই কি একবারে অদ্ভুত কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ? অথবা বল্মীকপিণ্ডসদৃশ গোবর্দ্ধন গিরি সপ্তাহমাত্র ধারণ করিয়াছিল বলিয়াই কৃষ্ণকে একেবারে অসাধারণক্ষমতাশাল বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছ? পর্ব্বতের শিখরদেশে বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে বিষম ঔদরিকের ন্যায় যে রাশীকৃত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল, মুগ্ধস্বভাব গোপবালকগণ তাহা শ্রবণমাত্রেই যে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল, তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? সে যাহা হউক্, ঐ দুরাত্মা, যে কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, কাল সহকারে প্রতিপালক সেই মাতুলকেই বিনষ্ট করিল। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ইহা কেমন বীরত্বের কার্য্য হইয়াছে! হে কুরুকুলাপসদ! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই অবগত নহ; আইস, আজ তোমাকে ধর্ম্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করি। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ লোকসমাজে নিরন্তর ইহা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা এবং যাহার আশ্রয়ে বাস

করা যায়, প্রাণান্তেও তাঁহাদিগের উপর হস্তোত্তোলন করিতে নাই। কিন্তু হে অধর্ম্মনিরত! তুমি, এই সমস্তেরই হত্যাকারীশ্রেষ্ঠকে নরশ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত করিলে। হে কৌরবাধম ভীষ্ম! আমি যেন কিছুই অবগত নহি। আমাকে নিতান্ত অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্ব-সমক্ষে নিতান্ত চাটুকারের ন্যায় স্তুতিবাদে কৃষ্ণের স্তব করিয়াছ। বিবেচনা করিয়া দেখ, গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকারী ব্যক্তি যদি তোমার মতে পূজনীয় হইল, তাহা হইলে সাধুগণের উপদেশ বাক্যের কি ফল দর্শিল বল? তোমার অর্থশূন্য চাটুগর্ভ বাক্যে প্রশ্রয় পাইয়া এই নরাধম কৃষ্ণও আপনাকে যথার্থই এই সকল বাদের উপযুক্ত পাত্র মনে করিতে পারে। তোমার স্তুতিবাদ যে নিতান্ত অমূলক, তাহা কখনই বুঝিতে পারিবে না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও চাটুকারিতার জন্য কেহই তাহার শাসন করে না। কারণ, যাহার যেরূপ স্বভাব কেহই তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তুমি অতি জঘন্য-প্রকৃতি, অধার্ম্মিক ও সৎপথচ্যুত। তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, কোন্ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্ম্মিক জানিয়া সেরূপ কার্য্য করিতে পারে? ধর্ম্মজ্ঞ কাশীরাজের কন্যা অন্যের সহিত নিজপরিণয় কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজ্ঞাভিমানী হইয়া কোন্ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সৎপথানুবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তিনি তোমার অপহৃত কন্যাগণের প্রতি একবার দৃক্পাতও করিলেন না। তুমি এমনই ধার্ম্মিক, যে তোমার সমক্ষেই তাহাদিগের গর্ভে অন্যে পুত্র উৎপাদন করিল। ভীষ্ম!

তোমার ধর্ম্মাচরণ কেবল বাহ্য আড়ম্বরমাত্র, ব্রহ্মচর্য্য কেবল প্রতারণা। মোহ ও ক্লীবত্ব প্রযুক্তই তুমি এরূপ আচরণ করিয়া থাক, সন্দেহ নাই। হে ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্ম! পরিণামে যে তোমার কি গতি হইবে, আমি তাহা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারি না। তোমার মুখে ধর্ম্মের অদ্ভুত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কৃতবিদ্য পণ্ডিত লোকের সহিত কোন কালেই তোমার সহবাস হয় নাই। দেখ, দয়া, দাক্ষিণ্য, দান, অধ্যয়ন, দেবারাধনা, সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই সুকৃত লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম অপত্যোৎপাদনের ষোড়শাংশেরও তুল্য হইতে পারে না। বহুতর কঠোর ব্রতোপবাসাদি দ্বারা যে কিছু পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে, অপত্যবিহীন হইলে সে সকলই নিঃসন্দেহ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, কিন্তু এপর্য্যন্ত তনয়ের বদনারবিন্দ দর্শনে বঞ্চিত রহিলে। ইহাও এক তোমার সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা; তায় আবার অকারণ মিথ্যাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছ। অতএব আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিতেছে যে, তুমি হংসের ন্যায় জ্ঞাতিগণকর্তৃক অবশ্যই বিনাশিত হইবে। তোমার আচার ব্যবহার দর্শনে নানাবিধ বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীর পূর্ব্বেই সেই হংসের বৃত্তান্ত মনে হইয়াছিল, এক্ষণে তোমাকে প্রবোধিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহা বলিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে অপার জলরাশির এক সীমান্তে একটী বৃদ্ধ হংস বাস করিত। সে স্বয়ং ভ্রমেও ধর্ম্মের অনুসরণ করিত না, কিন্তু অন্যান্য বিহগগণকে সর্ব্বদাই ধর্ম্মকর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিত। মুগ্ধস্বভাব পক্ষীগণ অবিচলিত চিত্তে তাহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিত। এমন কি, সকলেই তাহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু মনে করিয়া আহারীয় আহরণ করিয়া

দিত এবং আপনাদিগের অণ্ড সকল তাহার নিকট রক্ষা করিয়া সমুদ্রে গমন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ ও স্ব স্ব আহার অন্বেষণ করিত। মধ্যে মধ্যে বাত্যা উপস্থিত হইলে প্রবল উত্তাল তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া অতলস্পর্শী জলরাশির জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত। তখন ঐ পাপাচারী নৃশংস হংস স্বচ্ছন্দে ন্যাসভূত অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিয়া আপন উদর পূর্ত্তি করিত। পাপকর্ম্ম কখনই গোপনে থাকিবার নহে। একদিন একটী বুদ্ধিমান্ পক্ষী অণ্ড সকল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া সন্দিহানচিত্তে পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিল যে, ঐ দুরাচার হংস প্রত্যহই আবশ্যকমত অণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে। পক্ষী এতদ্দর্শনে একান্ত বিরক্ত হইয়া যাবতীয় স্বজাতীয়কে সম্বোধন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তাহারা সকলেই তখন একত্র মিলিত হইয়া পাপাচারী দুরাত্মা হংসকে বিনাশ করিল। এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া শিশুপাল কহিল, অহে ভীষ্ম! তুমিও কি সেই হংসের ন্যায় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছ? পক্ষীরা যেরূপ হংসকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তোমারও দেখিতেছি এই সমাগত ভূপালবৃন্দ সেই দশা করিবেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শিশুপাল কহিল, হে ভীষ্ম! তোমরা যাহাকে ঈশ্বর বোধে পূজা করিতেছ, মহাবল জরাসন্ধ সেই কৃষ্ণকে দাস ভাবিয়া কোন মতেই উহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করেন নাই। উক্ত রাজা আমার বহুমানভাজন পরম বন্ধু ছিলেন। কেশব ও ভীমার্জ্জুন যে উপায় অবলম্বন করিয়া সেই মহাত্মা

জরাসন্ধের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব্যথিত না হয়? এই দুরাচার প্রবঞ্চক কৃষ্ণ অদ্বার দিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। রাজা যখন পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিতে উদ্যত হন, দুরাত্মা তখন আবার আপন ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করে। জরাসন্ধের পরাক্রম ইহার বিলক্ষণ অনুভূত ছিল। মহামতি জরাসন্ধ ইহাকে ও ভীমার্জ্জুনকে আহার করিবার জন্য যখন অনুরোধ করেন, এই দুরাত্মাই তখন তাহাতে মহান্ প্রতিবন্ধক হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। শিশুপাল এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভীষ্মকে কহিল, রে মূর্খ! তোমার বিবেচনায় কৃষ্ণ যদি জগদ্গুরু হইয়া উঠিল, তবে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে উহার ভয় পাইবার কারণ কি? যাহা হউক্, তুমি যে পাণ্ডবদিগকে সাধু-বিগর্হিত পদবীতে পদার্পণ করিতে পরামর্শ দিতেছ এবং ইহারাও যে সেই উপদেশকেই ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া পরিগণিত করিতেছে, তাহাই আমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অথবা তুমি যখন গতবয়স্ক ও স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন হইয়া ইহাদিগের সর্ব্বার্থপ্রদর্শক হইয়াছ, তখন আর এরূপ হইবার বাধা কি?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শিশুপালের এইরূপ কঠোর তিরস্কারগর্ভ কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল ভীমসেন কোপে কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক লোহিত ও আয়ত লোচনযুগল ক্রোধে আরও বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। বিস্তৃত ললাটদেশে ত্রিশিখাভ্রূকুটী ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ ভীমের তৎকালের মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভূপালগণের বাক্শক্তি রহিত হইয়া গেল। এমন কি, তাঁহাকে

অনেকেরই প্রলয়কারী কৃতান্ত বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করা উচিত কি না? ভীতচিত্তে ইহাই মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ভীমপরাক্রম পবননন্দন ভীম পবনবেগে ধাবিত হইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া শশাঙ্কশেখর রণোন্মুখ ষড়াননকে যেমন ধারণ করেন, সেইরূপ প্রশান্তমূর্ত্তি পিতামহ ভীষ্ম নিজ ভুজযুগল বিস্তার করিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ সহকারে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সমুদ্ধত তরঙ্গমালায় পরিকীর্ণ অগাধ জলধি যেমন বর্ষাতেও বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, ভীমসেনও সেইরূপ পিতামহের প্রবোধ বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ভীমের ক্রোধপূরিত ঈদৃশ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াও শিশুপাল কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া অকুতোভয়সহকারে আরও কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সিংহ যেরূপ মৃগশাবককে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না, শিশুপালও সেইরূপ ভীমের পরাক্রমে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ভীম একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চেদিরাজকে আক্রমণ করিবার প্রয়াসে বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতামহ বল পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রাখিলেন। চেদিরাজ শিশুপাল ভীমকে একান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, অহে ভীষ্ম! কি জন্য ভীমকে নিবারণ করিবার জন্য অনর্থক এত কষ্ট সহ্য করিতেছ? একবার ছাড়িয়া দাও। সমাগত নরাধিপেরাও অবলোকন করুন, কেমন করিয়া পতঙ্গগণ জ্বলন্ত অনলে নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কালের করাল কবলে কবলিত হয়। চেদিরাজের এতাদৃশ মদগর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল ভীমপরাক্রম ভীষ্ম ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, এই গর্ব্বকারী শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ইহার তিনটী লোচন ও চারিটী হস্ত ছিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া এই দুরাত্মা গর্দ্দভের ন্যায় ভয়ানক শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। অপত্যের ঈদৃশ বিকৃতাকার অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পিতা ইহাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অমাত্য, পুরোহিত, ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া জনক জননী নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, "হে মহীপাল! তুমি সন্তানদর্শনে হৃষ্ট না হইয়া অকারণে এত ভয়ের আশঙ্কা করিতেছ কেন? ইহা হইতে তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার এই সন্তান অত্যন্ত বলবান্ ও পরম সুশ্রী পুরুষ হইবে। অতএব মহারাজ! তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে ইহাকে লালন পালন কর। এমন কি, সাধারণ মানবের ন্যায় ইহার মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। যিনি ইহাকে বিনষ্ট করিবেন, তিনিও জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া প্রসূতি একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া সন্তানকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই অদৃশ্য ভূতের উদ্দেশে এই কথা বলিলেন, যিনি এই অমানুষী বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া অভাগীর মৃত শরীরে প্রাণ দান করিলেন, তিনি দেবতাই হউন্ বা দানবই হউন্ অথবা অন্য কোন প্রভাবশালী ভূতবিশেষই হউন্; আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার নমস্কার করিয়া তাঁহাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক দুঃখিনীরে তাহার

উত্তর দিয়া চরিতার্থ করুন। কোন্ ব্যক্তি এই শিশুর বিনাশক হইবে, শুনিতে বাসনা করি। তাহাতে পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল “যিনি ক্রোড়ে লইলে এই বালকের অতিরিক্ত বাহুদ্বয় স্খলিত এবং তৃতীয় নয়ন বিলুপ্ত হইবে, তিনিই ইহার নিহন্তা।

ত্রিনেত্র ও ভুজচতুষ্টয়ে পরিশোভিত অদ্ভুত বালকের জন্মবৃত্তান্ত এবং তৎসম্বন্ধে দৈববাণী হইয়াছে শুনিয়া কুতূহলী নৃপতিগণ দর্শনার্থে সমাগত হইতে লাগিলেন। চেদিরাজ সকলেরই যথাযোগ্য পূজাদি করিয়া প্রত্যেকেরই অঙ্কে এক এক বার শিশুটীকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ এইরূপে প্রায় সহস্র সহস্র রাজগণের ক্রোড়ে অপত্যকে সংস্থাপিত করিলেন, কিন্তু দৈববাণী অনুসারে ইহার নিহন্তার নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে দ্বারকানগরীতে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত প্রেরিত হইলে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ মহাবল বলদেবের সহিত শিশুদর্শনমানসে চেদিরাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা ও রাজ্ঞীকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও অভিবাদন করিয়া মহার্ঘ্য আসনে উপবেশন করিলেন। চেদিপতি অন্যান্য রাজগণের ন্যায় সমাগত ভ্রাতৃদ্বয়ের সমুচিত সৎকার করিয়া স্নেহভরে পুত্রকে লইয়া প্রথমতঃ মাধবেরই অঙ্কে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্শ মাত্র শিশুপালের অতিরিক্ত হস্ত দুটী স্খলিত হইয়া পড়িল এবং তৃতীয় নয়নটীও বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে রাজ্ঞী অতিমাত্র ভীতা হইয়া বরপ্রার্থনার আশয়ে গদ্গদবচনে ভ্রাতৃপুত্র বাসুদেবকে কহিলেন, হে মহাবাহো দ্বারকাপতে কৃষ্ণ! তুমি ভীত ব্যক্তির এক মাত্র শরণ ও আশ্বাসস্থল; অতএব আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্যাকুলভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; অঙ্গীকার করিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ কর। পিতৃস্বসার ঈদৃশী কাতরতা দর্শনে যদুপতি তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে কহিলেন,

দেবি! অকারণে এত ভয় করিতেছ কেন? আমার নিকট আপনার ভয়ের বিষয় কি আছে? আমার নিকট; আপনি কি প্রার্থনা করিতেছেন বলুন? আমি এক্ষণেই তাহা অঙ্গীকার করিতেছি। আমার সাধ্যাতীত হইলেও যে কোন প্রকারে পারি, আমি আপনকার বাক্য রক্ষা করিব। কৃষ্ণ সদয় হইয়াছেন দেখিয়া রাজমহিষী কহিলেন, বৎস! তুমি যদুকুলের সহস্র বীরগণের অগ্রগণ্য, তোমার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, শিশুপাল যদি কখন তোমার কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে অক্ষুণ্ণমনে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রদর্শন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পিতৃষ্বস! আপনার পুত্র বধার্হ অপরাধ করিলেও আমি ইহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিব। তজ্জন্য আপনার শোক করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া ভীষ্ম কহিলেন, দেখ ভীম! এই অল্পবুদ্ধি পাপাত্মা নরকার্হ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বরে একান্ত দর্পিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধার্থে তোমাকে বারংবার আহ্বান করিতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৃকোদর! চেদিরাজ তোমাকে অগাধসত্ব ও ভীমপরাক্রম জানিয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে, আমার বোধ হয়, এ বুদ্ধি ইহার স্বকৃত নহে; ইহা জগদ্গুরু কেশবেরই অভিসন্ধিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্যথা এই কুলাঙ্গার অদ্য সভামধ্যে আমাকে যে রূপ তিরস্কার করিল, এরূপ করিতে কাহার

সাহস হয়? বিষ্ণুতেজের অংশ না থাকিলে এরূপ তেজঃ-প্রকাশ মানব মধ্যে কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে; নারায়ণ এখনই উহার সেই তেজ প্রত্যাহরণ করিবেন। এই মন্দবুদ্ধি চেদিরাজ বিষ্ণু-তেজে তেজস্বী হইয়া অস্মাদি সকলকেই অবজ্ঞা করত ব্যাঘ্রের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্মের এইরূপ মর্ম্মকথা শ্রবণে চেদিরাজ আহুতিপ্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া বলিতে লাগিল, অহে ভীষ্ম! তুমি নিতান্ত চাটুকারের ন্যায় স্তুতিবাদ করিয়া কেশবের যে প্রভূত বলবিক্রমের কথা উল্লেখ করিতেছ, আমাদের শত্রুবর্গের যেন সেইরূপই প্রভাব থাকে। অন্যের স্তব করাই যদি তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সমাগত রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য কৃষ্ণেরই আরাধনা করিলে তোমার কি লাভ হইবেক? যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই রাজশার্দ্দূল বাহ্লীকরাজ দরদের স্তব কর, তাহাতে তোমার পরিণামে কল্যাণ হইতে পারে। অথবা যে মহাবাহুর কর্ণযুগল দেবনির্ম্মিত পরমরমণীয় কুণ্ডলযুগলে বিভূষিত হইয়াছে, যাঁহার কন্দর্পদর্পখর্ব্বকারী মনোহর বপু বালার্কসন্নিভ দিব্য কবচে সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছে; যিনি বাসবসদৃশপরাক্রমশালী জরাসন্ধকেও বাহুযুদ্ধে নির্জ্জিত ও ভিন্নদেহ করিয়াছিলেন, অঙ্গরাজ্যের অধিপতি সাক্ষাৎ ইন্দ্রসদৃশবিক্রমশালী ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য সেই কর্ণকে স্তব কর যে, তোমার উপকার হইবেক। কিংবা দ্বিজাতিসত্তম মহারথী দ্রোণ ও অশ্বত্থামা এই দুই পিতাপুত্রের যথেষ্ট স্তুতিবাদ কর, তাহাতে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই আছে। অনেকেই ইহাঁদিগকে মহাবীর বলিয়া জানেন। এমন কি, ইহাঁদের মধ্যে এক জন ক্রোধভরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে

সমস্ত ভূমণ্ডল ধ্বংস হইতে পারে। ইহাঁদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে, এমন লোক এপর্য্যন্ত কেহইত দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদিগের একজনও তোমার পূজ্য হইলেন না। তোমার বিবেচনায়, জগতে যাঁহার তুলনা নাই, সেই প্রবল প্রতাপ মহারাজ দুর্য্যোধন, শস্ত্রপাণি প্রভূতপরাক্রম রাজা জয়দ্রথ, ত্রিলোকবিখ্যাত কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুণ এবং ভারতাচার্য্য শারদ্বত কৃপ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় বীরগণ সকলেই কৃষ্ণ অপেক্ষা হীন হইলেন? অতএব তোমাকে অল্পবুদ্ধি বই আর কি বলিতে পারি? ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর্য্য রুক্মীকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের পূজা করিতে তোমার কিছু মাত্র লজ্জা বোধ হইল না? ভীষ্মক, দন্তবক্র, যূপধ্বজ, ভগদত্ত, জয়ৎসেন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, বৃহদ্বল, বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, সুমহাভাগ শঙ্খ, বৃষসেন, একলব্য, কলিঙ্গরাজপ্রভৃতি সকলেই এক একজন অদ্বিতীয় মহীপতি, ইহাঁদের প্রভূত পরাক্রমের বিষয় জগতে না জানে, এমন লোক প্রায়ই দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু তুমি এই সমস্ত মহামহোপাধ্যায় রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বিবেচনায় নিন্দাস্পদ কৃষ্ণের আরাধনা করিলে? সর্ব্বদাই স্তুতিবাদ করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে শল্যপ্রভৃতি মহীপালগণের স্তব কর, তাহা হইলে ত আর তোমাকে কোন কথা সহ্য করিতে হয় না। যাহা হউক্, তোমাকে উপদেশ দেওয়া অনর্থক ও অরণ্যে রোদনমাত্র; কারণ, ভূরি ভূরি জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ যখন তোমাকে অনবরত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াও তোমার চরিত্র সংশোধন করিতে পারেন নাই; তখন আমার উপদেশ বাক্য যে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত লোকের সহবাসে কিছু কাল অতিবাহিত করিলে মূর্খেরও স্বভাব সংশোধিত হইয়া

আইসে, তৎসত্ত্বেও যে তোমার স্বভাব এতদূর নীচ হইয়াছে দেখিয়া আমার বিলক্ষণ বিস্ময় জন্মিয়াছে। তুমি কখনই প্রকৃত সদুপদেষ্টার সংসর্গসুখ অনুভব কর নাই। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া স্তুতি করিলে অবশ্যই নিন্দাস্পদ হইতে হয়। তুমি যে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সভামধ্যে কৃষ্ণের অশেষ বিশেষ গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা কাহারই অনুমোদিত নহে। অহে বিচক্ষণ ভীষ্ম! যে দুরাত্মা চিরকাল কংসের পশুশালায় ভৃত্য থাকিয়া কালাতিপাত করিয়াছে এবং যাহার অন্নে উদর পূর্ত্তি করিয়া বর্দ্ধিত ও এতকাল জীবিত রহিয়াছে, সেই কংসনিহন্তা পাপাত্মাতে কি বলিয়া জগদীশ্বরের গুণারোপ করিতেছ? অথবা তোমাকে বারংবার লজ্জিত করিয়াই বা ফল কি? যাহার হিতাহিত বিবেচনা ও কিছুমাত্র বুদ্ধিশক্তি আছে, তাহাকে উপদেশ দিলেই ফল দর্শে, তোমাতে মনুষ্যের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না; তুমি দেখিতে নরাকার, কিন্তু পশু অপেক্ষাও ঘৃণার্হ। ভূলিঙ্গনাম্নী এক বিহঙ্গিনী হিমাচলের সান্নিধ্যে বাস করিত। সে সর্ব্বদাই "কেহ সাহসের কর্ম্ম করিও না" বলিয়া সকলকে উপদেশ দিত। কিন্তু স্বয়ং মধ্যে মধ্যে কেশরীর দংষ্ট্রান্তর্গত মাংসখণ্ড চঞ্চুপুট দ্বারা আকর্ষণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া সুখে আহার করিত। অল্পচেতন ক্ষুদ্রপ্রাণী বলিয়া সিংহ তাহাকে কিছুই বলিত না, বরং অনুগ্রহ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিত। আমি দেখিতেছি, তুমিও সেই পাপীয়সী পক্ষিণীর ন্যায় স্বয়ং অধর্ম্মাচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাক এবং লোক-বিদ্বিষ্ট কর্ম্ম করিয়াও স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতেছ। ভূপালগণ অনুগ্রহ না করিলে এতদিন তোমার এই অপবিত্র দেহ কোন কালে লোকান্তরিত হইত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম চেদিরাজের অশ্রাব্য কটূতর

বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ আমি এই মহীপাল-গণের অনুগ্রহেই জীবিত রহিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু আমি ইহাঁদিগের কাহাকেও তৃণতুল্য বোধ করি না।"

ভীষ্মের মুখ হইতে ঈদৃশ বাক্য নিঃসরণ হইবামাত্রেই ভূপতিগণ মহান্ কোলাহল করিলেন। কেহ কেহ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বা গুরুতর কটু কাটব্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কেহ বা বলিতে লাগিলেন "এই পাপাত্মা ভীষ্মের মাংস গলিত ও শ্মশ্রুরাজি শুভ্রবর্ণ হই-য়াছে। তথাপি এ যেরূপ দর্প করিতেছে, তাহাতে ইহাকে পশুর ন্যায় হত্যা করাই শ্রেয়ঃ, অথবা শুষ্ক তৃণরাশিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে। রোষপরবশ ভূপালগণের এতাদৃশ দর্পগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে সমাগত ভূপালগণ! তোমরা অনর্থক কেন বাক্য ব্যয় করিতেছ? কথা যত কহিবে, ততই প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। অতএব আমি স্থূল কথা বলিতেছি, তোমরা সকলেই অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি পশুবৎ বিনষ্টই হই, অথবা তৃণাদি দ্বারা দগ্ধই হই, কিন্তু আমি এই সগর্ব্বে তোমাদিগের সকলের মস্তকেই পদার্পণ করিতেছি। যদি ক্ষমতা থাকে, অগ্রসর হইয়া ইহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পাও। অক্ষয় ও অমিততেজা যে কৃষ্ণের আমরা পূজা করি-য়াছি, তিনিও এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তোমাদিগের মধ্যে যাহার সর্ব্বাগ্রে যমালয় যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, সেই গদা-চক্রধারী কংসারি এই কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করুক্ এবং মুহূর্ত্ত কাল মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিয়া এই জগৎপ্রসবিতার অঙ্গমধ্যেই লয় প্রাপ্ত হউক্।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়াই চেদি-রাজ শিশুপাল জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া বদ্ধপরিকর হইল, এবং কহিল, অহে জনার্দ্দন! অগ্রসর হও, আমি তোমাকে যুদ্ধার্থে বারংবার আহ্বান করিতেছি। অদ্য পাণ্ডবগণের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই নিহত করিয়া সকল আপদের শান্তি করিব। তুমি ভূপালমধ্যে গণ্য নহ, তত্রাপি পাণ্ডবেরা ভূপালবৃন্দকে অবমাননা করিয়া তোমার পূজা করিয়াছে। এই কারণে তোমার সহিত পাণ্ডবগণকে কৃতান্ত-সদনে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। রে দুর্ম্মতে! পশু-পালক দাস কোন মতেই অর্চ্চনার উপযুক্ত নহে। কুৎসিত আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও অবস্থার বিষয় বিশেষ অবগত হইয়াও যে পাণ্ডবেরা তোমার পূজা করিয়াছে, তাহারাও অবশ্যই বধার্হ। মহাবাহু চেদিরাজ এই রূপ নানাপ্রকার তিরস্কার বাক্যে অমর্ষভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের কটূক্তি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণসমীপে পার্থিবগণকে সম্বোধন করিয়া অতিমৃদুস্বরে বলিতে লাগি-লেন, হে নরেন্দ্রগণ! দেখ, এই পাপাত্মা অস্মদাদি যাদব-গণের চিরশত্রু। আমরা কখনই ইহার কোন অপকার করি নাই; কিন্তু এই দুরাচার সর্ব্বদাই আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। দেখ, আমরা প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে গমন করিয়াছি শুনিবামাত্রই দুরাত্মা দ্বারকাধামে উপস্থিত হইয়া উক্ত পুরী দগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্বে যখন ভোজরাজ রৈবতক ভূধরে বিহার করিতেছিলেন, তখন এই দুরাচার নরাধম তাঁহার অনুচরবর্গকে হনন ও বন্ধন করিয়া স্বপুরে আনয়ন করে।

আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনে কৃতসংকল্প হইয়া এই নৃশংস দিগ্বিজয়ে উৎকৃষ্ট রক্ষিগণে পরিরক্ষিত যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। তপস্বিনী অক্রূররমণী যখন সৌবীররাজ্যে প্রতিগমন করিতেছিলেন, সেই সময় এই দুরাচার পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া সেই অবলার সতীত্বরত্ন অপহরণ করে। এই নিষ্ঠুর পাপাত্মা অনায়াসে করূষরাজের পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টা বিশালাধীশ্বরের দুহিতা ভদ্রাকে হরণ করিয়া ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছিল। সে সময় পিতৃস্বসার অনুরোধেই আমি এই নরাধম পাপিষ্ঠের প্রাণ বিনাশ করি নাই। এই হতভাগ্য সময়ে সময়ে আমার প্রতি যে রূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকে, সমাগত রাজগণসমীপে সে সকলই প্রায় কীর্ত্তিত হইল। অদ্য এই নরাধমের আর কোন মতেই নিস্তার নাই। আমি রাজমণ্ডলীমধ্যে পাণ্ডবদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া দুরাত্মা যে সমস্ত অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহাতে আমার ক্রোধানল একবারেই প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। অদ্য আর এ ক্রোধের শান্তি হইবে না। এই মূর্খ এমনই অজ্ঞানান্ধ যে, অনায়াসে রুক্মিণীকেই পরিণয়ার্থ প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু শূদ্রের বেদাধ্যয়নের ন্যায় ইহার সে চেষ্টা এইবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থ পার্থিবগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে চেদিরাজের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া সকলেই তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাপমতি চেদিপতি শ্রীকৃষ্ণের কথায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, অহে বাসুদেব! তুমি যে এই রাজমণ্ডলীর মধ্যে অম্লানবদনে রুক্মিণীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইল না? রুক্মিণীর ত অগ্রে আমারই সহিত যৌনসম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়। স্বয়ংবরস্থলে তোমার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্তও হয়

নাই। কিন্তু তুমি গুপ্তভাবে তাহাকে হরণ করিয়া আনিলে। চৌর্য্য কাহারই প্রশংসার কার্য্য নহে। যাহা হউক্, তোমার অধিকাংশ কার্য্যই এইরূপ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। দেখ, তুমি আপন স্ত্রীকে অনায়াসেই অন্যপূর্ব্বা বলিয়া সভামধ্যে পরিচয় দিতেছ। ইহা কি তোমার সামান্য প্রশংসার কার্য্য? অতএব তোমার রুচি হয়, আমাকে ক্ষমা কর, না হয়, ক্ষমার প্রয়োজন নাই। তোমার ক্রোধ ও প্রসন্নতা উভয়ই সমান। তোমার সাধ্য কি যে, আমার সহিত শত্রুতা করিয়া পরিত্রাণ পাও।

শিশুপাল এইরূপ দর্প করিতেছে, এমন সময়ে মধুসূদন মনে মনে অরাতিদর্পহারী সুদর্শনে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্রই সেই নিশিত চক্র চক্রপাণির পাণিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান্ বাসুদেব অতিস্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হে মহীপালগণ! আমি এপর্য্যন্ত যে জন্য এই হতভাগ্যের তিরস্কার সহ্য করিলাম, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি ইহার মাতৃসন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তোমার পুত্রের বধযোগ্য শত অপরাধ হইলেও ক্ষমা করিব। এক্ষণে আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। গণনা করিয়া দেখিলাম, দুর্ব্বুদ্ধি শিশুপালের শতাধিক অপরাধ হইয়াছে। আমি আর ইহাকে ক্ষমা করিতে পারি না। রাজগণসমক্ষে অরিনাশন মধুসূদন এই কথা বলিয়াই সুদর্শন চক্র ক্ষেপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। শিশুপাল চক্রাঘাতে ছিন্নশিরা হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় একবারে ভূতলশায়ী হইল। সমস্ত রাজগণ দেখিতে লাগিলেন, শিশুপালের ছিন্নদেহ হইতে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ভাস্বর তেজঃপুঞ্জ বিনির্গত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দন করিয়া তাঁহারই দেহমধ্যে বিলীন হইল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন

হইলেন। এদিকে বিনা মেঘে বারিবর্ষণ, জ্বলন্ত অশনিপাত, ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। ভূপতিগণ এবংবিধ নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শনে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ ঈদৃশ বিস্ময়াবহ ব্যাপার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ বা আত্মীয় শিশুপালের বিনাশজন্য ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া করে কর পেষণ ও দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। কেহ বা মনে মনে বৃষ্ণিতনয়ের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কেহ বা কুপিত কেহ বা প্রীত এবং কেহ বা মধ্যস্থ হওয়ায় সভাস্থলে নানা কলরব হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ হৃষ্টমনে মনে মনে কেশবের অশেষ বিশেষ প্রশংসা করিয়া স্তুতিবাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যাবতীয় পার্থিবগণ একত্রিত হইয়া ত্রিবিক্রমের বিক্রম দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া সকলেই ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দমঘোষসুত শিশুপালের মৃতদেহ লইয়া অচিরে যথাবিহিত সংকার সম্পাদন করিলেন। পৃথানন্দন ধর্ম্মরাজ সমাগত পার্থিবগণে সমবেত হইয়া শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে পাণ্ডুবংশাবতংস যুধিষ্ঠির, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রভূতধনধান্যসমন্বিত রাজসূয় মহাযজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন শৌরি শার্ঙ্গ, গদা চক্র ধারণ করিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত যজ্ঞ রক্ষায় ব্যাপৃত রহিলেন।

অনন্তর নরেন্দ্রগণ অভিষিক্ত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুণ্যবান্ আজমীঢ়! আপনার

জয় হউক্; সৌভাগ্যক্রমে আপনি বর্দ্ধিত হইলেন। সমস্ত সাম্রাজ্য আপনার হস্তগত হইয়াছে। আপনি মেদিনীমণ্ডলে অনন্য-সাধারণ রাজসূয় মহাযজ্ঞে অভিষিক্ত হইয়া জগতে অদ্বিতীয় যশস্বী ও প্রতাপবান্ বলিয়া পরিচিত হইলেন। আজমীঢ়দিগের প্রভূত যশোবর্দ্ধন ও প্রচুরতর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দিলেন। হে মহারাজ! আমরা যেমন সবহুমানে নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞদর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলাম, সেইরূপ সম্পূর্ণ সমাদরের সহিত সৎকৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতে একান্ত উৎসুক হইয়া প্রার্থনা করি, অনুমতি দান করিয়া অনুগৃহীত করেন।

রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির নরেন্দ্রগণের বিনয়গর্ভ ও ন্যায়ানুগত ঈদৃশী প্রার্থনা শ্রবণে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ! এই সমস্ত নরপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রীত মনে যজ্ঞ দর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমন্ত্রণাদি প্রস্থানোচিত কার্য্য করিয়া সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। অতএব তোমরা ইহাঁদিগের অধিকারপর্য্যন্ত অনুগমন কর। আজ্ঞাবহ অনুজগণ জ্যেষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ নরপতিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটরাজের অনুসরণ করিলেন। ধনঞ্জয় যজ্ঞসেনের অনুগামী হইলেন। ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সহদেব অশ্বত্থামা-সমভিব্যাহারী ধনুর্ব্বেদবিশারদ গুরু দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। নকুল সপুত্র সুবল নৃপের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ যাবতীয় পার্ব্বতীয় মহারথগণ ও প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বেদবেদাঙ্গপারগ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ

সবিশেষ পূজিত হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই বিদায় লইয়া প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া বসুদেবানন্দৰ্দ্ধন দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! ভাগ্যক্রমে আপনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞে নির্ব্বিঘ্নে অভিষিক্ত হইয়াছেন। নরেন্দ্রগণ ও অসংখ্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন্, আমি দ্বারকাধামে প্রতিগমন করি। জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বাসুদেব! আমি কেবল আপনার প্রসাদেই এই সর্ব্বপ্রধান যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন না থাকিলে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কখনই আমার বশবর্ত্তী হইত না এবং উৎকৃষ্ট উপহার সামগ্রী আহরণ করিয়া কখনই আমার উপাসনা করিত না। সে যাহা হউক্, হে অনঘ! তোমার বিরহে আমি এক দণ্ডও সুখী হইতে পারি না। তোমাকে কি বলিয়া বিদায় দি? কোন মতেই আমার বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। কিন্তু কি করি? দ্বারকাবাসীদিগকেই বা কি প্রকারে তোমার সংসর্গসুখে বঞ্চিত রাখিতে পারি? যুধিষ্ঠির এই পর্য্যন্ত বলিলে মহাযশা বাসুদেব তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কুন্তীদেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে পিতৃষ্বসঃ! আপনার পুত্র সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া সংপ্রতি সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার আশীর্ব্বাদে ইহাঁদিগের অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা রহিল না। জগদীশ্বরে ভক্তিমতী হইয়া পরম প্রীতি লাভ করুন্। সম্প্রতি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি দ্বারকানগরে যাত্রা করি। এইরূপে কুন্তীসমীপে বিদায় লইয়া পরিশেষে কেশব সুভদ্রা ও দ্রৌপদীসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে

প্রস্থানোচিত সম্ভাষণাদি করিয়া যুধিষ্ঠিরসমভিব্যাহারে অন্তঃ-পুর হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক স্নান পূজা সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ-গণকে স্বস্তিবাচন করাইলেন। এমন সময়ে সারথি দারুক সজলজলদকান্তিসদৃশ মনোহর স্যন্দন যোজন করিয়া উপস্থিত হইল। পুণ্ডরীকাক্ষ হরি রথ উপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিকচপদ্মপলাশলোচন বাসুদেব রথবেগ সংবরণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! নিয়ত অপ্রমত্তচিত্ত হইয়া প্রকৃতিরঞ্জন করুন্। মেঘ যেমন ভূতবর্গের উপজীব্য, উন্নত বিশাল বিটপী যেমন পক্ষীগণের এক মাত্র আশ্রয় এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমর-নিকরের রক্ষাকর্ত্তা, সেই রূপ আপনিও বন্ধুবান্ধব ও প্রকৃতি-মণ্ডলের একমাত্র আশ্রয় হউন্। শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ পথিমধ্যে এইরূপ কথা বার্ত্তায় কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিয়া পরস্পর পর-স্পরকে সম্ভাষণ ও প্রতিসম্ভাষণাদি করিয়া পরস্পরে বিদায় লইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাত্রা করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি এই দুই জনমাত্র কিছু দিন সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিশুপালবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়। (১)

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে পর ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণ-সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া অনুজগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি দ্বারা পিতামহের অভ্যর্থনা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন স্বয়ং যুধিষ্ঠিরদত্ত কাঞ্চনময় আসন পরিগ্রহ করিয়া পরে তাঁহাকেও উপবেশন করিতে বলিলেন। যুধিষ্ঠির পিতামহের আজ্ঞানুসারে ভ্রাতৃগণের সহিত আসনে উপবিষ্ট হইলে বাগ্মী ব্যাসদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া

(১) বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের অনুবাদিত মহাভারতে এই অধ্যায়টী একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহারাজ কি কারণে এই অধ্যায়টী পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি কেবল এই মাত্র এক যুক্তি দর্শাইতেছেন যে, "হস্তলিখিত চারি পাঁচ খানি পুস্তকে উক্ত অধ্যায়টী দৃষ্ট না হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল" ফলতঃ মহারাজের এই যুক্তির অনুরোধে আমরা এ অধ্যায়টী পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; কারণ, আমরা যে মূল দৃষ্টে অনুবাদ করিতেছি, তাহাতে ঐ অধ্যায়টী স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পাঠকগণের বিরক্তিজনক হইবে বলিয়া শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না করিয়া কেবল অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত করিলাম। সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়গণ! আপনারা একবার মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূত প্রকরণের প্রথমাধ্যায়টী পাঠ করিবেন। তাহা হইলেই আপনাদের সকল সংশয় দূরীভূত হইবে।

কহিলেন, হে কুরুকুলপ্রদীপ! সৌভাগ্যক্রমে অনন্যসাধারণ অসীম সাম্রাজ্য লাভ করিয়া কুরুদেশের সুমহতী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছ। তোমা হইতেই বংশের মুখ উজ্জ্বল হইল। হে ক্ষত্রিয়শার্দ্দূল! আমি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় হইতেছি। যুধিষ্ঠির পিতামহের চরণ বন্দন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন যে, রাজসূয় যজ্ঞ করিলে দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই তিন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইবেক; শিশুপালের পতন হওয়াতেই কি সেই ত্রিবিধ উৎপাতের শান্তি হইয়াছে? হে ভগবন্ পিতামহ! এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত। আপনি ব্যতীত অন্য কেহই এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে সমর্থ নহেন। যুধিষ্ঠিরের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, রাজন্! তুমি যে সন্দেহের কথা বলিতেছ, তাহা ত্রয়োদশবর্ষস্থায়ী এবং তাহাতেই প্রায় সমস্ত পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে তোমাকে উদ্দেশ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রকুল কালসহকারে সমূলে নির্ম্মূল হইবে। হে রাজেন্দ্র! রজনীর শেষ যামে তুমি স্বপ্ন দেখিবে, যেন ত্রিপুরান্তকারী পিনাকধারী মহাদেব বৃষভে আরোহণ ও হস্তে শূল ধারণ করিয়া যমাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঈদৃশ স্বপ্ন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। কারণ, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার কল্যাণ হউক্; সর্ব্বদাই স্থিরচিত্তে নীতিনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরম সুখে প্রজা প্রতিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাসাচলে চলিলাম। এই বলিয়া ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীসমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

পিতামহ প্রস্থান করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি

শোকাকুল হইয়া বারংবার উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব যাহা বলিয়া গেলেন, তিনি সর্ব্বদাই কেবল সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, পুরুষকারসহকারে কখনই দৈব শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারা যাইবে না। ঋষি-বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবেক, কেহই তাহার নিবারণে সমর্থ হইবে না। অনন্তর অনুজগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! মহর্ষি যাহা বলিয়া গেলেন, তোমরা সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়াছ। আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছি। কালসহকারে যদি আমাকেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশকারণ হইতে হয়; তাহা হইলে আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি?

ধর্ম্মরাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন; রাজন্! আপনি বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়াবহ মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই এই কথা বলিতেছেন; অকারণে মোহাবিষ্ট হইবেন না। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া যাহা কল্যাণকর হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করুন্। কিন্তু সময়ে সময়ে ব্যাসোক্ত কথাই কেবল যুধিষ্ঠিরের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতর হইয়া ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক্; আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য মহীপালগণের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতিগণের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যোগসাধন করিব কল্পনা করিয়াছি; কি পুত্র, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ইতর, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিব। তাহা হইলে আমার আর ভেদের আশঙ্কা থাকিবেক না। সুহৃদ্ভেদ হইতেই যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হয়। আমি বিগ্রহকে একবারে দূরে

নিক্ষেপ করিয়া কেবল সকলের প্রিয় কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব; তাহা হইলে লোকমধ্যে নিন্দনীয় হইতে হইবেক না। যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি ইহা ভিন্ন আর কিছুই করিব না। মঙ্গলাভিলাষী ভীমাদি ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মরাজের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সভামধ্যে সমারূঢ় হইয়া সমস্ত নরপতিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর পিতৃগণের ও দেবতাদিগের পূজাদি দ্বারা পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণে সমবেত ও কৃতকল্যাণ হইয়া পুরে প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন এবং সৌবল শকুনি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভামধ্যেই সমাসীন রহিলেন।

সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কুরুনন্দন দুর্য্যোধন শকুনির সহিত তথায় একত্র বাস করতঃ সভার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মাণকৌশল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শৃঙ্খলাপরম্পরা অনুধাবন করিয়া মনে মনে নির্ম্মাতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছিলেন। তিনি যে সকল বস্তু এই সভায় দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে হস্তিনাপুরে আর কখনই সেরূপ তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। এই রূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয় একদিন সভামণ্ডপে বিচরণ করিতে করিতে স্ফটিকময় স্বচ্ছ স্থলভাগে উপস্থিত হইয়া জলাশঙ্কায় স্বীয় আপাদলম্বিত বসনান্ত উৎকর্ষণপূর্ব্বক কয়েক পদ গমন করিলে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। কিয়ৎকাল এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছবারি-বিরাজিত এক

বাপীসমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরিষ্কৃত ভূমিবোধে পাদক্ষেপ করিয়াই জলে পতিত হইলেন এবং বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া যাওয়ায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনকে অন্ধের ন্যায় জলে পতিত হইতে দেখিয়া কিঙ্করগণ হাস্য সংবরণ করিতে অসমর্থ হইল। ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাক্রমে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক পবিত্র বস্ত্র তাঁহাকে পরিধানার্থ প্রদত্ত হইল। কার্য্যগতিকে হাসি আপনাপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। দুর্য্যোধনের পতন ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবপ্রভৃতি সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অতিকষ্টে সে ভাব গোপন করিয়া রাখিলেন। স্থানান্তরে পুনর্ব্বার জলভ্রমে পরিধেয় বস্ত্র উত্তোলন করায় সকলেই আবার হাস্য করিয়া উঠিল। একটী বদ্ধ স্ফটিকময় দ্বার নিরীক্ষণ করিয়া অরুদ্ধবোধে যেমন প্রবেশ করিতে গেলেন, অমনি মস্তকে আঘাত লাগিয়া একবারে চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অপর এক স্ফটিকময় বিশাল কপাটারুদ্ধ দ্বারের সন্নিহিত হইয়া তাহা রুদ্ধ আছে বিবেচনায় করযুগল দ্বারা বিঘট্টিত করিবার উদ্দেশে যেমন বেগে আঘাত করিলেন, অমনি পুরোভাগে পতিত হইয়া বিলক্ষণ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ সভাস্থলে বিচরণ করিতে করিতে বারংবার প্রতারিত ও মূঢ়তাপ্রযুক্ত আহত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত অসুখী হইলেন। সুতরাং সভার অদ্ভুত শোভা দর্শনে পুলকিত না হইয়া বরং যার পর নাই ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মরাজের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক সৌবল শকুনি সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন।

দুর্য্যোধন যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া মনে মনে যার পর নাই অসুখী

হইলেন। কিসে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হয়, এই বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে পাপে কলুষিত হইয়া উঠিল। হিংসা তাঁহার মনোমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সমস্ত পার্থিবগণ যে পাণ্ডবদিগের গুণে বশীভূত হইয়া হৃষ্টমনে নিরন্তর তাঁহাদের মঙ্গলসাধনে তৎপর রহিয়াছেন, এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রীত-মনে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইতেছেন। ইহাতে তাঁহার হিংসা আরও বলবতী হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিতে লাগিল। নিরন্তর এই রূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় দুর্য্যোধনের শরীর ক্রমশঃ কৃশ, দুর্ব্বল ও বিবর্ণ হইতে লাগিল। কি আহার, কি বিহার, কি শয়ন, কি উপবেশন, কি নিদ্রা, কি জাগরণ, কি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আলাপ, সকল অবস্থাতেই তিনি পাণ্ডবসভার সেই অদ্ভুত শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঈর্ষ্যা তাঁহার চিত্তের এরূপ বিকৃতি সম্পাদন করিল যে, তিনি কিসে পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ হয়, কেবল এই চিন্তাতেই মগ্ন হইতে লাগিলেন। এমন কি, সময়ে সময়ে সুবলনন্দন শকুনিও বারংবার আহ্বান করিয়া তাঁহার উত্তর পাইত না। সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকেন ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এই সকল অসুস্থতার লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া একদিন শকুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বৎস দুর্য্যোধন! তুমি সর্ব্বদাই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাক এবং দিন দিন ক্রমশঃই কৃশ ও মলিন হইতেছ কেন? ইহার কারণ কি? কি কোন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ক্লেশ পাইতেছ অথবা কোন বন্ধুর বিয়োগজন্য কাতর হইয়াছ, কিংবা কোন ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দিন দিন এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছ? সহসা তোমার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবার কারণ

কি? স্বরূপ বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ দূর কর। কারণ, নির্দ্ধারিত হইলে যে কোন ব্যাধিই হউক্ না কেন, তাহার প্রতীকারচেষ্টা করা যাইতে পারে। দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মাতুল! মহাবলপরাক্রম সব্যসাচী অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে সমগ্র পৃথিবী পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছে এবং কেবল ভ্রাতৃমাত্রসহায়ে রাজা যুধিষ্ঠির অমররাজ ইন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হইয়া প্রভূত যশোলাভ করিলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশোদয় হইয়াছে। দিনযামিনী কেবল ঐ চিন্তাই বলবতী হওয়ায় স্বল্পতোয়াবশিষ্ট তড়াগের ন্যায় নিরন্তর শুষ্ক হইতেছি। যত মনে করি যে, সে সকল বিষয়ের চিন্তা করিব না। কিন্তু পাণ্ডববিষয়িনী চিন্তা আপনা আপনিই আসিয়া আমার হৃদয়াগার নিরন্তর অধিকার করে। দেখুন্, মাতুল! মহামান্য শিশুপাল রাজগণের অপমান হইল দেখিয়া সহসা সভা হইতে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিল; তজ্জন্য কৃষ্ণ যখন তাঁহাকে নিপাতিত করে, তৎকালে তথায় এমন একটী লোকও ছিল না যে, সহায়তা করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। অথবা লোকেরই অভাব ছিল কি জন্য বলিতেছি। মহাবল পাণ্ডবদিগের অনুরোধেইত কেহ কিছুই প্রতিবাদ করিতে পারিল না। অথবা দুরাত্মা কৃষ্ণ যদি স্থানান্তরে এরূপ কার্য্য করিত, তাহা হইলে কেহই তাহাকে ক্ষমা করিত না। মহাবল পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতী না হইলে এতদিন কোন্ কালে কৃষ্ণ অকাল কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইত। ফলতঃ পাণ্ডবেরা বল বিক্রম ঐশ্বর্য্য ও যশঃ প্রভৃতি সকল বিষয়েই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই দেখুন্, যজ্ঞকালীন যাবতীয় ভূপতিগণ অসংখ্য বহুমূল্য রত্নাদি উপহার

দিয়া তাঁহাদিগের ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়া দিল। তাঁহাদিগের বর্দ্ধনোন্মুখ সৌভাগ্যশ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার ঈর্ষা ক্রমশঃই বলবতী হইতেছে। হে মাতুল! এই দারুণ সন্তাপই আমার কলেবর নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। জীবন ধারণের কিছুমাত্র বাসনা নাই। জলে, অনলে কিংবা উদ্বন্ধনে অথবা বিষ ভক্ষণ করিয়া জীবনের সকল ক্লেশ দূর করি। শত্রুকুলের সমৃদ্ধি ও উন্নতি দর্শনে কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণে সুখী হয়? বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র; প্রাণ ত্যাগ করিলে এক প্রকার সকল আপদের শান্তি হইয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি না স্ত্রী, না অস্ত্রী; না পুরুষ না ক্লীব, কিছুই নহি; কারণ, যদি স্ত্রী হইতাম, তাহা হইলে ঈদৃশ ক্ষমতাশূন্য পুরুষাকারে বিড়ম্বিত হইব কেন? আর যদি স্ত্রীই না হইব, তবে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এতদূর মনস্তাপ কি জন্য সহ্য করিতে হইবে? আর যদি পুরুষই হইব, তাহা হইলে সপত্নীবতী মহিলার ন্যায় অসহ্য যাতনায় দগ্ধ হইব কেন? নপুংসক বলিয়াই বা কি প্রকারে মনকে প্রবোধ দি? পৌরুষাভিমানিতা বিলক্ষণ দীপ্তিমতী রহিয়াছে। তবে কিছুই নই বই আর কি বলিব? শত্রুপক্ষ সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে, রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে এবং সমস্ত মহীপালগণ তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়াছে শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি সন্তপ্ত না হয়? আমি একাকী যত কেন চেষ্টা করি না; তাদৃশী ধনসম্পত্তি আহরণ ও সমগ্র বসুন্ধরার একাধিপত্য কখনই লাভ করিতে পারিব না; সহায় সম্পত্তিও আমার প্রায় নাই বলিলেই হয়। এই সকল আনুপূর্ব্বিক আন্দোলন করিয়াই বারংবার মৃত্যু কামনা করিতেছি। কুন্তীপুত্রদিগের তাদৃশী সহায় সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, দৈব অনুকূল না হইলে ঈদৃশ শুভ গ্রহ সঞ্চার হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। পুরুষার্থ কোন কার্য্যকারক হয় না। আমিত বাল্যা-

বধিই পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টায় যত্নবান্ হইতে ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু তাহারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উল্লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। অতএব দৈব বলকেই প্রধান বলিব বই আর কি বলিতে পারি? দৈব অনুকূল না হইলে পাণ্ডবগণের উন্নতি ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অধোগতি হইবার কারণ কি? সে যাহা হউক্, মাতুল! পাণ্ডবগণের তাদৃশী শ্রী ও অন্যদুর্ল্লভ সভা দর্শন এবং কিঙ্করগণের সেই সকল উপহাস স্মরণ করিয়া আমি নিরন্তর সন্তাপানলে দহ্যমান হইতেছি। অতএব আপনি আমাকে মরণে অনুজ্ঞা করিয়া পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করুন্।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের এই রূপ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিলাপগর্ভ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া শকুনি কহিল, বৎস দুর্য্যোধন! যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার এরূপ দ্বেষ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, পাণ্ডবেরা স্ব স্ব ভাগ্যবলেই সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তুমি তাহাদিগের বিনাশের জন্য কি না করিয়াছ? পরিশেষে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মাতৃসহিত পাণ্ডবগণকে প্রবেশিত করিয়া গৃহে অগ্নি পর্য্যন্ত প্রদান করাইয়াছিলে, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তাহারা আপন ভাগ্যবলেই তাদৃশ আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। ভাগ্যক্রমেই তাহারা পরমরমণীয় দ্রৌপদীকে ভার্য্যা লাভ

করিয়াছে। সপুত্র দ্রুপদ ও বাসুদেবের সাহায্যে পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিল এবং পৈতৃক ধনে একবারে বঞ্চিত না হইয়া কিয়দংশমাত্র লইয়া স্বকীয় বাহুবলে তাহাই সংবর্দ্ধিত করিল। অতএব তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করা তোমার কোনমতেই বিধেয় নহে। দেখ, অগ্নিকে প্রসন্ন করিয়া ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লাভ করিয়াছিল। যুধিষ্ঠির তাহারই সাহায্যে সমস্ত পার্থিবগণকে পরাজয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? সেই অরিন্দম অর্জ্জুন ময়দানবকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিল বলিয়াই সে স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগের সভা নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং সভার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অসংখ্য কিঙ্করাখ্য রাক্ষসগণকে নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাতে অকারণে তুমি পরিতপ্ত হইতেছ কেন? আর তুমি যে অসহায়তার কথার উল্লেখ করিলে, তাহাও যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ, তোমার যাবতীয় অনুজগণ বশবর্ত্তী রহিয়াছে। মহাবীর দ্রোণ ও দ্রোণপুত্র, সূতকুমার কর্ণ, মহারথ কৃপাচার্য্য, পৃথিবীশ্বর সোমদত্তি, আমি, আমার সহোদরগণপ্রভৃতি সকলেই তোমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকি। তবে তুমি সহায়হীন বলিয়া কিরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে পার? এই সকলের সাহায্যে তুমিও ত সমুদয় বসুপূর্ণ বসুন্ধরা জয় করিতে সমর্থ।

শকুনির বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধন কহিল, মাতুল! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য মহারথীগণের সাহায্যে আমি প্রথমতঃ পাণ্ডবদিগকেই পরাজয় করিবার উদ্যোগ করি। পাণ্ডবগণ বিজিত হইলে সমস্ত মহী, মহীপালগণ ও প্রভূতসমৃদ্ধিশালিনী সেই দিব্য সভা সকলই আমার অধিকারভুক্ত ও বশীভূত হইতে পারে। শকুনি কহিলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষাকে দুরাকাঙ্ক্ষা

বই আর কি বলিতে হয় ? ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ সকলেই এক এক জন মহারথী, মহাধনুর্দ্ধর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধকুশল। দেবতারাও ইহাঁদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে কিছুই করিতে সমর্থ হন না। তুমি ইহাঁদিগের কি করিবে ? তবে কেবল একমাত্র উপায় আছে ; তদ্দ্বারাই কেবল যুধিষ্ঠিরকে জয় করা যাইতে পারে ; সে উপায়ও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। অভিরুচি হয়, শ্রবণ করিয়া তাহারই চেষ্টা পাও। তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। দুর্য্যোধন কহিলেন, মাতুল ! যাহাতে আত্মীয়, সুহৃদ্ ও বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ না হয়, অথচ আপন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, যদি এমন কোন উপায় থাকে, আমাকে আদেশ করুন্ ; আমি এখনই তাহার আয়োজন করিতেছি। শকুনি কহিলেন, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় বিলক্ষণ আসক্ত, কিন্তু ক্রীড়াবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। ক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলে তিনি অবশ্যই আসিবেন। হে রাজন্ ! পাশক্রীড়ায় আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে। জগতে আমার ন্যায় ক্রীড়াদক্ষ লোক অতি বিরল। অতএব তুমি দ্যূতক্রীড়াভিলাষে আহ্বান কর। বৎস ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, তুমি যদি আমার সহিত পাশক্রীড়ায় তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পার, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাঁহার সাম্রাজ্যলক্ষ্মী এবং সেই মহাধন সভা লাভ করিয়া দিব। কিন্তু অগ্রে তুমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার পিতার সমীপে উত্থাপন করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আইস। তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জয় করিয়া দিতে পারি। দুর্য্যোধন কহিলেন, আর্য্য মাতুল ! আপনিই পিতার সমীপে এই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করুন্। আমি একথা কেমন করিয়া পিতার গোচর করিব ?

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারীকুমারের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া সুবলনন্দন শকুনি তদীয় প্রিয়কামনায় একান্ত ব্যস্ত হইয়া সিংহাসনারূঢ় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, কুমার দুর্য্যোধন কীদৃশ মলিন, কৃশ ও দীন-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। সর্ব্বদাই একাকী নির্জ্জনে গিয়া চিন্তা-সাগরে মগ্ন থাকেন। আপনি কারণ অনুসন্ধান করুন, তাহা হইলেই যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির কথায় দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার কি হইয়াছে? কি জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিষণ্ণ হইতেছ? যদি আমার নিকট ব্যক্ত করিবার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে সবিশেষ বর্ণন কর। সাধ্যমত বিশেষ প্রতীকারের চেষ্টা পাওয়া যায়। শকুনির মুখে শুনিতেছি, তুমি দিন দিন কৃশ, মলিন ও দুর্ব্বল হইতেছ। আমি চিন্তা করিয়া তোমার বিষাদের কারণ কিছুই অবধারিত করিতে পারি নাই। দেখ, বিপুল ঐশ্বর্য্য-রাশি তোমারই অধীনস্থ রহিয়াছে। অনুজগণমধ্যে কেহই তোমার অবাধ্য নহে; বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে। আজ্ঞামাত্রেই সুস্বাদু ভোজ্য ও পানীয় প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট যান, মহামূল্য শয্যা ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি কিছুরই অসদ্ভাব নাই। তবে তুমি কিজন্য এমন দশা প্রাপ্ত হইলে? ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। দুর্ল্লভ স্রক্, চন্দন, বনিতাপ্রভৃতি কোন বস্তুরই অভাব নাই। আজ্ঞামাত্রেই প্রাপ্ত হইয়া থাক। তবে তোমার মনোবেদনার

কারণ কি ? ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের পরিসীমা নাই। তবে তোমার পরিতাপ ঘটিবার কারণ কি হইতেছে ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতঃ! আপনি যাহা বলিলেন, সে সকলই সত্য বটে, অশন, বসন, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কোন বস্তুরই আমার অভাব নাই। কিন্তু শত্রুর সমৃদ্ধি দর্শনে আমি একান্ত কাতর হইয়া অত্যন্ত মনোবেদনা ভোগ করিতেছি। যিনি বর্দ্ধনোন্মুখ শত্রুর শাসন করিয়া নিরুদ্বেগে ও স্বচ্ছন্দে স্বকীয় প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। আমার সকলই আছে, কোন বস্তুরই অসদ্ভাব নাই; এই মনে করিয়া যিনি স্বচ্ছন্দমনে সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন, সেই সন্তোষই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হয়। তাঁহার প্রকৃত উন্নতি লাভ করা দূরে থাকুক, বরং অভিমান ও দয়া এই উভয়ের বশীভূত হইয়া পদে পদে অপদস্থ হইতে থাকেন। আমি এতকাল ভোগসুখে নিরত থাকিয়া যে সন্তোষ লাভ করিতেছিলাম, যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য-দশা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা একবারে তিরোহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যশ্রী আমার রাজ্যলক্ষ্মীকে হীনপ্রভ করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি, আহার, নিদ্রা, স্বপ্ন ও জাগরণ সকল অবস্থাতেই যেন পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যশ্রীর চাকচিক্য-ময় জ্যোতিঃ আমার হৃদয়াকাশে স্বকীয় প্রভা বিস্তার করিয়া থাকে। হে পিতঃ! বিপক্ষের বৃদ্ধি ও আপনার ক্ষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই আমি দিন দিন কৃশ, দুর্ব্বল ও মলিন হইতেছি। দেখুন, যুধিষ্ঠির অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক ব্রাহ্মণ-গণের প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া প্রতি-দিন প্রতিপালন করিতেছে। অন্য দশ সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতি-দিন তাহার আলয়ে সুবর্ণপাত্রে পরমসুখে ভোজন করিয়া থাকে। কাম্বোজরাজ, কৃষ্ণ, শ্যাম, অরুণপ্রভৃতি নানাবর্ণের মৃগচর্ম্ম এবং মহামূল্য ঊর্ণাময় আসন প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে সমাগত রাজাগণ উপায়নস্বরূপ নানা-বিধ চতুষ্পদ জন্তু আনয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরের পশুশালা একে-বারে পশুসঙ্কুল করিয়া দিয়াছে। মন্দুরামধ্যে সহস্র সহস্র উত্তমোত্তম অশ্ব, গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি মহোপকারী বৃহৎ বৃহৎ জন্তু বদ্ধ রহিয়াছে। ফলতঃ রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষেই পাণ্ডবেরা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইল সন্দেহ নাই। যজ্ঞকালীন সমাগত ভূপালবৃন্দ যে সকল মহামূল্য রত্নরাজি আনয়ন করিয়াছিল, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, পূর্ব্বে কখনই সেরূপ আমার শ্রবণ বা নয়নগোচর হয় নাই। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ভূরি ভূরি অর্থাগমের বিষয় আন্দোলন করিয়া অবধিই আমি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। বলিতে পারি না, পরে আরও কি হইবে? স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহসমভিব্যাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া জনতা-জন্য প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। অমরাঙ্গনারা কাংস্যপাত্রে মধু ধারণ করিয়া অমররাজ ইন্দ্রের জন্য যেমন অপেক্ষা করিয়া থাকে, বরাঙ্গ-নারা যুধিষ্ঠিরের জন্যও সেইরূপ করিয়াছিল। বাসুদেব সমুদ্রজলে পরিপূর্ণ কাঞ্চনময় শৈক্য ও উত্তম শঙ্খ হস্তে লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে পিতঃ! তৎকালে তাদৃশ অভিষেকাড়ম্বর দর্শন করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া আপন গোচর করা আমার দুঃসাধ্য।

হে পিতঃ! আপনি জানেন যে, লোকে শৈক্য লইয়া কখন দক্ষিণ সমুদ্রে কখন পূর্ব্ব সমুদ্রে কখন বা পশ্চিম সমুদ্রে যাইয়া থাকে। উত্তর সমুদ্রে যাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য, কেবল পক্ষীগণই তথায় যাইতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখুন, অর্জ্জুন বাহুবলে সেখানেও অবলীলাক্রমে গমন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছে। আরও দেখুন, এরূপ নিয়ম

নির্দ্ধারিত রহিয়াছিল যে, লক্ষ ব্রাহ্মণের আহার সমাধা হইলেই এক বার করিয়া শঙ্খ ধ্বনিত হইবে। কিন্তু আমি অনবরত ঐ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম যে, আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। সভামণ্ডপ, দর্শনার্থী পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হইয়া অসংখ্য তারকাকুলসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। ঐ পার্থিবগণ বৈশ্যগণের ন্যায় রত্নরাজি আহরণ করিয়া আহারকালে ব্রাহ্মণগণে পরিবেশন করিলেন। হে মহারাজ! বর্ণনা করিয়া আপনাকে পাণ্ডবগণের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অধিক পরিচয় আর কি দিব? বোধ করি, সেরূপ রাজলক্ষ্মী দেবরাজ ইন্দ্রেরও নাই; পিতৃপতি যমেরও নাই; জলাধিপতি বরুণেরও নাই এবং যক্ষরাজ কুবেরেরও নাই। হে পিতঃ! পাণ্ডবদিগের তাদৃশী সৌভাগ্যদশা নিরীক্ষণ করিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর সন্তাপানলে দহ্যমান হইতেছে। তজ্জন্য কোন মতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

দুর্য্যোধনের বাক্য সমাপ্তি হইলে পর শকুনি তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্য দর্শনে এত পরিতপ্ত হইবার আবশ্যক কি? যদি তোমার তাহা লইবার বাসনা থাকে, তবে তুমি আমার পরামর্শ শ্রবণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মনোরথ সফল হইবে। আমি অক্ষক্রীড়ায় একান্ত দক্ষ এবং দেশকালাদির বিশেষজ্ঞ। আমি জানি, যুধিষ্ঠিরেরও দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষ আসক্তি আছে। কিন্তু তাহাতে অভিজ্ঞতা নাই। দ্যূতের বা যুদ্ধের নিমিত্ত আহূত হইলে অবশ্যই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি আহ্বান কর। আমি কপটতাসহকারে নিশ্চয়ই তাহাকে দ্যূতে পরাস্ত করিয়া তাহার যাবতীয় রাজ্য ধন লাভ করিয়া দিব সন্দেহ নাই। অতএব তুমি যুধিষ্ঠিরকে ত্বরায় আহ্বান কর, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুনির আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ পিতৃসমীপে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, পিতঃ! মাতুল যাহা বলিতেছেন, সেই উপায় অবলম্বন করিলে আমি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যশ্রী লাভ করিতে পারি। আপনি দ্যূতক্রীড়ার্থ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিবার অনুমতি দিন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! বিদুর আমার মন্ত্রী; তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কোন ক্রমেই এ বিষয়ে মত দিতে পারি না। অতএব আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্থির করি। কারণ, যাহাতে উভয় পক্ষের মঙ্গল হয়, বিদুর এরূপ পরামর্শই বলিবেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! বিদুরের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবে। কারণ, বিদুর পাণ্ডবগণকে দ্যূতে আহ্বান করিতে কখনই আপনাকে পরামর্শ দিবেন না। তিনি আপনাকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিলেও করিতে পারেন। এ বিষয়ে অনুমতিদানে আপনি যদি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব। আমি মরিলে আপনি বিদুরকে লইয়া পরম সুখী হইবেন এবং নিষ্কণ্টকে সমস্ত বসুন্ধরার আধিপত্য ভোগ করিতে পারিবেন। বুঝিলাম, আমি আপনার কণ্টকস্বরূপ হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের এতাদৃশ আক্ষেপগর্ব্ভ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কি করেন, স্নেহপরবশ হইয়া অগত্যা দুর্য্যোধনের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভৃত্যবর্গে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা ত্বরায় শিল্পবিশারদ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া সুবিস্তীর্ণ সহস্র স্তম্ভাবলম্বিত ও শতদ্বারযুক্ত সর্ব্বজনমনোরম অপূর্ব্ব সেই সভামণ্ডপে ক্রমে ক্রমে বিবিধ রত্নরাজি যথাস্থানে সন্নি-

বেশিত করাইয়া আমাকে সমাপ্ত সংবাদ দাও। ভৃত্যগণে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট দূত পাঠাইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে না জানাইয়া এপর্য্যন্ত কোন কর্ম্মই করেন নাই। বিশেষতঃ দ্যূতক্রীড়া যে অশেষ দোষের আকর, তিনি তাহাও বিলক্ষণ জানিতেন। সম্প্রতি কেবল পুত্রবাৎসল্যের অনুরোধেই পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বিদুরের অজ্ঞাতসারে কোন কার্য্য সম্পাদন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়াই তিনি বিদুরকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইলেন। ধীমান্ বিদুর দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া "কলহ ও আত্মবিচ্ছেদের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সর্ব্বনাশের মূল উৎপন্ন হইল" এইরূপ বিবেচনা করিতে করিতে দ্রুতগতি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়া যে বিষয়ের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, আমি কোন মতেই তাহাতে অনুমোদন করিতে পারিব না। হে আর্য্য! যাহাতে পুত্রগণমধ্যে পরস্পরের বিরোধ জন্মায়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কোনমতেই উচিত নহে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ক্ষত্তঃ! দৈব প্রতিকূল না হইলে পুত্রগণমধ্যে কি জন্য বিরোধ উপস্থিত হইবে? আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে দ্যূতজনিত অনিষ্ট ঘটিবার কোনমতেই সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি দ্রুতগামী স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অদ্যই খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর এবং যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন কর। হে বিদুর! এই ব্যবসায় আমার বলিয়া বলিও না, ইহা দৈবঘটনাতেই ঘটিয়াছে। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান্ বিদুর "এতকালে কুরুপাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ ঘটিল" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে চলিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! যে দ্যূতের প্রভাবে পিতামহ পাণ্ডবগণের তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল এবং ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্য মহান্ অনর্থোৎপাদন হইয়াছিল। যে কারণে অতিবিশাল কৌরবকুলে ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হয়, যে কারণে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, যে কারণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, যে কারণে দুর্জ্জয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমূলে উন্মূলিত হয় এবং যে বৃত্তান্ত লইয়া বেদব্যাস কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সমস্তেরই মূলীভূত কারণস্বরূপ সেই দ্যূতক্রীড়া কি প্রকারে হইয়াছিল? দ্যূতসভায় কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা ক্রীড়াবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছিলেন, আর কোন্ কোন্ মহাত্মাই বা তাহাতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়াছিলেন? অনুগ্রহ করিয়া তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন্।

সৌতি কহিলেন, রাজা জনমেজয়ের প্রার্থনাতিশয় দেখিয়া সমস্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন সবিস্তরে সমুদায় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সমস্ত পৃথিবী বিনাশের মূলীভূত কারণ উক্ত দ্যূতক্রীড়াবিষয়ক বৃত্তান্ত আপনার শ্রবণ করিবার বাসনা যদি একান্ত বলবতী হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন্। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া, দুর্য্যোধনকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া পুনর্ব্বার কহি-

লেন, বৎস! এই দ্যূতক্রীড়া বিদুরের সম্পূর্ণ অনভিমত; অতএব এ ক্রীড়ার আবশ্যকতা নাই। ধীমান্ বিদুর কখনই আমাদিগের অনিষ্টজনক মন্ত্রণা দিবেন না। অতএব, বৎস! আমি অনুরোধ করিতেছি; তুমি বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ কর; তাহা হইলে কোনপ্রকার বিপদের সম্ভাবনাই থাকিবে না। দেখ, বৎস! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে কখন কোন অসৎ পরামর্শ প্রদান করেন না। সেইরূপ ধীমান্ বিদুরও আমাকে কখনও অসৎ-পরামর্শ প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ উদ্ধব যেমন বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মধ্যে অদ্বিতীয় প্রশংসনীয়, মহামতি বিদুরও সেইরূপ কুরুবংশে সকলেরই প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। অতএব এবিষয় যখন কোনমতেই তাঁহার অভিপ্রেত হইতেছে না, তখন আর দ্যূতের প্রয়োজন নাই। দ্যূতক্রীড়ায় সুহৃদ্ভেদ হইয়া থাকে এবং সুহৃদ্ভেদ হইলে রাজলক্ষ্মী অকালে বিচলিত হয়েন। অতএব পাশক্রীড়ার অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। হে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে কিছু কর্ত্তব্য, তোমার প্রতি আমাদের তৎসমস্তই করা হই-য়াছে। বাল্যাবধি পরমযত্নে ও স্নেহে পালন করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছি। তুমিও যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি কৃতবিদ্য হইয়াছ দেখিয়া এবং অপত্যগণমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া,যথাসময়ে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। অনুজগণ কেহই তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে না। তোমার বাঞ্ছামাত্রেই সকল অভাব দূরীভূত হইতেছে। অনন্য-সাধারণ দেবভোগ্য উৎকৃষ্ট অশন ও বসন সকলই তোমার আজ্ঞাধীন। পৈতৃক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া নিজ বাহুবলে তাহা বর্দ্ধিত করিয়া অমররাজের ন্যায় প্রজাপালন করিতেছ। বৎস! তবে তোমার অকারণ যে পরিতাপ করা হইতেছে, ইহা কেন? বুঝিতে পারিতেছি না। দেখ, তুমি

কিছু অজ্ঞান নহ, সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই তোমার জানা হইয়াছে। তবে তুমি কি নিমিত্ত ঈর্ষ্যার দাসত্বশৃঙ্খলে আত্মাকে বদ্ধ করিয়া অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতেছ?

পিতার বাক্য সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতঃ! আমি নিতান্ত নরাধম; এই নিমিত্তই বিপক্ষের বৃদ্ধি দেখিয়াও নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পশুর ন্যায় কেবল আপন উদরপূর্ত্তি করিতেছি। শত্রুর সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াও প্রতীকার চেষ্টা না পাইয়া কেবল বিষয়ভোগে নিরত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে পিতঃ! আমি যদি তেজোহীন কাপুরুষই না হইব, তবে কেন কুন্তীপুত্রের রাজ্যলক্ষ্মী দেদীপ্যমানা দেখিয়াও উপায়-পরাঙ্মুখ হইয়া অতিক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাভোগ করিব? দিন দিন সমগ্র পৃথিবীই তাহাদিগের বশবর্ত্তিনী হইতেছে দেখিয়া আমার জীবন ধারণের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা নাই। নিতান্তকঠিন প্রাণ বলিয়াই এখনও জীবিত রহিয়াছি। দেখুন, যুধিষ্ঠিরের ভবনে কদম্ব, চিত্রক, কৌকুর, কারস্কর, ওলৌহজঙ্ঘপ্রভৃতি বৃক্ষগণ প্রভূত ফল-পুষ্পভরে সর্ব্বদাই আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় অবনত হইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি সৎকার সহকারে রত্নপরিগ্রহে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তথায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রত্নজাত উপস্থিত হইয়াছিল, গণনা দ্বারা তাহার সংখ্যা বা পরিমাণ দ্বারা ইয়ত্তা করা যায় না। নানাদিগ্দেশাগত রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপঢৌকন দ্রব্য সামগ্রী কোষযাত করিবার সময় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি দেখিয়া অনেকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ময়দানব বিন্দুসরোবর হইতে যে সকল স্ফাটিক

রত্নরাজি আনয়ন করিয়াছিল, সভানির্ম্মাণসময়ে তাহাই স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করে। সভাস্থলে স্ফটিকময় কৃত্রিম প্রস্ফুটিত কমলনিকরে সুশোভিত এরূপ এক সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, আমি তাহাকে যথার্থই বিমল-সলিল-পরিপূর্ণ কমলদল-বিরাজিত পুষ্করিণী মনে করিয়াছিলাম হে পিতঃ! আমি তথায় জলভ্রমে বস্ত্র উৎকর্ষণ করিতেছি দেখিয়া বৃকোদর আমাকে শত্রুসমৃদ্ধি-দর্শনে নিতান্ত বিমূঢ় ও রত্নবিহীন মনে করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক হাস্য করে। বৃকোদরের ঈদৃশ উপহাস আমি অগত্যা সহ্য করিলাম। সে সময় আমার যে ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল, যদি আমি তাহা প্রকাশ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতাম; তাহা হইলে আমাকেও নিশ্চয়ই শিশুপালের ন্যায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত। হে মহারাজ! শত্রুহসিত সেই দিন হইতে মনে করিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইতেছি। আমি পুনরায় সেইরূপ প্রফুল্ল-নলিনী শালিনী আর একটী পুষ্করিণীকে সভাকুট্টিম ভ্রমে ঐ প্রকৃত পুষ্করিণীতে পতিত হইলাম। আমাকে পতিত দেখিয়া বাসুদেব, ভীম, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি অনেকানেক স্ত্রীগণও মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করতঃ হাস্য করিয়া উঠিল। হে পিতঃ! বলিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়; আমাকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাগার হইতে আমার পরিধানোপযোগী বস্ত্র আনিবার জন্য যে সকল কিঙ্করকে আজ্ঞা প্রদান করিল; তাহারাও আমার আর্দ্র বস্ত্র সন্দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। আর একবার স্ফটিকবিনির্ম্মিত প্রকৃতদ্বারবৎ প্রতীয়মান অদ্বার দিয়া নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইলাম। এমন কি, ঐ আঘাতে আমার ললাটদেশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। নকুল ও সহদেব দূর হইতে আমার ঈদৃশী দশা অবলোকন

করিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার হস্ত ধরিয়া বারংবার কহিতে লাগিল "রাজন্! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন্" ভীমসেন হাস্যমুখে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ধার্ত্তরাষ্ট্র! এদিকে দ্বার। হে মহারাজ! এই সকল নানা কারণে আমি অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার আরও মনোদুঃখের কারণ এই যে, আমি পূর্ব্বে কখন যে সকল বস্তু কুত্রাপি দেখি নাই, পাণ্ডবদিগের সভায় তৎসমস্তই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলাম।

এক পঞ্চাশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতঃ! আমি পাণ্ডবদিগের সভায় কোন্ কোন্ দেশীয় রাজগণকে কি কি সামগ্রী উপহার লইয়া আসিতে দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন্। ঐ সকল বহুমূল্য রত্নজাত নয়নগোচর করিয়া আমি একবারে অসীম বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। কাম্বোজরাজ পয়ঃফেণনিভ মেষমার্জ্জারাদিরোমরচিত মধ্যে মধ্যে সুবর্ণে বিচিত্রিত নানাবিধ ঊর্ণাময় পরিচ্ছদ, অশ্ব ও উষ্ট্র প্রদান করিয়াছিল। সহস্র সহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ, সকলেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত ভূরি ভূরি উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যন্ত জনতানিবন্ধন প্রবেশ করিতে না পারায় দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান ছিল। ক্ষেত্রাদিবৃত্তিভোগী গোধনসম্পন্ন শত শত দ্বিজাতিগণ ঘৃতপূর্ণ কাঞ্চনময় কমণ্ডলু হস্তে করিয়া প্রবেশাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন সমুদ্রতীরনিবাসী ভূপতি-

গণ, কার্পাসিকদেশবাসিনী শ্যামা কৃশাঙ্গী দীর্ঘকেশী হেমাভরণভূষিতা সহস্র সহস্র দাসী, ব্রাহ্মণ-পরিগ্রহোচিত রাঙ্কবাজিন এবং গান্ধারদেশজাত অশ্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মরাজের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিল। যাহারা সমুদ্রপারে, সাগরতীরে অথবা উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা দেবমাতৃক ও নদীমাতৃক শস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতবগণও বহুবিধ রত্ন, হিরণ্য, ছাগ, মেষ, গো, উষ্ট্রপ্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণ, ফল, মূল, পুষ্পজাত মধু ও নানাবিধ কম্বল উপায়নস্বরূপ আনয়ন করিয়া প্রবেশাবসর না পাওয়ায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। যবনাধিপতি প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর মহারথ ভগদত্ত বায়ুবৎ বেগগামী সুজাত অশ্বসমূহ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহারাজ ভগদত্ত দ্বারদেশে নিবিড় জনতা দর্শনে কি করেন, অগত্যা মহামূল্য মণিময় ভূষণ বিমল কলধৌত ও গজদন্তবিনির্ম্মিত মুষ্টিবিশিষ্ট অসিসমূহ প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিলেন। হে মহারাজ! এতদ্ব্যতীত কত কত মহীপালগণকে আমি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কেহ কেহ দ্বিনেত্র, কেহ ত্রিনেত্র, কেহ ললাটনেত্র কেহ বা ঔষ্ণীক, অন্তেবাসী, রোমক, নরভক্ষক, ও কেহ কেহ একপদবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত, দশসহস্র রাসভ আহরণ করিয়াছিলেন। বঙ্ক্ষুতীরসমুদ্ভব লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর রজতকাঞ্চন ও হীরকাদি প্রদান করিয়াছিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটবৎ রক্তবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, আপরাহ্নিক মেঘবর্ণ এবং বিবিধ বর্ণ কতকগুলি মহাজব আরণ্য ঘোটক এবং অমূল্য স্বর্ণরাশি প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের সকাশে আগমন করিয়াছিলেন। চীন, শক, ঔড্র, বর্ব্বর, বন-

বাসী, বৃষ্ণিবংশীয়, হারহূণ, কৃষ্ণহিমাচলবাসী, নীপ ও অনূপ-প্রভৃতি নানাবিধ লোক বিবিধ মহামূল্য রত্নজাত সমভিব্যাহারে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার প্রদান করিয়াছিল। বঙ্কু-তীরনিবাসীগণ কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শতক্রোশপ্রধাবী যথাপ্রমাণ সুশিক্ষিত দশসহস্র রাসভ, অকার্পাসজনিত মসৃণ গুচ্ছীকৃত রাশি রাশি বস্ত্র, কোমল মেষ চর্ম্ম, শাণিত সুদীর্ঘ অসি, ঋষ্টিক ও পরশ্বধ, পশ্চিমদেশোৎপন্ন নানাবিধ নিশিত আয়ত খড়্গ এবং প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি সামগ্রী গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমশ ও শৃঙ্গী মানবেরা দূরগামী বহুসংখ্যক মহাগজ, অসংখ্য অশ্ব ও প্রভূত রত্নরাজি লইয়া যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য যান, আসন, শয্যা ও পরিচ্ছদ এবং বহুমূল্য মণি মুক্তাখচিত গজদন্তনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, এবং সুবর্ণ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মসমাবৃত সুশিক্ষিত অশ্বসংযোজিত রথ, বিচিত্র গজ, কম্বল, বহুতর রত্ন ও নারাচ, অৰ্দ্ধনারাচপ্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র ও কত শত মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রী উপায়ন প্রদান করিয়াও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসদনে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে নাই।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতঃ! ভূপালগণ করস্বরূপ প্রভূত ধনরাশি প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা মেরু ও মন্দার গিরির মধ্যবর্ত্তিনী শৈলদানাম্নী কল্লোলিনীর উভয় তীরে বাস করেন ও কীচকাখ্য বেণুর অতি রমণীয় ছায়া সেবা

করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ভূপালগণ রাশীকৃত সুবর্ণ আহরণ করিয়াছিলেন। হিমালয়বাসী মহাবল পার্ব্বতীয়েরা মনোহর কৃষ্ণবর্ণ ও অতিবিশদ চামরনিকর সংগ্রহ করিয়া অতি বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। কত শত রাজা হিমাচলসম্ভূত সুস্বাদু কুসুম, মধু, উত্তর কুরু হইতে সজল মাল্য, উত্তর কৈলাস হইতে ওষধি সমস্ত ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার উপহার আহরণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া প্রবেশ প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। হে প্রভো! উদয়াচলবাসী রাজগণ, কারুষদেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্তনিবাসী নরপতিগণ ও লৌহিত্যপর্ব্বতান্তনিবাসী ভূপতিগণ এবং যদৃচ্ছালব্ধফলমূলাহারী চর্ম্ম ও বল্কলপরিধায়ী ক্রূরকর্ম্মা কিরাতেরাও বিবিধ প্রকার উপহার সংগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ভারে ভারে অগুরু ও কৃষ্ণাগুরু চন্দনকাষ্ঠ ও দশসহস্র কিঙ্করী এবং মৃগয়ালব্ধ নানাবিধ মৃগ ও বিহঙ্গমগণ আনয়ন করিয়াছিল। কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, শূর, বৈয়ামক, ঔডুম্বর, দুর্ব্বিভাগ, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকাচন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহ্লব, বশাতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, কুক্কুর, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য ও গয়প্রভৃতি সদ্বংশজাত শ্রেষ্ঠতম ক্ষত্রিয়গণ, ভূরি ভূরি ধনসম্পত্তি আহরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সভায় সমুপস্থিত হইয়াছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ, শৈশব ও বহুসংখ্য কর্ণপ্রাবারগণ, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারবানেরা দ্বাররোধ করিয়া বলিতেছে "মহাশয়! আপনারা কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকুন, উপযুক্ত সময় হইলেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন।" অনন্তর তাঁহারা পর্ব্বতাকার দীর্ঘদন্তশোভী সদ্বংশজাত সহস্র হস্তী প্রদান

পূর্ব্বক দ্বারের অভ্যন্তরে নীত হইলেন। এইরূপে অসংখ্য নৃপতিগণ উৎকৃষ্ট ও পরম রমণীয় সামগ্রী সকল আহরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ইন্দ্রসখ গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্ররথ বায়ুবৎ দ্রুতগামী চারিশত উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। তুম্বুরু আম্রকিসলয়তুল্য বর্ণবিশিষ্ট উপযুক্ত হেমাভরণভূষিত একশত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছাধিপতি সুবিখ্যাত শূকর কত শত গজরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট দুই শত মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়াছিলেন। হে পিতঃ! রাজা বসুদান ষড়্বিংশতি হস্তী ও দুই সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা যজ্ঞসেন, চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী ও দশ সহস্র সস্ত্রীক দাস এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মহামূল্য রত্নজাত লইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়ের পরম সুহৃদ্ বাসুদেবও আগমনকালীন ধনঞ্জয়ের সম্মান রক্ষার্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এরূপ অকৃত্রিম প্রণয় যে, অর্জ্জুনের নিমিত্ত, এমন কি তিনি স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন, আর ধীমান্ অর্জ্জুনও আবার কৃষ্ণের নিমিত্তে এমন কি, স্বকীয় প্রাণপর্য্যন্তও অকাতরে পরিত্যাগ করিতে পারেন। চোলরাজ ও পাণ্ড্যরাজ মলয়গিরিসম্ভব সুগন্ধি চন্দন রস, দর্দ্দুর-ভূধরসম্ভূত অগুরুসম্ভার, জ্যোতির্ম্ময় বিবিধ মণি মাণিক্য এবং কাঞ্চনসূত্রবিচিত্রিত সূক্ষ্ম বস্ত্ররাশি সংগ্রহ করিয়া যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিংহলবাসী ভূপালগণ বিবিধ-বর্ণবিশিষ্ট বৈদূর্য্য মণি ও মুক্তাকলাপ এবং শত শত অশ্ব ও কম্বল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞদর্শনার্থে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে কত শত রাজগণ ঈদৃশ মহামূল্য বস্ত্রাদি আনয়ন করিয়াও দ্বারবান্ কর্ত্তৃক নিবারিত

হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। অধিক কি, উপহারদান-কালে তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল। প্রীতি ও বহুমানপূর্ব্বক ম্লেচ্ছজাতীয় লোকেরাও সমারোহ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সভায় সমাগত হইয়াছিল। সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বদেশস্থ লোকের সমাগম হওয়াতে বোধ হইয়াছিল, যেন সমগ্র পৃথিবীর একত্র সমাবেশ হইয়াছে। নানা দিগেদশাগত ভূপালগণের অকাতরে রাশীকৃত ধন রত্ন প্রদান ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অবধিই আমি মনে মনে অত্যন্ত অসুখী হইয়াছি। সে যাহা হউক্, হে মহারাজ! সম্প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যবর্গের ও তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থার বিষয় যেরূপ দেখিয়াছি, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। তাহার তিন পদ্ম অযুতসংখ্যক গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য, এক অর্ব্বুদ রথী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য আছে। কোথায়ও আম সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে, কোথায়ও পরিপক্ক হইতেছে এবং কোথায়ও বা পরিবেশিত হইতেছে। তাহাদের কোলাহলধ্বনিতে সমস্ত জগৎ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। অধিক কি, তথায় কেহই অভুক্ত, অপীত, অনলঙ্কৃত বা অসংকৃত হইতেছে না। যুধিষ্ঠির স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া অষ্টাদশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণগণকে প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ ত্রিশ জন করিয়া দাসী নিযুক্ত করিয়া সেবা করিতেছেন এবং দ্বিজাতীয়েরাও আহারাদিতে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মরাজের অরাতিনিপাতের কামনা করিতেছেন। ঊর্দ্ধরেতা দশসহস্র যতিগণ প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। মহারাজ! সকলেই আহার করিয়াছে কি না? ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দ্রৌপদী স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পরম যত্নে ও পরিশ্রমসহকারে তত্ত্বাবধান করিতেছে। হে পিতঃ! কেবল বৈবাহিক সম্বন্ধানুরোধে পাঞ্চালগণ আর বন্ধুত্বানুরোধে অন্ধক ও যাদবগণ

ব্যতীত আর সকলেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করিয়া আপনাদিগের অবনতি স্বীকার করিয়াছে।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতঃ! যে সকল মহানুভব রাজেন্দ্রগণ সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, কৃতবিদ্য, সদ্বক্তা, বেদবেদাঙ্গবিশারদ, ধীমান্, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও যশস্বী বলিয়া বিখ্যাত, দেখিলাম তাঁহারাও অতিপ্রশস্তমনে যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেছেন। স্থানে স্থানে রাজগণকর্ত্তৃক সমানীত গোধন সমস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। নরপতিগণ স্বহস্তে অভিষেকোপযোগী ভাণ্ড সকল যথাবিধি সৎকারসহকারে সজ্জীভূত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। বাহ্লিকরাজ বিবিধ প্রকার মহার্ঘ রত্নরাজিতে সুসজ্জিত করিয়া রথ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা সুদক্ষিণ শ্বেতকায় কাম্বোজদেশীয় অশ্ব আহরণ করিলেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিপূর্ব্বক রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিশুপাল স্বয়ংই ধ্বজ উন্নত করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণাত্য মহীপতি কবচ, মগধরাজ মাল্য ও উষ্ণীষ, বসুদান ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক হস্তী, মৎস্যরাজ হিরণ্ময় অক্ষ, একলব্য উপানৎযুগল, অবন্তীরাজ অভিষেকার্থ তীর্থজল, চেকিতান তূণ, কাশীরাজ ধনুঃ এবং শল্য সুতীক্ষ্ণ অসি আনয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাতপা ধৌম্য ও ব্যাসদেব ইহাঁরা নারদ, দেবল ও অসিত মুনিকে সমভিব্যাহারে লইয়া অভিষেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অভিষেক সমীপে মহর্ষিগণ প্রীতমনে উপবিষ্ট হইলেন। পরশুরাম ও

অন্যান্য বেদপারগ মহাত্মাগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অভি-ষেকার্থ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ সপ্তর্ষিগণ সুরলোকে দেবরাজের সমীপে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণও সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। অভিষেককালে মহাবাহু সাত্যকি তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন; ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং নকুল ও সহদেব চামরযুগল ধারণ করিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শঙ্খ প্রদান করিয়াছিলেন, কলশোদধি সেই বারুণশঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়াছেন। অনন্তর বাসুদেব বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত মহামূল্য শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন দেখিয়া আমার অত্যন্ত মর্ম্ম-বেদনা জন্মিল। হে মহারাজ! লোকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশেই গমনাগমন করিয়া থাকে। উত্তর দিকে মানবের গমনাগমনের ক্ষমতা নাই, কেবল বিহগগণই তথায় যাইতে পারে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তথা হইতেও শঙ্খ আনয়ন করিয়া-ছিল। মঙ্গলসূচক ঐ শঙ্খধ্বনি বারংবার আমার শ্রুতি-কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হই-য়াছিল। এমন কি, যাহাদের কিছুমাত্র তেজ বা সাহস নাই, তাহারা সকলেই উক্ত শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া বিচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সত্ত্ব-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ প্রিয়-দর্শন ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি এবং কৃষ্ণ এই আট জন সকল ভূপালগণকে ও আমাকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। (১)

(১) ৺সিংহ মহোদয়কৃত অনুবাদ মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পাঠ করিতে গিয়া দেখিলাম, ভাষা মূলের তাৎপর্য্যের সহিত কোন

হে পিতঃ। অনন্তর অর্জ্জুন প্রীতমনে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চাশত বৃষ দান করিল। ঐ সকল বৃষগণের প্রত্যেকেরই শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। মহারাজ বাহুবলশালী কুন্তীনন্দন রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় পরম সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া যেরূপ অপূর্ব্বশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। না রন্তিদেব, না নাভাগ, না যৌবনাশ্ব, না মনু, না বেণপুত্র পৃথুরাজ, না ভগীরথ, না যযাতি, না নহুষ, পূর্ব্বে আর কেহই সেরূপ শ্রী প্রাপ্ত হন নাই। হে পিতঃ! যুধিষ্ঠির রাজা হরিশ্চন্দ্রের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া ইহলোকে প্রভূত যশঃ সঞ্চয় করিয়াছে দেখিয়া আমার একদণ্ডও জীবন ধারণ করিবার বাসনা হয় না। হে পিতঃ! অন্ধ ব্যক্তি হলচালনার্থে যুগ বন্ধন করিলে তাহা যেমন প্রায়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, বিধাতাও সেইরূপ অন্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ ও

মতেই ঐক্য হয় না; কারণ তিনি বলিতেছেন "(তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্থিবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইহাঁরা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ ভূপালগণ ও আমাকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন)" এস্থলে আমার বোধ হইতেছে, অনুবাদকের অনবধানতা দোষেই এরূপ বৈসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। যাহা হউক্, পরলোকপ্রস্থিত ব্যক্তির কথা লইয়া বাগাড়ম্বর করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল আমাদিগের পাঠকগণের পরিতোষ বিধান করাই আমাদিগের অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব সহৃদয় সংস্কৃত পাঠক মহাশয়গণের প্রীতি ও গুণ দোষ বিচারের নিমিত্ত শ্লোক দুইটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রাপতন্ ভূমিপালাশ্চ যে তু হীনা স্বতেজসা।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবাশ্চ সাত্যকিঃ কেশবোহষ্টমঃ॥
সত্ত্বস্থা বীর্য্যসম্পন্না হ্যন্যোহন্যপ্রিয়দর্শনাঃ।
বিসংজ্ঞান্ ভূমিপান্ দৃষ্ট্বা মাঞ্চ তে প্রাহসংস্তদা॥"

কনিষ্ঠের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন, কনিষ্ঠ দিন দিন বৰ্দ্ধমান হইতে লাগিল আর আমরা জ্যেষ্ঠ হইয়াও দিন দিন হীন দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। হে পিতঃ! বলিতে কি, এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই আমার জীবিতাশা পর্য্যবসিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য আমি দিন দিন কৃশ, দুর্ব্বল, মলিন ও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের বাক্য সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ব্ভসম্ভূত। তোমা হইতেই বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবেক; অতএব পাণ্ডব দিগের সৌভাগ্য দর্শনে অকারণ ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া আত্মাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার কোন মতেই বিধেয় হইতেছে না। বিবেচনা করিয়া দেখ, যে যুধিষ্ঠির কপটাচরণ ও বিদ্বেষ কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহে, তাহার সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া একান্ত অমিত্রের ন্যায় অসহিষ্ণু হওয়া কি তোমার পক্ষে শোভা পায়? তুমি যদি একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমারও সহায় সম্পত্তি কোনক্রমেই যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষা ন্যূন নহে। তবে তুমি নিতান্ত নীচপ্রবৃত্তি লোলুপের ন্যায় কি জন্য ভ্রাতৃশ্রী কামনা করিতেছ? এবং নিরন্তর আত্মাকে সন্তাপানলে আহুতি প্রদান করিয়া কষ্ট পাইতেছ? যদি তোমার যজ্ঞকামনাই একান্ত বলবতী হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছা প্রকাশমাত্রেই পুরোহিতেরা তোমার নিমিত্ত সপ্ত-

তন্ত নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তাহা হইলে ভূপালমণ্ডলী পরম প্রীতমনে বহুমান পূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত প্রচুর ধনসম্পত্তি ও নানাবিধ রত্ন আহরণ করিবেন সন্দেহ নাই। বৎস! নিতান্ত নীচপ্রবৃত্তি লোক ব্যতীত কেহই পরধনে প্রয়াস করে না; এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কিজন্য আত্মপ্রকৃতির নীচত্বের পরিচয় দিতেছ? বৎস! ক্ষান্ত হও। পরধনে নিতান্ত নিস্পৃহতা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদাই আত্ম-কর্ম্মে উদ্যম প্রকাশ করাই প্রকৃত লব্ধধনের লক্ষণ। ইহাতে সর্ব্বদাই শুভ বই অশুভ ঘটনার লেশমাত্রও নাই। বিপৎ-কালে ধৈর্য্যাবলম্বন ও অপ্রমত্ত চিত্তে স্বীয় উদ্যম প্রকাশ করাই সৎপুরুষের কার্য্য। বিবেচনা করিয়া দেখ, পাণ্ডবেরা তোমার স্বকীয় শরীরস্থ বাহুর ন্যায় সহায়বান্ রহিয়াছে। অতএব তাহাদিগের ধনে লোলুপ হইয়া তাহাদিগের সহিত অপ্রণয় করায় তোমার কিছু মাত্র লাভ নাই। প্রত্যুত তাহা-তে তোমার ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ আর মহান্ কলহ ও ক্রমশঃ যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা বংশ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব বৎস! তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি। তুমি পাণ্ডব-দিগের প্রতি দ্বেষ বা ঈর্ষ্যা করিও না। মিত্রদ্রোহ মহান্ অধর্ম্মের মূল। বিশেষতঃ তোমরা উভয়েই এক পিতামহের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তবে তোমার চিত্তের যদি একান্ত চাঞ্চল্য ভাব জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও পাণ্ডবদিগের ন্যায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া প্রভূত অর্থ সম্পত্তি বিপ্রসাৎ কর, সকলের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর এবং অকুতো-ভয়ে স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকিয়া দুরভি-সন্ধি সকল বিস্মৃত হইয়া যাও।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহারাজ! দর্ব্বী যেমন সূপের রসাস্বাদন করিতে পারে না, সেই রূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান আছে, সে কখনও শাস্ত্রের মর্ম্মাববোধে সমর্থ হয় না। আপনি সকল সবিশেষ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত বৃহন্নৌকায় সংযত ক্ষুদ্রনৌকার ন্যায় আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থসাধনে আপনাকে কি জন্য এতদূর অমনোযোগী দেখিতেছি? অথবা আমার অনিষ্ট চেষ্টাই আপনার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতেছি, আপনার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে গেলে আমাদিগের নিস্তার নাই। পাশক্রীড়ায় শত্রুর সর্ব্বস্ব হরণ করাকে আপনি ভাবী অনিষ্টাপাতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহারা পথদর্শক হইয়া স্বয়ংই অন্যের উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের পদে পদেই বিপদ্ আশঙ্কা হইতে পারে। তাদৃশ নায়কের অনুসরণ করা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম হয় না। হে মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও কিনিমিত্ত আমাদিগের উদ্যমভঙ্গের চেষ্টা পাইতেছেন? বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকব্যবহার হইতে রাজ্যব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজার ন্যায় কার্য্য করিতে কেন অনিচ্ছু হইতেছেন? জয়লাভ করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মই হউক্ আর অধর্ম্মই হউক্, কর্ত্তব্য বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইবার প্রয়োজন কি? কশাঘাত দ্বারা সারথি যেমন সকল দিকেই অশ্বচালন করিতে পারে, সেই রূপ জয়াভিলাষী ব্যক্তিও অপ্রতিহত বেগে সকল পথই অবলম্বন করিতে

পারেন। গূঢ়ই হউক্ অথবা বাহ্যই হউক্, যে কোন উপায়ে শত্রুর দমন করিতে পারা যায়, বিজিগীষু পুরুষদিগের পক্ষে তাহাই শাস্ত্রসম্মত। হে মহারাজ! কে শত্রু আর কে মিত্র, তাহা নিশ্চয় করিবার কোন শাস্ত্রসম্মত বিধি নাই। কেবল যে যাহার মনস্তাপের কারণ হয়, সেই তাহার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! অসন্তোষই সম্পত্তি-বৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। অতএব যাহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি হয়, আমি তাহাই করিব। কারণ, নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন, যিনি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই যথার্থ নয়বান্। অর্থে বা ঐশ্বর্য্যে কখনই মমতা করিবেক না। কারণ, তাহা অন্যে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিতে পারে। বল পূর্ব্বক শত্রুকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র পরের অপকার করিব না বলিয়া নমুচির শির-চ্ছেদন করিয়া নমুচিসূদন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বাস্তবিক অরাতিনিপাত বাসনাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সর্প যেমন বিবরগত ভেককে নিশ্চয়ই গ্রাস করিয়া থাকে, সেই রূপ বসুমতীও অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! জাত্যনুসারে কেহই কাহারও শত্রু হইতে পারে না। কেবল উভয়ে তুল্যব্যবসায়ী হইলেই পরস্পর শত্রুতা জন্মিয়া থাকে। শত্রুকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া যিনি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রুর হস্তেই নিপতিত হন। বল্মীক যেরূপ বৃক্ষমূলে থাকিয়া কাল সহকারে সেই আশ্রয় বৃক্ষকেই সংহার করিয়া থাকে, শত্রুও সেই রূপ অতিক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষিত হইয়া কালসহকারে উপেক্ষাকারীকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকে।

হে আজমীঢ়! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন আপনার প্রীতিকর না হয়। আমি যাহা বলিলাম, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ইহা

স্বীকার করেন। যিনি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ফলতঃ বিক্রম ও উদ্যমই বৃদ্ধির মূল কারণ জানিবেন। আমি হয় পাণ্ডবদিগের সেই সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যশ্রী লাভ করিব; নাহয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় শরীর পাত করিব। হে মহারাজ! আমাদিগের উন্নতি হইবে কি না কে বলিতে পারে? কিন্তু পাণ্ডবেরা নিয়তই বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। অতএব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার জীবিতাশা পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছে।

ষটপঞ্চাশ অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন! যদি পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্যলক্ষ্মীই তোমার ঈদৃশ সন্তাপের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, আমি এখনই দ্যূত-দ্বারা তাহা হরণ করিয়া দিতেছি। তুমি তাহাকে অক্ষক্রীড়ার জন্য আহ্বান কর। এখনই অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক। দেখ, আমি দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত নিপুণ। যুধিষ্ঠিরের তদ্বিষয়ে কিছু-মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। অতএব আমি তাহাকে নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিব। পণই আমার ধনুক, অক্ষ সকলই আমার শর, অক্ষের হৃদয়ই আমার জ্যা এবং কপটতাই আমার রথ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতঃ! এই অক্ষাভিজ্ঞ মাতুল দ্যূতক্রীড়া দ্বারা পাণ্ডবদিগের সমস্ত রাজশ্রীই হরণ করিবার

কথা বলিতেছেন। অতএব আপনি অনুমোদন করুন্। তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! আমি বিদুরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কর্ম্মেই সম্মত হইতে পারি না। অতএব অগ্রে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া কর্ত্তব্যতা স্থির করি। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! বিদুর পাণ্ডবদিগের যেরূপ শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন, আমাদের সেরূপ করেন না। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে এ-বিষয়ে সম্মতি দান করিতে নিষেধ করিবেন। বিশেষতঃ পৌরুষসম্পন্ন হইয়া কোন্ ব্যক্তি পরবুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া থাকে? আর এক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যে দুই জনেরই একরূপ পরামর্শ হইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? ভয়শূন্য হইয়া আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বর্ষাক্লিন্ন তৃণের ন্যায় অবসন্ন হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কায। কি ব্যাধি কি যম কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির আশয়ের প্রতীক্ষা করিতে দেয় না। অতএব যতক্ষণ সুস্থশরীরে জীবিত থাকা যায়, তন্মধ্যেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে কোন মতেই আমার রুচি হয় না। দেখ, শক্রতাই বিকারের মূল এবং সেই বিকারই অলৌহনির্ম্মিত শস্ত্ররূপে পরিণত হয়। হে বৎস দুর্য্যোধন! যে দ্যূত কলহ ও মহান্ অনর্থের মূল, তাহাকেই তুমি অর্থ বলিয়া গণ্য করিতেছ। দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই শাণিত শায়ক ও সুতীক্ষ্ণ অসি নিষ্কাশিত করিতে হইবেক। দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিগণও দ্যূতক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন। কই তাঁহাদিগের মধ্যে বিনাশ বা যুদ্ধব্যাপার হইয়াছে বলিয়া কাহারও কি শ্রুতিগোচর হইয়াছে? সে যাহা হউক্, হে মহারাজ! আপনি শকুনির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ত্বরায় সভানির্ম্মাণার্থে অনুমতি করুন্। পাশক্রীড়া, ক্রীড়ম্মান ও

তদনুবর্ত্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত অক্ষক্রীড়া কোন মতেই দূষণীয় নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তবে তোমার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে এবং যদি শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আর তোমাকে বারংবার নিবারিত করিতে পারি না। ফলতঃ যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়; অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দৈবাধীন ক্ষত্রিয়জীবান্তকারী মহান্ অনিষ্টাপাতের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দৈবই বলবান্ এই বলিয়া দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সহস্রস্তম্ভযুক্ত, হেমবৈদুর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট ও ক্রোশায়ত তোরণস্ফটিকা নামে এক সুমহতী সভা নির্ম্মাণ কর। তখন সুনিপুণ সহস্র সহস্র শিল্পীগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র নিবিষ্টচিত্তে ত্বরান্বিত হইয়া সভানির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথোচিত দ্রব্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দিয়া কহিল, হে মহারাজ! আপানার আজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালিত হইয়াছে। তখন প্রজ্ঞানেত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি আমার আদেশানুসারে ত্বরায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি আসিয়া বহুরত্নসমন্বিত বিবিধশয্যাসনসম্পন্ন মদীয় বিচিত্র সভা দর্শন করুন্ ও সুহৃদ্গণের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউন্।

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়।(১)

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া দৈবকেই দুর্জ্জয় ও অপরিহার্য্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং বিদুরকে অনতিবিলম্বে খাণ্ডবপ্রস্থে যাইতে অনুমতি করিলেন। বিদুর কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার এই আজ্ঞা প্রতিপালনে আমার কোন মতেই প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না। আপনি নিতান্তই স্নেহপরবশ হইয়া এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ আমি নিশ্চয় দেখিতেছি যে, ইহাতে সুহৃদ্ভেদ ও কুলক্ষয় ঘটিবেক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হন, তাহা হইলে কোন প্রকার দুর্ঘটনারই সম্ভাবনা নাই। দেখ, এই অসীম বিশ্বসংসার বিশ্বপিতার নিয়োগানুসারেই চলিয়া আসিতেছে। অতএব তুমি কি জন্য অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিতেছ? আমার অনুজ্ঞা পালন কর। ত্বরায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে লইয়া আইস।

(১) ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের এই অধ্যায়টীর সমাপ্তি সূচক বাক্য দুই বার লিখিত হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক যে বাক্য লিখিত হইয়াছে, পুনশ্চ এই অধ্যায়টী শেষ হইলেও আবার ঐ কথাই পুনরুক্তিভাবে লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের মর্ম্ম পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষেই অবিকল লিখিত হইয়াছে। তবে এখানে কি জন্য পুনরুক্ত হইল। তাহা বিচার করা অনুবাদকের কার্য্য নহে। অতএব আমাদিগকে এ অধ্যায়টী পরিত্যাগ না করিয়া কাযে কাযেই সর্ব্বতোভাবে মূলের অনুসরণ করিতে হইল।

অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বারংবার আদিষ্ট হওয়ায় কি করেন অগত্যা তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। তিনি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া কশাঘাত করিবামাত্রই অশ্ব বায়ুবেগে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে ধাবিত হইল। তিনি রাজধানীর পথ অবলম্বন করিয়া অনতিবিলম্বেই কুবেরভবনসদৃশ পাণ্ডবদিগের প্রাসাদশ্রেণী প্রাপ্ত হইলেন। স্তুতিপাঠক ও দ্বিজাতিগণ কর্তৃক পরম সমাদরে সৎকৃত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে নীত হইলেন। সত্যসন্ধ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পূজা করিয়া সুখাসনে উপবেশন করাইয়া পরে সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তাঁহার আকার বৈলক্ষণ্য নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে ম্লান দেখিতেছি কেন? আপনি কুশলে আসিয়াছেন ত? দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কোন অসদ্ব্যবহার করেন না ত? প্রকৃতিমণ্ডল ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছেন?

বিদুর কহিলেন, রাজন্! বাসবকল্প মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলে আছেন। দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ সকলেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে এবং প্রজারাও সকলেই তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে। তিনি রোগশোকবিরহিত হইয়া সর্ব্বদাই আত্মোৎকর্ষবিধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সংপ্রতি সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাদিগকে এই বলিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন

যে, "হে পার্থ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভার অনুরূপ এই সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। তোমাদিগের সমাগমে আমি পরম প্রীতি লাভ করিব এবং সমস্ত কৌরবেরাও অপরিসীম হর্ষানুভব করিবেন।" রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে সকল দ্যূতকার নিযুক্ত করিয়াছেন, তুমি সেই ধূর্ত্তগণকে তথায় সন্নিবিষ্ট দেখিবে। এই জন্যই আমি তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে তুমি সেই রাজার আদেশ পালন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল। অতএব তাহা জানিয়া শুনিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ দুরোদরে প্রবৃত্ত হয়? এ বিষয়ে আপনারই বা পরামর্শ কি বলুন্। আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত আছি। বিদুর কহিলেন, দ্যূত যে মহান্ অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্য আমিও ধৃতরাষ্ট্রকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার নিষেধ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা হয় কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ব্যতীত তথায় আর কোন্ কোন্ ধূর্ত্ত উপস্থিত আছে? বিদুর কহিলেন, হে বিশাম্পতে! দুরোদরনিপুণ গান্ধাররাজ শকুনি, রাজা বিবিংশতি, চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র ও জয় এই কয়েক জন ধূর্ত্ত তথায় পাশক্রীড়ার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাবতীয় ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবীগণ তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে শুনিতেছি; কি করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সমস্ত জগৎই দৈবাধীন, কেহই স্বাধীন নহে। ফলতঃ আমি নিশ্চয়ই দেখিতেছি, রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের প্রতি

বাৎসল্যানুরোধেই অক্ষক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব আমি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে দুরোদরে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি না। তবে আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যদি ক্রীড়ার্থ আহুত না হইতাম, তাহা হইলে কখনই শকুনির সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতাম না। কিন্তু যখন আহুত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না, অবশ্যই ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইব; ইহাই আমার সনাতন ব্রত বলিয়া নিরূপিত আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যুধিষ্ঠির বিদুরকে এইরূপ কহিয়া ধৃতরাষ্ট্রসকাশে যাইবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরমহিলাগণ সকলেই সজ্জীভূত হইতে লাগিলেন। গমনকালীন ধর্ম্মরাজ মনে মনে নানা বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন দুঃসহ চাকচিক্যময় তেজঃপদার্থ আপতিত হইয়া যেমন নয়নের দর্শনী শক্তি বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ দৈবও যথাকালে মনুষ্যের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত করিয়া দেয়। তাহাতে মনুষ্যও বিদ্ধঘোণ বলীবর্দ্দের ন্যায় দৈবের অভিপ্রায়ানুসারেই পরিচালিত হইয়া থাকে। মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া আর কোন কথাই না তুলিয়া আহ্বানানুসারে বিদুরের সহিত যাত্রা করিলেন। অরিন্দম পাণ্ডুতনয় বাহ্লিকদত্ত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া দ্বিজাতিগণকে অগ্রসর করতঃ ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রথ ধৃতরাষ্ট্রভবনের দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইল। ধর্ম্মরাজ রথ হইতে অবরোহণ করিয়া প্রথমতঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে যথাবিহিত বন্দন ও আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, জয়দ্রথ, সমস্ত কুরুগণ ও

সমাগত অন্যান্য নরপতিগণ সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর অমায়িকস্বভাব ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া গান্ধারীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় অসংখ্য তারকানিকরে পরিবৃত রোহিণীর ন্যায় বিরাজমানা স্নুষাগণের মধ্যবর্ত্তিনী পতিরতা গান্ধারীকে দর্শন ও অভিবাদন করিলেন। গান্ধারীও পরম প্রীতিভরে তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিলেন। পরিশেষে বৃদ্ধপিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। কৌরবরাজ তাঁহার ও ভীমসেনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সকলের সহিত সাক্ষাৎ, বন্দন, আলিঙ্গন ও সম্ভাষণাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সকলের অনুমতিক্রমে পরম রমণীয় গৃহে বাসার্থ প্রবিষ্ট হইলেন। দুঃশলাপ্রভৃতি কামিনীগণ তথায় তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য ও বিবিধবিভূষণজনিত পরম রমণীয় শোভাসমৃদ্ধি সন্দর্শনে মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশানুভব করিতে লাগিল। মহানুভব পাণ্ডবগণ সমাগত পুরকামিনীগণের সহিত সমুচিত সমালাপ করিয়া নিয়মানুযায়ী ব্যায়াম করিয়া স্নানাহ্নিকাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে অঙ্গে চন্দনাদি লেপনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব বেশ রচনা করিলেন। অনন্তর দ্বিজাতিগণকে প্রভূত অর্থ দান করিয়া মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় মনোহর সংগীত ও বাদ্য শ্রবণ করিতে করিতে পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন। সমস্ত রজনী নিদ্রায় ও বিহারে অতিবাহিত হইল। রজনীর শেষ যামে বৈতালিকেরা স্তুতিপাঠ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিল। সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সানন্দমনে সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঊনষষ্টি অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ সভাস্থ হইয়া ভূপালগণের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা জ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন, সমানদিগকে আলিঙ্গন ও প্রিয় সম্ভাষণ এবং নিকৃষ্টদিগকে কেবল সম্ভাষণ করিয়া মহামূল্য আসনে আসীন হইলেন। সকলেই সুখে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া সুবলনন্দন শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! পাশক্রীড়ার্থী ও তদ্দর্শনেচ্ছু পার্থিবগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সকলেই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন! আপনি সম্প্রতি অক্ষ ক্ষেপণ পূর্ব্বক ক্রীড়া আরম্ভ করুন্। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! দ্যূতক্রীড়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম ও অনর্থের হেতুভূত; ইহাতে ক্ষত্রোচিত পরাক্রমও দৃষ্ট হয় না এবং নয়ানুগত বলিয়াও কেহই ইহার প্রশংসা করেন না। তবে আপনি কি জন্য দ্যূতক্রীড়ার প্রশংসা করিতেছেন? দেখুন, প্রবঞ্চনায় কিতবের গৌরব কি? প্রত্যুত বুদ্ধিমানেরা তাহার অনেক দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব শকুনে! কপটতাচরণ দ্বারা আমাদিগকে পরাজয় করিবার জন্য তোমার এত ব্যস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। শকুনি কহিলেন, রাজন্! তুমি কিতবকে কপট ও শঠ বলিয়া নিন্দা করিতেছ। কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, তিনি জয় পরাজয় বিচারক্ষম, প্রতারণাকারীর প্রতীকারজ্ঞ ও অক্ষবিষয়ক নানাপ্রকার চেষ্টায় অপরিশ্রান্ত। তিনিই দ্যূতের যথার্থ মর্ম্ম জানেন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয় সকলের ক্লেশও অক্লেশে সহ্য করিতে পারেন। অতএব এ বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া অনর্থক সময়

নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? আইস, কি পণ রাখিবে, তাহা স্থির করিলে ক্রীড়া আরম্ভ করা যায়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, জগদ্বিখ্যাত দেবল বলিয়া গিয়াছেন যে; কিতবগণের সহিত কপটতাসহকারে পাশক্রীড়া অতিশয় পাপকর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া সৎপথের পথিক হইয়া যুদ্ধাদি বারত্বের কার্য্যে জয় লাভ করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ও প্রশংসনীয় ধর্ম্ম। প্রতারণা ব্যতীত দ্যূতক্রীড়া প্রায়ই সম্পন্ন হয় না। ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটতাচরণ আর্য্য পুরুষের কর্ম্ম নহে। ক্রূরতা ও শঠতাশূন্য যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যই যথার্থ প্রশংসনীয়। দেখ শকুনে! আমাদিগের সমস্ত ধনই শক্ত্যনুসারে দ্বিজাতি-মণ্ডলীতে বিতরিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। তোমাদিগের সহিত কপট-দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সেই সমস্ত ধন হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। অতএব যাহাতে শত শত ব্রাহ্মণগণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে, সেই সমস্ত ধন দ্যূতে অপহরণ করা তোমাদিগের কোন মতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। প্রতারণা করিয়া সুখাভিলাষ বা অর্থোপার্জ্জন করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ফলতঃ প্রতারণা ও চাতুরী-বিরহিত হইয়া দ্যূতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পরাজিত হইতে হইবে।

শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! জিগীষাপরবশ হইয়া শ্রোত্রিয়েরা অশ্রোত্রিয়দিগের নিকটেই যাইয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ অতত্ত্বজ্ঞের সমীপেই উপস্থিত হন, এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও অল্পজ্ঞ মূঢ়ের নিকটেই যাইয়া থাকেন। কিন্তু যেমন সেই অসমকক্ষ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে পরাজিত ব্যক্তির নিকৃতিকে নিকৃতি বলিয়াই বোধ হয় না, সেইরূপ অক্ষদক্ষ পুরুষ জিগীষু হইয়া অক্ষানভিজ্ঞের নিকটে উপস্থিত হইলে সে স্থলেও পরাজিতের নিকৃতিকে নিকৃতি বলিয়াই বোধ

করা উচিত নহে। এইরূপে জয় লাভ হইবে বলিয়াই কৃতাস্ত্র পুরুষ অকৃতাস্ত্রের নিকট এবং সবলও দুর্ব্বলের নিকট যাইয়া থাকে। ফলতঃ সর্ব্বত্র এই নিকৃতির ব্যবহার রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যদি অবশ্যম্ভাবী নিকৃতি স্মরণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইয়াও আমার নিকট আসিতে ভীত হও, তাহা হইলে অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা নাই। আমিই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আমার এই এক ব্রত আছে যে, কোন বিষয়ে আহূত হইলে কদাচ নিবৃত্ত হইব না। দেখ দৈব কাহারও বশবর্ত্তী নহে, জগতের সমস্ত-বস্তুই দৈবাধীন। যাহা হউক্, এক্ষণে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এই সভাস্থ ব্যক্তিগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত লোক বিদ্যমান আছে বল? পরে দ্যূতে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমি মদীয় সমস্ত ধনরত্ন প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা মাতুল শকুনি আমার নিমিত্ত তোমার সহিত ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, এক জন অপর এক জনের নিমিত্ত ক্রীড়া করিবেক ইহা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। ভ্রাতঃ! তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তবে তোমাদের এইরূপেই যদি ক্রীড়া করিবার বাসনা একান্ত বলবতী হইয়া থাকে, তবে আরম্ভ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দ্যূতারম্ভের স্থৈর্য্য হইলে পর সমাগত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলেই সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মহামতি বিদুর ইহাঁরাও অপ্রশস্তচিত্তে কি করেন, অগত্যা তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন। স্বর্গে সমস্ত অমরকুল একত্রিত হইলে যেমন চমৎকার শোভা হয়, সেই

সভামণ্ডপেও সিংহগ্রীব মহাতেজস্বী নরপতিগণ সমবেত হইয়া কেহ যুগ্ম কেহ বা পৃথক্ হইয়া ইচ্ছানুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া অবিকল সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই সাহসী, বলবান্ ও বেদবেদাঙ্গপারগ। দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সুহৃদ্দ্যূতের আরম্ভ হইল। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, ভ্রাতঃ দুর্য্যোধন! সমুদ্রসম্ভূত উৎকৃষ্ট কনকরাজিবিরাজিত পরম রমণীয় এই মণিময় হার আমার পণ রহিল, এক্ষণে তোমার প্রতিপণিত বস্তু দেখিতে চাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, আমার মণিমাণিক্য ও অন্যান্য মহামূল্য রত্নরাজির অভাব নাই। ফলতঃ আমি আপনার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছি না। তুমি পার আমার এই সমস্তই জয় করিয়া লও। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্যূতনিপুণ শকুনি অক্ষ সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া "এই আমার জয় হইল" বলিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন।

ষষ্টি অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া কহিলেন; শকুনে! কপটতাচরণ সহকারে জয়লাভ করিয়া এত গর্ব্ব করিতেছ কেন? আইস, আমরা পুনঃপুনঃ পণ রাখিয়া পাশক্রীড়া করিব। আমার অসংখ্যনিষ্কপরিপূর্ণ অক্ষয় কোষ ও বহুবিধ মণিমাণিক্য আছে। হে শকুনে! এই সমস্তই আমার পণ রহিল। আইস, ইহা দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

অগাধসত্ত্ব কুরুকুলধুরন্ধর পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "এই আমার জয় হইল"। বাস্তবিক শকুনিরই জয় হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজ কহিলেন, রাজন্! গমনকালীন যে রথ সজল জলধর ও অসীম অম্বুনিধির গম্ভীর নিনাদকে অতিক্রম করিয়া থাকে, সহস্র সহস্র রথ একত্র করিলেও যাহার সদৃশ হয় না এবং যাহাতে আরূঢ় হইয়া আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, ব্যাঘ্রচর্ম্মসমাবৃত ও শতশতকিঙ্কিণীজালমালায় পরিশোভিত হৃদয়াহ্লাদক সেই পবিত্র রথ আমার পণ রহিল। আইস, ইহা দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। এতৎ শ্রবণে শকুনি কাপট্যসহকারে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, 'এই আমার জয় হইল'। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার এক লক্ষ যুবতী দাসী আছে। তাহারা মহামূল্য নানালঙ্কারে বিভূষিত ও নৃত্যগীতবিশারদ। জগল্ললামভূতা দিব্যাঙ্গনানুরূপিণী সেই সমস্ত মহিলাগণ সকল কলাই শিক্ষা করিয়াছে। আমার আজ্ঞানুসারে তাহারা দেব, দ্বিজ ও রাজগণের সেবা করিয়া থাকে। সে যাহা হউক্, হে রাজন্! সেই সমস্ত দাসীরূপ ধন আমার পণ রহিল। কপটাচারী শকুনি তৎক্ষণাৎ "এই আমার জয় হইল" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিল। যুধিষ্ঠির ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কহিলেন, আমার শতসহস্রসংখ্যক তরুণবয়স্ক দাস আছে, তাহারা আমার আদেশানুসারে অতিথি ও অভ্যাগতের সৎকার করিয়া থাকে। আমি সেই সকল দাসরূপ ধন এবার পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। প্রতারণানিপুণ শকুনি অক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক 'এই আমার জয় হইল' বলিয়া নিক্ষেপ করিল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার অজস্রমদস্রাবী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই আট আট হস্তিনী প্রণয়িনী রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ শুভ্র দন্তদ্বয় হলবৎ বহির্গত হইয়া বদন-

প্রান্তের ভূয়সী শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। তাহাদের নব-নীরদবিনিন্দিত শরীর সমস্ত অসংখ্য সুবর্ণে ও মণিমাণিক্যে বিভূষিত। সমরের কোন প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দই ইহাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না। হে সৌবল! সেই সকল হস্তীরূপ ধন আমার পণ রহিল। আইস, তদ্দ্বারাই আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

সুবলতনয় শকুনি যেন উপহাস পূর্ব্বক "এই আমার জয় হইল" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার রথসংখ্যা হস্তিসংখ্যা হইতে কোন মতেই ন্যূন নহে। ঐ সকল রথ অসংখ্য রত্নাদিতে সুসজ্জিত ও দীর্ঘাকার মহামূল্য অশ্বগণে বাহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল রথের রথীগণকে যুদ্ধ করিতে হউক্ বা না হউক্, আমি প্রতিমাসে তাহাদের প্রত্যেককেই সহস্র মুদ্রা বেতন প্রদান করিয়া থাকি। এক্ষণে ঐ সমস্ত রথরূপ ধনই আমার পণ রহিল।

পাপাচারী শকুনি যুধিষ্ঠিরের কথায় মনে মনে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া অক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, "এই আমার জয় হইল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-রথের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করায় তিনি অর্জ্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত নানা-লঙ্কারে ভূষিত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এবারে আমি সেই সকল অশ্বরূপ ধন পণ রাখিতেছি। আইস, তদ্দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করি।

যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমাপ্তি হইবামাত্র অক্ষদক্ষ শকুনি "এই আমার জয় হইল" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা-রই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার দশ সহস্র শ্রেষ্ঠতম রথ ও শকট আছে। সেই সমস্ত যান দীর্ঘাকার বলবান্ অশ্ব দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সকলগুলিই নানাবিধ রত্নরাজিতে সজ্জীভূত রহিয়াছে এবং দীর্ঘবাহু বিশালবক্ষা উন্নতাকার ষষ্টি সহস্র বীর পুরুষ রহিয়াছে। হে রাজন্! এবার তাহাই আমার পণ রহিল।

"এই জিতিলাম" বলিয়া শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সেই সমস্তই জয় করিয়া লইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! তাম্রপাত্র ও লৌহ-পাত্রে পরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চ দ্রোণিক সুবর্ণ আছে। এবার তাহাই আমি পণ রাখিতেছি।

কপটচারী দ্যূতনিপুণ সৌবল হাসিতে হাসিতে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল "এই আমি জিতিলাম।" বাস্তবিক তাহারই জয় হইল।

একষষ্টিতম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই রূপে সর্ব্বস্বাপহারিণী দ্যূত-ক্রীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন কোন মতেই ঔষধ ভক্ষণ করিতে চাহে না, সেই রূপ আমারও উপদেশ বাক্য আপনাকে ভাল লাগিবেক না। ফলতঃ আমি আপনাকে এ সময় কিছু বলিতে অভিলাষ করি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্।

যে পাপাত্মা মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াই গোমায়ুর

ন্যায় উৎকট স্বরে চীৎকার করিয়াছিল, সেই কুরুকুলাঙ্গার নিশ্চয়ই সমস্ত ভরতবংশ ধ্বংস করিবে সন্দেহ নাই। মহারাজ! মোহবশতঃ আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু আপনার গৃহমধ্যে বাস করিতেছে। হে প্রাজ্ঞ! শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্যক্তি সুরাপানে বিগতসংজ্ঞ হইলে তাহার পতনাপতনজ্ঞান কিছুই থাকে না। পানোন্মত্ত ব্যক্তি অনায়াসে জলে অনলে অথবা গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুরাত্মা দুর্য্যোধনও সেই রূপ দ্যূতমদে মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিতেছে। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, পাপিষ্ঠ আপনিই আপনার বিনাশের হেতুভূত হইতেছে। মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, ভোজবংশীয় এক জন নৃপতি পুরবাসী ও প্রকৃতিমণ্ডলের কল্যাণ সাধনার্থে স্বীয় দুর্জ্জয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর অন্ধক, যাদব ও ভোজ ইঁহারা সকলেই মিলিত হইয়া দুরাত্মা কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে বাসুদেবকে নিযুক্ত করিয়া ঐ পাপিষ্ঠের বিনাশসাধন পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গে মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে বাস করিতেছেন। আপনিও অর্জ্জুনকে আজ্ঞা করুন, অর্জ্জুন এখনই এই পাপিষ্ঠকে বিনষ্ট করিবেন। তাহা হইলে আর বংশলোপের সম্ভাবনা থাকিবে না, ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়া পরমসুখে বাস করিতে পারিবে। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বায়সস্বরূপ। ইহার বিনিময়ে পাণ্ডবরূপ ময়ূর লাভ করিতে পারিবেন। শৃগাল-বিনিময় দ্বারা কেশরীকে লাভ করিতে কে না চেষ্টিত হয়? স্থিরচিত্তে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন; অনর্থক চিন্তায় ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইবার আবশ্যকতা কি? শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কুলরক্ষার্থে একজন পুরুষকে পরিত্যাগ করিবেক; গ্রামরক্ষার্থে কুলত্যাগ করিবেক;

জনপদরক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ত্যাগ করিবেক এবং আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করা উচিত। হে মহারাজ! সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য জম্ভাসুরের পরিত্যাগ-কালে অসুরদিগকে উপদেশ দিবার ব্যপদেশে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এক অটবীমধ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত। তাহারা সকলেই সুবর্ণ নিষ্ঠীবন করিতে পারিত। একদা এক নরপতি মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, অরণ্যস্থ সমস্ত পক্ষীই সুবর্ণ নিষ্ঠীবন করিয়া থাকে। রাজা ধনলোভে একান্ত মুগ্ধ হইয়া জাল দ্বারা যাবতীয় পক্ষীদিগকে ধৃত করিয়া স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সুবর্ণার্থ পীড়াপীড়ি করায় সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। ফলতঃ ঐ রাজা হিরণ্যরাশি পাইবার আশয়ে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া কেবল যে উপস্থিত আশায় হতাশ হইল এমত নহে; সমস্ত ভাবী প্রত্যাশারও মূলোচ্ছেদ হইল। অতএব হে মহারাজ কুরুকুলতিলক! আপনি অর্থলোভে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরা-মর্শানুসারে মহানুভব পাণ্ডবদিগের প্রতি অনিষ্টাচরণ করি-বেন না। করিলে নিশ্চয়ই আপনাকে পক্ষীহন্তা নৃপতির ন্যায় পশ্চাৎ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। হে মহারাজ! মালাকার যেমন স্নেহ ও যত্নাতিশয় সহকারে বৃক্ষলতাদির মূলে জল সেচন করিয়া পরে কুসুমিত হইলে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ এই সকল পাণ্ডবরূপ পাদপে অকৃত্রিম স্নেহবারি সেচন করিয়া অভি-লষিত ফল গ্রহণ করুন্। অঙ্গারকারী ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডব-দিগকে একবারে সমূলে দহন্ করিবেন না। মহারাজ! অকা-রণ পাণ্ডবদিগের ক্রোধ বর্দ্ধনের চেষ্টা পাইবেন না। অন্যের কথা অন্তরে থাকুক্; তাঁহারা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলে অমরগণপরিবৃত ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও তাঁহাদিগের নিকটে পরাস্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, দুরোদর যাবতীয় অনিষ্টাপাতের মূল। উহা হইতেই পরস্পর ভেদ জন্মে; এবং সেই ভেদ হইতেই নানাপ্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হয়। কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন সেই অনিষ্টকর দ্যূত আশ্রয় করিয়া অবশেষে ভয়াবহ শত্রুতার সৃষ্টি করিতেছে। প্রাজ্ঞতম শান্তনব ও বাহ্লিকপ্রভৃতি রাজগণ সকলেই দুর্য্যোধনকৃত অপরাধে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন। বৃষভ যেমন রাগান্ধ হইয়া আপনিই আপনার শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া ফেলে, সেই রূপ এই দুর্য্যোধনও রাষ্ট্র হইতে আপনার কল্যাণ একবারে দূরে পরাহত করিতেছে। হে রাজন্! বালকচালিত তরণী যেমন নদী বা সমুদ্রগর্ভে নিহত হয়, যিনি স্বয়ং বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও অন্যের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিও সেই রূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিতেছে দেখিয়া আপনি আনন্দ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু আপনার এই আহ্লাদ বিষাদে পরিণত হইবেক সন্দেহ নাই। কারণ, এই ক্রীড়া হইতেই নিঃসন্দেহ বিগ্রহঘটনা উপস্থিত হইবে। আপনি কেবল বাহিরেই মিত্রলক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে অন্যবিধ ভাব নিহিত হইয়া রহিয়াছে। পরম বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ করা যে আপনার অভিপ্রেত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হে প্রাতীপেয় শান্তনব তোমরা এই সভায় উপস্থিত আছ, তোমাদিগকে সৎপরামর্শ দিতেছি। তোমরা মোহান্ধ হইয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অনুবর্ত্তী হইও না। এই কুলাঙ্গারের অনুসরণ করিলে তোমরা

নিশ্চয়ই জ্বলন্ত অনলে শলভবৎ ভস্মীভূত হইবে। এই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির দ্যূতমদে অভিভূত হইয়া যদি ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। ইহাঁরা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে? হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! দ্যূতক্রীড়া না করিলেও আপনি ইচ্ছামত ধন লাভ করিতে পারেন। আর দেখুন, পাণ্ডবদিগের স্বহস্তোপার্জ্জিত ধন লাভ করিয়াই বা আপনার পৌরুষ কি? আপনি সামান্য ধনের লোভ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগকেই অমূল্যধনস্বরূপে লাভ করুন্। শকুনির অক্ষক্রীড়ার বিষয় আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি দ্যূতে বিলক্ষণ কপটতাচরণ করিতে পারেন। শকুনি সম্প্রতি স্বস্থানে প্রস্থান করুন্। আপনি অনর্থক পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিবেন না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধন কহিলেন, দেখ ক্ষত্তঃ! আমরা বিলক্ষণ জানি, তুমি যেখানে সেখানে আমাদিগের কুৎসা ও পাণ্ডবদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাক। তোমার ভাবভক্তি দর্শনেই বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে যে, তুমি আমাদিগের কাহারও প্রতি স্নেহবান্ বা অনুরক্ত নহ। তুমি আমাদিগকে বালক মনে করিয়া সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করিয়া থাক। বাহ্য ভাবভঙ্গীতেই লোকের আন্তরিক ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমার জিহ্বা

ও মন হৃদয়গত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তুমি অঙ্কস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় আমাদের পক্ষে ভয়াবহ হইয়াছ। তুমি পরমযত্নে প্রতিপালিত হইয়াও মার্জ্জারের ন্যায় নিরন্তর প্রভুরই অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়া থাক। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, স্বামিদ্রোহ অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ নাই। কিন্তু তুমি অকুতোভয়ে তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছ; তজ্জন্য কিছুমাত্র ভয় পাইতেছ না? অরিকে পরাজয় করিয়া আমরা পরম ধর্ম্ম লাভ করিতেছি, তোমার আমাদিগকে তিরস্কার করিবার আবশ্যকতা কি? আমাদিগের বিপক্ষদলের সহিত সখ্য করা তোমার একান্ত অভিপ্রেত। সেই কারণেই তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাক। অযোগ্য এবং অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই এক জন আর এক জনের শক্র হইয়া উঠে। গুহ্য বিষয় কোন মতেই শক্রর নিকট প্রকাশ করিতে নাই। কিন্তু হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের আশ্রিত হইয়াও কি নিমিত্ত তদ্বিপরীতাচরণ করিতেছ? বিদুর! তুমি নিতান্ত যথেচ্ছাচারীর ন্যায় যখন তখন আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া থাক। তোমাকে নিবারণ করিতেছি; এরূপ কর্ম্ম আর কখনও করিও না। আমরা তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট থাকিয়া কিছু কাল জ্ঞান শিক্ষা কর। আপন মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার চেষ্টা পাও আমাদিগের সহিত অমিত্রভাব পরিত্যাগ কর। দেখ ক্ষত্তঃ! আমি তোমার নিকট হিতোপদেশ গ্রহণ করিতে চাহি না। তুমি আমাদিগকে সহিষ্ণু দেখিয়া কি আমাদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছ? জগতে এক জনই শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অপর কেহই কাহারও শাস্তা নহে। তিনি মাতৃগর্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করিয়া থাকেন। জল যেমন প্রতীপগমনে অক্ষম, আমিও সেই রূপ সেই অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তার আজ্ঞালঙ্ঘনে অসমর্থ। যিনি মস্তক দ্বারা শৈল ভেদ

করেন, যিনি সর্পকে ভোজন করান, তাঁহার বুদ্ধিই সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তয়িত্রী হয়। কিন্তু সেই পরমাত্মা ব্যতীত যিনি বল পূর্ব্বক অন্যকে শাসন করিতে চেষ্টা পান, তিনি নিশ্চয়ই অমিত্রমধ্যে পরিগণিত হন। পণ্ডিতেরা মিত্রতার বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ফলতঃ যিনি প্রদীপ্ত হুতাশনকে কর্পূরাদি দহনোদ্দীপক পদার্থ দ্বারা আরও উদ্দীপিত করিয়া পলায়ন না করেন, তিনি নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হন। দেখ বিদুর! শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে বিশেষতঃ অহিতাচারী মনুষ্যকে কখনই স্বীয় আবাসে রাখিবেক না। অতএব তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর। কুলটা কামিনীকে যতই যত্ন কর না কেন, সে নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করিবেই করিবে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! এরূপ শ্রুতিকঠোর নীতিশিক্ষা প্রদানে যিনি অসন্তুষ্ট হইয়া আশ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করেন, তিনি পদে পদে বিপদে পতিত হন। রাজাদিগের প্রকৃতি অতি অল্পেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহারা অগ্রে সান্ত্বনা করিয়া পরে দণ্ড দ্বারা তাড়িত করেন। হে মূঢ়মতে রাজপুত্র! তুমি আপনাকে বিজ্ঞ মনে করিয়া আমাকে অনভিজ্ঞ স্থির করিয়াছ? বুঝিতে পারিতেছ না যে, যে ব্যক্তি অগ্রে এক জনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পরে তাহার প্রতি দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ? মন্দবুদ্ধি লোক শ্রোত্রিয়গৃহাবস্থিত ব্যভিচারিণী কামিনীর ন্যায় কখনই কল্যাণকর হয় না। তরুণবয়স্কা কামিনী যেমন ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পতিকে তাচ্ছল্য করিয়া থাকে, তুমিও আমার হিতোপদেশে সেইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ। রাজন্! যদি হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রিয় বাক্য শুনিতে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী, জড় ও পঙ্গু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। জগতে প্রিয়ভাষী

চাটুকার অনেক আছে। কিন্তু হিতকর অথচ মনোহর হয়, এমন পরামর্শদাতা লোক অতীব বিরল। যিনি প্রভুর প্রিয়ই হউক্ আর অপ্রিয়ই হউক্, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও হিতোপদেশ প্রদানে বিরত না হন, তিনিই যথার্থ সহায় ও সাধু মন্ত্রী। সে যাহা হউক্, এক্ষণে তুমি যশোনাশক সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধুগণের নিতান্তপ্রিয় পরিণামবিরস বাক্য সকল শ্রবণ কর। আমার আর হিত-শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশোবৃদ্ধির কামনায় আমি এতক্ষণ তোমাকে সদুপ-দেশ দিতেছিলাম। এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। দ্বিজাতিগণ আমার কল্যাণ করুন্। নেত্রবিষ বিষধরকে ক্রোধান্বিত করিতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই আমি তোমাকে এতক্ষণ নিবারণ করিতেছিলাম।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূতে পাণ্ডবদিগের অনেক ধন নষ্ট করিয়াছ। যদি আর কিছু অপরাজিত ধন থাকে, তাহা হইলে বল, পুনর্ব্বার ক্রীড়া করা যায়। যুধি-ষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! তুমি কি জন্য ধনের কথা উল্লেখ করিতেছ? আমার এখনও প্রভূত ধনসম্পত্তি রহিয়াছে। অযুত, প্রযুত, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, কোটি, মধ্য ও পরার্দ্ধসংখ্যক যে ধন সমস্ত রহিয়াছে, আইস, আমি তদ্দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

যুধিষ্ঠিরের কথা শ্রবণ করিয়া অক্ষহস্ত শকুনি হাসিতে

হাসিতে "এই আমি জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই আবার জয় হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, ধেনু, ছাগ, মেষ, এবং সিন্ধু নদের পূর্ব্বসীমায় যে সমস্ত ধন আছে, এবার আমার তাহাই পণ রহিল। শকুনি পূর্ব্ববৎ ছলপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া সমস্তই জয় করিয়া লইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! গ্রাম, নগর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণধন ব্যতীত অন্যান্য ধনসমুদায় ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত ধন আমার অবশিষ্ট আছে। আইস, এবার আমি তাহাই পণ রাখিতেছি।

শকুনি "এই জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা সে সমস্তও জয় করিয়া লইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলাত্মজ! এই সমস্ত রাজপুত্রগণ কুণ্ডলপ্রভৃতি যে সমস্ত মহামূল্য আভরণসংযোগে সভামধ্যে পরম শোভান্বিত হইতেছেন, এবার আমি তাহাই পণ রাখিলাম। শকুনি "এই জিতিলাম" বলিয়া অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাও জিতিয়া লইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! এবার আমি শ্যামকায় রক্তনেত্র গজস্কন্ধ সিংহগ্রীব মহাভুজ যুবা নকুলকে পণ রাখিতেছি। শকুনি কহিল, "মহারাজ! তোমার প্রিয় অনুজ রাজপুত্র নকুল এই আমাদের বশীভূত হইল," এই বলিয়া অক্ষনিক্ষেপমাত্রে জয়লাভ করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, মহারাজ! এবার আর কিং ধন পণ রাখিবে, বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শকুনে! এই সহদেব কৃতবিদ্য পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে গণনীয়। ইনি আমার সাম্রাজ্যে ধর্ম্মানুশাসন করিয়া থাকেন। আমার নিতান্ত প্রিয় ভ্রাতা, পণের একান্ত অযোগ্য হইলেও আমি ইহাঁকেই এবার পণ রাখিলাম। কপটচারী শকুনি অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! এইত আপনার প্রিয় মাদ্রীতনয়দ্বয় আমাদের বশীভূত হইল।

এক্ষণে আর কি পণ রাখিবেন? বোধ হয়, ভীমার্জ্জুনকে পণ রাখিতে পারিবেন না। ইহাঁরা আপনার প্রিয়তম হইবেন সন্দেহ নাই।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে নীত্যনভিজ্ঞ মূঢ়! আমাদিগকে সাতিশয় সরলস্বভাব দেখিয়া তুমি আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্মাইবার উপক্রম করিতেছ? শকুনি কহিলেন, মহারাজ! উন্মত্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃই গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে; যখন প্রকৃষ্ট রূপে প্রমত্ত হয়, তখন স্থাণুর ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক্, হে যুধিষ্ঠির! তুমি পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ, এই জন্য আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে মহারাজ! আপনি কি জানেন না যে, কিতবেরা ক্রীড়োপলক্ষে যে সকল প্রলাপ বলিয়া থাকে, তাহা জাগ্রদবস্থায় দূরে থাকুক্ স্বপ্নেও কখন কাহার অনুভূত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! যাঁহার বাহুবলে আমরা নৌকারূঢ়ের ন্যায় অনায়াসে দুস্তর সমরসাগরে নিস্তার পাইয়া থাকি, সেই অরাতিনিপাতন ভুবনৈকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের নিতান্ত অযোগ্য; তথাপি আমি তাঁহাকেই এবার পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলাম। যুধিষ্ঠিরের কথায় শকুনি হৃষ্টমনে অক্ষ গ্রহণ করিয়া “এই জিতিলাম” বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এইত পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধর সব্যসাচীকে আমরা জয় করিলাম; এক্ষণে ভীমসেনমাত্র অবশিষ্ট, ইচ্ছা হয়, তাহাকেও পণ রাখিয়া দেখুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! যিনি অসুরারি পুরন্দরের ন্যায় সংগ্রামে আমাদিগের নায়কতা করেন এবং যাঁহার তুল্য বলবান্ পুরুষ ভূমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই গদাযুদ্ধবিশারদ ভীমসেন পণের নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমি তাঁহাকেই এবার পণ রাখিলাম। শকুনি যুধিষ্ঠিরের কথা

শ্রবণ করিয়া কপটাচারসহকারে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, রাজন্! তুমি মণিমাণিক্য প্রভৃতি বহুবিধ রত্নজাত, হস্তী, অশ্ব, রথাদি নানাধন এবং অনুগত অনুজচতুষ্টয়কেও দুরোদরমুখে সমর্পণ করিলে। যদি তোমার আর কোন ধন অবশিষ্ট থাকে, বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! আমি ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও তাহাদের শ্রদ্ধাস্পদ, আমি এক্ষণে আপনাকেই পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কপটচারী দুরোদরকুশল দুরাত্মা শকুনি ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, হে কৌন্তেয়! তুমি আপনাকে পণে পরাজিত করিয়া ঘোরতর অধর্ম্মাচরণ করিলে। কারণ, অন্য ধনসত্ত্বে আত্মাকে পরিণত করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। দুরাত্মা শকুনি এখনও নিবৃত্ত না হইয়া কহিল, রাজন্! আপনার প্রিয়তমা দ্রৌপদী এখনও অপরাজিতা দেখিতেছি। আপনি তাহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত করুন্।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! যিনি নাতিখর্ব্বা, নাতি-দীর্ঘা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা; যিনি রূপে স্থিরসৌদামিনী ও কমলালয়া কমলার ন্যায় নিতান্ত মনোরমা, যাঁহার সূক্ষ্ম সুচিক্কণ কেশকলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকুঞ্চিত, যাঁহার শর-দিন্দীবরবিনিন্দিত লোচনযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত; যাঁহার গাত্র হইতে অনবরত পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে; শার-দাম্ভোজ যাঁহার করতলে শোভা পাইতেছে; যিনি অনৃ-শংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা ও প্রিয়বাদিতায় জগদ্বিখ্যাত, যিনি ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূত; যিনি ভর্ত্তার অভিলষিত সদ্‌গুণ সমুদয়ে বিভূষিত আছেন; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যিনি শারদাম্ভোজবদনা; যাঁহার মধ্য-দেশ করিকরবিনিন্দিত; সেই জগত্রয়ললামভূতা পাণ্ডব-

গণের প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা দ্রৌপদীকেই এবার পণে ন্যস্ত করিলাম।

যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে এতাদৃশ বাক্য নিঃসৃত হইল দেখিয়া সভাসদ্গণ সকলেই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সভাস্থলী মহান্ কোলাহলে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। সকলেই একবারে কোপজ্বলিত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরপ্রভৃতি মহাত্মাগণের কলেবর হইতে অজস্র ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতে লাগিল। বিদুর হস্ত দ্বারা মস্তক অবলম্বন করিয়া অধোবদনে পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মনের ভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া "জয় হইল কি? জয় হইল কি?" বলিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দুঃশাসনপ্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অন্যান্য সভাসদ্গণের নেত্র হইতে অনর্গল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা শকুনি আস্ফালন পূর্ব্বক "এই জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করাতে তাহারই জয়লাভ হইল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি ত্বরায় গিয়া পাণ্ডবদিগের প্রাণাধিকা প্রণয়িনী দ্রৌপদী সুন্দরীকে সভামধ্যে আনয়ন কর। সেই হতভাগিনীর কিছুমাত্র পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যসঞ্চার ছিল না বলিয়া পাণ্ডবদিগের প্রণয়িনী হইয়

ছিল। যাহা হউক্, সেই অপুণ্যশীলা রমণী শীঘ্র আসিয়া আমাদিগের দাসীগণের কার্য্য করুক্ ও তাহাদের সংসর্গেই সহবাস করুক্।

বিদুর কহিলেন, রে মন্দমতে! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আপনিই আপনাকে পাশবদ্ধ করিতেছ? অম্লানবদনে অনুচ্চার্য্য দুর্ব্বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া আপনাকে ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত করিতেছ? তুমি অতি ক্ষুদ্র মৃগ হইয়া ব্যাঘ্রগণকে কি জন্য অনুক্ষণ রাগান্বিত করিতেছ? রে পাপমতে! তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষগণ তোমার মস্তকোপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তুমি কি জন্য তাঁহাদিগকে প্রকোপিত করিয়া অনতিবিলম্বে কৃতান্তসদনে গমনের আয়োজন করিতেছ? রে মূঢ়! কৃষ্ণা তোমার দাসী হইবেক মনে করিয়া তুমি কি জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছ? আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্তই ফল ধারণ করে, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরাও সমূলে নির্ম্মূল হইবার উদ্দেশেই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া মহৎ বৈর ও মহৎ ভয় উৎপাদন করিতেছে, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, কাহাকেও মর্ম্মপীড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবে না এবং যে কথায় কোন ব্যক্তি বিরক্ত হয়, এরূপ কথা কখনই উচ্চারণ করিবেক না। কখন কখন অসাবধানতাপ্রযুক্ত লোকের মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য সকল বহির্গত হইয়া অন্যকে অনুক্ষণ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেয় বলিয়া সেরূপ বাক্য এক বারেই উচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ। কাপুরুষেরাই শত্রুর আঘাত সহ্য করিয়া থাকে। অতএব হে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ! তোমরা আমার উপদেশের অনুসরণ করিয়া আপনাদিগের মঙ্গলচেষ্টা পাও কদাচ পাণ্ডবগণকে সন্ধুক্ষিত করিও না; করিলে নিঃসন্দেহ শমনসদনে গমন করিতে হইবে। দুর্য্যোধন! দেখ, তুমি যে

সকল দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিতেছ, পাণ্ডবগণ, কি বনেচর কি, গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহারও প্রতি কখনই ঐরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করেন না। দুর্ব্বাক্য সকল কেবল নীচলোকের মুখেই শোভা পাইয়া থাকে। তোমরা নরকের সমীপবর্ত্তী হইয়াছ, এই জন্যই তোমাদের হিতাহিত জ্ঞান একবারে তিরোহিত হইয়াছে। দুঃশাসনাদি দুর্ব্বৃত্ত কৌরবগণ দ্যূতামোদে উন্মত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের অনুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলমগ্ন হইবে, প্রস্তর প্লবমান হইবে, নৌকা নিমগ্ন হইবে, কিন্তু হতভাগ্য মূঢ় ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আমার উপদেশ বাক্যে কর্ণপাত করিবেক না। দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যলোভে মোহিত হইয়া বন্ধু বান্ধবগণের উপদেশবাক্যে অবহেলা করিতেছে, এই জন্যই আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিতেছে যে, কুরুবংশ অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! দুরাত্মা দুর্য্যোধন বিদুরকে বারংবার ধিক্কার দিয়া প্রাতিকামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি ত্বরায় যাইয়া দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন কর। পরাজিত পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা নাই; বিদুর কেবল পাণ্ডবগণের ভয়েই অভিভূত হইয়া আমার প্রতি পরুষাক্ষরে বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতেছে। বিশেষতঃ উনি আমাদের আত্মীয় নন, পাণ্ডবদিগেরই পরম প্রীতিপাত্র, আমার সম্পূর্ণ শত্রু।

কুক্কুর যেমন সিংহ-ভবনে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হয়, প্রাতিকামী দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবিকল সেই-ভাবে পাণ্ডবদিগের আবাসভবনে উপস্থিত হইয়া কহিল, হে দ্রুপদরাজনন্দিনি! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতমদে একান্ত উন্মত্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ী হইতে পারেন নাই। তোমাকে হারাইয়াছেন। এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনের দ্যূতলব্ধ বস্তুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছ। মহারাজ দুর্য্যোধন তোমাকে তাঁহার ভবনে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রভবনে যাইতে হইবে।

যাজ্ঞসেনী কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি কি প্রলাপ বলিতেছ? কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ রাখিয়া থাকে? আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তিনি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ক্রীড়ায় কি অন্য পণ রাখিবার জন্য তাঁহার কোন বস্তু মিলিল না? প্রাতিকামী কহিল, হে দ্রুপদতনয়ে! তিনি অগ্রে যাবতীয় ধনরত্ন পরে ভ্রাতৃগণ অনন্তর আপনাকে পণিত করিয়া পরিশেষে তোমাকেও দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী কহিল, হে প্রাতিকামিন্! তুমি সভায় প্রতিগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস যে, তিনি অগ্রে তাঁহাকে কি আমাকে পণ রাখিয়াছিলেন? তুমি এই সংবাদ প্রত্যানয়ন করিয়া আমার নিকট পুনরাগমন করিলে আমি সভায় যাইব। আমি জানিতে চাই, কিরূপে পরাজিত হইয়াছি।

দ্রৌপদীবাক্যে প্রাতিকামী কি করে অগত্যা সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া রাজমণ্ডলীর মধ্যগত যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। হে ধর্ম্মরাজ! দ্রুপদাত্মজা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে দ্যূতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? আর অগ্রে

আপনাকে কি তাঁহাকে দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন? যুধিষ্ঠির প্রাতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। দুর্য্যোধন ঈষৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, রে প্রাতিকামিন্! পাঞ্চালীর যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, সে সভাস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করুক্। সভাস্থ সভ্যগণ সকলেই তাহার ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন্।

প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে পুনর্ব্বার দ্রৌপদীর সকাশে উপস্থিত হইয়া দুঃখার্ত্তভাবে অতিকরুণস্বরে কহিলেন, হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, আপনি সভাস্থ হউন্। বোধ হয়, এত দিনে সমস্ত কুরুকুল সমূলে উন্মূলিত হইল। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হইয়া তোমাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতাত্মজ! বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মই জগতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পদার্থ। আমরা যে কোন প্রকারে হউক্, অবশ্যই সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইব। রক্ষ্যমাণ ধর্ম্মই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। ফলতঃ আমার একান্ত বাঞ্ছা যে, তিনি যেন কৌরবগণের প্রতিও বিমুখ না হন। হে প্রাতিকামিন্! তুমি সভাস্থ সভ্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য? তাঁহারা আমাকে যাহা আদেশ করিবেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।

প্রাতিকামী সভাস্থ হইয়া দ্রৌপদীর অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সকলেই অধোবদনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আগ্রহাতিশয় দ্বারা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ও বলিয়া দিলেন যে, একবস্ত্রা অধোনীবী রজস্বলা পাঞ্চালী

রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হন।” দূত আজ্ঞামাত্র সত্বরে দ্রৌপদীসকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মরাজের অভিপ্রায় নিবেদন করিল। মহানুভব পাণ্ডবগণ ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া অধোবদনেই রহিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অধোবদন সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া প্রাতিকামীকে কহিল, রে প্রাতিকামিন্! অতিসত্বরে হতভাগিনী দ্রৌপদীরে এই স্থানে আনয়ন কর। কৌরবগণ তাহার সমক্ষেই তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন। প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের ভৃত্য, সুতরাং তাহাকে অবশ্যই প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু এদিকে দ্রৌপদীর ভয়ে একান্ত ভীত হইয়াছে, কি করে অগত্যা তাহাকে পুনর্ব্বার দ্রৌপদীর নিকট যাইতেই হইল স্থির করিয়া সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কৃষ্ণার নিকট কি বলিব?” তখন দুর্য্যোধন প্রাতিকামীর প্রতি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ দুঃশাসন! এই সূতপুত্র হতক নিতান্ত লঘুচেতাঃ। বোধ করি, এ বৃকোদরকে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ত্বরায় গিয়া পাঞ্চালীকে সভায় আনয়ন কর; পরাজিত শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?

দুরাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণমাত্রে অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের আলয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দ্রুপদরাজনন্দিনি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ। অতএব লজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া নেত্রের চরিতার্থতা লাভ করিবে আইস। হে পাঞ্চালি! কৌরবেরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগকে সেবা করিয়া পরমসুখ-

সাগরে মগ্ন হও। সম্প্রতি তোমাকে একবার সভায় যাইতে হইবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের আরক্তিম নেত্রদ্বয় ও তাহার আকারগত ভাবভঙ্গী দর্শনে একান্তভীত হইয়া দ্রৌপদী দ্রুত-পদে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরমহিলাগণের নিকটে যাইবার জন্য সত্বরে ধাবমানা হইলেন। নৃশংস দুঃশাসন কোপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বল-পূর্ব্বক তাঁহার কেশপাশ গ্রহণ করিল। হায়! যে চিকুরনিচয় ইতিপূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে পরভৃতস্নানসময় মন্ত্রপূত তীর্থজল-দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রাপসদ দ্যূতে পাণ্ডবগণকে পরাভব করিয়া সেই চিকুরচয় বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অপবিত্র করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন অনাথার ন্যায় সনাথা দ্রুপদবালার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বেগে আকর্ষণ করতঃ সভামধ্যে আনয়ন করিতেছে। কেশা-কৃষ্টা দ্রৌপদী বাতাহত কদলীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে অতিবিনীত ভাবে সেই দুরাত্মাকে কহিতেছেন, হে রাজপুত্র দুঃশাসন! আমি রজস্বলাবস্থায় রহিয়াছি, একমাত্র বসন পরিধান; দেখ, এ অবস্থায় আমাকে গুরুজনাধ্যাসীন সভা-মণ্ডপে লইয়া যাওয়া তোমার কোন মতেই উচিত নহে। দুরাত্মাগণের হৃদয় পাষাণতুল্য। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বল পূর্ব্বক তাঁহার কেশাকর্ষণ করতঃ কহিতে লাগিল, রে যাজ্ঞসেনি! রজস্বলাই হ আর একবস্ত্রাই হ, দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছিস্। এক্ষণে তোরে ইতর স্ত্রীলোকের ন্যায় আমা-দিগের দাসীগণমধ্যে থাকিতে হইবে। দ্রৌপদী দুঃশাসনের এইরূপ কটূক্তিতে ও নির্দ্দয় কেশাকর্ষণে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইয়া আত্মত্রাণ জন্য হা কৃষ্ণ! হা হরে! হা মধুসূদন! হা অর্জ্জুন! হা সভাস্থ ভূপালগণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃশাসনের নিরন্তর নিদারুণ আকর্ষণে

তাঁহার কেশপাশ ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ হইল, অর্দ্ধাম্বর গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; লজ্জা ও ক্রোধে একান্ত বিচেতনাপ্রায় দ্রৌপদী সভাস্থলে নীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুরাত্মন্! রে ধার্ত্তরাষ্ট্রাপসদ! এই সভামধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহেন্দ্রকল্প মদীয় গুরুজনসকল আসীন রহিয়াছেন। তাঁহাদের সমক্ষে আমার ঈদৃশী অবস্থায় থাকা কোন মতেই বিধেয় নহে। রে নৃশংসাত্মন্! তুই আমাকে একবারে বিবস্ত্রা করিস্ না, তোর এই অপরাধ রাজপুত্রগণ কখনই ক্ষমা করিবেন্ না। মহামতি ধর্ম্মরাজ সজ্জনসেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আমি স্বামীর গুণ ব্যতীত কখনই দোষোদ্ঘোষণ করিব না। রে হতভাগ্য দুঃশাসন! আমি রজস্বলা জানিয়াও তুই আমাকে কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণের সমক্ষে বারংবার বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছিস্। ইহাঁদের মধ্যে কেহই তোর নিন্দায় বা ধিক্কারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না; বোধ করি, তোর দ্বারা আমার এইরূপ অপমান করান তাঁহাদের সকলেরই একান্ত অভিপ্রেত হইয়াছে; নতুবা তাঁহারা কেহই কেন কিছুই বলিতেছেন না? হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্ ও তাঁহাদের কর্ম্মেও ধিক্। ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ বীরপুরুষগণের চরিত্র একবারে কলুষিত হইয়াছে, কারণ, তাঁহারা সকলেই সেই ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধাচরণ স্বচ্ছন্দমনে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের সারবত্তা একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য বৃদ্ধগণও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের এই ঘোরতর পাপাচরণ নিরীক্ষণ করিয়া সুখানুভব করিতেছেন সন্দেহ নাই। অন্যথা সকলেই এই বিষম অত্যাচারে উপেক্ষা করিবেন কেন?

দ্রৌপদী এইরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতে করিতে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত

করিয়া তাঁহাদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালীর কাতরোক্তিতে বিশেষতঃ সেই সজল কটাক্ষপাতে যেরূপ দুঃখিত হইলেন, সমগ্র সাম্রাজ্য ও বিবিধ ধনরত্ন বিনষ্ট হওয়াতেও সেরূপ হয়েন নাই। দ্রৌপদী দীন-ভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের প্রতি অনাথার ন্যায় দীননয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে অধিকতর বেগে আকর্ষণ পূর্ব্বক একবারে বিচেতনাপ্রায় করিয়া তুলিল এবং "দাসি! দাসি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কর্ণও যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া উচ্চৈঃ শব্দে হাস্য করিয়া দুঃশাসনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুবলাত্মজ গান্ধাররাজও কর্ণের বাক্যের পোষকতায় প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল সভাসদ্ ছিলেন, সকলেই পাঞ্চালীকে কৃষ্যমাণা দেখিয়া ম্রিয়মাণভাবে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন।

মহানুভব ভীষ্ম কহিলেন, হে সুভগে! স্বয়ং পরাজিত ব্যক্তি অন্যের ধন কখনই পণ রাখিতে পারেন না, অথচ স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছি। দেখ, ধর্ম্মরাজ অকাতরে সসাগরা ধরিত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু কোন মতেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং আপন মুখে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, "আমি পরাজিত হইলাম।" সুতরাং তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর স্থির করিতে পারিতেছি না। আর শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়। যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করতঃ তোমার ঈদৃশী অবস্থা ঘটাইয়াছেন এবং এখনও তোমার এতাদৃশ দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াও উপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ প্রত্যুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছি।

দ্রৌপদী কহিলেন, প্রতারণাপরায়ণ দুরাত্মা দ্যূতপ্রিয় অনার্য্যগণ দ্যূতানভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিল; তবে তিনি কি রূপে স্বয়ং দ্যূতাভিলাষী হইলেন? ক্রূরচিত্ত অপবিত্রমনা দুরাত্মা ধূর্ত্তেরা মুগ্ধস্বভাব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজকে কৌশলক্রমে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিয়া কপটাচরণে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে, তাঁহার এমন বিশ্বাস ছিল না। এই জন্যই পাপাত্মাগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে। কার্য্য সমাপ্ত হইলে এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিল। যাহা হউক্, এই সভামধ্যে পুত্র ও পুত্র-বধূগণের প্রভু স্বরূপ অনেক কুরুবংশীয় মহাত্মাগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার সবিনয়ে এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা ন্যায়পর হইয়া আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করেন।

দ্রুপদরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহার প্রতি অশেষ প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। রজস্বলা পাঞ্চালরাজতনয়া আলুলায়িতকেশা ও বিবসনাপ্রায় হইয়াছেন, তথাপি দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ভীমসেন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তিনি ধর্ম্মরাজের প্রতি ঘন ঘন নেত্র নিক্ষেপ করিয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ স্বগৃহস্থিত বেশ্যাকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করে না। দ্যূতক্রীড়া পরিণামে অসুখকর জানিয়া কিতবেরা বেশ্যাগণের প্রতিও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, কাশীশ্বর ও অন্যান্য নরপতিগণ আমাদিগকে যে সকল মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, আপনি সে সমস্তই দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়া পরে যাবতীয় সাম্রাজ্য, শয্যা, যান, আসন ও বাহন প্রভৃতি কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। অবশেষে আবার আমাদিগকে ও আপনাকেও দুরোদরে বিসর্জ্জন করিলেন। তাহাতেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় নাই। কারণ, আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও প্রভু। কিন্তু আপনি যে দ্রৌপদীকে পণিত করিয়াছেন, ইহা আমার কোন মতেই সহ্য হইতেছে না। দেখুন দেখি, এই সুকুমারী রাজপুত্রী নৃশংস দুঃশাসনের হস্তে কি পর্য্যন্ত ক্লেশানুভব করিতেছেন। কৃষ্ণার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মহারাজ! পাঞ্চালীর ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে আমার ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। আমি এখনই আপনার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।

ধীরমতি ধনঞ্জয় ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীমসেন! আপনি পূর্ব্বে কদাপি গুরুজনের প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন নাই; এক্ষণে ধর্ম্মরাজের প্রতি এতাদৃশ ক্রোধান্বিত হইবার কারণ কি? নৃশংস শত্রুগণ কি আপনার ধর্ম্ম গৌরব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে? হে অরিন্দম! দুরাত্মা

দিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন না, ধর্ম্মের অনুসরণ করুন্; জ্যেষ্ঠ সোদর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপমান করিবেন না। মহারাজ শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ক্রীড়া করিয়া কপটাচারিদিগের কপটজালে বদ্ধ হইয়াছেন। অতএব এই পরাজয় আমাদের সুমহতী কীর্ত্তির দ্বার হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভীমসেন কহিলেন, ভ্রাতঃ! ইনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়াই এপর্য্যন্ত নিরস্ত রহিয়াছি; অন্যথা এতক্ষণ কোন্ কালে ইহার হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া ভস্মসাৎ করিতাম।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে সাতিশয় বিমর্ষভাবাপন্ন ও পাঞ্চালীকে একান্ত শোকপরায়ণা দেখিয়া সভাসদ্ সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সভাস্থ সভ্যগণ! আপনারা বিশেষ বিবেচনা সহকারে যাজ্ঞসেনীর কথায় পক্ষপাতশূন্য হইয়া যথাবিহিত উত্তর প্রদান করুন্। ধর্ম্মানুযায়ী প্রত্যুত্তর না দিলে সকলকেই নিরয়গামী হইতে হইবেক। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, বলুন্; মহামতি বিদুরের এ সময় নিরুত্তর থাকা উচিত নহে। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য ও বিশেষ বিবেচনা করুন্। সমাগত মহীপালগণও কামক্রোধাদিশূন্য হইয়া প্রশ্নের যথাবিহিত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন্। নির্ম্মলস্বভাবা দ্রৌপদী বারংবার আপনাদিগকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করা কোন মতেই আপনাদিগের উচিত কর্ম্ম বিবেচনা হইতেছে না।

বিকর্ণ সভাসদ্গণকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া করে কর নিষ্পেষণ করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সমাগত নরপতিগণ! হে কৌরববর্গ! তোমরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের

সমুচিত প্রত্যুত্তর দাও বা নাই দাও, এবিষয়ে আমার যেমন বিবেচনা হইতেছে, আমি তাহা অবশ্যই করিব। শাস্ত্রকারেরা মৃগয়া, মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া ও স্ত্রীসম্ভোগ এই চতুর্ব্বিধ ব্যসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভূপতিগণ প্রায়ই ইহার মধ্যে এক একটী দোষ অথবা সমুদায় গুলিতেই লিপ্ত হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকেন। ব্যসনাসক্ত লোকের হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহাদের যাহা ইচ্ছা হয়, তাহারা তাহাই করে। এই জন্য কেহই তাহাদিগের কার্য্যে শ্রদ্ধা করিতে বা উৎসাহ দিতে সম্মত নহে। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরও কিতবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ব্যসনে লিপ্ত হইয়াছেন। প্রথমে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পরে আপনাদিগকে তৎপরে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সাধারণ পত্নী; বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ অগ্রে স্বয়ং বিজিত হইয়া পরে দ্রৌপদীকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। দ্রৌপদীকে পণ রাখা কখনই ইহাঁর অভিপ্রেত ছিল না। দেখুন, কপটচারী দ্যূতনিপুণ সুবলনন্দনই দ্রৌপদীর নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। অতএব আমার বিবেচনায় দ্রৌপদীকে পরাজিত মধ্যে কখনই পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

বিকর্ণের ঈদৃশ অসামান্য বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ সমস্ত নরপতিগণ ঐক্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক বারংবার বিকর্ণেরে ধন্যবাদ ও শকুনিরে নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সভাস্থলে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ কোপে একান্ত অধীর হইয়া স্বীয় ভুজদ্বয় আন্দোলিত করিয়া সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বিকর্ণকে কহিতে লাগিলেন। সম্প্রতি সভামধ্যে নানাপ্রকার বিকৃত ভাব দৃষ্ট হইতেছে বটে। তুমিও দাবাগ্নির ন্যায় স্বকীয় বংশবিনাশের চেষ্টা পাইতেছ। এই সমস্ত ভূপালগণ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইলেও তাঁহার প্রশ্নের উত্তরদানে পরাঙ্মুখ আছেন;

তাঁহারা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন যে, দ্রৌপদী বাস্তবিক ধর্ম্মতঃ বিজিতা হইয়াছে। কেবল তুমি স্বীয় বাক্‌চাপল্যবশতঃ ক্রোধপরবশ হইয়া স্ববিরোচিত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা উপহাসাস্পদ হইতেছ। হে দুর্য্যোধনানুজ! তোমার ধর্ম্মবুদ্ধির এখনও পরিপাক হয় নাই। সেই জন্য জয়লব্ধা দ্রৌপদীকে অজিতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যুধিষ্ঠির সভামধ্যে স্বয়ং সর্ব্বস্ব পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। দ্রৌপদীও সেই সর্ব্বস্বের অন্তর্গত। দ্রৌপদী যে বিজিতা নহে, ইহা তুমি কিসে বুঝিতে পারিলে? তুমি বলিতেছ যে, শকুনি দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহাকে পণ না রাখিলে কখনই আমরা বিজিতা বলিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতাম না। আর দ্রৌপদীকে একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা করিয়া সভায় আনয়ন জন্য যে তুমি অধর্ম্মাচরণের কথা নির্দ্দেশ করিতেছ, তদ্বিষয়েও আমি এক কারণ দর্শাইতেছি, শ্রবণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্রৌপদী সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যখন পাণ্ডবগণের সাধারণী স্ত্রী হইতে পারিয়াছে, তখন ইহাঁকে বারবিলাসিনী বই আর কি বলিতে হইবে? সুতরাং বারবনিতাকে একাম্বরা বা নিরম্বরা করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করায় তাদৃশ দোষ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ এবং তাঁহাদের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সমস্তই শকুনি দ্যূতে লাভ করিয়াছেন। অতএব হে দুঃশাসন! বিকর্ণ অতি বালক তাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই। তুমি উহাদিগের শরীরে ধৃত সমস্ত বস্ত্র গ্রহণ কর। এই কথা শুনিবামাত্রই পাণ্ডবেরা স্ব স্ব গাত্রস্থিত উত্তরীয় বসন ও ভূষণ সকল প্রদান পূর্ব্বক সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর দুরাত্মা দুঃশাসন সভামধ্যে বল পূর্ব্বক দ্রৌপদীর

বসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার উপক্রম করিবা-
মাত্র দ্রৌপদী অতিকরুণ স্বরে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে এই
বলিয়া স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! হে করুণা-
সিন্ধো! হে দীনবন্ধো! হে জগৎপতে! হে গোপীবল্লভ!
আমি কৌরবগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইতেছি, তাহা কি
আপনি জানিতে পারিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ!
হা ব্রজনাথ! হা দ্বারকানাথ! হা দুঃখনাশন! হা মধুসূদন!
আমি ভীষণ তরঙ্গাকুল কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমা-
কে উদ্ধার কর। হে কৃষ্ণ! হে দ্বারকাবাসিন্! হে বিশ্বভাবন!
হে মহাযোগিন্! দুরাত্মা কৌরবগণ আমাকে যৎপরোনাস্তি
ক্লেশ দিতেছে; আমি অবসন্ন হইয়াছি। হে কৃপানিধে!
তুমি আমাকে রক্ষা না করিলে এই হতভাগিনীকে এ সঙ্কট
সময়ে আর কে রক্ষা করিবে? অনবদ্যাঙ্গী দ্রুপদতনয়া অতি-
কাতরতা সহকারে কৃপানিধান ভুবনেশ্বরকে স্মরণ করিয়া
অধোমুখে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রহিলেন। এখানে শেষশায়ী
ভগবান্ কমলাকান্ত কৃষ্ণার সকরুণ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া
প্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শয্যা হইতে উত্থিত
হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণার্থ আগমন করিতে লাগিলেন।
এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অদৃশ্যভাবে থাকিয়া নানাবিধ বস্ত্র দ্বারা
দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন
দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার মানসে যতই তাঁহার বসন
আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই নব নব বস্ত্রের আবির্ভাব হইতে
লাগিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! দুরাত্মা দুঃশাসন
যতই আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই আর
দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে পারিল না। সভাসদ্‌গণ তদ্দর্শনে
চমৎকৃত হইয়া নীচাশয় দুঃশাসনকে ভূয়োভূয়ঃ ন্যক্কার,
ধিক্কার ও নিন্দা করতঃ দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন।

ভীমতেজা ভীমসেন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া করে কর পেষণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! আমি আপনাদিগের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদ্যপি আমি যুদ্ধে বল পূর্ব্বক এই কৌরবাধম পাপমতি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্ব পুরুষগণের অবস্থা প্রাপ্ত না হই। সভাস্থ রাজমণ্ডলী ভীমসেনের ভীষণ বাক্য শ্রবণে দুঃশাসনের একান্ত কুৎসা ও ভীমসেনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া কোন মতেই তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে না পারায় ক্ষান্ত হইয়া সলজ্জভাবে উপবিষ্ট হইল। সভাসদ্গণ সকলেই তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের শরীরগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্টি করিয়া ভয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভূরি ভূরি নিন্দা করতঃ মনে মনে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর দণ্ডায়মান হইয়া সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সভ্যগণ! দ্রুপদাত্মজা আপনাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আপনারা কোন উত্তর করিতেছেন না কেন? ইহাতে যে ধর্ম্মের পীড়ন করা হইতেছে, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না? পীড়িত ব্যক্তি জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় সভায় উপস্থিত হইলে সভ্যগণের কর্ত্তব্য যে, তাহাকে যথাতথ উত্তর দান করিয়া প্রশামিত করেন। অনার্য্যগণেই ধর্ম্মানুযায়ী উত্তর প্রদানে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞানুসারে যথাবৎ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারাও কামক্রোধাদিপরিশূন্য হইয়া প্রশ্নের

যথাবিহিত মীমাংসা করিয়া দিন। বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি যথাবৎ উত্তর দানে পরাঙ্মুখ হয়, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেকের ফলভাগী হইয়া থাকেন। আর যিনি মিথ্যা করিয়া উত্তর দেন, তাঁহাকে মিথ্যাকথনজন্য সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হয়। এরূপ স্থলে পৌরাণিকেরা প্রহ্লাদ ও আঙ্গিরস মুনির দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করুন্।

দৈত্যবংশাবতংস প্রহ্লাদের এক পুত্র ছিল, তাহার নাম বিরোচন। একদা বিরোচন একটী কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার সহিত বিষম বিবাদ উপস্থিত করে। উভয়েই "আমি বড় আমি বড়" বলিয়া মহান্ বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছিল। উভয়েই এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পরিশেষে প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিয়া কহিলেন, আমাদিগের মধ্যে কে বড়? প্রহ্লাদ সুধন্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর প্রদানে ভীত হইলেন। সুধন্বা কোপে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! তুমি যদি মিথ্যা বল অথবা কিছুই না বল, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক এখনি শতধা চূর্ণ করিয়া দিবেন। প্রহ্লাদ সুধন্বার ভয়ে ভীত ও কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, তোমরা কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর; আমি ত্রিকালদর্শী ভগবান্ কশ্যপের নিকট পরামর্শ লইয়া আসি। এই বলিয়া প্রহ্লাদ মহাতেজা কশ্যপের সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সবিনয়ে সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি! আপনি কি সুর, কি অসুর সকলেরই ধর্ম্ম জানেন; আপনি আমাকে বলিয়া দিন যে, যে ব্যক্তি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না দেয়, অথবা জানিয়াও অন্যথা বলে, পরলোকে তাহার কিরূপ গতি হইয়া থাকে?

কশ্যপ কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি জানিয়াও প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দেয় অথবা যে মিথ্যা বলিয়া প্রতারিত করে, সে ব্যক্তি সহস্রসংখ্যক বারুণ পাশে সংযত হয়। প্রত্যেক সংবৎসরে তাহার এক একটী বিগলিত হইয়া থাকে। অতএব হে প্রহ্লাদ! যাহা সত্য বলিয়া জান, তুমি তাহাই বলিবে। দেখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা অপসারিত হইলে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগেরই অধর্ম্ম সঞ্চার হয়। নিন্দার কার্য্য দর্শনে যাঁহারা নিন্দা না করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অধর্ম্মের অর্দ্ধেক ফল ভোগ করিতে হয়; আর যে যে কর্ত্তৃপক্ষীয় তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য সদস্যগণের চতুর্থাংশ অধর্ম্ম সঞ্চার হইয়া থাকে। আর নিন্দার্হ ব্যক্তি যেখানে নিন্দিত হয়, তত্রস্থ প্রধান পুরুষ নিষ্পাপ হন এবং অন্যান্য সভ্যেরাও পাপপঙ্কের স্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মিথ্যাবাদী ব্যক্তির পর ও অবর একোন পঞ্চাশ ইষ্ট ও পূর্ত্ত-নামক কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বার্থভ্রষ্ট ও ঋণীর যে দুঃখ, বিধবা স্ত্রী ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির যে দুঃখ, অপুত্রা ও ব্যাঘ্রাহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসত্ত্বে স্ত্রীলোকের এবং মিথ্যাসাক্ষী কর্ত্তৃক ছলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, শাস্ত্রকারেরা এই সকল দুঃখকেই সমান বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছেন। হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও ঐ সমস্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন বা শ্রবণ অথবা ধারণা দ্বারা লোকে সাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে স্খলিত হইতে হয় না।

মহাত্মা কশ্যপের বাক্যে প্রহ্লাদ স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস বিরোচন! সুধন্বা তোমার অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ, কারণ, অঙ্গিরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং সুধন্বার মাতাও তোমার গর্ভধারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব সুধন্বাই তোমাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। সুধন্বা কহিলেন, প্রহ্লাদ! তুমি অপত্যবাৎসল্য পরিত্যাগ করিয়াও যে ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, এই জন্য আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার পুত্র শত বৎসর জীবিত থাকিবে।

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া বিদুর কহিলেন, হে সভাসদ্‌গণ! তোমরা এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে ইহা বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান দ্বারা আপনাদিগকে অধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। বিদুরের বাক্যে সভাসদ্‌গণ কেহই কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দুঃশাসন! এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন সলজ্জা বেপমানা অনাথা দ্রৌপদীকে সভাসদগণের সম্মুখেই বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুষ্প্রাজ্ঞ নরাধম দুঃশাসন! তুই এখন কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা কর। আমি কৌরবগণ-সমীপে যে প্রশ্ন করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর পাই নাই। রে পাপিষ্ঠ! তুই আমাকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করায় আমি সভাস্থ হইয়া বিচেতনাপ্রায় হইয়াছিলাম। সুতরাং আমি সভাসদ্‌গণের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ এই সভায় গুরুসম্প্রদায় কৌরবগণ বর্ত্তমান

আছেন। এক্ষণে আমি সেই সকলকে অভিবাদন করিতেছি। পূর্ব্বে যে আমি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি অপরাধিনী হইতে পারি না।

দুরাত্মা দুঃশাসন বল পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন এবং হা তাত। হা মাতঃ! বলিয়া অতিকরুণস্বরে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, হায়! পূর্ব্বে নৃপতিগণ যাহাকে কেবল স্বয়ম্বরস্থলে একবার-মাত্র অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই আমি এমনি হতভাগিনী যে, সভাস্থলে সর্ব্বজনসমক্ষে আকৃষ্যমাণা হইতেছি! হায়! পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিণীতা ও স্বগৃহে আনীতা হইয়া অবধি চন্দ্রসূর্য্য ও সমীরণও কখন যে আমাকে দর্শন করিতে পান নাই, কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা, সেই আমাকে আজ নিতান্ত অপবিত্র পাপিষ্ঠতম দুঃশাসন সভাস্থলে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বারংবার স্পর্শ করিতেছে এবং তাহাই আবার পাণ্ডবগণ ও কুলচূড়ামণি কৌরবগণ অকাতরে দর্শন করিতেছেন। বুঝিলাম, কালে সকলই সম্ভবিত হয়। আমি সদ্বংশ-জাতা স্বপতিনিরতা অবলা স্ত্রী; আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্গতি হইতে পারে? পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, কাহারও ধর্ম্মপত্নী কখনও কোন সভায় আনীত হয় নাই, শাস্ত্রেও তাহার নিষেধ আছে। আমিও পাণ্ডবগণের ধর্ম্ম-পত্নী, কৌরবগণ আমাকে সভাস্থ করিয়া পূর্ব্বপুরুষাগত সনাতন ধর্ম্ম বিধ্বংস করিল, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে কৌরবগণ! আমি ধর্ম্মরাজের সবর্ণা ভার্য্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ও বাসুদেবের সখী। আমাকে সভায় আনয়ন করায় কি আপনাদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষাগত সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট করা হইল না? এক্ষণে ক্ষিতিপালগণের নিত্যধর্ম্ম কোথায়? আমাকে দাসীই বল বা নাই বল, আমি উভয় পক্ষেই সম্মত

আছি। এই কৌরবাধম দুঃশাসন বারংবার আকর্ষণ করিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতেছে। আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হে সভাসদ্‌গণ! আপনারা আমাকে জিতাই বলুন্ বা অজিতাই বলুন্, আমি আপনাদিগের নিকটে যে প্রশ্ন করিয়াছি, আপনারা তাহার যথার্থ প্রত্যুত্তর প্রদান করুন্। আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি।

মহামতি ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম। সময়ে সময়ে নানাশাস্ত্রবিশারদ্ পণ্ডিত লোকেও তাহা সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন না। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ পুরুষ ধর্ম্মানুসারেই চলিয়া থাকেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকেও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিতে হয়। বাস্তবিক তোমার প্রশ্নের অতিসূক্ষ্মতা ও দুরবগাহতা প্রযুক্ত বিচার দ্বারা এপর্য্যন্ত কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। তবে কৌরবগণের অনির্ব্বচনীয় লোভ ও মোহ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অচিরাৎ কুরুকুল ধ্বংস হইবে। হে বৎসে! তুমি যে কুলে পরিগৃহীত হইয়াছ, সেই বংশের লোকেরা প্রাণান্ত হইলেও ধর্ম্মপথ হইতে পদমাত্রও বিচলিত হইতে পারেন না। তুমি যে এরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, ইহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্মই হইতেছে। এই দেখ, দ্রোণাদি বৃদ্ধ ধার্ম্মিকবৃন্দ গতাসুর ন্যায় নতশিরা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিন। তুমি জিতা, কি অজিতা, ইনিই তাহা অবধারণ করিয়া দেন। ইহাঁর কথাই আমাদের প্রামাণিক হইবে।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রৌপদী সভাস্থলে ব্যাধভয়ে ভীতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতেছেন দেখিয়াও সমাগত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সকলেই বিষণ্ণবদনে মৌনভাবে রহিলেন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন। এই বহুল আর্যগণসমন্বিত সভামধ্যে তাহারা একমতাবলম্বী হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন্ এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিয়া তোমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন্। তোমার কাতরতায় ও সকরুণ বিলাপে কৌরবগণ সকলেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার স্বামিগণের দুরবস্থা দর্শনে একবারে দুঃখার্ণবে নিমগ্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদের বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সত্যবাদী। তিনি যাহা বলেন, সকলেই তাহা নিঃসন্দেহ গ্রাহ্য করিবেন। এই কথায় অনেকেই দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। সকলেই একদৃষ্টে যুধিষ্ঠিরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, দেখ, ধর্ম্মরাজ কি বলেন? ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবেরই বা মত কি?

চতুর্দ্দিকস্থ হাহাকার শব্দ নিবৃত্ত হইলে ভীমবিক্রম ভীমসেন ভুজোত্তোলন করিয়া কহিলেন, যদি ধর্ম্মরাজ আমাদিগের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা অদ্য তাঁহার

করে অপরাধ কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবনের একমাত্র অধীশ্বর, যদি তিনি আপনাকে পরাজিত বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি সন্দেহ কি? যদি আমি প্রভু হইতাম, তাহা হইলে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া পাপাত্মা দুঃশাসনকে এতক্ষণ জীবিত থাকিতে হইত না। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি বলিয়াই আমার ভুজবল সকলের অপ্রত্যক্ষীভূত রহিল। আমি দর্প করিয়া বলিতেছি যে, মদীয় ভুজপঞ্জরে নিপতিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। এখনও বলিতেছি, যদি ধর্ম্মরাজ একবার কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা হইলে কেশরী যেমন ক্ষুদ্রপ্রাণী পশুগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি অবলীলাক্রমে এই কৌরবসমুদ্র আলোড়ন করিয়া পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ এখনই ধ্বংস করিয়া ফেলি। এইরূপ বলিতে বলিতে ভীমের ক্রোধানল উদ্দীপিত হইতে লাগিল দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, ভীমসেন! ক্ষান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

সূতপুত্র রাধেয় কর্ণ কহিলেন, হে শুভে! এই কৌরবসভায় সমাসীন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর এই তিন জন মাত্র সধন অর্থাৎ স্বাধীন আছেন। ইহাঁরা স্বীয় প্রভুকে দুষ্টবোধে নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা স্ব স্ব ধন বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যয় করিতে চাহেন না। আর দাস, পুত্র ও

অস্বতন্ত্রা নারী এই তিন জন অধন অর্থাৎ পরাধীন। দাসের পত্নী ও তাহার সমস্ত ধন প্রভুর অধীন। অতএব তুমি আমার পরামর্শ শ্রবণ কর। রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। হে পাঞ্চালি! পাণ্ডবগণ তোমাকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব কৌরবেরাই এক্ষণে তোমার প্রভু হইয়াছেন। সম্প্রতি তোমাকে দুরোদরমুখে পরিত্যাগ করিতে না চান্, এরূপ কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর। দেখ, ধর্ম্মরাজ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছেন; সুতরাং তুমিও দাসী হইয়াছ এবং এক্ষণে পাণ্ডবেরাও আর তোমার স্বামী নহেন। হায়! কুন্তীতনয়ের কি ঐহিক কোন বিষয়েই স্পৃহা নাই? স্বীয় পরাক্রম ও পুরুষকার কি তাঁহার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে? না সদ্বংশজাতা দ্রুপদাত্মজাকে দুরোদরমুখে পরিত্যাগ করাই তাঁহার সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে?

কর্ণের কথায় ভীমসেন ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোষকষায়িত লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হে রাজন্! আমি সূতকুলাধম কর্ণের কথায় রাগ করিতেছি না; বাস্তবিকই আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি দ্রৌপদীকে পণ না রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুর সমক্ষে আমাদিগকে এরূপ অপমানিত হইতে হইত?

ভীমসেনের কথা শেষ হইলে দুর্য্যোধন বিচেতনপ্রায় মৌনাবলম্বী যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই তোমার অনুগত ও বশীভূত; অতএব তুমিই বল, দ্রৌপদী পরাজিত কি না? ধনমদমত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরিধেয় বসন উৎকর্ষণ

পূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুল্য সুদৃঢ়, করিকর ও কদলী-বিনিন্দিত স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ হাস্য করিতে লাগিল। কোপনস্বভাব ভীমসেন দর্শনমাত্র জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজগণ-সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে সমাগত ভূপালগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যুদ্ধস্থলে যদি গদাঘাতে দুরাত্মার এই উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে আমার পিতৃগণের সহিত সলোকতা লাভ হইবেক না। বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধানল আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তখন দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁহার কলেবর হইতে রাশি রাশি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল।

ভীমের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুর কহিলেন, হে ভূপতিগণ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করি-লেন। হায়! দৈব প্রতিকূল না হইলে এ সকল অনিষ্টাপাত হইবে কেন? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবেক। হে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ! তোমরা অন্যায় দ্যূত-ক্রীড়া করিয়াছ। সভামধ্যে স্ত্রী লইয়া কে কোথায় তোমা-দিগের ন্যায় বিবাদ করিয়াছে? তোমাদিগের পূর্ব্বোপার্জ্জিত যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনষ্ট হইল সন্দেহ নাই। তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়াছ। সভামধ্যে কোন প্রকার অধর্ম্মা-নুষ্ঠান হইলে সমস্ত সভাই দূষিত হয়; তোমাদিগকে এখনও বলিতেছি, আমার উপদেশবাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যুধিষ্ঠির যদি আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে দ্রৌপদীকে বিজিতা বলিয়া তোমরা গ্রহণ করিতে পারিতে। কিন্তু ইনি অগ্রে স্বয়ং পরাজিত হইয়াছেন; অতএব কখনই দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে পারেন না। আমি সেই জন্যই বলিতেছি, তোমরা গান্ধাররাজের কথায় উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না।

বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা কর। ইহাঁরা যাহা বলিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। যদি ইহাঁরা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলেই তোমার দাসীত্বমোচন হইবেক। মহাবাহু অর্জ্জুন শুনিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের অধীশ্বর ছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং পরাজিত হইয়া কাহাদিগের প্রভু হইয়াছেন, তাহা সভাস্থ সকলেই বিবেচনা করুন্।

পরস্পরের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমন সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র গৃহে গোমায়ু চীৎকার করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে গর্দ্দভ ও ভয়াবহ পক্ষিগণ স্ব স্ব স্বরমোচন করিয়া বিকটাকার শব্দ করিতে লাগিল। তত্ত্ববিৎ বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধগণ "স্বস্তি স্বস্তি" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলেই ভীত ও কম্পিতকলেবর হইয়া ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সমস্ত বর্ণন করিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, রে দুর্বিনীত কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন! তোর মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। তুই একবারে উৎসন্ন হইলি। হায়! তোর কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, যেহেতু তুই কুরুকুলকামিনী বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে ইতর নারীর ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছিস্। প্রজ্ঞাবান্ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ নানাপ্রকার তিরস্কার করিয়া জ্ঞাননেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক গম্ভীরভাবে সমস্ত বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা ও দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার সমস্ত পুত্রবধূ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বী। অত-

এব তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! যদি অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহা হইলে এই বর প্রদান করুন্ যে, ধর্ম্মরাজ শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন্। আপনার পুত্রগণ ঐ মহাত্মাকে যেন আর দাস না বলেন এবং আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়; কারণ, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। অতএব উহার দাসপুত্রতা নিতান্ত অবিধেয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি আর একটী বর প্রার্থনা কর। কারণ, তুমি একমাত্র বরের উপযুক্তা নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! সরথ ও সশরাসন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক্। ধৃতরাষ্ট্র পুনর্ব্বার "তথাস্তু বলিয়া" কহিলেন, হে শুভে! এক্ষণে তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। আমি তাহাও অকাতরে প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছি। কারণ, পূর্ব্বোক্ত দুই বর দ্বারা তোমার উপযুক্ত সৎকার করা হয় নাই; তুমি সদ্বংশজাতা ও ধর্ম্মচারিণী; বিশেষতঃ আমার সমস্ত পুত্রবধূ অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠা। সুমুখী দ্রৌপদী কহিলেন, ভগবন্! লোভেই পাপ এবং পাপেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়। অতএব আমি বর প্রার্থনা করিতে পারি না। আমি তৃতীয় বরের উপযুক্ত নহি। শাস্ত্রে লিখিত আছে, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। আমার স্বামিগণ দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে পুণ্য ও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি আর কোন বর লইতে ইচ্ছা করি না।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, আমরা যে সমস্ত অলোকসামান্যরূপলাবণ্যবতী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীলোকেরই এতাদৃশী কীর্ত্তি শ্রবণ করি নাই। দেখ, ইতিপূর্ব্বে কি কৌরবগণ, কি পাণ্ডবগণ, কি সভাসদ্‌গণ সকলেই যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী সকল ক্রোধের শান্তি করিয়া পাণ্ডবদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ইহাঁরা তরঙ্গাকুল দুস্তর জলধিজলে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী স্বরূপ হইয়া ইহাঁদিগকে পার প্রাপ্ত করিলেন।

মহাবলশালী ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আন্তরিক ক্লেশ অনুভব পূর্ব্বক বারংবার বলিতে লাগিলেন, "হায়! স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হইল।" অনন্তর অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবল কহিয়াছেন, পুরুষ গতাসু হইলে, যদি অপবিত্র এবং জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে পুত্র, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই জ্যোতিস্ত্রিতয় তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক অভিমৃষ্ট হওয়াতে, ইহাঁর গর্ভজাত অপত্যও অপবিত্র হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল। অর্জ্জুন কহিলেন, নীচবংশীয়েরা ভালই বলুক্ আর মন্দই বলুক্, সদ্বংশোদ্ভব ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য করেন না। সৎকার্য্যের অনুশীলনই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈরাচরণকে তাঁহারা কখনই মনোমধ্যে উদিত হইতে দেন না।

ভীম অর্জ্জুনের বাক্যে সম্যক্ শান্তি লাভ করিতে না

পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের যে সকল শত্রুগণ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে এই সভাতেই অথবা অন্যত্র লইয়া গিয়া সমূলে নির্ম্মূল করি; অথবা কালবিলম্ব ও বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া তাহাদিগকে এই খানেই কৃতান্তের হস্তে সমর্পণ করি; আপনি নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবী শাসন করুন্। ভীম এইরূপ কহিয়া অগ্রজগণের সহিত মৃগসমাজবিরাজিত কেশরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়া ভীমসেন অতিকষ্টে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া, অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার নাসা কর্ণ প্রভৃতি শরীররন্ধ্র হইতে সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত এবং মুখমণ্ডলে যুগান্তকালীন কৃতান্তের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে কোপাবেগ সংবরণ করিতে অনুমতি করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! অনুমতি করুন্, এক্ষণে আমরা কি করিব। আপনি আমাদিগের পরম পূজনীয়; আমরা চিরকাল আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি এবং এখনও আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ

হউক্; তোমরা স্বরাজ্যে প্রতিগমন কর। আমি অনুমতি করিতেছি, তোমরা সমস্ত ধন লইয়া স্বকীয় রাজ্য শাসন কর। হে ধর্ম্মপরায়ণ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বিশিষ্টরূপ অবগত আছ। তুমি বিজ্ঞ ও বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাক। বৎস! তুমি বুদ্ধিমান্; যে খানে বুদ্ধি, সেই খানেই ক্ষমা; অতএব তুমি ক্ষমাবলম্বন কর। দেখ, দৃঢ় কাষ্ঠেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, প্রস্তর কখনই শস্ত্রপাতের লক্ষ্য হয় না। যাঁহারা শত্রুতা কাহাকে বলে অবগত নহেন এবং সমস্ত দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণভাগমাত্র গ্রহণ করিয়া কদাপি কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহারা মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। তাঁহারা অরাতিকৃত বৈরাচরণ বিস্মরণ পূর্ব্বক কেবল তৎকৃত সৎকার্য্যেরই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনই শত্রুকৃত বৈরাচরণের প্রতীকার করিতে অভিলাষ করেন না। বিবাদস্থলে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। মধ্যমশ্রেণীস্থ লোকেরা কঠোর বাক্যে পরুষভাষীর সহিত প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন। কিন্তু ধৈর্য্যশালী সৎপুরুষেরা সর্ব্বদা কেবল সৎকার্য্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন; পরুষভাষীর কথা ভ্রমেও স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে দেন না। সদাশয় ব্যক্তি সকলেরই প্রিয়দর্শন হইয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও কাহার অমর্য্যাদা করেন না। বৎস! তুমিও সদাচরণ করিয়া আপনার সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছ। অতএব নরাধম দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর বাক্য মনে করিও না এবং নিজগুণে তোমার জননী গান্ধারী ও আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিও। দ্যূতক্রীড়ায় আমার সম্পূর্ণ অনভিমত ছিল। কেবল মিত্রগণের পরীক্ষা ও আমার পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার জন্যই ইহার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। হে তাত! তুমি শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রকোবিৎ বিদুর মন্ত্রী থাকিতে, কৌরবেরা কোন

মতেই শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, ভীমসেনে পরাক্রম, নকুলে পবিত্রতা এবং সহদেবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। অতএব বৎস! সর্ব্বথা তোমারি কল্যাণ হইবে। এক্ষণে তুমি সুস্থ মনে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিয়া, সৌভ্রাত্রসুখে ও ধর্ম্মোপার্জ্জনে লিপ্ত থাকিয়া প্রজা-পালন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভরতকুলতিলক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, সকলের সহিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ করিয়া, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্যূতপর্ব্ব সমাপ্ত।

অনুদ্যূতপর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাবাহু পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে ইন্দ্র-প্রস্থে প্রস্থান করিলে, দুর্য্যোধনাদির মন কিরূপ হইল, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন্।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! পাণ্ডবেরা ধীমান ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, দুঃশাসন ত্বরিতপদে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া,

নিতান্ত দুঃখিত বচনে কহিল, হে মহারথ! আমরা এপর্য্যন্ত এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে সমস্ত ধনরত্ন উপার্জ্জন করিলাম, বৃদ্ধরাজ তৎসমুদয় নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। জয়লব্ধ অধিকাংশ সামগ্রীই শত্রুদিগের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা হয়, করুন্।

দুঃশাসনপ্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবগণের উপর অভিমান প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রুতপদে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীত বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবগুরু বৃহস্পতি অমররাজ ইন্দ্রকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বোধ করি, আপনি তাহা অবগত নহেন। হে অরিন্দম! যাহারা ছলে, বলে অথবা কৌশল পূর্ব্বক অহিতাচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে যে কোন উপায়ে নিহত করা কর্ত্তব্য। পাণ্ডবেরা সম্প্রতি যুদ্ধ ও বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার অহিতাচরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে; অতএব যদি আমরা তাহাদের লব্ধধন দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিয়া, তাঁহাদিগকে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত করি; তাহা হইলে আমাদিগের ক্ষতি কি? দেখুন্, দংশনোদ্যত ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গকে কণ্ঠে, ক্রোড়ে বা পৃষ্ঠে করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পাণ্ডবেরা ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আপনার বংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে সন্দেহ নাই। শুনিলাম, তাহারা রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করতঃ সৈন্য সংগ্রহ করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধারণ করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে; বৃকোদর রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইয়া ঘন ঘন গুর্ব্বী গদা উন্নত করিতেছে। নকুল ও সহদেব এবং ধর্ম্মরাজ খড়্গ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ইঙ্গিত

করিতেছে। ইহারা সকলেই হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকগণকে সংহার পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এক বার তাহাদিগের অপকার করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা আর আমাদিগকে ক্ষমা করিবে কেন? কোন্ ব্যক্তি সভামধ্যে দ্রৌপদীর তাদৃশ পরাভব সহ্য করিতে পারে? অতএব মহারাজ! আমাদের ইচ্ছা বনবাস পণ রাখিয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত পাশক্রীড়া করি। এই বার পরাজিত হইলেই আমরা পাণ্ডবগণকে নিরুত্তর করিয়া রাখিতে পারিব। কারণ, দ্যূতে বিনির্জ্জিত হইলে, উভয়ের অন্যতর পক্ষ বল্কলাজিন পরিগ্রহ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনগমন এবং দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে, আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে থাকিয়া পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে। যদি শেষ বর্ষে অজ্ঞাত বাস প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পরিজন সমভিব্যাহারে আবার ঐরূপ বনবাস করিতে হইবেক। অতএব আপনি দ্যূতে অনুমতি প্রদান করুন্। ফলতঃ দ্যূতক্রীড়া ব্যতীত পরিত্রাণের উপায়ান্তর দেখিতেছি না। অতএব পাণ্ডবদিগকে অক্ষনিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবেক। শকুনি এবিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা নিঃসন্দেহই পরাজিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ এই রূপ অনুপস্থিত থাকিলে, আমরা স্বরাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া অন্যান্য রাজগণের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিয়া, সৈন্যগণকে প্রভূত অর্থ দান দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিব। পরে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদিগকে সহায়হীন বলিয়া আপনাপনিই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব হে অরিন্দম! এ বিষয়ে আপনার প্রবৃত্তি হউক্। কারণ, ইহাতে আপনার পুত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সম্ভাবনা; অন্যথা আপনি সবংশে বিনষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস!

তবে পাণ্ডবগণকে ত্বরায় আহ্বান ও প্রত্যানয়ন করিয়া, অবিলম্বে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিবাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, বিদুর, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম ও বিকর্ণ সকলেই কহিলেন, মহারাজ! আর দ্যূতক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই; সর্ব্বত্র শান্তিসঞ্চার হউক্। কিন্তু পুত্রবৎসল বৃদ্ধরাজ, অর্থদর্শী যাবতীয় সুহৃদ্গণের অনুরোধবাক্য অবহেলন করিয়া, পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে অনুমতি দিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর শোকবিহ্বলা ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইয়াই যখন গর্দ্দভের ন্যায় বিকটাকার চীৎকার করিয়াছিল, তখন মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, এই হতভাগ্য শিশুকে ত্বরায় বিনষ্ট করিয়া ফেল। কারণ, কালসহকারে এই কুলাঙ্গার সমস্ত কুরুকুলের ধ্বংসকারী হইবেক। অতএব হে ভারত! আপনি বিদুরের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা পায়, তাহার উপায় দেখুন্। দুর্ব্বিনীত ও নরাধম দুর্য্যোধনের অনুনয়ে সম্মতি প্রদান করিয়া, কোন মতেই এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না। সমুদ্র একবার বদ্ধ হইলে, কে তাহাকে উন্মুক্ত করিতে চায়? নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিকেই বা কোন্ ব্যক্তি প্রজ্বলিত করিয়া থাকে? আপনি কি জন্য শান্তস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কুপিত

করিবেন ? হে মহারাজ ! আপনি সকলই জানেন। তথাপি আমি আপনাকে কয়েকটী বিষয় স্মরণ করিয়া দিতেছি। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি শাস্ত্রালোচনা করিলেও, সদসদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। বালস্বভাবসম্পন্ন লোকের হৃদয়ে কখনই বৃদ্ধভাবের আবির্ভাব হয় না। যাহা হউক্, আপনার পুত্রেরা আপনার শাসনাধীন থাকিয়া যেন ভগ্নমনা হইয়া দিগ্দিগন্তে প্রস্থান না করে। আপনি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বংশাপসদ দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন্। আপনি তৎকালে অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া, বিদুরের বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক যে দুর্য্যোধনের এপর্য্যন্ত লালন পালন করিয়াছেন। সেই কুলাঙ্গার এক্ষণে বংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম ও মন্ত্রিবর্গের উপদেশানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধিপ্রাখর্য্য জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃতই থাকে ; কাহারও কুপরামর্শের বশীভূত হইয়া যেন প্রমাদযুক্ত না হয়। ভাবিয়া দেখুন্, কত কষ্টে ও কিরূপ ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা রাজলক্ষ্মী লব্ধ হইয়া থাকেন ; কিন্তু অতি সামান্য দোষেই হস্তবহির্ভূত হইয়া যান। অতএব যিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকেন, তাঁহার রাজলক্ষ্মী পুত্রপৌত্রগামিনী হন সন্দেহ নাই। ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী গান্ধারীর কথায় উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! যদি বংশক্ষয় হয়, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। পুত্রগণ যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, আমি তাহাতে বাধা দিতে পারিব না। পাণ্ডবগণ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউন্।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, বহুদূরগত পৃথাপুত্রদিগকে আহ্বান করিবার জন্য প্রাতিকামীকে আদেশ করিলেন। প্রাতিকামী আজ্ঞামাত্র দ্রুতপদে পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ধর্ম্মরাজ! পুনর্ব্বার সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৃদ্ধরাজ আপনাকে পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দৈব বশতঃ যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবেক না। কালচক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কালসহকারে সকলেরই শুভাশুভ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবেক। যদি বৃদ্ধরাজ পুনর্ব্বার দ্যূতে আহ্বান করিয়া থাকেন, চল এখনই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছি। দ্যূতক্রীড়া বিনাশকর জানিয়াও আমি গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! বিপদ্‌কালে লোকের প্রায়ই বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্র কি জন্য স্বর্ণমৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। তাঁহার কি বোধ হইল না যে, জীবের হেমময় কলেবর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে? যাহা হউক, যুধিষ্ঠির প্রাতিকামীকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত সভাপ্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় সভাপ্রবেশ করিতে দেখিয়া সুহৃন্মাত্রেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি দৈব এক দিনে সর্ব্বলোক সংহার

করিবার জন্য পাণ্ডবগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

এ দিকে কপটচারী দ্যূতনিপুণ শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! বৃদ্ধরাজ আপনাদিগকে যে ধন প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে; সম্প্রতি এক মহাধন পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে হইবেক। সে পণ এইরূপে অবধারিত হইয়াছে। যদি আমরা তোমাদিগের নিকট পরাজিত হই, তাহা হইলে বল্কলাজিন পরিধান পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের জন্য মহাবনে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশ বৎসরে সমস্ত বৎসর নিভৃত থাকিয়া তোমাদিগের অজ্ঞাতে থাকিব; যদি সেই অজ্ঞাত বাস প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আবার দ্বাদশ বৎসর এইরূপে যাপন করিতে হইবেক; আর যদি তোমরা আমাদিগের নিকট পরাজিত হও, তাহা হইলে তোমাদিগকেও ঐ রূপ আচরণ করিতে হইবেক। এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে, পুনর্ব্বার দুই পক্ষের একপক্ষ সমগ্র সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারিবে। হে যুধিষ্ঠির! আইস, আমরা এইরূপ পণ রাখিয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়া করি।

সভাসদ্‌গণ শকুনির প্রতারণাবাক্যের মর্ম্ম বোধ করিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; হে বন্ধু-বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্। তোমরা কেহই ধর্ম্মরাজকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিতেছ না কেন? বোধ করি, পরিণামে কি হইবে, এখনও তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির এইরূপে বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধ অবহেলন পূর্ব্বক লজ্জা ও ধর্ম্মসংযোগ বশতঃ পুনর্ব্বার দ্যূতে আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এত দিনে কৌরবগণ সবংশে ধ্বংস হইল। অনন্তর শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শকুনে! মদ্বিধ ব্যক্তি-

গণ দ্যূতে আহূত হইলে কোন মতেই পরাঙ্মুখ হইতে পারেন না। অতএব আইস, আমি ক্রীড়া করিতে প্রস্তুত আছি। শকুনি কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, হস্তী, হিরণ্যকাদি বিবিধ রত্ন, দাস ও দাসীগণ, সমস্ত সাম্রাজ্য এবং কোষ এই সমস্ত একত্রে একটী পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব। পরাজিত হইলে উভয়ের এক পক্ষকে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে থাকিয়া, পরে এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে কাল যাপন করিতে হইবেক। আসুন, এক্ষণে এই পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। অনন্তর যুধিষ্ঠির অঙ্গীকার করিয়াছেন দেখিয়া শকুনি অক্ষগ্রহ পূর্ব্বক বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার জয় হইল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা এইরূপে দ্যূতে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া, বনবাসার্থ কৃতসংকল্প হইলেন এবং রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কলাজিন পরিগ্রহ করিলেন। পাণ্ডবেরা বনবাসার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন দেখিয়া দুঃশাসন কহিতে লাগিল, এক্ষণে দুর্য্যোধনই একমাত্র অধিপতি হইলেন; পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়া, যার পর নাই দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। হায়! এত দিনে পাণ্ডবগণ অনন্ত নরকে নিপতিত হইল। এক্ষণে তাহারা শ্রীভ্রষ্ট ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে উপহাস করিয়াছিল,

তাহারাই এক্ষণে কালসহকারে রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনবাসে প্রস্থিত হইতেছে। উহাদিগের অঙ্গ হইতে মহামূল্য পরিচ্ছদ সকল ও অস্ত্রশস্ত্র সকল বলপূর্ব্বক উন্মোচিত করিয়া, প্রতিজ্ঞানুসারে চর্ম্ম ও বল্কলাদি পরাইয়া দাও। পূর্ব্বে এই পাণ্ডবেরা "কেহই আমাদের সমকক্ষ নহে" বলিয়া যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, এক্ষণে বল্কলাজিন পরিধান পূর্ব্বক সহায় ও বন্ধুবান্ধব এবং বীর্য্যবিহীন হইয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক কি, রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ইহাদের যে তেজোময়ী কান্তি উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে অজিনোত্তরীয় ধারণ করিয়া তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এখন ইহাদিগকে দেখিলে মৃগয়ালব্ধফলমূলাহারী অসভ্য বন্যজাতীয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। সোমবংশীয় যজ্ঞসেন কি দেখিয়া পাঞ্চালীকে পাণ্ডবগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন? ইহাদিগের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই; ইহারা নিঃসন্দেহই ক্লীব। অয়ি পাঞ্চালরাজতনয়ে! তুমি কি জন্য এই বল্কলাজিনধারী কাপুরুষ পাণ্ডবগণের অনুগামিনী হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছ? এই সভামধ্যে তোমার যাহাকে অভিরুচি হয়, পতিত্বে বরণ করিয়া, ঐশ্বর্য্যভোগে যত্নবতী হও। শস্যহীন তিল ও চর্ম্মময় মৃগ যেমন নিষ্প্রয়োজন হইয়া থাকে; পাণ্ডবেরাও এক্ষণে সেই রূপ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। অতএব তুমি কিজন্য সেই অকিঞ্চিৎকর পাণ্ডবগণের উপাসনা করিয়া অনর্থক ক্লেশভাগিনী হইবে?

দুরাত্মা দুঃশাসনের এইরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমবিক্রম ভীমসেন ক্রোধে একবারে অধৈর্য্যপ্রায় হইয়া হিমাচলের গুহাশায়ী কেশরী যেমন শৃগালের নিকট উপস্থিত হয়, সেই রূপ দুঃশাসনসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, গম্ভীরস্বরে কহিলেন, অরে হতভাগ্য ক্রূর! তুই যে শকুনির প্ররোচনায় অসম্বদ্ধপ্রলাপ করিতেছিস, যুদ্ধস্থলে সমুচিত

প্রতিফল দিয়া সেই সমস্তই তোর স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া দিব এবং যাহাদিগের সহায়তায় তুই এই দর্প করিতেছিস্ তাহা-দিগকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ভীমসেন ধর্ম্মানু-রোধে তৎকালে তাহার কোন প্রতীকার না করিয়া, কেবল বাক্য দ্বারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। দুষ্টমতি দুঃশাসন নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া "অরে গরু" "অরে গরু" বলিয়া পুনঃ পুনঃ উপহাস করতঃ নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল। ভীমসেন ক্রোধে অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন, রে মূঢ় নরাধম দুঃশাসন! প্রতারণা দ্বারা জয় লাভ করিয়া তোর এত অহঙ্কার কেন? তুই যেমন মদগর্ব্বে একান্ত অন্ধ হইয়া যথেচ্ছ প্রলাপ বাক্য বলিতেছিস্, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সংগ্রামস্থলে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব। হে শ্রোতৃবর্গ! যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার পাইতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার পিতৃলোকের সহিত সমান গতি না হয়। আমি আরও বলিতেছি যে, যুদ্ধে ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিধন করিয়া শান্তি লাভ করিব।

অনন্তর পাণ্ডবেরা সভা হইতে নির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে মন্দমতি দুর্য্যোধন কেশরীবিক্রম ভীমসেনের গতির অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিল। কোপনস্বভাব ভীমসেন ধর্ম্মপাশ আশু দুশ্ছেদ্য ভাবিয়া এই মাত্র বলিলেন, রে মূঢ়! মনে করিস্ না যে, এইরূপ করিয়াই চরিতার্থ হইলি। আমি তোরে সসহায় ও সবান্ধবে নিহত করিবার পূর্ব্বে এই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দিয়া শীঘ্রই ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। আমি এই সভামধ্যে মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিতেছি যে, পরম্পরা যুদ্ধঘটনা হইলে, দেব-তারা অবশ্যই আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন;

আমি স্বয়ং পাপমতি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে ও সহদেব কপটচারী শকুনিকে নিহত করিবেন অধিক কি, গদাযুদ্ধে এই দুর্ম্মতি দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া পদতলে ইহার মস্তক অবনমিত এবং উপহাসরসিক দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! সাধুদিগের অধ্যবসায় কথায় বলিবার নহে; অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে, সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন। ভীমসেন কহিলেন, তখন বসুন্ধরা, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই দুষ্টচতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! আমি হিংসাদ্বেষপরবশ আত্মশ্লাঘাসম্পন্ন দুরাত্মা কর্ণকে নিহত করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব এবং আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান জন্য আমি শর দ্বারা কর্ণকে নিহত করিব। যাঁহারা ভ্রমপ্রমাদবশতঃ আমার বিরুদ্ধে কর্ণের সহায়তা করিবেন, তাঁহাদিগকেও কৃতান্তসদনে প্রেরণ করিব। যদি হিমাচল স্থানভ্রষ্ট ও রশ্মিমালী নিষ্প্রভ হন্ অথবা শীতরশ্মির শীতলতা অপগত হয়, তত্রাচ আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে যদি দুর্য্যোধন আমাদিগকে সৎকার করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সকল ঘটনা ঘটিবে।

অর্জ্জুন নিরস্ত হইলে, সহদেব শকুনির বধসাধনাভিলাষী হইয়া, ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, রে গান্ধারযশোহর মূঢ়! তুমি যাহাদিগকে অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহারা বাস্তবিক অক্ষ নহে; শাণিত শর। রণস্থলে তুমি ইহাদিগকে বরণ করিয়াছ। ভীমসেন তোরে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমি অবশ্যই তাহা সম্পা-

দন করিব। রে ক্রূর! তুই যদি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিস্, তাহা হইলে ভীমসেনের প্রিয় কামনার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যুদ্ধস্থলে তোরে ও তোর বন্ধুবান্ধবদিগকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞাপণ হইতে মুক্ত হইব।

সহদেববাক্য সমাপ্ত হইলে, নকুল কহিলেন, যে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা দ্যূতপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনের সহায়তা করিয়া, দ্রৌপদীর প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কালপ্রেরিত মরণাভিলাষী সেই দুরাত্মাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক অচির কাল মধ্যে পৃথিবীকে ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রতিপালন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ভরতবংশীয় সমস্ত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় লইতেছি, হে বৃদ্ধপিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও অন্যান্য সভাসদ্গণ! আমি আপনাদিগের নিকট সম্প্রতি বিদায় গ্রহণ করিতেছি, পুনর্ব্বার আসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের কথায় সকলেই লজ্জা-বনতমুখে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না; কিন্তু সকলেই মনে মনে তাঁহার কল্যাণ

কামনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, আর্য্যা কুন্তী রাজনন্দিনীও চিরকাল সুখসেবিতা হইয়াছেন। বিশেষতঃ এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছেন। অতএব এ অবস্থায় তাঁহার বনে বনে ভ্রমণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। তোমরা অনুমোদন কর, তিনি আর্য্যার ন্যায় সৎকৃতা হইয়া আমার ভবনে অবস্থান করুন্। পাণ্ডবগণ কহিলেন, হে অনঘ! আপনি আমাদিগের পিতৃকল্প পিতৃব্য, সুতরাং গুরুর ন্যায় পরম পূজনীয়। আপনি আমাদিগের একমাত্র আশ্রয় স্থান। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য পক্ষে পরিগণিত হইবেক। হে প্রাজ্ঞ! যদি কর্ত্তব্য বোধে আমাদিগকে আর কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন, বলুন্, আমরা তাহাও প্রতিপালন করিব। বিদুর কহিলেন, হে ভরতবংশচূড়ামণি! অধর্ম্ম দ্বারা প্রতারিত বা পরাজিত হইয়া কেহই ব্যথিত হয় নাই। তুমি ধর্ম্মের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় বিজেতা; ভীম অরাতিকুলবিমর্দ্দন; নকুল অর্থসংগ্রহী; সহদেব সংযমী, ধৌম্য ব্রহ্মবিৎ এবং পতিব্রতা দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। অতএব তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয় ও প্রিয়দর্শন এবং সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত। শত্রুগণ তোমাদিগের সৌহার্দ্দবিচ্ছেদে সমর্থ নহে। হে ভারত! তোমার সমাধি অশেষক্ষেমাস্পদীভূত; শক্রসদৃশ শত্রুও উহাকে উপহাস করিতে পারে না। পূর্ব্বে হিমাচলে মেরুসাবর্ণি, বারণাবতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভৃগুতুঙ্গে পরশুরাম এবং দৃষদ্বতী নদীতীরে ভগবান্ শম্ভু তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। তুমি অঞ্জনপর্ব্বতে মহর্ষি অসিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ এবং কল্মাষীনদীতীরস্থ ভৃগুরও শিষ্য হইয়াছ। দেবর্ষি নারদ সর্ব্ববিষয়ে তোমার পরিপ্রেক্ষক এবং ধৌম্য তোমার পৌরহিত্যে নিরত আছেন। হে পাণ্ডব! সংগ্রামস্থলে ঋষিপ্রশংসিত স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ করিও না।

বুদ্ধিতে পুরুরবা, ধর্ম্মাচরণে ঋষিগণ, সন্তোষে দেবরাজ, সামর্থ্যে ভূপতিগণ, এবং ক্রোধসংবরণে যম তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন! অধিক কি, বদান্যতায় কুবের, সংযমে বরুণ, ক্ষমায় পৃথিবী, তেজে সূর্য্য ও বলে পবনকে পরাভূত করিয়াছ। কুলদেবতারা সর্ব্বথা তোমাদিগের কল্যাণ করুন্। বৎস! তোমরা নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও; পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবেক। কৌন্তেয়! তুমি কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্যক্ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছ। অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অধ্যবসায়সহকারে তাহা অবিকল সম্পাদন করিবে।

সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির বিদুর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন দেখিয়া, পাঞ্চালী বিষণ্ণমনে যশস্বিনী কুন্তীসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য প্রমদাগণকে যথাবিহিত বন্দনা সম্ভাষণাদি করিয়া পতিগণের অনুগমনে উদ্যত হইলে পর পাণ্ডবগণের অন্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। কুন্তীদেবী দ্রৌপদীকে গমনোদ্যত দেখিয়া, শোকে একান্ত বিহ্বল ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কোন মতেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অতিকষ্টে কহিলেন, বৎসে! দুঃখ উপস্থিত

হইয়াছে বলিয়া শোকে একান্ত অভিভূত হইও না। তুমি সাধ্বী, সুশীলা ও পতিপরায়ণা। কুলদেবতারা তোমার কল্যাণ করিবেন। তুমি ধর্ম্মাভিজ্ঞ ও সদাচারবতী। তোমার গুণে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল এককালে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে বলিয়া দেওয়া বাহুল্যমাত্র। দেখ, বৎসে! কৌরবগণের কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য বলেই তাঁহারা তোমার কোপানলে এখনও ভস্মীভূত হইতেছে না। হে অনঘে! আমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গলকামনা করিতেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে পতিগণের অনুগামিনী হও; পথিমধ্যে তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না। ভবিতব্যের দ্বার কেহই রোধ করিতে পারে না, বুদ্ধিমতী স্ত্রীমাত্রেই তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বৎসে! তুমিও সেই বিবেচনায় সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া পতিগণের মঙ্গলচিন্তায় কাল যাপন করিবে। উপস্থিত হীনদশা স্মরণ করিয়া আত্মাকে ক্লেশ দিও না। গুরুজন ও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তুমি অচির কাল মধ্যেই শ্রেয়োলাভ করিবে সন্দেহ নাই। বাছা! তোমাকে অধিক আর কি বলিয়া দিব। দেখিও, সহদেব অত্যন্ত বালক; অতএব তুমি সর্ব্বদাই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। সহদেব দুরবস্থাপন্ন বলিয়া যেন কোন মতেই বিষণ্ণ না হয়।

ঋতুমতী সুতরাং শোণিতবসনা, দ্রৌপদী "যে আজ্ঞা" বলিয়া আলুলায়িতকেশে মলিনবেশে বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে করিতে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে বহির্গত হইলেন দেখিয়া, শোকবিধুরা কুন্তী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পাণ্ডবগণ হীনবেশে অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন। শত্রুগণ রাজকীয় সমস্ত বসনভূষণ হরণ করিয়া লইয়াছে। তাঁহারাও রুরুচর্ম্ম পরিধান

পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অবনতবদনে রহিয়াছেন। শত্রুবর্গের আনন্দের পরিসীমা নাই। তাহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শোকে বন্ধুবান্ধবগণের কণ্ঠরোধ হইয়াছে; তাঁহারা "হায়! কি হইল!" বলিয়া রোদন করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রগণকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া শোকে একবারে অধীরা হইয়া উঠিলেন; নেত্রযুগল হইতে বেগে অবিরল বারিধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে পুত্রগণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বারংবার তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকপ্রবাহ ক্রমশঃই উচ্ছলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; কহিলেন, হায়! কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত। যাঁহারা ভ্রমেও কখন অধর্ম্ম-পথে পদার্পণ করেন না, সর্ব্বদা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের আলোচনায় কাল যাপন করিয়া থাকেন; অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে দেবার্চ্চনা ও গুরুগণের পূজা করিয়া থাকেন, উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রগণের অগ্রগণ্য সেই পাণ্ডবগণের এতাদৃশী দুর্দ্দশা কেন হইল? হায়! এক্ষণে কাহার দোষ দিব? আমি নিতান্ত হতভাগিনী ও পাপকারিণী বলিয়াই আমার ভাগ্যক্রমে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। হা রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? হা বৎসগণ! তোমরা কি জন্য এই মন্দভাগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? তোমরা গুণী ও জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য হইলেও এই হতভাগিনীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া তোমাদিগকে এত ক্লেশ পাইতে হইল। হা তাত! হা মাতঃ! তোমরা স্বর্গে গমন করিয়াছ, সুখে আছ, তোমরা এই হতভাগিনীর ক্লেশের কিছুই জানিতে পারিতেছ না। হা বৎসগণ! তোমরা অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া কি রূপে বনস্থলীতে নিতান্ত হীনবীর্য্যের ন্যায়

কাল যাপন করিবে? হা পুত্রগণ! তোমরা রাজকীয় পর্য্যঙ্কে শয়ান হইয়াও নিদ্রিত হইতে পারিতে না, কিন্তু এক্ষণে শয্যাবিহীন তৃণপূর্ণ অবনীতে কি রূপে নিদ্রিত হইবে? হায়! যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, তোমাদিগকে অরণ্যে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে, পাণ্ডুর মরণান্তে কখনই ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিতাম না। বৎস! তোমাদিগের পিতাই ধন্য; কারণ, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। আর স্বর্গারূঢ়া সেই মাদ্রীও ধন্য; কারণ, তাঁহাকেও এই অভাগিনীর ন্যায় অসহ্য ক্লেশ ও অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে না। আমি অত্যন্ত হতভাগিনী ও পাপকারিণী; আমার জীবনে ধিক্। আ! পূর্ব্বজন্মে আমি যে কত মহাপাতক করিয়াছিলাম বলিতে পারি না; এক্ষণে সেই সমুদয়ের ফল ভোগ হইতেছে। এখনও যে আমাকে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বিধাতা আমার অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ লিখিয়া থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক্, হে পুত্রগণ! আমি কত কষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়া পরিশেষে লালনপালন করিবার জন্য কতই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে তোমরা এই হতভাগিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? আমি তোমাদিগের অনুসরণ করিব; তোমাদিগকে বিদায় দিয়া কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। হা বৎসে দ্রৌপদি! তুমিও কি এই হতভাগিনী পাপকারিণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? বৎসে! পুত্রগণ অবাধ্যের ন্যায় বনে গমন করে করুক্, তাহারা কষ্টে সৃষ্টে ক্লেশ সহ্য করিলেও করিতে পারিবে। তুমি রাজনন্দিনী, কখনই ক্লেশের লেশমাত্রও সহ্য কর নাই, অতএব বৎসে! তুমি আমার কথা রাখ। পাণ্ডবগণের অনুসরণ করিও না। তুমি আমার নিকট থাকিবে, আমি তোমাকে সর্ব্বদাই অঙ্কে রাখিয়া সকল ক্লেশ

দূর করিব। অথবা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রগণ বনে গমন করিতেছে এবং তুমি আবার তাঁহাদিগেরও প্রাণাধিকা; তুমি সহগামিনী হইলে বনে অবশ্যই পরস্পর পরস্পরের দুঃখাপনয়ন করিতে পারিবে। তবে কি জন্য তোমাকে পতিসহগামিনী হইতে বাধা দিতেছি? আমিই নিতান্ত মন্দভাগিনী; অতএব আমিই একাকিনী সকল ক্লেশ সহ্য করিব। আমারই অদৃষ্টক্রমে বিধাতা এই খেলা খেলিতেছেন। হা হতবিধে! তোমার মনে এই ছিল, আমি ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না। না জানি অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে, তাই এখনও জীবিত রহিয়াছি। হে বিপদ্‌ভঞ্জন দয়াময় কৃষ্ণ! তুমি কোথায় আছ? শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। ঠাকুর! তুমি রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে? হে প্রভো! অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছি বলিয়া তোমাকে বারংবার সম্বোধন করিতেছি; অতএব দেখিও যেন তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক না হয়। পাণ্ডবেরা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ। অধর্ম্মের ছন্দাংশেও থাকে না। তাঁহাদিগকে দুঃখ দেওয়া তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। একবার কৃপাদৃষ্টিতে তাহাদিগের প্রতি অবলোকন কর। হে ভীষ্ম! দ্রোণ! কৃপাচার্য্য! তোমরা বর্ত্তমান থাকিতে এমন বিপদ্ কেন উপস্থিত হইল? হা মহারাজ পাণ্ডো! তোমার পুত্রগণের কি দশা হইতেছে, তুমি কিছুই জানিতেছ না। বিপক্ষেরা তোমার নিরপরাধী পুত্রগণকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিতেছে। বৎস সহদেব! তুমি নিবৃত্ত হও; কুপুত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। ধাছা! তোমাকে না দেখিলে, আমি এক দণ্ডও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা গমন করুন। তুমি এই খানে থাকিয়া আমার জীবন রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে।

পুত্রবৎসলা কুন্তী এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বনপ্রস্থান করিলেন। মহামতি বিদুর শোকোপহতচেতনা কুন্তীকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করাইলেন। বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ দ্যূতসভায় কৃষ্ণার তাদৃশ দুর্দ্দশাবৃত্তান্ত এবং তিনি পাণ্ডবগণের অনুগামিনী হইয়া বনপ্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিতান্তঃকরণে কৌরবগণের ভূরি ভূরি নিন্দা করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের অন্যায়াচরণ পর্য্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত চলচিত্ত হইলেন এবং শোকে ও মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণের নিমিত্ত বিদুরকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইলে কৌরবেশ্বর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নবসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর সন্নিহিত হইয়াছেন জানিয়া নিতান্ত ভীতচিত্তের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ক্ষত্তঃ! পাণ্ডবগণ, ধৌম্য ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে কিরূপ ভাবে গমন করিয়াছেন? তাঁহাদিগের গমনে কোন অসদভিপ্রায় লক্ষিত হইতেছে কি না? জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি। সমস্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতুক দূর কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আপনার মুখমণ্ডল অবনত ও আচ্ছাদিত করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন; আর ভীমসেন বিশাল ভুজযুগল আন্দোলন করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। সব্যসাচী দুই-হস্তে বালুকা বপন করিতে করিতে অনুগমন করিতেছেন; সহদেব আলিপ্ত বদনে এবং নকুল আকুলহৃদয়ে ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। কুসুমসুকুমারী দ্রুপদরাজকুমারী আলুলায়িতকেশপাশে স্বীয় মুখচন্দ্রমাকে আবরিত করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে পতিগণের অনুগামিনী হইয়াছেন। আর পুরোহিত ধৌম্য যজমানগণের মঙ্গলকামনায় নিবিষ্টমনা হইয়া সাম, রৌদ্র ও যাম্য মন্ত্র গান করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসিলেন, হে বিদুর! পাণ্ডবগণ এরূপ বিবিধপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছেন, ইহার কারণ কি?

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মরাজ আপনার বংশপাংশুল পুত্রগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণের প্রতি চিরকাল স্নেহপরবশ ছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাহারা প্রতারণা দ্বারা তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছে বলিয়া তিনি কোপদৃষ্টিতে নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, কিন্তু পাছে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে দুর্য্যোধনকে ভস্মীভূত হইতে হয়, এই ভাবনায় কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অবনতমুখেই বনগমন করিতেছেন। ভীমসেন "বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই" এই ভাবিয়া শত্রুগণের প্রতি বাহুবলের অনুরূপ কর্ম্ম করিবেন স্থির করিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া যাইতেছেন। পার্থ শরবর্ষণোদ্দেশে বালুকা বর্ষণ করিতেছেন। আর সহদেব আলিপ্তবদনে আছেন;

কারণ তাঁহার বনে গমন করিতে কিছু লজ্জা বোধ হইতেছে। নকুল স্বীয় শরীরকান্তি গোপন করিবার মানসে সর্ব্বাঙ্গে পাংশুলেপন করিয়াছেন। শোণিতার্দ্র বসনা দ্রৌপদী স্বীয় দুঃশাসনাকৃষ্ট কেশপাশ সংযত না করিয়া দীননয়নে রোদন করিতে করিতে এই বলিতেছেন যে, আমি যাহাদিগের নিমিত্ত এতাদৃশ ক্লেশ পাইলাম, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে তাহাদিগের রমণীগণ পতিপুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ জন্য শোকার্ত্তা ও শোণিতাক্তবসনা হইয়া আমার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে। ধৌম্য পুরোহিত এইজন্য কুশহস্তে করিয়া সাম ও যাম্য গান করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ও বলিতেছেন "ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের পুরোহিতগণ এইরূপ সাম গান করিবেন।" মহারাজ! এ দিকে পুরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণে পরস্পর বলিতেছেন, হায়! দেখ, আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা পাণ্ডবগণ কৌরবগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন আর কৌরববৃদ্ধগণ স্বচ্ছন্দে তাহা সহ্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় ধিক্, তাঁহারা এমনি লোভপরতন্ত্র যে, পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীগণকে অকাতরে নির্ব্বাসিত করিলেন। হায়! এত দিনে আমরা পাণ্ডববিহীন হইয়া অনাথ হইলাম। লুব্ধপ্রকৃতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের স্নেহ কি জন্য হইবে? পুরবাসিগণ সকলেই এক বাক্যে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এদিকে মহানুভব পাণ্ডবগণও ভাবভঙ্গীতে আপনাদিগের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিতেছেন। সেই মহাপুরুষগণ হস্তিনাপুর হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই বিনা মেঘে অশনিপাত, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। বিনা পর্ব্বে রাহু গ্রহ করাল

বদন ব্যাদান করিয়া আদিত্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। মাংসলোলুপ গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ অশ্বত্থশিখর, দেবালয়, উন্নত প্রাকার ও অত্যুন্নত সৌধশিখরে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজ! আপনি তখন আমার পরামর্শ শুনিলেন না, কিন্তু আমি দেখিতেছি আপনার কুমন্ত্রণায় অনতিকাল মধ্যে ভরতকুল নির্ম্মূল হইবে; কারণ, স্পষ্ট লক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর পরস্পর এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া দেবর্ষি নারদ নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া, অতিভয়ানক স্বরে কহিলেন, অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর পরে দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে সমস্ত কুরুকুল এককালে নির্ম্মূল হইবে। দেবর্ষি এই কথা বলিয়াই ব্রহ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সহসা নভোমার্গে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি সকলেই নারদের কথায় ভীত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রধান অবলম্বন ভাবিয়া পাণ্ডবদিগের সমস্ত ধন তাঁহাকে অর্পণ করিল।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, দ্বিজাতিগণ, দেবপুত্র পাণ্ডবগণকে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হে দুর্য্যোধন! কর্ণ! শকুনি! আমি শরণাগত ধৃতরাষ্ট্রগণকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ফলতঃ দৈবই প্রধান জানিবে। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মতঃ দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনগমন করিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিবেন, সন্দেহ নাই। পরে ক্রোধ ও অমর্ষপরবশ হইয়া নিশ্চয়ই বৈরনির্য্যাতন করিবেন। আমিও সখিবিগ্রহে দ্রুপদরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছেন।

দ্রুপদরাজ এইরূপে যাগ, উপযাগ ও তপস্যার প্রভাবে ধনুঃ, কবচ ও শরধারী অগ্নিসন্নিভ ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয় এবং কৃশোদরী দ্রৌপদীকে তনয়া লাভ করিয়াছেন। সেই ধৃষ্ট-দ্যুম্ন পাণ্ডবগণের শ্যালক হইয়াছেন। তিনি যে পাণ্ডব-গণের প্রিয়তম হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র, সংশয় নাই। এই কারণ আমিও মর্ত্ত্য বলিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি। "ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ" একথা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। ফলতঃ এ সময়ে তাহার বৈরসাধনের উপ-যুক্ত সময় হইয়াছে। অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা সাব-ধান হও, বিশেষতঃ অরিন্দম দ্রুপদ, পাণ্ডবদিগের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন। মহারথিগণের সংখ্যাসময়ে যে অর্জ্জুন অগ্রগণ্য হন এবং যাহাকে আমি আপন প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিয়া থাকি, কৌরবগণের জন্য আমাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক। হায়! পৃথিবীতে আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর বস্তু কি হইতে পারে? সে যাহা হউক্, হে দুর্য্যোধন! তোমার এই সুখসম্পদ্ শীতকালের তালচ্ছায়ার ন্যায় ক্ষণিক জানিবে। অতএব তুমি প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগসুখ অনুভব করিয়া লও। অকাতরে দ্বিজাতিগণকে অগণ্য ধন দান করিয়া যশোরাশি সঞ্চয় কর। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইবে।

প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া কহিলেন, হে বিদুর! আচার্য্য মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি ত্বরায় পাণ্ডবগণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। যদি তাহারা প্রত্যাগমন করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অশ্ব, রথ, পদাতি ও বিবিধ প্রকার ভোজ্য ও ভোগ্য সামগ্রী দিয়া সৎকৃত করিয়া বিদায় কর।

অশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া আপনি সসাগরা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছেন। অতএব আপনার বিষাদের কারণ কি? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাবলশালী যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহার অমিত্রতা, তাহার নির্ব্বিষাদ কোথায়? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনারই পরামর্শক্রমে এই মহতী শত্রুতার সূত্রপাত হইয়াছে। আপনি যদি দ্যূতে অনুমোদন না করিতেন, তাহা হইলে কখনই এই বিবাদ উপস্থিত হইত না। পাণ্ডবদিগের সহিত এই শত্রুতা উপলক্ষে ভূমণ্ডলস্থ লোক সকল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবেক। যৎকালে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মাগণ পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী অনবদ্যাঙ্গী পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে সর্ব্বজনসমক্ষে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে, তখন মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন; দুরাত্মারা সে কথায় কিছুমাত্র আস্থা না করিয়া সূতপুত্র প্রাতিকামীকে আদেশ দিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করিতে পাঠাইয়াছিল। মহারাজ! বিধাতা যখন যাহার প্রতি প্রতিকূলতাচরণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তখন তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে; সে এমনি মোহান্ধ হয় যে, কিছুমাত্র হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না;